রাণী কৃষ্ণকামিনী

জর্জ্জ রেণল্ডস্‌প্রণীত

ইয়ং ডচেসের বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

৩৭ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন হইতে

সরকার এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬৮ সংখ্যক ভবনে কৃপানন্দ যন্ত্রে

শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

গ্রাহকগণসমীপে

পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে রেণল্ডসই শ্রেষ্ঠ। উপন্যাসে যে যে গুণ থাকিলে তাহা পাঠকগণের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, রেণল্ডসের উপন্যাসে তাহাই আছে। কি ভাষার লালিত্যে, কি ঘটনার বৈচিত্রে, কি চরিত্র-চিত্রনে, রেণল্ডসই যে সর্ব্বপ্রধান, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অন্ততঃ আমারত ইহাই বিশ্বাস। অনেকে রেণল্ডসের উপন্যাস অশ্লীলতা-দোষে দূষিত বলিয়া ঘৃণা করেন; কিন্তু কথা এই,—প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের দোষগুণ বিচার করিতে গেলে, সমাজের অত্যাচার অনাচারের চিত্র সকল সমাজ-আবরণের অবান্তর ভেদ করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিতে গেলে, অশ্লীলতা দোষ এক প্রকার অপরিহার্য্য; বরং ইহং ডচেস অনেকাংশে অশ্লীলতা দোষ শূন্য।

কোন ইংরেজি পুস্তকের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই শ্রুতিকঠোর হইয়া পড়ে; সেই জন্য অনুবাদকালে যথাসাধ্য সে দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। ইংরেজি নামগুলিও সুখপাঠ্য করিবার জন্য মূল শব্দের যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারভার পাঠকগণের উপর। রেণল্ডসের পুস্তক অনুবাদ করিতে অগ্রসর হওয়া মৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা। হয় ত তজ্জন্য কতই অপরাধী হইয়াছি। সেজন্য স্বর্গীয় রেণল্ডসের উদ্দেশে এবং পাঠকগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইহাতেও যদি পাঠকের পরিতৃপ্তি না ঘটে, তবে এই অনুবাদের তাবত অকৃতকার্য্যতা অনুবাদকের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মনের আক্ষেপ নিবারণ করিবেন।

প্রথমে আমাদের কল্পনা ছিল, ইয়ং ডচেসের ছায়ামাত্র লইয়া একখানি উপন্যাস লিখিব। বিষয়টী ছাটীয়া ছুটিয়া, উহ বাঙ্গালা দেশের ঘটনার সহিত মিলাইয়া, স্থান ও ব্যক্তির নামগুলিও বাঙ্গালা দেশের উপযোগী করিয়াই লিখিত হইবে। সেই জন্যই বিজ্ঞাপনে ইয়ং ডচেসের বাঙ্গালা নাম দিয়াছিলাম, রাণী কৃষ্ণকামিনী।

বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেই আমাদের বহুসংখ্যক হিতৈষী গ্রাহক, ইয়ংডচেসের অবিকল অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। স্থান, নাম, ঘটনা, যথা সব ঠিক রাখিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে ইয়ং ডচেস দেখিতেই তাঁহাদিগের বাসনা। সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরোধ অনুসারেই ইয়ং ডচেস সেই ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে রাণী কৃষ্ণকামিনী নাম প্রকাশিত হইয়াছে এখন সে নাম একেবারে উঠাইয়া দিলে যদি কোন গ্রাহক উহ পৃথক্ পুস্তক বলিয়া ভ্রমে পতিত হন, সেই জন্য গ্রন্থের উপরে রাণী কৃষ্ণকামিনী নামই রাখিতে বাধ্য হইলাম। নাম ভিন্ন মূল পুস্তকের সহিত রাণী কৃষ্ণকামিনীর কোন সংশ্রবই নাই।

রাণী কৃষ্ণকামিনী অর্থাৎ ইয়ং ডচেস প্রকাশিত হইল আমরা ক্রমান্বয়ে রেণল্ডসের যাবতীয় উপন্যাস বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখন আমাদের সে সংকল্প পূর্ণ হওয়া গ্রাহকগণের কৃপার উপরই নির্ভর করিতেছে। যদি ইয়ং ডচেস তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তবে ক্রমান্বয়ে সমস্তগুলিই অনুবাদিত ও যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ সাল।
পূর্ণিমা—স্নানযাত্রা।

গ্রন্থকার।

রাণী কৃষ্ণকামিনী

ইয়ং ডচেস্

প্রথম খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ।

"বরিষার কালে যবে প্লাবন-পীড়নে
কাতরে প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি দুঃখের
কথা কহে সে অপরে ——"

এ মেয়েটী তবে কার ?—সখী-সম্মীলন।

ওয়েষ্ট-মিনিষ্টর-ব্রিজের সান্নুদেশে এক অতি সুদৃশ্য অট্টালিকা। অট্টালিকা ক্ষুদ্র,—কিন্তু কি সৌন্দর্য্যে, কি গঠন-নৈপুণ্যে, কি পরিচ্ছন্নতায়, রাজপ্রাসাদকেও পরাস্ত করিয়াছে। অট্টালিকা দ্বিতল।—সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। উদ্যানে নানাবিধ সুদৃশ্য পুষ্পশোভিত পুষ্পবৃক্ষ। দর্শকগণের নয়নরঞ্জনের জন্য বিধাতা যেন স্বয়ং এই উদ্যানশোভিত অট্টালিকা সৃজন করিয়াছেন। বিলাসিতার সম্পর্কশূন্য এরূপ মনোজ্ঞ অট্টালিকা কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সুদৃশ্য অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত গৃহমধ্যে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয়া এক পরমা সুন্দরী যুবতী। সুন্দরীর অঙ্গসৌষ্ঠব যেরূপ মনোহর, বেশভূষাও ততোধিক মনোজ্ঞ। দেহের রমণীয়তার সহিত দৃঢ়তা ও পূর্ণতার সম্মীলনে যেন কঠিনকোমলের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। যুবতীর নিতম্বস্পর্শী কেশজাল আলুলায়িত,—তাহাতে যেন রূপরাশি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, নাসিকা সুগঠিত, রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয় যেন হাসিমাখা, গোলাপ-গণ্ড ঈষৎ রক্তাভ, যেন সিন্দুররঞ্জিত মুক্তাফল।—দৃষ্টি অতীব সরলতাব্যঞ্জক। সে দৃ

যতদূর যায়, ততদূরই যেন হাসিময় হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টির মধ্যে যেন বি[illegible]দের কণামাত্রও নাই। যুবতী একটী চারি বৎসরের বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া কতই আদর করিতেছেন। গৃহে অন্য কেহ নাই। তাঁহার কথার,—তাঁহার সোহাগ আদরের মর্ম্মগ্রহণ করে, এমন কেহ তথায় নাই, তবুও কথা কহিয়া যেন তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। সেই চারি বৎসরের বালিকাই যেন তাঁহার কথা কহিবার,—তাঁহার মনের কথা—প্রাণের ব্যথা—হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিবার মোহন যন্ত্র। যুবতী কত হাসি হাসিতেছেন, বালিকা সেই হাসির স্রোতে পড়িয়া—হাবুডুবু খাইয়া—নিজেও যেন হাসিমাখা হইয়া—হাসিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট অঙ্গুলীর দ্বারা যুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া কখন বা নাসিকা লেহন করিয়া বালিকা সোহাগের প্রতিদান করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তন। যুবতী বালিকাকে বক্ষে চাপিয়া—সজল-নয়নে—কম্পিতকণ্ঠে যেন দারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে কহিলেন, "হা হতভাগিনি! তোর জন্যেই তু আমার এত কষ্ট!" বালিকা এ কথা বুঝিল না। এই মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান পাইল না, বালিকা পূর্ব্ববৎ হাসির লহর তুলিয়া—স্নেহময়ী জননীর কেশাকর্ষণ করিয়া নীরব হইল। বালকবালিকার হৃদয় সাংসারিক সুখদুঃখের কোন ধারই ধারে না। তাহাদিগের হাসিকান্না মাতার মুখমণ্ডলে। মাতা হাসিলেন, শিশু হাসিল; মাতা কাঁদিলেন,—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, শিশু কাঁদিয়াই আকুল হইল। শিশু কেন যে হাসে,—কেন যে কাঁদে, তাহা কে জানে?

যুবতী আবার মুখ ভারি করিয়া—গোলাপগণ্ডে দুইটী ক্ষীণ অশ্রুস্রোত বহাইয়া সকাতরে বলিলেন, "আমাকে এত কষ্ট কেন দিস্ আনী? দুঃখকষ্ট দিবার জন্যই কি তোর্ জন্ম? দুঃখিনীর দুঃখ বাড়াবার জন্য কেন তুই আমার হলি? কেন তুই অত ভালবাস্লি? আমাকে দেখ্লে অত হাসি কেন হাসিস্ [illegible] দুঃখিনী, তার কাছে যে আসে, সেই যে দুঃখ পায়, মরুভূমে প্র[illegible] কু[illegible] যায়, তা কি তুই বুঝিস্ না?" বালিকা তাহা না বুঝুক্, কি [illegible] শিশুর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল কি না, [illegible] কাঁদিল। সে রোদনে যুবতীর ব্যথিত হৃদয় [illegible] নের [illegible] লুকাইয়া যুবতী কতই আদরে—কতই [illegible] সান্ত্বনা করিলেন। আবার বালিকা হাসিল!—বালিকার চোকে [illegible] হাসি, যেন বৃষ্টির উপর রৌদ্র! এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

প্রথম তরঙ্গ।

অকস্মাৎ দ্বারে কে করাঘাত করিল। যুবতী বালিকাকে ধাত্রীর ক্রোড়ে দিয়া দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" নেপথ্যে উত্তর হইল, "দ্বার খুলুন, বিশেষ আবশ্যক আছে।" যুবতী দ্বার খুলিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থকন্যা। নীরব—নির্নিমেষ নয়ন—দৃষ্টি যুবতীর প্রতি স্থির। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আগন্তুক রমণী ধীরে ধীরে কহিলেন, "হুঁ।"

আগন্তুক রমণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবতী যেন ম্লান হইয়া পড়িলেন। সভয় জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, "কে আপনি ? কাকে অনুসন্ধান ক'চ্চেন ? যাঁর সহিত আপনার প্রয়োজন, এ বাটীতে তিনি হয় ত থাকেন না। এ বাড়ী হয় ত তাঁর নয়! ভ্রম আপনার! কেমন, তাই কি ?"

"সম্ভব।" অনেকক্ষণ পরে যেন কতই ভাবিয়া চিন্তিয়া আগন্তুক রমণী উত্তর করিলেন, "সম্ভব। এমনও হয়। এরূপ ভুল বড় বিচিত্র নয় ; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, এই বাড়ীই যেন সেই বাড়ী। হয় ত আমার ভ্রমই হবে, না হয় ত ঠিক। না,—ভ্রম হবে না আমার। এমন ভ্রমে আমি কখনও পড়ি নাই। এইই সেই বাড়ী। এই নম্বর—এই রাস্তা—সব ঠিক্‌ঠাক্‌ একটুও এদিক্‌ ওদিক্‌ নয়। আচ্ছা, এ বাড়ীতে হার্টল্যাণ্ড নামে কেহ থাকেন কি ?"

"ভিতরে আসুন!" যুবতীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে সহসা প্রফুল্লভাব দেখা দিল। নির্ভয়ে কহিলেন, "ভিতরে আসুন! আমার সহিতই আপনার প্রয়োজন। আমারই নাম হার্টল্যাণ্ড।"

"তুমি ? তুমিই হার্টল্যাণ্ড ?" আগন্তুক রমণী অবগুণ্ঠন অপসারিত করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উপবেশন করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "তুমিই হার্টল্যাণ্ড ? বেশ, বেশ। আমি বড় খুসী হলেম। আমি ত তবে ভ্রমে পড়ি নাই। ঠিক ত এসেছি আমি ? তোমারই নাম তবে হার্টল্যাণ্ড ? হাঁ, তোমার পিতামাতা সব কোথায় ? কে কে আছেন তোমার ?"

হার্টল্যাণ্ড সজলনয়নে কহিলেন, "পিতামাতা আমার নাই। আমি পিতৃমাতৃহীনা অনাথা! একটী ভাই ছিল, সেটীও বাণিজ্যজাহাজে গেছে। তার আশাও আর আমি করি না। আমার সহায়সম্পদ কিছুই নাই, আমি অনাথা। দুঃখের পাথারে ভাসছি।"

"দুঃখ ?" সমবেদনা জানাইয়া আগন্তুক রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুঃখ ? কিসের দুঃখ তোমার ? তুমি কর কি ?"

"করি কি ? তাই আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চেন ? আমি যা করি, তা কি প্রকাশ কর্‌বার ? যা চিরদিন নীচবৃত্তি বোলে জানা ছিল, যা চিরদিন ভদ্রলোকের ঘৃণার বিষয় ছিল, আমি দুঃখে পড়ে সেই বৃত্তি অবলম্বন কোরেছি। পৈত্রিক ধনের একটী কপর্দ্দকও আমি পাই নাই। দুঃখের সময় করি কি, অনুপায় দেখে আমি অশ্বক্রীড়াপ্রদর্শনীতে চাক্‌রী স্বীকার কোরেছি। বেশ শিক্ষা পেয়েছি, ভাল সওয়ার হয়েছি, বেশ নাম বেরিয়েছে, সেই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ আমার নূতন নাম রেখেছে, মেডমোসিল ইমোজীন।"

আগন্তুক রমণী বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে কহিলেন, "তবে তোমার আবার কিসের দুঃখ ? যেমন নামসম্ভ্রম, বেতনও তেমনি বেশী বেশী পাও ?"

"না। তা নয়। মূলেই ভুল। পসার যেমন, বেতন তেমন পাই কৈ ? আমার অন্য উপায় নাই দেখে, অধ্যক্ষ আমার বেতন বৃদ্ধি করে না। তার কেবল এই উপদেশ, 'সকলেরই প্রাপ্ত অর্থে সন্তুষ্ট থাকা উচিত!' আমি এখন করি কি ?"

বালিকা জাগিয়া উঠিল। অন্য ঘর হইতে তাহার অস্ফুট রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়া ইমোজীনের হৃদয় ব্যথিত করিল। ধাত্রী তাঁহার স্নেহের কুমারী-টীকে সান্ত্বনা করিতেছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্রতার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক রমণীও উঠিলেন। বলিলেন, "আজ তবে আসি। আর একদিন আস্‌বো, অধিক বিলম্ব হবে না। হয় ত কালই আস্‌তে পারি। আমার এই আকস্মিক আগমনে হয় ত তুমি কত রকমই ভেবেছ। সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি, ভাবনা হবারই ত কথা। আমি সব কথা বোল্‌তেম, সত্য পরিচয় দিতেম, তুমি সে সব শুনে অবাক্ হয়ে যেতে। আজ আর হলো না।—সময় নাই আমার। নিজের শরীরও ভাল নয়।—সদাই অসুখ।—বড়ই যন্ত্রণা আমার। আজ থাক, কাল আস্‌বো।—তখন কোন কথাই অপ্রকাশ থাক্‌বে না।"

ইমোজীন তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "বলেন কি আপনি ? সে কি কথা ? অসুখ আপনার, একটু স্থির হোন্, একটু বিশ্রাম করুন্। এখন আপনাকে যেতে দিতে পারি কৈ ? একটু বিশ্রাম করুন্। অত ব্যাকুল হবেন না।—এখনি অসুখ সেরে যাবে।"

আগন্তুক রমণী এ সব কথার উত্তর না দিয়া, নিজের কথায় ইমোজীনের কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অতি দ্রুত—অতি জড়িতকণ্ঠে কহিলেন; "না না, তাতে আর কাজ নাই। এমন অসুখ আমার সর্ব্বদাই হয়। তাতে ত[illegible] ভাবনা কিছু নাই। আজ আমি আসি। আবার আস্‌বো। তোমার মেয়েটীর আদর করা হলো না, এটীও আমার এক দুঃখ রৈল। থাক্, কাল্ হবে এই থলীটী লও। ইহা আমি তোমাকে দিলাম।"

ইমোজীন দেখিলেন, থলীটী অর্থে পরিপূর্ণ।—অনেক টাকা। তিনি কহিলেন, "এরূপ অযাচিত দান আপনার পক্ষে অবশ্যই প্রশংসার কথা, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। আমি দরিদ্র,—অনাথা; আমার পরিশ্রমের উপার্জ্জনে আমি সন্তুষ্ট, আপনি ক্ষমা করুন্।"

আগন্তুক রমণী অপ্রতিভ হইয়া—একটু ম্লানহাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, [illegible] কথা হচ্চে না।—এ দান নয়। আমি তোমাকে দান কোর্‌তে আ[illegible] নাই। তুমি আমার পরিচিত বন্ধু। বন্ধুপ্রদত্ত উপহার কখনই প্রত্যাখ্যা[illegible] কোর্ত্তে নাই।"

"ক্ষমা করুন। এক দিনের—এক দণ্ডের পরিচয়ে আপনি যে আমা[illegible] বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

"আঃ! তুমি অতি মুখরা। আমাকে তুমি যে বিহ্বল কোরে তুল্‌লে আমার কথা তুমি যে বুঝ্‌তেই পাচ্চ না। আমি এই থলীটী তোমার কা[illegible] গচ্ছিত রাখ্‌ছি। কেমন, প্রস্তুত আছ?"

"না। অপরিচিত ব্যক্তির অর্থ গচ্ছিত রাখবার সাহস আমার নাই।"

"ঘোড়ায় চোড়তে পার, কামান ছুড়্‌তে পার, তলোয়ার খেল্‌তে পার, য[illegible] লুক্‌তে পার, এত সাহস তোমার, আর এই টাকা-কয়টী গচ্ছিত রাখ্‌তে পা[illegible] না? তোমার সকলি দেখ্‌ছি অহঙ্কার। এই বুঝি তুমি অনাথা, দরিদ্র?"

এবারে ইমোজীনের চক্ষে জলধারা বহিল। দারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসি[illegible] হইয়া ইমোজীন কহিলেন, "অকারণ এ শ্লেষ কেন? আমার আবার অহঙ্কার পিতৃমাতৃহীনা অনাথার আবার অহঙ্কার? যার সহায় নাই, সম্পত্তি না[illegible] জুড়াবার স্থান নাই, সমবেদনা জানাবার—প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বার যে[illegible] নাই, তার আবার অহঙ্কার?"

ইমোজীনের এই অশ্রুজল বিফলে গেল না। আগন্তুক রমণী ইমোজীনে[illegible] হৃদয়ের ভীষণ যন্ত্রণা—দারুণ অভিমান বুঝিলেন। তিনি স্নেহভরে ইমোজীনে[illegible]

হস্তধারণ করিয়া অতি কোমলস্বরে কহিলেন, "রাগ করো না। তোমার মন বুঝবার জন্য বোলছিলেম। ও সব কথা কিছু মনে ক'রো না। তবে আসি। কাল হয় ত আবার দেখা হবে।" আগন্তুক রমণী প্রস্থান করিলেন। ধাত্রীক্রোড়স্থ বালিকাটীর প্রতি চাহিতে চাহিতে—ইমোজীনের অশ্রুশিক্তমুখ-মণ্ডলের প্রতি সমব্যথাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে রমণী প্রস্থান করিলেন। ধাত্রীও বালিকাটীকে লইয়া উদ্যানভ্রমণে চলিল। ইমোজীনের সভাগৃহ নিস্তব্ধ।—মাত্র চিন্তাক্লিষ্টহৃদয়ে ইমোজীন উপবিষ্ট।

ইমোজীনের হৃদয়ে চিন্তার জোয়ারভাটা বহিতেছে। এ চিন্তার বিরাম নাই। এক চিন্তা, এই অপরিচিত রমণী কে? পরিচয় নাই,—জানা শুনা নাই, ইহার আগমনেরই বা কারণ কি? এ চিন্তাও কম নহে। আর সেই চিন্তা। যে চিন্তা ইমোজীনের হৃদয়ের সহিত গাঁথা, যে চিন্তা তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ পরিমাণের তুলাদণ্ড, যে চিন্তা তাঁহার জীবন-মরুভূমের শান্তি-সরসী এবং জীবন-উদ্যানের বিষতরু, যে চিন্তা যৌবনের অনুচর, সেই চিন্তাই এখন গুরুতর চিন্তা। ইমোজীন সভাগৃহে ছিলেন, বারান্দায় আসিলেন। ইচ্ছা, সম্মুখস্থ উদ্যানের সান্ধ্যশোভা দর্শনে যদি হৃদয়ের এই গুরুভার অপনীত হয়, যদি এই চিন্তার প্রবাহে বাঁধ পড়ে, কিন্তু তাহাও কি সম্ভব? যে চিন্তা তাঁহার জীবনের সহচরী, তাহা কি অপনীত হয়? ইমোজীন চিন্তার অকূল সাগরে পড়িয়া অবসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার আর আত্মজ্ঞান নাই।

ইমোজীন বসিয়া আছেন বারান্দায়, দৃষ্টি তাঁহার পোষা হরিণীর প্রতি। হরিণী তাহার প্রভুর দৃষ্টি সমদৃষ্টিতে দেখিয়া আনন্দে অসাড় হইল, কত ভাবে অঙ্গসঞ্চালন করিল, কত আদর জানাইল, শেষে তাহার কার্য্যের সহানুভূতি না পাইয়া মনের দুঃখে আবার গ্রাসগ্রহণে মন দিল। ইমোজীন তবে কি এ সব কিছুই দেখিতেছেন না? মন না থাকিলে বুঝি অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-কারিতা থাকে না! মন দেখিতে ইচ্ছা না করিলে চক্ষু দেখে না, শুনিতে না চাহিলে কর্ণ শুনিতে পায় না। ইমোজীনের দৃষ্টি ছিল হরিণীর প্রতি, মন ছিল সেই চিন্তার বস্তুতে। তাই ইমোজীন কিছুই দেখেন নাই।

ইমোজীনের ভাবনার অবধি নাই। কত ভাবনাই তিনি ভাবিতেছেন। এমন সময় আর একটী অনিন্দ্যমূর্ত্তি যুবতী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সুন্দরীর লাবণ্য অতুলনীয়। ইমোজীনের পার্শ্বে উপবেশন করিতে বোধ হয়, যেন রূপ-পাদপের দুইটী প্রস্ফুটিত কুসুম এক বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে সুন্দরী অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "ইমোজীন! আর কত ভাবনা ভাব্‌বে? ভেবে ভেবে তুমি শরীরপাত ক'র্‌তে ব'সেছ যে? এত ভাবনা কেন ভাব তুমি? আমি সকলই জানি, কিন্তু কি কোরবে ভাই! তুমি যে তাঁর কিছুই জান না। কি নাম, কোথায় তিনি থাকেন, তিনি তোমার এই প্রাণের ব্যথা বুঝবেন কি না, এ সকল না ভেবে একবারে অধীর হয়েছ যে? এই সকল দুঃখকষ্ট সহিবার জন্যই নারীজাতির জন্ম। কত লাঞ্ছনা, কত যন্ত্রণা, কত মনস্তাপ যে অভাগা নারীজাতিকে সহ্য কোরতে হয়, তা ত তুমি জান! যে জাতির দুঃখ দিবার অনেকে আছে, কিন্তু দুঃখমোচন কর্‌বার কেহ নাই, যে জাতির কাঁদাবার অনেকে আছে, সান্ত্বনা কোরতে কেহ নাই, মনের আগুন মন দিয়া চাপা দেওয়াই যাদের নিত্যব্রত, তাদের সান্ত্বনাই যে মর্ম্মদাহ। তবে আর বেশী ভাবনার বিষয় কি?"

যিনি এই সারগর্ভ উপদেশে ইমোজীনকে এত বুঝাইলেন, তাঁহার নাম এলিস্। এলিস্ সুন্দরী—যুবতী, কিন্তু যৌবনের গর্ব্বে গর্ব্বিতা নহেন বরং বিনীতা। সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করিতেছে না। রূপ দেখাইবার জন্য তিনি বিব্রত নহেন, বরং রূপের প্রভাবেই তিনি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

এলিস্ এত বুঝাইলেন, ইমোজীন তখনও নিরুত্তর। এলিসের এত কথা তিনি যেন শুনেন নাই। অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইমোজীন কহিলেন, "এলিস্! সকলি দুরাশা, তা জানি। আমি দুরাশার অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, শিশিরপাতে আমার আর ভয় কি? এইরূপ যন্ত্রণার ভীষণ আঘাত সহ্য কর্‌বার জন্যই আমার জন্ম। সে যন্ত্রণার হাত হতে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার উপায় কি ভাই? আমার জীবন এইরূপ দুঃখ-কষ্টের পাথারেই ভাসবে, ভেসে ভেসে কোন্ দিন ডুবে যাবে। দুঃখের গভীরতম সাগরের জলবুদ্‌বুদ আমি, দুঃখসাগরেই মিশাব, সুখসাগরে মিশবার ক্ষমতা আমার কৈ? যদি তাই হবে, তবে অপরিচিতকে——"

"আমিও ত তাই বলি।" ইমোজীনের অপরিসমাপ্ত কথা শেষ হইতে অবসর না দিয়াই এলিস্ বলিলেন, "আমিও ত তাই বলি। জেনে শুনে কেন এমন অধৈর্য্য হও। তুমি যে বিধির কলম রদ কোরতে বোসেছ। মনের ভাব, প্রাণের কথা প্রকাশ কর্‌বার ভাষা আজও হয় নাই, তা জান ত? যদিও থাকে, তবে সে পাগলের কথা—পাগলের ভাষা।"

"তবে ত পাগলের ভাষাই ভাষা। এমন ভাষা পাগলের! এ যে বলে, সেই ত পাগল।"

"তোমার মত পাগলের পসার পাগলের বাজারেই শোভা পায়, মনুষ্য-সমাজে নয়। রহস্য নয়, সত্য সত্য বোলছি, আজ সকাল সকাল যাও, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। আমাকে চিনিয়ে দিও, যদি একবার দেখ্‌তে পাই, তা হলে তাঁর অনুসন্ধান, আমার পক্ষে অধিক অসম্ভব হবে না।"

এই যুক্তিই স্থিরযুক্তি। উভয় সখীতে এই পরামর্শ স্থির করিয়া এলিস্ প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় সজলনয়নে ইমোজীনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ইমোজীন! আর ভেবো না। তোমার হাসিমুখ দেখবার জন্যই আমার এত কষ্ট। আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার হাসিমুখ না দেখলে, তোমাকে সুখী না কোরলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না। কেমন, তাই ত! আর ভেবো না। আর আমার কথা যদি না শুন, তবে রাত্রে একটু একটু কেঁদো। কেমন?" এলিস্ হাসিলেন। দুই চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু উপহার দিয়া হাসিতে হাসিতে এলিস্ বিদায়গ্রহণ করিলেন। সুন্দরীর সকলই অপূর্ব্ব! সরলার হাসিকান্নায় প্রভেদ নাই। মধুময়ী এলিসের সকলই মধুময়।

এলিস্ চলিয়া গিয়াছেন, গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে, গাড়ীবারান্দায় অশ্বক্রীড়াপ্রদর্শনীর গাড়ী আসিয়া লাগিয়াছে, জলযোগ প্রস্তুত, ইমোজীন এখনও সেই বারান্দায়,—তখনও তিনি চিন্তা-সাগরের লহরী গণনা করিতেছেন। এ চিন্তার আর কি বিরাম আছে?

ইমোজীন অনূঢ়া—যুবতী। অবিবাহিতা—কুমারী। তবে এ মেয়েটী কার?

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

—০✱০—

"সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।"

"Alfred ! Dearest Alfred ! you have returned at last !"

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

নব দম্পতি !—সুখ কোথায় ?

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ। শীতকাল। বেলা প্রায় ৫টা। চারিদিক কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। সে দিন ভয়ানক শীত। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, নগরের জনকোলাহল তখনও মন্দীভূত হয় নাই, মাঠের ক্ষুদ্র রাস্তাগুলিরও তখন অবকাশ হয় নাই, গ্রাম্য কৃষকগণ তখনও সেই সকল ছোট ছোট আঁকা বাঁকা মাঠের রাস্তা বহিয়া চলিতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হ্রস্ব কিরণ বৃক্ষশীরে স্বর্ণ-পতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। পথিকেরা দ্রুতপদে চলিয়াছে, ভয়ানক শীত। এমন সময় নগরীর প্রান্তবর্ত্তী একটী উদ্যান অভিমুখে মাঠের পথ ধরিয়া একটী যুবক অগ্রসর হইতেছেন। যুবকের শরীর দীর্ঘ, পরিচ্ছদ পরিপাটী, বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি। যুবক দ্রুতপদে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন, দেখিতে দেখিতে উদ্যানদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখনি উদ্যানবাটী প্রতিধ্বনিত করিয়া এক দিব্য বামাকণ্ঠে মধুরতর স্বরে উচ্চারিত হইল, "আল-ফ্রেড! প্রিয়তম আলফ্রেড! ফিরেছ তুমি?"

একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী দ্রুতপদে যুবকের সমীপবর্ত্তী হইয়া উভয় বাহুদ্বারা যুবকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কতই আনন্দে—কতই উচ্ছ্বাসে—কতই ভাবে যেন বিভোর হইয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! এসেছ তুমি?" আলফ্রেড যুবতীর গণ্ডস্থল স্বীয় অধরোষ্ঠে স্পৃষ্ট করিয়া কতই উৎসাহে—আনন্দোৎফুল্লনয়নে কহি-লেন, হাঁ এথেল! আমি ফিরে এসেছি। দেখ, আমি ত ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি? একপক্ষের মধ্যে আমার আসার কথা, আজ সেই একপক্ষের শেষ দিন। এই একপক্ষ কাল তোমার অদর্শন—এই সুদীর্ঘ একপক্ষকাল তোমার বিরহ এক

কয়া—উঃ! সে কথা মনে হলে আনন্দের মধ্যেও আমার দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হয়। যাক্, সে সব কথায় আর কাজ নাই। এখন আমাদের খোকা কৈ ?"

একটী দশমাসের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ধাত্রী অদূরে পদচারণা করিতেছিল। ইঙ্গিতমাত্রে নিকটে আসিয়া শিশুটীকে যুবকের ক্রোড়ে দিল। যুবক কতই আদরে—কতই আনন্দে শিশুর মুখ চুম্বন করিলেন। শিশু হাসিল। সেই অব্যক্ত হাসির সঙ্গে যুবকযুবতীর হৃদয়েও যেন হাসির প্রবাহ বহিল।

যুবতীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। আহা! এই অশ্রুবিন্দু দুটীর মূল্য কত ? যুবতীর ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সকলই যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া—এই শিশু ও যুবককে প্লাবিত করিল। যুবতীর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে সে আনন্দের যেন স্থান কুলাইল না। তাঁহার হৃদয়ে আজ আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাঁহার আজ প্রাণভরা আনন্দ, চোক্‌ভরা হাসি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন সুখের তরঙ্গ উঠিয়াছে। যুবতী তন্ময়চিত্তে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দরের সুখ-ব্রততী দুটীকে দেখিয়া লইতেছেন। হৃদয়ের আনন্দস্রোত হৃদয় প্লাবিত করিয়া নয়নপ্রান্তে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, ইহারই নাম স্বর্গসুখ!

এই শিশু যেন দম্পতীর ভালবাসা-তরুর অমূল্য কুসুম। শিশু দম্পতীর ক্রোড়ে ক্রোড়ে কতই আনন্দ উপভোগ করিল। হাসির লহর তুলিয়া—যুবতীর কবরী খুলিয়া—পুরস্কারস্বরূপ চুম্বনরাশি প্রাপ্ত হইল। যুবকের চেন ঘড়ি টানিয়া তাঁহার সজ্জিত কেশরাশি বিপর্য্যস্ত করিয়া—কত আনন্দই উপভোগ করিল। শিশু পিতার নাসিকা লেহনে ব্যগ্রতা জানাইল, তিনি নিবারণ করিলেন, অমনি শিশুর অভিমান হইল। কাঁদিয়া মাতার দিকে চাহিল। যুবতী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। আদরে মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আয় পিমু! আমরা রাগ করি। উনি সর্ব্বদাই ঐ রকম লাল চোক দেখান। তুমি আর কোলে যেয়ো না ?" শিশু সম্মতির হাসি হাসিল। যুবক একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ বৃন্তচ্যুত করিয়া শিশুর সম্মুখে ধরিলেন। শিশুর অভিমান আর থাকিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই রহস্য চলিল। রাত্রিও প্রায় ৯ টা। আর কি তখন বাহিরে থাকা চলে ? সকলে উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন প্রাতে দম্পতী বাল্যভোজনে বসিয়াছেন। আল্‌ফ্রেড বলিলেন, "এথেল! এত দিনে তোমার বাসনা পূর্ণ হলো। শীতকালে আমরা দুজনে আর্য্যাবর্ত্তে ভ্রমণ করি, এ বাসনা তোমার অনেক দিনের ছিল। সে বাসনা

পূর্ণ করবার জন্য আমি দুটী অশ্ব কিনেছি। অশ্ব দুটী যেমন সুশ্রী, তেমনি শিক্ষিত।—দামও বেশী! সম্ভবত আর একটু পরেই তুমি দেখতে পাবে।”

এথেলের আনন্দপ্রকাশের অবসর হইতে না হইতে অশ্বপালক আসিয়া উপস্থিত। এথেল অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব দেখিতে ছুটিলেন দেখাশুনা হইয়া গেল। আলফ্রেড অশ্বদুটীকে যথাস্থানে রাখিয়া অশ্বপালককে তাহার মূল্য দিয়া বিদায় করিলেন। আবার দুজনে ভোজনে বসিলেন ভোজন শেষ হইয়াছে মাত্র, এমন সময় কম্পিতপদে সেই অশ্বপালক আসিয়া উপস্থিত! মুখে কেবল জাল! জাল! জাল! আলফ্রেড বিস্ময়চকিতনেত্রে কহিলেন, “কি? ব্যাপার কি? হয়েছে কি?” অশ্বপালক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “আপনি যে চেক দিয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে উহা জাল বোলে ধোরেছে! আমি পালিয়ে এসেছি। আপনি সাবধান হোন্।” চারিদিকে যেন একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। আলফ্রেডের বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া দাসদাসীরা আরও বিহ্বল হইয়া পড়িল। বিপদের উপর বিপদ! এথেলের দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। আলফ্রেড ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন।

অনেক শুশ্রূষার পর, এথেল প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখনি সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব হইল। আলফ্রেড, তাহার যাবতীয় সম্পত্তি এথেলের নামে উইল করিলেন। আলফ্রেডের চেক দিবার যেন কোন অধিকার নাই যে চেক তিনি অশ্বপালককে দিয়াছিলেন, যে সব রেজেষ্টরী দলীল বন্ধকের হইয়া গিয়াছে, সে সব অস্বীকার করাই সংকল্প থাকিল।

এথেলের কিন্তু তখনো ভয় ঘুচে নাই। তিনি করযোড়ে কেবলই বলিতেছেন, “হে ঈশ্বর! আমার সর্ব্বনাশ কোরো না। আমার এ সুখসাধে বঞ্চিত কোরো না!”

আলফ্রেড ভাবিতেছেন, “যারা এই দণ্ডে সুখের সাগরে ভাসছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের ভাগ্য এত পরিবর্ত্তন! এরই নাম কি সুখ? জানি না, সুখ তবে কোথায়?

তৃতীয় তরঙ্গ।

"এ ছার প্রণয়ে এমন যে হবে
আগে কে জানিত মনে।
তা হলে কি সখী, মজিতাম কভু
নিঠুর শঠের সনে॥"

"সন্দেহপ্রবণ প্রণয়—বিরহ অপেক্ষা দুঃখপ্রদ।"

এও কি হয়?—অসম্ভব!

হাইড পার্কের এক নিভৃত কুঞ্জে উপবেশন করিয়া একটী সৈনিকপুরুষের সহিত একটী যুবতীর কথোপকথন হইতেছে। যুবতী সুন্দরী—সৈনিকপুরুষ তদনুরূপ না হইলেও কুৎসিত নহেন। পরস্পরে গোপনে গোপনে কথাবার্ত্তা হইতেছে। অতি সতর্কতার সহিত কথোপকথন।

সৈনিকপুরুষ সগর্ব্বে বলিতেছেন, "তা আমি জানি। আপনি বিশ্বাস না করুন, কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য, আমি স্বয়ং তার একজন প্রমাণ। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঐরূপ বিশ্বাস থাকাই আবশ্যক, তবে স্বামীরও সে দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। স্ত্রী, তার যাবতীয় বিশ্বাস, আমার প্রতি স্থির রাখ্‌বেন, আর আমি তার সেই অভ্রান্ত বিশ্বাসকে পদদলিত কোরে—সেই স্ত্রীকে ত্যাগ কোরে অন্যকে ভালবাস্‌ব, অন্যকে আদরযত্ন কোর্‌ব,—অন্যের হব, এ বিষয়ে আমার আন্তরিক ঘৃণা আছে। আমার মত, যে সব স্বামী তার স্ত্রীর বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তার স্ত্রীও যেন তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ কোরে প্রতিশোধ লয়। মনে কোর্‌বেন না, আপনাকে আমার মতে আন্‌বার জন্যে এত বোল্‌ছি, আমার মতই ঐ রকম। সকলের নিকটেই আমার ঐ প্রস্তাব।"

যুবতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমি এ কথায় বিশ্বাস করি না। যিনি আমাগত প্রাণ, সর্ব্বস্ব আমাকে দিয়ে যাঁর বিশ্বাস, আমি যাঁকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, ভক্তি করি,—আমার তুলনায় যাঁকে আমি দেবতা বোলে জানি, সে বিশ্বাস ভঙ্গ কোরে পাতকগ্রস্ত হতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি অন্য প্রসঙ্গ তুলুন। ও সকল কথায় আর কাজ নাই।"

"কাজ নাই?" সৈনিকপুরুষ যেন লাফাইয়া উঠিয়া একটু গর্ব্বোন্নতস্বরে বলিলেন, "কাজ নাই? আপনি বলেন কি? ডিউকপত্নি আপনি, বুদ্ধিমতী আপনি, আপনার এ ভ্রম! বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনি আমার বন্ধু। বন্ধুর কাজ কোর্ব্বো।—আপনি শুনুন বা না শুনুন, আমি দেখাব। ডিউক একটী সুন্দরী স্ত্রীকে ভাল বেসেছেন। প্রত্যহ সেখানে তাঁর গতিবিধি হয়। স্বয়ং আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এক আধ দিন নয়, দশ দশ দিন দেখা। একদিন দেখ্‌বেন চলুন, আপনার এ সন্দেহটা টলাতে না পালে আমার মন স্থির হচ্চে না, কিন্তু যদি প্রকৃতই তা হয়, যদি ডিউককে সেই পাপিষ্ঠার ঘরে হাতে হাতে ধরিয়ে দিতে পারি, যদি দেখাতে পারি যে, যাঁর ভালবাসার আপনার একারই পূর্ণ অধিকার ছিল, তাতে একজন অংশীদার জুটেছে, তা হলে কি হবে? আমার—আমার বাসনা পূর্ণ হবে ত?"

"সে বিবেচনা তখন হবে, কিন্তু এও কি সম্ভবে? আমার এতই কি ভ্রম হবে?" যুবতীর অপরিসমাপ্ত কথা যেন লুফিয়া লইয়া সৈনিকপুরুষ উত্তর করিলেন, "ভ্রম! ভ্রম! নিশ্চয়ই ভ্রম! আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌তে পারি, আপনার আগাগোড়াই ভ্রম। বড়ই ভ্রমে পড়েছেন আপনি, তা না হলে এও কি হয়!"

"দেখাতে পার্ব্বেন?"

"তাতে আর কি সন্দেহ কোর্‌তে আছে! নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

"না, এমন হবে না। যাঁর প্রতি এক দিনের জন্যও বিশ্বাস টলে নাই, এত দিন পরে তাঁর প্রণয়ে অবিশ্বাস কোর্ব্বো? না মহাশয়! ক্ষমা করুন্। অন্য কথা হোক্। ও সব কথায় কাজ কি আর?"

সৈনিকপুরুষ ম্লানহাসি হাসিয়া—যেন অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "আবার আপনার অবিশ্বাস? আমি কি এতই নীচ? আমরা কি এতই স্বার্থপর? আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমাকে সুখী কোর্ব্বেন, তাই প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথা বলা, মূল কথা আপনাকে সতর্ক করা।"

"আচ্ছা। আগামী সপ্তাহে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে। আপনি প্রস্তুত থাকুন। যদি সত্য হয়, তখন আপনার প্রস্তাব বিবেচনা কোর্ব্বো। আপাততঃ বিদায় হই।" এই বলিয়া ইয়ং ডচেস্ অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। সৈনিকপুরুষ বারম্বার নমস্কার করিয়া—"আপনার অনুগ্রহ" "আপনার অনুগ্রহ" বলিয়া সম্মান জানাইয়া বিদায় হইলেন।

সৈনিকপুরুষ অশ্বারোহণে এক অতি জঘন্য পল্লীর এক জঘন্য, ভগ্ন, অপরিচ্ছন্ন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরটী ঘোর অন্ধকার। এ অন্ধকার অন্য কারণে নয়, তাঁহার প্রিয়বন্ধু কাশীর পাইপনল হইতে ধুমরাশি উদ্গীরিত হইয়া এই ভীষণ অন্ধকারের অবতারণা করিয়াছে। কাশীর শরীর অতি কৃশ, নাক বসা, ওষ্ঠ পুরু, চক্ষু গোল—ছোট, মস্তকের কেশ কর্কশ, চলন পর্য্যন্ত অতি বিশ্রী, বয়স চল্লিসের মধ্যেই। সৈনিকপুরুষকে দেখিয়াই কাশী সসম্রমে উঠিয়া একবার আলিঙ্গন করিল। তখনি একটী পাইপ প্রস্তুত করিয়া দিল। অন্যান্য যৎসামান্য উপকরণ একটী ভগ্ন টেবিলের উপর রাখিয়া পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাসনে আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। মিটির মিটির চাহিয়া—একটা কষ্টের হাসি হাসিয়া কহিল, "ভাই! কি হলো? সব ঠিক ত? একটা ভাল রকম ভোজ দিতে হবে কিন্তু! উঁঃ—মাংসটা যা খাব, তা আর এখন বোলে কাজ কি, সেই সময় বুঝে নিও। বিয়ারটা অনেক দিন খাই নাই। বিয়ারটা কিন্তু বেশী কোরে আন্‌তে হবে। কি বল?"

সৈনিকপুরুষ সে কথা যেন কাণেই স্থান দিলেন না। তিনি আগ্রহসহকারে বলিলেন, "কাশি! প্রিয়তম! এক রকম হাত করেই এসেছি, আর কি! কিন্তু এক কথা। ডিউককে ধরিয়ে দিতে পাল্লেই আর কি? তখন তোকে ত বিয়ারের কুপোর মধ্যে বসিয়ে রাখ্‌বো। কিন্তু এখন একটা কাজ, পার্ব্বি ত?"

কাশী একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া—নবাবীধরণে দুলিতে দুলিতে, পড়িতে পড়িতে বলিল, "তা আর পারি না? আমি আবার না পারি কি? কিন্তু কাজটা কি, বল দেখি।"

"সে কথা এখানে না। চল, গোপনে বলি।" এই বলিয়া কাশী ও সৈনিকপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

"তন্বি শ্যামা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠি।
মধ্যক্ষমা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।"

অবগুণ্ঠনবতী!—তুমি কে?

ইমোজীন একটী সুসজ্জিত ভোজনাগারে বসিয়া আছেন। গৃহটী সুরুচীর সহিত সজ্জিত। কক্ষভিত্তিসংলগ্ন আলেখ্যসমূহ মূল্যবান। প্রত্যেকখানিই এই গৃহস্বামীর বংশগত সম্পর্কেরই প্রমাণ।—অন্য চিত্রপট নহে। গৃহসামগ্রী সমস্তই মূল্যবান। সম্মুখভিত্তিতে শারি শারি দুখানি বৃহৎ চিত্রপট। এক-খানিতে একজন মধ্যবয়সের ভাগ্যবান ব্যক্তির চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অপর-খানি এক জন রমণীর প্রতিমূর্ত্তি! রমণীর বয়স পূর্ব্বকথিত চিত্রিত পুত্তলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। উভয় চিত্রই মূল্যবান। অবগুণ্ঠনবতী ইমোজীন একখানি বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া একদৃষ্টে এই সকল কেবল দেখিতেছেন।

সহসা দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও বহুমূল্য পরিচ্ছদপরি-হিতা একটী কামিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নতশীরে ইমোজীন তাঁহা-দিগের সম্মান রক্ষা করিলেন। আগন্তুকদম্পতী উপবেশন করিলেন।

শ্রীমতী কহিলেন, "চমৎকার চেহারা। লক্সেলট যেরূপ বর্ণনা কোরেছেন, আমার বিবেচনায় যেন তা হতেও অধিক বোলে বোধ হচ্চে।"

"ঠিক কথা।" আগন্তুক শ্রীমতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। এমন সুন্দরী আমি আর কখন দেখি নাই।"

"তবে তোমার অমত কেন? যদি তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকে, যদি তাকে সুখী কোত্তে তোমার আন্তরিক বাসনা থাকে, তবে সম্মত হও। একটীমাত্র পুত্র আমার, তার বাসনা অপূর্ণ রাখা—তার প্রাণে বিষাদের তরঙ্গ তোলা—পিতামাতার পক্ষে ঘোরতর অন্যায়। আমার কথা রাখ। দেখ্‌তে চেয়েছিলে, দেখা হলো। এখন আর অমত কি?"

সোৎসুকদৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিয়া শ্রীমতী এই প্রশ্নের সমাধান জিজ্ঞাসা করিলেন।

আগন্তুক কতক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই ঠিক নাই। আমি যেন উভয়সঙ্কটে পোড়ে দিশাহারা হয়ে গেছি। করি কি ?"

"যাক্, সে কথা এখন থাক্।" স্বামীকে প্রস্তাবিত উত্তরে বাধা দিয়া শ্রীমতী কহিলেন, "সে সব কথায় এখন আর কাজ নাই।" তাহার পর ইমোজীনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার কিছু বল্‌বার আছে ?"

ধীরে ধীরে ইমোজীন কহিলেন, "আপনার পুত্রের সঙ্গে এখন কি একবার আমার সাক্ষাৎ হবে ?"

"হবে। এখনি লন্সেলট আস্‌বেন। অবশ্যই দেখা হবে।" এই বলিয়া লর্ডদম্পতী প্রস্থান করিলেন। ইমোজীনের হৃদয়ে যেন সুখের তরঙ্গ উঠিয়াছে। তিনি চিনিতে পারিয়াছেন, আগন্তুকদম্পতী লন্সেলটের পিতামাতা। তাঁহারা যে ভাবে পরস্পরে কথোপকথন করিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে. মনের বাসনা পূর্ণ হইবে, এই জন্যই ইমোজীনের এত আনন্দ।

আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল। দ্রুতপদে লন্সেলট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বহস্তে প্রিয়তমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "ইমোজীন! কতক্ষণ তুমি এখানে ?" লন্সেলট প্রিয়তমার করচুম্বন করিলেন। ইমোজীনের মুখে কথা সরিল না। লর্ডদম্পতী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ইমোজীনের মুখের উত্তর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, ইমোজীন তাঁহার পুত্রকে ভালবাসেন কি না, এই সব প্রশ্নের মীমাংসার পর তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইমোজীন তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।—বলিতে পারিলেন না। সুখের সংবাদ—শুভ সংবাদ দিতে বাধা জন্মিল। বারম্বার তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইতে লাগিল। ইমোজীন নীরবে রহিলেন।

লন্সেলট কহিলেন, "ইমোজীন! আমি তোমার পরিচয় জানি। আমি তোমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ কোরে—হয় ত তোমার পবিত্র চরিত্রে সন্দেহ কোরে পাতকগ্রস্ত হয়েছি, আমাকে ক্ষমা কোর্‌বে কি ?"

ইমোজীন কাতরস্বরে কহিলেন, "যে কথা জগতের সকলে জানে, জগতের সকলেই যার চরিত্রসম্বন্ধে কত কথা বলে, তুমি তাতে দোষারোপ কোর্‌বে, এও কি বড় বিচিত্র কথা ? আমি সে চরিত্রের জন্য দুঃখিত হই না। সে সব অপবাদ আমার সহ্য হয়ে গেছে।"

"না ইমোজীন! তা আমি বলি না। আমি ত তোমাকে নিন্দা করি না। তোমার চরিত্র আদর্শচরিত্র। সমাজের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে, শাসন-

কর্ত্তার কঠোর শাসনে অনুশাসিত হয়ে যারা সচ্চরিত্র হয়, তাদের চরিত্র ত প্রশংসার নহে। যারা সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকে—যারা সহস্র প্রলোভনে আকৃষ্ট হবার সুযোগ সত্বেও সেই সমস্ত আকর্ষণ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ কোর্ত্তে পারে, বল ইমোজীন, তার মত চরিত্র আর কার? যদি দেবচরিত্র দেখ্তে হয়, তবে এই চরিত্র; যদি দেবত্ব বোলে কিছু থাকে, যদি স্বর্গীয় পবিত্রতা বলে কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, তবে এই সব চরিত্রেই তা আছে। এই চরিত্রই আদর্শ। আমি পূর্ব্বে যখন তোমাকে দেখি,—যখন আমার সংযত-চিত্তের বন্ধন শিথিল হয়, তখন আমি মনে মনে কতই তর্কবিতর্ক কোরেছি, অপাত্রে আমার ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হোচ্চে দেখে, অনুতাপের প্রখর অগ্নিতে কতই দগ্ধ হয়েছি, তোমাকে দেখ্লে পাছে সেই ভালবাসার প্রবাহ সম্বর্দ্ধিত হয়, তাই ভেবে মর্ম্মে মর্ম্মে যুদ্ধ কোরেছি, তবু তোমাকে দেখি নাই। এখন দেখ্ছি, আমার সেই দুর্ব্ব্যবহারে আমি নিজে যন্ত্রণা পেয়েছি, আর তোমাকে যন্ত্রণা দিয়েছি। সেই অপরাধের জন্যই আ এত পরিতাপ।"

লঞ্চেলট নীরবে রহিলেন। ইমোজীনের আনন্দের সীমা নাই। লঞ্চেলটের এই সমস্ত কথায় তিনি যেন কতই গর্ব্বিতা হইতেছেন। এ গর্ব্ব তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই। ইমোজীনের গর্ব্ব আনন্দের সহিত মিশিয়া তাঁহার হৃদয়-সাগরে কত কত সুখতরণী ভাসাইয়াছে। ইমোজীন আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব—একমাত্র কামনার বস্তু—তাঁহার জীবনের সুখশান্তির আস্পদস্বরূপ লঞ্চেলটের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

লঞ্চেলট আবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আমাদের এ প্রণয় স্বর্গীয়। যে প্রণয়ের মূলে স্বার্থ আছে,—জাতিবিচার আছে, রূপের বিচার আছে,—সে প্রণয় প্রণয়ই নয়। আমরা সেরূপ প্রণয়কে সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করি। ইমোজীন! আমাদের এ প্রণয় স্বর্গীয়। এ অহঙ্কার নয়, গর্ব্ব নয়,—সত্য কথা, অভ্রান্ত সত্য। আমি আজ জগতের সম্মুখে—অম্লানবদনে বোল্তে পারি, সমাজের অনুশাসন তুচ্ছ জ্ঞান কোরে,—পিতামাতার শাসন তাচ্ছিল্য কোরে—অম্লানবদনে বোল্তে পারি, আমাদের এ প্রণয় স্বর্গীয়। আমি জানি, আমাদের এ সুখনিদ্রা এ জীবনে কখনই ভাঙ্বে না। যত দিন আমরা এই পৃথিবীতে মনুষ্য নামে পরিচিত থাক্বো, ততদিন—ততদিন ইমোজীন, আমরা এই রকম সুখের স্রোতেই ভেসে যাব। শত সহস্র বাধা,

শত শত বিপদ আমি তৃণতাচ্ছিল্যে উপেক্ষা কোরে, আমাদের এই পবিত্র প্রণয়ের ভিত্তি স্থাপন কোর্ব্বো, বল ইমোজীন! আমরা আজীবন কেহ কাহাকে ভুলবো না?"

ইমোজীনের যেন জ্ঞান নাই! তিনি যেন লঞ্চেলটের প্রীতির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। এত আনন্দ তিনি যেন রাখিবার স্থান পাইতেছেন না, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু আনন্দে যেন পূরিয়া গিয়াছে, ইমোজীন কথা কহিতে পারিলেন না। একদৃষ্টে কেবল সেই অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল—যে মুখমণ্ডলের প্রত্যেক দৃষ্টিতে স্নেহ, দয়া, মমতা ও ভালবাসা মাখা,—যে দৃষ্টি কখন কঠিনকঠোরে কলঙ্কিত হয় নাই,—যে দৃষ্টিতে কখন ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় নাই, ইমোজীন সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছেন।

ইমোজীন ও লঞ্চেলটকে এই ভাবে রাখিয়া আমরা এখন অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। প্রেমিকপ্রেমিকার প্রাণের সকল কথা প্রকাশ করিবার ভাষা আজিও হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র আমরা কিরূপে দেখাইব?

ট্রেণ্টহামপ্রাসাদ হইতে একখানি সুন্দর একঘোড়ার গাড়ী ইয়র্ক রোডের একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া লাগিল। গাড়িখানি অতি পরিষ্কার, গাড়ীতে একটী হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া যোতা। ঘোড়ার গায়ে কারুকার্য্যখচিত কাপড় আঁটা। গাড়ী দেখিলেই মনে হয়, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন ধনবান ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন।

ইয়র্করোডের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর কক্ষবিশেষে মিস্ এলিস্ দাষ্টন বাস করেন। ভাড়াটিয়া বাড়ী—মাসে মাসে দুই শত টাকা ভাড়া দিয়া এলিস সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এলিস একাকীই থাকেন। তাঁহার নিকট-সম্পর্কের কোন পরিচয় কেহ জানে না।

গাড়ী হইতে একটী ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন। গাড়ীবান টমকে উপদেশ দিলেন, "যাও টম, এক ঘন্টা পরে আবার ফিরে এস। জেঙ্কিন্সকে আমার সব কথা বোলো,—ঘোড়ার কথা বোল্‌তেও ভুলে যেও না। সে ঘোড়াটার আমার আর আবশ্যক নাই, সবুজ গাড়ীর সন্ধান নিতেও ভুল না হয়।" প্রভুর কথায় সম্মতি জানাইয়া গাড়ীবান টম প্রস্থান করিল। ভদ্রলোকটী এলিসের গৃহে প্রবেশ করিলেন। এলিসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এলিস! আমি এসেছি।"

চতুর্থ তরঙ্গ।

এলিস প্রত্যুত্তরে ধীরভাবে কহিলেন "বেশ! তুমি ত খুব শীঘ্র ফি
এসেছ? আমার রিচমণ্ড যাবার কি হলো? সেখানে আমাকে নিয়ে যে
চেয়েছিলে, আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বে, নাচ ভোজ হবে, কি হলো তার?"

ভদ্রলোকটী হাসিয়া—এলিসের কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন "ক্ষমা কর
আমি এখানে ছিলেম না। বিশেষ কোন কার্য্যের মীমাংসা কোত্তে আ
গ্রীনউইচে গিয়েছিলেম, আর এক দিন তোমাকে নিয়ে যাব।"

"সিলবষ্টর! তোমার সব কথাই মিথ্যা। আমাকে তুমি একটা ছোট ঘ
দিতে চেয়েছিলে, তাই বা দিলে-কৈ? সবই তোমার মিথ্যা কথা।"

এতক্ষণে আগন্তুক ভদ্রলোকটীর নাম জানা গেল, সিলবষ্টর কাশী। এখ
প্রশ্ন এই, এলিসের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ কি? এলিস—কুমারী, আত্মীয় স্বজন বে
নাই। ভাবে বোধ হয়, ইনি সিলবষ্টরেরই পালিতা। কুভাবেই রক্ষিতা
কথাটাও ঠিক তাই।

এলিস প্রিয়তমকে বক্ষে চাপিয়া—তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলে
"আমাকে তুমি আর তেমন ভালবাস না। তোমার ভালবাসা দিন দিন যে
গুটিয়ে আস্‌ছে। তুমি বড়লোক, পিতা তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার
তুমি সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে কষ্ট দাও? এখন তোম
আমায় গুপ্ত প্রণয়—সকলেই জেনেছে। তোমার সাধের গৃহিণী আ
তোমার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট অংশে আমার অধিকার; আমার এই সব কষ্টে আ
যত না দুঃখিত হই, লোকে পাছে তোমার প্রতি সন্দেহ করে, লোকে পা
তোমাকে নির্দ্দয় বলে, এই দুঃখই আমার বেশী হয়েছে।"

"পিতা আমার ধনবান, কিন্তু সে ধনে এখন আমার কোন কর্তৃত্বই না
তবে এটা নিশ্চয় জেনো, তোমার যে অভাব, তা আমি অবশ্যই পূর্ণ কো
এখন তবে আসি। আমার আবার সময় হলো!"

এলিস যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি! এখনি যাবে কোথ
এত কি দরকার?"

"বিশেষ দরকার। আমার ভগ্নি আজ ট্রেন্টহাম প্রাসাদে যাবেন। তঁ
বিবাহের প্রস্তাব চোল্‌চে। আমিও সেখান দিয়ে হয়ে এসেছি। আ
তাঁদের মধ্যে পরিচয় কোরে দিবার ভার আমার উপর।"

"এ বিবাহে তোমার ভগ্নির মত আছে ত? সেলিনার এ বিবাহে সুখ
শান্তির কোন ত্রুটী হবে না ত?"

"সেই ত হয়েছে কথা। তার মত হতভাগিনী আমি আর কখন দেখি নাই। তার এ বিবাহে একেবারেই মত নাই। আমরা এক রকম জোর করেই তার বিবাহ দিচ্ছি। আমি তবে এখন চোল্লেম। রাত্রে থিয়েটরে দেখা হবে।" সিলবষ্টর প্রস্থান করিলেন।

ইমোজীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "এলিস! শুন! আমি তোমাকে একটী সুসংবাদ দিতে এসেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে—সে সব কথাবার্ত্তা অতি গোপনেই হয়েছে, তিনি আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ কোরেছেন, আদর অপেক্ষা কোরেছেন, প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা———"

"ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ! তবে নাকি তুমি অসুখী?"

"দুঃখ ভিন্ন আমার আর কি আছে? লন্সেলট ওসবর্ণ——"

"লন্সেলট ওসবর্ণ!" বিস্মিত হইয়া এলিস দান্তন জিজ্ঞাসা করিলেন "লন্সেলট ওসবর্ণ! তিনি যে এখন বিবাহের বর। সিলবষ্টর কাশীর কন্যার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ হচ্চে?"

"কি?"—ইমোজীন যেন বজ্রাহত হইলেন। বিস্ময় ও ভয়মিশ্রিত স্বরে কহিলেন, "কি? সেই সদাশয় যুবক এক ধূর্ত্ত সুদখোরের কন্যাকে বিবাহ কার্ব্বেন?"

"সত্যই তাই। সেলিনা আজ টেণ্টহামপ্রাসাদে যাবেন। আজই হয় ত একটা বন্দোবস্ত স্থির হয়ে যাবে।"

ইমোজীনের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে মরুভূমির শুষ্কবায়ু প্রবাহিত হইল! এলিস দান্তন তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ।

"Beholds the rainbow of her future years.
Before whose heavenly hues all sorrow disappears."

তুমি কে গা ?

টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌সের অতি নিকটে এডিংটন পল্লি। এক দিন সন্ধ্যার সময় গ্রাম্য উপাসনামন্দিরের সম্মুখে বসিয়া একজন বৃদ্ধ সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতেছেন। এমন সময় একজন ভদ্রপরিচ্ছদধারী যুবক বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ আগন্তুক যুবককে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক সহাস্যবদনে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "ব'স, ব'স তুমি। তোমাকে গুটীকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।" বৃদ্ধ সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলেন। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল, বৃদ্ধের নাম জন হগবেন। গত জানুয়ারীতে তিনি ৬৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। উপাসনামন্দিরে তিনি ৩৯ বৎসর চাকরী করিতেছেন। হতভাগ্যের বয়স কেবলমাত্র ৬৩ বৎসর, ইতিমধ্যেই তাঁহাকে পিতৃহীন হইতে হইয়াছে। বৃদ্ধ সজলনয়নে ইউ-বৃক্ষতলে তাঁহার পিতার সমাধিস্তম্ভ দেখাইলেন।

এইরূপ পরিচয় পাইয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের আচার্য্য কোথায় থাকেন ?"

"নিকটেই। উপাসনামন্দিরের পরেই যে কতকগুলি গাছ দেখ্‌ছেন, ঐ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যেই তাঁর বাড়ী।"

"ঐ যে দূরে ছোট বাড়ীখানি দেখা যাচ্চে, ঐ বাড়ীই বুঝি তাঁর ?"

"হাঁ, ঐ সেই দালিয়ার শান্তিকুঞ্জ। ঐ বাড়ীতেই মাননীয় ত্রিবর সপরিবারে বাস করেন।"

বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া যুবক কহিলেন, "ত্রিবর !—মাননীয় ত্রিবর ঐ বাড়ীতে থাকেন ? কত দিন তাঁরা এখানে আছেন ?"

"কত দিন! যে সময় টিম গিফনী ভেড়া চুরি করে, সে প্রায় কুড়ী মাসের কথা টিম গিফনী যে দিন মিডষ্টোনে যায়, ত্রিবর সেই দিনই ঐ বাড়ীতে আসেন।"

"বল, বল ঐ সব কথা। সবগুলি আমার জানা চাই। ত্রিবর কিরূপে এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন?" আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া—যুবক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি বোধ হয় জানেন, ঐ বাড়ীর মালিকের নাম ফেয়ারব্রাস। ফেয়ারব্রাস টাইম্‌স্ কাগজে বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বাড়ীতে ৮টা ঘর, রন্ধনশালা, স্নানাগার আর বাগান। এই বাড়ীই ভাড়া দেবেন। জামিন আর তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম না দিলে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে না। এ কথা ফেয়ারব্রাস লিখে দিয়েছিলেন। ত্রিবরও এক বৎসরের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিলেন।"

"শ্রীমতী ত্রিবর দেখ্‌তে কেমন?"

"দেখ্‌তে কেমন? তেমন সুন্দরী এ পল্লিতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁরা কিন্তু সমাজের সংশ্রব খুব কম রাখেন। শুনেছিলেম, এ দম্পতীর বিবাহের পূর্ব্বেই একটী কন্যা হয়েছিল। বিবাহের চুক্তিপত্র রেজেষ্টরী নিয়ে খুব গোল বেধে গিয়েছিল।"

"তার পর রেজেষ্টরী হয়ে গেছে ত?" উৎফুল্ল হইয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সব গোল মিটে গেছে ত?"

"মিটে গেছে বৈ কি?—কিন্তু সহজে নয়। হয় ত এখনো তার মধ্যে গোল আছে। সে রেজেষ্টরীই জাল! আপনি আমাকে অত প্রশ্ন কোর্‌বেন না। কথায় কথায় যতটা প্রকাশ পেয়েছে, তাই যথেষ্ঠ!"

যুবক পকেট হইতে কয়েকটী মুদ্রা বৃদ্ধকে পুরস্কার দিয়া কহিলেন, "বল তুমি। তোমার কোন ভয় নাই। যেখানে এ চুক্তিপত্র রেজেষ্টরী হয়েছিল, যেখানে এই চুক্তিপত্র লেখা হয়েছিল, তা কি তুমি জান?"

"সেটা ঠিক আমার মনে নাই। বুড়ো মানুষ আমি, এ সব কাজ আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি। বিবাহ, চুক্তিভঙ্গ, এ সব ত দূরের কথা, আমি এখন কবরখনন পর্য্যন্ত বন্দ কোরে দিয়েছি। আগে আগে বিস্তর টাকা পেতেম। কবরের মধ্যে—শবের সঙ্গে লোকে টাকা দিয়ে থাকে, বড় বড় লোকে হাজার হাজার টাকার মোহর পর্য্যন্ত দেয়, সেই সকল টাকা মোহরে আমারই অধিকার ছিল। আমি এমন সদ্ব্যবসায় পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। চুরি নয়, ডাকাতি নয়, অধর্ম্ম নয়, লোকে যে টাকা সব ত্যাগ কোরে শবের সঙ্গে দিয়ে যায়, আমি তাই নিতেম। এখন সে সবই ত্যাগ কোরেছি। আমি এ সব তত্ত্ব কি রাখ্‌তে

পারি। তবে আমার বোধ হয়, ঐ দলীল সাউথডেলেই লেখাপড়া হয়েছিল।"

"সাউথডেল?" বিস্মিত হইয়া যুবক কহিলেন, "কোন্ সাউথডেল?—ডর্সেট সায়রের পল্লিবিশেষ?

"হাঁ। ঠিক তাই। আপনি যথার্থ অনুমান কোরেছেন।"

যুবক দালিয়ার শান্তিকুঞ্জের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, অদূরে একটী রমণীমূর্ত্তি। যুবক আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বুঝি তোমাদের শ্রীমতী ত্রিবর?"

বৃদ্ধ হগবেন নাসিকায় চস্‌মা আঁটিয়া—বহুবিধ অঙ্গভঙ্গি করিয়া—ললাট-প্রদেশের আকুঞ্চন প্রসারণের উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বিস্ফারিতচক্ষে কহিলেন, "হাঁ। আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে। উনিই শ্রীমতী ত্রিবর।"

"আর একটীমাত্র প্রশ্ন। মাননীয় ত্রিবর দেখ্‌তে কেমন? বয়স কত হবে?"

"চমৎকার চেহারা তাঁর। একটু লম্বা, কাল চুল, প্রশান্ত দৃষ্টি, সব দিকেই সুন্দর, বয়সও অনুমান সাতাশ।"

"সাতাশ বৎসর মাত্র! বয়সও তবে বেশী নয়। আমি তবে এখন বিদায় হলেম। আমি যে তত্ত্ব নিলেম, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। সামান্য পুরস্কার যা দিলেম, তাতেই সন্তুষ্ট হও।—মনে কিছু ভেবো না। তুমি না হয় মনে কর, ঐ সকল অনুসন্ধানের কথা আমি কিনে নিলেম।"

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন করিলেন। যুবক দ্রুতপদে যে দিক হইতে শ্রীমতী ত্রিবর আসিতেছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীমতী ত্রিবর সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার স্নেহের কুমারটীকে দোল্‌নায় রাখিয়া আসিয়াছেন, শিশু ঘুমাইয়াছে, তবুও তাঁহার প্রাণের শান্তি হইতেছে না। বারম্বার সেই কথাই তাঁহার মনে হইতেছে। আর এক ভাবনা, তাঁহার স্বামী লণ্ডন গিয়াছেন, এখনো আসিতেছেন না কেন? এই উভয় ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে—ভাবনাসাগরে যেন ডুবিতে ডুবিতে শ্রীমতী ত্রিবর চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে দেখেন, একটা যুবক। যুবকের বক্রদৃষ্টি—তাঁহার প্রতি এরূপ ভাবে আপতিত হইয়াছে যে, সেই দৃষ্টিতে তাঁহার সন্দেহপূর্ণ চিত্তে আরও যেন সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। তিনি চারিদিক সভয়দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তখনও সূর্য্য অস্ত যান নাই, তখনও কৃষকগণ তাহাদিগের শষ্য-ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, অদূরে—উপাসনামন্দিরের

সম্মুখে ভগবেন এখনও বসিয়া আছেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে ত্রিবর এইগুলি দেখিলেন। তাঁহার ভয় ঘুচিল।

যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ত্রিবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহস্যপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? শ্রীমতী ত্রিবর যে? চমৎকার সুন্দরী তুমি? বেশ তোমার চেহারা! চমৎকার—চমৎকার!"

ত্রিবর লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। এ কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। অভিমানে—ক্রোধে ত্রিবর যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন কর্ত্তব্যজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিলেন।

অদূরে তাঁহার শান্তিকুঞ্জের দিকে দৃষ্টি পড়িল। চাহিয়া দেখিলেন, দালিয়া-কুঞ্জের বারান্দায় দাঁড়াইয়া মাননীয় ত্রিবর তাঁহার আগমন সঙ্কেত করিতেছেন। শ্রীমতী ত্রিবর দ্রুতপদে গৃহের দিকে চলিলেন।

মাননীয় ত্রিবর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অভিমানে ত্রিবরের চক্ষে জলধারা বহিল। স্ত্রীর অভিমান করিবার একমাত্র স্থান স্বামী। স্ত্রীলোকের মনের কথা বলিবার—প্রাণের ব্যথা জানাইবার একমাত্র অবলম্বন স্বামী। এ বিধি চিরদিনের। তাই মর্ম্মাহতা ত্রিবর তাঁহার স্বামীর সোহাগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি যেন ভাবিলেন, আমার এমন স্নেহময় স্বামী থাকিতে জগতের তাবত লোকও আমার চক্ষে সামান্য। জগতের তাবত রহস্যবিদ্রূপ আমি বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতেও স্থান দিই না।

প্রিয়তমার চক্ষে জলধারা দেখিয়া, প্রেমিকের হৃদয় আহত হইল। মাননীয় ত্রিবর সমাদরে—সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এথেল! প্রিয়তমে! এ কি তোমার? কাঁদ্‌চো কেন? হয়েছে কি?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শ্রীমতী এথেল ত্রিবর কহিলেন, "আমি আজ বড় অপমানিত হয়েছি। তোমার স্ত্রী আমি, তোমার অনন্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারিণী আমি, একজন সামান্য লোক আমাকে অপমান করে?"

ক্রোধে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া ত্রিবর কহিলেন, "কে সে? কতবড় লোক সেটা? কোথায় থাকে সে? তোমাকে অপমান কোরে সে কতদিন পৃথিবীতে বাঁচ্‌বে এথেল? জগত এক দিকে—আর এথেল, তুমি এক দিকে! আমার সেই এথেলকে অপমান?"

এথেলের মুখ শুকাইল। তখন এথেল ভাবিলেন, বলিয়া ভাল করি নাই। না জানি আজ কি বিপদই সংঘটিত হইবে। দুর্ব্বলহৃদয়া এথেল সকাতরে

কহিলেন, "না প্রিয়তম! সে তেমন কোন গুরুতর কিছু বলে নাই, তত অপমান আমার হয় নাই। আলফ্রেড! যেও না তুমি। এখনি একটা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কাজ কি আর?"

"না এথেল! তুমি ভয় পেয়েই এখন অপমানের পরিমাণ নির্দ্দেশ কোচ্চো। সামান্য কি অধিক অপমান, এমন কথা আমি শুনতে চাই না। আমি চোল্লেম। দেখি, সেই অকৃতজ্ঞ মূর্খের পরিণাম কি শোচনীয় অবস্থায়———"

অপরিসমাপ্ত কথা শূন্যে মিশাইয়া গেল। বেত্রহস্তে আলফ্রেড দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অভাগিনী এথেল কাঁদিতে বসিল!

মাননীয় ত্রিবর পল্লির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক অতি অপ্রশস্ত রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি ছোট বাড়ীর সম্মুখ দরজায় ঘন্টাধ্বনি করিলেন। একটী যুবক আসিয়া দেখা দিলেন।

ক্রোধে অধীর হইয়া—ওষ্ঠ দংশন করিয়া ত্রিবর কহিলেন, "তুমি অ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রবংশের বালিকাকে অপমান কোরেছ?"

"বালিকা?—সেই প্রসূতীটা আবার তোমার মুখে বলিকা? ওঃ—তুমি ে ত্রিবর, তুমি ত বোলবেই। নিজের স্ত্রীর রূপযৌবন আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখতে কে না চেষ্টা করে?"

ত্রিবর ক্রোধে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া লেন, "আমি সে সব কথা শুনতে চাই না। তুমি যে কাজ কোরেছ, তা প্রতিফল গ্রহণ কোত্তে প্রস্তুত আছ কি না, তাই আমি জানতে চাই।"

"প্রতিফল? কি প্রতিফল? আমি সেই সুন্দরীর চরণে ক্ষমা প্রার্থন কোর্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

"তুমি অতি দুশ্চরিত্র!" ক্রোধে যেন অবসন্ন হইয়া ত্রিবর কহিলেন " অতি দুশ্চরিত্র! তুমি জান, কার সঙ্গে তুমি এতটা বাচালতা প্রকাশ কোচ্চো

"তা আর জানি না?" অপরিচিত যুবক হাস্য করিয়া কহিল, বড়দরের প্রেমের পাগলের সঙ্গে রহস্য কচ্চি, এ আর আমার জ্ঞান নাই?"

দৃঢ়মুষ্টিতে বেত্র ধারণ করিয়া আরও উত্তেজিতস্বরে ত্রিবর জিজ্ঞাসা করি লেন, "এখনো সাবধান হও!—কেন ইচ্ছা কোরে বিপদগ্রস্ত হও? আমার কাছে এখনো ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

"যদি না করি?" যুবকের অকুতসাহস। সাহসে সাহসেই যুবক উত্ত করিল, "যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করি?"

"তা হলে আমার এই চাবুক তোমার পৃষ্ঠচুম্বন কোর্‌বে ?"

"আমারও চাবুক আছে। আপনি জান্‌বেন, আমিও তার সদ্ব্যবহার জানি।"

"বারম্বার এরূপ অপমান অসহ্য! আমি তোমাকে গুলি কোর্‌বো, তুমি জান ?"—ত্রিবর একবার চারিদিকে চাহিলেন।

সেই অবসরে অতি কোমলকণ্ঠে উত্তর হইল, "তা আপনি পারেন। আপনার বীরত্বকে ধন্যবাদ!"

ত্রিবর চমকিত হইলেন। এ যে রমণীর কণ্ঠস্বর। ত্রিবর সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে এক নারীমূর্ত্তি!—রমণী রমণীজনসুলভ সরলতায় কহিলেন, "তা আপনি পারেন। নারীবধে আপনার ত বিরাম নাই। এ কার্য্যে আপনি সিদ্ধহস্ত।"

ত্রিবর বিস্মিত হইলেন! বিস্ময়পূর্ণস্বরে কহিলেন, "কে তুমি ?"

তখনি প্রত্যুত্তর হইল, "হাঁ। আমি। হার্ব্বট! সত্য সত্যই আমি ?"

"তুমি এখানে ?—আশ্চর্য্য! কাল সকালে আমার সঙ্গে তুমি একবার সাক্ষাৎ কোর্‌বে কি ?"

"না। কাল আমি স্থানান্তরে যাব। তোমার সঙ্গে আমার আবশ্যক ?"

"কোথা যাবে তুমি ?"

"তিন বৎসর পূর্ব্বে যেখানে তোমার সুখের বিলাস-কুঞ্জ ছিল।" ত্রিবরের বুঝিতে বাকী রহিল না। ব্যথিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডর্‌সেট সায়ারের কোন্ পল্লিতে ?"

উত্তর হইল, "সেই পল্লিতে—যেখানে তোমার সঙ্গে এথেলের সম্মীলন, সেই সাউথ ডেলে।"

অনেকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল।' দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিবর কহিলেন "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমি তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কোরে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাই কর। আমার তাতে আপত্তি কি ?" এই বলিয়া ত্রিবর চিন্তাক্লিষ্টহৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রমণী সেই স্থানেই কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পল্লির অপর পার্শ্বের দিকে চলিলেন। রাস্তার পাশে একখানি গাড়ী ছিল। গাড়ীবান গাড়ীর উপর চিৎ হইয়া শুইয়া শ্রমনিবারিণী তামাকুদেবীর সেবায় নিমগ্ন

ছিল। আজ সমস্ত দিনে যে সমস্ত সুন্দরী তাহার গাড়ীতে গমনাগম করিয়াছেন, গাড়ীবান তখনি তখনি সেই সেই সুন্দরীর এক একখানি ফটোগ্রা মনের গায়ে তুলিয়া লইয়াছিল। এখন অবসরক্রমে সেই ছবিগুলি দেখিতেছে ভালমন্দের বিচার করিতেছে, জাগিয়া জাগিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে।

রমণী গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গাড়ীবান ধূমপত্র দূরে নিক্ষে করিয়া অভিবাদন করিল। টুপি স্পর্শ করিয়া কহিল, "আমি মনে কোরেছিলে আপনি আজ আর বুঝি আস্‌বেন না।"

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে রমণী বলিলেন, "বিলম্ব হয়ে গেছে। একটু বে বেশী হাঁকাও। আমি তোমাকে অপেক্ষাই কোত্তে বোলেছি, কত বিলম্ব হ সে কথা ত কিছু বলি নাই। তুমি পুরস্কার পাবে। বার মাইল রাস্তা—মে ষ্টৌন। রাত্রের মধ্যেই যাওয়া চাই।"

গাড়ীবান পুরস্কারের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছে। সে গম্ভীরভা কহিল, "চমৎকার ঘোড়া আমার।—সরল সরল পা চারখানি,—পাৎলা কি না?—বাতাসের আগে আগে ছুটে যায়!—খায় খুঁব কম, ছোট পেট না? খুব কম খোরাকী লাগে। এই রকম ঘোড়াই আমি পসন্দ করি। এখ পৌঁছে দিব।"

গাড়ীবান গাড়ী হাঁকাইল। গাড়ীখানি পঞ্চমশ্রেণীরও অধম। আধম ঘোড়া দুটী দানা পায় না, ঘাস পায় না, সমস্তদিন দৌড়িয়া দৌড়িয়া তাহা গায়ের মাংস সব শুক পাইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্র অনবরত ছুটিয়া গাড়ী যথাস্থানে পৌঁছিল। এ গলি সে গলি ঘুরিয়া গা একটী সেতুর অদূরে উপস্থিত হইল। রমণী বলিলেন, "এ রাস্তা আমি ক দেখি নাই। আমার চেনা রাস্তা এ নয়। ঐ যে কল দেখ্‌তে পাওয়া যা ঐ দিকে চল।"

"না না। আমি তা পার্‌ব না। আমার দ্বারা তা হবে না। দুটী ম আমার ঘোড়া, একামাত্র আমি, আমরা তিনজনে মরে গেলে আমি গা চালাব কি কোরে? আমার অগণ্য পরিবার না খেতে পেয়েই মারা যাবে।"

"কি? ব্যাপার কি?" বিস্মিত হইয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখ কি হয়েছে?"

কম্পিতদেহে—কম্পিতকণ্ঠে—অর্দ্ধরোরুদ্যমান গাড়ীবান কহিল, "খুন খুন। জলজীয়ন্ত মানুষ ঐ কলে খুন হয়ে গেছে। কল সেই জন্যই বন্ধ আ

একজন মেয়েমানুষ খুন হয়ে গেছে।—কলের লোকেরাই তারে খুন করে। দিনে দুপরে কেউ ওপথে হাঁটে না, কেবল টিম গাফনী"—আর কথা সরিল না।

বহু সাধ্যসাধন করিয়াও রমণী গাড়ীবানকে সে দিকে লইয়া যাইতে পারিলেন না। গাড়ীবান সেতুর নিকটে তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া প্রাণ ও ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

"হাঁপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর,
  বিঁধিতে লাগিল মরম স্থান;
ডুবিল তিমিরে ধরা-চরাচর,
  ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান।"

"হো হো সব ফক্কা! সব ফক্কা! সব ফক্কা!"

"কি কোত্তে চাও তুমি?" গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটী সকাতর বামাকণ্ঠ এই কথাটী উচ্চারণ করিল।

"কি? হয়েছে কি? তুমি এখানে কেন এলে? কেঁদো না, পালাবার পথ দেখো না। তা হলে সেই অভাগিনী বালিকার যে দশা হয়েছিল, তোমারও সেই দশা হবে।" কর্কশকণ্ঠে টিম গাফনীর এই উত্তর।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদবর্ণিত সেই রমণী একদল বোম্বেটের হাতে পড়িয়াছেন। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে কল-ঘরের কথা বলা হইয়াছে, রমণী সেই কল-ঘরের অংশ বিশেষে নীত হইয়াছেন। রমণী আজ বন্দিনী।

"তবে তুমি আমাকে কি খুন কোর্ব্বে?" কম্পিতকণ্ঠে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে হত্যা করাই কি তোমার ইচ্ছা?"

"না না, সে ইচ্ছা আমার নাই। তা হলে পূর্ব্ব হতে তোমাকে সতর্ক কোত্তেম না। অন্য কাজ আছে।"

সভয়জড়িতকণ্ঠে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তোমাদের বাসনা কি? আমার ধনরত্ন অপহরণ করাই তবে তোমাদের ইচ্ছা?"

"চুপ চুপ।" রমণীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া গাফনী বলিল, "চুপ কর। বেশী কথা ক'য়ো না।" দ্বার উন্মোচনের শব্দ হইল। গাফনীর দৃষ্টি দ্বারের দিকে পড়িল। একজন বিকটাকার লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আনন্দপূর্ণকণ্ঠে গাফনী কহিল, "বিল! এ দিকে দেখ। একজন রমণী পুরুষবেশে! যাও তুমি, এই আমার চিরবন্ধু বিলের সঙ্গে যাও, যেখানে যেতে বলে, যাও; অমত ক'রো না, গোলমাল কোল্লেই মারা যাবে।"

"কোথায় যাব?" ভয়ে যেন অসাড় হইয়া রমণী কহিলেন, "কোথায় যাব?—কল-ঘরের মধ্যে? না না, আমি তা যাব না। মেরে ফেল তোমরা, আমাকে খুন কর তোমরা, আমি কল-ঘরের মধ্যে কখনই যাব না।" রমণীর বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।—চক্ষে জলধারা বহিল।

জলদগম্ভীরস্বরে গাফনী পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কহিল, "অবশ্য যাবে। এখানে তোমার জোর খাট্‌বে না। যদি না যাও, এই দেখ পিস্তল তোমার জীবন লওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়—আমরা তোমার টাকা চাই। যাও অমত কোরে প্রাণ হারিও না।"

"তবে এই লও—এই লও। এখান হতেই আমাকে ছেড়ে দাও। প্রা আমার যায়। আমি যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি,—দাঁড়াতে পাচ্চি না, তৃষ্ণা যাই আমি। এখান হতেই আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে ছেড়ে দাও।" রমণ তাঁহার অর্থাধার উন্মোচন করিয়া নিকটে রাখিলেন।

"না না, এতে হবে না। এ সব ত আছেই—একখান কাগজে একটা স কোত্তে হবে। চল, বিলম্ব কোরো না।" বিলের এই উপদেশ।

বিলের কথার শেষার্দ্ধ গাফনীর মুখে উচ্চারিত হইল। সে বলিল, "যদি যেতে কোন আপত্তি করে, কি পথের মধ্যে বিরক্ত করে, তবে এর মাথা খুলি ভেঙে দিও। যাও, মিছে সময় নষ্ট কর কেন?"

"বল, আমাকে প্রাণে মার্‌বে না? আমার সংসারের সুখ এখনো মি নাই। ক্ষমা কর। এত শীঘ্র আমায় সে আশায় বঞ্চিত ক'রো না।" সরোদ নিষ্ঠুর গাফনীর দিকে চাহিয়া রমণী এই কথাগুলি বলিলেন।

কর্কশস্বরে গাফনী উত্তর করিল, "সে কথা ত একবার বোলেছি। বারম্বা এক কথা নিয়ে বিরক্ত কর কেন?"

রমণী অগত্যা প্রাণের ভয়ে বিলের অনুগমন করিলেন। অসংখ্য ছো বড় দরজা দিয়া—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিল উপরতলার এক নির্জ্জনঘরে প্রবে

করিল! এই বাড়ীতেই যেন অন্ধকারের উৎপত্তিস্থান। এই বাড়ীটাই যেন অন্ধকারের নিষ্কর রাজত্ব!

বিল যে ঘরটার মধ্যে রমণীকে লইয়া গেল, সেটাও ঘোর অন্ধকার। বিল একটা প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপের আলোকে রমণী সভয়দৃষ্টিতে দেখিলেন, গৃহটী অতি ভয়ানক। চারিদিকে পুরাতন—অতি জীর্ণ চারিখানি আলেখ্য। তাহার রং উঠিয়া গিয়াছে, কেবল ফ্রেমখানিমাত্র আছে। ছবির যে অংশটুকু দেখা যায়, তাহাতে অঙ্কিত চিত্রের অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায় মাত্র। ছবি চারিখানি চারিজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাকাতের ছবি। ডাকাতের ঘরে ডাকাতের ছবি—আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয়। মধ্যে একখানি টেবিল, চারিদিকে চারিখানি চেয়ার, একটী আলমারী। আস্‌বাব এই পর্য্যন্ত। যেগুলি আস্‌বাব, তার একটীও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। রমণী এই ঘরের একখানি বেত্রাসনে উপবেশন করিয়াছেন।

বিল ব্যাঙ্কের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী। যেমন চেহারা, তেমনি হৃদয়। শ্রীমতী বেলা আগন্তুক রমণীর যেন কতই পরিচিত, এইরূপ ভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আত্মীয়তা জানাইয়া কহিল, "ভয় কি তোমার? আমি একজন এখানে আছি, তোমার প্রাণের গায়ে একটী আঁচড়ও লাগ্‌বে না। এরা যা বলে, সম্মত হও, তা হলেই সব ঠিক।"

গাফনী আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত কার্য্যের এখনো কোন মীমাংসা হয় নাই দেখিয়া গাফনী ত চটিয়া আগুণ! সঙ্গীদিগকে নবাবীধরণে একটা ধমক দিয়া গাফনী অবরুদ্ধা রমণীকে কহিল, "ভয় পেয়ো না। কি ভয়? তোমার ইচ্ছা হয়, অবশ্য আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পার। অন্যভাবে নয়—আমরা সে রকম ধরণের লোকই নই। এ বিষয়ে আমরা খুব হুঁসিয়ার। পরের মেয়েকে দাগা দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করা—আমাদের কোষ্ঠিতে লেখে না। তুমি ইচ্ছা কোল্লে আমাদের একজনকে বিয়ে কোত্তে পার।"

বিল সঙ্গীর মুখ হইতে অপরিসমাপ্ত বাক্যের শেষটুকু যেন শূন্যে শূন্যে লুফিয়া লইয়া বলিল, "থাক্‌বেও পরম সুখে। রাজারাজড়ার মত সুখ। অভাব কি আমাদের?"

"তবে করা না করা, সে তোমার ইচ্ছা। আমরা তার জন্য তোমাকে অধিক অনুরোধ করি না।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া গাফনী শেষে বলিল, "এখন কাজের কথা বল। এই নও কাগজ। এতেই—আমি যা বলি, লেখ।"

"আমি যদি আমার নাম না বলি ?"

বিল নিজের প্রভুত্ব জানাইয়া -গর্ব্বিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাম চাই। নামটাই আমাদের আগে দরকার।"

গাফনী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তাতে দরকার নাই। একখানি হুকুম-চিঠী কোন ব্যাঙ্কে লিখ্‌তে হবে। পাঁচ-শ গিণি চাই। ব্যাঙ্কের কর্ত্তাকে এই মর্ম্মে একখানি চিঠী লিখে দাও। নাম নয় নাই প্রকাশ কোল্লে ? নিজে লেখ, নিজে গালামোহর কর। আমরা যথাস্থানে পৌছে দিবার মধ্যে তোমার এ পত্র খুল্‌বো না। আমরা তেমন ছোটলোক—তেমন মিথ্যাবাদী নই। এটা বেশ জেনে রাখ।"

"পাঁচ-শ গিণির অনেক বেশী টাকার জিনিস আমার সঙ্গেই আছে। আমার ঘড়ীর দাম পঞ্চাশ গিণি, আমার চেনের দামই দু-শ পাউণ্ড, এ ছাড়া আংটী আছে, নগদ টাকা আছে।—এতে তোমাদের টাকা ত ঢের হবে ?"

বিল হাসিয়া—টেবিলের উপর একটা অবজ্ঞার আঘাত করিয়া কহিল "তুমি পাগল না কি ? এ সব ত আমাদের আছেই।—এ কটা টাকা ত আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার। তোমাকে ধোরে আন্‌লেম, গোপনে রাখ্‌লেম, এত পরামর্শ কোল্লেম, এত পরিশ্রম বিনা পয়সায় কে করে গা ? এ টাকা আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার। আর ঐ কুল্যে পাঁচ-শ গিণি যা, এইটেই আমাদের লাভ। বুঝ্‌তে পাল্লে ?" বিল যেন কতই বিজ্ঞ, সে যেন কেমন সুখের হিসাবই বুঝাইয়া দিল, এইরূপ ভাবে সে একবার হাসিয়া লইল।

গাফনী এ বিষয়ে বড় পাকা লোক। সে একটীও অপ্রাসঙ্গিক কথা কহে নাই, বাজে কথার উপর সে ভারি চটা। গাফ্‌নী বিলের প্রতি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "কাগজ কলম দাও। নূতন কলম আছে, কাগজ আছে, সব এনে দাও।" বিল তখনি এ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিল। গাফ্‌নী রমণীর দিকে চাহিয়া কহিল "লেখ, বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে আমি যা বলি, তাই লেখ।"

রমণী কলম ধরিলেন। গাফ্‌নী এইরূপ বলিয়া দিল :—"প্রেরিত লোককে পাঁচশত গিণি দিবেন। ইহাকে কোন প্রশ্ন করিবার আবশ্যক নাই। টাকা দিতে একমুহূর্ত্তও বিলম্ব না হয়। আমি যে সহি করিয়াছি, যদি কোন সন্দেহ হয়, সেই জন্য বিশেষ স্মরণার্থে লিখিতেছি যে, আমার শেষ টাকা লওয়ার তারিখ বর্ত্তমান মাসের ২রা।"

লেখা শেষ হইলে গাফ্‌নী বেশ করিয়া দেখিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিকটে—দূরে রাখিয়া দেখিয়া শেষে বলিল, "হয়েছে। এখন তুমি গোপনে সই কর।—চিঠিখানি বেশ কোরে গালা মোহর কোরে দাও।" গাফ্‌নীর উপদেশমত কার্য্য নির্ব্বাহ হইল।

গাফ্‌নী পত্র লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিলকে কহিল, "জ্যাক পেপার-কর্ণকে আমি সঙ্গে নেব। কাল আমি ১টার মধ্যে ফিরে আস্‌বো। যদি কোন বিপদ ঘটে, তা হলে পেপারকর্ণ সে সংবাদ আনবে। তখন তোমাদের বিবেচনা মত যা হয় কোর্‌বে ? আমি তবে চোল্লেম।"

রমণী কাতরস্বরে কহিলেন "আমি তবে এখন মুক্তি পেতে পারি ?"

"না না।" হাসিয়া গাফ্‌নী কহিল "না না এখন নয়। টাকাটা যতক্ষণ হাতে না আস্‌চে, যতক্ষণ আমি নিরাপদে আবার এখানে না আস্‌চি, ততক্ষণ তুমি এইখানেই থাকবে। আমাকে ততটা মুর্খ বোলে ভেবো না।" এইমাত্র বলিয়া গাফ্‌নী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রমণী কাতরতা জানাইয়া শ্রীমতী বেলাকে বলিলেন, "তুমি ত ভাই স্ত্রীলোক ! আমার এ যন্ত্রণা তুমি কি বুঝতে পার নাই ? স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কথা স্ত্রীলোকেই বুঝতে পারে। আমাকে এ বিপদে পরিত্রাণ কর। আমার সঙ্গে চল, পাঁচ-শ কেন, তোমাকে একহাজার গিণি পুরস্কার দিব। আজীবনে যাতে এই সব কাজ আর না কোর্ত্তে হয়, তাই কোর্‌বো। আমার প্রতি এই অনুগ্রহ কর।" রমণী আগ্রহদৃষ্টিতে উত্তর প্রতীক্ষায় বেলার দিকে চাহিলেন।

বেলাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া বিল কর্কশকণ্ঠে কহিল "তা হবে না। আমরা ডাকাত, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই। সঙ্গীরা আমাদের উপর বিশ্বাস কোরে তোমাকে রেখে গেছে। আমরা সে বিশ্বাস নষ্ট কোর্ত্তে পারি না। এ অনুরোধ বৃথা।"

বেলার মন যেন একটু নরম হইল। রমণীর বিষণ্ণবদন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যেন একটু করুণার রেখা পড়িল। বেলা কহিল, "কিছু খাবে কি ? বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।"

"হাঁ। আমার ক্ষুধা পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দাও।"

রমণীর এই উত্তরে বেলা তখনি আহারের আয়োজন করিয়া দিল। ভগ্ন টেবিলের উপর একখানি ছিন্ন কার্পেট পাতিয়া তাহার উপর একখানি রুটী, খানকতক শুষ্ক মাংস, একটু পনীর রাখিয়া দিল। রমণীর তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক,

হইয়া গিয়াছে। তিনি সকাতরে কহিলেন "আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দিতে পার কি ?"

স্ত্রীপুরুষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিল। বিল্ল বলিল "যাও বেলা ! তুমিই জল আন। আমিই এখানে থাকি ?" বেলা বলিল "আমি কোন মতেই যাব না। তুমিই যাও।"

বাড়ীর বহির্দ্বার রুদ্ধ। বাড়ীটী নদীর উপরে। পশ্চিম দিকের দোতালা প্রমাণ ভিত্তি নদীর উপর হইতে সরলভাবে উঠিয়া গিয়াছে। কোন দিকে বাহির হইবার সুগম পথ নাই। এখন জল আনিবার উপায় ? একটু ভাবিয়া বিল এক উপায় উদ্ভাবন করিল। এক গাছি লম্বা দড়ী উপরের জানালায় বাঁধিয়া সেই দড়ী বহিয়া বিল নীচে নামিয়া গেল। স্বামীর অপেক্ষায় বেলা সেই দড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা আলো নিবিয়া গেল ! বেলা চীৎকার করিয়া উঠিল ! দড়ী ছাড়িয়া দিয়া আলো জ্বালিতে আসিল। অনেক কষ্টে আলো জ্বালিয়া দেখে রমণী নাই ! এ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করিল,—রমণী নাই ! বেলা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল।

রমণী প্রদীপ নিবাইয়া পলায়নের অবসর খুঁজিতেছিলেন। বেলা প্রদীপ জ্বালিতে আসিলেই সেই অবসরে তিনি দড়ী বহিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন অদূরে নদীতীরে বিলকে জল আনিতে দেখিলেন। একটু অন্তরালে থাকিয় বিল চলিয়া গেলে, তিনি দ্রুতপদে সেতু পার হইয়া গ্রামের মধ্যে আসিয় পড়িলেন। যাইতেছেন।—রাস্তার দুই পার্শ্বে ঘন ঘন বৃক্ষশ্রেণী, রমণী সেই শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছেন। চক্ষু দিয়া অনবরত জল ধারা বহিতেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, চক্ষু দিয়া অগ্নিশিখ নির্গত হইতেছে, তবুও দ্রুতগমনে বিরাম নাই।

পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। রমণী চাহিয়া দেখিলেন চিনিলেন। বিলের ভীমমূর্ত্তি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ! রমণী প্রাণপণে দৌড়িতে দৌড়িতে বিলের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া রমণী শ্রমাপনোদন করিলেন। নৈশ-সমীরণে তাঁহার শরীর সুস্থ হইল। এখন চিন্তা, সঙ্গে একটী পয়সাও নাই, মিডষ্টোন এখান হইতে ৯ মাইল দূর। তথায় কি করিয়া তিনি উপস্থিত হইবেন রমণীর এই চিন্তাই এখন প্রবল হইল।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। তখনি একখানি ডাকগাড়ী দেখা গেল। রমণী সেই ডাকগাড়ীতে মিডষ্টোনে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিয়া গাড়ীর ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। এখন আবার ভাবনা, কি করিলে দস্যুর হাত হইতে টাকাগুলি রক্ষা হয়। রমণী এই চিন্তাতেই এখন আকুল হইয়া পড়িলেন।

গাফ্নী লণ্ডনের নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারে উপস্থিত। তাহার প্রিয়বন্ধু পেপারকর্ণ অপর দিকের দোকানে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বন্ধুর বিপদসম্পদের প্রতীক্ষা করিতেছে।

গাফ্নী পত্রখানি একজন কর্ম্মচারীর হাতে দিলেন। কর্ম্মচারী শীরো-নাম দেখিয়া কহিলেন, "এখানে নয়। বাইরের কামরায় নিয়ে যাও। এ গোপনীয় পত্র সেইখানে দাও গে যাও।"

গাফ্নী পত্রখানি লইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইল। একজন মধ্য বয়-সের গম্ভীরপ্রকৃতির লোক একাকী বসিয়া আছেন। নানাবিধ কাগজপত্র, রসীদ, চেক, তাঁহার চারিদিকে ছিটান রহিয়াছে। গাফনী তাঁহারই হাতে পত্রখানি দিল। ভদ্রলোকটী পত্রের শিরোনাম দেখিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিলেন এবং অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

গাফনী বলিল, "মহাশয়! পত্রখানি দেখা হয়েছে কি?"

"হাঁ, পত্র আমার দেখা আছে। আর দেখ্‌তে হবে না।"

হতাশব্যঞ্জক স্বরে গাফনী বলিল "পত্রখানি এখনো ত খুলেন নাই।"

"আমি জানি। তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে নিষেধ।—এই মাত্র পত্রে লেখা আছে। এ আমি জানি।"

গাফনী যেন কেমনতর হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে বাহিরে আসিল।

পেপারকর্ণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গাফ্নীর বিষণ্ণবদন দেখিয়া সভয়সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে যে! কোন বিপদ ঘোটেছে কি?"

"বিপদ?" গাফ্নী চক্ষু পাকাইয়া কর্কশস্বরে উত্তর করিল "বিপদ? আমি এ জীবনে যে ঠকা না ঠোকেছি, আজ সেই ঠকা ঠোক্‌লেম!"

সপ্তম তরঙ্গ।

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।।
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্ ॥"

এথেল এখনও উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। এ ভ্রমণ শান্তিলাভের জন্য নহে, স্বামীর অপেক্ষার জন্য। কত চিন্তাই যে তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে সমুদিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। স্বামীকে তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্যে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার জন্যই তিনি অপমানিত হইয়াছেন, এ অপমান কি ত্রিবরের সহ্য হয়? যে স্বামী তাঁহার পদে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে শেলাঘাত হইতেও অধিক যন্ত্রণা পান, যে স্বামী তাঁহার সকল সুখশান্তি এথেলের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এথেল সেই স্বামীকে আজ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। এথেল ক্রমেই অবসন্ন হইতেছেন। সামান্য অপমানে এ কথা কেনই বা বলিলাম? অভাগিনীর অদৃষ্টে হয় ত কোন বিপদই উপস্থিত হইবে! হয় ত কোন দুর্ঘটনাই ঘটিবে। এথেলের এ চিন্তার বিরাম নাই! স্নেহপ্রবণ-হৃদয় স্নেহের চক্ষে—স্নেহের পাত্রের বিপদই দর্শন করে। ভালবাসার ধনের সামান্য দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয়ে ঝড় বহিয়া যায়, দুই বিন্দু অশ্রু হৃদয়ের অজস্র শোনিত স্রোত বহাইয়া নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে। সেই জন্য এথেলের এত চিন্তা।

ত্রিবর দ্রুতপদে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এথেল প্রিয়তমকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বল প্রিয়তম! তুমি নিরাপদে ফিরেছ ত? কোন বিপদ ঘটে নাই ত?"

"না প্রিয়তমে! কোন বিপদই ঘটে নাই।" বিষণ্ণবদনে ত্রিবর এথেলের প্রশ্নে এই উত্তর দিলেন।

পতিকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া এথেল ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "কেন প্রিয়তম, এমন অধীর হ'য়েছ? মুখে বোল্চ কোন বিপদ ঘটে নাই, কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার বুক যে শুকিয়ে গেছে! হৃদয়সর্ব্বস্ব তুমি আমার,—বল, এ বিষণ্ণভাবের কারণ কি? গোপন কোরো না,—অকপটে বল। সে সংবাদ

যদি বিশেষ কষ্টের হয়, তাও আমি সহ্য কোত্তে পার্‌বো। তোমার বিষণ্ণ বদন দর্শনের যন্ত্রণার সঙ্গে অন্য যন্ত্রণা তুলনাতেই আসে না।”

উত্তরপ্রাপ্তীর জন্য এথেল স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

“অন্য কোন ভাবনা নাই।” পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে ত্রিবর উত্তর করিলেন “অন্য কোন ভাবনা নাই। কালই আবার আমাকে বিদেশে যেতে হবে। আবার তিনদিন পরে ফিরে আস্‌বো। মনে কিছু ভেবো না। এই তিন দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিও। এবার হতে আর কখনও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। আবার এই তিন দিন কি কোরে তুমি আমার বিরহ সহ্য কোর্‌বে, সেই ভাবনাই আমার বেশী হয়েছে।”

“আবার কালই যাবে কেন? এখন ত যাবার কোন কথা ছিল না। এসেও ত এ সংবাদ বল নাই? আমার সন্দেহ হচ্চে।—আমার মন যেন স্পষ্ট স্পষ্ট জেনেছে, একটা বিষম বিপদ আমাদের সম্মুখে আস্‌ছে।” এথেলের চক্ষু হইতে জলধারা বহিল। ত্রিবর প্রিয়তমার চক্ষু মুছিয়া দিয়া—প্রেমভরে ঘন ঘন মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন “কোন বিপদ আর নাই। আমি সকল ভয়ের হাত হতে অব্যাহতি পেয়েছি। সকল শত্রুর মুখ বন্ধ কোরেছি। সে ভাবনা আর এখন তোমার নাই।”

“তবে যাবে কেন প্রিয়তম?” আদরের অভিমানে সরলা এথেল কহিলেন “তবে কেন যাবে তুমি? আমাকে বারম্বার কেন এমন কোরে কাঁদাবে তুমি? তুমি কি আমার সহবাসে কষ্ট পাও? বল প্রিয়তম! হতভাগিনীর জন্য তোমার মনের গতি ত অন্য দিকে যায় না? আমি সেই ভয়েই যে সারা হয়ে যাই।”

“এথেল! এক কথায় আর এক কথা তুলে কেন আমাকে কষ্ট দাও? তোমার সহবাসে আমি দুঃখিত হব? আমি তোমার জন্যে না কোরেছি কি! আমি গর্ব্বের কথা—অহঙ্কারের কথা বোল্‌চি না। তোমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই বোল্‌ছি, লক্ষপতি আমি, তোমার জন্য পথের ভিকারী হয়েছি। সমাজে মুখ পাই না, অধীনস্থ যারা, যাদের জীবনের মূল্য আমার বিনামার মূল্য হতেও কম, সেই সব লোকে আমাকে কত উপহাস করে, টিটিকারী দেয়। আমি তোমার জন্য এথেল এ সকল অপমান তৃণজ্ঞান করি। তবে কেন প্রিয়তমে এ কথা বোলে আমার অভ্রান্তপ্রণয়ে অবিশ্বাস কর?”

“অবিশ্বাস করি? আমি তোমার প্রেমে বস্তুতই গর্ব্বিত। তুমি যখন আমাকে প্রিয়তমে বোলে সম্বোধন কর, তখন আমি যেন হাতে স্বর্গ পাই।

তুমি যখন আমার পাশে বোসে আদরে সোহাগে মুখচুম্বন কর, তখন আমি স্বর্গের অস্তিত্ব ভুলে যাই। মনে ভাবি, যদি স্বর্গসুখ বোলে কিছু থাকে, তবে সে এই। আমি তোমার প্রেমে অবিশ্বাস কোর্ব্বো নাথ? আমি তোমার প্রেমের প্রতিদান দিতে পেরেছি কি না,এই সন্দেহেই মরে আছি। তোমাকে কি বোলে সম্বোধন কোর্ব্বো, কি কোল্লে তুমি সুখী হবে, আমি তাই যে ভেবে পাই না? তুমি যখন কোথাও যাও, তখন সেই অবসরকালে কি কোরে তোমাকে সম্ভাষণ কোর্ব্বো, কি কি কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো, তাই ভাবি। ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাই, তবুও কিছু ঠিক কোরে উঠ্‌তে পারি না। সমস্ত রাত কেটে যায়,—ভাবনার আর কূলকিনারা পাই না। চোকের জলে বালিশ ভেসে যায়,—তবুও চিন্তার বিরাম হয় না। আমি তোমার প্রেমে অবিশ্বাস করি, এমন ক্ষমতা আমার? আমি বুঝ্‌তে পারি নাই, আবার তুমি কাল কেন যাবে।"

"বিশেষ আবশ্যক। পরে শুন্‌বে।" এই মাত্র বলিয়া ত্রিবর প্রস্থান করিলেন। এথেল একাকিনী তখনও উদ্যানে।

"নমস্কার!—অনেক ফুল ফুটেছে। আপনাকে যেন ফুলরাণী বোলে বোধ হচ্চে।" উপাসনামন্দিরের কর্ম্মচারী বৃদ্ধ হগবেন আসিয়া উদ্যানের দ্বারদেশে দেখা দিলেন।

"আসুন।—ভিতরে আসুন। অনেক ফুল ফুটেছে। যদি আবশ্যক হয়, তুলুন। কোন বাধা নাই।"

"আর কি বয়স আছে মা? এখন চোকে ভাল নজর চলে না। আজ একটু সকালেই আস্‌তেম। একজন লোক এসে বড়ই বিরক্ত কোরে গেছে। সেই যে,—বৈকালে,—সন্ধ্যার একটু আগে। আপনার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হয়েছিল?"

এথেল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তিনি?"

"কে তিনি? তিনি এক অদ্ভুত জীব। পুরুষবেশে রমণী। চমৎকার মানিয়েছিল। একটুও চিন্‌বার পথ ছিল না। কেমন, ঠিক তাই নয় কি?" বৃদ্ধ হগবেন উৎসাহদৃষ্টিতে এথেলের দিকে চাহিলেন। উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইয়া এথেল জিজ্ঞাসা করিলেন "পুরুষবেশে রমণী? কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন তিনি?"

হাসিয়া হগবেন কহিলেন "অসংখ্য প্রশ্ন!—প্রশ্নের সংখ্যা করা যায় না। সব প্রশ্নই আপনাদের সংক্রান্ত।"

"আমাদের সংক্রান্ত? এথেল আর ত্রিবরের কথা?" এথেলের মুখখানি শুকাইয়া গেল। তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিতে যাইবেন, অকস্মাৎ শব্দ হইল "কাকার গলা নয়? হাঁ ঠিক ত! এমন ভুল ত আমার জম্মে ক.ন হয় নাই।"

একবিংশবর্ষীয় এক যুবা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ হগবেন যুবকের পরিচয় দিবার জন্য কহিলেন "আমার ভাইপো এটী।"

"কাকা! আমি এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি। লম্বা ছুটি—তাই দেখা কোত্তে এলেম।"

"শ্যাম! বেশ কোরেছ তুমি। আমার বৃদ্ধবয়সে তোমাদের এই রকম অভ্যাসই আমি চাই. বেশ ছেলে তুমি! সহরের বিলাসীতা কি রংতামাসার দিকে তোমার আদৌ দৃষ্টি নাই। বেশ ছেলে তুমি।" ভ্রাতষ্পুত্রকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধ এথেলকে কহিলেন "প্রায় দুবৎসর আমার ভাইপো চাকরী কোচ্চে। লণ্ডনের একজন প্রধান ধনীর বাড়ীর চাকরী——"

"কার্সেলটনের আর্লের বাড়ী—আমার চাকরী।" সেমুয়েল শ্যাম কহিল, "কার্সেলটনের আর্ল আমার মুনিব। মিস্ প্রিয়সীকে তিনি বিবাহ করেন। অতি ভাল লোক তিনি। কার্সেলটনে সম্প্রতি এসেছেন। আপনি তাঁকে অবশ্য জানেন।"

"তোমাকে এমন সংসারে চাকরী কোত্তে দেখে সুখী হলেম।" এথেল এই উত্তর দিয়া উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষেই ত্রিবর অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ তাঁহার মূর্ত্তি এথেলের দৃষ্টিপথের অতীত না হইল, এথেল সজলনয়নে ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া—সজলনয়নে ত্রিবরের উদ্দেশে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, এথেল ফিরিয়া আসিলেন।

এক ঘণ্টা পরে একটী যুবা দালিয়া-কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। যুবকের শরীর দীর্ঘ, মাংসল, বলব্যঞ্জক। মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ। এথেল বারন্দায় বসিয়া বিষন্নবদনে কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় যুবক এথেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এথেল বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "মাননীয় পিকটক! আপনি কি আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন?"

"হাঁ, তাঁর সঙ্গেই আমার প্রয়োজন। কোথায় তিনি?" পিকটক এথেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার স্বামী কোথায়?"

"তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেছেন। কাল আবার আসবেন। বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল কি?"

"বিশেষ আবশ্যক। আপনাদের সকল কথাই প্রকাশ হয়ে গেছে। কোন কথাই আর গোপন নাই।"

এথেলের বিষণ্ণবদন আরও বিষণ্ণ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেন আত্মজ্ঞান হারাইলেন। পিকষ্টকের এই কথার কোন উত্তরই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। নীরবে—উদ্দেশ্যহীনদৃষ্টিতে পিকষ্টকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার পিকষ্টক আবার বলিলেন "সব কথা প্রকাশ হয়েছে। যে দিন হতে আপনি মার্ত্তলীর ডিউকের পত্নীরূপে পরিগণিত হয়েছেন, সেই দিন হতে সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। আল বোলেই সকলে জেনেছে।"

এথেলের মাথা ঘুরিল, চক্ষুকর্ণ দিয়া যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি যেন এ জগতে আর নাই, তিনি যেন অকূল ভাবনায় পড়িয়াছেন—কোন দিকে কূলকিনারা পাইতেছেন না। ভাবিতে ভাবিতে অভাগিনী এথেল মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অষ্টম তরঙ্গ।

> "লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
> কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে!
> লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
> লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি!"

জন্মশোধ বিদায়!

আত্তলীর যুবা-ডিউক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার সম্মান-উপাধী গ্রহণ করেন। সে প্রায় তিন বৎসরের কথা। ডিউকের মাতা দৌবর-ডচেস আজিও জীবিত আছেন। তিনিও থর্ণবরী পার্কে বাস করিতেছেন, ডিউকের ভ্রাতা ও ভগ্নিগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছে। রাজপ্রাসাদের কোন অভাবই নাই। ডচেস মেরী সকলেরই প্রিয়-পাত্র—সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা। কেবল উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক ডিউকই

তাঁহার সহিত একত্রে বাস করেন না। কি জানি, কোন্ অব্যক্ত কারণে ডিউকদম্পতীর এই ইচ্ছা-বিচ্ছেদ। বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, অথচ পরস্পর দূরে দূরে অবস্থান। ইহার কারণ কি ?

মেরী তাঁহার পরিচ্ছদাগারে বসিয়া আজ অভিনব বেশভূষায় ভূষিত হইতেছেন। তাঁহার অতুলনীয় রূপরাশি বর্ণনার ভাষা তাঁহার সুবেশের বিশেষণ অভিধানে নাই। ডচেস বেশভূষা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী লবনা একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। ডচেস হাসিয়া কহিলেন "হুঁ, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ বুঝি এই পত্র পাঠিয়েছেন।" পত্রখানি খুলিয়া মেরী আবার বলিলেন "হাঁ, ঠিক তাই। যে চিঠি আমি বাধ্য হয়ে লিখেছিলেম,—বোম্বেটেরা—পাঁচ-শ গিণির লোভে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ বরাবর যে আদেশপত্র লিখিয়ে নিয়েছিল, সেই বিবরণই বটে। খুব ঠকাই ঠোকেছে। ডাকাতকে কিন্তু এমন ঠকান কেহ ঠকায় নাই। পাষণ্ডেরা যখন ব্যাঙ্কে এসে টাকা পেলে না, শুন্‌লে এতে টাকা দিবার আদেশ নাই, কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় নিষেধ আছে, তখন তারা যে কি ভেবেছিল, কেমন রাগই রেগেছিল, তা কল্পনা কোত্তেই আমার হাসি পাচ্ছে।"

লবনা বিস্মিত হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনেই প্রস্থান করিল। ডচেস আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, লবনা এর কিছুই জানে না। আমি কেনই যে পুরুষবেশ ধারণ কোরেছিলেম, কেনই বা মিডষ্টোনে গিয়েছিলেম, কি কোরেই বা বোম্বেটের হাতে ধরা পোড়লেম, লবনা তার কিছুই জানে না। না জানাই ভাল।" এই রকম আপন মনে অনেক তর্কবিতর্ক হইল।

লবনা আবার এক সংবাদ লইয়া আসিল। ডিউক আসিয়াছেন। তিনি ডচেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। ডচেস লবনাকে আজ্ঞা দিলেন "এই ঘরেই তাঁকে পাঠিয়ে দাও। এই ঘরেই দেখা হবে।"

লবনা প্রস্থান করিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ডিউকবাহাদুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আপনি ডচেসের পার্শ্বস্থিত একখানি বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন "মেরি! আজ তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো বোলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম, আমি সেই জন্যই এসেছি। আমি জান্‌তে চাই, তুমি কেন কাল পুরুষ বেশে সেজেছিলে ? তাতে তোমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ? তুমি গত সন্ধ্যাকালে যা বোলেছ, তার কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। আবার বল। আমি

স্বীকার করি, আমার জীবন তোমারই আয়ত্বাধীন, কিন্তু তাই বোলে তুমি কি আমাকে এতই কষ্ট দেবে? বিবাহের কথা স্মরণ কর। তোমার কন্যা আছে, অবশ্য সে কন্যার ঔরসদাতা পিতা আমি নই। কন্যার জন্মগ্রহণের পরেই আমি তোমাকে বিবাহ কোরেছি। কেন বিবাহ কোরেম, তাও ত তুমি জান? আমি সংসারের কেহ নই, কিন্তু আমার উপায়হীন ভাইভগ্নীদের আমি কি কোরে পথের ভিকারী করি?"

পতির কাতরতায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া—ডচেস কহিলেন, "হার্ব্বার্ট! জানি আমি, তুমি সদাশয়। তুমি আমার সপত্নীকে ভালবাস, এ যন্ত্রণা আমার অপরিসীম, কিন্তু তোমার সদাশয়তা দেখে আমি সেই সপত্নীদ্বেষ ভুলে গেছি। এথেলের প্রতি আমার কোন মন্দভাব ধারণাতেও প্রায় আসে না; কিন্তু প্রিয়তন! তোমার হৃদয়ের অংশ গ্রহণেও কি আমারি অধিকার নাই?"

"মেরি! তুমি কি বুঝতে পেরেছ, আমি এথেলকে কত ভালবাসি?" বিষণ্ণবদনেও ডিউকের যেন উৎসাহ দেখা দিল। উৎসাহে উৎসাহে ডিউকবাহাদুর কহিলেন "জান মেরি! আমি তাকে কত ভালবাসি? তাকে ভালবেসে আমি কত বিপদের বোঝা মাথায় নিয়েছি, কত দুঃখকে আমি সখাভাবে আলিঙ্গন কোরেছি, সে সব জান কি তুমি? আমি এই ভালবাসার জন্য মান, ধন, জন, আত্মীয়স্বজন, সব ত্যাগ কোরেছি। এমন কি, আমাতে আর আমি নাই। এথেল আমার হৃদয়ে এমনভাবে তার দিব্যমূর্ত্তি অঙ্কিত কোরেছে, জন্মান্তরেও হয় ত তা মুছে যাবে না।"

"তা হোক্ হার্ব্বার্ট, কিন্তু সব দিক বিবেচনা কোরে দেখ। তোমাদের সে বিবাহই অসিদ্ধ।—সে বিবাহ বিবাহই নয়। আর্ডলীপ্রাসাদের—বা স্বামীর ধনে এথেলের এক তিলও অধিকার নাই। তুমি আমাকে ভালবাস বা নাই বাস, যখন বিবাহ কোরেছ, তখন সে বিচারও ত তোমার করা চাই? আমার কন্যার পিতা তুমি না হও, আমি তুচ্ছ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হই, কিন্তু যখন তুমি আমাকে বিবাহ কোরেছ, তখন সে সব আমার অবশ্যই জোম্মেছে। তুমি ত আমার সর্ব্বনাশ কোরেই সেরেছ। এখনো উপায় আছে, একটা নষ্ট কোরে দাও।"

"আমার তাতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমার হতভাগ্য ভ্রাতাভগ্নী, অভাগিনী মাতা—" ব্যথিতস্বরে ডচেসের দিকে চাহিয়া মর্ম্মাহত ডিউক এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

"তাও কি তুমি বাকী রেখেছ? আমি আমার জন্য ভাবি না। নিজের জীবিকার জন্য আমার তত ভাবনা নাই। তোমার ভাই বোনের জন্যই আমার যত ভাবনা। তুমি এথেলকে ত যথাসর্বস্ব লিখে দিয়েছ। তোমার ভাই সম্মানিতবংশের বংশধর, তারা পথের ভিকারী হবে, তোমার স্নেহময়ী ভগ্নীরা সম্মান হারিয়ে নীচঘরে—নীচবরে পেটের দায়ে আত্মসমর্পণ কোর্‌বে, এ কষ্ট আমার একান্তই অসহ্য।"

"না না। তা তুমি ভ্রমেও ভেবো না। এথেল কি এ সব ভোগ কোর্‌বে? আমার ভাইবোনকে পথের ভিকারী কোরে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ কোর্‌বে?—না না, তা তুমি ভেবো না। সরলা এথেলের এ কথা মনেও উদয় হবে না। আমি ইচ্ছা কোরেই—বিপদ হতে উদ্ধার হবার জন্যেই এই কাজ কোরেছি। সে ভয় তুমি ভ্রমেও মনে স্থান দিও না।"

"এথেল এতই কি সরলা? এতই কি সদ্বংশে তার জন্ম? কি এমন বুনিয়াদী ঘরে তার জন্ম যে, সে এতটা লোভ সম্বরণ কোত্তে পার্‌বে?" ভচেস মর্ম্মে মর্ম্মে যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, তাই গর্ব্বের সহিত এই প্রশ্ন।

"এমন উচ্চ বংশে তার জন্ম নয়।—এথেলের পিতা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। সেই ভারতবর্ষেই তাঁর জীবন শেষ হয়। আহা! এথেলের বিধবা মাতার অভাব মনে হলে এখনো আমার চোকে জল আসে। এথেল বাল্যকালে সেই দরিদ্রপরিবারের দরিদ্রকুটীরেই—প্রতিপালিত হয়। বনকুসুম বনে ফুটেই স্বভাববশে লোককে মোহিত করে। রমণীরত্ন এথেল উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর মাতা তত সাংসারিক কষ্টের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েও স্নেহের কুমারীকে মূর্খ কোরে ঘরে রাখেন নাই। তাঁর ধারণা ছিল, স্থানের বা অবস্থার ব্যতিক্রমে গুণের অপলাপ হয় না। বনের মধ্যে মধুপূর্ণ কুসুম প্রস্ফুটিত হ'লে সেইখানেই মধুকর জুটে, বনকুসুমের সুমধুর ঘ্রাণ গ্রহণে পবন কখনই ত উপেক্ষা করে না! কিন্তু হতভাগিনী জননীর সে ভ্রম এত দিনে ঘুচে গেছে। এথেল এই হতভাগ্যের প্রতি আত্মসমর্পন কোরে যন্ত্রণার কূপে ডুবেই আছে। হায়! যদি একজন দিনপাত অচল মূর্খকেও এথেল আত্মসমর্পণ কোত্তো, তা হলে এর চেয়ে শতগুণে সুখী হতে পাত্তো। অভাগার ভাগ্যে কেবলি যন্ত্রণা আর রোদন। এথেল এমনই হতভাগ্যকে আত্মসমর্পণ কোরেছে যে, তার সম্বলের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস আর নয়নের জল।" বাস্তবিকই ডিউক বাহাদুরের চক্ষে জলধারা বহিল।

পতির নয়নজল দর্শনে স্থির থাকিতে পারে, এমন স্ত্রী কোথাও আছে কি? ডচেস তন্ময়চিত্তে এই উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের অদ্ভুত প্রেমকাহিনী শুনিতেছেন। ডিউকবাহাদুর নীরব হইলে ডচেস সমব্যথা জানাইয়া বলিলেন "বল প্রিয়তম! তার পর কি হলো?"

"তার পর কি হলো? মেরি! তা কি তোমার কাছে বোল্‌তে পারি? তোমাকে বিবাহ কোরেছি, ধর্ম্মের কাছে আমি পতিত হয়েছি, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী; হতভাগ্য আমি, তোমাকে ভাল না বেসে অপরকে ভাল বেসেছি, তোমার সিংহাসনে অপরকে বোসিয়েছি, সেই কথা আবার তোমাকে শুনাবো? তাই আবার শুনতে তোমার বাসনা? রাগ কোরো না, সত্য বোলচি, যদি জগতে প্রকৃত ভালবাসা থাকে, তবে আমি এথেলকে সেই ভালবেসেছি। আমাদের এ ভালবাসা হয় ত অন্যভাবে যেত, কিন্তু সাউথডেলের প্রধান ক্লার্জিম্যান আমাদের এইরূপ প্রণয় অধিক দিন স্থায়ী হবার প্রতিবন্ধক হলেন, কাজেই আমাকে বিবাহ কোত্তে হলো। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে আমি কি অপূর্ব্ব ইতিহাসই বোল্‌চি। আমি তোমার অবিশ্বাসী স্বামী, তোমার কাছে আমি আর অধিক কি প্রার্থনা কোত্তে পারি? আমি তোমার অকৃতজ্ঞ স্বামী, আমাকে মুক্তি দাও। আমার প্রণয়ের আশা তুমি ত্যাগ কর। আমার আশা তোমার আর কি আছে?"

"তাই হবে। তুমি সই কর!" ডচেসের এই কথায় উদাসভাবে ডিউক নাম স্বাক্ষর করিলেন। কাগজে কি লেখা ছিল, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

লবনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডিউকের হস্তে একখানি পত্র দিল। ডিউক হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিলেন, এথেলের হস্তাক্ষর! কম্পিতহস্তে পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন, পত্রে লেখা আছে,—

আজ তোমাকে বড় বিষম সংবাদ দিতে অগ্রসর হইতেছি। যে বজ্রাঘাত আমি মাথা পাতিয়া লইয়াছি, তাহার আঘাতে আমি আত্মহারা হইয়াছি। ডাক্তার পিকষ্টক, উপাসনা-মন্দিরের কর্ম্মচারী হগবেন এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র, এই তিনজনের মুখেই আমি শুনেছি, আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমি কি করিব? অভাগিনী আমি, কোথ পাইব? আমি আমার নিজের জন্ত ভাবি না, তোমার ভালবাসা স্মরণ[illegible] তোমার পবিত্রমূর্ত্তি যাহা দৃঢ়রূপে অভাগিনীর হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, আমি সেই বলে সংসার-সাগরে দেহ-তরি ভাসাইতে কষ্ট বোধ করি না।

সংসারের জলবুদ্‌বুদ আমি, জলে উঠিয়াছি, আবার জলেই [illegible]। যে কয় দিন জীবন থাকে, সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া অনায়াসে কাটাইতে পারিব, কিন্তু হতভাগিনীর পুত্রটীর গতি কি হইবে? হতভাগ্যকুমার সম্ভ্রান্ত বংশের—সম্ভ্রান্ত পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ পথের ভিকারী হইল?—এই দুঃখই আমার অধিক হইয়াছে।

কল্য যিনি পুরুষবেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এখন জানিতে পারিয়াছি, তিনি আমার বন্ধু মাননীয়া ডচেস। আমি চিনিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। তিনি দয়াময়ী, আমার এই অজ্ঞাত অপরাধ কি ক্ষমা করিবেন না? হতভাগিনী—মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনী এথেল কি তাঁহার ক্ষমার যোগ্য হইবে না?

আমি চলিলাম। অভাগিনী আজ জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার দোষ গ্রহণ করিও না। আমার জন্য প্রাণেশ্বর! তুমি কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছ। তুমি আমাকে ভালবাস, এই আমার স্বর্গসুখ। সংসারের যাবতীয় দুঃখ আমার উপর চাপিয়া পড়িলেও আমি কাতর হইব না। তোমার ভালবাসা স্মরণ করিয়া আমি সকল বিপদেই পরিত্রাণ পাইব; কিন্তু হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমাকে ভালবাসিয়া তুমি যে কেবল দুঃখের পাথারেই ভাসিতেছ? আমি যে এক দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না? এ দুঃখ কি আমার সহিবার? বিবাহের দলীলখানিও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। উহা রাখিয়া আমি আর কি করিব?—যাহা হয়, তুমিই করিও। আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। সংসারে তোমার ভালবাসার পাত্রী এথেল নামে যে কেহ ছিল, ইহাও কেহ জানিবে না। আমি তবে বিদায় লইলাম। এই পত্র যতক্ষণ আর্ভলী প্রাসাদে পৌঁছিবে, ততক্ষণ আমি কতদূর চলিয়া যাইব সুতরাং এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা দুরাশা। আর একবার তোমাকে আমার ভালবাসার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। সে সংবাদ তুমি তোমার প্রাসাদে বসিয়াই জানিতে পারিবে। ইতি।

পত্রে নাম স্বাক্ষর নাই। কোথা হইতে পত্র আসিল, তাহারও স্থিরতা নাই। [illegible] জ্ঞানশূন্য! তাঁহার ভাব দেখিলে ভয় হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘন ঘন বিঘূ-[illegible] হইতেছে—সেই চক্ষে জলধারা। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতেছে। ভিক্টরের অনুমতি পাইয়া ডচেস পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না।

ডিউক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া—মর্ম্মান্তিক কাতরস্বরে কহিলেন "এথেল! প্রিয়তমে! আমি তোমার কাছে কোন্ অপরাধে অপরাধী এথেল? আমাকে ফাঁকি দিলে?" আবার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতায় অতিবাহিত হইল। ডিউক কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। আবার ব্যথিতস্বরে কহিলেন "হা পাষাণি! পাষাণে প্রাণ বেঁধে, দয়া, মমতা, ভালবাসা সব ভুলে চোলে গেলে?"

ডিউকের প্রতি কথায় কি পরিমাণে মর্ম্মদাহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে।

"আমি সন্ধান জানি।" ডচেস কহিলেন "আমি জানি।"

"জান? জান তুমি? আমার এথেলের সংবাদ জান তুমি?"

ডচেস কাগজে কয়েক পংক্তি কি লিখিলেন। ডিউক কহিলেন "তা হোক্। বল তুমি, আমার জীবন রাখতে যদি বাসনা থাকে, বল তবে?"

"আমি জানি।"

দারুণ বিরক্ত হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ডিউক দৃঢ়মুষ্টিতে ডচেসের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "স্ত্রীজাতি পাষাণের জাতি। আমি স্বামী তোমার, সত্য বল, আমার প্রাণ যায়।"

"এথেল সাউথডেলে গিয়েছে।"

তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের ন্যায় ডিউক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুখে কেবল উচ্চারণ করিলেন "এথেল! পাষাণী এথেল! আমাকে শেষে পাগল কোল্লে?"

ডিউক প্রস্থান করিলে ডচেস আপনমনেই অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। লবনা আসিয়া সংবাদ দিল, "ইমোজীন এসেছেন।"

"এইখানেই নিয়ে এস।" লবনা ইমোজীনকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ইমোজীনের হস্ত ধারণ করিয়া ডচেস কহিলেন "এস ইমোজীন! আমি তোমার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ।"

ইমোজীন হাটলাও সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "অনেক দিন আপনি আপনার সন্তানকে দেখতে যান নাই কেন?"

"অনাবশ্যক বিবেচনায় যাই নাই।" ডচেস কহিলেন "অনাবশ্যক বিবেচনায় যাই নাই।"

"তবুও না যাওয়ার—অন্য কোন কারণ নাই কি?" ইমোজীনের এই কথার অর্থ ডচেস অন্য প্রকার করিলেন। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় কন্যা

আবশ্যকীয় অর্থ প্রার্থনাই এ অনুরোধের মূল। তিনি কতকগুলি ব্যাঙ্কনোট ইমোজীনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন "কোন দ্বিধা ভেবো না। গ্রহণ কর।"

ইমোজীন কাতর অথচ গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন "এর জন্য আমি আসি নাই। আপনি যতটা ভাবেন, আমি তত নীচ নই।"

ডচেস অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "মনে কিছু ভেবো না। আমি পরশু যাব। কেমন? ঘরে থাকবে ত?"

"আচ্ছা। পরশু সন্ধ্যার সময় আমি আপনার অপেক্ষায় থাক্‌বো।" ইমোজীন প্রস্থান করিলেন।

নবম তরঙ্গ।

"হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়।
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কাণে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়!"

সে এখন কোথায়?

এথেল তাঁহার জন্মভূমি দর্শনে চলিয়াছেন। অভাগিনীর অন্যস্থান ত নাই! তবে এখন আশ্রয় পাইবার উপায় কি? জননী নাই, পিতা নাই, গৃহ নাই, তবুও এথেল তাঁহার জন্মভূমি দর্শনে চলিয়াছেন। যে স্থানে তাঁহার বাল্য-জীবন অতীত হইয়াছে, যে স্থানে সঙ্গিনীগণের সহিত কত খেলাই খেলিয়াছেন, যে স্থানে ছোট ছোট তরুলতাগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচিত, এথেল সেই স্থানে চলিয়াছেন। তাঁহার গাড়ী সাউথডেলপল্লির প্রান্তভাগে আসিয়া লাগিল। এথেল একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিলেন। অমনি ভাবনার রাশি তাঁহার উপর যেন চাপিয়া পড়িল। যখন জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া স্বামীর সহিত এথেল গৃহত্যাগ করেন, তখন এথেল এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। এথেলের এ কথা বেশ মনে পড়িল। সে দিনের সেই সুখের কথা মনে পড়িল। এথেলের কণ্ঠ সকাতরে উচ্চারণ করিল "হায়!

সেই দিন আর এই দিন। সে দিনের অপার সুখ—আর আজ অপার দুঃখ! সে দিন দুজনে—যে সে দুজন নয়,—জীবনের সহচর—জীবনের জীবনস্বরূপ, এক মূর্ত্তির দুই প্রতিমূর্ত্তির স্বরূপ দুজন এই বৃক্ষতলে বসিয়া কত আনন্দই পাইয়াছিলেন, আর আজ এথেল একাকী! এথেলের চক্ষে জগৎ শূন্যময়! বিধাতা এ কি সম্বন্ধের সৃজন করিয়াছেন? জগতে মাতাপিতা আছেন, ভাইভগ্নী আছেন, আত্মীয়স্বজন আছেন, সংসারে যাহা যাহা থাকিবার প্রয়োজন, সকলেই আছেন, কিন্তু একের অভাবে জগত শূন্যময় বোধ হয় কেন? একজনের অভাবে গৃহ শূন্যময়—সংসার শূন্যময় বোধ হয় কেন? এথেলও আজ জগৎ শূন্যময় দেখিতেছেন।

এথেল গাত্রোত্থান করিলেন। যেখানে তাঁহার সকল সুখের আকর ছিল, যেখানে তাঁহার বাল্যজীবন গত হইয়াছে, যেস্থানে তাঁহার মাতার স্নেহক্রোড়ে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এথেলের বাসকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী সেই উচ্চ বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বৃক্ষ যেন তাহার উচ্চশীর উচ্চতর করিয়া এথেলকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। এথেল ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। মাতা পিতা নাই,—আত্মীয়স্বজন নাই, গৃহের চতুর্দ্দিকও নাই, আছে কেবল সেই বৃক্ষটী। এথেলের পিতার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই বৃক্ষটীই যেন তাঁহার শান্তিনিকেতনের শান্তিরক্ষা করিবার জন্য শাখা পত্র দ্বারা স্থানটী আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এথেল সজলনয়নে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। পিতার ভগ্নাবশেষ কুটীরের দিকে চাহিয়া এথেলের হৃদয়ে যে কি ভাব সমুদিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। এথেল কয়েক বিন্দু অশ্রুজলে তাঁহার সাধের বৃক্ষকে অভিনন্দন করিয়া—ভগ্নকুটীরের দিকে সতৃষ্ণ উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এথেল সাউথডেল পল্লির সরাইখানায় উপস্থিত হইলেন। সরাইয়ের বৃদ্ধ অধিকারী তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে চিনিতেন।—বহুদিনের পর তাঁহাকে দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। অধিকারীর স্ত্রী আলফ্রেডকে ক্রোড়ে লইয়া সাহাগে আদরে মুখচুম্বন করিলেন। এথেলের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। ধাত্রী তাঁহার শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল।

সামান্যমাত্র আহার করিয়া এথেল গ্রাম্যশান্তিরক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মাননীয় মিলনার ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মলিনা উদ্যানে

পারভ্রমণ করিতেছিলেন, এথেলকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই উৎফুল্লদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন "এথেল! তুমি এসেছ? ভাল আছ তুমি? কখন এখানে এসেছ?"

এথেল সম্মান জানাইয়া কহিলেন "সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে এসেছি। সরাই-খানায় বাসা নিয়েছি। আমার গাড়ী, একটী শিশু সন্তান, সেই খানেই আছে।"

"কেন এমন কোল্লে?" শ্রীমতী মলিনা আত্মীয়তা জানাইয়া কহিলেন "তা কোল্লে কেন? বরাবর আমার বাড়ীতে না এসে সরাইখানায় গেলে কেন? তোমার ছেলেটীকে আমার দেখার ইচ্ছা ছিল। তোমার স্বামী ভাল আছেন?"

সম্মতি জানাইয়া—মনের কথা গোপন করিয়া এথেল কহিলেন "হাঁ। তিনি ভাল আছেন। তাঁর সহবাসে আমি পরম সুখে আছি। এখানে আমি বেশী দিন থাক্‌বনা। কাল সকালেই চলে যাব। আমার স্বামী আমার সঙ্গেই আস্‌তেন, বিশেষ কোন কারণে তিনি আসতে পাল্লেন না।"

"তা না হোক্, তুমি ত এসেছ? অনেক দিন দেখি নাই। বড় স্নেহ কোত্তেম তোমাকে, বাল্যকালে যখন তুমি ছেলে মানুষ, তখন সর্ব্বদাই আমা-দের বাড়ী আস্‌তে। আমাদের ছেলে পুলে নাই, তোমাকে বড়ই ভালবাস্‌-তেম, তুমিও আমাদের তখন তখন বেশ ভক্তি কোত্তে। বিবাহ হয়েই সব ভুলে গেছ। তোমার হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা যা ছিল, সব তাঁকেই তুমি দিয়ে ফেলেছ, তোমার আর কিছু নাই। কেমন, ঠিক তাই ত? সে বরং সুখের কথা, কিন্তু আসতে হয়, একবার দেখা দিয়ে যেতে হয়। তোমার বিবাহের আর ত কোন গোল হয় নাই?" স্নেহমাখা কথায়—স্নেহমাখা স্বরে শ্রীমতী মলিনা এই কথা কয়েকটী জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তরে এথেল বলিলেন, "না. আর কোন গোল হয় নাই, কিন্তু সে দলীল-খানি আমি হারিয়ে ফেলেছি। সেই জন্যই আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি।"

মাননীয় মিলনার গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বিবাহের চুক্তিপত্র যত্ন কোরে রাখতে হয়। বিলাতের বিবাহ, কখন কি হয় বলা যায় না। বিবাহ নিয়ে সর্ব্বদাই এমন গোল হয়। এ জন্য তোমাকে বেশী ভাবতে হবে না। সে সব আমার কাছেই আছে। আবার একখানা নকল কোরে দিলেই চোল্‌বে।"

"আজই যদি দিতে পারেন।" আগ্রহ জানাইয়া এথেল কহিলেন, "আজই যদি দিতে পারেন, তা হলেই বড় ভাল হয়। কাল আমি তা হলে এখান হতে বিদায় হতে পারি।"

"তাই হবে। চল, ঘরে যাই। এখনি তোমাকে তার নকল কোরে দিচ্চি।" সকলেই উদ্যান হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মিলনার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমতী মলিনা তাঁহার স্নেহের এথেলের জন্য জলযোগের আয়োজন করিবার হুকুম দিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। কার্য্যালয়ে কেবল এথেল আর মিলনার।

মিলনার এক প্রকাণ্ড বাঁধা খাতা অনুসন্ধান করিয়া এথেলের নাম বাহির করিলেন। নকল করিবার জন্য কাগজকলম ধরিয়াছেন, এমন সময় এথেল কহিলেন "শ্রীমতী মলিনার কণ্ঠস্বর নয়? তিনি বুঝি আপনাকে ডাকৃচেন।"

"কৈ না! আমি ত কিছুই শুনতে পাই নাই!"

"তবে বোধ হয় অন্য কারও কণ্ঠস্বর হবে।" এথেল নীরব হইলেন। মিলনার আবার কলম ধরিবেন, এমন সময় তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল "কৃষক হোয়াইট আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছে। তার ছেলের বিবাহের কথা।" শ্রবণমাত্রেই মিলনার বাহিরে গেলেন। এথেল সেই বৃহৎ খাতাখানি ইচ্ছামত দর্শন করিতে লাগিলেন।

মিলনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন "এথেল! আজ আর হলো না। আমাকে এখনি উপাসনা-মন্দিরে যেতে হবে। হোয়াইট নামে একজন কৃষকের ছেলের আজ বিবাহ। সমস্ত আয়োজন হয়েছে। আমার কেবল যাওয়ার অপেক্ষা। আমি আর বিলম্ব কোত্তে পারি না, তোমার চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি আমি কাল দিব।" দ্রুতপদে মিলনার প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শ্রীমতী মলিনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সস্নেহবচনে কহিলেন "এস এথেল! অনেক দিন কিছু খাও নাই। কিছু খাবে এস।"

"না। আমি আমার আলফ্রেডকে একা রেখে এসেছি। এতক্ষণ আমার মনেই ছিল না। কাল আস্‌বো।" অতিমাত্র ব্যস্ততা জানাইয়া এথেল এই কথাগুলি বলিলেন।

শ্রীমতী মলিনা স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন "সে কি এথেল! তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার ছেলেটীকে এখানে আনুক। তা হলেই ত হবে?"

"না না! আমাকে আর বাধা দেবেন না, যাই আমি। কাল সকালে আবার সাক্ষাৎ কোর্ব্বো। আমার আলফ্রেডকেও সঙ্গে আনবো।" এথেল দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক! এখন একবার সরাইখানার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দুটী নূতন ধরণের পথিক সরাইখানায় আসিয়া উপস্থিত। কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া পথিকদ্বয় দুই চারি পাত্র মদ্য পান করিল। শেষে অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি বাসা পাওয়া যায়?" অধ্যক্ষ সম্মানের সহিত পথিকদ্বয়ের আবশ্যকীয় ঘর ও দ্রব্যাদি স্থির করিয়া দিলেন। পথিক দুটী সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্রুতপদে ত্রিবর আসিয়া অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগ্রহের সহিত অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আমার স্ত্রী এখানে আছেন কি? আমার পুত্র—আমার এথেল———"

অধ্যক্ষ সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "হাঁ মহাশয়! তিনি এখনেই আছেন। এখনি কোথায় গেলেন। তাঁর ছেলেটী এখানে ঘুমুচ্চে। ঐ ঘরই তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ত্রিবর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলফ্রেড তখনো নিদ্রিত। ত্রিবরের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। তিনি তাঁহার স্নেহের কুমারটীকে বক্ষে লইয়া কতই মুখচুম্বন করিলেন। ত্রিবর যেন জ্ঞানশূন্য। তাঁহার হৃদয়ে আজ যেন স্নেহের প্রবাহ বহিয়াছে।

আলফ্রেডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ত্রিবর তৎক্ষণাৎ আলফ্রেডকে ধাত্রী সুসেনার ক্রোড়ে দিয়া এথেলের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এথেল এখনি আসিবেন ইহা নিশ্চিত, তবুও এই সামান্য বিলম্ব তাঁহার সহিল না। এথেলের অনুসন্ধানে ত্রিবর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

পথিকদ্বয় এই ঘরের পাশের ঘরই ভাড়া করিয়া ছিল, ত্রিবরের সমস্ত কথাই তাহারা শুনিয়াছিল। এখন তাহারা সেই কথা লইয়াই গোপনে চুপি চুপি আন্দোলন করিতে লাগিল। একজন বলিল "বুঝ্‌তে পেরেছিস্ কি? লোকটা কে, চিন্‌তে পেরেছিস্ ত? জ্যাক্! তুই বড় আল্‌সে। কোন কথাই তুই হুঁস কোরে শুনিস্ না। এটি তোর কি অভ্যাস?"

যাহাকে প্রশ্ন করা হইল, সে যেন একটু ম্লান হইয়া কহিল "টিম! তুমি যেমন চালাক, এমন চালাক এ পৃথিবীতে নাই। আমি ত আমি। লোক্‌টা কে রে?"

আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া টিম গাফ্‌নী বলিল "এ আর জানিস্ না? আর্ভলীর ডিউক উনি। সে দিন যে মাগী এক হাজার টাকা ফাঁকি দিয়েছে, মনে হয়! সেই কলবরে!—ব্যাঙ্কের নামে বরাতী চিঠী নিয়ে শেষে ফক্কা! সেই

ডচেসই এর আসল পরিবার। এ বিয়ে—এ পরিবার জাল! বিয়েটাই ত অসিদ্ধ। এতে একটা বড় দাঁও আছে কিন্তু।"

"দাঁওটা আর কি?" এমন ভারি কথাটা দারুণ হাল্কা ভাবিয়া জ্যাক্ পেপারকর্ণ বলিল "দাঁও আর কি? এক স্বামীর দুই স্ত্রী। এই ত ব্যাপার! এতে আর দাঁও কি?"

"দূর্ শালা বেইমান! বোকা—উল্লুক! মোটেই তোর বুদ্ধি নাই। তুই একটা ধোপার মুটে। তোর্ কাছে পরামর্শ করা চেয়ে একটা মরা গাছের সঙ্গে মতলব করা ভাল। এখন চল্, কি মজাটা করি একবার দেখিস্।" পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, বোম্বেটেদলের অধিনায়ক টিম গাফ্‌নী আর জ্যাক পেপারকর্ণ এই পথিকদ্বয়।

পথিমধ্যে ত্রিবরের সহিত এই বোম্বেটে দুটীর সাক্ষাৎ। গাফ্‌নী টুপি স্পর্শ করিয়া কহিল "আপনি ভাল আছেন?"

বিস্মিত হইয়া—গাফ্‌নীর প্রতি একবার উদাস দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রিবর কহিলেন "কে তুমি?"

"আমি টিম গাফ্‌নী। আপনার ভৃত্যমাত্র।"

"তুমি কোথায় আমাকে দেখেছ?"

"মিডষ্টোনে দেখেছি মহাশয়। যখন আপনি এক্‌জোড়া ঘোড়া আনান সেই সময় আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেম। ঘোড়াওয়ালা ক্যানিং আপনাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। আপনার হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত দেখিয়েছিল। সেই হতে আমি জানি, মহাশয় আর্ডলীর সম্মানিত ডিউক।"

"উত্তম।" চিন্তিত হইয়া ত্রিবর কহিলেন "এ কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরেছ কি?"

"না মহাশয়। আর কেউ জানে না। জানার মধ্যে আমি আর আমার এই বন্ধু।"

"সাবধান হও। কোন কথা প্রকাশ কোরো না। এ সব গোপনীয় কথা। তোমরা যথেষ্ট পুরস্কার পাবে। বিশেষ সাবধানে এ সব কথা গোপন রেখো। কতদিন এখানে থাক্‌বে তোমরা?"

"কালই যাবার কথা। যদি আপনি অনুমতি করেন, তা হলে———"

"না না। তোমরা বিদায় হও। কোন আবশ্যক নাই আমার।" ত্রিবরের এই উত্তর পাইয়া পেপারকর্ণ ও গাফ্‌নী প্রস্থান করিল।

ত্রিবর কিয়ৎকাল পরেই সম্মুখে এথেলকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন "এথেল! প্রিয়তমে! কেন তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এলে? এলে যদি, তবে আমাকে কেন সঙ্গে নিলে না?" এথেল নীরবে রহিলেন। অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল রুমালে লুক্কায়িত করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

ত্রিবর নিকটে গিয়া দারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন 'কেন এথেল তুমি আমাকে ত্যাগ কোরে এলে? কেন আমাকে নৈরাশ্য কূপে ডুবিয়ে এলে?"

কম্পিতকণ্ঠে এথেল কহিলেন ' ত্যাগ কোরে আসি নাই। তোমাকে াতে তুমি সুখী হও, তোমার পদে জন্যই এসেছি। তোমাকে বিপদগ্রস্ত

ব্যথিত হইয়া ত্রিবর কহিলেন "ী মেরী দয়াময়ী। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তবে কেন আম

"প্রাণেশ্বর! তোমাকে আমি ে আমাদের জীবনের পরিণাম যে কি দেখেছ? এ বিবাহ অসিদ্ধ হলে আমা আবার তুমিও অপমানিত হবে, দুর্দ্দশ তোমাকে বিপদগ্রস্ত দেখা অপেক্ষা অ

আলফ্রেড, আমি তোমাকে ইচ্ছায় াদে ফেলে আসা আমার উদ্দেশ্য নয়। ত কুশাঙ্কুরও না বিঁধে, আমি সেই াল্লে আমি কি সুখী হব?"

এথেল! তুমি ভুল বুঝেছ। আমার াজীবন তোমার সঙ্গে একত্রে থাকতে ফেলে এলে?"

এসেছি! এও কি তোমার বিশ্বাস! চনীয় হবে, তা কি একবার ভেবে মাথা রাখবার স্থান হবেই না, তাতে পোড়বে, চারদিকে বিপদে পোড়বে। র নির্জ্জনবাস কি শতগুণে শ্রেয়ঃ নয়?"

"আমার সন্তান? হতভাগ্য শিশুর জন্যও তোমাকে এ কষ্ট স্বীকার করা উচিত নয় কি?" নির্ভর দৃষ্টিতে এথেলের প্রতি চাহিয়া ত্রিবর এই প্রশ্ন করিলেন।

"সে জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। যে অভাগিনীর গর্ভে হতভাগ্য আলফ্রেডের জন্ম, সেই তার বক্ষের ধনকে নিরাপদে রাখবে। আলফ্রেড! কেন তুমি আর এখানে এলে? আমি যে তোমাকে আর্ডলীপ্রাসাদে অপেক্ষা কোত্তে বোলেছিলেম?"

"কেন এসেছি এথেল? তাই আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—আমি ইচ্ছায় এসেছি? আমার প্রাণ কি এখন আমার বশে আছে? এথেল! আমার জীবন য তোমার সঙ্গে মিশে গেছে! তোমাকে না দেখে আমি কত দিন জীবন ধারণ কোর্ব্বো এথেল? তোমাকে ভুলে আমি কত দিন থাকতে পারি?"

দূরে মিলনার, হোয়াইট ও পারিস-শান্তিরক্ষক গিবসনকে দেখা গেল। এথেলের মুখ শুখাইল। এথেলের অকস্মাৎ ভাবান্তরে ত্রিবরের হৃদয়ে আঘাত লাগিল।

মিলনার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন "ত্রিবর! তোমার এই কাজ? সদ্বংশে তোমার জন্ম!—সৎ বোলেই জান্‌তেম। তোমার এই কাজ? ছিঃ!"

"কি কাজ আমার মহাশয়?" বিস্মিত হইয়া ত্রিবর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গর্হিত কাজ আমি কোরেছি?"

মিলনারকে এ কথার উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই এথেল কহিলেন "ত্রিবর কিছুই জানেন না। সকলই আমি কোরেছি। সকলই আমার দোষ যে শাস্তি হয়, আমাকে দিন।"

ত্রিবর আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি? হয়েছে কি?"

মিলনার বলিলেন "বড় ভাল বোলে আমার জানা ছিল। এথেলকে আমি আপনার কন্যার মত যত্ন কোত্তেম—সেই রকম ভাল বাস্‌তেম। এথেল আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে। বিবাহের সমস্ত চুক্তিপত্র যে খাতায় রেজেষ্টা হয়—সমস্ত চুক্তিপত্রের পাকা দলীল সকল যে খাতায় নকল থাকে, যাতে তোমাদের বিবাহেরও দলীল ছিল, এথেল সেই পাতাখানি চুরি কোরে এনেছে। আমি এখন করি কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিবর কহিলেন "এ সর্ব্বনাশের মূল আমি এথেল কাগজখানি আমার হাতে দিয়েছিলেন। না বুঝে—কাগজে কি আছে ভাল কোরে না দেখে সেখানি আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। ঈশ্বর! এই কোল্লে?"

"আমি এখন করি কি?" কাতরস্বরে দয়াময় মিলনার কহিলেন "কর্ত্তব্য বন্ধনে আমি আবদ্ধ। আমি এখন করি কি? কোন উপায়ই ত দেখ্‌ছি না। এথেলকে বাঁচাবার কোন উপায়ই ত নাই!"

সজলনয়নে ত্রিবর কহিলেন "আপনি রক্ষা করুন্। যথেষ্ট ক্ষমতা আপনার। এ বিপদে আপনি রক্ষা করুন্।"

"না ত্রিবর, সে ক্ষমতা আমার নাই।" সস্নেহে মিলনার কহিলেন "সে আমার নাই। ক্ষমতা থাক্‌লে অনুরোধের আবশ্যক ছিল না।" নীরব হইলেন।

গিবসন কহিল "তা এখন কি হবে? কর্ত্তব্য কাজে—অবশ্যই কেহ কোর্ব্বে না। এথেল! তুমি আজ বন্দিনী। চল, আমার সঙ্গে চল।"

"বন্দিনী ?" ভয়ে যেন আত্মহারা হইয়া—একবার ত্রিবর একবার মিলনারের মুখের দিকে চাহিয়া সভয়কণ্ঠে এথেল কহিলেন "আমি বন্দিনী ! আমার সন্তান ?—আমার আলফ্রেড ?—"

গভীরস্বরে মিলনার উত্তর করিলেন "তোমার সন্তানও তোমার সঙ্গে থাকবে।"

দশম তরঙ্গ।

ত্বমসি মম জীবনম্ ত্বমসি মম ভূষণম্
ত্বমসি মম ভবজলধীরত্নম্।

না ! না ! না !

মাননীয় পনস্ফোর্ড ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি। সাউথডেল হইতে ইঁহার আদালত প্রায় এক মাইল অন্তর। মিলনার যথাসময়ে এথেলকে লইয়া পনস্ফোর্ডের আদালতে উপস্থিত হইলেন। বিচারপতির একজন ভৃত্যকে দিয়া মিলনার সংবাদ পাঠাইলেন। পুস্তকালয়ে সকলে সমবেত হইলেন। মিলনার কহিলেন "এক জন আসামী লয়ে এসেছি। অসময়ে আসার জন্য বোধ হয় ক্ষমা কোর্বেন।"

পনস্ফোর্ড কহিলেন "একটু বিলম্ব করুন। পেস্কার নাই। এখনি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনাচ্চি। জবানবন্দী লেখা চাই।"

"সামান্য মকর্দ্দমা। তত বেশী কিছু শোনবার নাই। অনুগ্রহ কোরে একটু কষ্ট স্বীকার কোল্লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন।"

এথেলের দিকে বারম্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া অর্দ্ধবয়সী বিচারপতি কহিলেন "কে একে সোপরদ্দ কোরেছে ?"

মিলনার কহিলেন "এই স্ত্রীলোকটী অনেক দিন হতে সাউথ———"

বাধা দিয়া বিচারপতি কহিলেন "আঃ ! সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। বন্দীর নাম কি ?"

অপ্রস্তুত হই মিলনার এথেলের দিকে চাহিয়া কহিলেন "বল। বিচারপতি তোমার নাম জিজ্ঞাসা কোচ্চেন।" এথেল নিরুত্তরে রহিলেন। মিলনার অগত্যা বলিলেন, "এঁর নাম এথেল ত্রিবর। ইনি বিবাহিতা।

এঁদের বিবাহের চুক্তিপত্র আমি প্যারিস-বিবাহ-চুক্তি-পত্রের তালিকায় লিখেছিলেম।"

"লেখা পাতাগুলি কোথায়?" গম্ভীর স্বরে বিচারপতি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি তা জানি না। বোধ হয় সে পাতাগুলি বন্দীর কাছেই আছে।" মিলনারের এই কথায় বিচারপতি আজ্ঞা করিলেন "গোপনে ইহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান কর।"

এথেলকে গোপনে লইয়া যাওয়া হইল। দুইজন পরিচারিকা এথেলের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিবার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইল। পনস্ফোর্ডের একমাত্র কন্যা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকার বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। বালিকার কমনীয় হৃদয় এথেলের দুঃখে—এথেলের যন্ত্রণায় ব্যথিত হইল। তাঁহারই অনুগ্রহে এথেলের অধিক পরীক্ষা দিতে হইল না। সংবাদ গেল, এথেলের বস্ত্রাদি পরীক্ষায় কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই। এথেল পুনরায় পুস্তকালয়ে নীত হইলেন।

বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি উপায়ে ঐ সকল কাগজ বন্দিনী পেয়েছিল?"

মিলনার কহিলেন "ইনি বিবাহের চুক্তিপত্রখানি হারিয়ে ফেলেন, সেই জন্য একখানি নকল লওয়ার আবশ্যক হয়। আমি সম্মত হয়ে আমার ঘরে নিয়ে যাই। নকল কোরে দিতে যাই, এমন সময় হোয়াইটের পুত্রের বিবাহের গোলে আমাকে উপাসনা-মন্দিরে যেতে হলো। আমার বোধ হয় এই অবসরেই পত্র কখানি লওয়া হয়ে থাকবে।"

ত্রিবর জনান্তিকে মিলনারকে কি উপদেশ দিলেন। মিলনার দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "মেয়েটী পাগল হয়ে গেছে। আমি তার প্রমাণও পেয়েছি। মাথার ঠিক নাই তার।"

"কি এমন প্রমাণ পেয়েছেন?" বিচারপতি আপনার পদমর্য্যাদা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কহিলেন "কি এমন অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন?"

"বিস্তর প্রমাণ পেয়েছি।" মিলনারও দৃঢ়তা জানাইয়া কহিলেন "বিস্তর প্রমাণ পেয়েছি। আপনার বিবাহে কে নিজে নিজে বিনা কষ্টে চুক্তি ভঙ্গ করে? আমি এঁর স্বামীর মুখে শুনেছি, অনেক দিন হতে তাঁর স্ত্রীর মাথা

খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমিও এ কথায় বিশ্বাস কোরেছি। আমরা যখন গেরেপ্তার করি, তখন এঁর মুখের ভাব দেখে আমার বিশ্বাসই হয় নাই যে, সজ্ঞানে ইনি এ কাজটা কোরেছে! এমন লোকের যে শাস্তি কর্ত্তব্য হয়, তাই করুন্।"

"এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ মকর্দ্দমা আমি জুরিতে পাঠাব। আমি আজই আসামীকে দর্‌চেষ্টারে পাঠাতে চাই, সেখানকার গারদেই এর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

বিচারপতির এই কথায় গৃহের মধ্যে যেন একটা হাহাকার পড়িয়া গেল! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গৃহ যেন নিস্তব্ধ!

মিলনার সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "বিচারপতির আজ্ঞা শীরোধার্য্য; কিন্তু অভাগিনীর শিশুসন্তানের উপায়?"

বিচারপতি কহিলেন "সে সন্তান মাতার সঙ্গে যাবে। এখনি ডাকগাড়ীতে সকলে রওনা হবে, এই আমার আজ্ঞা।" বিচারপতি গৃহান্তরে গমন করিলেন।

ত্রিবর তখনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন! তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতেছে। বদনমণ্ডলে বিষাদ-কালিমার কালিমাময়ী ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে। দ্রুতপদে ত্রিবর গৃহের বাহিরে আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে গাফনীর সহিত তাঁহার দুই তিন বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কি বিবেচনা করিয়া চঞ্চলদৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানের ফল ফলিল। ত্রিবর সম্মুখেই গাফনী ও পেপারকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও যেন এই সংস্রবের কোন কার্য্য করিবার জন্য উৎসুক ছিল। দ্রুতপদে গাফনী ত্রিবরের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

ত্রিবর নির্ভরতা জানাইয়া কহিলেন "গাফনি! বড় ভালমানুস তুমি। আমার এক উপকার কোত্তে পার কি?" আমি জানি, সে কাজ তুমি ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা হবে না।"

আত্মপ্রশংসায় মোহিত হইয়া গাফনী কহিল "আপনার আজ্ঞা আমার শীরোধার্য্য। আমি আবার না পারি কি?"

প্রশংসার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য পেপারকর্ণ আগু বাড়াইয়া কহিল "আপনি যা বোল্‌বেন, আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি। আমি গাফনীকে জানি, গাফনীও আমাকে জানে। আমরা দুই বন্ধুতে এক হলে না পারি, এমন কাজ আর কি আছে? বলুন আপনি।"

ত্রিবর সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "কাজ বড় শক্ত, কিন্তু হাজার পাউণ্ড পুরস্কার আছে। আমার স্ত্রী ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়েছেন, এখনি ডাকগাড়ীতে দর্‌চেষ্টার রওনা হবেন। পথের মধ্যে তাঁকে ছিনিয়ে নিতে হবে। রাজি আছ তোমরা?"

গাফনী ও পেপারকর্ণ উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ত্রিবর পকেট হইতে এক-শ পাউণ্ড হিসাবে দশখানি লণ্ডন-ব্যাঙ্কনোট দিলেন। গাফনী প্রফুল্লবদনে গ্রহণ করিয়া কহিল "আপনি যেমন টাকা দিতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না, কিন্তু যদি ঐ নোট ভাঙাতে কোন গোল হয়?"

"কোন চিন্তা নাই।" আশ্বাস দিয়া ত্রিবর কহিলেন "কোন চিন্তা নাই। নোট নিয়ে তুমি আমার বাড়ীতে যেও। আমি তোমাকে নগদ টাকা দিব। কোন চিন্তা নাই। ঘোড়া নিয়ে এসেছ—কি এমনি কোন একটা অছিলা ধোরে যেও। তোমাকে কেহ নিষেধ কোর্ব্বে না। এই হাজার পাউণ্ড আমি এখন দিলাম, যদি কার্য্য সমাধা কোত্তে পার, তখন আরও এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিব।"

অভিবাদন করিয়া বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিল। ত্রিবরও সরাইখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যক্ষকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার কোত্তে পারেন কি? আমাকে এখনি একটু স্থানান্তরে যেতে হবে। আপনার গাড়ীখানি দিতে পারেন কি?"

বিস্মিত হইয়া অধ্যক্ষ কহিলেন "সে কি মহাশয়! আপনি মল্লযুদ্ধ দেখতে যাবেন না? মস্ত সমারোহ ব্যাপার! যাবেন না আপনি? ঐ দলের দুজন লোক কাল আমার এখানে এসেছে। তারা আগেই আমার গাড়ীখানি চেয়ে রেখেছে। তারা এখনি যাবে।"

টিম গাফনী ও জ্যাক্ পেপারকর্ণ দ্রুতপদে সরাইখানায় প্রবেশ করিল। কয়েক পাত্র গরম গরম মদ খাইয়া শরীরটাকে গরম করিয়া লইল। তখনি অধ্যক্ষের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুদ্বয় ইঙ্গিত করিয়া তখনি গাড়ীতে উঠিল। গড়গড় করিয়া তখনি গাড়ী অদৃশ্য।

দরচেষ্টার পৌঁছিবার মধ্যপথে—এখান হইতে সাত মাইল দূরে ইলিনা ক্রসে ত্রিবর এই দুষ্কার্য্য সংসাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। ত্রিবর একখানি দ্রুতগামী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যথাস্থানে পৌঁছিলেন। আপনি গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীবানকে একশত টাকা পুরস্কার দিলেন

বলিয়া দিলেন, "যে দুর্ঘটনা ঘোট্‌বে, তার ঘুণাক্ষরও যেন কেহ জান্‌তে না পারে। তোমার পুত্রকন্যা আছে, গরীব লোক তুমি, তোমার পরিবারের মঙ্গলের জন্য আমি আরও সুব্যবস্থা কর্ব্বো। কোনও ভয় নাই তোমার। রাস্তার ধারের খানায় তুমি বোসে থাক। এখনি যে ডাকগাড়ী আস্‌বে, সেই গাড়ীর ঘোড়ার পায়ে পাথরের নুড়ি ছুড়ে মার্‌বে। অন্য গাড়ীর ঘোড়াকে যেন মেরো না।" গাড়ীবান পুরস্কার গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রিবর পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাড়ীও অদূরে রহিল। দেখিতে দেখিতে একখানি ফিটন গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। টম গাফনী যে গাড়ীখানি সরাইয়ের অধ্যক্ষের নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন, এ ফিটন গাড়ীখানিও সেইরূপ। ত্রিবর দ্রুতপদে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, গাড়ীতে আর কেহ নাই। সুসেনা—তাঁহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, এথেল স্বহস্তে গাড়ী হাঁকাইতেছেন।

গাড়ী আসিয়া থামিল। ত্রিবর আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি তাঁর মর্ম্মাহত সন্তানের বাসনা পূর্ণ কোরেছেন। এথেল! প্রিয়তমে! চল, তোমাকে নিরাপদে স্থানে নিয়ে যাই।"

"না ত্রিবর! তাতে আমি প্রস্তুত নই। আর আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তুমি আমাকে নিরাপদ কোরেছ, উদ্ধার কোরেছ, তাই যথেষ্ট। আমি চোল্লেম। আর আমাকে বাধা দিও না। ফিরে যাও ত্রিবর! আমার আশা ত্যাগ কর।"

যদি এ সময় ত্রিবরের মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও তিনি যেন এতটা বিস্মিত বা ভীত হইতেন না। ত্রিবর যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। বহুযত্নে প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যথিতস্বরে কহিলেন "কেন প্রিয়তমে! এমন কথা বোল্লে কেন? আমাকে কেন এত যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছা কোচ্চো? আমার জীবন নষ্ট কোত্তে কেন তোমার এত ইচ্ছা? তুমি না থাক্‌লে, তোমাকে না দেখ্‌লে আমার কি জীবন থাক্‌বে এথেল? এত নিষ্ঠুর ত তুমি ছিলে না, তুমি যে আমাকে বড় ভালবাস্‌তে,—চোকে চোকে রেখেও যে তোমার তৃপ্তি হতো না। আজ কেন এমন হলে?"

এথেল মুখ ফিরাইলেন। ত্রিবরের গভীর শোকোচ্ছ্বাসের প্রতিকূলে কোন কথাই তিনি বলিলেন না। ত্রিবর আবার বলিলেন "হতভাগ্য কি তোমার মুখের একটী কথাও শুন্‌তে পাবে না? এত পাষাণ তুমি! তোমার যে হৃদয়

সরলতার আধার, প্রেমের নির্ঝর, স্নেহের প্রস্রবণ ছিল, আজ কার অদৃষ্টদোষে সে হৃদয় পাষাণে পরিণত হয়েছে ? আমার স্নেহের ধন আলফ্রেড তোমার সঙ্গে যাচ্চে, হতভাগ্য সন্তান এত শৈশবে পিতৃহীন হবে ?”

এথেল গম্ভীরভাবে কহিলেন “আর অধিক বিলম্ব কোল্লে আমরা আবার বিপদে পোড়্‌বো। আমাদের যেতে দাও। নিশ্চয় বোল্‌ছি, যদি বাধা দাও, আমি আপন ইচ্ছায় আবার পুলিসের হাতে ধরা দিব।”

“এথেল ! তোমার মনে কি এই ছিল ?” দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মর্ম্মাহত যুবকের কণ্ঠে এই কথা কয়েকটী ধ্বনিত হইল। ত্রিবর কহিলেন “তবে আর তোমাকে বাধা দিব না। তুমি ইচ্ছা কোরে আবার পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ কোল্লে আমি সুখী হব না। একবার দাও, হতভাগ্যের হতভাগ্য সন্তানকে একবার দাও। একবার জন্মশোধ শেষ চুম্বন করি। হতভাগ্যকে বক্ষে ধারণ কোরে একবার শেষ বিদায় গ্রহণ করি।” সুসেনা আলফ্রেডকে তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। ত্রিবর স্নেহভরে—সজলনয়নে বারম্বার মুখচুম্বন করিলেন। গাড়ীতে আসিতে শিশুর বড় কষ্ট হইয়াছিল, গাড়ীর শব্দে হয় ত সে বড় ভীত হইয়াছিল, এখন পিতার ক্রোড়ে গিয়া—পিতার মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মুখে হাসি ফুটিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহু দুখানি দিয়া পিতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া শিশু পিতার চুম্বনের প্রতিচুম্বন করিল। মুহূর্ত্তের জন্য ত্রিবর যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেন তাঁহার অনন্ত দুঃখরাশি বিস্মৃত হইলেন। এথেল বারম্বারই ব্যগ্রতা জানাইতেছেন। শিশু পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে, সে কোন মতেই সে আশ্রয় ছাড়িতে চাহিল না। পিতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া শিশু অন্যত্র গমনের অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এথেলের আজ্ঞাক্রমে সুসেনা আলফ্রেডকে আনিতে গেল। শিশু কাঁদিয়াই আকুল হইল। দ্রুতপদে এথেল গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। পাষাণী এথেল পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক শিশুকে ত্রিবরের ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিলেন। ত্রিবর সজলনয়নে কহিলেন “এথেল ! আমার বুকের ধন বুক হতে তুমি কেড়ে নিলে ?”

এথেল কোন কথা কহিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। ত্রিবর উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “এথেল ! আমি কি তোমার সংবাদ পাব না। আমার আলফ্রেডের সংবাদ দিয়ে আমার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে কি শান্তি দিবে না তুমি ?”

গাড়ী না থামাইয়াই এথেল কহিলেন "সে সংবাদ তুমি পাবে। আমি—" অপরার্দ্ধ ত্রিবরের কর্ণপথে প্রবেশ করিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী অদৃশ্য।

ভগ্নহৃদয়ে ত্রিবর আপন গাড়ীতে উঠিয়া পুনরায় সাউথভেলের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে টিম গাফনী ও পেপারকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

গাফনী অভিবাদন করিয়া কহিল "কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। কিরূপে আমরা কার্য্য শেষ কোরেছি, সে সংবাদ জান্‌বার জন্য হয় ত আপনার ইচ্ছা হয়েছে। আমরা চেহারা বদল কোরেছিলেম। সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে মুখস্ থাকে। তাই মুখে দিলে আমাদের ভোল বোদ্‌লে যায়, কেহই চিন্‌তে পারে না। সঙ্গে পুলিসের যে লোকটী ছিল, তার মুখ বেঁধেই কাজ শেষ কোরেছি। এমন বাঁধন, যে তার সাধ্যও নাই যে সে খুলুতে পারে। গাড়ীবানকে পাঁচ পাউণ্ডের এক নোটে বশ কোরে ফেলেছিলেম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনা হতেই গাড়ী থামিয়েছিল। আমরা সেই সময় আপনার পরিবারকে অন্য গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়েছিলেম।"

"বেশ কাজ হয়েছে। এই আর এক হাজার পাউণ্ডের নোট পুরস্কার। যাও, এখানে আর থাকার কি প্রয়োজন তোমাদের?" ত্রিবরের এই কথায় অভিবাদন করিয়া ডাকাত দুটী প্রস্থান করিল। ত্রিবর নিকটস্থ এক সরাই-খানায় উপস্থিত হইলেন। তখনি আজ্ঞা করিলেন "লণ্ডন যাবার জন্য এক-খানি ডাকগাড়ী চাই।"

একাদশ তরঙ্গ।

"Full many a gem of Purest ray Serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air."

ঘোড়ার নাচ।

আসলী থিয়েটর লোকে লোকারণ্য! আজ নূতন অভিনয় আরম্ভ হইবে। ইমোজীন আজ তিনটী ঘোড়া একত্রে চালাইবেন। তিনটী ঘোড়া ছুটিবে, প্রাণপণে গোলাকার ক্রীড়াভূমি পরিবেষ্টন করিয়া ঘোড়া তিনটী ছুটিবে, ইমোজীন সেই অশ্বত্রয়ের উপর ক্রমান্বয়ে দণ্ডায়মান হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া দেখাই-

বেন। দর্শকগণ এই অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন কৌশল কখনও দেখি নাই।" কেহ বলিতেছেন "চেহারাটা কেমন? যেমন খেল-য়াড় তেমনি চেহারা, দুদিকেই সমান।" কেহ বলিলেন "তা হোক্, কিন্তু এমন সওয়ারটী আর কোথাও দেখা যায় না। থিয়েটারের মেয়ে—এক একজন এক এক সিপাই, তাদের দেখ্‌লে ভয় হয়!—ইমোজীনের সে সব কিছু নাই। সরলতা ও লজ্জায় মুখখানি সর্ব্বদাই যেন বিনম্র। বেশ স্বভাব! অন্য অন্য মেয়েদের চাউনী যেন বিষমাখা, চোকের চাউনী কত রকম রং বিরং কৌশলের অভিনয় করে, ইমোজীনের দৃষ্টিতে সরলতা ভিন্ন কিছু নাই। এমন ঘরে—এমন কাজে নিযুক্ত থেকে, এতটা চরিত্ররক্ষা বড়ই কঠিন কথা। সংসারে সাধুর পুরস্কার নাই। দরিদ্রকুটীরের চাঁদের আলোক অপেক্ষা রাজার প্রাসাদে ভুমচিম্‌নী আঁটা বাতীর আলোকের মর্য্যাদা বেশী বেশী।" আর একজন বলিলেন "আরে ছিঃ! তুমি এর কিছুই জান না। একটা অন্ধবিশ্বাসে তুমি মোহিত হয়ে পোড়েছ। তোমার আর মাথার ঠিক নাই। ইমোজীন আবার সতী? তার স্বভাব আবার পবিত্র?—আরে তুমি যে পাগল হয়ে গেছ। তার আজও বিবাহ হয় নাই, ৩।৪ বৎসরের একটা মেয়ে তুমি তারে ভাল বল?" কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম অঙ্কে এলিস দাস্তন ও মেডমোসিল রোজা অভিনয় করিলেন। তাঁহাদিগের চঞ্চল চক্ষুর সচঞ্চল দৃষ্টি দর্শকগণের মনে কতই তরঙ্গ তুলিল। কত অঙ্গভঙ্গি—কত হাবভাব প্রদর্শন করিয়া অভিনেতৃদ্বয় প্রস্থান করিলেন দ্বিতীয় অঙ্কেই ইমোজীন আসিয়া উপস্থিত। প্রকাণ্ড তিনটী হৃষ্টপুষ্ট আরবী ঘোড়া পাশাপাশি জুতিয়া, ইমোজীন তাহার মধ্যের ঘোড়াটীতে আরোহণ করিয়া ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশলে দর্শকগণ মোহিত হইলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য অভিনয় বন্ধ রহিল।

লন্সেলট সর্ব্বাগ্রেই আসন ত্যাগ করিয়া নির্গমনপথে দাঁড়াইয়াছেন ইমোজীনও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। লন্সেলট ইমোজীনকে কি বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় কে একজন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহি "কে ওসবর্ণ?—কেমন আছ তুমি?"

লন্সেলট যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। চকিতদৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিয়া কহিলেন "কে, কাশী? নমস্কার।"

কাশী সিলবষ্টর হাসিতে হাসিতে কহিলেন "বেশ দাঁও বুঝে দাঁড়িয়েছ! চমৎকার সুন্দরী! বেশ! তোমার মনে ধরে গেছে, কেমন?"

"আমার সম্বন্ধে তোমার যে বিশ্বাস, আমি তা নই।" লঙ্কেলট ম্লান হাসি হাসিয়া এই উত্তর করিলেন।

"আমি তোমাকে তা বোল্‌ছি না। তুমি দুদিন পরে আমার ভগ্নীপতি হবে, সুতরাং এ সব তোমার এখন ত্যাগ করা উচিত।" গম্ভীরভাবে সিলবষ্টর এই উপদেশ দিলেন।

"কাশী!—আমি—" লঙ্কেলটের কথায় বাধা দিয়া গর্ব্বিতভাবে সিলবষ্টর কহিলেন "ও কি বোল্‌ছো? কাশী ফাশীগুলো আমি ভালবাসি না। আমি যখন তোমাকে ওসবর্ণ বোলে ডাক্‌ছি, তখন আমাকে সিলবষ্টর বোলে ডাকাই তোমার উচিত। যাক্, সে সব কথা এখন থাক্, তুমি এলিস দাস্তনকে জান!"

লঙ্কেলট কহিলেন "হাঁ, আমি তাঁর নাম শুনেছি।"

"তুমি মনে করো না যে, এলিস পয়সার জন্যে থিয়েটরে আসেন। অন্য উদ্দেশ্য তাঁর আছে। প্রতি সপ্তাহে আমি তাঁকে দশ গিনি কোরে দিয়ে থাকি। আমার সহবাসে এলিস বেশ সুখে আছে, কিন্তু মেডমোসিল রোজা অতি চমৎকার সুন্দরী! কেমন? ঠিক ত? তাকেই আমি চাই। সংসারের ভাল ভাল সুন্দরীরা আমাদের মত লোকের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। কেমন? এ কথা ঠিক ত?" আনন্দে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সিলবষ্টর লঙ্কেলটের দিকে চাহিলেন।

লঙ্কেলট বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এই না তুমি এলিসকে প্রতি সপ্তাহে দশ গিনি কোরে দাও? তবে আবার রোজার প্রতি দৃষ্টি কেন?"

আনন্দের হাসি হাসিয়া সিলবষ্টর কহিলেন "হা হা ভায়া! এইটে আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? এলিস ত আছেই, তাতে আর দোষ হলো কি? একজন আমার মত লোক একটী সুন্দরীর প্রেমেই যে ডুবে থাকবে, এমন কি কথা? চল, দেখ্‌বে চল,—বাধা কি তোমার?" সিলবষ্টর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া লঙ্কেলটের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক থিয়েটরের গুপ্ত দ্বার দিয়া বেশগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি দ্বারবান, কুলী এবং তথাবিধ বৃত্তিভোগী লোক বসিয়া ছিল। সিলবষ্টর হাসিয়া কহিলেন "এদের মদ খেতে কিছু দাও।" লঙ্কেলট বিনা বাক্যব্যয়ে এ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন। দ্বারবান সসম্মানে দ্বার ছাড়িয়া দিল।

সিলবষ্টর একটী লোককে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "ঐ লোকটীর নাম ব্লুণ্ডেল। প্রধান মল্ল ওটী। আমি ওকে বেশ জানি। ওকে দিয়েই এলিসকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি। ঐ—ঐ দেখেছ কি? ঐ যে ঐ ঘরের মধ্যে চোলে গেল, ঐ সুন্দরীর নামই মেডমোসিল রোজা। চমৎকার সুন্দরী! আমি তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারি। আলাপ কোরে দিতে পারি।"

"তিনি গেলেন কোথায়?"

"ঐ যে—ঐ ঘরে। ঐ ঘরেই এলিস আছেন। ইমোজীন, রোজা ও এলিস, তিন জনেই বড় প্রণয়, তিনজনেই প্রায় এক জায়গায় থাকেন। এখনি এলিস আস্‌বেন। একটু বিলম্ব কর। ঐ যে, এলিস এসেছেন।"

এলিস গৃহ হইতে বাহির হইয়াই দেখিলেন, সিলবষ্টর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এলিস দ্রুতপদে সিলবষ্টরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিলবষ্টর আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "এলিস! ইনি আমার বন্ধু। নাম লঞ্চেলট ওসবর্ণ।"

"আমি এঁকে চিনি। এই থিয়েটরেই এঁকে অনেকবার দেখেছি।"

লঞ্চেলট ভদ্রতা জানাইয়া কহিলেন "মিস্ দাস্তন! আমিও আপনাকে চিনি। সৌভাগ্যক্রমে আমিও আপনাকে দেখেছি।"

"সিলবষ্টর!" মিস দাস্তন কহিলেন "সিলবষ্টর! আমার ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কথা কইতে পাচ্ছি না। এতই তৃষ্ণা আমার। তৃষ্ণায় মারা যাই। একটু জিঞ্জার বিয়ার দাও। না পাও যদি, তবে সেরী আর জলই আন। যাও, বিলম্ব কোরো না।"

সিলবষ্টর উভয় সংকটে পড়িলেন। লঞ্চেলটকে এলিসের সম্মুখে রাখিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। পাছে লঞ্চেলট তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে কোন কথা এলিসকে বলিয়া ফেলে, অথবা এলিসই যদি তাঁহার চরিত্রকথা—তাঁহার বিষয় সম্পত্তির কথা বলে বা জিজ্ঞাসা করে, সিলবষ্টর মহা গোলে পড়িলেন। না গেলেও গোল! প্রিয়তমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে নরকেও স্থান হয় না, স্বাধীন দেশের ইহাই স্বাধীন মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া সিলবষ্টর যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রিয়তমার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সিলবষ্টর প্রস্থান করিলেন।

সিলবষ্টর চলিয়া গেলে এলিস কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাননীয় ওসবর্ণ! আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন? কে আপনাকে এনেছে এখানে?"

অপ্রতিভ হইয়া লন্সেলট ওসবর্ণ কহিলেন, "অন্য কোন কারণে আমি আসি নাই। থিয়েটরের বেশগৃহ দর্শন ও আপনার সহিত আলাপ কোত্তেই আমার আসা। আপনি কি তাতে বিরক্ত হয়েছেন ?"

"না মহাশয়, সে আমার সৌভাগ্য ! কিন্তু আপনার আগমনের অন্য যে উদ্দেশ্য, তাও আমি জানি; সে গুপ্তকথা আমার কাছে প্রকাশ হবার ভয় নাই। আমি বেশ জানি, আপনি ইমোজীনকে ভালবাসেন।—ইমোজীনেরও সে ভালবাসার প্রতিদানের ক্ষমতা আছে। অবিচার কোর্ব্বেন না। শুহুন,— দেখুন, বিবেচনা করুন্। সরলার প্রতি অবিচার কোর্ব্বেন না।" সকাতরকণ্ঠে এলিস এই কথা কয়েকটী কহিলেন।

"অবিচার ? আমি অবিচার কোরেছি ?" আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া—ব্যথিত স্বরে লন্সেলট কহিলেন "মিস এলিস ! আমি অবিচার করেছি ? তাঁর—তাঁর"

"—মেয়ের কথা ?" লন্সেলটের অপরিসমাপ্ত কথার শেষার্দ্ধ এলিসের মুখে পরিসমাপ্ত হইল।

"আ—" আর বলা হইল না। সিলবষ্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এলিস উত্তর দিবার অবসর পাইলেন না। সিলবষ্টর গ্লাসটী এলিসের হাতে দিয়া কহিলেন "এই আমি এনেছি।" এলিস সিলবষ্টরের হস্ত হইতে পাত্রটী লইয়াছেন, এমন সময় তৃতীয় অঙ্কের অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইবার সঙ্কেত-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দ্রুতপদে এলিস প্রস্থান করিলেন।

অভিনয় আরম্ভ হইল। লন্সেলট অপেক্ষা না করিয়াই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। এলিস যে কি উত্তর দিতেন, সেই উত্তরে তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইত কি না, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়। লন্সেলট ভাবিতে ভাবিতে ট্রেণ্টহামপ্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

"Frailty, thy name is woman!"

লন্সেলট!

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার পর দিন ইমোজীন বৈকালে তাঁহার বারান্দায় বসিয়া আছেন। এখনি থিয়েটরের গাড়ী আসিবে, তিনি গমনোপযোগী বেশভূষায় ভূষিত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার স্নেহের কুমারী আনী অদূরে খেলা করিতেছে। ইমোজীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আনীর দিকে চাহিয়া আছেন। কত অসংলগ্ন কথার উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে।

পূর্ব্বদিন লন্সেলটের সঙ্গে এলিসের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এলিস তাহা ইমোজীনকে জানাইয়াছেন। ইমোজীনের বিশ্বাস, আজ লন্সেলট নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; কিন্তু দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়াছে—ঘটার পর ঘটা অতীত হইতেছে, তাঁহার আশা আর পূর্ণ হইতেছে না। একবার ভাবিতেছেন, লন্সেলট মিথ্যাবাক্যে এলিসকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার লন্সেলটের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদের প্রতিকূলে শতসহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নিজের অন্যায় আচরণের জন্য কতই সঙ্কুচিত হইতেছেন।

দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। তাঁহার হৃদয়ে আশা ও নৈরাশ্যের যুগপৎ তরঙ্গ উঠিল। বিভিন্নমুখী তরঙ্গদ্বয়ের ঘাতে প্রতিঘাতে ইমোজীনের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আজ ইয়ং ডচেসের আসিবার কথা আছে। ইমোজীন ভাবিতেছেন, আগন্তুক লন্সেলট না হইয়া যদি ইয়ং ডচেস্ হন? ভাবিতে না ভাবিতে ইমোজীনের সম্মুখে লন্সেলট!—ইমোজীন যেন আত্মহারা হইলেন! লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন! কথা কহিতে পারিলেন না। ইমোজীন অধোবদনে রহিলেন।

লন্সেলট ধীরভাবে কহিলেন "মিস হার্টল্যাণ্ড! আমার এই আকস্মিক আগমনের জন্য ক্ষমা চাই।"

"ক্ষমা ?" ধীর ভাবে মাথাটী নিচু করিয়া ইমোজীন কহিলেন "ক্ষমা ? আমিই বরং তোমার কাছে ক্ষমা চাই। অতি জঘন্য বেশে আমি তোমার সম্মুখে পোড়ে গেছি। কিন্তু কি কোর্ব্বো ?"

"না না, তাতে তুমি লজ্জিত হও কেন ? তোমার এই বেশভূষায় তোমাকে আরও ভাল মানিয়েছে। আর জীবিকার জন্য যা কোরেছ, তাতে আর লজ্জা কি ? আমি তা তোমাকে বলি না, কিন্তু———"

"আর বোলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে অবিশ্বাস কোর না। গর্ব্ব নয়—অহঙ্কার নয়, জিজ্ঞাসা কোরেছ বোলেই বলছি, আমি জীবিকার জন্য ঘৃণিত জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন কোরেছি, কিন্তু চাতুরী—মিথ্যা, জানি না। আমি অবিশ্বাসী নই, আমাকে বিশ্বাস কর। এ কন্যা আমার নয়।"

"তোমার নয় ?" আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া লন্সেলট কহিলেন "তোমার নয় ? এ মেয়েটী তবে কার ? তোমার আশ্রয়ে এ তবে কেন ? আমি অনেকবার তোমাকে এই কন্যাটীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখেছি। বল, ইমোজীন ! এ দেখে কি সন্দেহ হয় না ? তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ— আমার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট অংশে তোমার অধিকার, বল সব কথা আমাকে খুলে বল।"

ইমোজীন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। কেনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কন্যাটীকে বারম্বার চুম্বন করিয়া ইমোজীন তাহাকে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই স্নেহচুম্বন দর্শনে লন্সেলটের হৃদয়ে আবার সন্দেহ হইল।

ইমোজীন ব্যথিত স্বরে কহিলেন "লন্সেলট ! আমার প্রতি তোমার এত অবিশ্বাস ? যাকে তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়েছ, আমি তোমার কথাই তোমাকে বোলছি, যাকে তুমি হৃদয়ে বসিয়েছ, তার প্রতি এত সন্দেহ তোমার ? তবে আর কেন এ সুখের বাসনা ? আমি আমার ভালবাসার প্রতিদান পাবার আশায় তোমার চরণ ধরিয়া সে দিন সাধি নাই। তোমার সুখেই আমার সুখ।"

লন্সেলট অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "তা নয় ইমোজীন ! তুমি ভুল বুঝেছ। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রোডে যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, সে দিনও কন্যাটী তোমার সঙ্গে ছিল। তুমি আমাকে দেখে যেন কতই লজ্জা

গেলে—সেই লজ্জাতেই যেন ম্রিয়মান হয়ে গেলে, আমি তাতেই সন্দেহ কোরেছিলেম। সে অপরাধ আমার ক্ষমা কর। বল তুমি, এ মেয়েটী তবে কার?"

ইমোজীন কহিলেন "উচিত। আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা আবশ্যক হয়েছে। শোন। এই বাড়ীতে পূর্ব্বে এক সুখী পরিবার বাস কোত্তেন। এই বাড়ীতেই আমার পিতা মাতা, আর একটী ভাই বাস কোত্তেন। পিতা গরীব ছিলেন, কিন্তু তাঁর মান সম্ভ্রমের ক্রুটী ছিল না। দরিদ্র পিতা মাতা, আমার শিক্ষার বিষয়ে ক্রুটী করেন নাই। একটী বাগানের তত্ত্বাবধারণের ভার আমার উপর দিতে বাগানের স্বামী স্বীকার করেন কিন্তু তখন আমার বয়স কম ছিল। তার পর যখন আমার বয়স ১৬ বৎসর হলো, তখনি আমি সেই ভার পাই। সে আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের কথা। উদ্যান স্বামী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কোন কারণে আমি ৫ মাস অনুপস্থিত ছিলেম, উদ্যান-স্বামী সেই জন্য আমাকে জবাব দেন। তার পর আমি লণ্ডনে আসি। যে দিন আমি আমার পৈত্রিক বাড়ীতে আসি, সেই রাত্রেই এই বালিকাটীকে আমাদের বাড়ী দেখতে পাই। তখন তার বয়স তিন সপ্তাহের অধিক নয়। আমার পিতা মাতা সেই অনাথা বালিকাটীর রক্ষা ভার গ্রহণ করেন। সে জন্য তিনি তাঁর বন্ধুর নিকটে যথেষ্ট অর্থ পেতেন। বালিকার সম্বন্ধে অন্য কোন কথা আমার পিতা মাতা তখন প্রকাশ করেন নাই। তার পর কিছু দিন পরে আমাদের দুঃখের নিশি প্রভাত হ'ল। এক অপরিচিত অতিথি এসে বিস্তর অর্থ দিয়ে গেলেন। কেন, জানি না। কন্যাটীর নাম আনী। আনী সর্ব্বদাই আমার কাছে থাক্‌তো। ছেলে বুদ্ধি কি না, আমাকেই সে সকল হতে বেশী বেশী ভাল বাস্‌লে। টাকা হলো—সময় ভাল হলো, আমি বাড়ীতেই থাক্‌লেম। ক্রমে কোন কারণে আবার আমরা গরীব হলেম। সমস্ত টাকা নষ্ট হয়ে গেল। সেই সময় একটা কঠিন সংক্রামক পীড়ায় এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পিতা মাতা চিরদিনের জন্য পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন। ছোট ভাইটী বাণিজ্য-জাহাজে গেলে, আমি অকূল দুঃখের পাথারে পোড়্‌লেম। করি কি, একবারে অনুপায়, আমি অগত্যা থিয়েটরে চাকরী স্বীকার কোল্লেম। তার পর যা হয়েছে, তা তুমি জান।" সরোদনে ইমোজীন তাঁহার দুঃখময় জীবনী লক্মেলটের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন।

"ধন্য ঈশ্বর। আমি বড় ভুল ভেবে ছিলেম। তোমার নির্দ্দোষীতার যথেষ্ট প্রমাণ পেলেম। ইমোজীন! প্রিয়তমে! আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে কিছু ভেবো না।"

লন্‌সলটের কথা সমাপ্ত হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইমোজীন কহিলেন "প্রিয়তম! আমি তোমার অনন্ত ভালবাসার গর্ব্ব করি। তোমার ভালবাসার প্রতিদান নাই।"

"আর একটী কথা।" লন্‌সেলট আনন্দিত হইয়া কহিলেন "প্রিয়তমে! আর একটী কথা। আনীর পিতামাতার কোন অনুসন্ধান পেয়েছ কি?"

"পেয়েছি। এতদিনের পরে আজ তিন সপ্তাহ হলো সে সংবাদ পেয়েছি। আনীর মাতা একদিন তাঁর কন্যাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন।"

"এসেছিলেন? ইমোজীন্! আমার কৌতুহল ক্রমেই বৃদ্ধি হচ্চে, নাম কি তাঁর?"

"চুপ! চুপ!" ইমোজীন ভীত হইয়া কহিলেন "চুপ কর। কে এসেছে। এই দরজা দিয়ে ঐ ঘরের মধ্যে যাও। দরজা বন্ধ কোরে থাক। খুব সাবধান।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া লন্‌সেলট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইয়ং ডচেস আসিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে করিতে, মেরী কহিলেন "ইমোজীন! আমি এসেছি। আজ আমার আসবার কথা ছিল। মনে আছে ত?"

ইমোজীন কহিলেন "হাঁ লেডী! আপনি ঠিক এসেছেন।"

"চুপ কর। আমার উপাধী ধোরে ডেক না। আমি গোপনে এসেছি। সাবধান।"

ইমোজীন সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "আপনার কন্যাকে আনবো কি? তাকে আপনি কোলে কোর্ব্বেন কি? আনি না কেন?"

"না না, তাতে আর কাজ নাই।" বিরক্তি জানাইয়া ডচেস কহিলেন "সেই আমার দুঃখের মূল। তাকে আমি ঘৃণা করি। তাকে এখানে আবার কেন?"

ক্রোধে—ঘৃণায় ইমোজীন যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। ডচেসের নিশেধ আজ্ঞা না মানিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন "ধন্য পাষাণ প্রাণ আপনার। আপনি আমাকে থিয়েটরের একজন জঘন্য অভিনেত্রী ব'লে যতটা ঘৃণা

যা করেন, আপনার এই নিষ্ঠুরতা দেখে আমি আপনাকে তা হ'তেও বেশী ঘৃণা করি। অপত্য স্নেহ যার হৃদয়ে নাই, তার হৃদয় পাষাণ নয় ত কি? আমি এখনি আপনার বহুরূপী সাজ ছিঁড়ে দেব, উচ্চকণ্ঠে সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ কোরে দিব, আর্ডলীর ডচেস আমার সম্মুখে। ইনিই সেই পাষাণহৃদয়া ডচেস!"

ম্লান হাসি হাসিয়া ডচেস কহিলেন "ইমোজীন! আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পিতার ভালবাসা আমি ভুলি নাই, কিন্তু সে সব কথা এখন আর কেন।" ডচেস অর্থাধার বাহির করিয়া বলিলেন "এই লও। এতে এক হাজার পাউণ্ড আছে। এতেই তোমার খরচ চোল্‌বে। এ টাকা কটি নিতে তুমি অমত কোরো না। তোমারি কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"না না, সে কথা বোল্‌বেন না। টাকার প্রত্যাশা আমি করি না। আপনার কৃতজ্ঞতার পরিচয় বুঝি এই অর্থে প্রকাশ কোত্তে চান?" ইমোজীনের এখনো রাগ মিটে নাই।

মেরী কাতর হইয়া কহিলেন, "বারম্বার তুমি আমার উপহার ত্যাগ কোচ্চ। আমার কন্যাই কি তোমার অর্থে প্রতিপালিত হবে?"

"তা ত আমি বলি না। যখন আমার আবশ্যক হবে, তখনি আমি ইচ্ছা কোরে—আপনার কাছে প্রার্থনা কোরে টাকা আনাব, কিন্তু এখন তা অনাবশ্যক।"

"তবে আমি এখন বিদায় হলেম।" মেরী আপনিই দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে গেলেন। আপনিই বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় ৩০।৩৫ হাত যাইতে না যাইতে এক বিকটাকার দস্যু দৃঢ়হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, টানিয়া এক খানি গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কোথায়—তাহা ডচেস জানিতেও পারিলেন না।

ডচেস বিদায় হইলে ইমোজীন কাঁদিতে বসিলেন। লন্সেলট তখনি গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি সমস্ত কথোপকথনই শুনিয়াছেন। আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া ইমোজীনকে কাঁদিতে দেখিলেন। তাঁহার "মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া সকাতরে কহিলেন ইমোজীন! ইমোজীন! একি ভাব তোমার? হয়েছে কি? প্রিয়তমে! বল ইমোজীন!"

ইমোজীন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "এত দিনে জানলেম, ওসবর্ণ! তুমি আমাকে ভালবাস না।"

"ভালবাসি না?" লন্সেলট অধীর হইয়া কহিলেন "আমি তোমাকে ভালবাসি না ইমোজীন? আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোলছি, আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি।"

"তবে কেন আমি এঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোল্লেম?"

"সে দোষ আমার। আমি তোমাকে বাধ্য কোরে কোরিয়েছি তার জন্যই তুমি এত কাতর? হা সরলে! এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত কাতর তুমি?"

ইমোজীনের হৃদয়ে আনন্দের তুফাণ বহিল। তাঁহার চক্ষে জল, হৃদয়ে আনন্দ। ইমোজীন বাহুপাশে প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে অতুল আনন্দের স্রোতবহিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

"The fire" and "Southdale firm."

দারু—দেশ!

ডাক গাড়ী সাউথডেলে ফিরিয়া আসিয়াছে। গাড়ীবানের পকেটে টিম গাফনীর প্রদত্ত পাঁচ পাউণ্ডের নোট খানি স্বীয় অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য এখনও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। সে তবে কি রূপে অত টাকার মায়া পরিত্যাগ করিবে? গাড়ীবান সমস্ত সত্য কথাগুলি হজম করিয়া ফেলিল। পারদর্শী শান্তিরক্ষক গিবসন প্রকৃত কথা ছাড়িয়া নিজের বীরত্ব কাহিনী সালঙ্কারে বিবৃত করিল। প্রকৃত বিষয়ের কোন অনুসন্ধানই হইল না।

গাফনী ও পেপারকর্ণ হাসিতে হাসিতে—চুরুটের ধূম উড়াইতে উড়াইতে

গাড়ী হাঁকাইয়া সরাইখানায় উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই দুই বন্ধুতে এক এক পাত্র সুরা পান করিল। সরাইয়ের সুভদ্র অধ্যক্ষকে সংবাদ দিল, মল্লযুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লাভ তাহাদের দুর্ভাগ্য ভাগ্যে ঘটে নাই। অধ্যক্ষ দুঃখিত হইয়া—বন্ধুদ্বয়ের হতাশ নিশ্বাসে সহানুভূতি জানাইয়া উপসংহারে এথেল ত্রিবরের ঘটনা বিবৃত করিলেন। বন্ধুদ্বয় যেন কিছুই জানে না—এই অদ্ভুত রাহাজানি কাণ্ডে যেন তাহারা কতই বিস্মিত হইয়াছে, এই ভাবে তাহারা কথাগুলি শুনিল। সরাইখানার প্রথম শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া আহার করিল। ঘর ভাড়া, জলযোগ, বাল্যভোজ, মধ্যাহ্নভোজন, মদ, চুরুট, সমস্ত মূল্যই নগদ নগদ মিটাইয়া দিয়া অপরাহ্ন ৫টার সময় বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিল। এরূপ ধনবান ক্রেতার সত্বরপ্রস্থানে সরাইয়ের অধ্যক্ষ দুঃখিত হইলেন।

এথেল, কেনী ও এথেলের শিশুসন্তানটীকে ডাক গাড়ী হইতে কে ছিনাইয়া লইয়াছে; তাহা জানিবার জন্য এক জন সুদক্ষ শান্তিরক্ষক প্রেরিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, মাননীয় ত্রিবরের স্বর্ণচক্র—রাশির চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া, শান্তিরক্ষক অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী সরাইখানায় দুই দিবস প্রাণ ভরিয়া ঘুমাইয়া লইল এবং দুই দিনের পর পরিশ্রান্ত শান্তিরক্ষক বিচারপতির সম্মুখে আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়া সংবাদ জানাইল, "দর চেষ্টার সায়রের গলি গলি অনুসন্ধান করিয়াও এথেলের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না!" এক কথাতেই সমস্ত মিটিয়া গেল।

উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পাঠকগণকে মাননীয় পনস্ফোর্ডের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। পনস্ফোর্ডের বয়স ৬০ বৎসর মাত্র। তাঁহার অবয়ব ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, সরলতা ও ন্যায়ানুরাগিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাউথডেলের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত। এই জনপদের নামই দারু-দেশ।

মিস প্রমীলা তাঁহার একমাত্র কন্যা। প্রমীলা সুন্দরী। অষ্টাদশ-বর্ষীয়া প্রমীলার অবয়বে, তাঁহার কার্য্যে, এখনও বাল্যচাপল্য আছে। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী দরচেষ্টার সায়রে আর কেহ ছিল না। ভরসা করি, ইহাই প্রমীলার রূপ বর্ণনের উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রমীলা বাল্যকালেই মাতৃহীনা, কিন্তু সে অভাবে তাহাকে কাতর করিতে পারে নাই। পিতা তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রমীলাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এখন অবসর লইয়াছেন। প্রমীলা এখন একাকিনী। প্রমীলা পিতার অপরিসীম স্নেহ এবং অতুল ঐশ্বর্য্য একাকিনী ভোগ করিতেছেন। পনস্ফোর্ডের নিকট সম্পর্কে কেহ ছিল না, সুতরাং সংসারেও আত্মীয়স্বজন কেহ নাই।

সাউথডেল্ পূর্ব্বে রপার্ট পিঙ্গল নামে এক ব্যক্তির অধিকারভুক্ত ছিল। অবিবাহিত পনস্ফোর্ডের সহিত পিঙ্গলের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল। কি জানি কেন, কিছুদিন পরে উভয় বন্ধুতে বিবাদ বাধিল। বিষয় কার্য্যে সুচতুর পনস্ফোর্ড, পিঙ্গল অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই কৌশলে—তাঁহারই উত্তেজনায় উত্তমর্ণগণ পিঙ্গলের নামে অনেক টাকার দাবীতে নালিস রুজু করিলেন। মোকদ্দমা ডিক্রি হইল,—নিলাম চড়িল,—পরম কৌশলী পনস্ফোর্ড বেনামিতে যাবতীয় সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে কিনিয়া লইলেন। সাউথডেন—পল্লি দারুদেশের সহিত মিলিত হইল। কিম্বদন্তী আছে, এই উভয় বন্ধুর মনোবিকারের কারণ,—একটী স্ত্রীলোক।

সন্ধ্যা হইয়াছে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাননীয় পনস্ফোর্ড তাঁহার কন্যার সহিত বারান্দায় বসিয়া আছেন।

প্রমীলা কলিলেন "পিতা! এথেলের মুক্তিতে বস্তুতই আমি সুখী হয়েছি। হয় ত তার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে সে কখনও বিবাহের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেল্‌তো না।"

"তাতেও সন্দেহ আছে।" গম্ভীর ভাবে মাননীয় পনস্ফোর্ড কহিলেন "তাতেও সন্দেহ আছে। তুমি কি তাকে চেনো না?"

"চিনি। আমি তাকে বেশ জানি। মিস্ প্রসরা ত? সেই বড় গাছের তলায় যাদের বাড়ী ছিল? বেশ চিনি তাকে। সে এমন হ'লো কেন?"

"তারও কারণ আছে। এথেলের বিধবা মাতা অতি দুঃখেকষ্টেই এথেলকে মানুষ ক'রেছিলেন,—একরকম মানুষ কোরেই রেখে গিয়েছিলেন,—মাতার মৃত্যুর পর এথেলকে সকলেই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। এমন কি, আমি তাকে আপনার বাড়ীতে এনে স্থান দিতে চেয়েছিলেম। আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হোতে না হোতে ত্রিবর এসে তাকে বিবাহ কোল্লেন। বিবাহ কোরেই তাকে কোথায় নিয়ে গেলেন, সেই পর্য্যন্তই সাউথডেলে এথেলকে কেহ দেখে নাই।"

পিতার উত্তরে ব্যথিত হইয়া প্রমীলা উত্তর করিলেন "পিতা! তার বিপক্ষে আপনি বোধ হয় অন্য কোন অনুসন্ধান কোর্ব্বেন না। মিল্‌নারের মুখে শুনেছি, উপাসনা মন্দিরে প্রত্যেক চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি রাখা হয়। তবে আর ভয়ের কারণ কি?"

পনস্ফোর্ড কহিলেন "না মা, তুমি ভুল বুঝেছ। প্রতি দুবৎসরের পরেই সমস্ত চুক্তিপত্র প্রধান উপাসনা মন্দিরে প্রেরিত হয়। সে সব চুক্তিপত্র আর ফিরে পাওয়া যায় না। এথেল যে পাতাখানি ছিঁড়ে নিয়ে গেছেন, তাতে আরও দু এক জনের নাম ছিল। জর্জ্জ হোয়াইট তার একজন। আমার কার্য্যালয়ে একটী দূতের পদ শূন্য আছে। হোয়াইট সেই পদটীর জন্য প্রার্থনা কোরেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার প্রশংসাপত্র খানি পাওয়া যাচ্চে না।"

একজন ভৃত্য আসিয়া সসম্ভ্রমে সংবাদ দিল "একটী লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে চান। চাকরীর প্রার্থনা কোর্ত্তে এসেছেন।"

পনস্ফোর্ড কহিলেন "সেকি কথা? রাত ৯টার সময় চাকরী? কাল ১০টার সময় আস্‌তে বোলো।"

"তা আমি বোলেছিলেম। লোকটী অনেকদূর থেকে আস্‌ছেন। অনেক উমেদার যুট্‌বে—চাকরিটী হাতছাড়া হয়ে যাবে, এই ভয়ই তাঁর বেশী হয়েছে।"

প্রসন্ন বদনে পনস্ফোর্ড কহিলেন "আস্‌তে বল।" অভিবাদন করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং তখনি আগন্তুক উমেদারটী পনস্ফোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রমীলা দেখিলেন, আগন্তুক সুরূপ, অল্পবয়স্ক, সুন্দর পরিচ্ছদধারী। প্রমীলা মনে মনে আগন্তুকের মঙ্গল কামনা করিলেন।

পনস্ফোর্ড কহিলেন "নাম কি তোমার? কোথা হতে আস্‌ছো? তোমার প্রশংসাপত্র আছে? বয়স কত তোমার?"

আগন্তুক সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন "বয়স আমার ২৫ বৎসর। হাম্পসায়র হোতে আস্‌ছি। নাম আমার ষ্টিফেন আসবর্ণ।" আগ[illegible] তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি পনস্ফোর্ডের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। [illegible] স্ফোর্ড কহিলেন "তুমি স্যর্ নর্ডন ব্রীজম্যানের বাড়ী চাকরী কো[illegible]? তিনি তোমার বেশ প্রশংসা কোরেছেন। তাঁর কাজকর্ম্ম সব বন্ধ [illegible] গেছে বোলেই তোমাকে জবাব দিয়েছেন।"

"তাঁর কথা আর বোল্‌বেন না। বড় বিপদেই তিনি পোড়েছেন। তাঁর চাকরী ছেড়েই আমার এই দুর্দ্দশা। আপনি ডসে´ট সায়রের খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আমি তাই দেখেই এসেছি। প্রশংসা পত্রও দেখলেন, এখন যে অনুমতি হয়, বলুন।"

গম্ভীর ভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, পনস্ফোড´ কহিলেন "সে জবাব তুমি কাল পাবে। কাল ১২টার সময় এসে সংবাদ জেনে যেও।"

ষ্টিফেন কহিলেন, "ক্ষমা করুন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে ছয়টী পদ খালি আছে। আপনার মতামত জান্‌লেই আমি অন্যস্থানে চেষ্টা দেখি।"

ক্রুদ্ধ হইয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন, "তা হলেও আমি এই মুহূর্ত্তে উত্তর দিতে পারি না।"

"নমস্কার। আমি তবে এখন আসি।" ষ্টিফেন প্রস্থান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

"থাম।" ষ্টিফেনের সরলতা ও সাহস দেখিয়া, পনস্ফোর্ড আনন্দিত হইয়াছেন। পনস্ফোর্ড কহিলেন, "থাম। একটী কথার উত্তর দাও। তুমি কি বিবাহিত?"

ষ্টিফেন উত্তরে কহিলেন, "না মহাশয়! আজিও আমি বিবাহ করি নাই। আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণই আমার উপার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। হাজলেডন পার্কে আমার চাকরী স্থির ছিল, কিন্তু আপনার এখানে চাকরী করাই আমার ইচ্ছা, তাই তাড়তাড়ি আমার বস্ত্রাদি সরাইখানায় ফেলে রেখে ছুটে এসেছি।"

পনস্ফোর্ড কহিলেন, "তাই হবে। তোমাকেই আমি নিযুক্ত কোল্লেম। আজ রাতটুকু সরাইখানাতেই কাটাও কিম্বা তুমি এখানেও থাক্‌তে পার। তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কাল সকালে কাজে লাগা চাই। কাল সকালে তোমার জন্য পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত কোরে দিব। এখন তুমি যাও।"

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

"তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি ওরে নৃশংসয়,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অনুরোধ ধর।"

গুপ্ত দলীল!

রজনী দ্বিপ্রহর। বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া দুইটী লোক পনস্ফোর্ড-উদ্যানের দিকে চলিয়াছে। চারি দিকে চাহিতেছে, অতি সন্তর্পণে—অতি সাবধানে যাইতেছে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সেই জন্যই লোক দুটী বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া চলিয়াছে। এক জন বলিল "টিম! এই পথ।" দ্বিতীয় লোকটী বিচক্ষণতার সহিত দেখিয়া বলিল "হাঁ, চল্। খুব সাবধানে—বেশ কোরে চারদিকে নজর রেখে আয়।" লোক দুটী পনস্ফোর্ডের অট্টালিকার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন একটী নির্দ্দিষ্ট বাতায়ন ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "জ্যাক! ঐ দেখ জানালা। ঐটীই পুস্তকালয়। ঐ ঘরের পাঁচটী জানালার পর পনস্ফোর্ডের শয়ন ঘর, চল্!"

বাহিরের দরজা বন্ধ ছিল। লোক দুটীর মুখে কাল মুখোস, গায়ে প্রকাণ্ড সাদা রংয়ের কোর্ত্তা। এক জন পকেট হইতে এক খানি কাতারী বাহির করিয়া বাহির দরজার তালা কাটিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিল। সেখানে জুতা খুলিয়া—এক দুই করিয়া জানালার সংখ্যা স্থির করিয়া একটী ঘরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। সে ঘরের দ্বারও বাহির হইতে রুদ্ধ। দরজায় কর্ণ সংলগ্ন করিয়া দেখিয়া গাফনী বলিল "পুরুষ মানুষ ঘরে শুয়ে আছে। গাঢ় নিদ্রা, কোন ভয় নাই।" গাফনী পকেট হইতে এক শিশি তৈল বাহির করিয়া তালার মধ্যে ঢালিয়া দিল। পরে এক তাড়া চাবী হইতে নূতন ধরণের একটী চাবী বাহির করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, গৃহ মধ্যে মাননীয় পনস্ফোর্ড নিদ্রিত রহিয়াছেন। গাফনী ইঙ্গিতে তাহার সহযোগী পেপারকর্ণকে কি বলিল। পেপারকর্ণ তাহার হস্তস্থিত

প্রকাণ্ড ছোরা ও পিস্তল গাফনীর হাতে দিতে গেল। গাফনী অন্য সঙ্কেত করিল, নিষ্ঠুর পেপারকর্ণ আপনার হস্তস্থিত প্রকাণ্ড ছোরা খানি পনস্ফোর্ডের কণ্ঠের অর্দ্ধ ইঞ্চি মাত্র দূরে ধরিয়া রহিল। গাফনী পনস্ফোর্ডের মুখের মধ্যে রুমাল দিয়া, তাহার উপর আবার একখানা রুমাল দিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। পনস্ফোর্ড জাগিয়া উঠিলেন—বিপদের কোন সত্য কারণই তাঁহার ধারণায় আসিল না। গাফনী কহিল "শুনুন মহাশয়! আমরা আপনার জীবন নিতে চাই না। আমরা যা জিজ্ঞাসা করি, তাই বলুন। সত্য বলুন। যদি চীৎকার করেন, লোক ডাকেন, তা হলে এই ছুরি আর পিস্তল তার প্রতিফল দেবে। যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত থাকেন, তবে হাত তুলুন।"

পনস্ফোর্ড দক্ষিণ হস্ত খানি উত্তোলন করিলেন। গাফনী পনস্ফোর্ডের মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। পেপারকর্ণ দৃঢ়ভাবে পিস্তল ও ছুরি ধরিয়া রহিল। এমন ভাবে ছুরি ধরিয়া দাঁড়াইল যে, পনস্ফোর্ডের জীবন অনন্ত কালের জন্য শূন্যে মিশাইতে মহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব না হয়।

পনস্ফোর্ড ভীত হইয়া কহিলেন "কি জন্য তোমরা এসেছ? কি প্রয়োজন তোমাদের? হয়েছে কি?—সত্বর বল।"

গাফনী গম্ভীর স্বরে কহিল "অত চীৎকার কোর্ব্বেন না। অত অধৈর্য্য হবেন না, শুনুন। আপনি রপার্ট পিঙ্গলকে চিন্‌তেন্ কি?"

"হাঁ, আমি তাকে চিন্‌তেম। সেই কি তোমাদের পাঠিয়েছে?" বিস্মিত হইয়া পনস্ফোর্ড এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন।

"না। পিঙ্গল আমাদের পাঠায় নাই। সব কথা শুনুন আগে। আপনি আগে তার বন্ধু ছিলেন, শেষে বিবাদ হয়। পিঙ্গল ঘটিত আপনার স্ত্রীর কোন গুপ্ত কথা আপনি জান্‌তে পেরেই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেন।"

"হত্যা নয়, তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। তার মুখ আর যাতে আমাকে না দেখ্‌তে হয়, তাই কোরেছি। আচ্ছা, বল।"

গাফনী পুনরায় বলিল "সে কথা এখন থাক। পিঙ্গল সরচেষ্টর ব্যাঙ্কের উপর যে বিল দিয়েছিল, সেইটে জাল। আপনি তাই ধরেন। দেনার জ্বালায় পিঙ্গল এই রকম কোরেছিল। আপনি সেই জাল ধরেন, পাওনাদারদের পরামর্শ দিয়ে তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রি কোরে দেন। আপনিই

আবার সে সব বেনামিতে খরিদ করেন। কেমন এই কথাই ত স্থির ?"

পনস্ফোর্ড কহিলেন "হাঁ। এসবই সত্য কথা। তার পর হলো কি ?"

"শুনুন না। ব্যস্ত হবেন না। সব কথাই আমি বোলবো। জনরব, পিঙ্গল দেশ ছেড়ে চোলে গেছে. কেহ বলে, সে আত্মহত্যা কোরেছে, আবার কেহ বলে. হতভাগ্য জলে ডুবে মরেছে। সে যাই হোক, যদি পিঙ্গল এখন ফিরে আসে, তা হলে তার সমস্ত বিষয় আপনি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কি না, তাই আমি জানতে চাই।"

পনস্ফোর্ড সম্মত হইয়া কহিলেন "আমি তাতে প্রস্তুত আছি। পিঙ্গলের সমস্ত বিষয় ছেড়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমরা তাকে পাঠিয়ে দিও। সমস্ত দলীলপত্র, জাল বিল, আমার স্ত্রীর সেই গুপ্তচিঠি, সবই আমার কাছে আছে। আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিও।"

সহাস্থে গাফনী কহিল "আমাকে আপনি তেমন মুর্খ ভাববেন না। সে দলীলপত্র আমি এখনি চাই।"

"সেসব ত এখানে নাই। আমাকে ছেড়ে দাও। এখনি আমি সে সব এনে দিচ্চি। কোন চিন্তা নাই।"

গাফনী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধভরে কহিল "চালাকী রাখ, ওসব বদমায়েসী ছেড়ে দাও। আমরা বেশী বিলম্ব কোত্তে পারি না। আমরা তোমার প্রাণ চাই না, দলীল চাই। কোথায় আছে বল।"

"পুস্তকালয়ে সব আছে। টেবিলের উপর একতাড়া চাবী আছে, সেই চাবীর মধ্যে যেটী সব চেয়ে ছোট, সেইটী দিয়ে ছোট হাতবাক্সটী খুলো। সকলের নীচের থাকে গালামোহর করা একতাড়া কাগজ দেখতে পাবে। পুলিন্দার উপরে পিঙ্গলের নাম লেখা আছে।"

জ্যাক পেপারকর্ণকে বিশেষ সতর্কতার সহিত পনস্ফোর্ডকে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া, গাফনী দ্রুতপদে পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিল। চাবীর তাড়া যথাস্থানেই ছিল, ছোট চাবীটী দিয়া হাতবাক্স খুলিতে যাইবে, এমন সময় কে একজন গাফনীকে জড়াইয়া ধরিল। গাফনীর অদ্ভুত সাহস। সে হাসিয়া কহিল "কে তুমি ? কেন আমাকে ধল্লে ? নাম কি তোমার ? কর কি ?"

"নাম আমার ষ্টিফেন। পনস্ফোর্ডের দূত আমি। তুমি চুরী কোত্তে এসেছ। চোর তুমি।"

"আমি চোর? তুমিই চুরি কোত্তে এসেছ! তোমাকেই আমি ধারে নিয়ে যাব। চল তুমি। আমাকে তোমার প্রভু চিনেন। তাঁর অনুমতি মতেই আমি এখানে একটা কাগজ নিতে এসেছি। তুমি আমাকে চোর বল?"

"কি কাগজ?" ষ্টিফেন কহিলেন "কি কাগজ?"

গাফনী উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন "পিঙ্গলের যে বিষয় ফাকি দিয়ে পনস্ফোর্ড নিয়েছেন, সেই বিষয় সংক্রান্ত দলীল। পনস্ফোর্ড সে বিষয় ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। সেই দলীলই এই বাক্সে আছে।"

ষ্টিফেন বাক্স খুলিলেন, যথাস্থানেই দলীলের পুলিন্দা পাইলেন। দলীলের তাড়াটী আপনার পকেটে রাখিয়া কহিলেন "যাও। তোমার পিঙ্গলকে সংবাদ দাও। তিনি আমার কাছে চেয়ে পাঠালেই আমি এ সব পাঠিয়ে দেব।"

"সে পুরস্কার?" গাফনী কাতর হইয়া কহিল "পিঙ্গল যে পুরস্কার দিতে চেয়েছেন, সে পুরস্কার?"

"পুরস্কারে আমার আবশ্যক নাই। সে সব টাকা তোমরা নিও। পুরস্কারের আমি প্রত্যাশা করি না। যাও, এই চাবীর তাড়া পনস্ফোর্ডকে দিয়ে চোলে যাও। কিন্তু তিনি যদি জানতে পারেন?"

"সেজন্য ভাবনা নাই। সামান্য ক্লোরফর্ম্মেই সে কাজ মিটে যাবে। আমি চোল্লেম। মনে রেখো।" গাফনী দ্রুতপদে পনস্ফোর্ডের শয়ন ঘরে উপস্থিত হইল।

পেপারকর্ণ যথাসাধ্য উপদেশ পালিন করিয়াছে। গাফনীকে জিজ্ঞাসা করিল "এত বিলম্ব কেন?"

গাফনী উত্তর করিলেন "বাড়ীর লোকের সাড়া পেয়েছিলেম, তাতেই সাবধান হতে হয়েছিল।" এইমাত্র বলিয়া পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিল। শিশির আরকে একখানি রুমাল ভিজাইয়া পনস্ফোর্ডের নাসিকার নিকট ধরিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া পনস্ফোর্ডকে ঘ্রাণ লইতে হইল। পনস্ফোর্ড অচৈতন্য হইলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

"The Den! The Den! The Den!"

ভীষণ সুড়ঙ্গ!

ইয়ং ডচেসকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াই গাড়ীবান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এত সত্বর কার্য্য শেষ হইল যে, ডচেস যেন স্বপ্ন দেখিলেন। যে লোকটী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়াছিল, সে ডচেসের সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া—একটী পিস্তলে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া কহিল "কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না,—চেঁচিও না, গোলমাল কোরো না। সোর গোল কোয়েই বিপদে পোড়বে।—গুলিতে তোমার মাথা উড়িয়ে দিব।" ডচেস মহা ভীত হইয়াছেন, কিন্তু মুখে তাঁহার সে ভয় প্রকাশ পাইতেছে না। তিনি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন "সে ভয় আমাকে দেখিও না। তোমার এ ভয় আমি গ্রাহ্য করি না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্চ? কি দরকার তোমার?"

"কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি কোন কথার উত্তর দিব না। মনে কর, আমি কালা, আমি বোবা।" এই উত্তরেই ডচেস বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। নীরবে তিনি অদৃষ্টের গতি পরীক্ষার জন্য বসিয়া রহিলেন। ছোট ছোট কত রাস্তা—কত মাঠ—কত পল্লি অতিক্রম করিয়া তীরবেগে গাড়ী ছুটিয়াছে। শেষে এক জঘন্য স্থানের ছোট একখানি পল্লির মধ্যে একটী পুরাতন বাড়ীর সম্মুখ দরজায় গাড়ী লাগিল। একটী ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা, একটী বিকট চেহারার বৃদ্ধা, আর একটী ম যুবা সেই বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া ডচেসকে লইয়া গেল। একটী ছোট ঘরের মধ্যে ডচেসকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া বালিকা ও রুগ্ন চলিয়া গেল। বৃদ্ধা আপনার দন্তহীন মুখের বিকট ভঙ্গি করিয়া কহিল "ব'স তুমি। পালিও না। এই নিকটে—প্রায় ২৫ হাত দূরে এক সুড়ঙ্গ আছে। গোল কোল্লে তারই মধ্যে তোমাকে ফেলে দিব।" এই মাত্র বলিয়া বৃদ্ধা প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিতেই ডচেস উঠিলেন। টেবিলের উপর দুইটী বাতী জ্বলিতেছিল। ডচেস বৃদ্ধার নির্দ্দেশিত সুড়ঙ্গের দিকে চলিলেন। তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল, কে যেন গভীর দুঃখপূর্ণ স্বরে কহিতেছে "কাকে আনতে কাকে এনে ফেলেছ। আমি ইমোজীনকে চাই।"

এদিকের এই পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়া এক্ষণে অন্যদিকের কথা বলিতে হইতেছে। পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তি একটী হোটেলে বসিয়া দুইটী ভদ্রলোক কথোপকথন করিতেছেন। ভদ্রলোক দুটীর একটী স্যর এবেল কিংষ্টন, অপরটী কাশী সিলবষ্টর।

ক্লারেটের পাত্র মুখের নিকটে ধরিয়া—সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কিংষ্টন কহিলেন "সিলবষ্টর! তোমার পিতাকে একটু বোলে দিও। অমন ধরণের চিঠি পত্র তিনি যেন আর না লেখেন। আমার হাতে যে কাজটা আছে, তা শেষ কোত্তে পাল্লেই সব মিটে যাবে।"

সিলবষ্টর মদের মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া কহিলেন "সে জন্য তোমার তত ভাবনা নাই। আমি বেশ কোরে বুঝিয়ে দিব। কোন ভয় নাই তোমার। এ সব কথা ছেড়ে দাও। এখন কাজের কথা বল। দুটো এয়ারকীর কথা চলুক। আমি খুব একটা দাঁও পিটেছি। তুমি আর্ডালীর ডচেসকে চেন ত? তাকে আমি বাগাবার চেষ্টায় আছি। হতে পারে। লোকটা কিন্তু ভারি পাকা। আমি ইমোজীনকে হাত কোর্ব্বার অনেক চেষ্টা করেছি। কোন ফল হচ্চে না। যাক্, দুটোর একটা হলেই হয়। অমন সুন্দরী আর মেলে না। দুজনেই সমান। লণ্ডনের রূপের বাজারে ঐ দুটীই প্রথম ডালি অধিকার কোরে আছে। চমৎকার চেহারা।"

"বল কি!" বিস্মিত হইয়া এবেল কিংষ্টন কহিলেন "বল কি! ইমোজীনকে তুমি হাত কোর্ব্বে? ডচেসকে তুমি হাত কোর্ব্বে? এ পাগলামী কেন তোমার?"

আনন্দের হাসি হাসিয়া সিলবষ্টর বলিলেন "এই ত ছোক্‌রা! এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? দাঁও চাই, বাগ কোত্তে পাল্লে সুতোর জালে সিংহ পড়ে যায়। কৌশল চাই, বুদ্ধি চাই। বেশ জেনে রাখ। মাননীয় সিলবষ্টর হেলায় শ্রদ্ধার যে কাজ কোর্ব্বেন, তোমার মত নিরেট বোকা সে কাজ আজীবনেও কোত্তে পার্ব্বে না।"

ম্লান ভাবে কিংষ্টন উত্তর করিলেন "তা না পারি, তাতে আমার অধিক

ক্ষতি হবে না, কিন্তু তুমিই তার কি ধার ধারো? এ কথাটা আমার বিশ্বাসই হয় না।”

“তুমি অতি বোকা! এক বিন্দুও তোমার বুদ্ধি নাই। বেশী বেশী মাংসরুটী খেয়ে তোমার পেটের অগ্নি বেড়ে উঠেছে, যে এক আধটু বুদ্ধি ছিল, তোমার সেটুকু পরিপাক পেয়ে গেছে। এতক্ষণ আমি যা বোক্‌লেম তা তুমি হয় ত কাণেও স্থান দাও নাই। বিশ্বাস হয় না! আচ্ছা, চল, তার প্রমাণ দিব।”

“সেই ভাল।” কিংষ্টন সম্মতি জানাইয়া কহিলেন “সেই ভাল।” দুই বন্ধুতে তখনি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সিলবষ্টর গাড়ীবানকে আজ্ঞা করিলেন “আপাততঃ ওয়েষ্টমিনিষ্টর ব্রীজ পর্য্যন্ত চল। তার পর যেখানে যেতে হয় বোলে দিব।” গাড়ী যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছিল। তাহার পর সিলবষ্টরের পরামর্শ মতে ছোট বড় অসংখ্য রাস্তা বহিয়া একটী পুরাতন বাড়ীর দ্বারে গাড়ী গিয়া লাগিল। সিলবষ্টর কহিলেন “এই বাড়ী। এসেছি।” কিংষ্টন এ রহস্যের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

সিলবষ্টরের সঙ্কেত-ঘণ্টার ধ্বনিতে শ্রীমতী গিরিলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। উভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিলা জিজ্ঞাসা করিল “এ লোকটী কে?” সিলবষ্টর বলিলেন “আমার বন্ধু লোক—প্রাণের ইয়ার। কোন কথা একে জিজ্ঞাসা কোরো না।”

গ্রীলস্‌ ও তাহার ভ্রাতা জাস্‌পার তখন বারান্দায় বসিয়া মদ খাইতেছিল। কিংষ্টনের চঞ্চল চক্ষু সে দিকে পড়িল। আবার তথা হইতে অন্যদিকে চাহিয়া কিংষ্টন দেখিলেন, এ সুন্দরী বালিকা। তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহ কৌতুকের তরঙ্গ উঠিল। সন্দেহে সন্দেহে সেইদিকে চলিলেন। শ্রীমতী গিরিলা বাধা দিয়া কহিলেন “ওদিকে তুমি কোথায় যাও?,’ কিংষ্টন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহটী ভয়ানক অন্ধকার। শ্রীমতী গিরিলা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল “কোথায় যাও তুমি? ভদ্র লোকের বাড়ীর মধ্যে বিনা অনুমতিতে যাও, কে তুমি? কেমন লোক তুমি? একি তোমার ব্যবহার?”

কিংষ্টন তথাপি চলিয়াছেন। গিরিলা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিল “গ্রীলস্‌! জাস্‌পার! এদিকে এস। কোথাকার একটা পাগল—মাতাল—বোকা লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে। যে সে ঘরে ঢুক্‌ছে। শিগ্‌গির

জানেনা। ভয়ানক লোক এটা। গলায় হাত দিয়ে বার কোরে দাও। পুলিস্ পুলিস্।"

কিংষ্টন এ ধমকে অধিক ভীত হইলেন না। তিনি তখনও কহিলেন "এইমাত্র যে মেয়েটীকে দেখলেম, সেটি কোথায়? আমার বিশেষ আবশ্যক। বল, সত্য বল। সে মেয়েটী কে?"

"তোমার তাতে আবশ্যক?" শ্রীমতী গিরিলার তখনও ক্রোধ শান্তি হয় নাই। সে তখনও ক্রোধভরে বলিল "তাতে তোমার কি প্রয়োজন? তার সঙ্গে কি তোমার? ভদ্রলোক তুমি, ভদ্রলোকের বাড়ী এসেছ, ভদ্রের মত ব্যবহার কর। খেপে গেছ নাকি? একি স্বভাব তোমার?"

সিলবষ্টর তখনও গ্রীলসের মজলিসে আছেন। তাঁহার বন্ধুর কোন সংবাদই তিনি রাখেন নাই। কিংষ্টনও যেন উন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি তখনি আবার অন্য দ্বার দিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীমতী গিরিলা চীৎকার করিয়া কহিলেন "সাবধান হও। এখনো বোল্‌ছি, কথা শোনো। সাবধান হও। একটু গেলেই বিশহাত নীচে পোড়ে যাবে।"

বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীমতী গিরিলার দিকে চাহিয়া কিংষ্টন কহিলেন "বল তুমি, সে মেয়েটী কে, প্রকাশ কর। আমি তোমাকে কুড়ি গিনি পুরস্কার দিব। বল, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।"

কিংষ্টনের কথা শেষ হইতে না হইতে সদর দরজায় আঘাতের শব্দ হইল। উত্তর না দিয়া শ্রীমতী গিরিলা সেই দিকে চাহিল। দরজা উন্মুক্ত হইল। কিংষ্টন আবার দেখিলেস সেই মুখ। যাহাকে দেখিবার জন্য এত আগ্রহ, সেই মুখ। সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল দেখা গেল। কিংষ্টন ভীত হইয়া দ্রুতপদে—বাড়ীর বাহির হইলেন। সিলবষ্টরকে ধমক দিয়া কহিল "শীঘ্র এস। বিলম্ব কোরো না। মহা বিপদ।"

সিলবষ্টর কাশী ও কিংষ্টন দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কিংষ্টন এ কাণ্ডের কিছুই বুঝিলেন না। এতক্ষণ যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিংষ্টনের চক্ষে ইহা যেন স্বপ্ন।

ষোড়শ তরঙ্গ।

"তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ।"

প্রণয়ী-যুগল।

আমরা ইমোজীনকে লন্‌শেলটের বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছি। ডচেসের বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পরে প্রণয়ীযুগল যে ভাবে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইমোজীন জানিয়াছেন, লন্‌শেলট তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন। এই আনন্দে বিষাদিনীর বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে সুখের লহরী উঠিয়াছে। ইমো-জীন আত্মহারা। লজ্জার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রিয়তমকে বক্ষে চাপিয়া ইমোজীন বারম্বার প্রেমভরে চুম্বন করিলেন। লন্‌শেলটও প্রতি-চুম্বনে বিস্মৃত হইলেন না। ইমোজীনের হৃদয়গগনে সুখের চাঁদ দেখা দিল। সে সুখ অতুলনীয়।

লন্‌শেলট কহিলেন "প্রিয়তমে! তোমার বালিকাটীকে আমাকে একবার দেখাও। সে তোমার বড় স্নেহের, সুতরাং সে আমারও স্নেহের ধন।"

ইমোজীন লন্‌শেলটের কথায় অপার আনন্দ উপভোগ করিলেন। সে আনন্দের প্রবাহ তাঁহার নয়নপ্রান্তে প্রবাহিত হইল। প্রিয়তমকে পুনর্ব্বার দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বালিকাকে আনিয়া লন্‌শেলটের ক্রোড়ে দিলেন। প্রণয়ীযুগলের চুম্বনরাশির মধ্যে পড়িয়া বালিকা দিশাহারা হইয়া গেল। ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইমোজীন কহিলেন "প্রিয়তম! অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, আর আমি থাকৃতে পারি না। চোল্লেম আমি। আমার আজ যে আনন্দ, তাতে আমি গর্ব্ব কোরে বোলছি, থিয়েটরে আমার অংশ আজ অতি দক্ষতার সহিত অভিনীত হবে।"

লন্‌শেলট সম্মতি জানাইয়া কহিলেন "যাও তুমি। আর বিলম্ব কোরো

না। আমিও চোল্লেম।" লকেলট বিদায় গ্রহণ করিয়া ট্রেটহাম প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এখানেও অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে। শ্রীমতী গিরিলার ধমক খাইয়া সিলবষ্টর ও কিংষ্টন রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছেন। যাইতে যাইতে উভয় বন্ধুতে অনেক কথোপকথন হইল। কিংষ্টন কহিলেন "ব্যপারটা কি? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।"

'আমারও ঠিক ঐ রকম হোয়েছে। যে মেয়েটীকে তুমি দেখলে, তাকে কি তুমি চেন?"

"না।" কিংষ্টন গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আমি আর কখনো দেখি নাই। এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। যাক্ ওসব কথা এখন থাক। ইমোজীনের কথা বল।"

সিলবষ্টর কহিলেন "চমৎকার সুন্দরী সে। মিস এলিস দান্তনকে বোলে আমি অনেক চেষ্টা কোরেছিলেম, কোনও ফল হলো না। শেষে এই গ্রীলস পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ কোরেছি। এখানকার এরা খুব পাকা লোক। সন্ধ্যার সময় ইমোজীন যখন থিয়েটরে যায়, সেই সময় তাকে হাত করাই আমার অভিপ্রায়।"

বিস্মিত হইয়া কিংষ্টন কহিলেন "তবে কি তুমি তাকে জোর কোরে আন্‌বে? ইমোজীনের অনভিমতে কোন কাজ কোল্লে, সে কথা কখনই অপ্রকাশ থাকবে না। তখন তোমার এ কলঙ্ক রাখবারও স্থান হবে না।"

সিলবষ্টর ম্লান হইয়া কহিলেন, "কি করি ভাই? সুন্দরী যুবতী দেখ্‌লে আমার প্রাণের মধ্যে কি রকম করে। সেই যুবতীকে বশীভূত কোত্তে না পাল্লে কোন মতেই এ প্রাণ আর প্রবোধ মানে না। ইমোজীন যে কেমন সুন্দরী, তা দেখ্‌বে চলো। যদি আমার উপদেশ মত কার্য্য না হয়ে থাকে, তবে থিয়েটারেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।"

সম্মত হইয়া কিংষ্টন কহিলেন, "সেই ভাল। আমার হাজার পাউণ্ডের বিলের কথা যেন ভুলে যেও না।" উভয় বন্ধুতে থিয়েটার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছেন, তাহার অনতিদূরেই ৪৫ বৎসরের এক-স্থূলাঙ্গী গৃহিণীর সহিত অষ্টাদশ বর্ষিয়া এক অনিন্দমূর্ত্তি যুবতী। যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কিংষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিলবষ্টর! এঁকে চেন কি?"

হাসিতে হাসিতে সিলবষ্টর উত্তর করিলেন, "অতি অল্পই চিনি। বয়স্থা আমার মাতা আর ওটী আমার ভগ্নি। আমি আমার মাতা—ভগিনীর সং তোমার পরিচয় কোরে দিচ্চি।"

সিলবষ্টরের মাতার পশ্চাতের দুইখানি আসন শূন্য আছে। কিংষ্টন সিলবষ্টর সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিলেন। আনন্দ বিজড়িতস্বরে সিলব কহিলেন "মা! তুমি ও আজ থিয়েটারে এসেছ? এদিকে চেয়ে দে ইনিই আমার প্রিয় বন্ধু স্যর এবেল কিংষ্টন। বড় ভাল লোক ইনি।"

সিলবষ্টরের মাতা গর্ব্বের সহিত কিংষ্টনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে—কথার ভাবে পার্শ্বস্থ নবযুবতীরা হাসি হাসি বেদম হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীমতী কাশী গর্ব্বের সহিত কহিলেন, "স্যর এবেল! আমার মে বড় সুন্দরী। চমৎকার স্বভাব। আমি প্রথমে মনে কোরেছিলেম, আম কন্যা হয় ত আমার বিপরীত প্রকৃতির হবে, এখন কিন্তু সে ভ আমার গেছে।"

উত্তরে কিংষ্টন যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। প্রকৃতই তিনি সেলিন পক্ষপাতী হইয়াছেন।

সেলিনা সহাস্য বদনে কহিলেন "দেখ, দেখ মা, ইমোজীন কে কৌশল দেখাচ্চেন, চমৎকার অভ্যাস। যেমন চেহারা, তেমনি খেলা।"

থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীমতী কাশী গর্ব্বভরে কহিলেন "সেলিন আমার শীঘ্রই বিবাহ হবে। লণ্ডনের বিখ্যাত ট্রেণ্টহাম বংশের একম বংশধর শ্রীমান লন্সেলট ওস্বর্ণের সহিত বিবাহ। তোমাকে আমি নিম কোরে পাঠাব। অবশ্য অবশ্য এস। মাঝে এক দিন দে কোরে এস।"

মাতার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া সরলা সেলিনা সহাস্য বদ কহিলেন "অবশ্য অবশ্য যাবেন।"

কিংষ্টন আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন "আমি অবশ্যই এ আ প্রতিপালন কোর্ব্বো।" মনে মনে কিংষ্টন বলিলেন "সেই ধন্য যে এ যুবতীর পতি হবে।"

সিলবষ্টর কহিলেন "চল, এখন খেলা কোর্‌তে যাই। বাকী সারা রাত টুকু কাটিয়ে দি।"

কিংষ্টন এই কথায় অস্বীকার করিতে যাইতে ছিলেন, কি ভাবিয়া আবার হইলেন। উভয় বন্ধুতে বিলিয়ার্ড খেলিতে চলিলেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

"O, God ! O, God !
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world !
Fie on't ! O, fie ! 't is an unweeded garden,
That grows to seed ; things rank and gross in nature
Possess it merely."

তুমি কার।

গ্রীলসের পুরাতন বাড়ীতেই ডচেস্‌কে আনা হইয়াছে। ডচেস্ পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কি জন্য তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছে! র চিন্তায় ডচেস্ ডুবিয়া আছেন। অর্দ্ধো চ্চারিত নেপথ্য—উক্তিতে তিনি মাত্র বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে এখানে আনা হইয়াছে। কেই আনিবার কথা, এইরূপ মীমাংসা করিয়া ডচেস্ স্থির ছেন, তাঁহার মুক্তিলাভ করিতে অধিক কষ্ট হইবে না।

শ্রীমতী গিরিলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গিরিলাকে দেখিয়াই ডচেস্ রকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে বোধ হয় ভ্রমক্রমেই আনা হয়েছে।"

"হাঁ। ঠিক কথা। তোমাকে ভুলেই আনা হয়েছে, মেডমোসিল র সংবাদ তুমি শুনো না। আমাকে ছেড়ে দাও। কাল যে দুটী ক এসেছিল, তারাই কি আমাকে ইমোজীন বোলে তোমাকেই এনে লেছে। তুমি কে?

"হাঁ। তাদেরই পরামর্শ মতে একাজ হয়েছে। নাম তার সিলবষ্টর। র লোকটীকে আমি চিনি না। সিলবষ্টর তাকে স্যর এবেল ডাকে।"

ডচেস্ চমকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার মুখ

শুকাইল। মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "আমাকে তুমি মুক্তি দাও। পঞ্চাশ গিনি আমি তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি।" ডচেস্ কয়েকখানি নোট এবং কয়েকটী টাকা গিরিলার হস্তে দিলেন। গিরিলা এই উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া কহিল "আচ্ছা। ঐ সিঁড়ি। বেরিয়ে যাও।" ডচেস্ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ডচেস্ বরাবর আপনার সভাগৃহে আসিয়া বসিয়াছেন! স্যর এবেল কিংষ্টন আসিয়া দর্শন দিলেন। চমকিত হইয়া ডচেস্ কহিলেন "কে? কিংষ্টন? কাল সন্ধ্যার সময় আমি কোথায় ছিলেম, তুমি জান?"

কিংষ্টন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "আমি তোমাকে সংবাদ না দিয়েই দেখা কোত্তে এসেছি বোলে হয় ত রাগ কোরেছ। আমার সে অপরাধ তুমি নিও না। আমি তোমাকে অন্য সংবাদ দিতে এসেছি। তুমি কি আমার আশা পূর্ণ কোর্ব্বে না? তোমার স্বামী এখনো তাঁর উপপত্নীর সঙ্গে অবস্থান কোচ্চেন। তা তুমি জান কি?"

"আর কেন সে কথা বল? আমি তোমাকে বন্ধু বোলে জানি। বন্ধু বোলে ভালবাসি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ঠ। আমার স্বামীর অন্য কোন কথা শুন্‌তে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

"প্রবৃত্তি নাই?" কিংষ্টন বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি কথা? তুমি আমাকে সন্ধান নিতে বোলেছিলে, সমস্ত ঘটনা বিশেষ কোরে জানৃতে বোলেছিলে, আমি তাই জেনে এসেছি। প্রথমে তাঁরা থর্ণবরী ব্রীজে ছিলেন। তার পর দালিয়া—কুঞ্জে যান। সেখানেও বিভ্রাট, এথেল এখন নিরুদ্দেশ। আমি সে সংবাদ অশ্ববিক্রেতা ম্যানিঙের পত্রে জেনেছি।"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে ডচেস্ কহিলেন "তুমি উত্তম বক্তৃতা কোরেছ। চমৎকার বক্তৃতা শক্তি তোমার। তুমি কোন অভিনয়-সম্প্রদায়ে আদরের সহিত গৃহীত হতে পার।"

দুঃখিত হইয়া কিংষ্টন কহিলেন "এই কি তোমার উত্তর? এত তামাসা বিদ্রুপ কেন? আমি তোমাকে সত্য কথাই বোল্‌তে এসেছি সত্য কথাই বোল্লেম।"

পুনরায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া ডচেস্ কহিলেন "তা আমি জানি দুঃখিত হ'ও না। তুমি যা বোল্লে, সমস্তই সত্য।"

"তবে তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বে না কেন? তবে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কোর্ব্বে না কেন?"

কিংষ্টনের এই প্রশ্নে ডচেস্ কহিলেন "স্ত্রীলোকের চঞ্চল হৃদয়ে যখন কোন ভাব আসে যায়, তার কি স্থিরতা আছে? যে সম্বন্ধে জীবন মরণের সম্বন্ধ, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন কথার উত্তর দেওয়া যায় কি? সংসার আমার পক্ষে এখন মরুভূমি। এ মরুভূমে প্রণয়বীজ রোপন করবার নয়। এ মরুভূমির উর্ব্বরতা ভালবাসা তরুর উপযোগী নয়, কণ্টক-তরুরই উপযোগী।"

"তবে কেন তুমি আমাকে আশা দিলে? আশার উচ্চ শৃঙ্গে তুলে আমাকে নিরাশার কূপে কেন ডুবালে?" কাতর স্বরে কিংষ্টন এই কথা গুলি কহিলেন।

"না না। সে আশা করা তোমার পক্ষে অন্যায়। তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুর যে পরিমাণ ভালবাসা, তুমি আমার নিকট তারই প্রত্যাশা কর।" ডচেসের গণ্ডস্থল রক্তাভ হইল। ভাবে বোধ হইল, তিনি যেন কিংষ্টনের কথায় সন্তুষ্ট হয়েন নাই।

"তবে তুমি আমার প্রণয় প্রত্যাখ্যান কোত্তে চাও? তবে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোত্তে প্রস্তুত নও? আমার প্রণয় তুমি ভুলে যেতে চাও?" উচ্ছ্বাস ভরে কিংষ্টন এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ডচেসও ক্রোধভরে কহিলেন, "যদি তাইই করি, যদি আমি তোমার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যানই করি, তা হলে কি হবে?"

"তোমাকে উচিত মত শিক্ষা দিব।"

"কি শিক্ষা দিবে তুমি?"

কিংষ্টন উত্তেজিত স্বরে কহিলেন "আমি তোমার গুপ্ত কথা সব জানি—স্বচক্ষে দেখেছি। কাল সন্ধ্যার সময় কোথা ছিলে তুমি? সিঁড়ি দিয়ে যখন সেই অপরিচিত বাড়ী হতে চুপিচুপি বেরিয়ে আস, আমি তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সব জানি আমি।"

কাতরকণ্ঠে ডাচেস্ কহিলেন "আমি ইচ্ছা কোরে যাই নাই। ইমোজীনকে নিয়ে যেতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।"

বিরক্তিজনক হাস্য করিয়া কিংষ্টন কহিলেন "একথা পাগলেও বিশ্বাস কোর্ব্বে না। সামান্য অভিনেত্র ইমোজীনকে না নিয়ে গিয়ে আর্ডলীর

সম্মানিত ডচেস্‌কে ধ'রে নিয়ে যায়, এমন লোক কে আছে? আমি সব কথা প্রকাশ কোর্ব্বো। নিশ্চয়ই কোর্ব্বো।"

ভীত হইয়া ডচেস কহিলেন "তবে তুমি আমাকে রক্ষা কোর্ব্বে না? স্ত্রীলোক আমি, বুদ্ধি কি আমার? না বুঝ্‌তে পেরে এক কথা বোলেছি বোলে, এতটা রাগ কি কোত্তে আছে? তিন দিন পরে রাত্রি ১০টার সময় র্থর্ণবরীর ঘনবৃক্ষের ছায়ায় আমাকে দেখ্‌তে পাবে। যেও তুমি, সেই সময় সব কথা হবে।"

আহ্লাদিত হইয়া কিংষ্টন কহিলেন "বেশ কথা। আমি সন্তুষ্ট হলেম।"

ডচেস কহিলেন "সাবধান! একা যেও। অন্য লোক সঙ্গে নিও না। তা হোলে বিপদ ঘোটবে।"

"তাইই হবে। আমি একাই যাব। তুমি জান কি, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

ডচেস কহিলেন "জানি। আমিও তোমাকে ভালবাসি। তুমি অবিশ্বাস ক'রো না। সত্য সত্যই কাল আমাকে ভ্রমক্রমে সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিল।"

আহ্লাদে অধীর হইয়া কিংষ্টন দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরের চুম্বন বিনিময় হইল। কিংষ্টন প্রস্থান করিলেন।

আর্ডলী প্রাসাদে ডিউক বাহাদুর আসিয়াছেন। এ সংবাদ ডচেসের নিকটে পৌঁছিল। তিনি আরও শুনিলেন, ডিউক তাঁহার আপন ঘরে আছেন। পীড়িত তিনি। তাঁহার ঘরে কাহারও যাইবার আদেশ নাই। পরদিন স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য ডচেস তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী লবনাকে প্রেরণ করিলেন। লবনা সংবাদ দিল, ডিউক ভাল আছেন, এখনি তিনি সহরে যাইবেন।

ডিউক লণ্ডন-ব্যাঙ্কে চলিলেন। আশা, এথেলকে সেইখানে দেখিতে পাইবেন। দালাল ওয়ারেণের নিকট তাঁহার পাঁচহাজার পাউণ্ডের নোট আছে। সে নোট ভাঙ্গাইতে তিনি অবশ্যই ওয়ারেণের নিকট আসিবেন। তখন যদি মনের গতি অন্য দিকে যায়, যদি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, ডিউক এই আশাতেই লণ্ডন ব্যাঙ্কে চলিলেন। যখন তিনি ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন, ওয়ারেণ তখনো আইসেন নাই। ডিউক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈকালে হাইবরী

হইতে সংবাদ আসিল, ওয়ারেণ কাল আসিবেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ঘোড়দৌড়ের বিখ্যাত ঘোড়া কিনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া ডিউক পুনরায় প্রাসাদে ফিরিলেন। আসিবার সময় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া আসিলেন, "আমি নিশ্চয়ই কাল ১০টার সময় আস্‌বো। আমার আসার পূর্ব্বে যদি ওয়ারেণ আসেন, আমার নাম কোরে অপেক্ষা কোত্তে বোলবেন।"

এই উপদেশ দিয়া ডিউক প্রাসাদে আসিলেন। ভৃত্য সংবাদ দিল, "দুইজন ভদ্রলোক পুস্তকালয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" ডিউক দ্রুতপদে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গাফনী আর পেপারকর্ণ। উভয়েই আজ সুপরিচ্ছদে সুসজ্জিত। চেন, আংটী, ভাল কাপড়—চমৎকার পোষাক। ডিউক আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা সেই স্ত্রীলোকটীর কোনও সংবাদ জান কি? সাউথ ডেলের সব গোল চুকে গেছে ত?"

গাফনী অভিবাদন করিয়া কহিল, "সমস্ত গোল মিটে গেছে। এথেলকে আমরা আর দেখি নাই। আপনার নোট ভাঙাতে না পেরেই আমরা এসেছি।"

অকস্মাৎ ডচেস্ আসিয়া উপস্থিত। তিনি জানিতে পারেন নাই, এ ঘরে অন্য লোক আছে। অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, গাফনীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়াই চিনিলেন, যে তাঁহাকে মিডষ্টোনের কলঘরে পুরিয়া, খত লিখাইয়া লইয়াছিল, যে তাঁহাকে এডিংটনে বিপদে ফেলিয়াছিল, এ সেই বোম্বেটের সর্দ্দার।

ডচেস্ চক্ষু ফিরাইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা কে?"

ডিউক কহিলেন, "অশ্ববিক্রেতা। আমার ঘোড়ার আবশ্যক, তাই সংবাদ নিতে এসেছেন।"

সহাস্য বদনে ডচেস্ কহিলেন, "আপনার নাম? আপনার বন্ধুর নাম?"

গাফনীর মুখ শুকাইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল "আমার নাম গাফনী, বন্ধুটীর নাম পেপারকর্ণ।"

"চমৎকার অশ্ববিক্রেতা আপনারা। কোথায় আড়গড়া? সহরে, না মফঃস্বলে?"

উত্তর হইল "মফঃস্বলে। মিডষ্টোনে।" —

হাসিয়া ডচেস্ কহিলেন "সেখানে আর একজন বড় সদাশয় অশ্ব-বিক্রেতা আছেন। নাম কোল্লেই চিন্‌তে পার্ব্বেন। নাম তাঁর ব্যাঙ্ক-বিল। কেমন? তাই ত?"

গাফনী কাতর হইয়া ভয়ে ভয়ে কহিলেন "আজ্ঞা হাঁ।"

"ভয় পেয়ো না। আমারও দুটী ঘোড়ার দরকার।"

ডিউক কহিলেন "সে সংবাদ আমিই দিব এখন। সে ফর্দ্দ আমিই পাঠাব।"

"তাতে আবশ্যক নাই। সে ফর্দ্দ আমিই দিচ্চি" ডচেস্ তখনই কি লিখিয়া গাফনীর হাতে দিলেন। বলিলেন "পকেটে রাখ। বাসায় গিয়ে পোড়ে দেখ।" ডচেস্ প্রস্থান করিলেন।

ডিউক সহাস্য বদনে কহিলেন "ঠিক হয়েছে। তোমাদের অশ্ব-বিক্রেতা বোলেই ডচেস্ বুঝেছেন।"

মনের ভাব গোপন করিয়া গাফনী কহিল "যথার্থই অনুমান কোরেছেন। এখন আমাদের টাকার কথা কি? পনের শ পাউণ্ড মাত্র। আমরা নগদ টাকা চাই।"

"কেন? কোনও ব্যাঙ্কে বরাত দিই না কেন?"

"না মহাশয়! সে অনেক গোল। ব্যাঙ্কে যেতে আমরা ভালবাসি না।"

"তবে আমি এই নোটের পিঠে সই কোরে দিই, তা হলেই সব গোল চুকে যাবে।" ডিউক নোটের পৃষ্ঠে আপনার নাম স্বাক্ষর করিলেন। গাফনী ও পেপারকর্ণ প্রস্থান করিল।

ডিউক পুনরায় ডচেসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এথেলের কথাও বলিলেন। বলিলেন না কেবল রেজেষ্টরীর পত্র ছেঁড়ার কথা। ডচেস্ আশ্বাসবাক্যে পতিকে প্রবোধ দিলেন।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

"——এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নর কি মানব
কেমনে এলো এখানে?'

ভণ্ডতপস্বি!—তুমি কে?

রাত্রি অনুমান ৯টা। প্রবাসপ্রত্যাগত ওয়ারেণ তাঁহার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী পাপীয়স তাঁহার আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া বসিয়া আছে।

"তবে পাপীয়স!" দালালরাজ সুখপর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশয়ান হইয়া, পরিত্যক্ত আসনে পাপীয়স্‌কে পুনরুপবেশন জন্য অনুরোধ করিতে করিতে মধুরগম্ভীরে জিজ্ঞাসিলেন "তবে পাপীয়স! সহরের খবর কি?"

"এই এতগুলি পত্র এসেছে মহাশয়!"

"আচ্ছা। বেশ, ঐ খানেই থাক। আমি এখনি ওসব দেখবো। আর কি বল?"

"আজ সকালে আর্ডালীর ডিউক এসেছিলেন। প্রায় ২টা পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন।"

"তিনি কি জন্য এসেছিলেন?" আগ্রহে উৎকণ্ঠায় ওয়ারেণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তিনি তা কিছুই বলেন নাই মহাশয়! কিন্তু তাঁর আকারে প্রকারে বোধ হ'লো, আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে তিনি বড়ই ব্যগ্র। তাঁকে অতি ব্যস্ত—পরিশ্রান্ত বোধ হ'লো। ঠিক কাল ১০টার সময় তিনি আপিসে উপস্থিত হ——"

"হঁা। অমনি তুমিও বোল্লে, "তাঁহার সঙ্গে তখনি সেখানে দেখা হবে" কেমন এই ত?——ভাল, তার পর আর কি?" ওয়ারেণ মহাব্যস্তিব্যস্ত হইয়া, এক কথা শেষ হইতে না হইতেই আরকথা পাড়িতে লাগিলেন।

"হাঁ মহাশয়!" পাপীয়স বলিলেন "হাঁ মহাশয়! আর সেই—সেই—

যারে সে দিন ডিউক অত জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে একেবারেই অপিসের কামরার ভিতর এনে ফেলেছিলেন,—সেই যে—মনে হয় না আপনার? ডিউক সকলের আগে তাড়াতাড়ি কোরে কামরার ভিতর ঢুকলেন, তাঁর নাম ধোরে ডাকতে নিষেধ ক——”

“হাঁ হাঁ” ওয়ারেণ অধীর হইয়া বলিলেন “বুঝ্‌তে পেরেছি যার কথা তুমি বোলছো! ডিউক তাঁকে শ্রীমতী ত্রিবর ব'লে ডেকে থাকেন।—প্রকৃত নাম তার প্রসরা।”

“আপনি এই নামেই না পঞ্চাশ হাজার টাকার কাগজ কিনেছেন মহাশয়?”

হবে - হয় ত - বোধ হয়—কৈ আমার স্মরণ হয় না। এতবড় কারবারী আমি, অত ছুট্‌লো খুজ্‌রো বিষয়ের কথা কি মনে থাকে পাপিয়স? যা হোক তিনি এলেন কি জন্য?”

“তা আমি জানি না মহাশয়! তিনি এসে আপনাকে খুজলেন,— জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, হাইবরীর বাড়ীতে আপনি থাকে কি না। আরও বল্‌লেন, যদি আইন বিরুদ্ধ না হতো, তিনি এখানে এসেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ————”

“হুঁ, ‘তা আর হচ্ছে না! স্পর্দ্ধা দেখ!” ওয়ারেণ আপন মনে বকিতে লাগিলেন। এত বড় স্পর্দ্ধা? - ভাল, তুমি তাতে বল্লে কি?”

“আমি তাকে উচিত জবাবই দিয়েছি। কাল সকালে ৯টার সময় অথবা সন্ধ্যা ৬টার সময় সাক্ষাৎ কোত্তে বোলেছি। আর এক কথা, কাশী এসেছিলেন, কাল তিনি আবার আস্‌বেন।”

পাপীয়সের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া ওয়ারেণ কহিলেন, “কাশী কাল আবার আসবেন? থাক্———তুমি বিদায় হও।”

পাপীয়স এক পাত্র মদ্য পান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ওয়ারেণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, “প্রাতে ৯টা কি অপরাহ্ণ ৬টা।”

ওয়ারেণ পত্রগুলি একে একে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তখন সংসার নীতির অনেক তত্ত্ব শিখিতে পারা যাইত। প্রথম পত্রখানি খুলিয়াই বলিলেন “ওঃ—ডাক্তার মার্ত্তণ্ড—অঁ্যা! কনস্তান্তিনোপল ও বলগ্রাদা রেলওয়ের কথা? আচ্ছা—থাক। এখানি কার? স্যর মোসেস বিলামী—ওঃ—বিশ হাজারের কথা বার্ত্তা—শত করা

সুদ তিন। কি স্পর্দ্ধা—কি তাগিদ! এখানি কার? লোকটা কে? সেই লক্লোকের মাষ্টার স্মিথার! লোকটা বিরক্ত কোরে তুল্লে! সে আমাকেও মিশাতে চায়, তিন হাজার একরকম ভিক্ষাই চেয়ে বোসেছে। এখানি আবার কার? সেমুয়ের হাতের লেখা! বেশী কিছু না, সোমবারে নিমন্ত্রণ। তার পর এখানি আবার কার? বুড় বক্কেশ্বর কাশীর বুঝি? হাঁ, ঠিক তাই। পাপীয়স বোল্লে কাল দেখা কোর্ব্বে! যাক। এ পত্রখানি নূতন ধরণের। লেডী টড মর্দ্দণার পত্র। বলের সম্মান রক্ষা! হাঁ হাঁ! ঐটেই চাই। লেডীর চাঁদী চাঁদী মেয়ে। একটাকে আমার ঘাড়ে চাপাতে পাল্লেই তিনি যেন খুসী হন। কিন্তু এ কি কথা? আমার মত একজন ধনশালী ব্যক্তি—মানী লোক সে দিকে যাবে কেন?"

পত্র গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া, নয়ন মুদিয়া ওয়ারেণ কত সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। পত্রগুলি পড়িয়া তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে। গর্ব্বের খেয়ালে তিনি কতই স্বপ্ন দেখিতেছেন। গৃহমধ্যে অপরিচিত একটী লোক আসিয়াছেন। উপবেশন করিয়াছেন, কাগজ পত্র নাড়িতেছেন, ওয়ারেণের দৃক্পাত নাই। কতক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একজন লোক! ভয়ে ভয়ে সন্দেহে সন্দেহে কহিলেন "তুমি? মানুষ না ভুত?"

আগুন্তক কহিলেন "যা বল আমি তাই।"

"চালাকি রাখ। অপরিচিত তুমি, আমার বিনা অনুমতিতে ঘরের মধ্যে এসেছ! আবার তামাসা? সত্য বল।"

"আমি মণ্ডবিলি। ফরাসী আমি। নাম আমার কাউণ্ট ডি মণ্ডবিলি। ঠিকানা রু ডি প্রাভেন্সি পারিস। আছি আমি ক্লারেণ্ডন হোটেল। ১ ষ্ট্রীট। বিশেষ আবশ্যক আছে। উভয়ের দ্বারা উভয়েরই উপকার হবে।"

ওয়ারেণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন "ক্ষমা কোর্ব্বেন। আমি চিনতে পারি নাই। আপনি ত বেশ ইংরেজী বোলছেন?"

"হাঁ। আমি ভাল ইংরেজি বোলতে শিখেছি। অনেক দিন লণ্ডনে ইংরেজি শিখি। এখন কাজের কথা হোক। তোমাকে আমার তিনটী কাজ কোত্তে হবে।"

"কি কি কাজ?" দালাল ওয়ারেণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কি কাজ?"

মণ্ডবিলি কহিলেন "প্রথম কাজ,—আগামী শুক্রবারে লেডী টম্ মর্দ্দণার সঙ্গে আমার আলাপ কোরে দিবে। দ্বিতীয় কাজ, আমাকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখ্‌বে যে, আমার অনেক টাকা তোমার কাছে আছে, আজ যেন তারই ষাঠ কি সত্তর হাজার পাঠাচ্ছ। তৃতীয় কাজ এথেল প্রসরাকে আমার হাতে ধরিয়ে দিবে। এই সামান্য তিনটী কাজ।"

ওয়ারেণ কহিলেন "এ সব আপনি কি কোরে জান্‌লেন? এ কাজের আমি কি উপকার পাব?"

"জানার কথা ছেড়ে দাও। আমি এ সবই জানি। উপকারও তোমার বিস্তর হবে। ডাক্তার মার্ত্তণ্ডের দ্বারা তোমার যে যে ক্ষতি হয়েছে, রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর সেমূরের কাহিনী সব আমি জানি। কাশীর বৃত্তান্ত, সে সব কাগজ পত্র, এখন আমার কাছেই আছে। কলভার্টের পকেট বুক আমার কাছেই আছে।"

ওয়ারেণ অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিলেন "আপনি তা জান্‌লেন কি কোরে? কলভার্ট ত অনেক দিন মারা গেছে?"

"তা যাক্। মারা গেলে ত কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোমার সে উপকার কোর্কো। প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, আমি প্রত্যুপকার কোত্তে ভুলে যাব না।" মণ্ডবিলির এই উত্তর।

"বুঝ্‌লেম। মাইকেল কাশীর কথাও অবশ্য আপনি জানেন। হয় ত কি, নিশ্চয়ই জানেন। আপনি যে আমার উপকার কোর্ব্বার ক্ষমতা রাখেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। প্রসরার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন।"

মণ্ডবিলি তাঁহার সমস্ত কথাই ওয়ারেণকে বলিলেন। উভয়ে বিশেষ সম্প্রীতি জন্মিল। পরস্পর পরস্পারের উপকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মণ্ডবিলি প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ তরঙ্গ।

"ছলে বলে কৌশলে, সকলেরে ফাঁকিদিলে।
শেষের সে দিন দেখ মনেতে ভাবিয়া।"

এক—দুই!

ওয়ারেণ অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া তখনি গাড়ীতে উঠিলেন। যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন "বেলা ৯টার সময় এথেল ত্রিবর নামে একটী স্ত্রীলোক আস্‌বেন। তাঁকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিও, বোলো, দেওয়ানী আদালতের বিচারপতির সঙ্গে দেখা কোত্তে আমি দাউনিং ষ্ট্রীটে চোল্লেম। অনুগ্রহ কোরে তিনি যেন সন্ধ্যা ৬টার সময় আসেন।" ভৃত্য অভিবাদন করিল।

ওয়ারেণ তাঁহার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী পাপীয়সকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন পাপীয়স! কাল যে সব কথা বোলেছিলে, তাঁদের কি কেহ এসেছিলেন? আর কারও নাম কোত্তে তুমি যাও নাই ত?"

পাপীয়স কহিলেন "না মহাশয়! আমি সব কথাই কাল জানিয়েছি। কোন কথাই আমার ভুল হয় নাই। আর্ডালীর ডিউকের কথা, শ্রীমতী ত্রিবরের কথা, মাইকেল কাশীর কথা, সকল কথাই আমি আপনাকে বোলেছি।"

"না না। আমি তোমাকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি না। যাঁরা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, সেই মার্ত্তণ্ড, বেলামী, স্মিথার্স সেমুর, এঁদের কথাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চি।"

"ওঃ—তাই বলুন। আপিসে তাঁরা আপনার না দেখা পেয়ে ফিরে গেছেন। আজ তাঁদের আসবার কথা।"

"আচ্ছা যাও তুমি।" পাপীয়স অন্যঘরে প্রস্থান করিলেন। তখনি আর্ডালীর ডিউক আসিয়া উপস্থিত। যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পর ডিউক

কহিলেন "এথেল এসেছিলেন কি? আমার স্ত্রী—তাঁর আসার কথা ছিল, এসেছিলেন কি? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"তাঁর আসার কথা ছিল। নিশ্চয়ই আস্‌বেন তিনি। কিন্তু তাঁর আসার সময়ের স্থিরতা নাই। আপনি আর কতক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা কোর্‌বেন? তিনি উপস্থিত হলেই, আমি আপনাকে সংবাদ দিব।"

ডিউক বাহাদুর গাত্রোত্থান করিলেন। আসন হ'তে উঠিয়া ওয়ারেণকে কহিলেন, "দেখবেন;—যেন ভুলে যাবেন না—বিশেষ অনুরোধ আমার।"

ওয়ারেণের সম্মতি জানিয়া, ডিউক বাহাদুর প্রস্থান করিলেন। মণ্ডবিলির কথার প্রতি ওয়ারেণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। কার্য্যালয়ের ঘটিকা যন্ত্র সশব্দে বেলা ১১টা ঘোষণা করিল। ডাক্তার মার্ত্তণ্ড ওয়ারেণের সম্মুখে দেখা দিলেন।

মার্ত্তণ্ডের বয়স ষাঠ বৎসর। পরিচ্ছদ পরিপাটি, মুখ খানি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া মার্ত্তণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অর্থের অনটনে মার্ত্তণ্ডের মান সম্ভ্রম যেন যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।

ওয়ারেণকে অভিবাদন না করিয়া,—ভদ্রতার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া, গম্ভীর স্বরে মার্ত্তণ্ড কহিলেন, "ওয়ারেণ! আমার রসিদ কোথায়?—কনস্তান্তিনোপল ও বেলগ্রেড রেলওয়ের আমি যে অংশ কিনেছি, তার দলিল পত্র কোথায়? এখনি আমি সে সব চাই। অনুসন্ধানে জেনেছি, অন্যান্য অংশিদারেরা সকলেই দলিল পত্র পেয়েছেন। আমিই বা তবে না পাই কেন?"

ভীত হইয়া ওয়ারেণ কহিলেন, "অত রাগ করেন কেন মহাশয়! ভুলক্রমেই পাঠান হয় নাই। অপেক্ষা করুন, আমি——"

"অপেক্ষা আমি আর কোর্ত্তে পারি না।" অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ডাক্তার মার্ত্তণ্ড কহিলেন, "আর কত অপেক্ষা ক'র্‌বো?—আমি এখনিই চাই। হয় আমার দলিল দাও? না হয়———"

"না হয় কি?" অপরিসমাপ্ত কথার পুনরুক্তি করিয়া ওয়ারেণ কহিল, না হয় কি?—নালিশ কোর্‌বেন?—আমাকে জেলে দেবেন?—সে ভয় আমি রাখি না। আপনার গুপ্ত কথা আমি এখনিই প্রকাশ কর্‌বো!"

ওয়ারেণের কথায় মার্ত্তণ্ড ভীত হইলেন। কাতরস্বরে কহিলেন, "কি আমার গুপ্ত কথা তুমি জান? কি কথা তুমি প্রকাশ কোর্ব্বে?"

"কি কথা? তুমি মানুষ খুন কোরেছ।——পনের বৎসরের কথা, আমার পিতার মেথুকল ভার্ট নামে একজন মুহুরি ছিল। সে তখন আঠার কি উনিশ বৎসরের বালক। কল্ভার্ট পিতার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। আমার ভগ্নী জেন্ তার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে গর্ভবতী হয়। এই লজ্জার হাত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য জেন্ তোমাকে পঞ্চাশগিণি ঘুস দেয়। তাকে চিকিৎসা কোত্তে গিয়ে——তার গর্ভস্রাব করাতে গিয়ে, তুমি তাকে মেরে ফেল। আমি সব কথা জানি।"

"এ তোমার মিথ্যা কথা? মূল আসামী মারা গেছে। কলভার্ট নাই, তোমার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ কি?" গর্ব্বভরে ওয়ারেণ কহিলেন, "আমার প্রমাণ কি? কল্ভাটকে সতর্ক কর্‌বার জন্য তুমি নিজে যে পত্রখানি লিখেছিলে, সেই পত্রখানি আমি পেয়েছি। পত্রেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে।"

মহাভীত হইয়া মার্ত্তণ্ড কহিলেন, "ওয়ারেণ! তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুতে যদি দু কথা সহ্য না কোর্‌বে, বন্ধুই যদি বন্ধুকে রক্ষা না কোর্‌বে, তবে সে কিসের বন্ধু? অংশে আর কাজ নাই। দলীল পত্র আর আমার চাই না। তিন হাজার পাউণ্ড বই ত নয়? তাতে আমার বেশী কিছু ক্ষতি হবে না। পত্রখানি আমাকে ফিরে দাও। পত্রখানি আমাকে ফিরে দাও—টাকার বরং আমি রসিদ দিয়ে যাচ্চি।"

ওয়ারেণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মার্ত্তণ্ডের নিকট তিন হাজার পাউণ্ডের একখানি রসিদ লেখাইয়া লইয়া, চিঠি খানি ফেরত দিলেন। মার্ত্তণ্ড বিষন্ন মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই স্যর গোসেন্ বিলামী আসিয়া উপস্থিত। বিলামীর বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। অতি সুন্দর পরিচ্ছদ। অনেকগুলি কলকারখানা আছে। যথেষ্ট মান সম্ভ্রম আছে। বড় বড় ঘরে পসার, কিন্তু টাকা নাই। বিলামী ওয়ারেণের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম ওয়ারেণ! আমি সেই বিশ হাজারের একটা বন্দোবস্ত ক'ত্তে এসেছি। স্যর পিরেগ্রিন্ পিককের সহিত আমার কন্যার বিবাহ। চমৎকার পাত্র। বিবাহও খুব ধুমধামে হবে। আমার কার্য্যালয়ের চাকরদের জন্য মদের বিশেষ ব্যবস্থা করা

চাই। বড় বিপদেই আমি পোড়েছি, এই সময়েই আমার টাকার আবশ্যক।”

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছেন এইরূপ মুখভঙ্গি করিয়া ওয়ারেণ কহিলেন, “তোমার টাকা?—কে তুমি? আমার তহবিলে তোমার নামের একটী পয়সাও নাই।”

“সে কি? আমি একজন অংশিদার। একত্রে কারবার, আমার টাকা নাই? বল কি?”

ওয়ারেণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন “বিরক্ত করো না। তুমি এক পয়সাও পাবে না, বেশী পীড়াপীড়ি কর, সব কথাই বোলে দিব।”

আরও আশ্চর্য্য হইয়া বেলামী কহিলেন “কি তুমি প্রকাশ কোর্ব্বে? তুমি কি ভয় দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে চাও? এখন টাকা না দিতে পার সময় চাও। দেব না, পাবে না, এসব কি কথা?”

ওয়ারেণ কহিলেন “তুমি সে টাকার কেহ নও। বেশী কিছু বোল না, তোমার জাল নাম আমি জানি। আসল বেলামী এখনও নিউ গেটের জেলখানায় আছে।”

বেলামীর মুখ শুকাইল, কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “টাকায় আমার আর কাজ নাই, আমাকে রক্ষা কর। এ গুপ্তকথা প্রকাশ কোরো না। আমি সমস্ত টাকার রসীদ দিয়ে যাচ্চি” ওয়ারেণ সম্মত হইলেন। তখনি রসীদ লিখিয়া দিয়া বেলামী প্রস্থান করিলেন।

সহাস্যবদনে ওয়ারেণ আপনা আপনি কহিলেন “তুই।”

বেলা ১টা। ওয়ারেণ তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী পাপীয়সকে কহিলেন, একটা বেজে গেছে। আমি এখন চোল্লেম। ৩টার সময় ফিরবো। যদি কেহ খুজ্‌তে আসে, তাকে বোলো, আমি দেওয়ানি আদালতে গেছি।

পাপীয়সকে এই উপদেশ দিয়া ওয়ারেণ প্রস্থান করিলেন। লণ্ডন-ব্রীজের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া, অধ্যক্ষকে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

পাশের ঘরেই সিলবষ্টর ও এলিস জলযোগে বসিয়াছেন। এলিস ভর্জ্জিত মৎস্যের অর্দ্ধাংশ গলাধঃকরণ করিয়া কহিলেন, “সিলবষ্টর আমার টাকা কৈ? টাকা অভাবে আমার যে কত কষ্ট হোয়েছে, তা তুমি বুঝ্‌তেই পাচ্চ না।”

"বুঝতে পেরেছি এলিস, কিন্তু উপায় কি? যদি দালাল ওয়ারেণের কাছে দেনার পাঁচহাজার না পান, তা হলে অগত্যা তাঁকে দেউলে নাম কিনতে হবে। ওয়ারেণের টাকার প্রত্যাশাও কম। পিতার বিশ্বাস যে, তার মধ্যে অনেক গোল আছে।"

সমস্ত কথাই অন্তরালে থাকিয়া ওয়ারেণ শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। বেলা তখন ২টা অতীত প্রায়।

বিংশ তরঙ্গ।

"হায় দুরাচার বিধি কি কাজ করিলি,
কেন অলক্তক রসে কালি ঢেলে দিলি?"

তিন—চার—পাঁচ।

বেলা ৩টার সময়, দালাল ওয়ারেণের গাড়ী তাঁহার কার্য্যালয়ের দ্বারে আসিয়া লাগিল। ওয়ারেণ সম্মুখে দেখিলেন, কাশী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

ওয়ারেণকে দেখিয়া, কাশী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "কে? ওয়ারেণ। তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা কোচ্চি।"

"আমিও সেইজন্যে তাড়াতাড়ি এলেম। ঠিক ৩টার সময় আপনার আসবার কথা ছিল। হাতে অনেকগুলি কাজ থাকতেও তাড়াতাড়ি দেখা কোত্তে এলেম। আরও শুন্‌লেম, আপনি আমার গেরেপ্তারি পরওয়ানা বার করার জন্যে আদালতে প্রার্থনা কোরেছেন।"

বিস্মিত হইয়া কাশী কহিলেন "কোথায় তুমি একথা শুন্‌লে? হাঁ। আমি একথা মনেও কোরেছি। কিন্তু সে কথা কারও কাছে ত প্রকাশ করি নাই। কি কোরে জান্‌লে তুমি? তবে হাঁ—টাকাটার আমার বিশেষ দরকার। না পেলে অবশ্যই আমাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ কোত্তে হবে।"

ওয়ারেণ কহিলেন "পিঙ্গল!——"

কাশীর মুখ শুকাইল। সকাতরে কহিলেন "ভাই ওয়ারেণ! ও নামটা আবার তুমি কোথায় পেলে? ও নামের ত কেহ এখানে নাই।"

ওয়ারেণ কহিলেন "আপনার নামই পিঙ্গল। আমি আপনার সব কথা জানি। ২৫বৎসর পূর্ব্বে আপনি যখন সাউথডেল হ'তে পালিয়ে আসেন,—মাননীয় পন্‌স্ফোর্ডের নামে কেমন কোরে আপনি জাল করেন,—কেমন কোরে তাঁর স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করেন, তাকে প্রলোভনে মোহিত কোরে তাকে লণ্ডনে নিয়ে আসেন,—সামান্য টাকার লোভে কেমন কোরে সেই বালিকাটীকে নরকে নিক্ষেপ করেন,—কিরূপে আপনার বিবাহ হয়, কি জন্য আপনি নিউসাউথওয়েলসে যান, আপনার হতভাগ্য পুত্রকন্যার সমস্ত ঘটনাই আমার জানা আছে।"

কাশী মুহূর্ত্তের জন্য যেন কাঁপিয়া উঠিলেন। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এ সব তুমি কি কোরে জান্‌লে? রক্ষা কর আমাকে। টাকা বরং দুদিন পরে দিও। এখন যামীন দাও।"

মুক্তকণ্ঠে ওয়ারেণ কহিলেন "আমার জামীন নাই।"

"তবে অৰ্দ্ধেক টাকা এখন দাও, বাকি অৰ্দ্ধেক পরে দিও"

ওয়ারেণ পূর্ব্ববৎ কর্কশকণ্ঠে কহিলেন "আমার একটী পয়সারও সংস্থান নাই। আড়াই হাজার দিয়ে সুদশুদ্ধ পাঁচ হাজারের দাবি—অসম্ভব। আপনি হয় পাঁচ হাজারের রসীদ দিন, না হয় বলুন, সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ কোরে দি।"

কাশী কাঁদিয়া ফেলিল। সুদখোর লোক,—সুদের লোভে—দ্বিগুণ লাভের লোভে, টাকা ধার দিয়া এখন লাভে মূলে ভুল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় ত নাই,—কাশী অগত্যা পাঁচ হাজার পাউণ্ডের রসীদ লিখিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

বেলা ৫টা। আপিসঘর বন্দ করিয়া, ওয়ারেণ বাহির হইতেছেন,—সম্মুখেই দেখিলেন, একখানি সুদৃশ্য ফীটন গাড়ী। আরোহীর বয়স চল্লিশ। একটী বৃহৎ কোটের অসংখ্য পকেটে পত্র, অনুষ্ঠান পত্র, বিজ্ঞাপনী, বিবিধ রেলওয়ের ভাড়ার নিরূপণপত্র, স্মরণপুস্তিকা, ও পকেটবুক প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। স্বভাব অতি চঞ্চল. সর্ব্বদাই ঘড়ী খুলিয়া দেখা তাঁহার অভ্যাস। আরোহীকে সম্মুখে দেখিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া ওয়ারেণ কহিলেন, সেমুর যে? চলো বাড়ী যাই।

বাড়ী গিয়ে আহারাদি কোরে তারপর আসল কথা।” ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া, সেমুর কহিলেন, “আহারের সময় আমার নাই। ঘুরে ঘুরেই আমি মারা পোল্লেম। কাল এডিনবর্গ, তার পর বেষ্টল, এই রকম কত জায়গাই ঘুরছি। টাকার আমার বিশেষ প্রয়োজন। তোমার তহবিলে এখনো আমার বোধহয় ১৫ হাজার মজুত আছে। সেইটীই আমি এখন চাই। আমি আবার এখনি ফিরবো। এখনি চেক লেখ, বিলম্ব ক'র না।” ওয়ারেণ কহিলেন “তা হোচ্চে। এখনি দিচ্চি। তোমার গুপ্তকথা সব প্রকাশ হোয়ে পোড়েছে। তুমি কি কোরে বড় হোয়েছ, তোমার জন্মকাহিনী, কিছুই আমার অবিদিত নাই।”

বাধা দিয়া সেমুর কহিলেন “থাক। আর কাজ নাই, বিশেষ অনুরোধ আমার, গোপনে রেখো। তোমার অকৃত্রিম বন্ধুকে যেন বিপদে ফেলো না। এইটীই আমার শেষ অনুরোধ।”

“তার প্রমাণ? আপনি যদি সমস্ত টাকার রসীদ দিয়ে যান, তবেই আমি সম্মত আছি।” বিনা বাক্যব্যয়ে সেমুর পনের হাজার পাউণ্ডের রসীদ লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ওয়ারেণ সহাস্যবদনে কহিলেন, “চার।” মণ্ডবিলি আমার যথার্থই বন্ধু।”

পাপীয়স আসিল। ওয়ারেণ কহিলেন “বাড়ী যাও। কাল সকালে সকালে এসো। আজ অনেক টাকা খরচ হোয়ে গেছে। মার্ত্তণ্ড, বেলামী কাশী, সেমুর। এদের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়েছি।” দেউলে মুনিবের অকস্মাৎ এ টাকার উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করিতে করিতে পাপীয়স প্রস্থান করিলেন। আবার তখনি আসিয়া সংবাদ দিলেন “নরফোক হইতে একটী ভদ্রলোক এসেছেন, সাক্ষাৎ কোর্ত্তে চান।” আনন্দিত হইয়া ওয়ারেণ আজ্ঞা দিলেন “এই ঘরে আস্‌তে বল।”

বৃদ্ধ স্মিথার আসিয়াই কহিলেন, “অসময়ে এসে বড় কষ্ট দিলেম। ক্ষমা কোর্ব্বেন। আমি এই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক শ বার লিখেও আমার উইলখানি পেলেম না। কালও এক পত্র লিখেছি।”

“কাল ত কোন পত্র আমি পাই নাই।” ওয়ারেণ পত্রপ্রাপ্তি অস্বীকার করিয়া কহিলেন “তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। আমি আপনার ভগিনীর বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক আছি। এ সম্বন্ধে আপনার চেয়েও আমার

দারিদ্র্য অধিক। তিন হাজার তিন শ পাউণ্ডের জন্য অত ব্যস্ত কেন? ৬৮ বৎসর বয়সে আপনার ভগ্নির মৃত্যু হয়। সেই থেকেই তাঁর সমস্ত বিষয় আমার অধিকারে আছে।"

স্মিথার কহিলেন "অনেকগুলি আমার পরিবার। ৫৩ জন। আর ন্যাকিংটনের বালকটী ধোরে ৫৪ জন। এতগুলি লোকের খোরাক আমাকে দিতে হয়।"

গম্ভীরস্বরে ওয়ারেণ কহিলেন "টাকা দেওয়ায় আমার বাধা নাই, আর অতগুলি ছাত্রের ব্যয়ভার বহন কোরেও অবশ্য আপনার লাভ থাকে। পরিবারভুক্ত ছাত্র দ্বারা আরও অনেক লাভজনক কাজ হোয়ে থাকে। সে সব যাক। আপনার সম্বন্ধেও অনেক গোল বেরিয়েছে। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে উলউইচে যখন আপনি শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ের সব গুপ্তকথা আমি জান্‌তে পেরেছি।"

স্মিথার সজলনয়নে কহিলেন "মহাশয়! প্রকাশ কোর্ব্বেন না। আমার সর্ব্বনাশ কোর্ব্বেন না। প্রকাশ হোলেই আমি মারা যাব। কখনও আপনার কোনও অনিষ্ট কোর্ব্ব না। উইল আমি চাই না। টাকারও আমার দরকার নাই। সুদ দিবেন। কিম্বা সুদ চাই না। যা ইচ্ছা আপনি তাই করুন।"

গম্ভীরস্বরে ওয়ারেণ কহিলেন "তোমার প্রস্তাবেই আমি সম্মত হোলেম। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, তবে আপিসের নিয়ম বোলেই আমি বোলছি, একখানি রসীদ লিখে দিয়ে যাও।"

স্মিথার একখানি রসীদ লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সহাস্যবদনে ওয়ারেণ আপনা আপনি কহিলেন "পাঁচ।"

রসীদগুলি সযত্নে রাখিয়া, ওয়ারেণ হাইবরীতে প্রস্থান করিলেন। গৃহপ্রবেশের পথে তাঁহার ভৃত্য অভিবাদন করিয়া কহিল, "শ্রীমতী ত্রিবর আপনার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন। ওয়ারেণ দ্রুতপদে এথেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী এথেল অভিবাদন করিয়া কহিল, "আমি বড় বিপদে পোড়েছি। আমি নির্জ্জনবাস মনস্থ কোরেছি। এ জীবনে আমার আর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। গোপনেই আমি সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি।"

সস্নেহ বচনে প্রবোধ দিয়া ওয়ারেণ কহিলেন "সেজন্য তোমার

ভাবনা নাই। তোমার স্বামীর প্রদত্ত সেই পাঁচ হাজার পাউণ্ড সুদে খাটালে প্রতি বৎসর দেড় শ পাউণ্ড আয় হবে। আমি প্রতি ৬মাস অন্তর ঐ টাকা পাঠিয়ে দিব। আমি নিজে ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানি। তোমার বাসায় এত গোপনে পাঠিয়ে দিব যে, ডিউক তাহা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পার্ব্বেন না। তুমি কোথায় থাক, সেই ঠিকানাটী আমাকে লিখে দিয়ে যেও।"

আশাতীত অনুগ্রহে উৎফুল্ল হইয়া, এথেল কহিলেন, "আপনার এ অনুগ্রহ আমি জন্মেও ভুল্‌বো না। আপাততঃ আমার বাসার ঠিক নাই। সে সব কথা পরে লিখে জানাব।"

"বেশ কথা।" দুখানি ছাপান কাগজ এথেলের হাতে দিয়া ওয়ারেণ কহিলেন, "এতে নাম সই করো।"

মণ্ডবিলি এতক্ষণ ভোজনাগারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এথেল প্রস্থান করিলেই, তিনি দ্রুতপদে ওয়ারেণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা কহিয়া, এথেলের অনুসরণ করিলেন।

এথেলের গাড়ী আগে আগে চলিয়াছে। মণ্ডবিলির গাড়ী তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। কামদন ষ্ট্রীটে এথেল গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মণ্ডবিলির গাড়িও অদূরে আসিয়া লাগিল।

এথেল দ্রুতপদে তাঁহার সাময়িক আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রধান ভাবনা "আলফ্রেড।" অনেকক্ষণ তিনি তাহার স্নেহের কুমারকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাই দ্রুতপদে এথেল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলফ্রেডকে ক্রোড়ে লইলেন তাঁহার হৃদয় হইতে চিন্তার ভার খসিয়া গেল।

তখনি দ্বারদেশে আঘাত হইল। একজন ভৃত্য এথেলকে কহিল "একটী ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" এথেলের মুখ শুখাইল। ডিউক কি আবার তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। মণ্ডবিলির সহিত এথেলের সাক্ষাৎ হইল। ভদ্রতা জানাইয়া মণ্ডবিলি কহিলেন, "আমি আপনার অপরিচিত। কিন্তু তাই বোলে ভাববেন না, আমি অন্য কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সিদ্ধ কোর্ত্তে এসেছি। আমি আপনার উপকার কর্ব্বো। অতি গরীব হয়ে পোড়েছেন আপনি। আপনার পুত্রের পোষণ চলাই ভার।"

"না মহাশয়! তাতে আমি বরং অপমান বোধ করি, আমার যে টাকা লণ্ডন ব্যাঙ্কে আছে, তাই আমার পুত্রের পক্ষে যথেষ্ঠ।"

মণ্ডবিলি হাসিয়া কহিলেন "আপনি ত আপনার স্বামীর প্রদত্ত সেই পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কথা বোল্‌ছেন? সে টাকার এক পয়সাও আপনি পাবেন না।"

"সে আপনার ভ্রম!" হাসিয়া এথেল কহিলেন "এ কথার সবই মিথ্যা।"

"আপনারই এ ভ্রম!" দৃঢ়তার সহিত মণ্ডবিলি কহিলেন "আপনারই এ ভ্রম। টাকা না পেয়ে আপনি রসীদ দিয়েছেন। দালাল ওয়ারেণ, আপনার কাছে যে দুখানি ছাপান কাগজে নাম সই কোরে নিয়েছেন, সেই দুখানিই রসীদ। আপনি সমস্ত টাকা বুঝে পেয়ে রসীদ লিখে দিলেন, এই কটী কথাই তাতে লেখা আছে। টাকা না পেয়ে আপনি রসীদ লিখে দিয়ে এসেছেন। সে টাকার এক পয়সাও আপনি ফিরে পাবেন না।"

বিস্মিত হইয়া এথেল কহিলেন, "জুয়াচোরে আমার পাঁচ হাজার পাউণ্ড ঠকিয়ে নিলে? তবে আমার আলফ্রেডের উপায়? মাতার সম্মুখে হতভাগ্য সন্তান অনাহারে প্রাণত্যাগ কোর্‌বে? আমার প্রতিজ্ঞা——" এথেলের কণ্ঠরোধ হইল,—অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে এথেল আবার বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা—এখন আপনি একটী উপকার করুণ আমার, আমার একখানি পত্র নিয়ে ডিউকের কাছে যান। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁর হতভাগ্য সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য অবশ্যই তিনি সাহায্য কোর্‌বেন।"

"সে আশাও নাই।" সহৃদয় মণ্ডবিলি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সে আশাও আর নাই। ডিউক বাহাদুর আজ বৈকালে তিন বৎসরের জন্য প্রবাসে গেছেন।"

মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, বিষাদিনী এথেল কহিলেন, "হায়! আমার চারিদিকেই বিপদ।"

কাতরকণ্ঠে মণ্ডবিলি কহিলেন, "তুমি আমাকে চেন না। কিন্তু তোমার পিতা ও আমার পিতা, ইহাঁদের পরস্পরের বেশ সম্প্রীতি ছিল, তোমার পিতা"—

"কাপ্তেন প্রসর।" না বলিতে বলিতে—এথেল বলিলেন।

"হাঁ। কাপ্তেন প্রসর। আমিও এই বোল্‌তে যাচ্ছিলেম। তিনি ঐ যে—কোথায় থাক্‌তেন—"

"সাউথডেল।" এথেল কহিলেন "সাউথডেল।"

মণ্ডবিলি কহিলেন "হাঁ। সাউথডেল। ডর্সেট সায়রের পল্লী সাউথ ডেল। আমিও ঐ নাম কোত্তে যাচ্ছিলেম। আমার পিতা তোমার পিতার নিকটে এক শ পাউণ্ড ধার কোরেছিলেন। আমি সেই টাকা এখন দিতে চাই।"

এথেলের মাথায় বিপদের রাশি চাপিয়া পড়িয়াছে। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কাতরকণ্ঠে কহিলেন "আমাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনার ভদ্রতা আমি জীবনে কখনও ভুল্‌বো না। ঐ টাকা লওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু এখন আমার সে সময় নয়।" এথেল অর্থ গ্রহণ করিলেন। মণ্ডবিলি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসিবার সময় বলিলেন "কাল বৈকালে আবার আসবো।" মধ্যে আসিতে আসিতে মণ্ডবিলি আপনাআপনি বলিলেন "এথেল আমার।" দূরে তাঁহার গাড়ী ছিল,—তিনি তখনি প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ তরঙ্গ।

"নখেতে ছিঁড়িব চোক্ খুলে খাব
রুধীরে করিব স্নান।
প্রতিহিংসা তবে মুছিয়া যাইবে
শীতল হইবে প্রাণ।"

প্রমীলা।

গত রজনীর বৃত্তান্ত পনস্ফোর্ড এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। টিম গাফনী ও জ্যাক পেপারকর্ণ তাঁহার যে সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার যেন মনেই নাই। যে দলীলে তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, সেই দলীল অপহৃত হইয়াছে——দৃকপাত নাই। ষ্টিফেনও

সে সব কিছু প্রকাশ করেন নাই। তিনি বিশেষ সন্ধান পাইয়াই গাফ-নীকে ধরিতে পারিয়াছিলেন।

প্রমীলা প্রত্যহই অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী প্রমীলা অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছেন। ষ্টিফেন কার্য্যানুরোধে পল্লীর বাহিরে গিয়াছিলেন, আসিবার সময় দেখিলেন, অশ্ব প্রাণপণে ছুটিয়াছে। প্রমীলার টুপি উড়িয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছেন, ঘোড়াকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। ষ্টিফেন মনে করিলেন, ছুটিয়া গিয়া অশ্বটিকে ফিরাইবেন। চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে প্রমীলা পড়িয়া গেলেন। ষ্টিফেন ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, প্রমীলার চৈতন্য নাই। ষ্টিফেন প্রমীলাকে কোলে তুলিয়া লইলেন;——দেখিলেন, তেমন সুন্দরী বুঝি এ জগতে নাই। প্রমীলার সৌন্দর্য্যে যেন ষ্টিফেনের হৃদয় ডুবিয়া গেল। অবসন্নমনে, যেন কলের পুত্তলির ন্যায় ষ্টিফেনের ওষ্ঠদ্বয় প্রমীলার গোলাপগণ্ড স্পর্শ করিল। প্রমীলা একবার চক্ষু চাহিলেন। আবার তখনি, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ষ্টিফেনের চরিত্রে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! ক্রোধে, ঘৃণায়, হিংসায়, ষ্টিফেন যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন;—উত্তেজিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমি কি মূর্খ! আমি আমার জননীর শেষকথা কয়টী ভুলে গেলেম? প্রতিহিংসা, ঘৃণা, সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে বিষমাখা ছুরি দিয়ে চির্‌ছে।"

ষ্টিফেন অচৈতন্য প্রমীলাকে আলিঙ্গন করিলেন। বারম্বার মুখচুম্বন করিলেন। তখন বাড়ীর সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, তখনও প্রমীলার চৈতন্য হয় নাই। ষ্টিফেন প্রমীলাকে ক্রোড়ে করিয়া আপনার ঘরে আনিলেন। কিয়ৎকাল পরেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাননীয় পনস্ফোর্ড্ অদূরেই পদ-চারণ করিতেছেন। নিকটে আসিয়া পনস্ফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্টিফেন! সব কাজকর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরেছ ত? তোমাকে যে সব মোটা মোটা কাজ কোর্ত্তে হবে, মনে যদি না থাকে, তবে বরং একটা ফর্দ্দ কোরে নিও।"

ষ্টিফেন সক্রোধে বলিলেন "ও সব কি কথা বলেন মহাশয়! ও সবের কিছুতেই আমি নাই। আমাকে আপনি ছোট ভাব্‌বেন না। মনিব আছ, তুমিই আছ; তাতে আর আমার কি কাজ?"

বিস্মিত হইয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন, "আহা! তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি? ও সব কি বোল্‌চ? প্রভু আমি, অবশ্য সম্মানের সহিত কথা কওয়াই তোমার উচিত।"

ষ্টিফেন ক্রমেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। তিনি অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার সম্মান! সম্মানের আমরা কি ধার ধারি? তোমার আবার সম্মানই বা কি?——জালিয়াত, পাষণ্ড, বদমায়েস্!"

পনস্ফোর্ড ক্রমেই বিস্মিত হইতেছেন। তিনি বিস্ময়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি ষ্টিফেন? অত বাজে কথা কেন? তুমি একবারে খেপে গেছ দেখ্‌ছি।"

"আমি খেপেছি?"—মর্ম্মদাহে উত্তেজিত হইয়া ষ্টিফেন কহিলেন, "আমি খেপে গেছি? আর না খেপবারই বা কারণ কি?—তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ। রাগ কোরো না, সত্য কথা বোল্‌ছি, শোন—স্থির হয়ে শোন—জেনে রাখ আমি কে। অনেকদিন হ'য়ে গেল, সুন্দরী অদলিদ্ ক্লারেকার প্রতি তোমার পাপদৃষ্টি পড়ে। হতভাগিনীর অবিভাবক ছিল না। একমাত্র বৃদ্ধা জননী। সুতরাং তাকে পাপপথে আনৃতে বড় বেশী সময় লাগে নাই। তুমি তাকে মজালে, সংসার না চিনে, চপলবুদ্ধি ক্লারেকা তোমার প্রলোভনে মোহিত হ'য়ে, তোমাকে আত্ম সমর্পণ কোল্লে; কিন্তু লম্পটের ভালবাসা কতদিন স্থায়ী হয়? ক্লারেকাকে তুমি বিষ-নয়নে দেখ্‌তে লাগলে; যাকে হৃদয়ে রাখ্‌তে উন্মত্ত ছিলে, তাকে তুমি পা দিয়ে দলিত কোল্লে, ক্লারেকা অনুপায় হ'য়ে পিঙ্গলকে ভালবাস্‌লে। জীবনে এই তার প্রথম পতন। তুমি এই সংবাদ পেয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে, পিঙ্গলের সর্ব্বনাশ কোল্লে, পিঙ্গল ও ক্লারেকা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালে। হতভাগিনীর বৃদ্ধা মাতার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই; দুরবস্থার সীমা নাই। তাঁর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস তোমাকে এখনো নরকে নিয়ে যা'চ্চে না কেন, তা আমি বুঝতে পাচ্চি না।" ষ্টিফেন নীরব হইলেন।

ভীত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে পনস্ফোর্ড্ কহিলেন "আমি তাকে ভালবাস্‌তেম। ঈশ্বরের দিব্য, আমি তাকে ভালবাস্‌তেম।"

"ভালবাস্‌তে?" পুনর্ব্বার মর্ম্মাহত যুবক ষ্টিফেন রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত

করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন "তুমি তাকে ভালবাস্‌তে?—তুমি তাকে ভাল বাস্‌তে না। তুমি কখনই তাকে ভালবাস্‌তে না। তুমি তার সর্ব্বনাশ কোরেছ, তার সতীত্ব নষ্ট কোরেছ, তাকে পবিত্র সতীত্বের উচ্চচূড়া হোতে পাপের গভীর কূপে ডুবিয়েছ। তুমি আবার বল, ভালবাস্‌তে? তুমি বঞ্চক বদমায়েসী তোমার হাড়ে হাড়ে। শুনে যাও, তুমি যখন তাকে ঘৃণা সহিত ত্যাগ কোল্লে,তখনি হতভাগিনী পিঙ্গলের প্রেমে জড়িত হলো ধিক্ আমাকে, আজ আমাকে এই সব কথা তোমাকে শোনাতে হ'চ্চে পিঙ্গল, ক্লারেকাকে নিয়ে তোমার ভয়েই লণ্ডনে পালিয়ে যায়। কয়েক মাস সেখানে বেশ থাকে। তারপর, কি জানি কেন পিঙ্গল, ক্লারেকাকে নির্ব্বাসিত কোল্লে। পিঙ্গল নিজে অন্য একজনকে বিবাহ কোরে, নূতন স্ত্রী নিয়ে পালিয়ে গেল। নির্ব্বাসিত হবার কয়েক মাস পরেই ক্লারেকা গর্ভে আমার জন্ম। জগতে দাঁড়াবার স্থান নাই, সহায়সম্পত্তি নাই ধনজন নাই, হতভাগিনী, পুত্রটী কোলে কোরে দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লা'গলো। একরকম ভিক্ষা কোরেই মাতা আমার জীবিকা নির্ব্বা কোত্তে লাগ্‌লেন। এক বৎসর যখন আমার বয়স, তখনই মাতা আমা একটী উদ্যানের রক্ষয়িত্রী হোলেন। ৬ মাস বেশ কেটে গেল, কি তুমি—জন পন্‌স্ফোর্ড, তুমি তাঁর সুখের চাঁদের রাহু তুমি, তুমিই ষড়য কোরে তাঁর সে চাকুরীটুকু নষ্ট কোরে দিলে। তারপর, এক ভদ্র পরিবারে আশ্রয় পেলেম—তুমি সেখানেও শত্রুতা সাধন কোত্তে ভুল্‌লে না। বিবাহে পূর্ব্বে আমি জন্মেছি, সেই কথায় বিশ্বাস কোরে দয়াময় গৃহস্বাম আমাদের স্থানান্তরে যেতে আজ্ঞা কোল্লেন। তারপর আর এক ভদ্রপরি বারে আশ্রয় পেলেম, সেখানেও তোমার রোষবহ্নি প্রবেশ কোরে আমাদে দগ্ধ কোল্লে। মাতা আমাকে নিয়ে লণ্ডনে এলেন। তখনো তোমা রাগ মিটে নাই। তুমি ক্লারেকাকে প্রহার কোল্লে। দাতব্য চিকিৎস লয়ের ৬ মাস চিকিৎসায় তবে তিনি আরোগ্য হোলেন। অনা আশ্রমে কষ্টভোগ মনে কোরে মাতা আমাকে এক ভদ্র পরিবারে আশ্রয়ে রাখ্‌লেন। নানাস্থানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে, মাত শরীর ভগ্ন হোয়ে গেল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন কোল্লেন। দিন কত রোগের যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি কোরে, শেষে প্রাণ ত্যাগ কোল্লেন। প্রা ত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি আমার জীবনের এই ঘটনা প্রকাশ করে

র্ট পিঙ্গলকে আমি জানি, সে একজন পাকা বদমায়েস। কিন্তু ও, তিনি আমার জন্মদাতা। মাতার শবের পাশে বোসে, ঈশ্বরকে রেখে, দুটী প্রতিজ্ঞা করি। প্রথম প্রতিজ্ঞা,—আমি ছ মাস শোকবসন রণ কোর্ব্বো, আর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা আমার যে, যে হতভাগ্য আমার কে বঞ্চনা কোরেছে, যে নরাধম আমার মাতামহীর সকল খ নষ্ট কোরেছে, সেই—সেই নরাধমকে আমি যে রূপে পারি াস্তি দিব।"

ভীত হইয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন "ষ্টিফেন! তবে তুমি কি আমাকে কোর্ব্বে? আমার জীবন নষ্ট কোর্ব্বে তুমি?"

"না না। তা তুমি ভেবো না। জীবন তোমার অক্ষয় হোক। র্ঘজীবন তুমি লাভ কর।" ষ্টিফেনের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে নস্ফোর্ড সভয়ে কহিলেন "ও কি কথা ষ্টিফেন!—প্রমীলার ঘোড়া যে ই দিকে আস্‌ছে, জীন লাগাম আছে, সওয়ার নাই!—তবে কি আমার পড়ে গেছে!—মারা গেছে সে!"

ষ্টিফেন এ কথায় কর্ণপাত না করিয়াই কহিলেন "তুমি বঞ্চক! বঞ্চনা রেই আমার মাতার সতীত্ব——"

"তা হোক, কিন্তু আমার কন্যা?"

"তুমি বঞ্চনা কোরে আমার মাতার সতীত্ব নষ্ট কোরেছ, আমি তার তিশোধ——"

"প্রতিশোধ! তা হোক, আমার কন্যা! আমার প্রমীলা? সে কি নাই?"

"আছে। যাও, আমার ঘরে দেখগে যাও। তার আমি সর্ব্বনাশ রেছি।" ষ্টিফেন পাগলের ন্যায় বিকট হাস্য করিলেন। পনস্ফোর্ড তপদে ষ্টিফেনের গৃহের দিকে ছুটিলেন। ষ্টিফেন ভীষণ প্রতিহিংসার বণতর বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ।

"—ভবেচেঁ উ দেখিয়ে কাতর হই
ডাক্‌চি তাই দুরিতাপনরে'র! তোর্ বাপের ত খাতক নই!!!"

রহস্য প্রকাশ!

রাত্রি দশটা। এক অতি নিভৃত সুসজ্জিত গৃহে, ইয়ং ডচেস্ বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখেরদিকে চাহিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি যেন কাহারও আগমন পথ চাহিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ডচেসের প্রিয়তমা সহচরী ললনা দুই জন পুরুষ সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লোক দুটীকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। ডচেস কহিলেন, "পূর্ব্বে যা হোয়েগেছে, সে সব কথা আর মনে কোরো না পরস্পরেই পরস্পরের প্রতিফল ভোগ করা হোয়েছে। এখন যে কাজের জন্যে তোমাদের ডেকেছি, তাই শুন।"

টিম গাফনী সসম্মানে কহিল, "কি আপনার প্রয়োজন, বলুন।" গাফনীর এই কথায় অনুকূল বাতাস দিবার জন্য পেপারকর্ণ কহিল, "আমরা আবার না পারি কি? স্বয়ং গাফনী যখন আপনার দিকে, তখন আর ভাবনা কি?"

ডচেস্ কহিলেন, "তা আমি জানি। মিডষ্টোনের প্রধান ঘোড়া সওদাগর তোমরা। তোমাদের সঙ্গী বিলও একজন কম লোক নন্। সকলকেই আমি চিনে এসেছি। সে সব কথা এখন যাক্। কাল তোমরা ডিউকের কাছে কখন এসেছিলে? সত্য বল।"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না। তার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। আপনার কথাই আপনি বলুন। অপরের কথায় কাজ কি আপনার? যে সব ভয়ানক ভয়ানক কাজের সংশ্রবে সর্ব্বদাই আমাদে থাক্‌তে হয়, তার একটী মাত্র প্রকাশ কোল্লেই আমাদের প্রাণ টানাটানি পড়ে।"

"আচ্ছা থাক।" ডচেস্ কহিলেন, "তবে সে কথা না হয় নাই বোল্লে। এখন শোন। যে পাঁচ শ গিণির জন্যে গ্লিডষ্টোনের কল-ঘরে আমাকে বন্দী কোরেছিলে, সেই পাঁচশ গিণিই পুরস্কার পাবে। কাজ তেমন শক্ত নয়। প্রাসাদের পশ্চাতে যে প্রকাণ্ড গাছগুলি আছে, সেই গাছের অন্তরালে ২৫।২৬ বৎসর বয়সের একজন যুবাপুরুষ আমার জন্য অপেক্ষা কারবে। ১১টার মধ্যেই সে সেইখানে যাবে। কেন যে যাবে, তা তোমাদের জান্‌বার আবশ্যক নাই। তোমরা গোপনে তাকে ধোরে নিয়ে গিয়ে জলের চৌবাচ্চায় ফেলে দেবে। প্রাণে মারার দরকার নাই। ফেলে দিয়েই চোলে আস্‌বে। একটু শিক্ষা দেওয়া চাই। কাজ শেষ কোরে পুনরায় সেই স্থানে ফিরে এস। আমার সহচরী সেইখানে টাকা নিয়ে অপেক্ষা কোর্ব্বে। নগদ নগদ সমস্ত টাকা বুঝে পাবে।"

"আপনার কথাতেই আমরা বিশ্বাস কোল্লেম। চোল্লেম আমরা। কেহই আমাদের চিন্‌তে পার্ব্বে না। সর্ব্বদাই আমরা মুখোস্ কাছে রাখি। চোল্লেম তবে, টাকাটা যেন ঠিক সময়মত পাঠান হয়।" এই বলিয়া টিম গাফনী ও জ্যাক পেপারকর্ণ প্রস্থান করিল।

এক খানি ফিটন হইতে কিংষ্টন ও সিলবষ্টর বেকন্সফিল্ডে অবতরণ করিলেন। সিলবষ্টরকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কিংষ্টন যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। কিংষ্টন কতই ভাবিতেছেন। এক একবার ডচেসের সত্যবাদিতার প্রতি সন্দেহ হইতেছে, আবার তখনি স সন্দেহ দূর হইতেছে। অকস্মাৎ কিংষ্টনের চক্ষে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়িল। কিংষ্টনের হৃদয় সন্দেহ দোলায় দুলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিদ্বয় কিংষ্টনের সম্মুখে। কিংষ্টন সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমরা?"

মূর্ত্তিদ্বয় সমস্বরে কহিল "চুপ!" কিংষ্টন কি বলিতে যাইতেছিলেন, অবসর পাইলেন না। দস্যুদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। প্রাণপণযত্নে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কিংষ্টন বুঝিলেন, তাঁহার ক্ষমতা ইহাদিগের তুলনায় অনেক অধিক। সুতরাং, চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। দস্যুদ্বয় তাঁহাকে যে কোথায় লইয়া যাইবে, এখন ইহাই তাঁহার দেখিতে বাসনা।

দস্যুদ্বয় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চৌবাচ্চার নিকটে উপস্থিত করিল।

কিংষ্টন বুঝিলেন। সবলে ধাক্কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। পুনর্ব্বার ধাক্কা দিয়া দস্যুদ্বয়কে চৌবাচ্চার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিংষ্টন বুঝিয়াছেন, এই কাণ্ড ডচেসের ষড়যন্ত্রেই হইয়াছে। তবুও এক একবার তাঁহার যেন সন্দেহ হইতেছে। তিনি দ্রুতপদে আবার সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। একটী বামাকণ্ঠ উচ্চারণ করিল, "তোমরা?" কিংষ্টন উত্তর করিলেন "হাঁ।" বামাকণ্ঠ উচ্চারণ করিল "তোমার বন্ধু কোথায়? টাকা এনেছি।" কিংষ্টন না বুঝিয়াই কৌশলে উত্তর দিলেন, "তাকে রাস্তায় রেখে এসেছি। টাকা দাও।"

রমণীর যেন সন্দেহ হইল। তখনি পশ্চাদ্দ্বার উন্মুক্ত হইল। আলোকে লবনা দেখিলেন, কিংষ্টন! কিংষ্টন দেখিলেন, লবনা! তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি তোমার কর্ত্রীর প্রজা? আমি কি এতই নীচ? আমার জীবন নষ্ট কোত্তে তাঁর এত চেষ্টা? —কোথায় তিনি? আমি একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চাই।"

চতুরা লবণা কহিলেন "তিনি এখানে নাই। স্থানান্তরে আছেন। আজ আর সাক্ষাৎ হবে না।"

"হবে না?" কিংষ্টন তীব্রকণ্ঠে কহিলেন "সব মিথ্যা কথা। উপযুক্ত কর্ত্রীর উপযুক্ত সহচরী। তোমাদের কথা চেয়ে ব্যবসায়ী মিথ্যাবাদীর কথাও সারবান জ্ঞান করি। আমি ত মোরতেই বোসেছি, ভয় কি আমার? ডচেস্ আমার উপপত্নী!—আমি এই কথাই সর্ব্বত্র প্রকাশ কোর্ব্বো। আর্ডলীর ডচেস্ আমার উপপত্নী, এত আমার পক্ষে পৌরষের কথা।"

লবনা ভয় পাইয়া কহিলেন "অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।" লবনা প্রস্থান করিলেন। ডচেস্ অন্তরালে থাকিয়া সবই দেখিয়াছেন, সবই শুনিয়াছেন। তিনি দ্রুতপদে কিংষ্টনের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন "কি হয়েছে? আমি বড় বিপদে পোড়েছি। যথাসময়ে না আসতে পেরে বড়ই লজ্জিত হয়েছি। করি কি বল? আমি এ বাড়ীতে ছিলেম না। আমার শাশুড়ীর কঠিন পীড়া। সেইখানেই আমাকে থাকতে হয়েছিল। মনে কিছু কোরো না।"

ক্রুদ্ধ হইয়া কিংষ্টন কহিলেন "আমি ওসব কথা আর এখন বিশ্বাস করি না। তোমার মুখোসপরা ডাকাত অনুচর দুটী জলে পোড়ে ঠাণ্ডা

হচ্চে। তাদের উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে। যাক, সে সব আর কাজ নাই। তুমি ইচ্ছা কোরেই বিপদ ডেকে আন্‌লে। আমি এখন ধর্ম্মের দায়ে মুক্তি পেলেম। কাল কাগজে পত্রে—লোকের মুখে তোমার গুণের কাহিনী দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে। সে সব শুনে তুমি সুখী হয়ে যাবে। আমি তবে বিদায় নিলেম।" কিংষ্টন অগ্রসর হইলেন।

কাতর হইয়া ডচেস্ কহিলেন "যেও না, যেও না। একটী কথা শুনে যাও। ভালবেসেছি, জীবন উপহার দিয়েছি, তারই কি এই প্রতিদান? অপরাধ কি আমার? ভাল, না হয় স্বীকারই কোচ্চি, আমিই এই সব বিপদের মূল। কিন্তু এ অপরাধের কি মুক্তি নাই?',

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিংষ্টন কহিলেন "আছে। পঁচিশ হাজার পাউণ্ড! যদি কাল সন্ধ্যার মধ্যে ঐ টাকা আমার বাসায় পৌঁছে দিতে পার. তবেই মুক্তি। কালও আমি অপেক্ষা কোরে শেষ দেখা দেখ্‌বো।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ডচেস্ কহিলেন "তাই স্থির রইল। কাল বৈকালেই তুমি পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের চেক পাবে। তোমার বাসায় সে চেক পাঠিয়ে দিব। আমার সর্ব্বনাশ যেন কোরো না।" সম্মত হইয়া কিংষ্টন প্রস্থান করিলেন।

কিংষ্টন দ্রুতপদে বেকন্সফিল্ডে পৌঁছিলেন। তথায় গাড়ী নাই! সিলবষ্টর তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা তাঁহাকে হাঁটিয়া গিয়া সে রাত্রির জন্য থর্ণবরী পার্কে শয়ন করিতে হইল। প্রত্যুষে লণ্ডনে গিয়া হটন গার্ডেনে সিলবষ্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শুনিলেন, সিলবষ্টর নাই। তিনি পুনরায় বৈকালে আসিবেন, এই সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার জন্য ভৃত্যকে অনুরোধ করিয়া আপন বাসায় প্রস্থান করিলেন।

প্রত্যুষেই ডচেস্ তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। প্রত্যুষেই তিনি আর্ডলী প্রাসাদে তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বিবর্ণমুখে ডিউক কহিলেন "মেরি! অসময়ে যে? কোন্ বিশেষ আবশ্যক আছে কি?"

"হাঁ হার্ব্বার্ট!" ডচেস্ স্বামীর পার্শ্বস্থিত আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন "হাঁ প্রিয়তম! বিশেষ আবশ্যক আমার। যে আবশ্যকে আমার জীবনমরণ নির্ভর, সেই আবশ্যকে আমি এসেছি। তোমার কৃপার উপরেই এখন আমার জীবন নির্ভর কোচ্চে।"

বিস্মিত হইয়া ডিউক কহিলেন "সে কি কথা মেরি! তোমার কথায় আমার বড় ভয় হচ্ছে যে। কি আবশ্যক, বল।"

ডচেস্ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "তুমি যে দলীলে সই কোরেছ, যে দলীল আমার কাছে আছে, আমি এখনি সেখানি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। পঁচিশ হাজার পাউণ্ড আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি বড় দায়েই পোড়েছি, আমাকে রক্ষা কর। একটী লোক কাল বৈকালে ঐ টাকা না পেলে আমাকে অপমান কোর্ব্বে। সেই অপমানেই হয় ত আমি মারা যাব। কাকে টাকা দিব, তা জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডিউক কহিলেন "আচ্ছা। আমি তোমাকে ঐ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দিচ্চি।" ডিউক তৎক্ষণাৎ একখানি চেক দিলেন। ডচেস্ তখনি পূর্ব্ব দলীল খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। আপনার ঘরে আসিয়া চেক খানি একখানি খামের মধ্যে পুরিয়া তাহাতে শিরোনাম লিখিয়া লবনাকে কহিলেন "এই পত্র খানি স্যর এবেল কিংষ্টনের বাসায় ৪টের মধ্যে পৌঁছে দিও। স্প্রিং গার্ডেনে তাঁর বাসা।"

ডচেস্‌কে বিদায় দিয়া ডিউক, দালাল ওয়ারেণের নিকট প্রস্থান করিলেন। এথেলের সংবাদ গ্রহণই এই গমনের উদ্দেশ্য।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ।

"No Riches now can raise me
no woe make me despair,
no misery amaze me
nor yet for want I care."

A. B.

"But sorrow returns again, like a thin cloud on the moon."

আবার দুঃখ।

বেলা ১টা অতীত, ২টার মধ্যে। স্প্রিং গার্ডেনের বাসায় কিংষ্টন বসিয়া আছেন। পার্শ্বে বন্ধু সিলবষ্টর। সম্মুখে জলযোগ প্রস্তুত, বিবিধ স্বাদের বিবিধ রঙের বিবিধ নামের বোতলেরা বন্ধুদ্বয়ের পরিচর্য্যার মানসে উৎফুল্ল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে। বন্ধুদ্বয় সকলকেই যথাসময়ে পরিতৃপ্ত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না।

সিলবষ্টর কহিলেন "বেশ মদ। একপাত্রেই ভরপুর নেশা। এসব জিনিস এই রকমই চাই।"

কিংষ্টন এই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন "আমারও ঐ মত। আমার ইচ্ছাও ঠিক ঐ রকম। তাতেই আমি ভাল ভাল মদ আনাই। মদটা ভালই চাই। তা না হলে বন্ধুবান্ধবের কাছে মান থাকে না। ইয়ারকী জমে না।—ফাঁকা ফাঁকা বোলে বোধ হয়। তোমার ভগ্নীর বিবাহে মদের তদ্বিরটে যেন ভাল রকমই হয়।"

"কিছু বাধা আছে।" দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ম্লান হইয়া সিলবষ্টর কহিলেন "আবার বাধা পোড়েছে। ওসবর্ণের সহিত বিবাহ হয় কি না সন্দেহ। চার দিকেই গোল।"

এদিকে গৃহমধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় লবনার গাড়ী আসিয়া লাগিল। লবনা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সম্মুখে দেখিল, ডিউক। লবনা চমকিত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখানে?"

গম্ভীরস্বরে ডিউক উত্তর করিলেন "হাঁ আমি এখানে। তোমার এখানে আবশ্যক কি?"

"একখানি পত্র দিতে এসেছি।"

"উত্তর চাও কি ?"

"না।"

"দাও। আমার হাতে দাও। আমিই কিংষ্টনকে পত্র দিব। একথা মেরীকে বোলো তুমি। ভয় কি তোমার ?"

লবনা পত্র খানি ডিউকের হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন। ডিউক দ্রুত-পদে কিংষ্টনের বৈঠকখানায় দর্শন দিলেন। সিলবষ্টর তখন উঠিয়া গিয়াছেন। পরস্পরে যথেষ্ঠ ভদ্রতা প্রদর্শনের পর ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠিক এই সময় কারও আসবার কথা ছিল কি ?" কিংষ্টনের মুখ শুকাইল। কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ডিউক আবার কহিলেন, "আমিই সেই খবর নিয়ে এসেছি। পঁচিশ হাজার পাউণ্ড পাবার আশায় তুমি অপেক্ষা কোচ্চ, কিন্তু জেনে রাখ, এক শিলিংও তুমি পাবে না।"

কিংষ্টন যেন অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আপনার স্ত্রী নির্দ্দোষী। কোন দোষ তাঁর নাই। আমি মিথ্যা দোষ দিয়ে—রাহাজানী কোরে টাকা নিয়ে বড় লোক হতে চাই না। এমন জুয়াচুরীর মতলবে আমার বড়ই ঘৃণা। আপনি লেম্‌বাথ ষ্ট্রীটে গিয়ে এখনো আপনার স্ত্রীকে দেখ্‌তে পারেন। তিনি এখনো সেখানে আছেন। এখনি যান।"

"আচ্ছা তাই হবে।" এই বলিয়া ডিউক প্রস্থান করিলেন। তিনি লেম্বাথে গেলেন না, আর্ডলী প্রাসাদে চলিলেন।

লবনা সমস্ত কথাই ডচেস্‌কে জানাইয়াছেন। ডচেস বুঝিয়াছেন, ডিউক অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কার্য্যেও হইল তাহাই। ডিউক সহাস্যবদনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন "মেরি! তুমি নির্দ্দোষী। আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি, অতি নির্ম্মল চরিত্র তোমার। তোমার শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছি। লেম্‌বাথ ষ্ট্রীটে সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে বোলেছে। ব্যাপারটা কি ?"

ডচেস্ উত্তর করিলেন "সেখানেই আমাকে তারা ধোরে নিয়ে যায়। ইমোজীন বোলে ভ্রম ক্রমেই, আমাকে ধোরেছিল। কানী বোলে এক-জন বদমায়েস লম্পটের পরামর্শে এই কাজ হোয়েছে। আমাকে লেম্‌বাথেই আটক কোরে রেখেছিল।"

বিস্মিত হইয়া ডিউক কহিলেন "সেকি? ইমোজীনের বাড়ীতে তোমার কি আবশ্যক?"

"এতদিন সে কথা বলি নাই।" বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডচেস্ কহিলেন "এত দিন সে কথা প্রকাশ করি নাই। সেখানে আমার কন্যা আছে। ইমোজীনই তার পালন-মাতা। আমি গোপনে কন্যাকে দেখ্‌তে যাই। মুখে আমার তখন ঘোমটা ছিল। দেখে শুনে পথে বেরুতেই আমাকে ধোরে নিয়ে যায়। এই টাকা দিবার অঙ্গীকারে মুক্তি পেয়েছি। টাকাটা ফিরিয়ে আনা ভাল হয় নাই। যদি এই সব কথা প্রকাশ করে—বদমায়েস লোক বদমায়েসী মতলবে যদি কোন কুকথাই ঘোষণা করে, তা হলে সে আক্ষেপ রাখ্‌বার আর স্থান থাকবে না। হয় ত আবার এর চেয়েও কোন গোল উঠবে। কলঙ্ক মনুষ্যজীবনের সয়তানী ছায়া। কলঙ্কে আমার বড় ভয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডিউক কহিলেন "ঠিক কথা। কাজটা ভাল হয় নাই। আমি চোল্লেম।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ডিউক প্রস্থান করিলেন।

কিংষ্টন বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, সেই মজলিসে ডিউক উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের যথেষ্ট সদালাপ হইল। সভ্যগণ সকলেই উম্মত্ত। কত কত অপ্রাসঙ্গিক কথা তাঁহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। এমন সময় একজন শান্তিরক্ষক অনুচর সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। শান্তিরক্ষকের আগমনে কিংষ্টনের মুখ শুকাইল। শান্তি-রক্ষক কহিল "কিংষ্টন! তোমার নামে গেরেপ্তারী পরওয়ানা আছে। বিশ্বাসঘাতক তুমি। চল। কাশী——"

সিলবষ্টরেরও মুখ শুকাইল। সিলবষ্টর কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন "আমি—আমি কাশী—"

"পরে শুনবে।" এইমাত্র বলিয়া শান্তিরক্ষক প্রস্থান করিল। অনুচর আসামীকে লইয়া তাহার অনুগমন করিল। বন্ধুগণ দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। ডিউক বাহাদুর বহির্দ্বারে ছিলেন। সিলবষ্টরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "সিলবষ্টর! অপেক্ষা কর। কথা আছে।"

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ।

"With sighs and tears I leave my native shore."
V. Æ. Book III.

"Thrice in my arms I strove her shade to bind,
Thrice thro' my arms she slipt like empty wind."
H. O. Book XI.

এখন আমি করি কি ?

এথেলের ভাবনার সীমা নাই। মণ্ডবিলি তাঁহার হৃদয়ে যে চিন্তার আগুণ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই প্রখর দহনেই তাঁহার হৃদয় বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ডিউক তিন বৎসরের জন্য প্রবাসে গিয়াছেন, তবে তাঁহার উপায় ? তাঁহার স্নেহের কুমারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহের কোন উপায়ই এখন নাই। হতভাগিনীর শিশুসন্তান অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবে! রাজবংশে—রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে আলফ্রেড আজ পথের ভিকারী! এথেলের এ যন্ত্রণা অসহ্য! ওয়ারেণের সহিত তাঁহার এতই কি শত্রুতা ছিল, যাহাতে সে তাঁহার এমন সর্ব্বনাশ করিল ? এথেল একবার ভাবিতেছেন, আমার জন্যই ডিউক বিবাগী হইয়াছেন। সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া হয় ত আমারই অনুসন্ধানে ডিউক পথে পথে বেড়াইতেছেন। আমি কি পাপিনী! আমি চক্ষের জল উপহার দিয়া জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; যিনি আমার জীবনের জীবন, যাঁহার জন্যই আমার জীবনের অস্তিত্ব, যাঁহাকে চক্ষে রাখিয়াও তৃপ্তি হইত না, শতবার দেখিয়াও সাধ মিটিত না, তাঁহাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, এই সমস্ত শাস্তি আমার সেই পাপের জন্য। এথেলের চক্ষে জলধারা বহিল। এথেল ভাবিতেছেন, কোথায় যাই, করি কি ? কোন স্থানে দাসীবৃত্তি করি, তাই বা পারি কৈ ? কোন উদ্যানের তত্ত্বাবধারণ, কোন পরিবারের সন্তানদিগের লালনপালন, তাই বা হয় কৈ, আমার আলফ্রেডের উপায় ? হটাৎ কামদন ষ্ট্রীটে এথেলের সাময়িক আশ্রমের গৃহিণী গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়া কহিলেন "এই দেখ, আজ এই কাগজে অনেক কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। পড়, বেশ কোরে বুঝে দেখ।" এই বলিয়া সংবাদ পত্র খানি টেবিলের উপর রাখিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ কাগজখানি টেবিলের উপরই রহিল। অনেকক্ষণ পরে এথেল নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে কাগজখানি পড়িয়া দেখিলেন। আশা হইল। তৎক্ষণাৎ বেশভূষা পরিধান করিয়া আলফ্রেডকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ধাত্রী সুসেনাকে বলিয়া গেলেন, ১২টার মধ্যেই তিনি ফিরিবেন।

গলি রাস্তার সম্মুখেই এথেল সাধারণ-যানে আরোহণ করিলেন। সুভদ্র যানাধ্যক্ষ তাঁহাকে যথাস্থানে নামাইয়া দিল। এথেল হান্দন কোর্টে উপস্থিত হইলেন।

হান্দন কোর্টের অধিকারিণী লেডী লংপোর্টের সহিত এথেলের সাক্ষাৎ হইল। এথেল দেখিলেন, লংপোর্ট সুন্দরী। সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত, বয়স চল্লিশের মধ্যে। এথেল যথেষ্ঠ সম্মানের সহিত কহিলেন "আমি এত সকালে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে এসে ভাল করি নাই। ক্ষমা কোর্ব্বেন।"

"না না।" আগ্রহের সহিত বাধা দিয়া লেডী কহিলেন "না না, তা তুমি মনে কোরো না। আমি গ্রীষ্মকালে ৬টা আর শীতকালে ঠিক ৭টার সময় উঠি। ৯টার মধ্যে আমার বাল্যভোজন শেষ হয়ে যায়। তুমি অত কুণ্ঠিত হ'য়ো না। ঠিক সময়েই তুমি এসেছ। আবশ্যক কি তোমার? আমি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, তারই কোন কথা তুমি কি বোল্‌তে এসেছ?"

"হাঁ। সেই চাকরীটীর জন্যেই আমি এসেছি। অভাগিনী আমি। পৃথিবীতে আপনার বোল্‌তে আমার আর কেহ নাই। ছেলেটী নিয়ে আমি বড় কষ্টে পোড়েছি। আপনি আমাকে রাখুন।—আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করুন।" নয়নের জলে এথেলের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

লেডী লংপোর্টের সরল হৃদয় সেই নয়ন জলে দ্রবিভূত হইল। সমব্যথা জানাইয়া লেডী কহিলেন "কেঁদো না। লোকের অবস্থা কিছু সকল সময় সমান যায় না। আমি অনেক দরখাস্ত পেয়েছি, হাঁটা-দরখাস্তও অনেক এসেছিল। তাদের মূর্ত্তি দেখেই ত আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলেম।

বড় বড় মুখ, লম্বা লম্বা চাউনী, মুখে সব পারার দাগ, দাগী আসামীর মত চঞ্চল দৃষ্টি, কি রকম ভাঙা ভাঙা মন, উড়ুক্ষু প্রাণেরা যেন সর্ব্বদাই উড়ি উড়ি কোচ্চে, আমি অনুমানে এই সব বুঝ্‌তে পেরে তাদের একরকম জবাবই দিয়েছি। থাকবে তুমি? আমি তোমাকে অন্য কোন প্রশ্ন কোত্তে চাই না। তোমার মুখে কলঙ্কের দাগটীও নাই। অবস্থার গতিকে পোড়েই তুমি এমন হয়েছ। লোকের মুখ দেখ্‌লেই তার নাড়ী নক্ষত্রের পরিচয় জান্‌তে পারা যায়। থাক তুমি। বেশ হবে, ঠিক আমার মত থাক্‌বে তুমি। বাড়ীর সকলে তোমাকে আমার ন্যায় মান্য কোর্ব্বে, আমার সঙ্গে একত্রে আহার কোর্ব্বে, একত্রে শয়ন কোর্ব্বে, সবই একত্রে। বেশ হবে, কিন্তু কথা এই, পাচ্‌টান ত তোমার নাই? সত্য বল।"

"না লেডী, আমার তা নাই।" আনন্দিত হইয়া এথেল কহিলেন "সংসারে আকর্শণের মধ্যে আমার এগার মাসের এই ছেলেটী। আমি আজীবনই আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বো। বিদায় না দিলে আমি স্থানান্তরে যাব না। আমি বিধবা।" এই কথা বলিতে এথেলের চক্ষে জলধারা বহিল।

"বিধবা? অন্য কোন আমার জিজ্ঞাস্য নাই। আজিই তুমি এস।"

"আপনি দয়াময়ী। আমার বিশ্বাস, আপনার আশ্রয়ে আমি সুখী হব।" এথেলের এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া লেডী লংপোর্ট তাঁহার ক্রোড় হইতে আলফ্রেডকে লইয়া কতই আদর করিলেন। তখনি দুগ্ধ আনাইয়া দিলেন। এথেলকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। যদি দেনা পত্র থাকে, এই ভাবিয়া তাঁহার হাতের কমলালেবু রংয়ের অঙ্গুলি-আবরণ খুলিয়া টাকা আর নোট বাহির করিলেন, এথেল তাহা গ্রহণ করিলেন না। আবরণ উন্মোচন করিলে হাতের ও অঙ্গুলির দিকে চাহিয়া এথেল সিহরিলেন। হাসিয়া লেডী কহিলেন "সহচরী তুমি আমার। বিশ্বাসী হবে,—গুপ্ত কথা সব পেটে পেটে হজম কোরে ফেল্‌বে, এই সব কাজই চাই।" এথেল সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

যথাসময়ে এথেল তাঁহার ভাবী কর্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

গৃহের বাহিরে আসিয়া—আলফ্রেডকে ঘাসের উপর রাখিয়া মর্ম্মোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধবাহু হইয়া এথেল কহিলেন "ঈশ্বর! আমার এ সুখসাধে আর যেন বঞ্চিত কোরো না।"

সদর রাস্তায় সাধারণ গাড়ীর জন্য সামান্যক্ষণমাত্র এথেলকে অপেক্ষা

করিতে হইল। এথেল গাড়ীতে উঠিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া একটী পরিচিত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লোকটী তাঁহার পাশেই বসিয়া ছিল, এতক্ষণ তাহার দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। লোকটী জুয়াচোর—দালাল ওয়ারেণের প্রধান কর্ম্মচারী পাপীয়স্।

পাপীয়সই আগে কথা কহিল "কে? শ্রীমতী ত্রিবর নয়? তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ হয়েছে। আমি তোমার একটী উপকার কোত্তে চাই। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে এক মঙ্গলের কথা শুনাব।"

বিস্মিত হইয়া এথেল কহিলেন "কি কথা? বলুন আমাকে। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিব।"

"ওয়ারেণের কথা ছেড়ে দাও।" পাপীয়স কহিলেন "ওয়ারেণ যা কোরেছে, তা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। মণ্ডবিলির মতলবে যেও না। তোমার পিতাকে তার পিতা জন্মেও চিনে না। বিপদে পোড়বে। বড় মতলববাজ সে—বিশ্বাস কোরো না। টাকা নাও আর না নাও——"আর কথা হইল না। গাড়ী যথাস্থানে লাগিল, লোকের ভীড় অর্দ্ধাবশিষ্ট বাক্যের সম্পূর্ণতায় ব্যাঘাত জন্মাইল। এথেল জানিয়া রাখিলেন, মণ্ডবিলি দয়াময় নহেন, ঈশ্বর প্রেরিত দূত নহেন।

১২টার প্রায় কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে এথেল বাসায় আসিলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া দেনাপত্র চুকাইয়া দিলেন। ধাত্রী সুসেনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুসেনা আলফ্রেডকে ছাড়িয়া যাইতে আপত্তি করিল, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে ত আর বাধা চলে না। এথেল পরের দাসী-বৃত্তি করিতে যাইতেছেন, বাৎসরিক একশত পাউণ্ড বেতন, তিনি আবার অন্য লোক রাখিবেন কিরূপে? এথেল তখনি হাম্দন কোর্টে রওনা হইলেন।

তখনি মণ্ডবিলির গাড়ী আসিয়া লাগিল। মণ্ডবিলি জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীমতী ত্রিবর ঘরে আছেন কি?"

"উত্তর হইল "না মহাশয়! তিনি এখানে আর নাই।"

"চোলে গেছেন?" বিস্মিত হইয়া মণ্ডবিলি কহিলেন "কখন? কোথায় গেছেন তিনি?"

পুনরায় উত্তর হইল "একটু আগেই চোলে গেছেন। কোথায় গেছেন, জানি না. বোলেও যান নাই।"

মণ্ডবিলির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "ভয়ানক চাতুরী।" তিনি গাড়ী ফিরাইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "সন্দেহ কোরেছে! আচ্ছা, যাবে কোথায়? সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু সন্ধান পেলে কি কোরে?"

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ।

"নিরাশ্রয়াং মাং জগদীশ রক্ষঃ।"

লেডী লংপোর্ট।

এথেল বিপদের বোঝা বহিয়া বহিয়া—শোকের সাগরে সাঁতার দিয়া দিয়া—অবসন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারই মধ্যে তাঁহার একটু বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছে। শোকের তাড়নেও সেই জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বিচলিত হন না, কর্ত্তব্য নিরূপণে সমর্থ হন। মণ্ডবিলির প্রতি তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ দিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই এথেল চলিয়া আসিয়াছেন, মণ্ডবিলি নিশ্চয়ই কামদান ষ্ট্রীটে যাইবেন, সেখান হইতে অবশ্যই অনুসরণ করিবেন, তাই এথেল আঁকা বাঁকা পথে বারম্বার গাড়ী বদল করিয়া হান্দন কোর্টে উপস্থিত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন দাসী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এথেল যাইতেই তাহারা সাদরে গ্রহণ করিল। আলফ্রেড আপাততঃ দাসীর নিকটে রহিল।

এথেল দ্রুতপদে সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লেডী তথায় নাই। একটী ত্রয়োবিংশ বৎসরের সুন্দরী আপনার মনে একখানি পত্র পড়িতেছেন। পত্রে কতই যেন সুখের ছবি আঁকা আছে, কতই যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যুবতীর চ'কে মুখে হাসির স্রোত বহিয়াছে। এথেলের আগমনই তাঁহার ধারণায় আইসে নাই। যুবতীর নাম কুমারী মরুতা। মরুতা অনেকক্ষণ পরে এথেলের দিকে চাহিয়া কহিল "এসেছ তুমি? বেশ হয়েছে। আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা

কচ্ছি। আশ্চর্য্য জ্ঞান করো না। আমি তোমাকে আমার কাজে বসিয়ে দিয়ে, তবে বিদায় নিব।"

"বুঝেছি।" সন্দেহপূর্ণ মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল করিয়া এথেল কহিলেন বুঝেছি। কতদিন তুমি এখানে ছিলে? আবার ছেড়ে যাবারই বা কারণ কি?"

"অন্য কোন কারণ নাই! অনেক টাকার সম্পত্তি আমার দখলে এসেছে। তাতেই আর চাকরী করার দরকার হলো না। তিন বৎসর আমি এখানে এসেছি। এমন সুখ আর কোথায় আছে বোলে বোধ হয় না। চাকর মুনিবে কোন তফাৎ নাই, সব এক। চারদিকেই সুখ। তবে লেডী সকল সমাজে মিশেন না। ভাল ভাল—বাছাই বাছাই লোকের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব। তুমি কি ভোজনাগার দিয়ে আস নাই? সেখানকার ছবি দুখানি দেখেছ ত?"

"না। আমি সে পথে আসি নাই।" এথেলের এই উত্তরে রহস্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া মরুতা কহিল "এস তবে। আমার সঙ্গে এস। তোমাকে সব দেখিয়ে দিয়ে যাই।" মরুতার সহিত এথেল ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন।

এক সুদীর্ঘ আলেক্ষ্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া মরুতা কহিল "এই ছবিই লর্ড লংপোর্টের। যখন এই ছবি লওয়া হয়, তখন তিনি বিদেশীয় রাজার দৌত্যকার্য্যে ব্রতি ছিলেন। এই সময়ে বর্ত্তমান লেডী লংপোর্ট ওরফে কুমারী মালকমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।"

"কতদিন লর্ড বাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে?"

"প্রায় পনের বৎসর।" মরুতা কহিল "যৌবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই আর একখানি ছবি দেখ। এই ছবিই লেডী লংপোর্টের ছবি। যখন ১৮ কি ১৯ বৎসর তাঁর বয়স, তখনকার এই ছবি। চমৎকার সুন্দরী। যৌবনেই তিনি বিবাহিত—যৌবনেই তিনি বিধবা হন। এতদিন পরে আজ তিনি প্রকাশ কোরেছেন, যে তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল, মারা গেছে সে সব।"

"অতি আশ্চর্য্য!" বিস্মিত হইয়া এথেল কহিলেন "এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। ১৮।১৯ বৎসরে বিবাহ, ৩৬।৩৭ বৎসর এখন তার বয়স, তার ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিধবা হন, তবে সন্তান হবার সময় থাকে কৈ?"

এথেলের এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মরুতা তাহার প্রতি পুনরায় রহস্যময় দৃষ্টিতে চাহিলেন। এথেল কতই ভাবিতে লাগিলেন। ভৃত্য সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত। ভৃত্যকে উত্তর দিয়া অগ্রসর হইবেন, এমন সময় লেডী স্বয়ং সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এথেলের কর মর্দ্দন করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "ঠিক সময়ের আগেও তুমি এসেছ। বেশ চালাক তুমি। মরুতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—হলো ভাল। মরুতা! তুমি এথেলকে উপরকার ঘর দেখিয়েছ কি?" এই কথার মধ্যে যেন কতকটা গুপ্তরহস্য প্রচ্ছন্ন রহিল। মরুতা অপ্রতিভ হইয়া কহিল "না। সে ঘর দেখাই নাই।"

"বেশ কোরেছ। যাও তুমি। তোমার খাবার সময় হয়েছে। বেশি বিলম্ব কোরো না।" মরুতা বিদায় গ্রহণ করিল। এথেল ও লংপোর্ট কত কথা কহিতে কহিতে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মরুতা উপস্থিত ছিল, তিন জনে একত্রে আহার করিয়া মরুতা চলিয়া গেল। এথেলকে লইয়া লংপোর্ট উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাইতে আসিতে অনেক কথাই হইল।

লেডী লংপোর্ট কহিলেন "তোমার ছেলেটী কোথায়?"

এথেল সসম্মানে কহিলেন "দাসীর কাছে আছে।"

"আজই আমি সংবাদ দিয়েছি। এখনি একটী ভাল ধাত্রী আসবে। ১৭।১৮ বৎসর বয়স তার, বেশ দেখ্‌তে, কথায় বার্ত্তায় বেশ, বড় বিনীত। এখনি আস্‌বে সে।" লংপোর্ট বাগান ঘর এথেলকে চিনাইয়া দিয়া আপনার ঘরে আসিলেন। পাশের ঘরই এথেলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আল্‌ফ্রেড ও এথেল সেই ঘরে থাকিবেন। লংপোর্টের ঘরের এক পার্শ্বেই স্নানাগার। তাহার অপর পার্শ্বেই চাবী-তালা বন্ধ অন্ধকার পূর্ণ ঘর।

এথেল কহিলেন "আর কি কিছু প্রয়োজন আছে?"

"আছে।" লংপোর্ট কহিলেন "আছে। এই দেখ।" লেডী সমস্ত পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন। সভয়ে সবিস্ময়ে এথেল দেখিলেন, যাহাকে তিনি অনিন্দমূর্ত্তি যুবতী ভাবিয়াছিলেন, তিনি এখন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা। দাঁত নাই, চুল নাই, চর্ম্ম দড়ী, চোক বসা, নাক বসা, দেখেই ভয় পায়। এতক্ষণ কলেবলে ছলেকৌশলে আরও কত কিসে বৃদ্ধা লংপোর্ট—যুবতী সাজিয়াছিলেন। এতক্ষণে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।

গাত্রবসন অপসারিত করিয়া লেডী কহিলেন "এথেল! ভয় পেও না। এসব কাজের প্রকৃত বৃত্তান্ত তোমার কাছে গোপন থাকবে না। পরে সব জানতে পার্ব্বে। কথা এই যে, এই সবকথা গোপন রাখা চাই। প্রাণ গেলেও যাতে প্রকাশ না হয়, তাই আমি চাই। তেমনি লোকই আমার দরকার। বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি।" বিস্মিতকণ্ঠে এথেল উত্তর করিলেন "বুঝতে পেরেছি। আমার মুখে কোন কথাই প্রকাশ পাবে না।"

"সুখী হলেম। সন্তুষ্ট হলেম। যাও, বিশ্রাম করগে যাও। অনেক রাত হয়েছে। সকলের আগে উঠে, আমার বেশভূষা কোরে দিও। তুমি ভিন্ন আমার এ বেশের কথা আর কেহই যেন জানতে না পারে।"

এথেল অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। লেডী লংপোর্টের এই অপূর্ব্ব বেশপরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এথেল আপনার ঘরে গমন করিলেন। তিনি আশ্রয় পাইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এথেলের এই সুখই পরম সুখ। তিনি আপনার হৃদয়াধিক আলফ্রেডকে বক্ষে চাপিয়া সজলনয়নে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শয়ন করিলেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ।

"পার না পার না চিনিতে।
কাল তোমারে দেখেছি শ্যাম চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে ॥"

লোকটা কে ?

ধর্ম্মমন্দিরের ধর্ম্মঘড়িতে রাত্রি ১০টা ঘোষণা করিল। শ্রীমান্ কাশী দ্রুতপদে ওয়াটারলু ব্রিজে দেখা দিলেন। তাঁহার চঞ্চলচক্ষু যেন কাহারও আগমন পথের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল চক্ষুর তারকা দুটী কুম্ভকারচক্রবৎ চারিদিকে ঘুরিতেছে। একবার শ্যামল আকাশের প্রতি, একবার তরঙ্গিত সুনীল তরঙ্গিনীর প্রতি, একবার বহুদূর প্রসর পথের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ঘন ঘন পতিত হইতেছে। এইরূপে প্রায় পাঁচ মিনিট গত।

টিম গাফনী আসিয়া উপস্থিত। টিমের সহিত কাশীর তাদৃশ পরিচয় নাই। এই যে সে এই স্থানে এই লোকটীর পরামর্শে পনস্ফোর্ডের বাড়ী গিয়াছিল। লোকটী যে কে, টিম তাহা জানে না। ইনিই যে কাশী- ইনিই যে রপার্ট পিঙ্গল, টিম সে কথা খেয়ালেই আনে নাই। জানিবার তত প্রয়োজনও ছিল না। কাজের আর টাকার বন্দোবস্তই সে জানে। অন্য পরিচয়ে তার কি প্রয়োজন ?

গাফনীকে দেখিয়া কাশী জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদ কি ?"

"ভালও বটে—মন্দও বটে। সুফলও বটে—কুফলও বটে।" কাশীর প্রশ্নে গাফনীর এই দ্বৈধ উত্তর।

কাশী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "খোলসা বল। অত পেঁচপরণে কি দরকার আছে ?"

"আমিও তাই বোল্‌ছি। দলীল, বীল, পত্র, যে সব গুলি আপনার, তা এখন আর পনস্ফোর্ডের হাতে নাই। আপনি সামান্য আয়াসে তা পেতে পার্ব্বেন।"

"আঃ !—তুমি যে বিরক্ত কোরে তুল্‌লে ? আমি নিজে এই বিষয়ে

কেহই নই। অধ্যস্থ মাত্র। পেঁচ পরণে অধিক টাকা হাত করার প্রত্যাশা—দুরাশা।"

"সে কথা আমি বলি না। বিপরীত বুঝবেন না। আমি যাতে স্বীকার হয়েছি তাই আমি কোর্ব্বো। আমার সহিত এইমাত্র সম্বন্ধ।" এই বলিয়া গাফনী পনস্ফোর্ডের বাড়ীর সমস্ত ঘটনা, চাবী আনা, ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি সমস্ত কথাই বর্ণনা করিল।

আগ্রহ সহকারে কাশী কহিলেন "লোকটীর বয়স কত? নাম কি?"

"নাম তার ষ্টিফেন আসবর্ণ। বয়স পঁচিশ। সুন্দর চেহারা,—সুধর যুবা! পনস্ফোর্ডের বাড়ীতে নূতন দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনিই সমস্ত কাগজপত্র রেখেছেন। পুরস্কার প্রত্যাশা তিনি করেন না। সে সব আমাদেরই প্রাপ্য।"

কাশী নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার দিয়া গাফনীকে বিদায় করিলেন। গাফনী কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল "যদি কখন আবশ্যক হয়, সংবাদ দিলেই উপস্থিত হব। ঠিকানা আমার 'কেণ্ট, হগ্ ইন্ আর্মার, মেরী লিবোন লেন।' নাম আমার টমস্ গাফনী।"

গাফনীকে বিদায় দিয়া কাশী আপন বাড়ী হটন গার্ডেনে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে গভীর চিন্তায় চিন্তিত, সে কথা প্রকাশ করিলেন না। সেলিনা, শ্রীমতী কাশী, কাশীর সহিত জলযোগে বসিয়াছেন। দ্রুতপদে সিলবষ্টর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিরক্ত হইয়া কাশী কহিলেন "কি? হয়েছে কি সিলবষ্টর?"

সিলবষ্টর জড়িতকণ্ঠে কহিলেন "কিংষ্টন কয়েদ হয়েছে।"

"বেশ হয়েছে।" ঘৃণায়—রোষে অধির হইয়া কাশী কহিলেন "বেশ হয়েছে। সেই সঙ্গে তোমারও কয়েদ হওয়া উচিত ছিল।"

বিপুল অঙ্গযষ্টি কষ্টে ফিরাইয়া শ্রীমতী কহিলেন "সে কি কথা বল তুমি? স্যর হাবেল কিংষ্টন বড় ভদ্রলোক! সেলিনা! তুমি কি বল?"

আরও বিরক্ত হইয়া কাশী কহিলেন "কিংষ্টন ভদ্রলোক? চোর—ডাকাত—জালিয়াৎ, বদমায়েস! সে ভদ্রলোক? তা যাক, সিলবষ্টর! তুমি সেখানে কি কোর্ত্তে গিয়েছিলে?"

"আমার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয়। গেরেপ্তারের সময় আমি একা ছিলেম না। তিন জন সৈনিকপুরুষ, আর্ডলীর ডিউক———?

বাধা দিয়া সুকণ্ঠী শ্রীমতী কহিলেন "ডুক? সিলিওষ্টার! তুমি ডুকের সঙ্গে ভোজন কোরেছ? এক আসনে?—তুমি?—স্বয়ং? নিমন্ত্র কোরে আমার আর্টং গার্ডিংয়ে এনো। কেমন?"

কাশী কহিলেন "সিলবষ্টর! জান তুমি, কিজন্য ডিউক কিংষ্টনের বাড়ীতে এসেছিলেন?"

"না পিতা! আমি তা জানি না।" সিলবষ্টরের এই মাত্র উত্তর।

কাশী মনে মনে বুঝিলেন, কিংষ্টনের নিকট ডিউকের আগমনের কার তাঁহার স্ত্রী-সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব সংগ্রহার্থ।

কাশী-পরিবারের ভোজন শেষে সকলেই যথাস্থানে শয়ন করিলেন সে রাত্রে আর কোন ঘটনা সংঘটিত হইল না।

কাশীর ভাবনার সীমা নাই। তিনি ভাবিতেছেন, কি উপায়ে দলী পত্রগুলি ষ্টিফেনের হাত হইতে উদ্ধার করি। যদি ডরসেট সায়রে যাই, যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে পনস্কোর্ডের হস্তে নিস্তার পাইবা উপায়ই থাকিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্র লেখাই স্থির হইল। কাশ লিখিলেন,——

হটন গার্ডেন ১৩ই মে। ১৮৪৭

"যে সমস্ত কাগজপত্র মাননীয় আসবর্ণের হস্তগত হইয়াছে, সে কাগজের জন্যই মাইকেল কাশী তাঁহার নিকট এই পত্র লিখিতেছেন যদি এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য বা সদভিপ্রায় থাকে, তি অবিলম্বে যেন সাক্ষাৎ করেন।"

কাশী জানিয়াছেন, ষ্টিফেন তাঁহার অন্য ভিন্ন নয়—পুত্র। তথাপি তাঁহ মনের যে কেমন গতি, তিনি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে চাহেন ন তাঁহার সকল কার্য্যেই কৌশল। কৌশল ভিন্ন তাঁহার কার্য্য নাই, স্ব ভিন্ন কথা নাই। ট্রেটহাম পরিবারের সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে কাশীর এ চেষ্টা কেন, তাহা অনেকে হয় ত বুঝেন নাই। লক্কেলট যদি সেলিন পাণিগ্রহণ করেন, সেলিনা যদি পতির পদবী লাভ করিয়া মাননীয়া উই ভরণা নাম ধারণ করেন, তাহা হইলে পনস্কোর্ডের ভয় কমিবে, তাঁহ পলাতক নাম ঘুচিবে, বড় লোকের বৈবাহিক হইয়া বড়দরের আস জাঁকাইয়া বসিবেন। এত মতলবের মুসুবিদা করিয়া কাশী অবসন্ন হই পড়িয়াছেন।

পত্র লিখিবার তিন চারি দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় কাশী তাঁহার ...ন্ত্র "কার্য্যালয়ে" বসিয়া আছেন, এমন সময় ষ্টিফেন আসিয়া দর্শন দিলেন। কাশী যেন তাঁহার সত্য পরিচয় জানেন না, এই ভাবে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ নীরবে গত হইল।

ষ্টিফেন কহিলেন "আমি আপনার পত্র পেয়েই এসেছি। আমি কেন যে ঐ সব দলীল পত্র রেখেছি, তার কারণ বোধ হয় আর বোল্‌তে হবে না।"

"না। ততটা বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক, তবে আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে, ঐ সব দলীলে আপনার প্রয়োজন কি?"

"আমার প্রয়োজন?" বিস্মিত হইয়া ষ্টিফেন কহিলেন "আমার প্রয়োজন?—এক তিলও নয়। আমি ঐ সমস্ত দলীল আমার পিতার হাতে দিব বোলে রেখেছি।"

"আপনার নাম ত আপনার পিতৃ নামের সহিত ঐক্য নাই!"

"তারও কারণ আছে। সে সব কথা তাঁর নিকটেই বোল্‌বো। আপনি যদি তাঁর পক্ষের লোক হন, তবে অনুগ্রহ কোরে আমাকে তাঁর নিকটেই নিয়ে চলুন।"

"তা হলেও বোল্‌তে বাধা কি? আমার কাছে বোল্‌লেও বাধা হবে না। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন অন্তরায় ঘোট্‌বে না। বল তুমি।"

আভাসে—কথার ভাবে ষ্টিফেন বুঝিলেন। তিনিও চতুরতা দেখাইয়া কহিলেন "আমি পিতৃনামে পরিচয় দিই না। পিতা যখন আমার হতভাগিনী জননীকে নির্ব্বাসিত করেন, যখন আমার মাতা একখানি শুষ্ক রুটীর জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়িয়েছেন, আমি সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করি। আদলীদ ক্লারেকার সন্তান আমি। মাতা তাঁর নর-রাক্ষস শত্রুদের ভয়ে নাম বোদ্‌লে ছিলেন, অগত্যা মাতৃনামেই আমার নামকরণ হয়েছিল। পিতা তিনি, আমি পুত্র। পিতাপুত্রে যে ব্যবহার,—আমার ধনী পিতা—আমার সম্ভ্রান্ত পিতা তার কিছুমাত্রও করেন নাই। যে পিতা পঁচিশ বৎসর কাল তাঁর পুত্রের সংবাদ লন নাই, যে পিতা তাঁর সহধর্ম্মিনীকে জীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি পিতা নন,—শত্রু। আমি সে [পিতার সাহায্য নিতে আসি নাই, সেই পিতার—সেই পলাতক পিতার ঐশ্বর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আসি

নাই, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কোর্ত্তে এসেছি। হতভাগ্য আমি, ৬মাস মাতৃহীন হয়ে—পথে পথে বেড়াচ্চি, জুড়াবার স্থান নাই—আপনার বোল্‌তে কেহ নাই, দাঁড়াবার স্থান নাই, তাই পিতাকে দেখ্‌তে এসেছি। দুই বিন্দু অশ্রুজলে পিতার চরণযুগল ধৌত কোর্ত্তে এসেছি।—আর প্রাণের ব্যথা জানাতে এসেছি। অন্য লোভে আসি নাই।" হতভাগ্যের চক্ষে জলধারা বহিল।

কাশীর মনের বন্ধন শিথিল হইল। মরুভূমে যেন স্নেহের স্রোত বহিল। কাশী পুত্রের হস্তধারণ করিয়া সজলনয়নে কহিলেন "প্রাণাধিক! আমিই তোমার হতভাগ্য পিতা। কত কষ্ট দিয়েছি—কত যন্ত্রণা পেয়েছ, আমি নিষ্ঠুর—পাষাণ! তোমার জননী আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ কোরেছেন। যে কষ্ট দিয়েছি—তা মনে হ'লে আমার আর জ্ঞান থাকে না। এখন বল বৎস! আমি তোমার কি উপকার কোর্ব্বো? অতুল ঐশ্বর্য্য আমার,—অকপটে বল, পিতা আমি,—তুমি তোমার মর্ম্মাহত পিতার নিকট কি উপকার প্রার্থনা কর?"

দলীলগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া ষ্টিফেন কহিলেন "উপকার? আমি উপকার চাহি না। উপকারের প্রত্যাশা আমি রাখি না। আমি জানি—পরিচয় পেয়েছি, অন্য সন্তান আপনার আছে। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোরেছি, এখন বিদায়।" সজলনয়নে ষ্টিফেন প্রস্থান করিলেন।

কাশীর যেন জ্ঞান নাই। আপন মনেই বসিয়া বসিয়া কত ভাবনাই ভাবিতেছেন। এক একবার মনে হইতেছে, "ইনিই আমার প্রথম পুত্র। ধর্ম্মতঃ সিলবষ্টরের পরিবর্ত্তে ইনিই আমার সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী।"

সপ্তবিংশ তরঙ্গ।

"চাঁদের হাসিটি লয়ে রজনী সুন্দরী মরি
মনোমত খেলিছে আপনি।
নাহি সংজ্ঞা যেন তাঁর নিঝুম নিস্তব্ধ দিশি
তারারাশি খসিছে আপনি ॥"

বিলাস-কুঞ্জ।

আজ লেডী টডমর্দ্দনার বাটীতে মহা সমারোহ। আজ বলের নাচ। চারিদিক হইতে গাড়ীজুড়ীর হাট লাগিয়া গিয়াছে। বহুভূষণ-ভূষিতা রমণীরা আনন্দের হাসি ছিটাইতে ছিটাইতে—রূপের পসরা দেখাইতে দেখাইতে—সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা ছুটাইতে ছুটাইতে চলিয়াছেন। বিগত যৌবনা কামিনীরা বহুযত্নে আপনার বিগত যৌবনের চিহ্নসমূহ সযত্নে আভরণ ভারে লুকাইয়া—কষ্টের হাসি হাসিতে হাসিতে—বিলোল-কটাক্ষে যুবকগণের মর্ম্মস্থল বিঁধ বিঁধ করিতে করিতে চলিয়াছেন—পারিতেছেন না। বড় বড় বংশের যুবকগণ আজ চমৎকার বেশভূষায় ভূষিত হইয়া অধিগত কত রহস্যকথা কণ্ঠস্থ করিতে করিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন। যাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি তাদৃশ প্রখরা নহে, তাঁহারা মনে মনে সেই পূর্ব্ব অধীত রহস্যকথা মনে মনে আবৃত্তি করিতেছেন। এক একবার শঙ্কা হইতেছে, পাছে কার্য্যকালে এই সব সরল সরল কথাগুলি ভুলিয়া যান। এইজন্য তাঁহাদিগের মুখের হাসি ভাল ফুটিতে পাইতেছে না। লেডী টডমর্দ্দনা কয়েকজন প্রাণাধিকা বয়স্যা লইয়া চারিদিকে পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহারই বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ, তিনি কি বসিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু তিনি যেমন সাজে সাজিয়াছেন, তাহাতে বসিয়া না থাকিলেও সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হইতেছে না। বরং তিনি সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এক পসরায় স্তূপাকারে রাখিয়া যেন সকলকে তাহা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।

এই অবসরে লেডী টডমর্দ্দনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। লেডী বিধবা—বয়স্থা, কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় কি? সৌন্দর্য্য

জগতের রাণী তিনি। রকম রকম বিলাস-বৃত্তির সাময়িক স্রোত সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গাত্রেই আসিয়া লাগে। রকম রকম পরিচ্ছদের রকম রকম আকার প্রকার পরিবর্ত্তন, তাঁহার মস্তিষ্কেই ফুটিয়া উঠে। বড় বড় ঘরে তাঁহার সম্মান। লর্ড টডমর্দ্দন উচ্চ বংশের বংশধর ছিলেন, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ধনের অভাবও ছিল না। লেডী সেই গর্ব্বেই গর্ব্বিতা। নাচভোজ প্রায়ই চলে। লেডীর এই নাচ ভোজের মধ্যে আরও একটী রহস্য নিন্দুক লোকের রসনায় ধ্বনিত হয়। তাঁহার তিন তিনটী খাঁদা বোঁচা কন্যা। এই সব উপলক্ষে কোন সম্ভ্রান্ত ধনবান যুবকের স্কন্ধে এক একটী কন্যাভার চাপাইবার জন্যই তাঁহার এই অনুষ্ঠান। কথটা ঠিক কি?

ওয়ারেণের এখানে বেশ মান সম্ভ্রম। ওয়ারেণের পিতা লর্ড বাহাদুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন, ওয়ারেণও সেই সত্ত্বে সত্ত্ববান হইয়া টডমর্দ্দন প্রাসাদে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ওয়ারেণ তাঁহার সত্য রক্ষা করিয়াছেন, মণ্ডবিলি নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে বঞ্চিত হয়েন নাই।

একস্থানে অনেক গুলি যুবকযুবতী একত্রিত হইয়া মণ্ডবিলির কথাই কহিতেছেন। সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা। সকলেই যে তাঁহাকে চিনেন, সকলেই যে তাঁহার পরিচিত, এই সুপারিস লইয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় লেডী টডমর্দ্দনা সেই সভায় দেখা দিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন "কি বল তোমরা? এখনি তিনি আস্‌বেন। নিমন্ত্রণ পত্র গেছে। বেশী বিলম্ব হবে না, ওয়ারেণ বলেন, তিনি যেমন ভদ্রলোক, তাতে আমার নিমন্ত্রণ তিনি শীরোধার্য্য কোরে নেবেন। এই এলেন আর কি?" ওয়ায়েণও আসিয়া উপস্থিত। ওয়ারেণকে দেখিয়া সহাস্যবদনে লেডী কহিলেন "ওয়ারেণ! এসেছ তুমি? কৈ? তোমার কাউণ্ট মণ্ডবিলি কোথায়? তুমি না আমার অলসার সঙ্গে ছিলে?"

"হাঁ। ঠিক তাই। অলসা চমৎকার সুন্দরী। আমি এখন কুমারী ক্যাথারিণাকে অনুসন্ধান কোচ্চি। এবার আমি তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে চাই।"

সন্তুষ্ট হইয়া লেডী কহিলেন "বেশ! তবে তুমি আর এখানে বেশী বিলম্ব কোরো না। কাউণ্ট মণ্ডবিলির কিছু পরিচয় জান্‌বার জন্যে এখান্‌কার সকলেই ব্যগ্র হয়েছেন, সংক্ষেপে বল তুমি!"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ওয়ারেণ কহিলেন "সে কি? তাঁকে আবার না চেনে কে? মস্তলোক, আশী হাজার কি এক লাক পাউণ্ড সর্ব্বদাই আমার হাতে ভাঙাতে আসে——————ক্ষমা করুন। আমি আর অপেক্ষা কোত্তে পারি না।" অদূরে ক্যাথারিণাকে দেখিয়া দ্রুতপদে ওয়ারেণ প্রস্থান করিলেন।

তখনি কাউণ্ট মণ্ডবিলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লেডী তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। মণ্ডবিলি দুইটী যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ঐ দুটী সুন্দরী কে?"

লেডী টডমর্দ্দনা কহিলেন "ঐ দুটীর প্রথমটী—ঐ যে একটু লম্বা, উনি কার্সলটনের কাউণ্টেস। ওঁর দিকে চেওনা। ওঁকে যেন ভালবেসো না, উনি ওঁর স্বামীর পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ। আর দ্বিতীয়টী আর্ডালীর ডচেস। ইচ্ছা কোল্লে ইয়ং ডচেসের সঙ্গে আলাপ কোত্তে পার।"

"আপনি অনুগ্রহ কোরে আলাপ কোরে দিবেন কি?"

"আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে আমি সম্মত হলেম। চল তুমি।" লেডী টডমর্দ্দনা সমাদরে মণ্ডবিলিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, ডচেসের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন।

ডচেসের সহিত মণ্ডবিলির অনেক কথা হইল। সে সমস্ত কথা গোপনে, গোপনের কথা গোপনে রাখাই ভাল। আমরা পরিশেষে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি. মণ্ডবিলির সহিত ডচেস আগ্রহ সহকারে নাচিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, ডচেস মণ্ডবিলির পক্ষপাতী হইয়াছেন।

অষ্টবিংশ তরঙ্গ।

"ভাল বাসিবে বোলে • ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।"

এরই নাম ভালবাসা।

সুধখোর কাশীর একমাত্র কন্যা সেলিনার কথা ইতিপূর্ব্বে দুই একবার প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তাহার কোন বিষয় যথাযত বর্ণিত হয় নাই। এই অবসরে সেলিনার কিছু পরিচয় দিব।

সেলিনা উনবিংশ বর্ষিয়া সুন্দরী। তাহার আপাদলম্বিত সুচিক্কণ কেশ-রাশিতে পৃষ্ঠদেশ আবৃত, কৃষ্ণবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, যেন সুনীল গগনে সেলিনার মুখপদ্ম খানি ভাসিতেছে। তাহার সুনীল তারকা সমন্বিত চক্ষুদ্বয়ের প্রসান্ত দৃষ্টি যতদূর যায়, ততদূরই যেন সুখের ফুল ফুটিয়া উঠে। সে দৃষ্টিতে যেন বিপদ সন্দেহের কণ্টক নাই, সে দৃষ্টিতে যেন নিষ্ঠুরতার তীক্ষ্ণতা নাই, সেই সরল দৃষ্টি সকল বস্তুই সারল্যময় দর্শন করে। সেলিনার হৃদয়-নিকুঞ্জ দয়ামায়ার অনেক ছোট ছোট তরু ফলপুষ্পে শোভিত করিয়া রাখিয়াছে, শান্তি আনন্দের অনেক ছোট ছোট তটিনী কুল কুল রবে তাঁহার সাধের তরুলতাগুলিকে সঞ্জিবীত করিতেছে, কত সরল-কোকিল সরল গলায় সরলতার গীত গাহিতেছে, কত গুণ-ভ্রমর গুণ গুণ রবে তাঁহার হৃদয়-কুঞ্জের প্রস্ফুটিত কুসুমগুলির কাণে কাণে কত গুণের কথা গাহিয়া বেড়ায়, তবে জানি না কেন, এতদিন পরে সেলিনার সাধের নিকুঞ্জ বিরহের প্রতপ্ত তাপে তাপিত হইয়াছে, বিষাদবায়ু বহিয়া হৃদয়স্থ আশা-তরঙ্গিণীকে প্রতিহত করিয়া ছোট ছোট নৈরাশ্য তরঙ্গ তুলিয়াছে, সেলিনার সুখ-চন্দ্রে এতদিনে বিষাদের অমাবশ্যা লাগিয়াছে। জানি না, বিধাতা সুখের প্রতিবাদী কেন?

সেলিনার পিতাই তাঁহার এই দুঃখের কারণ। কাশী তাঁহার কন্যার জীবন-তরির পরিচালনভার স্বহস্তে লইতে চাহেন। আপনার ইচ্ছামত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি আপনার অভিষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার

করিতে চাহেন, কিন্তু তাহাও কি কখন হয়? বিধাতার কার্য্যে কি মনুষ্যের হস্তক্ষেপ সম্ভবে?

সেলিনার জীবন-তরি অনুকূল পবনে কোথায় লইয়া যাইবে, কে কর্ণধার হইয়া তাঁহার জীবনতরি পরিচালিত করিবে, তাহা কাশীও জানেন না, সেলিনাও জানেন না। কাশীর এ আশা দুরাশা! কাশী বুঝিতে চাহেন না যে, ইহাতে তাঁহার কন্যার জীবন বিষময় হইবে, তাঁহার স্নেহের কন্যার সুখসাধ স্বপ্নের মত ফুরাইবে। কাশী এ কথা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছেন না। তিনি নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, পরের ভাবনা ভাবিবার তাঁহার সময় কোথায়? তিনি নিজের স্বার্থের সম্মুখে তাঁহার কন্যার জীবন বলি দিতেও উদ্যত হইয়াছেন। এমন নৃশংস পিতার এমন স্নেহময়ী সরলা কন্যা?—ভাবিতেও কষ্ট হয়।

ষ্টিফেনের নিকট তাঁহার জীবন-মরণের যে দলীলপত্র ছিল, আজ এক সপ্তাহ হইল, তাহা কাশীর হস্তগত হইয়াছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। পনস্ফোর্ড আর তাঁহার করিবেন কি? ষ্টিফেনের প্রতি তাঁহার চিত্তের যতটা আকর্ষণ ছিল, ষ্টিফেনের ব্যবহারে তাঁহার পাষাণ-হৃদয়ে যতগুলি করুণার রেখা পড়িয়াছিল, এখন একে একে তাহা মুছিয়া যাইতেছে। সুখের বিষয়, তবুও কাশী তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ষ্টিফেনকে ভুলিতে পারেন নাই। সদ্গুণের সম্মান সর্ব্বত্র।

একদিন প্রাতঃকালে কাশী তাঁহার নির্জ্জন কার্য্যালয়ে সেলিনাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেলিনাও তখনি পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। পরম মায়াবী কাশী মায়াময় মোহনমন্ত্রে সেলিনাকে মোহিত করিয়া কহিলেন "এস মা, বোস তুমি। তুমি অবশ্য জান যে, আমি তোমার জীবনের অপরিসীম সুখশান্তির বিধান কোত্তে চেষ্টা কোচ্চি। তুমি যাতে পরম সুখে জীবন কাটাতে পার, সংসারের প্রবলশত্রু দরিদ্রতার ছায়াও যাতে তোমাকে স্পর্শ কোর্ত্তে না পারে, সে বন্দোবস্ত আমি কোরেছি, কিন্তু লন্সেলট আর আসেন না কেন?"

বিষন্নবদনে সেলিনা কহিলেন "আমি সে কথা পূর্ব্বেই ত বোলেছি। তাঁর না আসার ত কোন কারণই আমি জানি না। আমি সেজন্য বড়ই দুঃখিত। যদি—যদি—" সেলিনা নীরব হইলেন।—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

দৃঢ়তা জানাইয়া কাশী কহিলেন "আমি জানি, এর মধ্যে অবশ্যই

কোন কারণ আছে। তোমার কার্য্যে—অবশ্যই কোন রহস্য আছে।—আমি সে সব বুঝতে পাচ্চি না। ব্যাপার টা কি?"

সেলিনা নীরবে রহিলেন। কাশী পুনরায় কহিলেন "যখনি আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরেছি, লক্কেলটের সম্বন্ধে যখনি আমি কি তোমার মাতা, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরেছেন, তুমি তখনি বাজে কথায় সে সব ঢেকে নিয়েছ। কোন সদুত্তরই তুমি দাও নাই। তোমার মাতার মুখে শুনেছি, তুমি তাকে ভালবাস। কেমন, এ কথা ঠিক ত?"

"এ কথা আমি অস্বীকার করি না।" সেলিনার ইহাই উত্তর।

"তবে এমন কেন হ'লো?" কাশী অধিকতর আগ্রহের সহিত কহিলেন্ "তবে এমন হ'লো কেন? তোমার পিতামাতা কখনই তোমার অনিষ্ট কোর্কেন না। কন্যার সুখশান্তি পিতামাতার একান্ত প্রার্থনীয়। আমরাও অবশ্য তাই কোচ্চি। তুমি যাতে সুখী হও, সেই জন্যই সুরূপ বরে—বড় ঘরে তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা কোরেছি। তোমার মাতা তোমাকে কত বুঝিয়েছেন, আমি বারম্বার অনুমতি কোচ্চি, তবুও তুমি শুনতে চাও না। ভালবাস—তবুও তুমি তোমার ভালবাসার পাত্রকে বিবাহ কোত্তে চাও না, এ এক বিষম সমস্যা! এর কোন কারণই আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

ধীরে ধীরে সেলিনা কহিলেন "আমি এর কারণ এতদিন গোপনে রেখেছিলেম, এখন কাজেই তা প্রকাশ কোত্তে হ'লো। পিতা! আমি লক্কেলটকে ভালবাসি। তাঁকে আমি যে কত ভালবাসি, তা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু তিনি ত আমাকে ভালবাসেন না। তিনি অপরকে ভালবেসেছেন। ভালবাস্‌ছেন। তিনি আমাকে বিবাহ কোরে ত সুখী হবেন না। যাঁর সুখে আমার সুখ, তিনিই যদি সুখী না হ'লেন, তবে তাতে আমিই বা কি কোরে সুখী হবো? আমি পূর্ব্বে ভ্রমে পোড়েছিলেম। লক্কেলটের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, ট্রেণ্টহাম পরিবারে আমি সাদরে গৃহীত হব, আমি এ ভেবে গর্ব্বিত—আনন্দিত, কিন্তু আমার সে ভ্রম ভেঙে গেছে।"

"তুমি ত তাকে ভালবাস?" আনন্দিত হইয়া কাশী কহিলেন "তুমি ত তাকে ভালবাস? সেই উত্তম। তুমি তবে তার সহবাসে সুখী হবে না কেন? বিশেষ বিবাহ এখন সম্পূর্ণ ভালবাসার উপরও নির্ভর

না। জাতি, সম্বন্ধ, ধন, এই সকল লাভ কোত্তেই সকলের চেষ্টা। আমি যে সম্বন্ধ স্থির কোরেছি, এতে তার সবই আছে। আজ লর্ড ট্রেণ্টহামকে পত্র লিখেছি।—নির্ঘাত পত্র। লন্সেলট এখনি আস্‌বেন। তুমি তাঁকে নিজের মতে আন্‌তে চেষ্টা কোরো। বিবাহ হয়ে গেলে তখন সব ঝোঁক কেটে যাবে। কাজ শেষ হলে অবশ্যই তখন মায়া জন্মাবে। শেষে পরস্পরেই সুখী হতে পার্ব্বে। যাও—প্রস্তত হওগে।"

সেলিনা আপন ঘরে চলিয়া গেলেন। ভাবনায় চিন্তায় তাঁহার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইতেছে। ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানি যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সেলিনা যেন মুষড়িয়া পড়িয়াছেন। তিনি এক-বার ভাবিতেছেন, বিবাহে সম্মত হওয়াই উচিত। তাঁহার সুখের জন্য আমি নিজের সুখের পথে কাঁটা দিব কেন? হইতেও পারে। বিবাহের পর—তাঁহার মতিগতি ফিরিলেও ফিরিতে পারে। আমি তাঁহাকে গুণে মুগ্ধ করিব, তাঁহার পরিচর্য্যায় জীবন পাত করিব, তাহাতেও তিনি কি সদয় হইবেন না? তিনি দয়াময়—তিনি আমাকে যত্ন করেন, আদর করেন, বন্ধু বলিয়া জানেন। তিনি গুণের প্রতিকূল কেন হইবেন? চেষ্টা করিয়াও কি তাঁহাকে আমার করিতে পারিব না? তিনি আমাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, সামান্য আকর্ষণ পাইলে তাঁহার হৃদয় অবশ্যই আমার পক্ষপাতী হইবে। আবার ভাবিতেছেন, না, তাহা পারিব না। আমার সুখের জন্য আমি তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইব? আর একজন—যে তাঁহাকে জীবন উপহারে পূজা করি-য়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ করিব? অভাগিনীর সুখের জন্য দুইটী সরল প্রাণে আঘাত লাগিবে? আমি নিজের ছার সুখের জন্য দুইটী হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ করিব? ঐহিক সুখ কয় দিনের জন্য? সংসারে কে কত দিন সুখভোগ করে? কতজনের মনের বাসনা—প্রাণের আশা পূর্ণ হয়? আমি যদি তাঁহার সুখের নিকট নিজের সুখ বলি দিতে না পারিলাম, তাঁহাকে সুখী করাই যখন আমার ব্রত, তখন তিনিই যদি সুখী না হইলেন, তবে আমারই বা সুখলাভের প্রত্যাশা কোথায়? আমি কখনই এ বিবাহে মত দিব না। পিতার বিরাগভাজন হই, মাতা ভর্ৎসনা করেন, তাহাও অকাতরে সহ্য করিব। লন্সেলট আসুন, সমস্তই তাঁহাকে বলিব। তিনি আমার পরিবর্ত্তে শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে বিবাহ

করেন, তাহার জন্যই অনুরোধ করিব। কিন্তু না জানি আমার নিষ্ঠুর পিতা তাঁহাদিগের কি সর্ব্বনাশই করিবেন! টাকার দায়ে ট্রেণ্টহাম পরিবারের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।" বিষাদিনী সেলিনা কত ভাবনাই ভাবিতেছেন।

দুই ঘণ্টা অতীত। একজন দাসী আসিয়া সেলিনাকে সংবাদ দিল, "লন্সেলট তাঁহার জন্য সভাগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন।" সেলিনা নয়নের জল নয়নে সম্বরণ করিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। লন্সেলট গৃহমধ্যে পদচারণ করিতেছেন। তাহার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা প্রকটিত হইয়াছে। লন্সেলট যেন মর্ম্মে মর্ম্মে যুদ্ধ করিয়া বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেলিনা ধীরে ধীরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া—ধীরে ধীরে কহিলেন "প্রিয়তম! আমার জন্য আর কেন কষ্ট পাও? আর কেন আমার জন্য যন্ত্রণার ভরা বহন কর? আর সময় নাই। আর কোন কথাই গোপন করা উচিত নয়। সব কথাই প্রকাশ্যভাবে আমাদের মধ্যে শেষ হওয়া আবশ্যক।"

"শেষ হওয়া আবশ্যক?" ব্যথিতস্বরে লন্সেলট কহিলেন "সেলিনা! আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ শেষ হওয়া আবশ্যক? সেলিনা! তুমি পাষাণী।"

"হাঁ লন্সেলট, আমি পাষাণী।" সেলিনা যেন বস্তুতই পাষাণী হইয়াছেন। তিনি যেন পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট এই সব কথা কহিতেছেন। পাষাণী সেলিনা কহিলেন 'লন্সেলট! প্রাণাধিক! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তা ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি কখনো স্বর্গের দেবতা দেখি নাই, তোমাকে দেখিয়াই আমি স্বর্গের দেবতার কল্পনা করিতে শিখিয়াছি। যদি স্বর্গে কোন দেবতা থাকেন, তিনি তোমারই মত; কিন্তু প্রাণাধিক! সত্য বোলছি, আমি তোমাকে বিবাহ কর্ব্বো না। এখন আর গোপন কোর্‌বার সময় নাই! আমাকে তুমি মুখরা ভাব,—লজ্জাহীনা ভাব, তাতেও আমার দুঃখ নাই, আমি সব কথাই বোল্‌তে বোসেছি, সকল কথাই বোল্‌বো। লন্সেলট! তুমি আমার প্রাণাধিক; কিন্তু তোমাকে আমি বিবাহ কর্ব্বো না। এ বিবাহে আমার ত সুখ হবে না। যে বিবাহে সুখ নাই,—তাহার অনুষ্ঠানেই বা আবশ্যক কি? আমি তোমার সুখের পথে কখনই কাঁটা দিব না। বিবাহ কর—সুখী হও—আমি তাতেই সুখী হব।"

লন্সেলট যেন ভাবিয়া পাইলেন না, সেলিনা দেবী কি মানবী। কে

কবে নিজের স্বার্থ এমন তুচ্ছভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? পরের সুখের জন্য কে কবে নিজের জীবন বিষময় করিয়াছে? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লন্‌্সেলট কহিলেন "সেলিনা! যথার্থই তুমি দেবী।—আমার চক্ষে তুমি দেবী। তোমার কার্য্য বস্তুতই দেবোপম, কিন্তু কি করি সেলিনা, আমি যে পরাধীন! আমার জীবন যে এখন আমার নয়! আমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সবই যে নষ্ট হয়ে গেছে! আমি এখন কলের জীব! তোমার স্বর্গীয় ভালবাসার প্রতিদান দিতে না পেরে আমি বড়ই লজ্জিত হ'য়েছি। ধিক্ আমাকে—আমি তোমার মত সরলাকে পত্নিত্বে বরণ কোর্ত্তে পার্লুম না। সেলিনা! কেন তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে?"

"কেন ভালবেসেছিলেম?" সেলিনার বিষাদগম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্ষীণ হাসির বিকাশ হইল। যেন ছিন্নমেঘে সৌদামিনী খেলিল। সেলিনা হাসিয়া কহিলেন "কেন ভালবেসেছি, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছ?—তুমি ভালবাসার প্রতিদানে অসমর্থ হয়ে সেই অপরাধ বুঝি আমার ভালবাসার উপর চাপাতে চাও? তা তুমি মনে কোরো না। আমি ত ভালবাসার প্রতিদানের আশায় তোমাকে ভালবাসি নাই! আর তাই যদি জিজ্ঞাস্য হয়, তবে আমিও জিজ্ঞাসা করি, তুমিই বা তবে অপরকে ভালবাস্‌লে কেন?"

"অপরাধ কোরেছি। আমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছি।" মর্ম্মাহত যুবক মর্ম্মোচ্ছ্বাসে—আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া আত্মনিন্দা করিলেন।

গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া সেলিনা কহিলেন "না লন্‌্সেলট, তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। ভালবাসা ত লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাতে আত্মগ্লানির কোন কারণ নাই। আমি অনুরোধ করি, তুমি বিবাহ কর। আমি আবার বলি, তোমাকে সুখী দেখ্‌লে—তোমার হাসি মুখ দেখ্‌লে আমিও সুখী হব।"

"নিতান্তই অসম্ভব।" আবার মর্ম্মদাহে অধীর হইয়া লন্‌্সেলট কহিলেন "তাও নিতান্ত অসম্ভব। তোমার এ ভালবাসা আমাকে নরকে ফেল্‌বে। যখনি আমার মনে হবে, আমি একজনের সর্ব্বনাশ কোরেছি, যখনি মনে হবে, আমার জন্য একজন কতই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোচ্চে,—যখনি মনে হবে—আমি একজনের হৃদয়-নিকুঞ্জে বিষাদের দাবানল জ্বেলে দিয়েছি,—তখনি আমি মর্ম্মদাহে দগ্ধ হব। এ সব কথা কি ভুল্‌বার? সুখ আমার

অদৃষ্টে নাই। এ জীবনের জন্যে সেলিনা, আমার সুখশান্তি ফুরিয়ে গেছে।”

সেলিনার নয়নে জলধারা বহিল। অলক্ষ্যে নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া কহিলেন “তা আর তখন থাক্‌বে না। শোকের——দুঃখের প্রথম আঘাতই সমধিক যন্ত্রণাপ্রদ। তার পর আর ততটা যন্ত্রণা থাকে না। আমি আবার বলি, তুমি বিবাহ কর।”

“তোমার পিতা?” আগ্রহ সহকারে লন্সেলট প্রশ্ন করিলেন “তোমার পিতার ত তাতে মত হবে না। তিনি যে আমাদের সর্ব্বনাশ কোর্ব্বেন। এই বিবাহের জন্যই তাঁহার অপেক্ষা। যদি আমি অন্যকে বিবাহ করি, সেইদিনই ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের একখানি ইঁটও কেহ দেখ্‌তে পাবে না।”

সেলিনা আবার চিন্তিত হইলেন। এই বিপদে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ত নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “বিবাহের যৌতুকও কি কিছু পাওয়া যাবে না?”

হতাশব্যঞ্জক হাস্য করিয়া লন্সেলট কহিলেন “না সেলিনা, একটী শিলিংও না। ধন দেখে—ধনবান হবার প্রত্যাশায় ত আমি তাঁকে ভালবাসি নাই! তিনি দরিদ্র। সামান্য কাজ কোরে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।”

সেলিনা কহিলেন “আচ্ছা, তাতেও আমি চেষ্টা পাব। তোমার পিতা ত এসব কথা শুনেছেন? লর্ড ও লেডী ট্রেণ্টহাম তোমার ভাবিপত্নির বিষয় জানেন ত?”

“হাঁ। জানেন তাঁরা। দৈবক্রমে তাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হ’য়েছে। আলাপ পরিচয় হয়েছে। কেবল নামটী মাত্র তাঁরা জানেন না।”

“তাঁদের মত কি? তাঁরা এ বিবাহে সম্মত আছেন ত? এতটা টাকার মায়া ত্যাগ কোরে তুমি একজন দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ কোত্তে ইচ্ছা কোরেছ, তাতে তাঁদের মত আছে ত?”

লন্সেলট বিস্ফারিত নেত্রে সেলিনার দিকে চাহিয়া কহিলেন “সেলিনা সত্য কথাই বলি। আজ দৈব বিড়ম্বনায় ট্রেণ্টহাম পরিবার দরিদ্র হয়ে পোড়েছেন, কিন্তু আজও গুণের মর্য্যাদা তাঁরা ভুলেন নাই। আমি আমার ভালবাসার পাত্রীকে বিবাহ করি, তাই তাঁদের বাসনা, কিন্তু হ’লে কি হবে, টাকার ভাবনা ভেবে তাঁরা অস্থির হয়েছেন। তোমার পিতার জুলুমে পিতা আমার ভেবে ভেবে কালি হ’য়ে গেছেন, মাতা আমার আহার

নিয়া ত্যাগ কোরেছেন। আমার চারদিকে বিপদের বেড়া আগুণ জ্বলে উঠেছে। করি কি সেলিনা?"

সেলিনা কহিলেন "আর সাত দিন মাত্র সময়। আজ ২৪শে,—৩১শে বিবাহের দিন। এর মধ্যে কি উপায় করি? যাই হোক, তুমি ভেব না। যা হয়, একটা উপায় হবেই হবে।—ভেবে চিন্তে যা হয় একটা উপায় কোর্ব্বোই কোর্ব্বো। আমরা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ রইলেম। ভুলে যেও না। আর কোন কথা নাই। যাও তুমি, যা হয় একটা উপায় হবেই হবে।" সেলিনা দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে সেলিনা কতবারই নয়নজল মার্জ্জন করিলেন। লঞ্চেলটও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ তরঙ্গ।

"তুই যেমন বাঘা ওল, মুই তেমনি টোকো তেঁতুল।"

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

আজ আবার আসলি থিয়েটরে ভারি ধূম। লোকে লোকারণ্য। আজ "বীর ও বীরনারী" নামক নাটক অভিনয় হইবে। শিক্ষক ব্রনডেল স্বয়ং বীরের অংশ অভিনয় করিবেন। তাঁহার অংশে একটী "ভল্লুক-সংগ্রাম" নামক দৃশ্য আছে। পাহাড় হইতে আনীত একটী 'বিরাট ভল্লুকের" সহিত ব্রনডেল মল্লযুদ্ধ করিবেন। ইমোজীন বীরনারীর অংশ অভিনয় করিবেন। রোজা ও এলিস এই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অভিনয় করিবেন। চারিদিকে একটা সোর গোল পড়িয়াছে। লোকে আগ্রহ সহকারে থিয়েটরের দিকে ছুটিতেছে।

থিয়েটরের দ্বার উন্মোচনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সিলবষ্টর ওয়েষ্টমিনিষ্টর সান্মুদেশে আসিয়া একবার চুরটের ধূম ত্যাগ করিলেন। এই মাত্র তিনি ব্রিজ ষ্ট্রীটের কাফি-খানা হইতে বাহির হইয়াছেন।

সিলবষ্টর অদূরে লঞ্চেলটকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। অলক্ষ্যে হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "কিহে ছোক্‌রা। অত ভাবনা কেন? সন্ধ্যাকালে বেড়াতে বেরিয়েছ, চারদিকের বাহারখানা দেখে নাও। মাথা গুঁজে যাও কোথা?"

লঞ্চেলট যেন থতমত খাইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি সিলবষ্টরকে দেখিয়া কহিলেন "বিশেষ—আ—বিশেষ আবশ্যক আছে। তাই—এই দিকটে দিয়ে—দিয়ে—"

"হাঁ হাঁ। বুঝতে পেরেছি। তোমার এখন আর এসব কেন? আজ বাদে কাল তুমি বিবাহ কোর্ব্বে, সেলিনাকে নিয়ে সুখের সাগরে পোড়ে হাবুডুবু খাবে,—সব জানি আমি। সব ঠিক্‌ঠাক্‌। আজ যখন আমি জল খেতে বাড়ী যাই, তখন তুমি মনের সুখে সেলিনার সঙ্গে কথা বার্ত্তায় মগ্ন ছিলে।—খুব বেশি বেশি যেন ডুবে গিয়েছিলে। কেমন?—ঠিক ত? আমি আর তখন বিরক্ত কোল্লেম না। জল খেয়ে স'রে দাঁড়ালেম।"

সেলিনা তাঁহার পুর্ব্ব প্রতিশ্রুতি কতদূর প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য লঞ্চেলট কহিলেন "আজ তুমি আহার কোত্তে বাড়ী যাও নাই?"

সিলবষ্টর হাসিয়া কহিলেন "না। বাড়ীতে আর যাব কি? ক্লারেণ্ডন হোটেলে খেয়েছি। চমৎকার সব খাবার। এদিকে মাংসের ৮।১০ রকম, ওদিকে ৫।৭ রকম ভাল মদ। খেয়ে বেদম হ'য়ে গিয়েছিলেম।"

লঞ্চেলট রহস্য করিয়া কহিলেন "এই না তুমি কাফি-খানা হতে বেরিয়ে এলে?"

"কে?—আমি?" বিস্মিত হইয়া সিলবষ্টর কহিলেন "আমি কাফি-খানায়?—এত নীচ—নিরেট—বোম্বেটে—গরীব—আমি? বল কি?"

"আমি যে আপন চোকে দেখেছি।"

"কে? তুমি আপন চোকে দেখেছ? তোমার চোকে চাল্‌সে ধোরেছে। কাণা তুমি। চল আমার সঙ্গে। প্রমাণ দাও তুমি! এত ছোট লোক আমি নই।"

অপ্রস্তুত হইয়া লঞ্চেলট কহিলেন "তবে বোধ হয় তাই হবে। আমারই ভুল হয়ে থাকবে।"

"তাই বল।" সিলবষ্টর হাসিয়া কহিলেন "তাই বল তুমি। এখন চল, থিয়েটরে যাই। আজ বড় মজা।"

"না। অন্য স্থানে আমার আবশ্যক আছে।"

"ভয় কি তোমার? কোন কথা আমি সেলিনার কাছে প্রকাশ কোর্ব্বো না। চল তুমি। থিয়েটরেই আমার দেখা পাবে। আপাততঃ আমি আমার এলিসের সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। গত সপ্তাহের টাকা দিতে বাকী আছে। কাল দেবার কথা। আমি এ সব টাকা বাকী রাখ্‌তে ভালবাসি না। যাও তুমি।" সিলবষ্টর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সিলবষ্টর এলিসের সাক্ষাৎ না পাইয়া থিয়েটরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। একটী অন্ধকার রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, দুইটীলোকের গুপ্ত কথোপকথনের স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিলবষ্টর কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

"আমি তাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। লোকটা ত বোকার অগ্রগণ্য। যেমন বুদ্ধি—তেমনি চেহারা। মুখ খানা যেন বাঁদরের মত। সদাই গর্ব্ব। উনি যেন জগতের ঈশ্বর।—সংসারটা যেন ওঁর পায়ের নীচে।—স্পর্দ্ধাও কম নয়।"

সিলবষ্টর আপন মনে জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটা কে?" কথোপকথন চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ করিল "ঠিক বোলেছ। লাল লাল চুল—সবুজ সবুজ চোক—সমস্ত মুখে তিল———"

সিলবষ্টর এতক্ষণে চিনিলেন। একজন তাঁহারই প্রিয়তমা এলিস, অপর ব্যক্তি ব্রনডেল।

এলিস বলিলেন "লোকটা ভয়ানক ঝুঁকী। কাল আমার সাপ্তাহিক খরচ দেবার কথা—আজ ও গেল। কাল তারে দেখে নেব। তিন সপ্তাহের অগ্রীম টাকা আদায় কোরে, তবে ছাড়্‌বো।"

ব্রনডেন বলিল "আমরা পরস্পর পরস্পরকে যে কত ভালবেসেছি, আমাদের যে গুপ্ত প্রণয়—সে তার কিছুই জানে না। যাক, চল যাই। আমাদের আবার সময় হয়ে এল।"

সিলবষ্টরের ক্রোধের সীমা নাই। ব্রনডেলের মাথাটা চিবাইয়া গুঁড়া করিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকারে গোপনে আড়ি পাতিয়া রহিলেন। অন্ধকারে অন্ধকারে অনুমানে সিলবষ্টর দুখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। অমনি

তখনি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন! সিলবষ্টর ভ্রম ক্রমে ব্লনডেলের হাত ধরিতে ভালুকের হাত ধরিয়া টানিয়াছেন! পাহাড়ে ভালুক! সিল-বষ্টরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে! পরস্পর পরস্পরকে পরাস্থ করিবার চেষ্টা। চীৎকারে তখনি চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল। অভিনেতা, অভিনেত্, বেহারা, পট-পরিবর্ত্তক প্রভৃতি সকলেই আসিয়া ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত। সকলেই সিলবষ্টরকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময় দুইটী মুখে কেবল হাসি দেখা গেল। একজন ব্লন্‌ডেল, আর একজন বিশ্বাসঘাতিনী এলিস। সে হাস্যধ্বনি সিলবষ্টরের কর্ণে বজ্রের ন্যায় ধ্বনিত হইল। সিলবষ্টর মরমে মরিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া সিলবষ্টর পরিত্রাণ পাইলেন। এদিকে অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল।

সিলবষ্টর দ্রুতপদে এলিসের নিকট গমন করিলেন। ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া কহিলেন "তোমার এই কাজ? অর্ত হাসি হাস তুমি? ঘোরতর শত্রুতা! সব আমি জান্‌তে পেরেছি।"

এলিস কহিলেন "কি জান্‌তে পেরেছ তুমি? তোমার গায়ে তেমন আঘাত লাগে নাই ত? বড় অন্ধকার যায়গা। ভালুকটা আলো দেখ্‌লে ভয় পায়, তাই তাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। ওখানে তুমি আবার কেন গেলে?"

"কেন গেলেম?" ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সিলবষ্টর কহিলেন "কেন গেলেম? গোপনে আবার উপপতি করা হয়েছে।—তারই সঙ্গে—তারই সম্মুখে আমার নিন্দা? আমি টাকা দিই না? এতদিন কে টাকা দিয়ে-ছিল?—কার টাকায় এতদিন বেঁচে আছ?"

"তুমি ভুল বুঝেছ।" এলিস ধীরভাবে কহিলেন "তুমি ভুল বুঝেছ। ব্লন্‌ডেলের সঙ্গে আমার দৈবক্রমে দেখা হয়েছিল। মনে কোন মন্দ ভাব আমার ছিল না।"

"তুমি মিথ্যাবাদী।" সিলবষ্টরের ক্রোধ ক্রমেই যেন বাড়িয়া উঠি-তেছে। তিনি কহিলেন "মিথ্যা কথা তুমি বোল্‌চো। আমি আপন কাণে শুনেছি। আমি স্বয়ংই তার সাক্ষী। বিশ্বাস-ঘাতিনী——"

এলিস ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "যদি আমি কোরেই থাকি, তা হলেই বা তুমি আমার কি কোর্ব্বে? আমি স্বীকার কচ্চি, আমি কোরেছি।"

"কোরেছ? বেশ কোরেছ। এই পর্য্যন্ত শেষ। তোমাকে আমি বেশ ভাল রকমে শিক্ষা দিব।" দ্রুতপদে সিলবষ্টর প্রস্থান করিলেন।

লন্সেলট থিয়েটরে আসিয়াছেন। তিনি একবার ভাবিয়াছিলেন, সিলবষ্টর আসিলেন না কেন? তার পরেই ইমোজীনকে দেখিলেন, তখনই তিনি সব কথা ভুলিয়া গেলেন।

থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। লন্সেলট বাহিরে আসিয়া তাঁহার প্রিয়তমা ইমোজীনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই তাঁহার প্রথম অপেক্ষা। বহু পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে একবার অপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অপেক্ষা অন্য প্রকার। আজ এই অপেক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক কি বুঝিতে পারিয়াছেন?

ত্রিংশ তরঙ্গ।

"Love Love sweet Love,
The love is heaven, and heaven is love!"

দুইজনে একাকী।

ইমোজীন থিয়েটরের পোষাক বাড়ী হইতেই পরিধান করিয়া আইসেন। কিন্তু আজ তাঁহার স্বাভাবিক পরিচ্ছদ। বিশেষ অংশ অভিনয় হেতু সেই সমস্ত পোষাক তাঁহার জন্য বেশ-গৃহেই প্রস্তুত ছিল। থিয়েটর শেষে তিনি সে সব অভিনয়-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া আপন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন।

ইমোজীন বাহিরে আসিতেই লন্সেলটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লন্সেলট দ্রুতপদে নিকটে গিয়া—ইমোজীনের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "প্রিয়তমে! মনে কিছু কোরো না। এমন অসময়ে সাক্ষাতের জন্য——"

"একি কথা লন্সেলট?" বাধা দিয়া ইমোজীন কহিলেন "সে কি কথা? এর জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থনা?"

"বিশেষ আবশ্যকের জন্য আমি এসেছি। অনেক কথা আমার। এখানকার নয়। আমি তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারি কি?"

"তা আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চ লন্সেলট? এস।" ইমোজীন সানন্দে লন্সেলটের হস্তধারণ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন, রাত্রি ১১টা।

ফেনী প্রতিদিনই তাহার কর্ত্রীর আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। আজিও সে বসিয়াছিল; সাড়া পাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিয়া দিয়া ফেনী দেখিল, ইমোজীনের সঙ্গে লন্সেলট। এ দৃশ্য দেখিয়া ফেনী যেন অবাক হইয়া গেল! রাত্রিকালে একজন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিতে দেখিয়া ফেনীর বিস্ময়ের সীমা নাই। সে তাহার কর্ত্রীর এরূপ ব্যবহার ইতিপূর্ব্বে কখন দেখে নাই। সে মনে মনে কতই তর্ক বিতর্ক করিল। আহারাদির আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে, আনী ঘুমাইয়াছে।

উভয়ে উপবেশন করিয়া ইমোজীন কহিলেন "লন্সেলট! এস, আমরা আহার করি।" উভয়ে আহার করিলেন। ফেনী আরও বিস্মিত হইল। ইমোজীন ফেনীকে বিদায় দিলেন, সে প্রস্থান করিল।

লন্সেলট কহিলেন "প্রিয়তমে! আজ আমি অনেকক্ষণ ধোরে তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চেষ্টা কোচ্চি। বৈকালে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্ব হ'তে তোমাকে অনুসন্ধান কোচ্চি। এতক্ষণ পরে সাক্ষাৎ হলো। অনেকগুলি কথা আছে আমার।"

"কি কথা লন্সেলট? আজ সকালেও ত তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল?"

"হাঁ। আমি তোমার এখান হতে বিদায় হয়েই বাড়ী যাই। পিতা, মাতা, ভগ্নী, সকলেই আমার প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে ব'সে ছিলেন। আমি যেতেই তখনি সংবাদ পেলেম, অবিলম্বে আমাকে হটন গার্ডেনে যেতে হবে। আমি অগত্যা তখনি সেখানে গেলেম। সেখানে যা ঘোটেছে, ইমোজীন! তা প্রকাশ কোত্তে——"

ব্যথিত স্বরে ইমোজীন কহিলেন, "আহা লন্সেলট! হতভাগিনীর জন্য তুমি কত কষ্টই ভোগ কোচ্চ! তার পর কি হলো?"

"ওকথা ব'লো না প্রিয়তমে! তোমার মুখেও ঐ কথা? তোমার ভাল-বাসা সংসারের ভাবং দুঃখের সহিত বিনিময় কোত্তে পারি। সেলিনা যেন মরুভূমির ফুল্লপদ্মিনী—তাঁর স্বভাব স্বর্গীয়।" লন্সেলট সেলিনা

সংক্রান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিলেন। ইমোজীন কখন কটকিত শরীরে—কখন গর্ব্বে স্ফীত হইয়া—কখন অশ্রুসিক্ত বদনে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় যেন নিস্পেষিত হইয়া ইমোজীন কহিলেন "প্রিয়তম! হতভাগিনীর জন্য তুমি তোমার সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছ। তোমার পিতার সম্মানিত সংসার ধ্বংশ মুখে নিক্ষেপ কোত্তে বোসেছ। আমার জন্য, তোমার পিতামাতা, তোমার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ কোচ্চ।"

"না না প্রিয়তমে! তোমার জন্য নয়। আমার সুখের জন্য—আমার ভালবাসার জন্য আমি এ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য কোত্তে প্রস্তুত আছি। তুমি আমাকে ভালবাস ইমোজীন, কেবল সেইজন্য নয়, আমি জানি, আমার বিশ্বাস, তোমার অভাবে আমি হয় ত বাঁচ্‌বো না। তোমার অদর্শনে ইমোজীন, হয় ত আমার জীবন অনন্তকালের জন্য অনন্তে মিলিয়ে যাবে। সে কথা যাক। আমার জীবনের এই ঘোর নৈরাশ্য মধ্যে এখন একটী ক্ষীণ আলোক দেখা যাচ্চে। সেটী সেলিনার শেষ বাক্য। যদিও তা অসম্ভব———"

"কিন্তু যদি সে আশায় হতাশ হও, তা হ'লে কি হবে প্রিয়তম? আর একটী সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট! এসময় একটী মাত্র উপায় আছে। তোমার জন্য আমি সে উপায় অবলম্বন কোর্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

"কি উপায় ইমোজীন?" লন্সেলট অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি উপায় তুমি স্থির কোরেছ প্রিয়তমে?"

"উপায় আর কি?" সজলনয়নে ইমোজীন কহিলেন "এখন আমাদের পরস্পরের বিচ্ছেদই প্রার্থনীয়। ইহসংসারে আমাদের সুখের স্বপ্ন নিদ্রার আবেশেই মিশিয়ে যাক, আমাদের আঁধার হৃদয়ের আশাদিপ নৈরাশ্য বাতাসেই নির্ব্বাণ হোক, তাতে তত ক্ষতি হবে না। আমাদের এ প্রণয় স্বর্গীয়।—এ প্রণয় চিরস্থায়ী।"

ইমোজীনকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া লন্সেলট কহিলেন "ইমোজীন! প্রাণাধিকে! ওকথা বোলো না। আমার এ সুখনিদ্রা ভেঙ না, আমার সুখের আশায় নৈরাশ্য দাবানল জ্বেলো না ইমোজীন।"

"তবে উপায় কি লন্সেলট? একজনের জন্য একটী বিস্তৃত পরিবারের ধ্বংশ হবে? তবে উপায়?"

"ইমোজীন! আমি সবই বুঝতে পেরেছি। পিতা মাতা—আমা স্নেহের ভগ্নী অজলিনী—সকলেই আমার স্নেহভক্তির পাত্র। তাঁদে প্রত্যেকের সুখসচ্ছন্দতার বিধান করা—আমার একান্ত কর্ত্তব্য; কি কি করি ইমোজীন? সেই নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়ের চক্রে হৃদয় আমার (নিস্পেষিত হয়ে গেছে! আমাতে যে আমি নাই। আমি এখন করি কি?

ইমোজীন কহিলেন "তাতে আর হাত কি? পিতামাতা'র নিক ভ্রাতাভগ্নীর নিকট—তুমি যে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ! তাঁদের এ বিপদে উদ্ধা করা তোমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

"কর্ত্তব্য।" লন্সেলট কহিলেন "কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি ত একা নই তোমার উপায়? যে আমার হাতে তার অমূল্য জীবন উৎসর্গ কোরেছে যে আমাকে হৃদয়ে বসিয়ে—হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর জ্ঞানে পূ কোচ্চে,—যার সুখশান্তি আমার উপরেই কেবল নির্ভর কোচ্চে,—ত উপায়? তাকে আমি ত্যাগ কোর্ব্বো? এমন স্বার্থপর হয়ে ধর্ম্মের নিক পতিত হব ইমোজীন? আমি করি কি? একদিকে আমার সমস্ত পরিবার-সমস্ত মান সম্ভ্রম—খ্যাতি যশঃ,—আর একদিকে তুমি। ট্রেণ্টহাম প্রাসাদে চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হোক, ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন দুঃখ পাথারে ভেসে যাক্, তাও বরং আমি সহ্য কোর্ব্বো, কিন্তু ইমোজীন প্রাণাধিকে! তোমাকে আমি কখনই ত্যাগ কোর্ব্বো না।"

ইমোজীন বাহুপাশে প্রিয়তমের কণ্ঠ পরিবেষ্ঠন করিয়া—তাঁহার উরু মস্তক রাখিয়া কতই আদরে—কতই গর্ব্বে কহিলেন "প্রাণাধিক! জা তুমি, আমি তোমাকে কত ভালবাসি?"

লন্সেলট বারম্বার ইমোজীনকে চুম্বন করিয়া আদরে সোহাগে কহিলে "জানি ইমোজীন, তোমার ভালবাসা স্বর্গীয়। আমাদের এ জীবনে কখ ছাড়াছাড়ি হবে না। জগতের সম্মুখে আমি বোল্‌ছি, ইমোজীন! আ তোমাকে ভালবাসি। তোমার ভালবাসার জন্য সংসার ত্যাগ কো পারি। তোমার সুখের জন্য আমি জীবন ত্যাগেও ত কুণ্ঠিত নই তোমাকে ভালবেসে আমার যে সুখ, সে সুখের বিনিময়ে স্বর্গ রাজে কর্ত্তৃত্বও তুচ্ছ। জানি না কেন, পিতামাতা, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, সকলে স্নেহ মমতা—ভালবাসা তোমার ভালবাসার তুলনায় তুচ্ছ বোলে বো হয়। আমি তোমাকে পরিত্যাগ কোর্ব্বো ইমোজীন?" লন্সেল

বারম্বার ইমোজীনের মুখ চুম্বন করিলেন। ইমোজীন প্রেমভরে প্রিয়তমকে বক্ষে চাপিয়া—অতি আদরে কহিলেন "লন্সেলট! আমি তোমারই! প্রাণাধিক! আমি তোমারই। ঈশ্বরের দিব্য, আমি তোমারই।"

ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতেছে।—প্রেমিকপ্রেমিকা আনন্দ-সাগরে যেন ডুবিয়া আছেন। দুঃখ নাই—কষ্ট নাই—,সব এখন দূরে চলিয়া গিয়াছে! এরই নাম প্রণয়—এই প্রণয়ই স্বর্গীয়।

একত্রিংশ তরঙ্গ।

"আপনার মৃত্যু বাণ আপনার ঘরে।
রাবণ অমর হয় শঙ্করের বরে॥"

পরিচ্ছদ-রহস্য।

এথেল আজ একপক্ষ কাল হান্দন কোর্টে আসিয়াছেন। মরুতা মিথ্যা কথা বলে নাই। এথেলের সুখের সীমা নাই। এথেলই যেন এ সংসারের গৃহিনী,—তিনিই যেন এ সংসারের কর্ত্রী। চাকরদের নিকট তাঁহার অসাধারণ মান। মরুতা বলিয়া গিয়াছে, লেডী সকল সমাজে মিশেন না, এথেল তাহারও পরিচয় পাইয়াছেন। এক পক্ষে তাঁহার ভয় ঘুচিয়াছে।

লেডী লংপোর্টের বয়স ৬০ বৎসরের কম নহে কিন্তু সাজে পোষাকে কৃত্রিম আবরণে তিনি যেন ৩০ বৎসরের যুবতী সাজিয়া থাকেন। লোকেও দেখে তাহাই। তাঁহার সজ্জা-টেবিল অসংখ্য শিশি বোতলে পূর্ণ। সাধারণ লোকে ঔষধালয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। বড় বড় বোতল গন্ধদ্রব্যে পূর্ণ। লেডী সকালে সন্ধ্যায় সেই গন্ধজলে স্নান করেন। ছোট বড় আরকপূর্ণ শিশি, ছোট বড় বাক্স, নানা ধরণের নানা আকারের পাত্র, নানাবিধ বস্ত্র, জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। বৃদ্ধার যুবতী বেশ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, লেডী লংপোর্ট সে সমস্তই আগ্রহ সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিন হাজার

টাকা মূল্যের দন্তশ্রেণীর ছয় যোড়া দন্ত লেডী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন, এখন বৃদ্ধকালেও দ্রব্যগুণে তিনি সে যৌবনের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইয়াছেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় এথেল পরিত্যক্ত ভোজনাগারে উপস্থিত মরুতা তাঁহাকে যে ছবি দুখানি দেখাইয়াছিল, সে দিন তিনি উহা ভা করিয়া দেখিতে পান নাই, আজ তাই নির্জ্জনে দেখিবার জন্য ভোজন গারে গিয়াছেন। এথেল ছবি দুখানি দেখিলেন। মনে মনে কহিলে "কত দিন পূর্ব্বে এই ছবি দুখানি চিত্রিত হয়েছে? ছবির প্রমা লর্ড লংপোর্টের বয়স চল্লিশ বৎসর বোধ হয়। তবে লেডীর বয় কত? ছবিতে দেখা যায়, আঠার কি কুড়ি।" এথেল কিছুই ভাবি পাইলেন না।

এই সময়ে এথেলের কর্ণে কাহার পদ শব্দ ধ্বনিত হইল। সবিস্ম চাহিয়া দেখিলেন, লেডী লংপোর্ট। চমকিত হইয়া কহিলেন "আমি আ নার আগমন জানতে পারি নাই। ক্ষমা কোর্ব্বেন।"

হাস্যবদনা লংপোর্ট কহিলেন "তাতে আর ভয় কি? অত সঙ্কুচি হও কেন? ভয় কি তোমার? ছবি দেখ্ছো, দেখ। বুঝতে না পা জিজ্ঞাসা কোরো।"

এথেল সানন্দে কহিলেন "আপনি আমার প্রতি বড়ই সদয়। আম একটী সন্দেহ হয়েছে। লর্ড বাহাদুরের পনের বৎসর হলো মৃত্যু হয়েছে তবে ——"

"যথার্থ। তুমি ঠিক অনুমান কোরেছ। যে বৎসর তাঁর মৃত্যু হ সেই বৎসরেই এই ছবি দুখানি প্রস্তুত হয়েছিল। আমার বয়স তখ [illegible] পঁয়তাল্লিশ। আমা হতে আমার স্বামী প্রায় ৪।৫ বৎসরের ছো ছিলেন। কিন্তু আমার ছবি দেখে তুমি বুঝতে পেরেছ, বয়স আমার তখ ১৮ কি ২০ বৎসরের অধিক হবে না। আমি সত্য বোলছি ত্রিবর! আম দের পরস্পরের সদ্ভাব ছিল না। দুজনেই আমরা পরস্পরের বিশ্বাস ক কোরেছিলেম। আমার সঙ্গে এস। সব কথা তুমি জানতে পার্ব্বে এথেল লংপোর্টের সহিত চলিলেন।

লংপোর্ট এক চাবিবদ্ধ ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া এথেলকে এক নির্দ্দিষ্ট চাবি আনিতে আদেশ করিলেন। এথেল তখনি সে আদেশ প্র

পালন করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। এথেল কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নানাবিধ কাঠের আসবাবে গৃহ পূর্ণ! দেখিতে দেখিতে সভয়ে সন্দেহে এথেল দেখিলেন, একটী বাক্স। কাঠের বাক্স। এথেল ফিরিয়া আসিলেন, দ্বার পূর্ব্ববৎ বদ্ধ হইল। লংপোর্ট কহিলেন "প্রিয়তমে! এ বাক্স আমি নিজে প্রস্তুত কোরিয়ে রেখেছি। আমার শবই ঐ বাক্সে রক্ষিত হবে। যখন আমাকে কালে ডাক্‌বে, যখন প্রাণবায়ু আমার এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ কোরে যাবে, প্রিবর! তখন আমার দেহ এই বাক্সে তুমি রেখে দিও। আমার এই কলের দেহ আর যেন কেহ না দেখে। আমি সে লজ্জার কথা মনে কোরে এখনো যেন মারা যাই, বড়ই ভয় হয় আমার; সেই জন্যই আমি আমার শবাধার প্রস্তুত কোরিয়ে রেখেছি।" বলিতে বলিতে দুঃখিনী লংপোর্টের চক্ষে জলধারা বহিল।

এথেল কহিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আমি আপনার এই সমস্ত গুপ্তকথা গোপনেই রাখ্‌বো। যদি আমি সে পর্য্যন্ত থাকি, তবে আপনার এই আদেশ আমি অবশ্যই প্রতিপালন কোর্ব্বো।

"আমি তা জানি।" নির্ভরতা জানাইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন "তোমার মত বিশ্বাসী সহচরী আমি আর পাব না। চল, আমার ঘরে চল। আমি আমার জীবনের সমস্ত রহস্য তোমাকে শোনাব। আরও অনেক রহস্য জান্‌তে পাবে।"

এথেল ও লংপোর্ট লংপোর্টের শয়ন ঘরে উপস্থিত হইলেন। লংপোর্ট একটী বাক্স হইতে একখানি সুন্দর বাঁধাই পুস্তক বাহির করিয়া এথেলের হস্তে দিলেন। এথেল দেখিলেন, পুস্তকের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে "নিদর্শন-লিপি।" এথেল পুস্তকখানি খুলিলেন। দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর প্রতি-চিত্র। চিত্রের নিম্নে কয়েক পংক্তি পদ্য।

এথেল সন্দেহ জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই চিত্র আপনারই ত?"

"না।" গম্ভীরস্বরে লংপোর্ট কহিলেন "ভাল কোরে দেখ।"

এথেল বিচক্ষণতার সহিত দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রের নিম্নে গোলাপ স্তবকে লুক্কায়িত হইয়া দুইটী পক্ষী। পক্ষী দুটী দেখিলে বোধ হয়? যেন জগতে স্বর্গীয় প্রণয় প্রদর্শন করিবার জন্যই ইহারা মর্ত্তে আসিয়াছে। চিত্র নিম্নে এক গোলাপ স্তবক মধ্যে লিখিত আছে,——

প্রেম-পাখী গেছে উড়ে,
সুধু খাঁচা আছে পোড়ে,
স্বপনে মিশায়ে গেছে সুখের স্বপন।
শুকায়েছে আশা-তরু হৃদয় হয়েছে মরু
অবশিষ্ট আছে পোড়ে বিশুষ্ক মুকুল হায়।
ফুরায়ে গিয়াছে মোর সুখের জীবন।"

এই কয় পংক্তির নিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে,—"মিলড্রেড!"

লেডী লংপোর্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "বুঝ্‌তে পেরেছ কি?"

"না। কিছুই না।" এথেল অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "আমি আগে ভেবেছিলেম, এ ছবি আপনারই, এখন আমার সে ভ্রম ঘুচে গেছে। আমি কিছুই ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্চি না।"

"ঠিক তাই।" লংপোর্ট কহিলেন "তবে তোমার সন্দেহ হয়ে থাক্‌বে, তুমি বোধ হয় ভেবেছ,—ছবিখানি—ছবিখানি আমার—কন্যার?"

"আপনার কন্যা?" বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে লেডী লংপোর্টের দিকে চাহিয়া এথেল কহিলেন "আপনার কন্যা?"

এথেলের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন "কেতাব খানি রেখে দাও। মিলড্রেডের ছবি তোমার দেখা হয়েছে, এখন আমার জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত হও।"

এথেল যথাস্থানে পুস্তকখানি রাখিয়া দিলেন। তাঁহার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি লংপোর্টের জীবনকাহিনী শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লেডী লংপোর্ট বলিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ।

"শুনিতে বাসনা যদি দুঃখের কাহিনী,
শুন মন দিয়া।————————"

লেডী লংপোর্টের জীবনী।

"তুমি জান্‌তে পেরেছ, আমার বয়স এখন ষাট বৎসর। আমার যৌবন অনেক দিন ফুরিয়ে গেছে। এথেল! আমি কোন কথাই গোপন কোর্ব্বো না। চিত্তের দুর্ব্বলতায় আমি যত পাপ কোরেছি, রূপের মোহে—ধনের মোহে পতিত হয়ে আমি যতগুলি পাপের নদী প্রবাহিত কোরেছি, বুদ্ধির দোষে আমার হৃদয়ে স্বহস্তে আমি যতগুলি বিষাদের আগুণ জ্বেলেছি, আমি সে সবই দেখাব। বাল্যকালে আমি সুন্দরী ছিলেম। পাড়ায় আমার রূপের খ্যাতি ছিল। সেই খ্যাতিই আমার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। পিতামাতার একমাত্র কন্যা আমি। তাঁদের সোহাগ আদরেই পালিত হয়েছিলেম। তাঁদের স্নেহ স্রোতই আমাকে প্লাবিত কোরে রেখেছিল। পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। সকলেই তাঁর সরলতায় মুগ্ধ ছিল। পিতা ধনের সদ্ব্যবহার জান্‌তেন না। অপরিমিত ব্যয়ে তিনি সর্ব্বদাই অবসন্ন হতেন। মাতা বড় ঘরের কন্যা,—তার চালচলন সবই বড় ঘরের;—পিতার স্বভাবে বাতাশ দিয়ে মাতা আমাদের পরিবারের মধ্যে দারিদ্র-আগুণ জ্বেলে দিলেন। দেনার জ্বালায়—ভাবনায় চিন্তায় অবসন্ন হলেন। সেই ভাবনা-কীটে পিতার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন কোরে দিলে, শেষে জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট কোল্লে। আমার বয়স তখন ১৪ কি ১৫ বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর চার-দিকের পাওনাদারেরা নালিশ কোল্লে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হয়ে গেল। মাতা আমার ঘৃণায়—অপমানে যেন মরে গেলেন। যেখানে তিনি সম্মানের সঙ্গে কাটিয়েছেন,—এখন কি তিনি সেখানে উদরান্নের ভিকারিণী হয়ে থাক্‌তে পারেন? তিনি আমাকে নিয়ে কাউ[illegible] বহু দূর-বর্ত্তি এক পল্লিতে এলেন।

"মাতার ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা ছিল না। তিনি দিন দিন অবসন্ন হয়ে পোড়্‌তে লাগলেন। মাতার বড় স্নেহের কন্যা আমি,—তিনি আমাকে

প্রাণের চেয়েও বেশি ভাল বাস্‌তেন। আমাকে অন্য স্থানে রাখ্‌তে—আমার সুখ সচ্ছন্দতার ব্যবস্থা কোত্তে তিনি পাত্তেন, কিন্তু আমাকে না দেখে তিনি কি নিয়ে থাক্‌বেন, এই ভয়েই তা পারেন নাই। ভাবনায় ভাবনায় মাতার শরীরও ভগ্ন হলো। অল্পদিনে তিনিও পিতার অনুসরণ কোল্লেন। সহায়সম্পত্তিহীনা আমি—দুর্ঘটনাচক্রে পতিত হলেম।

'আমাদের বাড়ীর নিকটেই মালকম নামে একটী সুন্দর যুবা পুরুষ বাস কোত্তেন। বয়স তার ত্রিশ। ডিবনসায়রে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। আমি তখন ১৭ বৎসরের। মালকম আমাকে সাদরে প্রতিপালন কোত্তে অঙ্গীকার কোল্লেন। তিনি কি ভাবে আমাকে যত্ন করেন, কি তাঁর বাসনা, আমি তা জান্‌তেম না। দুঃখের পাথারে পোড়ে অবসন্ন হয়েছিলেম, আশ্রয় পেলেম, সেই আমার পরম লাভ। আমি তখন মালকমকে ভালবাস্‌তেম না। তবে আশ্রয়দাতা বোলে সম্মান কোত্তেম। জানি না, কেন তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে বড় ইচ্ছা হতো। তাঁকে দেখ্‌লে আমার বিষন্নমুখে হাসি দেখা দিত, প্রাণের মধ্যে যেন সুখের বাতাস প্রবাহিত হতো। কেন যে এমন হতো, তা আমি বুঝ্‌তে পাত্তেম না। মালকমের পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য। রুষিয়ার সেটপিটসবর্গে ও লণ্ডনে বড় কারবার আছে। মালকাম প্রায় ৪।৫ বৎসর সেণ্টপিটসবর্গের কারবারের কর্ত্তৃত্ব কোচ্ছিলেন, এখন শরীর অসুস্থ বোলে এখানে আছেন। আমি মালকমের সঙ্গেই রইলেম। তাঁরই একজন বন্ধুর মত থাকুলেম।

"তিনি আমাকে এক ভদ্রপরিবারের মধ্যে রাখ্‌লেন। সর্ব্বদাই মালকম আমাকে দেখা দিতেন। যখন আমি পূর্ণ ১৭ বৎসরের, তখনি মালকমের সহিত আমার বিবাহ হলো। বিবাহের এক কি দুই বৎসর পরেই কার্য্যানুরোধে আমার স্বামীকে সেণ্টপিটসবর্গে যেতে হলো। তিনি তখন বাধ্য হয়ে আমার শ্বশুরের কাছে আমাকে রেখে গেলেন। লণ্ডনেই আমি থাকুলেম। শ্বশুর আমার দুই চক্ষের বিষ ছিলেন। আমি তাঁকে একেবারেই দেখতে পাত্তেম না। আপনার গর্ব্বেই তিনি সর্ব্বদা গর্ব্বিত থাকৃতেন। আঁধার ঘরে বোসে বোসে আপনার গর্ব্বে আপনিই ডুবে থাকৃতেন। সংসারের মুখ দেখবার উপায় ছিল না। আমার সে সব ভাল লাগ্‌তো না। কাজেই আমি আমার স্বামীর কাছে গেলেম। তিনি আমাকে পেয়ে আনন্দিত হলেন। খুব বেশি বেশি ভালবাস্‌তেন কি না,

তাতেই তাঁর এত আনন্দ। তিনি আমার জন্য একটী সুসজ্জিত বাড়ী নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন।

"বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হলো। আমাদের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হলো, কালে সবই আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল। থাকার মধ্যে থাক্‌লো, আমাদের প্রথম কন্যা মিলড্রেড। স্বামীর অভ্রান্ত ভালবাসা—অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে আমি পরম সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লেম। আমার মত সুন্দরী স্ত্রী লাভ কোরে স্বামী আমার সর্ব্বদাই অহঙ্কার কোর্ত্তেন। আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ে পরম সুখে ছিলেম। বাল্যকালে শিক্ষা লাভের সুযোগ হয় নাই, এখন স্বামীর উৎসাহে শিক্ষালাভেরও কোন ত্রুটী হলো না। আমার সহবাসে স্বামীর সকল সুখই ছিল, কেবল সন্তানের শোকেই তিনি যা কিছু দুঃখিত হতেন। অল্প দিন পরেই আমার শ্বশুরের মৃত্যু হলো। আমার স্বামী অতুল বিষয়ের অধিকারী হলেন।

"আমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হলেম। সকলে লণ্ডনে এলেম। স্বামী বিষয় কার্য্যের কোন গুরুতর বিষয় আমার সঙ্গে পরামর্শ না কোরে কোত্তেন না। কিছুদিন পরেই আবার কোন বাণিজ্যের উদ্দেশে আমরা রুসিয়ায় এলেম। তখন প্রায় কুড়ি বৎসর আমাদের বিবাহ হয়েছে। মিলড্রেডের বয়স তখন আঠার। মিলড্রেড সুন্দরী। সেণ্টপিটসবর্গেই সে শিক্ষা পায়, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষাতেও কোন ত্রুটী ঘটে নাই। আমরা লণ্ডনে যাবার জন্য যাত্রা কোল্লেম। জাহাজে উঠ্‌লেম। নেভার সুবিখ্যাত দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত হলো, পরদিনই তাঁর মৃত দেহ পাওয়া যায়।

"স্বামীর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোক পেলেম। প্রায় ৬ মাস আমাকে শয্যাগত থাকৃতে হয়েছিল। অনেক যত্নে—চিকিৎসকের সযত্ন-চিকিৎসায় আমি আরোগ্য হলেম। লণ্ডনের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ মাননীয় লী সেণ্ট-পিটসবর্গে গেলেন। সেখানকার সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্দোবস্ত হলো। আমার স্বামী সমস্ত বিষয় আগেই আমার নামে উইল কোরে গিয়েছিলেন। সমস্ত বিষয়ে আমাকে তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ কোরে গেছেন। মাননীয় লী তাঁর বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই দ্বারায় কারবার কমিয়ে আনা হলো। আর বেশী কারবারের আবশ্যকই বা কি? লণ্ডনের কারবারও তুলে দেওয়া হলো।

"লণ্ডনে যাবার প্রস্তাব করা হলো। মিলড্রেড তাতে আপত্তি কোল্লে।

আরও কিছুদিন যাতে রুষিয়ায় থাকা হয়, মিলড্রেডের তাহাই ইচ্ছা। মনে আমার সন্দেহ হলো। ডাক্তার নেভেল আমাকে চিকিৎসা কোরেছিলেন। সেই হতেই নেভেল পরিবারের সহিত মিলড্রেডের অধিক সম্প্রীতি। সে প্রায়ই বেড়াতে যায়। কোথায় যায়, জান্‌তে পাই না। কাযেই ক্রমে আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো। একদিন সন্ধানে সন্ধানে নেভেলের বাড়ীতে উপস্থিত হলেম, গোপনে দাঁড়িয়ে শুনুলেম। মিলড্রেড সর্ব্বনাশ ক'রেছে। পরের প্রেমে মজেছে। ফিরে বাসায় এলেম। সন্ধান জান্‌লেম। সন্ধানে সন্ধানে এক দিন এক উদ্যানের মধ্যে গাছের তলায় হতভাগিনী এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোকের ক্রোড়ের উপর শয়ন কোরে আছে। তখনি বুঝ্‌লেম, মিলড্রেড আপনার সর্ব্বনাশ করেছে।

"নানা চিন্তা, তার উপর রোগের তাড়না, আমি ক্রমেই শীর্ণ হোতে লাগ্‌লেম। ডাক্তার গ্রীষ্মকালটা সেণ্ট পিটসবর্গেই থাক্‌তে বোল্লেন। করি কি? অগত্যা থাক্‌তে হলো।

"রুষ গবর্ণমেণ্ট সংবাদ প্রচার কোল্লেন যে, 'যে সমস্ত হতভাগ্য নেভার দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ কোরেছে, তাদের তালিকা প্রকাশ করা এবং যে সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে যারা সহায় শূন্য হয়েছে, তাদের নামও জানা আবশ্যক।' আমি এই সংবাদ পেয়ে মিলড্রেডের সুখের জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়ে দিয়ে এলেম, "মিলড্রেড মালকাম, মৃত এডওয়ার্ড মালকাম ও বিধবা মালকামের কন্যা, ব্যবসায়ী জাতি ইংরেজ।" কয়েক দিন পরে সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীর ভূয়োদর্শনের ফল স্বরূপ তালিকা বাহির হলো। তাতে মুদ্রিত হয়েছে,—"মিলড্রেড মালকম, এডওয়ার্ড মালকমের বিধবা, মৃত—ইংরেজ।" প্রত্যেক সংবাদপত্রে এই তালিকা প্রকাশিত হলো। এই মহা ভ্রমে পোড়ে আমার প্রধান কর্ম্মচারীটী চিঠি পত্রে শীরোনাম দিলেন "মিস্ মালকম।" চমৎকার রহস্য। সকলেই আমার মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে সহানুভূতি জানিয়ে মিলড্রেডকে পত্র লিখ্‌লেন। জীবন্ত আমি, সকলের কাছে মৃত বোলে পরিচিত হলেম।

"কথাটা প্রথমে তত গ্রাহ্যই করি নাই। গবর্ণমেণ্টের অনভিজ্ঞতার ফল মাত্র ভেবে চুপ কোরে ছিলেম, শেষে কিন্তু সর্ব্বনাশ হলো। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি মিস মালকমের নামে লেখা পড়া হয়ে গেল। রুষ গবর্ণমে

সেণ্টপিটসবর্গের কারবারে মিস মালকমের সর্ব্বাধিকার দান কোল্লেন, লণ্ডনের কারবারও যাতে নূতন নামে চলে, সে অনুরোধ পত্র পাঠান হলো। সকলেই জানলে, মৃত মালকমের তাবত বিষয় এখন তাঁর কন্যার হাতে এসেছে। আমি তবে এখন যাই কোথা? যদি আমি প্রকৃত কথা বোল্‌তে যাই,—শত্রুপুরিতে সে কথা কে বিশ্বাস কোর্ব্বে? গবর্ণমেণ্টের বিচারও ত যথেষ্ঠ। লাভের মধ্যে জাল নাম ধোরেছি,—ধনের লোভে জাল নামে পরিচয় দিয়েছি বোলে কারাদণ্ড ভোগ কোর্ত্তে হবে। এ বিপদে পরিত্রাণ পাবার অন্য কোন উপায় না দেখেই আমি এই পথ অবলম্বন কোরেছি। চল্লিশ বৎসরের বুড়ী আমি, কৃত্রিম উপায়ে কুড়ী বৎসরের ছুঁড়ী সেজেছি। এই বিপদে পোড়ে এক বৎসরের জন্যে এক পল্লিগ্রামে যাই। সেইখানে এই সব কৃত্রিম কৌশল শিক্ষা করি, কৃত্রিম দ্রব্য সংগ্রহ করি, বেশ শিক্ষা কোরে—এক বৎসর পরে আমি একেবারে বিয়ানা সহরে গেলেম। সকলেই দেখ্‌লে—আমি কুড়ী বৎসরে বালিকা—বা যুবতী। কারও সন্দেহ হলো না। বিয়ানা সহরে সকলেই মালকমকে চিনতেন। আমি সকলের কাছে মালকমের কন্যা বোলে পরিচয় দিলেম। সকলেই সাদরে আমাকে গ্রহণ কোল্লেন। সকলেই জান্‌লেন, আমি কুমারী মালকম।

"বিয়ানায় কিছু দিন থেকেই আমি বদন বদনে গেলেম। সেখানেও আমি যথেষ্ঠ সম্মান লাভ কোল্লেম। তার পর বার্লিনে এলেম। লর্ড লংপোর্টের সঙ্গে আমার সেইখানেই আলাপ। তিনি ইংরাজের তরফে প্রুসিয়ার নাজীর ছিলেন। তিনি তখন অবিবাহিত। কথায়বার্ত্তায় সভ্যতায় ধনে মানে—সকল বিষয়েই তিনি ভাল। তিনি আমার ৪।৫ বৎসরের ছোট ছিলেন, কিন্তু লোকের চক্ষে আমি তখন তাঁরই ৪।৫ বৎসরের ছোট। পরস্পরে বেশ প্রণয় হলো। কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমাকে লংপোর্টের সঙ্গ ত্যাগ কোর্ত্তে হলো—লণ্ডনে এলেম। প্রধান কর্ম্মচারী দী আমাকে কুমারী মালকম বোলেই গ্রহণ কল্লেন। আমার কল্পিত পিতার উদ্দেশে—মালকমের উদ্দেশে কতই রোদন কোল্লেন। দেখা দেখি আমাকেও কাঁদ্‌তে হলো, মৃত স্বামীর শোক তখন আমার হৃদয়ে ভাসা ভাসা প্রকাশ পাচ্চিল—মনের গতি তখন আমার অন্যদিকে, তবুও অধীর হয়ে কাঁদলেম।"

"লণ্ডনে আমি বেশি দিন থাক্‌লেম না। বিদেশ বেড়িয়ে আমার চাল্ চলন অন্য রকম হয়ে গেছে। বিশেষ লংপোর্টের সহিত সাক্ষাৎ কর্কার বলবতী ইচ্ছা জোন্মেছে। আমি বার্লিনে ফিরে এলেম, সেখান হতে ইটালীতে তাঁর সঙ্গে দেখা কোল্লেম। সেখান হতে রোমে গেলেম। লংপোর্ট সেখানেও আমার অনুসরণ কোল্লেন। আমার সঙ্গে দেখা কোল্লেন। মনের ভাব তাঁর বুঝলেম। আমি এ পর্য্যন্ত আর কাকেও যে পতিত্বে বরণ করি, সে ভাব ভাবি নাই। মালকমের স্বপ্নময় ভালবাসা তখনো আমার অন্তরে ক্ষীণতর জ্যোতি বিকাশ কোচ্চে, স্বীকার কোল্লেম না। লংপোর্ট কত সাধ্য সাধনা কোল্লেন, কত প্রলোভন দেখালেন, কাল উত্তর দিব বোলে বিদায় কোল্লেম। সেই রাত্রেই আমি রোম ত্যাগ কোল্লেম। লংপোর্টকে পত্র লিখে গেলেম, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না। তিনি আর যেন আমার অনুসরণ না করেন।

"আমি পারিসে এলেম, কয়েকমাস এইখানেই কাটালেম। একদিন সংবাদ পত্রে দেখ্‌লেম, রাইট আনরেবল লর্ড লংপোর্ট উত্তমবর্গের সম্মানিত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন। আমার মনের ভাব তখন বোদ্‌লে গেল তাড়াতাড়ী লংপোর্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।—বিফল হলো। মালকমের ভালবাসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। মালকমের সহাস্য বদন যেন সম্মুখে দেখ্‌তে পেলেম। মনের ভাব পরিবর্ত্তন হলো। লংপোর্ট আমাকে দেখে আনন্দিত হলেন। আমার পদ ধারণ কোরে কতই রোদন কোল্লেন। আমি উভয় শঙ্কটে পোড়ে গেলেম। প্রাণের আমার তখনকার যাতনা—প্রকাশ কর্ব্বার ভাষা নাই। আমি সজল নয়নে লংপোর্টের গৃহ হতে বেরিয়ে এলেম। দু ঘণ্টার পরই লংপোর্টের প্রণয়-পত্রিকা হস্তগত হলো। আমি কেন বিবাহ কোর্ব্বো না, তার কারণ জান্‌তে তাঁর অধিক আগ্রহ। প্রকাশ কোল্লেম না,—পত্রের কোন উত্তর দিলেম না, পারিস হতে পালিয়ে এলেম।

আমি মেড্রিডে পৌঁছিলেম। এই হতে আমার অনুতাপের সূত্রপাত। বিপদে পোড়েছিলেম, মালকম আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিবাহ কোরেছিলেন, সুখে রেখেছিলেম, ভালবাসা কি, তখন জান্‌তে পারি নাই। জানবার অবসরও ঘটে নাই। অভাব ভিন্ন কোন বিষয়ে যত্ন হয় না—চেষ্টা হয় না, শিক্ষা হয় না। হৃদয়ে ভালবাসার অঙ্কুর জন্মাতে না জন্মাতে মাল-

কম আমাকে যত্ন কোল্লেন, স্নেহ দিলেন, বিনিময়ে ভক্তি কোল্লেম। ভালবাসা কি, তা জান্তেও পাল্লেম না। তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম। লংপোর্টের জন্য প্রাণ বড় কাতর হলো। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হলো। কোথায় মন টি^ঁকলো না।—যেন উড়ে উড়ে বেড়াচ্চি। কায়রো গেলেম, সেখান হতে কনস্তান্তিনোপল গেলেম। বিদেশী লোকদের থাক্‌বার সুবন্দোবস্ত কর্‌বার জন্ত একজন ফরাসী একটী আড্ডা খুলেছেন। আমি সেই আড্ডায় বাসা নিলেম। এখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের দৌত্যকার্য্যালয় আছে। ইংরেজ-দূতের পরিবার আমাকে নিমন্ত্রণ কোল্লেন। আমি তাঁর বাসায় গেলেম। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমাগম হয়েছে। কাউণ্ট ওলনেজকেও সেই মজলিসে দেখ্‌লেম। ওলনেজ তখনও রুষ-দূত ছিলেন। ইংরেজ-দূত ওলনেজের সহিত আমার পরিচয় কোরে দিলেন। কুমারী মালকম নামে আমি পরিচিত হ'লেম। মিলড্রেডকে ওলনেজ সামান্য চিন্‌তেন। আমিই যে মিলড্রেড, একথা যেন তাঁর বিশ্বাস হলো না। অনেক কৌশলে তাঁর বিশ্বাস টলালেম। তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী ওলনেজের এক পত্র পেলেম। সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ পত্র। এ নিমন্ত্রণ ত্যাগ করা উচিত নয় ভেবে, তখনি রওনা হোলেম। ওলনেজ কোন কথা কইলেন না। তাঁকে যেন চিন্তিত বোলে বোধ হলো। বারম্বার তীক্ষ্ণ—সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে যেন চাইতে লাগলেন। সেই চাউনিতে আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। মনের ভাব গোপন কোরে—নিমন্ত্রণ রক্ষা কোরে বাসায় এলেম। এসে কেবল বোসেছি, এমন সময় আড্ডার অধ্যক্ষ এলেন। বিশুষ্কমুখে বোল্লেন "বড় বিপদ আপনার—সাবধান হোন্। রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিষ-নয়নে পোড়েছেন আপনি। বিশেষ সন্ধান জানি। নৌ-বিভাগের প্রধান কারিগর আমার ভ্রাতঃষ্পুত্রীর সঙ্গে পরিচয় কোরেছেন। বিবাহ হবে। তিনিই সব সন্ধান দিয়েছেন। আজ রাত্রেই আপনাকে সুদূর সাইবিরিয়ায় চালান দেওয়া হবে।" আমি ভয় পেলেম। মুখ শুকিয়ে গেল। সন্দেহে—ভয়ে কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম' 'কেন? আজও ত আমি রুষ-দূতের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা কোত্তে গিয়েছিলেম। তখন ত এসব ভাব কিছু দেখলেম না। রুষ গবর্ণমেণ্টের আমি ত কোন শত্রুতা করি নাই।" অধ্যক্ষ বোল্লেন "তা আমি জানি না। গুপ্ত

মালকমেরই ত কন্যা আপনি ? আপনার নামই ত মিলড্রেড মালকম ? এসব কথা ঠিক ত ?" আমি মনের ভাব গোপন কোরে বোল্লেম "তাথে কোন গোল নাই।" অধ্যক্ষ বোল্লেন "তত আমি জানি না। যা ভাল বিবেচনা করেন, করুন। আমি আপনার বাঁচ্‌বার পথ কোরেছি। ইচ্ছা হয়, প্রস্তুত হোন। এখনি চলুন। নৌকা প্রস্তুত রেখেছি।" আমি আর কোন বিবেচনা না কোরে—অধ্যক্ষের সঙ্গে বেরুলেম। নৌকায় রওনা হলেম। শত্রুরা কিছুই জানতে পাল্লে না।

"আমি নিরাপদে জেনোয়াতে পৌঁছিলেম। আছি, একদিন লংপোর্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আবার দুজনের মনের বন্ধন শিথিল হলো। লংপোর্ট পীড়িত। তুরিণের জলবায়ু সহ্য হয় নাই, সামান্য দিন কাজ কোরেই পীড়িত হয়েছেন। এখানে এসেছেন, হাওয়া খেতে। দুজনে অনেক কথা হ'লো। লংপোর্ট কাতরস্বরে বোল্লেন "মিলড্রেড! তুমি পালিও না। তোমাকে দেখলেও আমার সুখ। ভালবাসার কথা—প্রণয়ের কথা আর আমার মুখে তুমি শুন্‌তে পাবে না। তুমি জেনে রাখ, আমি তোমার বন্ধু।" লংপোর্টের প্রস্তাবে কোন উত্তর দিলেম না। প্রত্যহই আমরা দুজনে একত্রে ভ্রমণ করি। একমাসেই লংপোর্ট আরোগ্য হ'লেন। তাঁর কর্ম্মস্থান যাবার সময় হলো। লংপোর্ট আমাকে কৌশলে তাঁর সহযাত্রী হতে প্রস্তাব কোল্লেন। পরদিন আবার দেখা হবে বোলে সে প্রস্তাব কাটিয়ে দিলেম।

"আমি বাসায় ফিরে এলেম। আস্‌ছি, হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে দুটী ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা কইচেন। প্রবেশ কোর্ব্ব, হটাৎ আমার নাম শুন্‌তে পেলেম! সন্দেহ হলো, দাঁড়ালেম। গোপনে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। একজন বোল্লে, লংপোর্ট দাঁও করার চেষ্টায় আছে। মালকম প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বিষয় এখন তাঁর কন্যার হাতে এসেছে। কুমারী মালকমকে বিবাহ কোল্লে লংপোর্ট অনেক টাকা পাবে। আর একজন বোল্লে, ঠিক কথা। লোকটা ভারি ধড়ীবাজ বার্লিন, এডিনবর্গ, সেণ্টপিটার্সবর্গ, সব জায়গায় দেনা। দেনার জ্বালায় লোকটা একেবারে অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আশার মধ্যে হান্দনকোর্টের বাড়ীখানি আছে। যদি এ বিবাহ হয়, তবে সব দেনা একদিনে শোধ হবে। এই সব কথা শুনে আমি চোলে গেলেম। পরদিন যথাসময়ে

অগ্রগামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "আপনি কে? বোধ হয় অন্য কোন পরিচিত লোক বোলে ভেবেছেন?"

এথেল চমকিত হইলেন। এক অবয়বের কি দুজন লোক থাকে? এথেল যেন কিছুই বুঝিলেন না। তাঁহারই ভুল! লংপোর্টের কেশ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, ইঁহার কেশ ধূমল বর্ণ; লেডীর চক্ষু নীলবর্ণ, ইঁহার চক্ষু পাটল; এথেল বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রম। তবুও মনের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি কহিলেন "হাঁ, ভ্রমই হবে। আপনি কে?"

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

"আমি পরে বোল্‌চি। আপনার পরিচয় জান্‌তে বড়ই উৎসুক হয়েছি। বলুন, আপনি কে?"

হঠাৎ অদূরে এথেল কাউণ্ট মণ্ডবিলিকে দেখিলেন। তাঁহার মুখ শুকাইল! মণ্ডবিলি রমণীর অনুসন্ধানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে না বলিয়া— তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আসিয়াছেন, এই সব ভাবিয়া রমণীর ভয় হইল। তিনি দ্রুতপদে মণ্ডবিলির সহিত মিলিত হইলেন। তখনি দুজনে প্রস্থান করিলেন।

এথেল স্তম্ভিত! এই যে কাণ্ড, এটা যেন তাঁহার চক্ষে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইল। এথেল সম্মুখে একটী বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধের বয়স ৭৫ বৎসর। পরিচ্ছদ ভদ্রজনের ন্যায়। বিদেশী বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটী কি আপনার পরিচিত?"

"না।" এথেল কহিলেন "না মহাশয়! ভ্রম আমার। কাকেও আমি চিনি না। দুজনের পরিচয়ই আমার আবশ্যক। দুজনের সঙ্গেই আমি পরিচিত হ'তে চাই।"

ভদ্রলোকটী বড়ই সরল। তিনি কহিলেন "তার জন্য চিন্তা নাই। স্ত্রীলোকটীর নাম মালকম। পুরুষটীর নাম কাউণ্ট ডি মণ্ডবিলি। আমার সঙ্গে আসুন। গস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে আমার বাসা, এক বাসাতেই থাকি আমরা। আমার নাম কাউণ্ট ওলনেজ।"

ওলনেজের নাম শুনিয়া এথেলের মুখ শুকাইল! ইঁহারই ভয়ে লংপোর্ট কনস্তান্তিনোপল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে এমন শত্রুর সহিত এথেল কি বলিয়া যাইবেন? এথেলের কিন্তু বড় কৌতুহল বৃদ্ধি হইয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সম্মত হইলেন।

গাড়ী গস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে নির্দ্দিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে লাগিল। একটী সপ্তদশ বর্ষিয়া অলৌকিক লাবণ্যবতী কুমারী নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ওলনেজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সঙ্গে এ মেয়েটী কে?" ওলনেজ কোন উত্তর দিলেন না। লবণ্যবতীর সহিত এথেলকে যাইতে অনুমতি দিয়া তিনি অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সরলা কুমারী এথেলকে লইয়া তাঁহার আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমাদরে একাসনে উপবেশন করিয়া সরলা কুমারী কহিলেন "ইংরেজী কথাবার্ত্তা শুন্‌তে কি বোল্‌তে আমার বড় আমোদ বোধ হয়। আপনার কথাগুলি বেশ মিষ্টি।—শুন্‌তে বড় আনন্দ বোধ হয়। সামান্য দিন আমি এখানে এসেছি। একজন ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রী রেখেছি। এখনো ভাল শিখ্‌তে পারি নাই। অনেক কথা বাধে। কেমন?"

এথেল সরলার সরলতায় মোহিত হইয়াছেন। এমন সরলা তিনি যেন আর কোথাও দেখেন নাই। এথেল মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন "আপনার প্রায়ই বাধে না। বেশ কথা কইতে পারেন আপনি। আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি।"

"না না।" বাধা দিয়া কুমারী কহিলেন "না না। সে সব গুণ আমার কিছু নাই। আমি কেবল আমোদ প্রমোদ নিয়েই কাটাই। সকলের কাছেই আমি তিরস্কার ভোগ করি। থাক, সে সব কথায় আর কাজ নাই। আপনার নাম?"

এথেল ভাবিয়া চিন্তা উত্তর করিলেন "আমার নাম শ্রীমতী ত্রিবর।"

"বড় চমৎকার নাম। বেশ মিষ্টি নামটী। আপনার ডাক নামটী কি? রাগ কোর্ব্বেন না, বিরক্ত হবেন না। আপনার ভাব দেখেই আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস কোচ্চি। তেমন রাগী লোক বুঝ্‌লে আমি অবশ্যই বিরক্ত কোত্তেম না। বলুন আপনি।"

এথেল বিনীত ভাবে কহিলেন "পরিচয় স্থলে নাম জিজ্ঞাসা আগে কোত্তে হয়। তা না হলে পরিচয় করা যায় না। তাতে রাগের বা বিরক্তির ত কোন কারণ নাই। ডাক নাম আমার এথেল।"

"এথেল?" উৎফুল্ল হইয়া কুমারী কহিলেন, "এথেল? ত্রিবর এথেল? অতি চমৎকার নাম। যেমন নাম, তেমনি চেহারা,—তেমনি আবার স্বভাব। বাস্তবিকই আপনি মধুময়ী। সবই আপনার সুন্দর। আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় কোরে বড়ই আপ্যায়িত হয়েছি। আপনাকে ছাড়তে

ইচ্ছা হচ্চে না। আমার নামও অবশ্য আপনার জানার দরকার। মনে রাখবেন। আমার সঙ্গে যদি অবসর ক্রমে এক একবার দেখা করেন, তা হলে আমি যারপরনাই অনুগৃহীত হব। নাম আমার রক্ষণা মিলড্রেডা।”

নাম শুনিয়া এথেল চমকিত হইলেন। মনে কত ভাবেরই যে উদয় হইল, তাহা তিনি ভিন্ন কেহই জানেন না। লেডী লংপোর্টের কন্যার নাম মিলড্রেড! এই মিলড্রেডা তাঁরই কি কন্যা? এই সন্দেহই এথেলের অধিক হইল! তিনি সে ভাব গোপন করিলেন।

ওলনেজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্যাগ্রতা জানাইয়া কহিলেন “হয়েছে সব কথাবার্ত্তা? ইনি বেশী বিলম্ব কোত্তে পার্ব্বেন না। রাজকুমারী রক্ষণা! গাড়ী প্রস্তুত।”

রাজকুমারী?—রক্ষণা মিলড্রেডা রাজকুমারী? প্রিন্সেস?—এথেলের সন্দেহের সীমা রহিল না। রক্ষণা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন “এথেল! আমরা পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হলেম। আমি কখনই এথেলের নাম ভুলে যাব না।”

“রাজকুমারীর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।”

“না না।” বাধা দিয়ে রক্ষণা কহিলেন “না না। রাজকুমারী—টাজকুমারী—ও সব কিছু নয়। সবই ভুল। রক্ষণা বোলে কথা কও। তাই আমি চাই। মান সম্ভ্রম—খাতির যত্ন করার আমার অনেক আছে, বন্ধু আমার নাই, তাই আমি চাই। আমরা দুজনেই সমান। সম্মানের আবশ্যক কি? বোল্লেম আমি, দেখা কোত্তে যেন ভুল না হয়।” সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে চাহিতে সরলা রাজকুমারী রক্ষণা প্রস্থান করিলেন।

ওললেজও এথেলকে লইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। এথেলের মনে যেন একটা ধাঁধাঁ লাগিয়া রহিল।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ।

"সোনার কমল মরি পবন হিল্লোলে,
দুলিত নাচিত ভাসি প্রণয় সলিলে,
দুরন্ত বিরহ তাপে শুকাইল ফুল
ভাসিছে দুঃখের সরে হইয়ে আকুল।"

বিশুষ্ক-কমল!

ওলনেজের সহিত এথেল গৃহান্তরে গমন করিলেন। সস্মিত বদনে ওলনেজ কহিলেন "দৈবক্রমে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। অনেকগুলি কথা আছে। বোধ হয়, আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ক্রটী আপনি কোর্ব্বেন না।"

এথেল যথেষ্ঠ সম্মানের সহিত কহিলেন "আপনার আজ্ঞা আমি অবশ্যই প্রতিপালন কোর্ব্বো। কি জিজ্ঞাস্য আপনার!—বলুন।"

"অধিক কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বার প্রয়োজন নাই, আপনি কুমারী মালকমকে কি চিনেন?"

"না। আপনার মুখেই কেবল আমি তাঁর নাম শুনেছি।

"বেশ। তাতে কোন ক্ষতি নাই। আচ্ছা, কর্ক ষ্ট্রীটে যে লোকটীকে দেখেছিলেন, কুমারী মালকম যাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, সেই মণ্ডবিলিকে অবশ্য চিনেন?"

"সামান্য মাত্র পরিচয়। এর পূর্ব্বে একদিন মাত্র দেখেছিলেম।"

"তবে এঁদের অনুসরণ করা কেন? আলাপ নাই, পরিচয় নাই, অপরিচিত এঁরা, তবে কেন তাঁদের অনুসরণ কোরেছিলেন?"

"ভ্রমে পোড়েছিলেম। একজন পরিচিত স্ত্রীলোক, ঠিক ঐ চেহারার ছিলেন। আমি সেই জন্যই কুমারী মালকমের অনুসরণ কোরেছিলেম।"

বৃদ্ধ ওলনেজ হাস্য করিয়া কহিলেন "প্রতারণা কোর্ব্বেন না। আমি অনেক দিন এ সংসারে এসেছি। সংসারবাজারে ব্যবসা কোরে চুল পাকিয়ে ফেলেছি। তোমার পিতামহের সমবয়সী—আমি। আমার কাছে প্রতারণা কোরো না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার কোরে, আমি এমন

জ্ঞান লাভ কোরেছি যে, লোকের মুখ দেখ্‌লেই তার নাড়ী নক্ষত্রের পরিচয় জান্‌তে পারি। আমার এ গর্ব্ব নয়, সত্য কথা। তুমি অব্যশ্যই জান যে, লোকের মুখ হৃদয়ের দর্পণ। মনের যখন যে অবস্থা, মুখ-দর্পণে তখনি সেই মনের প্রতিবিম্ব পড়ে। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি কতদিন সেখানে আছ? আমার সঙ্গে তোমার কর্ত্রীর সাক্ষাৎ করাও। তোমার ভাল হবে। আমি সেই জন্য গাড়ী প্রস্তুত রাখ্‌তে অনুমতি কোরেছি।"

এথেলের ভয় হইল! ভয়ের সঙ্গেই ক্রোধ! এথেল সক্রোধে কহিলেন "আপনি আমাকে ততটা অকৃতজ্ঞ মনে কোর্ব্বেন না। আমি তেমন বিশ্বাসঘাতক নই। আপনিও জান্‌বেন, এ লণ্ডন। আপনার কনস্তান্তিনোপল নয়। আপনার এখানে ততটা হুকুমজারি খাট্‌বে না। আমি সে সব বোল্‌তে বাধ্য নই।"

ধীর ভাবে বৃদ্ধ ওলনেজ কহিলেন "রাগ কোরো না। এ যে ইংরেজের দেশ, তা আমি জানি। আমি যে কে, তা তুমি ও অবশ্য জান। আমার কতটুকু ক্ষমতা, তাও বুঝ্‌তে পেরেছ। ক্ষমতার অপব্যবহার করা আমার অভ্যাস নয়। আমি যা জানি, তাই কেবল বোলেছি। প্রথম যখন আমি কুমারী মালকমকে দেখি, সে আজ প্রায় ১৫ বৎসরের কথা। কনস্তান্তি-নোপলে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তাঁকে তখন বেশ ভাল রকমেই চিন্‌তেম। তার পর জাল মালকমকেও আমি দেখেছি। অনেক প্রভেদ। আসল মালকমের চুল কটা, চোক কটা; নকল মালকমের চুল কাল, চোক নীল। হতে পারে এমন। বয়সের সঙ্গে চেহারার পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন এমন নয়। আমি তোমার কর্ত্রীকে কালও দেখেছি।"

"দেখেছেন?" বিস্মিত হইয়া এথেল কহিলেন "দেখেছেন?"

ধীর ভাবে ওলনেজ কহিলেন "হাঁ। কালই আমি তাঁকে দেখেছি। মণ্ডবিলির সঙ্গেও আমার কাল সাক্ষাৎ। রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে দেখেছি। তাঁর বাসা জানি না। আমরা সব এক বাসায় আছি, এ মিথ্যা কথা। কাজে কিন্তু তা নয়। তাঁরা অন্য স্থানে আছেন।"

এই সময় দ্বার উন্মুক্ত হইল। দীর্ঘকায় সুপরিচ্ছদধারী চল্লিশ বৎসর বয়সের একটী সুরূপ পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকের অশ্বারোহী বেশ। ওলনেজ সসম্ভ্রমে কহিলেন "আমি এখন এঁর সঙ্গে কথা—"

ভদ্র লোকটী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন "ইহাঁরই নাম কি শ্রীমতী ত্রিবর ?"

"হাঁ গ্রাণ্ড ডিউক! ইনিই ত্রিবর। ইঁহার কাছে আমি কোন আবশ্যকীয় বিষয় জিজ্ঞাসা কোচ্চি। মহাশয়ের কি কোন প্রয়োজন আছে ?"

গ্রাণ্ড ডিউক সে কথাতেও কর্ণপাত করিলেন না। তিনি এথেলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমার কন্যার মুখেই তোমার পরিচয় পেয়েছি। রক্ষণা তোমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ কোত্তে চান। চল আমার সঙ্গে।"

ওলনেজ কহিলেন "মহাশয়! ক্ষমা করুন। শ্রীমতী ত্রিবরের ততটা সময় নাই।"

"সে কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি না। যাঁর সময় নাই, তিনিই বোল্‌বেন এখন।" ডিউকের এই কথায় ওলনেজ অপ্রস্তুত হইলেন।

আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন ভৃত্য ওলনেজের হাতে একখানি পত্র দিয়া কহিল "একটী স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে চান। বিশেষ আবশ্যক।"

পত্র দেখিয়া ওলনেজ কহিলেন "ইনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

ডিউক বাহাদুর কহিলেন "তবে তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কও। আধ ঘণ্টার জন্য ত্রিবর আমার সঙ্গে চলুন।"

ডিউক বাহাদুর এথেলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ঈঙ্গিতে ওলনেজ তাঁহাদিগের কথিত কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

এথেলকে সঙ্গে লইয়া ডিউক তাঁহার কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাকে রাখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

রক্ষণা তাঁহারই আগমন পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এথেল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই রক্ষণা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আপনার আসনের এক পার্শ্বে বসাইলেন। আনন্দের সহিত কহিলেন "এসেছ তুমি? আমি তোমার জন্যই বোসে ছিলেম। জানি না, কেন তোমাকে দেখ্‌তে আমার এত ইচ্ছা। সামান্য কয়েক মুহূর্ত্ত তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। এর মধ্যেই আমি তোমাকে এত ভাল বেসেছি। আমাকে তুমি পাগলই বল, আর যাই বল, আমি কিন্তু তোমাকে দেখে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।" বড় সুখী হই আমি।

এথেল হাসিয়া কহিলেন "সত্যই তাই। আমাদের এত শীঘ্র যে

পরস্পরের প্রণয় হবে, তা মনেও ছিল না। রাজকুমারি! নিজ রুষিয়াতেই কি তোমার জন্ম?"

"না। রুষ রাজ্যের এক জঘন্য অংশ সাইবিরিয়ায় আমার জন্মস্থান।" এই কথা বলিতে রক্ষণার চক্ষে জলধারা বহিল।

"সাইবিরিয়া?" বিস্মিত হইয়া এথেল কহিলেন "সাইবিরিয়া? যেখানে ভদ্রবংশের দুশ্চরিত্রা মেয়েদের নির্ব্বাসন দেয়, সেই সাইবিরিয়া?"

"হাঁ। সেই সাইবিরিয়া। মাতা আমার তেমন নামজাদা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি ভাগ্যদোষেই নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। আমি একবৎসর বয়সে একজন ধাত্রীর সঙ্গে সাইবিরিয়া হতে ফিরে আসি। আমার জীবনের কোন কথাই মাতার মুখে শুনি নাই। ধাত্রীই আমাকে সব কথা বোলেছিলেন। ধাত্রী আজ ৪।৫ বৎসর মারা গেছেন। এথেল! প্রিয়তমে! তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে কোন কথা গোপন করা আমার উচিত নয়। মাতার সঙ্গে পিতার প্রকাশ্য বিবাহ হয় নাই। গোপনে গোপনে বিবাহ—একজন গ্রীক পুরোহিত মাত্র সাক্ষী মাতা, পিতার বিশ্বাস নষ্ট কোরেছিলেন। সেই জন্য পিতার রোষবহ্নিতে তিনি দগ্ধ হন। তিনি মারা গেছেন। পিতার এই গুপ্ত বিবাহে রুষরাজ বড় দুঃখিত হয়েছিলেন। তারই শাস্তি স্বরূপ এক দল সৈন্যের সেনাপতি হয়ে তাঁকে মস্কোতে যেতে হয়েছিল। পিতা আমাকে এই কাউণ্ট ও কাউণ্টেস ওলনেজের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। সেই হতেই আমি এঁদের কাছে আছি। ওলনেজ পূর্ব্বে কনস্তান্তিনোপলের দূত ছিলেন, সেখান হতে লণ্ডনে এসেছেন। সেই হতে আজ প্রায় তিন বৎসর কাল একজনই ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর নিকটেই আমি শিক্ষা পেয়ে আসছি। আমি এই বয়সে হাজার হাজার ক্রোশ পথ ভ্রমণ কোরেছি। তার পরই লণ্ডনে এসেছি। এদেশ আমি বড় ভালবাসি। ইংরেজ সমাজে মিশতে আমার বড়ই ইচ্ছা। আমি তোমাকে পেয়েছি, বড়ই ভাল হয়েছে আমার।"

এথেল সহাস্য বদনে কহিলেন "তোমার ভালবাসা বস্তুতই স্বর্গীয়। অতি সরল প্রকৃতি তোমার। একটী মাত্র আমার জিজ্ঞাস্য। মিলড্রেডা ত তোমার দেশীয় নাম?"

"হাঁ। ঠিক তাই। রুষ ভাষায় ঐ নাম আমার। ইংরেজীতে ঐ নাম মিলড্রেড। মিলড্রেডই আমার মাতার নাম ছিল।"

এথেলের সন্দেহ এতক্ষণে ঘুচিল। এথেল আবার বলিলেন "এতক্ষণে সব বুঝ্‌তে পাল্লেম। মিলড্রেড নাম তুমি সর্ব্বদা ব্যবহার কর না। কেমন?"

রক্ষণা কহিলেন "তোমার এ অনুমান যথার্থ। নিষেধ আছে। দৈবাৎ তোমার কাছে নাম বোলেছি। আমি কুমারী রক্ষণা নামেই পরিচয় দিয়ে থাকি। আমি যে ধাত্রীর কথা বোলেছি, তিনিই মৃত্যুকালে আমার অভাগিনী জননীর একখানি ছবি দিয়ে গেছেন। সেখানি আমি যত্ন কোরেই রেখেছি। এ রহস্য কাকেও বলি নাই। পিতাও জানেন না। দেখ্‌বে তুমি?" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রাজকুমারী রক্ষণা গৃহান্তরে গমন করিলেন। তখনি একখানি ছবি আনিয়া এথেলকে দেখাইলেন। এথেল দেখিলেন, কর্ক ষ্ট্রীটে যাঁহাকে দেখিয়াছেন, ছবিতে তাঁহারই মূর্ত্তি অঙ্কিত। ছবির নিম্নে লেখা আছে,—মিলড্রেড।

ডিউক গৃহমধ্যে অকস্মাৎ প্রবেশ করিলেন। রক্ষণা ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি ছবিখানি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন।—পারিলেন না। ডিউক ছবিখানি দেখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। রক্ষণা ও এথেলের কণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার ধ্বনিত হইল। অচৈতন্য ডিউকের কাতর কণ্ঠ উচ্চারণ করিল—মিলড্রেড!

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ।

"আয় কোলে আয়, আয় আয়, জীবনের জীবন,
আয়রে কোলে, যাইরে ভুলে, ঘুচারে মনেরি বেদন।"

সে এখন কোথায়?

গ্রাও ডিউক ও এথেল চলিয়া গিয়াছেন। ভৃত্য আগন্তুক আনিতে গিয়াছে। ওলনেজ বারম্বার রমণী প্রেরিত নাম-লিপি খানি দেখিতেছেন। নাম-লিপিতে লেখা আছে, "লেডী লংপোর্ট।" ওলনেজ

বুঝিলেন, রমণীর অন্য নাম আছে, স্বামীর নামে পরিচিত হইবার জন্য স্বামীর নাম সম্বলিত নাম-লিপি পাঠাইয়াছেন। আগন্তুক রমণী লর্ড লংপোর্টের বনিতা।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। লেডীলংপোর্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ওলনেজকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া লেডী লংপোর্ট আপনা হইতেই বলিলেন "মহাশয়! আমি আপনার অপরিচিত। বিস্মিত হবেন না। আমি মনে কোরে দিলে আপনি চিন্‌তে পার্ব্বেন।"

"চিন্‌তে পার্ব্বো?" ওলনেজ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন "আপনি স্মরণ কোরিয়ে দিলেই চিনতে পার্ব্বো?"

"নিশ্চয়ই পার্ব্বেন। আপনি যখন কনস্তান্তিনোপলের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখনি আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। স্মরণ হয় কি? আপনি আমাকে গেরেপ্তার কোত্তে হুকুম দিয়েছিলেন। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করার মতলব ছিল আপনার। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক আপনি। কি অপরাধ আমার? আমি এমন কি পাপ কোরেছি, যাতে এই শাস্তি? আমি এইমাত্র সন্ধান পেয়েছি। কাউণ্টেস্ বালগীবা আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন। তাঁরই গাড়ীতে আমি এসেছি। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। আপনাকে আমি আদালতে দাঁড় করাব।—বলুন, কেন আমাকে গেরেপ্তার কোত্তে চেয়েছিলেন। কি অপরাধ?"

ধীর ভাবে ওলনেজ কহিলেন "আপনিই তবে কি কুমারী মালকম? সেণ্টপিটর্সবর্গের ব্যবসায়ী মালকমের কন্যা আপনি?"

"নিশ্চয়। তাতে আর সন্দেহ কি আছে?"

"তাঁর কি দুই কন্যা?"

সন্দেহজড়িত কণ্ঠে কহিলেন "না। তাঁর একই কন্যা। আমিই সেই কন্যা।"

"না। একথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁর এক কন্যার কটা—চুল, কটা চোক,—আপনার চুল কাল, চোক নীল। এ অসম্ভব! এ সব প্রতারণা! আপনি কখনই কুমারী মালকম নন। এসব মারাত্মক ভুল!—ভয়ানক জাল! এই জালেই আপনাকে গেরেপ্তার করার চেষ্টা। সব কথাই আমি প্রকাশ কোত্তে প্রস্তুত আছি। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মালকমের মৃত্যু হয়, তখন তিনি মিলড্রেড নামে একমাত্র কন্যা রেখে যান। কেমন?"

"হাঁ।" গম্ভীর ভাবে লেডী লংপোর্টের ইহাই উত্তর।

"আপনি বোল্‌ছেন, আপনিই সেই মালকম মিলড্রেড?"

লংপোর্টের উত্তর "হাঁ।"

"তবে দুই মিলড্রেডের প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে। তাতেই এক মিলড্রেডকে গেরেপ্তার করার চেষ্টা। আপনি কি আসল মালকম?"

ভীত হইয়া লংপোর্ট কহিলেন "এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বেন না। আপনার গেরেপ্তারী সংবাদ পেয়ে কনস্তান্তিনোপল হতে পালিয়ে যাই। তারই কিছুদিন পরে লর্ড লংপোর্টের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এখন আমি লেডী লংপোর্ট। সে সব কথা আর এখন আবশ্যক কি? আপনি সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলুন।"

"না, তা আমি বোল্‌তে পারি না। আপনার সত্য পরিচয় না পেলে একটী কথাও আমার মুখ হতে প্রকাশ পাবে না। সরকারী গুপ্তরহস্য প্রকাশ কোরে আমি কেন অপরাধী হব? কুমারী মালকম, যিনি——থাক, সে সব কথায় এখন আর কাজ নাই।"

আগ্রহ সহকারে লেডী লংপোর্ট কহিলেন "অনুরোধ করি, অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। বলুন আমাকে। আমি জানি, নেভার দুর্ঘটনায় মিলড্রেড মারা গেছে।"

"বুঝেছি।" কাউণ্ট ওলনেজ হাস্য করিয়া কহিলেন "সব আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মালকমের সম্পত্তি হস্তগত করা—আর মিলড্রেডকে ফাঁকি দেওয়া, এই দুটী কার্য্যের জন্যই আপনি নাম ভাঁড়িয়েছিলেন। এই জন্যই আপনার প্রবঞ্চনা করা। লেডী লংপোর্টের এই সব কীর্ত্তি!—তাঁরই এই সব প্রতারণা? এডওয়ার্ড মালকমের বিষয় ভোগ কর্ব্বার জন্য তিনি তাঁর অসহায়া কন্যাকে একেবারে দুঃখের পাথারে ভাসিয়েছেন!"

"আমি কোরেছি?" বিশুষ্কবদনে লেডী কহিলেন "এত নীচ আমি?"

"হাঁ, আপনি। মিলড্রেড অবশ্যই তাঁর পিতার বিষয় পাবেন। আপনার কাছে সে সব অবশ্যই তিনি বুঝে নেবেন।"

"মিলড্রেড বেঁচে আছে?" আগ্রহ সহকারে লংপোর্ট কহিলেন "আপনি আমাকে প্রবঞ্চনা কোর্ব্বেন না। বলুন, আমার কন্যা কোথায়? আমি তার সর্ব্বনাশ কোরেছি। অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্চি। বলুন আপনি।"

ওলনেজ কহিলেন "তবে নেভার দুর্ঘটনায় বিধবা মালকম মরেন নাই।"

"না মহাশয়! সে মরে নাই। আমিই সেই হতভাগিনী। ৬১ বৎসর আমার বয়স। যদি মিলড্রেড এখনো বেঁচে থাকে, দেখবেন, তার বয়স এখন ৪১ বৎসর।"

"তবে আর কোন ভয় নাই। এতক্ষণে আসল কথা প্রকাশ পেয়েছে। আমার আর কোন বলবার নাই। নিরাপদ আপনি। মিলড্রেড বেঁচে আছেন, এই লণ্ডনেই তিনি আছেন। কোথায় আছেন, তা আমি জানি না। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনিই সব জানেন। তাঁর দ্বারায় আমি তাঁর ঠিকানা জানতে পার্ব্বো। মিলড্রেড সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত গুপ্তকথাই আমার জানা আছে।"

আগ্রহ সহকারে লেডী লংপোর্ট কহিলেন "তবে বলুন আপনি। আমার প্রতি আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। আর একটু কষ্ট স্বীকার করুন।"

সম্মতিজনক হাস্য করিয়া ওলনেজ কহিলেন "তবে আবার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথা স্মরণ করুন। সেই সময় মিলড্রেড কোন লোকের প্রেমে মোহিত হন। আপনার বন্ধু ডাক্তার নেবেল এই গুপ্তপ্রেমের সংযোগ কর্ত্তা। আপনি তার কিছুই জানতেন না।"

"হাঁ। পূর্ব্বে আমি কিছুই জানতে পাই নাই। আমি যে দিন কনস্তান্তিনোপল ত্যাগ করি, সেই দিন জানতে পাই, অভাগিনীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়েছে।"

"সব কথাই আমি খুলে বোলছি। যখন আপনার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাঁর কাছেই সব শুনবেন। আমার কথার সত্যাসত্য তখন মিলিয়ে নেবেন। মিলড্রেড অসাধারণ সুন্দরী। তাঁর সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের—একজন যুবরাজ তাঁকে গোপনে বিবাহ করেন। দুই জনে দিন কতক বেশ সুখে কাটিয়েছিলেন। যে দিন "সখের-বাজার" নামে উৎসব হয়, সেই দিন শান্তিরক্ষকেরা জানতে পায়। মিলড্রেডকে তাঁর উপপতির বাহুপাশ হতে বলপূর্ব্বক কেড়ে নিয়ে সাইবিরিয়ায় চালান দেয়। যুবরাজ বন্দী হয়ে "দৈত্য-সৌধে" নীত হন। সেইখানেই তিনি কিছু দিন থাকেন। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র যুবরাজের ইন্দ্রিয় দোষ অপনীত হয়েছে ভেবে, তখন আর তাঁকে নজরবন্দীতে রাখা হত না। সে ঘটনার সময় ১৮২৫। তার পর অনুমান ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পালিয়ে যান। অক্রান্ত

পরিশ্রম কোরে—নাম বদল কোরে যুবরাজ প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পান। মিলড্রেড তখন একটী কন্যা প্রসব কোরেছেন। প্রণয়ী ও প্রণয়িনী তোবলস্কের এক পল্লিতে গোপনে বাস করেন। যখন কন্যাটীর বয়স ১২ মাস মাত্র, তখনি রুষ-গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পান, তখনি গ্রাণ্ড ডিউক আর তাঁর কন্যা সেণ্ট পিটসবর্গে নীত হন। মিলড্রেডকে তাঁর সঙ্গে আস্‌তে দেওয়া হয় নাই। তার পর তোবলস্কের শাসনকর্ত্তা সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী বোলে মিলড্রেডকে তাঁর বাড়ীতে রাখেন। সমাদরেই রেখেছিলেন। কোন কষ্ট ছিল না; কিন্তু মিলড্রেড সে সুখকে সুখ বোলে বিবেচনা কোল্লেন না, যে শরীর রক্ষক পূর্ব্বে তাঁর স্বামীর কাছে নিযুক্ত ছিল, যে এখন তোবলস্কের শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল, মিলড্রেড সেই শরীর-রক্ষকের সহিত গোপনে পলায়ন কোল্লেন! উপপতির সহিত মিলড্রেডের পলায়ন বার্ত্তা আমার ভাগিনেয়—তোবলস্কের শাসনকর্ত্তা আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। আপনি কনস্তান্তিনোপলে যখন কুমারী মালকম বোলে পরিচয় দেন, তখন আমি ভেবেছিলেম, আপনিই সেই তোবলস্কের পলাতক মিলড্রেড? সেইজন্য গেরেপ্তার কোরে আবার সাইবিরিয়ায় পাঠাতে চেষ্টা কোরেছিলেম। বুঝে দেখুন, এতে আমার কতটা অপরাধ। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিলড্রেডের পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ায় সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি একজন ইংরেজের সঙ্গে ছিলেন। সিড্‌নীতে তাঁর বাসা ছিল। ইংরেজটীর নাম করার কোন দরকার নাই। তিনি তাঁর ইংরেজ উপপতির সঙ্গে ভারতবর্ষে যান। সেখানে মিলড্রেডের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। বোম্বাই সহরে রুষ-মন্ত্রী জান্‌তে পারেন যে, মিলড্রেড গ্রাণ্ড ডিউকের সঙ্গে পুরাতন প্রণয় নূতন কোত্তে বাসনা কোরেছেন। সেই হতে তিনি লক্ষ রাখেন। মিলড্রেড ডিউককে যে পত্র লেখেন, সেই জন্যই সেই পত্র ডিউকের হস্ত গত হয় নাই। তার পর রুষ-ষড়যন্ত্রে মিলড্রেড পুনরায় গেরেপ্তার হন। রুষপোতে তিনি নানা স্থানে ঘুর্‌তে বাধ্য হন। পারস্য উপসাগর, এসিয়া মাইনর, ককেসস পর্ব্বত শ্রেণী ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁকে পুনরায় সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখান হতে আবার তিনি তোবলস্কে নীত হন। ৩।৪ বৎসরের চেষ্টায় তিনি পুনরায় পলায়ন করেন। সেবার তিনি আবার কোন্ শরীররক্ষকের সহিত পলায়ন করেন, তা আমি জানি না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দৌত্য-কার্য্যের উপলক্ষে আমি মেডরিড়ে ছিলেম। যে ইংরেজ একবার তাঁর সর্ব্বনাশ

কোরেছিল, যে ইংরেজ আপনার স্বার্থসাধন কোরে শেষে সেই মর্ম্মাহতা হতভাগিনীকে বোম্বাই সহরে রুষশত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছিল, সেই ইংরেজ সুবার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই আমাকে সন্ধান দেয়, মিলড্রেড মেডরিডে আছেন। তাকে গেরেপ্তার করার এই সুযোগ। আমি তখনি পেয়াদা পাঠালেম।—মিলড্রেড তখন পীড়িত। অতি কাতর হয়ে বোলে পাঠিয়েছেন, তিনি একদিন সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন, বুদ্ধির দোষে তিনি যে কাজ কোরেছেন, সে জন্য তিনি লজ্জিত। আর যেন তাঁকে কষ্ট দেওয়া না হয়। সে সময় তিনি আরও প্রকাশ করেন, তিনি অসহায়া। এ জগতে আপনার বোল্‌তে তাঁর আর কেহই নাই। সে সময় এই আজ্ঞা হলো যে, যদি মিলড্রেড আমেরিকায় এখনি প্রস্থান করেন, তা হলে তাঁর উপর আর কোন অত্যাচার হবে না। মিলড্রেড মেডরিড ত্যাগ কোরে প্রস্থান কোল্লেন। তার পরে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন কি না, জানি না। কাল কেবল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ।”

লংপোর্ট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। কাতরকণ্ঠে কহিলেন “এখন আপনার বাসনা কি?”

“আর আমার শত্রুতা সাধনে ইচ্ছা নাই। আপনার দৌহিত্রী কুমারী রক্ষণাও এখানে আছেন। যিনি মিলড্রেডের স্বামী ছিলেন, সেই গ্রাণ্ড ডিউকও এই বাড়ীতে আছেন।”

“আমার দৌহিত্রী এখানে আছেন? আমার মিলড্রেড? আমার কন্যা কোথায়?”

“তাঁর সন্ধান আমি তিন দিনের মধ্যে দিব। কাউণ্ট মণ্ডবিলি সবই জানেন।”

“কাউণ্ট মণ্ডবিলি? তাঁর কাছেই কি এখন মিলড্রেড আছে?”

“সম্ভব। আপনার ঠিকানা দিয়ে যান। আমি সেখানে সমস্ত সংবাদ দিব। শ্রীমতী ত্রিবরও এখানে আছেন। তিনিও আপনার সঙ্গে যাবেন।” ঠিকানা দিয়া লেডী লংপোর্ট আপনার গাড়ীতে উঠিলেন। শ্রীমতী ত্রিবরও আসিলেন। সে দিন আর দৌহিত্রী সম্মিলন হইল না।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

রাণী কৃষ্ণকামিনী

ইয়ং ডচেস্

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ।

"Where is my child ?—An echo Answer where."
BYRON.

"কাকের নিলয়ে হয় কোকিল পালিত
কভু কি আপন স্বর হয় হে বিস্মৃত ?"

গুপ্তরহস্য প্রকাশ।—লক্ষ টাকা।

এই ঘটনা ঘটিবার দিনই অপরাহ্নে আস্লি থিয়েটরের নিকটবর্ত্তি গলি রাস্তা বহিয়া একটী সপ্তবিংশ বর্ষীয় যুবক দ্রুতপদে চলিয়াছেন। যুবকের পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী, দেখিলে কোন উচ্চবংশ সম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। যুবক দ্রুতপদে ইমোজীনের সেই অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সবলে ঘনঘন ঘণ্টা নাড়িয়া দিলেন। ধাত্রী ফেনী দ্বার খুলিয়া দিলে যুবক সসম্ভ্রমে—ভদ্রতা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ হার্টল্যাণ্ড ঘরে আছেন কি ? তাঁর সঙ্গে এখন কি দেখা হ'তে পারে ? তিনি কি এখন একাকী আছেন ?"

উত্তর হইল, "হাঁ মহাশয়! তিনি একাকীই আছেন। আপনার কথা আমি তাঁকে জানাচ্ছি, আপনার নাম ?"

যুবক ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "নামের কোন আবশ্যক নাই, সামান্য প্রয়োজন আমার। তুমি সংবাদ দাও।"

ধাত্রী চলিয়া গেল।—যথাস্থানে সংবাদ দিল। হার্টল্যাণ্ড ইমোজীন

আগন্তুককে সাদরে সঙ্গে করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বালিকা আনী নিকটেই খেলা করিতেছিল। যুবকের তীব্রদৃষ্টি সেইদিকে পতিত হইল। তিনি আত্মহারা হইয়া বালিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহা তিনি জানেন না। কতক্ষণ পরে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। লজ্জিত হইয়া তিনি দ্রুতপদে হার্ট-শ্যাণ্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে পরস্পরের সম্মান সংরক্ষণে ত্রুটি হইল না।

আগন্তুক যুবক কহিলেন, "আপনি বোধ হয় আমাকে জানেন না?"

"আজ্ঞা না মহাশয়! আপনার পরিচয় আমি কিরূপে জানবো?"

"হুঁ! না জানারই সম্ভাবনা। আপনি আর্ডলীর রাণীকে চিনেন কি?"

"আমি?—আমি তাঁকে চিনি? না না, আমি তাঁকে কখনই চিনি না।"

"হাঁ! বেশ বুদ্ধিমতী আপনি। আপনার সপ্রতিভ ভাব আরও চমৎকার। আপনি আমাকে জানেন না, অপরিচিত লোকের সম্মুখে কোন গুপ্তকথা এইরূপ ভাবেই গোপন করা আবশ্যক। আমাকে কিন্তু সেরূপ ভাববেন না। আর্ডলীর ডিউক আমি।—সর্ব্বপ্রধান সম্মান উপাধী আমার।"

"আপনি? আপনি আর্ডলীর ডিউক?"

যুবক উত্তর করিলেন, "হাঁ! আমিই আর্ডলীর ডিউক। আমার স্ত্রীর সমস্ত গুপ্তকথা কেবল আপনিই জানেন।—আমার স্ত্রীর গুপ্ত——"

ইমোজীন যেন কতই বিস্ময়ে—যেন কতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "আপনার স্ত্রীর গুপ্তকথা! আমি তার বিন্দু বিসর্গও জানি না। আমি আপনার এ প্রশ্নের কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

ডিউক একবার অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার চাতুরীকে ধন্যবাদ! আপনার মুখ দেখে কে বোল্‌তে পারে যে, আপনি এ সকল জানেন? কিন্তু আমার নিকটে আর গোপন কোর্‌বার আবশ্যক নাই। আমি এই সকল রহস্য জান্‌বার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছি। আর বিলম্ব কোর্‌বেন না। বলুন আপনি। আপনাকে আমি শত শত ধন্যবাদ দি। আমার এ আগমন আমার স্ত্রী জানেন। তাঁর সম্মতিক্রমেই আমি এসেছি। তিনি না কই সে আপনার এখানে এসেছিলেন?"

ইমোজীনের বিশুষ্ক বদন আরও বিশুষ্ক হইল। তাঁহার হৃদয় সন্দেহ দোলায় আরও দুলিয়া উঠিল। "চই যে রাণী এসেছিলেন, তিনি তাঁর গুপ্তকথা লকেলট ওসবর্ণকে বোলেছেন, কিন্তু তিনি কি একথা প্রকাশ কোর্‌বেন? ইহাও ত অসম্ভব।" ইমোজীন প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে। আর্ডলীর রাণীকে চীনা ত দূরের কথা, আমি কখন তাঁর নামও শুনি নাই—ক্ষমা করুন।"

ডিউক উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ক্ষতি নাই, এই বালিকাটী তবে কার?"

"আমার।" ইমোজীন অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার।"

ডিউক একবার রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আপনি আজিও কুমারী। আপনি বোধ হয় একে আপনার গর্ভজ সন্তান বোলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিবেন।"

"সে সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বার অধিকার আপনার আছে বোলে বোধ হয় না।"

"না থাকুক, আমি বলি, এ বালিকা আমার। আমার স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে এই কন্যাটীকে প্রসব করেন। তাই ইহার প্রতিপালনভার আপনার উপর ছিল। আমি সব কথা শুনেছি। আমি আমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাই, কি বলেন?"

"অসম্ভব।" ইমোজীন তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব। আপনার কন্যা—এ পরিচয়ের প্রমাণ কোথা? আমাকে ক্ষমা করুন। আমার অনুরোধ, আপনি বিদায় গ্রহণ করুন।"

"হাঁ। আর একটী কথা ভুলে গেছি।" ডিউক ইমোজীনের কথা কাণে না তুলিয়াই বলিলেন, "হাঁ! আর একটী কথা ভুলে গেছি। রাণী আপনাকে পুরস্কার দিয়েছেন। আপনি আমাদের যথেষ্ট উপকার কোরেছেন। আমাদের কন্যার পালন-মাতা আপনি। আপনি যাহাতে সুখে জীবন কাটাতে পারেন, তুচ্ছ অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন কোরে যাতে আর জীবিকা নির্ব্বাহ কোর্‌তে না হয়, রাণীর তাই একান্ত বাসনা এবং অনুরোধ। এই গ্রহণ করুন।" ডিউক অর্থাধার হইতে একখানি ব্যাঙ্কনোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

ইমোজীন অসম্মতি জানাইয়া—ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ক্ষমা করুন।

আমি আপনাদের এমন কোন উপকার করি নাই, যাতে আমি পুরস্কৃত হবার প্রত্যাশা কোর্‌তে পারি।"

ডিউক বাহাদুর একটু অসন্তুষ্ট হইয়া স্নেহপূর্ণ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তাচ্ছিল্য করো না, অগ্রাহ্য করো না, এ ব্যাঙ্কনোটের যে মূল্য তুমি ভাব্‌চো, উহা তোমার অনুমান অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক নোট। পরম দয়াবতী রাণী, তোমার আজীবন সুখের ব্যবস্থা কোরেছেন। তাঁহার অনুরোধেই আমি অনেক যত্নে এই টাকা সংগ্রহ কোরেছি। ত্যাগ করো না।"

ইমোজীন তথাপি কহিলেন, "বারম্বার আর অনুরোধ কোর্‌বেন না। আপনি প্রস্থান কোর্‌লে আমি বড়ই আপ্যায়িত হই।"

ডিউক উঠিলেন। দ্বারের নিকটে গিয়া আবার ফিরিলেন। আবার যথাস্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "ইমোজীন! তোমার মহত্ত্ব দেখে আমি প্রশংসা না কোরে থাকৃতে পারি না। আমার ভুল হচ্ছিল। এই চিঠি তোমার। দেখ, ভাল কোরে পড়ে দেখ।" ডিউক বাহাদুর ইমোজীনের হস্তে একখানি পত্র দিলেন। পত্রে লেখা আছে,—

শ্রী

২০শে মে, ১৮৪৭।

প্রিয়তমে ইমোজীন!

ডিউক্ স্বয়ং পত্রবাহক হইয়া তোমার নিকট যাইতেছেন। ইঁহার মহত্ত্ব, সদাশয়তা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দান বাহুল্য। আমার স্বামী সমস্ত গুপ্তরহস্যই শুনিয়াছেন, আমার ইচ্ছা. তুমি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ কর। আর এক কথা. ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে যাহা দিতে গিয়াছিলাম, তখন তুমি তাহা গ্রহণ কর নাই; কিন্তু বিশেষ অনুরোধ, এবার আমার স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিও। ইহা দান নহে, পুরস্কার নহে, অতএব অভিমানের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা আমার কন্যার যৌতুক স্বরূপ পাঠাইতেছি, উহাতে তোমারও পূর্ণ অধিকার; কেমনা, আমার কন্যার আমা অপেক্ষাও তোমার অধিকার অধিক। ইতি

তোমারই

মেরি,—আরুন্ডেলী রাজপ্রাসাদ।

পত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইলেই ডিউক বাহাদুর সহাস্যে কহিলেন, "কেমন? এখন আমার কথায় বিশ্বাস হয়েছে ত?"

লজ্জাবিনম্রমুখী ইমোজীন মাথাটী নীচু করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

"তবে এতক্ষণ প্রকাশ কর নাই কেন?"

"বিপদের আশঙ্কায়।"

"বস্তুতই তোমার গুণ অসাধারণ। আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার স্ত্রীর সমস্ত গুপ্তকথা কখনই প্রকাশ হবার নয়।"

ইমোজীন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "প্রাণান্তেও এ গুপ্তকথা প্রকাশ হবে না।"

প্রফুল্ল-হৃদয়ে ডিউক বাহাদুর কহিলেন, "আমি জানি, আমার কন্যা তোমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা। তুমি কি তাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে? বোধ হয়, না। তুমি আমাদের পরম আত্মীয়, তবে আমার এ প্রীতি উপহার তুমি গ্রহণ কোর্‌বে না কেন?"

'আবশ্যক হলেই গ্রহণ কর্ব্বো। আপাততঃ কোন আবশ্যক নাই।"

"আমার আনীর পরিচ্ছদাদির ব্যয়ও ত আছে?"

ইমোজীন যেন একটু দুঃখিত হইলেন। ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আপনার কন্যার পরিচ্ছদের কি এতই অভাব দেখ্‌লেন?"

ডিউক যেন অপ্রতিভ হইলেন। সকাতরে কহিলেন, "না না, তা বোল্‌ছি না। আমার এ উপহার সে জন্য নয়।"

'ক্ষমা করুন। আমার আনীর এমন কোন অভাব নাই, যাতে আপনার সাহায্য আবশ্যক বোধ করি। আমার জীবিকার জন্যও আমি ভত ভাবি না। এখন কোন অভাব নাই, আর যদি——————"

"সুখের বিষয়।" ডিউক বাহাদুর অপরিসমাপ্ত কথা চাপা দিয়াই বলিলেন, "সুখের বিষয়। আমাদের আন্তরিক বাসনা, তুমি উপযুক্ত ভাগ্যবান পাত্রে বিবাহিত হও, কিন্তু আপাততঃ——। শুনেছি, তোমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমুদ্রযাত্রা কোরেছে?"

ইমোজীনের দুঃখসাগর যেন উথলিয়া উঠিল, তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, তার আশা আমার আর নাই। বহুদিন সংবাদ পাইনাই। কেই বা সংবাদ দিবে? সহায় সম্পত্তি আমার ত কিছুই নাই। তবে সে আশা আর কোথা?"

ইমোজীন শোকে যেন অধীর হইয়া পড়িলেন। ডিউক সান্ত্বনার

স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকে পরে জানাব, আপাততঃ গ্রহণ কর, আমি বিদায় হই।"

ডিউক বাহাদুর উঠিলেন, ইমোজীন যথোচিত সম্মানে তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, সবিস্ময়ে দেখিলেন, ব্যাঙ্কনোটের মূল্য—লক্ষ টাকা।

এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে একবার লণ্ডনের অপর পার্শ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। স্থানটীর নাম হটন উদ্যান। এই স্থানে কাশীর বাসা। কাশী কিন্তু বলেন, এটী তাঁহার বহু সম্মানিত কার্য্যালয়। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের তালিকা, সংবাদ পত্রের বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভ পূরণ করে, কিন্তু আমরা দেখি, তথায় শ্রীমতী কাশী, শ্রীমাণ কাশী ও তাঁহার পুত্র কন্যা ভিন্ন অন্য কোন লোকের সমাগম হয় না। কার্য্যের মধ্যে কাশীর সুরা-সমুদ্র মন্থন ও শ্রীমতীর অভ্যাস মত একটু আধটু অধ্যয়ন।

কাশী তাঁহার কার্য্যালয়ে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যেন বড় বড় কত কার্য্যের ভাবনাই ভাবিতেছেন। পরিধানে একটী ঢিলা পা-জামা, গায়ে একটী বোতামহীন কামিজ, পায়ে চটি। বেশভূষা এই পর্য্যন্ত। সম্মুখে টেবিলের উপর নিউগেট নিবাসী স্যর এবেল কিংষ্টনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া একখানি সংবাদ পত্র বিরাজ করিতেছে। এমন সময় কাশীর উপযুক্ত পুত্র সিলবষ্টর আসিয়া দেখা দিলেন।

পিতা উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর? সব ঠিক ত? কিংষ্টনের মৃত্যুটার হেতু কিরূপ অবধারিত হয়েছে? বিষে—না হৃদ্-রোগে?"

"তা বড় ঠিক নাই। ঘুঁসীর আঘাত এখনো বেশ দেখা যাচ্চে, এখনো রক্ত গড়াচ্চে।"

"এখনো? যখন তিনি মুক্তি পত্রখানা বার করেন, এবং তার সব নিয়ম পত্র গোলমাল করার চেষ্টায় থাকেন, তখন সেই এক কথাতেই ত কাজ চুকে যেত? কেবল অনর্থক গোল!"

"আপনি কি তাতে স্বীকৃত ছিলেন?"

"আপনি তার যা কোরেছেন, যে সব দলীল হাত কোরেছেন, তাতেই যথেষ্ট, কিন্তু একটী ভুল হয়েছে কর্ত্তা!"

"ভুল? আমার ভুল? কেন, আমি কি তাকে টাকা দেই নাই?"

"দিলে কি হবে, এদিকে আমার কাছে যে রসীদ নিয়েছে? সর্ব্বনাশ কোরে রেখেছে যে?"

"অ্যাঁ! বলিস্ কি? রসীদ নিয়েছে? মুর্খ! আহাম্মক! বোকা! একবারে আমার মাথাটা খেলি তুই।" কাশী রাগে যেন অধীর হইয়া পড়িলেন। ভাল কথা সরে না, রাগে যেন তাঁহার দম্ বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

"রাগ কোর্ব্বেন না কর্ত্তা, আমিও তার একহাত নিয়েছি। রসীদ দিয়েছি, কিন্তু সে যে আমার হাতের লেখা, কার সাধ্য তা বুঝে উঠে?"

"কেমন, ঠিক ত?"

"নিশ্চয়। আমি বিলে যে সই করি নাই, তার আকাট্য প্রমাণ আমি রাশি রাশি দিতে পার্ব্বো!" পুত্র বিদায় পাইলেন।

আবার ডাক পড়িল। কাশী একটু নরম হইয়া স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "তুমি কি লক্ষেলট ওসবর্ণকে দেখেছ?"

"না, কাল সন্ধ্যের পর আর দেখি নাই, আমি ত বোলেছি, আস্‌লি—"

"আজ সেই তিন দিনের দিন। ৩১শে তারিখ বিবাহের দিন। সেলিনা কি বলে?"

"না, এ সম্বন্ধে সে আমাকে কিছুই বলে নাই। আর বোল্‌বারই বা তত আবশ্যক কি? যোগাড় যন্ত্র চলুক না, সে হতভাগীকে জিজ্ঞাসা কোরে বিরক্ত করার আবশ্যক কি?"

"হতভাগী? কেন তাকে তুমি হতভাগী বোল্‌চো?"

"হতভাগীর নয়? এমন মিলন কার ভাগ্যে ঘটে? তবুও সে বুঝে না? যে নিজের মঙ্গল বুঝে না, সে হতভাগী নয় ত কি?"

"ক্রমে বুঝ্‌বে। আচ্ছা, তাকে একবার আমার এখানে ডেকে দাও।"

উপযুক্ত পুত্র তখনি পিতৃআজ্ঞা পালন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মলিন বদনা সেলিনা পিতার সম্মুখে উপস্থিত। সভয়-জড়িত কণ্ঠে সেলিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?"

"হাঁ। তোমাকে ডেকেছি। আমার অভিপ্রায় তোমাকে তিন দিন

হলো বোলেছি। আমার ইচ্ছা, তুমি লকেলট ওসবর্ণের সহিত বিবাহিত হও। ৩১শে বিবাহ। এখন হ'তে তোমাকে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।"

সেলিনা নীরব। কাশী আবার বলিলেন, "উত্তর দাও। তুমি কি বোল্‌তে চাও যে, তুমি এ বিবাহে সম্মত নও? তুমি কি তাকে ভালবাস না?"

ম্লানমুখী সেলিনা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "না। আমি সে কথা বলি না।"

গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কাশী উত্তর করিলেন, "কিন্তু ভালবাসা সম্বন্ধে কোন কথা চলে না। আমি বারম্বার সে কথা বোল্‌তে চাই না; কিন্তু তোমার জানা আবশ্যক যে, এ বিবাহে তোমার সুখের সীমা থাকবে না। টেণ্টহাম টাকা চান, আমারা জাতি চাই,—সম্মান চাই। তাতেও আমার অমত ছিল না। তাঁর কাছে বন্দকী, কট, খত প্রভৃতিতে যে টাকা পাব, আমি সেই টাকার উসুল চাই। তাতে তাঁর মত কৈ? আমি ৩১শেই তোমার বিবাহ দিতে চাই। সেলিনা! তুমি বোধ হয় জান, তোমার বাঞ্ছিত পাত্র অপেক্ষা আমি অনেক অংশে ধনবান।"

"তা ঠিক। লর্ড টেণ্টহামের সহিত এত টাকা পাওনা কিসের?"

"আমি যা কোরেছি, তা ঠিকই কোরেছি। শতকরা পঞ্চাশ টাকা সুদের একখানি খত, আর শতকরা ত্রিশ টাকা আয়ের একখানি বিল আমার কাছে আছে। তুমি কি তা জান?"

"সে কথায় আর কাজ কি? কিন্তু পিতা! যাঁর দ্বারা আমি সুখী হব বোল্‌চেন, তাঁকে কি আমার কথা বলা হয়েছে? তিনি কি জানেন যে, আমি তাঁকে ভাল———"

"আবার? আবার সেই ভালবাসার কথা?"

"তবে আপনি আপনার কন্যাকে অকুল দুঃখসাগরে ভাসাতে চান? পরিবারে আমি কখনই সাদরে গৃহীত হব না, যে পরিবার আমার তার———"

"ঘৃণা?"

"হাঁ! ঘৃণা। আর কি শ্রীমতী টেণ্টহাম বা লর্ড টেণ্টহাম এ বাড়ীতে দিবেন? তাঁরা জানেন, ৩১শে বিবাহ, সে বিবাহ ভঙ্গের কোন প্রমাণ পত্র দের কাছে কি পাঠান হয়েছে? কুমারী অজলিনী বেশ জানেন, যে সেই পরিবারের সহিত আমি সত্বরই মিলিত হব। এ বিবাহ ভঙ্গ কোরে আমরা

কি তাদের ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্র হব না? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন আপনার? সাধে স্বাধে কেন ঘৃণা ভাজন হন? কুমার টেণ্টহাম আর কি আমার মুখ দর্শন কোর্ব্বেন?"

"ঘৃণা কোর্ব্বে? কোন ভয় নাই। তুমি জেনে রাখ, বিবাহের দিনেই—বিবাহ শেষ না হলেই আট লক্ষ টাকার নালিশ রুজু হবে। ঘৃণা করার সময় পাবে কখন? সে দলীল কি দেখ্‌তে চাও?"

বিস্মিত হইয়া—দুঃখের আঘাতে—মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া সেলিনা কহিলেন, "না পিতা! সে সব দেখ্‌তে আমার তত আগ্রহ নাই।"

"দেখ। তবুও দেখ। ৬ লক্ষ আমার, আর দুলক্ষ আমার উকিলের। ঐ দুলক্ষ ছেড়ে দিলেও ৬ লক্ষ টাকা। এই সবই তোমার স্ত্রীধন হবে। দেখ, দেখে রাখ। তুমি যাকে তোমার হৃদয়ের নিভৃতে রাখ্‌তে বাসনা করেছ, সেই নিঃস্ব পরিবারের যে কি দুর্গতি হবে, তা তোমার দেখা চাই।" এই বলিয়া কাশী গাত্রোত্থান করিলেন। ধীরপদে সেপ্পের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেলিনাও গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর বিষাদ-কালিমায় রঞ্জিত হইল। আহা! হতভাগিনীর বিষণ্ন মুখ দেখিয়াও পাষাণ-হৃদয় পিতার বিন্দুমাত্রও কষ্ট বোধ নাই। বিধাতার এ লীলা অতীব বিচিত্র!

কাশী সেপ্প খুলিতে গেলেন। চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, "দেখ সেলিনা! সেই সব দলীল পত্র সব দেখে রাখ। অঁ্যা! একি? চাবী লাগে না—এই যে! হুঁ—ঠিক হয়েছে।"

অকস্মাৎ কাশী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "দলীল পত্র গেল কোথা? না, এ বাক্স নয়!—হাঁ, ঠিক, তাইত! এই বাক্সই ত! সর্ব্বনাশ হয়েছে! সব দলীল খোয়া গেছে।" কাশী উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সেলিনার মুখে কথা নাই! হতভাগিনী একে ত দারুণ মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইতেছে, তাহার উপর আবার এই বিপদ! বালিকা যেন কেমনতর হইয়া গেল। তাহাতে যেন আর সে রহিল না!—যেন কাঠের পুতুল! না জানি পিতা এখনি কি বলিবেন, ভাবিবেন আমিই হয় ত এই অনর্থের মূল। হায়, কি কুক্ষণেই আমার ভালবাসা। কি কুক্ষণেই এই প্রণয়।" মনের দুঃখে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

,কাশী চীৎকার করিয়া—ভাবিয়া, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। একেবারেই অচৈতন্য! সেলিনা তাড়াতাড়ি সঙ্কেত ঘণ্টা ধ্বনিত করিলেন। তখনি দাস দাসী আসিয়া ঘর পুরিয়া পড়িল।

নিষ্ঠুর, ধন-কৃপণের চিকিৎসা চলিল। বুঝি কন্যার মর্ম্মান্তিক শোকোচ্ছাসে নিষ্ঠুর পিতার এই দণ্ড!

য় তরঙ্গ।

"কতদিন? কতদিন হায় রে বিধাতা,
অনন্ত যন্ত্রণানলে পুড়িবরে বল?
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া নিয়ত, এখনও
রয়েছে জীবন! জীবন নাগেলে বুঝি
যন্ত্রণা যাবেনা?————"
"প্রতিহিংসা জীবনের সার,
সুখ-আশা ফুরায়ে গিয়াছে।
শত্রু রক্তে করিবারে স্নান,
এখনও জীবন রয়েছে।"

জালে পড়িল!—মুক্তি।

এথেল যে স্থানে মণ্ডবিলিকে মিলড্রেডের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, এখন চলুন পাঠক! সেই কর্কষ্ট্রীটে গমন করি।

মণ্ডবিলিকে সম্মুখে দেখিয়া মিলড্রেড ক্রোধে, হিংসায়, ঘৃণায় যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার যেন জ্ঞান নাই, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডলে প্রতিহিংসার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকটিত,—নীরবে দণ্ডায়মান! মণ্ডবিলি ত একেবারেই অবাক! মুখে কথাটী নাই। পলাইবার ক্ষমতা নাই। একেবারে যেন বোকা বনিয়া গিয়াছেন।

প্রথমেই মিলড্রেডের ওষ্ঠে অতি পরুষভাবে উচ্চারিত হইল, "সয়তান! বদমায়েস!"

মণ্ডবিলি কোন ভীতির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া অতি ধীরভাবে

কহিলেন, "আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি বিবাদ বাধাতে চাও, আমি সে প্রস্তাবে সম্মত আছি, কিন্তু পরস্পর মিট্‌মাট্‌ কোরে ফেলাই সব চেয়ে ভাল।"

অতি পরুষ কণ্ঠে মিলড্রেড উত্তর করিলেন, "মিট্‌মাট্‌? সন্ধি?"

"হাঁ! আমি এ বিবাদ মিটাতে চাই। তুমি কাল আমার সঙ্গে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে দেখেছিলে, ঐ দেখ, তিনিই আজ আবার বরলিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্চেন।" এই বলিয়া মণ্ডবিলি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মূর্ত্তি তখন অদৃশ্য! হতাশ হইয়া কহিলেন, "তিনি চলে গেছেন।"

মিলড্রেডের যেন কৌতুহল হইল। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

"একজন মাননীয় রুষ-দূত। নাম কাউণ্ট ওলনেজ।"

"কাউণ্ট ওলনেজ? যিনি আমার সংস্রবযুক্ত বিষয় শীলওয়ারীণ কোত্তে এসেছিলেন, সেই তিনিই? তবে আবার আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে কি তাঁর বাসনা?" মিলড্রেড ভয়ে ভয়ে এক নিশ্বাসেই যেন এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিলেন।

মণ্ডবিলি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না না, তুমি ভুল বুঝেছ। সম্পূর্ণ-বিপরীত বুঝেছ। তোমাকে কষ্ট দেওয়া দূরে থাকুক, বরং তিনি তোমাকে পাথেয় দিয়ে সহর হতে বিদায় দিবেন।"

"তিনিই কাউণ্ড ওলনেজ? তুমি কাল তাঁর সঙ্গে কেন ছিলে?"

"হটাং তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে পড়ে। কাজেই তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হলো। তুমি যখন মোড় ঘুরে যাও, তখনি আমাদের কথা আরম্ভ হয়।"

'হাঁ! তা ত বটেই। আমার সঙ্গেও বোধ হয় তোমার দৈবাৎ দেখা হয়ে পড়েছে। সবই তোমার দৈবাৎ। তুমি ভূত হয়ে আমার ঘাড়ে চেপেছ! কেন তোমার এ অনুসন্ধান?" হিংসা ও রাগেরাগেই মিলড্রেড এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

"মিলড্রেড! আমি সব কথা স্পষ্ট বলি, শুন। আমি অনেকদিন হ'তে তোমাকে অনুসন্ধান কচ্চি। কাল দেখা হলো, কথা কইবার অবকাশ পেলেম না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমি যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে।

ঈশ্বরের কৃপায় আজ আবার দেখা হয়েছে। রাগ করো না।—বিবাদ বাধিও না। রুষিয়ার তাবত লোক আমার পরিচিত। শান্তিরক্ষক, বিচারক, সকলেরই প্রিয়পাত্র—বন্ধু আমি। আমার মুখের কথাই অকাট্য প্রমাণ। মুখের কথায় তোমার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হোতে পারে। তাই বলি, বিবাদ বাধিও না। আমি তোমার শত্রু নই। তুমি রুষীয়-পোতে বোম্বাই যাত্রা কর, সেখানকার আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা কোরে পুনরায় লণ্ডনে আস্‌বে। এতে তোমার লাভ হবে।" অতি ধীরভাবে এই উপদেশের কথাগুলি বলিয়া মণ্ডবিলি উত্তর প্রতিক্ষায় মিলড্রেডের দিকে আগ্রহদৃষ্টিতে চাহিলেন।

মিলড্রেড পূর্ব্ববৎ রাগেরাগেই কহিলেন, "তোমার সঙ্গে মিট্‌মাট্‌ কোরে আমার লাভ?"

"সবই লাভ। আশাতীত সুবিধা। দু বৎসর কাল আমি মেডরিডে ছিলেম। ওলনেজের সঙ্গেও ততদিনের পরিচয়। তুমি আর যাতে বিপদে না পড়, কয়েদ না হও, সে পথ আমি বন্ধ করিয়েছি। তুমি কষ্টে পড়েছ শুনে, তিনি টাকা পর্য্যন্ত দিয়েছেন। সে সব আমার কাছেই আছে। যদি আমি তাঁর কাণে অন্য রকম মন্ত্র ফুঁকি, তিনি সেই রকমই বুঝ্‌বেন। তুমি আবার দরিদ্র হয়েছ।——"

মিলড্রেডের পরিধেয় বসনের প্রতি চাহিয়া মণ্ডবিলি বলিলেন, "তুমি আবার দরিদ্র হয়েছ, সে কষ্টও আমি ঘুচাতে চেষ্টা কোর্ব্বো। তবে তোমার আর অসুবিধা কি?"

"সবই মিথ্যা। আমি এ সব বিশ্বাসই করি না। হয়ত কোন স্বার্থ সাধনের জন্য তুমি এই নূতন মতলব এঁটেছ। বিশ্বাস কি তোমাকে? তোমার যেমন বেশ ভূষা, যেমন বাবুগিরি তোমার, হয়ত এখানেও আবার নাম ভাঁড়িয়ে বসেছ। অনন্ত লীলা তোমার!" শ্লেষমাখা স্বরে—শ্লেষমাখা কথায় মিলড্রেড এই কথাগুলি বলিলেন।

মণ্ডবিলি কিন্তু ইহাতে রুষ্ট হইলেন না। তিনি অর্দ্ধবিকশিতনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "অবিশ্বাস কোর্‌লে আর হাত কি?"

"তুমি জান, আমার প্রতি তুমি যত অত্যাচার কোরেছ, বোম্বাই সহরে তুমি যত কাণ্ড কারখানা কোরেছ, সে সব কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার আছে?"

"এতেই বা তুমি প্রতিশোধ নিতে পার কৈ?" ধীরভাবে মণ্ডবিলির ইহাই উত্তর।

"কেন পারি না? এ ইংল্যাণ্ড। আমি যদি কোন শান্তিরক্ষকের সম্মুখে রুষ-দূতের বিপক্ষে দরখাস্ত করি, তা অবশ্যই গ্রাহ্য হবে।"

"এও তোমার ভ্রম। মিলড্রেড! তুমি জান, জগতের সকল জাতিই রুষীয়-ক্ষমতার পদানত। ওলনেজ একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তাঁর বিপক্ষে কে তোমার কথা শুনবে? কে ইচ্ছা কোরে রুষ-রাজের ক্রোধানল বাড়াবে? আজকাল রুষীয়-ক্ষমতা যেরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে তুলনায় ইংরাজ ক্ষমতা গণনাতেই আসে না। তোমার জন্য এ বিবাদ বাধিয়ে ইংরাজত শান্তিরক্ষকের লাভ কি? আমাকে শত্রু বোলে মনে করো না। তবে যদি তুমি বিবাদই বাধাতে চাও, তাতেও আমি কুণ্ঠিত নই। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবার জন্যই বোল্‌ছি, আমি একজন উচ্চবংশসম্ভূত ফরাসী। ভদ্রবংশে জন্ম—কাউণ্ট আমি। বিশ্বাস না কর, আমার নোটের দালাল ওয়ারেণকে জিজ্ঞাসা ক'রো; আমার বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে নিগূঢ়তত্ত্ব জানতে পার্ব্বে। আমি তত নীচাশয় নই। আমাকে জব্দ করা তোমার ক্ষমতার অতীত। গ্রাণ্ড ডিউক ও কুমারী রক্ষণা এখানেই আছেন।"

"আমার স্বামী?—আমার কন্যা?" চীৎকার করিয়া মিলড্রেড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্বামী?—আমার কন্যা?"

গম্ভীর স্বরে মণ্ডবিলি উত্তর করিলেন, "তোমার স্বামী ও কন্যা কাউণ্ট ওলনেজের সঙ্গে তিন চার দিন হলো এখানে এসেছেন।"

"কি আশ্চর্য্য! আমিও ত তিনচার দিন এখানে এসেছি। তুমি এ সংবাদ কেন দিলে?"

"আবশ্যক ছিল। আমার আর শত্রুতা সাধনের ইচ্ছা নাই। তোমাদের সকলের মঙ্গলই এখন আমার ব্রত। আচ্ছা, যদি তোমাদের মঙ্গল হয় তবে?"

"আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ভুলে যাব।"

"আমিও প্রতিশ্রুত হচ্চি, তোমাদের উপকার ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো। আমি তোমার মুখপাত্র হয়ে আজই ওলনেজের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ব্বো।"

"আমি বড় বিপদগ্রস্ত। যদি সাহায্য পাই, তৎক্ষণাৎ লণ্ডন সহর ত্যাগ কোরে যাব।"

"আচ্ছা তাই হবে। কোথা থাক তুমি? কোথায় সে সংবাদ দিব?"

মিলড্রেডের তখনো বিশ্বাস হয় নাই। তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা গোপন করিয়া কহিলেন, "আমি এক ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকি। সেখানে অপরিচিত লোক যেতে পায় না।—নিষেধ আছে। আমি কাল ১২টার সময় নিশ্চয়ই এইখানে উপস্থিত থাক্‌বো।"

"আচ্ছা তাই হবে। কাল ঠিক এই সময়েই আমাদের সাক্ষাৎ হবে।" এই বলিয়া মণ্ডবিলি কয়খানি ব্যাঙ্কনোট মিলড্রেডের হাতে দিলেন। মিলড্রেড ঘাড় নাড়িয়া লজ্জাবিজড়িত স্বরে বলিলেন "এ সকলের এত তীব্র আবশ্যক ছিল না।" মিলড্রেডের কথায় মণ্ডবিলির হৃদয় যেন ব্যথিত হইল। তিনি সে কথা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "যে স্ত্রীলোকটী তোমাকে ঈঙ্গিত কোরে চোলে গেল, সেটী কে?"

"আমি চিনি না। ভ্রমে পোড়ে—আমি তার আলাপী, এই ভেবে আমাকে ঈঙ্গিত কোরেছিল। লজ্জা পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।"

"তা নয়।" মণ্ডবিলি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, তা নয়। ওঁর নাম শ্রীমতী ত্রিবর। যেমন তুমি সুন্দরী, উনিও তেমনি সুন্দরী। এঁর সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি।"

"সে রকম নাও হতে পারে। যাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। কাল যেন ঠিক এইখানে দেখা পাই।"

মণ্ডবিলি হাসিয়া—ব্যঙ্গস্বরে "তোমার এ নিয়োগ যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত হবে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মিলড্রেড অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া—ঘুরিয়া ফিরিয়া—শেষে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মণ্ডবিলি বণ্ডষ্ট্রীটের একখানি দোকানের সম্মুখে আরডলীর রাণীর গাড়ী দেখিতে পাইলেন। রাণীর দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি পতিত হইল। রাণী তাঁহার বন্ধুবান্ধব লইয়া চিত্রপট দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মণ্ডবিলিও তাঁহার সহযাত্রী হইলেন, সুতরাং কাউণ্ট ওলনেজের নিকটে পৌঁছিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইল।

মণ্ডবিলি গ্রসভেনর স্কোয়ারে কাউণ্ট ওলনেজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য লোকের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে মণ্ডবিলি বলিলেন, "মিলড্রেডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।"

"আমি তা জনি।" ওলনেজ সরল ভাবে বলিলেন, "আমি তা

জানি। আপনি যখন রাস্তার মোড়ে তখন আমি দেখেছিলেম। আপনি তার কাছে কি শুনেছেন?"

"তিনি কেবল কিছু পাথেয় চান। টাকা পেলেই তিনি তৎক্ষণাৎ লিবরপুল এবং সেখান হতে নিউইয়র্ক যাত্রা কোর্ব্বেন। সেখানে তিনি অনেক টাকা পাবেন।"

"এ যুক্তি মন্দ নয়।" কাউণ্ট ওলনেজ যেন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "এ যুক্তি মন্দ নয়। আপনি তাঁর ঠিকানা জেনে এসেছেন? টাকাটা অবশ্য সেই ঠিকানায় পাঠালেই চোল্‌বে?"

"না মহাশয়, তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তের মানুষ, তিনি দেখা কোর্‌বার জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ কোরে দিয়েছেন।'

"কোথায়? কখন?"

"কর্ক ষ্ট্রীট!—কাল ১২টার সময়।"

"বেশ।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাউণ্ট ওলনেজ তাঁহার অর্থাধার হইতে পাঁচশত টাকার একখানি ব্যাঙ্কনোট মণ্ডবিলিকে দিয়া বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ কোরে এই নোটখানি মিলড্রেডকে যথাসময়ে পোঁছে দিবেন। বোল্‌বেন, যদি তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটে যেতে সম্মত হয়ে থাকেন, তবে সে সংবাদ যেন আমাকে দেওয়া হয়। আমি সে সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত কোর্ব্বো। আর এক অনুরোধ, বেশী কথা বোল্‌বার আবশ্যক নাই। কেবল এই কাজের কথা কটী বোলে চোলে আস্‌বেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া—কি কোথায় তিনি থাকেন, সে সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব লওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।"

মণ্ডবিলি সম্মান জানাইয়া কহিলেন, "আপনার আজ্ঞা যথানিয়মেই প্রতিপালিত হবে। আমার গুপ্তকথা———"

"তা ত কালই বোলেছি। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। সে সব কথা অবশ্যই গোপনে থাকবে।" এই বলিয়া কাউণ্ট ওলনেজ মণ্ডবিলিকে বিদায় করিলেন।

যথাসময়ে মিলড্রেড কর্ক ষ্ট্রীটের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় মণ্ডবিলিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিলড্রেড তাড়াতাড়ি উৎসাহে উৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

"আমি আমার সত্যরক্ষা কোর্ত্তে সমর্থ হয়েছি। এই লও, পাঁচ শত টাকার ব্যাঙ্কনোট। ওলনেজের আদেশ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে লিবরপুলে যেতে হবে। সেখানে উপস্থিত হয়ে কাউণ্ট ওলনেজকে একখানি পত্র লিখো, তাতে তুমি যে যথার্থই সেখানে পৌঁছেছ, তার যেন বেশ প্রমাণ থাকে। তার পর নিউইয়র্ক সহরে পৌঁছে রুষ-বিচারকের নিকট দরখাস্ত কোল্লে তাঁর কাছে অনেক টাকা পাবে।"

"আর কোন আদেশ আছে?" মিলড্রেডের ইহাই শেষ জিজ্ঞাস্য।

"আর কি, কিছুই না।" মণ্ডবিলি রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে কহিলেন, "আর কি, কিছুই না। রুষ-দূতের আজ্ঞাগুলি প্রতিপালন কোল্লেই যথেষ্ট। তবে বিদায় হই।" মণ্ডবিলি প্রস্থান করিলেন।

মিলড্রেড এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কত ভাবনাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। মণ্ডবিলি ও ওলনেজ কি স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহাকে লণ্ডন হইতে স্থানান্তরিত করিতেছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে গোল্ডেন স্কোয়ারের এক অতি গলি রাস্তায় প্রবেশ করিলেন।

মিলড্রেডের সহিত একটী মুটে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহিয়া তাঁহার অস্থায়ী প্রবাস-গৃহে চলিয়াছে। লোকটার কুৎসিৎ মুখের কুৎসিৎ দৃষ্টি চারিদিকে যেন কত কি অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়াছে। পথিমধ্যে গস্‌ভেনর স্কোয়ারে বড় গোলমাল দেখিয়া লোকটী দাঁড়াইয়া রহিল। মিলড্রেডকেও অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, শীল ওয়ারীণের সেরেস্তাদার। সেরেস্তাদার ব্যস্ততার সহিত কহিল, "এই সেই ঠিকানা মহাশয়।"

ওলনেজ উত্তরে বলিলেন, "লেডী লংপোর্ট নামে কে আছে, ডাক।" সেরেস্তাদার দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সেখানে একখানি গাড়ী ছিল। তাহার মধ্যে একটী যুবতী বসিয়াছিলেন। সেরেস্তাদার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি লেডী লংপোর্ট?"

"না মহাশয়। তিনি অসুস্থ আছেন। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। সেরেস্তাদারের প্রশ্নে এথেলের এই উত্তর।

সেরেস্তাদার আপনার পদের গৌরবসূচক অঙ্গভঙ্গির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য?"

যথার্থ ঠিকানা প্রাপ্তির জন্য। আপনার কোন চিন্তা নাই। ভয় করার কোন কারণ নাই। আমি শ্রীমতী ত্রিবর। কাউণ্ট ওলনেজ আমাকে বেশ জানেন।”

সাগ্রহে সেরেস্তাদার একখানি কাগজ এথেলের হস্তে দিয়া বলিল, “এই যথার্থ ঠিকানা।”

এথেল গোল্ডেন্ ষ্ট্রীটে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীবানকে আজ্ঞা দিলেন। যথাস্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহদ্বারে সেই কাগজখানি ঝুলাইয়া দিয়া গৃহকর্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। লোক দ্বারা সংবাদ দিলেন, “শ্রীমতী টাউনসেণ্ড কি বাড়ীতে আছেন?” এই নামে মিলড্রেড রুষ-সেরেস্তাদারের নিকট অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

এথেলের প্রশ্নের উত্তর আসিল, “হাঁ, তিনি দোতলায় আছেন।”

এথেল দ্রুতপদে দোতালায় উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আবার ঘণ্টাধ্বনি হইল, তখনও কোন উত্তর নাই। শেষে এথেল ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। গৃহটী চমৎকার;—সুসজ্জিত! মিলড্রেড সে ঘরে নাই।

তৃতীয় তরঙ্গ।

“A Thing of beating—Joy for ever.”

“Withen those walls, a mother's arms are ready to open—a mother's bosom yearns to receive you!”

“ঘোর ঘন তমসায়, আবৃত সুখের রবি হায়!
উদিল সুখ তপন, ঘুচিল মনোবেদন,
আনন্দে উথলি হৃদি, সুখস্রোতে বিশ্ব ভেসে যায়।”

“সংসারে প্রকৃত বন্ধু দক্ষিণ বাহু স্বরূপ।”

এই কি আমার মা?

মিলড্রেড সরল ভাবে একখানি কেদারায় শুইয়া আছেন। তিনি অবিকল এইরূপ ভঙ্গিতে যে জল-ছবি তোলাইয়াছিলেন, তাঁহার মাতা লেডি লংপোর্টের ছবি-দানে সেখানিও যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়াছে।

এথেল বুঝিয়াছিলেন, যে, মিলড্রেড যখন উনবিংশ বর্ষীয়া বালিকা, এই জল-ছবি তখনই প্রস্তুত হয়। এখন মিলড্রেডের বয়স সেই তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। উনবিংশ বর্ষীয়া লাবণ্যময়ী বালিকার ছবি, তাঁহার এক-চত্বারিংশ বর্ষ বয়সের দৈহিক সৌন্দর্য্য তুলনায় আনা যায় না! জল-ছবিতে মিলড্রেড যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্যের আধার। তাঁহার সরলতা মাখা বদনমণ্ডল, তাঁহার ব্রীড়ারঞ্জিত রক্তাভ গণ্ডস্থল, কৃষ্ণতার চক্ষু, মুক্তা-নিন্দিত দন্তপাঁতি, সুচিক্কণ কেশরাশি, সকলই অপূর্ব্ব। পরিচ্ছদের পারিপাট্যও সৌন্দর্য্যের অনুরূপ। মিলড্রেড খর্ব্বাকৃতা, দেহের লাবণ্য দর্শনে বয়সের পরিমাণ স্থির করা কঠিন। এসব জল-ছবিতে অতি স্পষ্ট স্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে।

মিলড্রেড গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি তন্ময়-চিত্তে কল্পনা-স্বর্গে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটী যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবার কি ভাবিয়া একটু অপেক্ষা করিলেন। মিলড্রেডের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সসম্ভ্রমে এথেলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কি? শ্রীমতী ত্রিবর আবার এসেছ?"

সুন্দরী এথেল উত্তরে বলিলেন, "তুমি আমার নামও জান দেখ্‌ছি?"

"হাঁ! কাউণ্ট মণ্ডবিলি তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন। কাল তুমিই ত আমাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলে?"

এথেল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তিনিই কি এই রকম বোলেছেন?"

"হাঁ। কিন্তু একটী বিষয়ের জন্যে তোমার প্রতি আমার বড় ভক্তি জন্মেছে। তুমি তার সংশ্রব ত্যাগ কোরে বেশ কাজ কোরেছ। আমি তাকে বেশ জানি।—ভাল রকমেই তার সঙ্গে আমার জানা শুনা আছে। আচ্ছা! আমি যে এখানে আছি, সে সংবাদ তুমি কি কোরে জান্‌তে পাল্লে? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কাল বুঝি তুমি ভ্রমে পড়েই আমাকে তোমার কোন পরিচিত বন্ধু বোলে বিবেচনা কোরেছিলে? কেমন? তাইত?"

"হাঁ।—তার নাম লেডী লংপোর্ট।"

"কে? আমি ত তাঁকে চিনি না?"

"হতে পারে।—নাও চিন্‌তে পার। আমি তোমাকে লেডী লংপোর্টের নিকটে নিয়ে যেতে চাই।"

"আশ্চর্য্য ?" বিস্মিত হইয়া মিলড্রেড উত্তর করিলেন "আশ্চর্য্য ! তুমি কেবল আমার কৌতুহল বৃদ্ধির জন্য সাজান কথা বোল্‌ছো। তবুও জিজ্ঞাসা করি, তিনি কে ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এথেল কহিলেন, "আমি দুখানি সুন্দর জল-ছবি দেখেছি।"—

"জল-ছবি ?" চমকিত হইয়া মিলড্রেড জিজ্ঞাসা করিলেন "জল-ছবি ? আমারও একদিন এমন দুখানি জল-ছবি ছিল।"

"হাঁ। দুখানাই জল-ছবি। একখানি ছবি-দানের আকারে, অপর খানি উত্তমরূপে বাঁধান।"

"শ্রীমতী ত্রিবর !" আসন হইতে চকিতে উঠিয়া মিলড্রেড দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীমতী ত্রিবর ! এ সব জানবার তুমি কে ? এ বড় চমৎকার কৌশল,—নূতন ফাঁদ,—আমাকে ধোরবার জন্যে বুঝি আবার কোন নূতনতর জাল পাতা হয়েছে ?"

বাধা দিয়া এথেল উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের দিব্য, মন্দ অভিপ্রায় আমার নাই। তোমার জীবনের সকল ইতিহাসই আমার জানা আছে।"

"তুমি ? তুমি সব জান ? মণ্ডবিলির সঙ্গে তোমার কি কোন ষড়যন্ত্র আছে ?" আশ্চর্য্য, ভয় ও বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া মিলড্রেড এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন। এথেলের হৃদয় ব্যথিত হইল। যে মণ্ডবিলি তাঁহার সকল কষ্টের মূল, তারই সহিত এথেলের ষড়যন্ত্র ? এ কথা এথেলের প্রাণে সহিল না। তাঁহার আজ্ঞাতে দুই বিন্দু বিষাদ অশ্রু গোলাপগণ্ডে প্রবাহিত হইল। এই সন্দেহ, তাঁহার হৃদয়ে বিষাক্ত ছুরিকার ন্যায় আঘাত করিল।

"তুমি কাঁদলে ? আমি অনেক দিন ধোরে জগতের অনেক লোক দেখেছি, তাতে আমার বিশ্বাস আছে, জগতে নিঃস্বার্থ ভাব কারও নাই। আমি এখনো বোল্‌ছি, তুমি মণ্ডবিলির দলেরই এক জন। তা না হলে তুমি আমার সম্বন্ধে এসব কথা কখনই জান্‌তে পারতে না।" সন্দেহপূর্ণ-হৃদয়া মিলড্রেডের এইরূপই মনোভাব।

নম্রতার সহিত এথেল কহিলেন "তুমি একটু পরেই জান্‌তে পার্ব্বে, আমার প্রতি তোমার বিশেষ ভ্রম জন্মেছে। হয় ত তখন তুমি কতই

সুখিত হবে। আমি যে ছবির কথা বোল্লেম, এ সম্বন্ধে কাউন্ট মণ্ডবিলির মুখে কিছু শুনেছ কি?"

"না। কিন্তু তুমি সে ছবি কোথায় দেখ্‌লে?"

"যেখানে উহা ইতিপূর্ব্বে রাখা হয়েছিল, আমি সেই ছবি-দানেই সে ছবি দেখেছি।"

"সে ছবি-দান আমার মায়ের নিকটে ছিল। বর্ত্তমান ছবি রক্ষক বোধ হয় আমার মাতার বন্ধু কি আত্মীয় হবেন?"

"না। যাঁর কথা আমি এখনি বোল্‌ছিলেম, সেই লেডী লংপোর্টের নিকটেই আছে।"

"এত চাতুরী তোমার? লেডী লংপোর্ট কে? আমার মাতা ত নেবার জল-দুর্ঘটনায় নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কোরেছেন।"

"না। এই মূল কথাই ভুল। তোমার মাতা নেবার দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। তিনি নিরাপদে সে বিপদ হতে উদ্ধার হোলে লর্ড লংপোর্টকে বিবাহ করেন। এখন তিনি বিধাবা।—প্রভূর ধন তাঁর! অতুল ঐশ্বর্য্যে তাঁর অধিকার। তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ কোরবার জন্য তিনি বাহু বিস্তার কোরে অপেক্ষা কচ্চেন।"

মিলড্রেড্ আনন্দে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পার? সে কি সহরের বাইরে?"

"না।" সরলহৃদয়া এথেল অতি মধুর কণ্ঠে কহিলেন "না।—বড় অধিক দূর নয়। ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে চল। বিলম্ব ক'রো না। এখনি প্রস্তুত হও।"

"এখনি?" সন্দেহের ভাবনা ভাবিয়া মিলড্রেড কহিলেন "এখনি?"

"সন্দেহ ক'রো না, আমি তোমার শত্রু নই। তোমার মা আমার পরম বন্ধু। তাঁর অনুরোধেই আমার আসা।"

একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া মিলড্রেড্ কহিলেন "না। আর সন্দেহ নাই।—চল।"

তখনি যাত্রা করা হইল। এথেল গাড়ীবানকে আজ্ঞা দিলেন, "হান্দন কোর্টে চল।" গাড়ীবান গাড়ী চালাইল।

সন্দেহ যাহাদিগের হাড়ে হাড়ে গাঁথা, তাহারা কোন কথাই সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। তাহাদিগের দুর্ব্বহ জীবন সর্ব্বদাই সন্দেহের ভার

বহন করিয়া ক্লান্ত হয়। মিলড্রেডের সন্দেহ এখনো ঘুচে নাই। তিনি সন্দেহ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "এ ত পরীক্ষা নয়? একটা বিপদ আমাকে চিবিয়ে খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাই ত?"

করুণাবতী এথেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনি আমার কথার সত্য মিথ্যা বুঝ্‌বে।" গাড়ী হান্দন-কোর্টে পৌঁছিল। হান্দন-কোর্ট পল্লিগ্রাম। এখানে বড় বড় গাছ, ছোট বড় ঝোপ, আঁকা বাঁকা সরু সরু পথ, অসম্বদ্ধ বাড়ী ঘর; মিলড্রেড এ সম্বন্ধে কতই তীব্র সমালোচন করিলেন। দূর বাতায়নে লংপোর্টের মূর্ত্তি দেখাইয়া—আনন্দের হাসি হাসিয়া এথেল বলিলেন "ঐ দেখ। তোমার মা।"

মিলড্রেডের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তিনি উত্তর করিলেন "তারই বা প্রমাণ কি?" বলিতে না বলিতে গাড়ীবারান্দায় গাড়ী আসিয়া লাগিল। লেডী লংপোর্ট বারান্দায় আসিয়া কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। হাস্যময়ী এথেলের আনন্দ বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িল। এই অপূর্ব্ব সম্মীসনে তিনি যেন অধিকতর সুখী।

অনেকক্ষণ উভয়েই জাগিয়া জাগিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিলেন! মাতার স্নেহ-ক্রোড় সন্তানের শান্তি নিকেতন। মিলড্রেড মাতার কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সকল যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের জন্য যেন ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার চারিদিকে যেন সুখের স্রোত বহিল। জগত যেন হাসিমাখা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দুজনেই অনেকক্ষণ নীরব।

মিলড্রেড়ই প্রথমে কথা কহিলেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন "মা! তুমি কি কোরে এমনটী দেখ্‌তে হলে? তোমার ষাট বৎসর বয়স, এখন চল্লিশ বোলেও যে বোধ হয় না।"

লজ্জায় অধোবদন হইয়া লংপোর্ট উত্তর করিলেন, "এস মিলড্রেড! আমরা সভা-গৃহে যাই। সেখানে আর কেহ নাই। আমরা দুজনে কেবল সেখানে থাকবো। অনেক গোপনীয় কথা হবে।" উভয়ে সভা-গৃহে উপস্থিত হইলেন। মিলড্রেড হাসিয়া কহিলেন "তবুও ভাল। আমি ত বাড়ীটাকে একটা "পাগলা-গারদ" বোলে মনে কোরেছিলেম। এ ঘরটী বেশ। এখানে বেশ থাকা চোলবে।" এইরূপ সমালোচনের পর মিলড্রেড পূর্ব্ব কথিত প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এমন চেহারা কি কোরে হলো। ষাট বছরের বুড়ী তুমি, একবারে যে যুবতী সেজেছ?"

"মিলড্রেড!" লজ্জায় যেন ম্লান হইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "মিলড্রেড!"

মিলড্রেড সেই অব্যক্ত ঈঙ্গিত খেয়ালেই না আনিয়া বলিলেন "এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। বল, এ রহস্যের মূল কি। যখন আমার বয়স হবে, তখন এই কৌশল কাজে আসবে।"

"মিলড্রেড! তুমি আমাকে খুণ কোল্লে।" আনন্দপূর্ণ শ্লেষবাক্য দ্বারা লংপোর্ট কন্যাকে যেন ভয় দেখাইলেন। মিলড্রেড তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনিও রহস্যের কথায় উত্তর দিলেন, "নমস্কার কোরে কি খুণ করা চলে মা?"

লংপোর্ট কাতর স্বরে কহিলেন, "এথেলকে পাঠাচ্ছি। সেই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে।" লংপোর্ট প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

"সযতনে রাখিলাম হৃদয় মাঝারে,
হা কপাল! পরিণামে এই ফল দিলে?"

উপকারের প্রতিশোধ!—স্নেহময়ী!

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়বেগ সম্বরণ করিবার জন্য মিলড্রেড সভা-গৃহের পারিপাট্য দর্শনে মনোনিবেশ করিলেন। সভা-গৃহের দ্রব্যাদি অসামান্য না হইলেও তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোন অভাব ছিল না। বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত চিত্রপট, সুগঠিত দীপাবলী, কারুকার্য্য খচিত কাষ্ঠাসন, সামান্য দ্রব্য গুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। টেবিলের উপর কয়েক খানি পুস্তক সুন্দর বাঁধাই। মিলড্রেড একে একে সকল গুলিই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানি "জন্ম-বিবরণ পুস্তকের" প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। জন্ম বিবরণ পুস্তিকা খানি অনেক দিনের। মিলড্রেড আগ্রহদৃষ্টিতে লংপোর্টের নাম অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, সেন্টপিটর্সবর্গ ও লণ্ডন সহরের প্রসিদ্ধ বণিক এডওয়ার্ড মালকমের কন্যা কুমারী মালকমকে তিনি বিবাহ করেন। মিলড্রেড চমকিত হইলেন। সন্দেহে সন্দেহে আপনার মনে

আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এডওয়ার্ড মাল্‌কমের কন্যা? সে ত আমারই কথা। মালকম্ কুমারী! তবে বিধবা বিবাহই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? একি ভয়ানক প্রহেলিকা! কি ভ্রান্তি! আমার মাতা নেবার দুর্ঘটনার জলমগ্ন হয়েছিলেন, সেই বা কি কথা?" মিলড্রেড এই গভীর প্রশ্নের কোন মিমাংসা করিতে না পারিয়া যেন অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গৃহ মধ্যে এথেল প্রবেশ করিলেন।

"শ্রীমতী ত্রিবর! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছিলাম যদি তোমার কথা সত্য হয়, তা হলে আমি চিরদিন তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ঘোট্‌বে, তা আমি মনেও করি নাই। আমার অবস্থার উন্নতির জন্য আমার পূজনীয়া মাতা অবশ্যই চেষ্টা কোর্ব্বেন?"

"নিশ্চয়ই।" আত্ম প্রসংশায় নম্রমুখী এথেল সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তোমার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই আনন্দের সহিত তিনি প্রদান কোর্ব্বেন।"

"হাঁ। আমারও ইহাই বিশ্বাস। রুষীর ষড়যন্ত্রে আমার যন্ত্রণার এক শেষ হয়েছে। আবার যে আমি মাতার স্নেহ ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হব, এ কথা আমার মনেও ছিল না।"

"কাউণ্ট ওলনেজই তোমার সুখসচ্ছন্দতার মুল। তাঁরই যত্নে তোমার এই শুভযোগ উপস্থিত হয়েছে।"

উপস্থিত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মিলড্রেড অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সেই জন্মবিবরণ পুস্তক খানি এথেলের হস্তে দিয়া মিলড্রেড আগ্রহসহকারে কহিলেন "এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জান?"

"সব জানি। এসব গুপ্ত কথা তোমার মাতার মুখেই তুমি শুন্‌তে পাবে। তিনিই এসব কথা তোমাকে খুলে বোল্‌বেন। তোমাদের উভয়ের কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অন্যায়। বোধ হয় সে জন্যে তুমি আমাকে বেশী অনুরোধ কোর্ব্বেনা।"

"কি ক্ষতি আছে?" ব্যগ্রতা জানাইয়া মিলড্রেড কহিলেন, "কি ক্ষতি আছে? সত্য কথা প্রকাশে কি দোষ?"

"আছে। বিধবা মাল্‌কম যে লর্ড লংপোর্টকে বিবাহ কোরেছেন তার—"

আঃ। কি হয়েছে?" বিরক্তিপূর্ণস্বরে মিলড্রেড বলিলেন, "তাতে কি ক্ষতি? তুমি বড় বেয়াদব। তুমি আমার মাতার সহচরী বোলে বিবেচনা করোনা যে, আমার উপরে তোমার কর্ত্তৃত্ব আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি বাধ্য। আমার বিশ্বাস, তুমি একজন সামান্য লোক নও! পেটে পেটে তোমার বজ্জাতি আছে। হয় ত স্‌গবিলির তুমি একজন গুপচর। আমার বিশ্বাসও তাই। তা না হলে তোমার এত সাহস? আমি জানতে পেরেছি, এ রহস্যের মুল তুমি। হান্দন কোর্টের একজন কর্ত্রী নয়, আমিও একজন। তুমিই ভুল পরিচয় দিয়ে আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়েছ। জানি আমি, বিশ্বাস হয়েছে আমার, লংপোর্ট আমার ভগ্নি। এসব তাঁর পিতৃধন, সুতরাং ইহাতে আমাদের উভয়েরই তুল্য অধিকার।"

মিলড্রেডের কর্কশকণ্ঠের কর্কশ স্বর সরলহৃদয়া হতভাগিনী এথেলের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। হতভাগিনীর মুখ শুখাইয়া গেল। যে মিলড্রেডের সৌভাগ্য উদয়ের জন্য—মিলড্রেডের সুখসচ্ছন্দতার জন্য এথেল এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, যাঁহার আগমনে এথেলের ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে, যাঁহাকে সুখী দেখিয়া এথেল আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন, সেই মিলড্রেডের মুখে এই সকল কথা? সেই উপকারের এই প্রতিশোধ? এথেল ভগ্নহৃদয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় যেন শত শত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত। এথেল ধীরে ধীরে আপন গৃহে আসিয়া বালিকার ন্যায় কতই রোদন করিলেন। অভাগিনী নিজের জন্য ত তত কাতর নয়, কাতর, অভাগিনীর এগার মাসের শিশু সন্তান অভাগা এলফ্রেডের জন্য। যদি হান্দন কোর্টের বাস তাঁহার আজই ফুরায়, যদি তিনি এ পরিবারে স্থান না পান, তবে হতভাগ্য এলফ্রেডের গতি কি হবে? শিশুসন্তানটী লইয়া অভাগিনী এথেল মাথাটী রাখিবারও যে স্থান পাইবেন না? হয় ত অনাহারে দুঃখিনী জননীর সম্মুখেই শিশুসন্তানটী মারা যাইবে! এ ভাবনা—এ চিন্তার কি সীমা আছে? এথেল কতই ভাবিলেন, কতই চিন্তা করিলেন,—কত উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কোনটীই প্রবল করিতে পারিলেন না। কোন উপায়ই সদুপায় বলিয়া বোধ হইল না। সকল উপায়ই তাঁহার বিষাদ-সাগরের বালির বাঁধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এথেল একাকিনী সেই গৃহ মধ্যে কাঁদিয়া কাটাইলেন।

চিন্তার গতি কিয়দংশ প্রতিরুদ্ধ হইলে এথেল লেডী লংপোর্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লেডী লংপোর্ট সস্নেহে নিকটে বসাইয়া সমাদরে কহিলেন "এথেল! প্রিয়তমে! বড় উপকার কোরেছ তুমি! তোমার এ উপকার,—তোমার গুণ আমি কখনই ভুল্‌তে পার্ব্বো না। এমন কি আমি তোমার বন্ধুত্ব ভুল্‌বার কল্পনা কোত্তেও দুঃখিত হই। আমার কন্যা আছে।—কন্যার সন্ধান পেয়েছি। তুমিই তাকে আমার হাতে এনে দিয়েছ। সে আমার ভালবাসার,—কিন্তু তাই বোলে তুমি কি মনে কর, যে তোমার এতে অযত্ন হবে?—তোমার ভালবাসার সে অংশ গ্রহণ কোর্ব্বে? তুমি তাতেই কাঁদ্‌চো।—সেই ভেবেই কি মনে ব্যথা পেয়েছ?"

"না! তা নয়।" নম্রমুখী এথেল অশ্রুজলে যেন ভাসিতে ভাসিতে উত্তর করিলেন "না না। তা নয়। এত নীচ প্রবৃত্তি আমার নয়।—তত স্বার্থপর আমি নই।"

"তবে আমার এই কথাতেই কি ব্যথা পেলে? আমি ভাল কাজ করি নাই। আমার এ দোষ নিও না।" লেডী লংপোর্ট এথেলকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহমাখা কথায় বলিলেন "আর এ সব কথায় কাজ নাই। এথেল! আমার কন্যার সত্য অনুসন্ধানটা বুঝেছ কি? তাঁর নাকি দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তার ভগ্নি?"

'হাঁ। ঠিক তাই। এত অধিক দিনের পর হয় ত অনেক কথা আপনাদের হয়ে থাকবে! হয় ত অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর এখনি দিতে হবে।"

হঠাৎ মিলড্রেডের স্বর লংপোর্টের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি আস্তেব্যস্তে কহিলেন "যাও, যাও এথেল! যেন প্রকাশ না হয়।"

এথেল কোন উত্তর না দিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।

"শ্রীমতী ত্রিবর কোথায়? কোন্‌ ঘর তাঁর? কেহ আমাকে দেখাতে পার কি?" একজন দাসী বলিল, "আসুন। আমি দেখিয়ে দিচ্চি।" দাসী মিলড্রেডকে সঙ্গে লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। মিলড্রেড বারম্বার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। উত্তর নাই। বিরক্তির স্বরে কহিলেন "কি আশ্চর্য্য!" এথেল সম্মুখে। মিলড্রেড তখন পূর্ব্বস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন "এই যে শ্রীমতী ত্রিবর। এই ঘর কি তোমার?"

"এ ঘর গৃহিণী—

"আমার ভগ্নির? তোমার ঘর কৈ এথেল?"

"আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া এথেল অগ্রসর হইলেন। দুজনে এথেলের বসিবার ঘরে উপস্থিত। মিলড্রেড বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চারিদিকে চাহিয়া যেন বিরক্তিপূর্ণ সহাস্য ভাবে কহিলেন "বেশ ঘর তোমার। চমৎকার! বেশ সুখে আছ তুমি? তুমি বেশ জান, আমার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। বিপদের সঙ্গে এক রকম যুদ্ধ কোরেই আমার অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়েছি; সুতরাং তখন উচ্চভাবে থাকা এক রকম অসম্ভব। আমি নূতন এসেছি। সব কথা বলা ভাল দেখায় না। তুমি আমার ভগ্নির নিকট হতে একটী ভাল পোষাক এনে দাও। ভাল ভাল, দামী দামী পোষাক তাঁর বিস্তর আছে। একটা আধটায় ক্ষতি হবে না। আর আমারও যে একটী ঘরের আবশ্যক, সেটাও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলো না।"

সম্মতি জানাইয়া এথেল তখনি প্রস্থান করিলেন, এবং অতি সত্বরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন "লেডী লংপোর্ট বোলেছেন, তাঁর পোষাকের মধ্যে যেটী তোমার ইচ্ছা, নিতে পার।" তখনি উভয়ে দয়াময়ী লংপোর্টের পরিচ্ছদ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। মিলড্রেড কতই ভাব দেখাইয়া পোষাকের রকম রকম সমালোচন করিয়া শেষে একটী পোষাক মনোনীত করিলেন। তখনি পরিধান করিলেন। হেলিয়া দুলিয়া—কত অঙ্গভঙ্গি করিয়া দেখা হইল। এথেল মিলড্রেডের নির্দ্দিষ্ট গৃহ দেখাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এথেল যখন প্রস্থান করেন, তখনি মিলড্রেড জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তে ভুলে গেছি। তুমি কি বিধবা?"

এথেলের মুখমণ্ডলে বিষাদের ঘোর অন্ধকার দেখা দিল। ললাটের শিরা প্রকটিত হইল। অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, "হাঁ। আমি বিধবা।"

"তবে তুমি আবার কেন বিবাহ কর না? তুমি ত বেশ সুন্দরী? আমার ইচ্ছা, আমার শেষ জীবনটা আমি বিলাসীতার রাজ্যে বিচরণ করি। বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়,—বড় বড় নাচভোজে যাওয়া আসা, বড় বড় ঘরের সংশ্রব, ভাল ভাল খোস পোষাকে চলা, এই এখন আমার আন্তরিক বাসনা। তুমিও বিবাহ কর।—বেশ সুন্দরী তুমি,—"

বাধা দিয়া এথেল কহিলেন "তবে আমি বিদায় হই। একজন দাসী

আসবে। সেই তোমার সকল আজ্ঞা প্রতিপালন কোর্ব্বে।" এই বলিয়া এথেল প্রস্থান করিলেন।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মিলড্রেড লেডী লংপোর্টের সভা-গৃহে আসিয়া বসিলেন। মিলড্রেড যেন কতই বিরক্ত হইয়াছেন, এই প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া কহিলেন "তুমি আমাকে অসুখী কোর্ব্বার জন্যই এনেছ।"

দয়াময়ী লংপোর্ট বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি? তোমাকে অসুখী কোর্ব্বার জন্য এনেছি? একি কথা?"

"হাঁ। ঠিক তাই। আমার বিশ্বাসও তাই। তোমার অতি প্রিয় এথেল যে ঘরে আছে, আমার ঘর তার চেয়ে শতগুণে নিকৃষ্ট।"

দুঃখিত চিত্তে লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "তুমি সবই বিপরীত বুঝেছ। তোমার ঘরটীই বরং সব চেয়ে ভাল। এতেও তুমি সন্তুষ্ট নও?"

"না।" দৃঢ়তা সহকারে মিলড্রেড উত্তর করিলেন, "না। তুমি এথেলকেই বেশী বেশী ভালবাস। সে তোমার সকল কাজেই বেশী বেশী যত্ন দেখায়। সেই যেন তোমার আপন। আমার এ সব সহ্য হয় না। কত দিনই বা সে এসেছে?"

"অতি অল্প দিন। এক পক্ষের অধিক হবে না।"

"এখানে আসার পূর্ব্বে তার সঙ্গে অবশ্যই তোমার বেশী বেশী জানা শুনা ছিল?"

"না। এই দেখার পূর্ব্বে আমি তার নামও শুনি নাই।"

"তবে তুমি কোন্ পরিচয়ে তাকে স্থান দিয়েছ? তার চরিত্র পরীক্ষা না কোরে—তার স্বভাব না জেনে—কি কোরে স্থান দিয়েছ?"

"অন্য পরিচয় তার নাই। আমিও সে পরিচয় লওয়া আবশ্যক বোধ করি নাই। তার স্বভাব—তার সরলতামাখা মুখ—অমায়িকতা. এই সকলই সুন্দর পরিচয়। এথেলের একটী ১১মাসের ছেলে আছে। মিলড্রেড! দিব্যি ছেলেটী, তুমি অবশ্যই তাকে ভালবাস্‌বে।"

"এগার মাসের ছেলে? –সে কি বিধবা? তবে শোক চিহ্ন ধারণ করে নাই কেন? এখানে দুই বৎসর কাল শোকচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে নয়?" ঘৃণা পূর্ণ স্বরে মিলড্রেড এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

"এ কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।" লেডী লংপোর্ট ধীরভাবে উত্তর করিলেন "আমি এ সব পরিচয় জিজ্ঞাসার অবসর পাই নাই।

এথেল বড়ই দুঃখিনী। তার শোকপূর্ণ মুখ দেখ্‌লে বস্তুতই আমি বড় ব্যথা পাই। পাছে এ প্রশ্নে তার শোকের সাগর উথ্‌লে উঠে, এই সব প্রশ্নে পাছে তার শোকপূর্ণ হৃদয়ে শোকের ঝড় বোয়ে যায়, সেই ভয়ে আমি তার কোন পরিচয় লই নাই। বোধ হয় তুমিও সে পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরে কষ্ট দিবে না।" লেডী লংপোর্টের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে মলিনবদনা এথেল সভা-গৃহে দর্শন দিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই সংবাদ আসিল, "আহার্য্য প্রস্তুত।" আর কোন কথা হইল না। সকলেই আহারাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিলেন।

মিলড্রেড অতি প্রত্যুষেই উঠিয়াছেন। গাড়ী প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। সহরের দিকে গাড়ী ছুটিল।

বেলা ১টার সময় মিলড্রেড প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে ভাল ভাল পোষাক, গন্ধদ্রব্য, খেলনা, অধিক কি, যে সব জিনিস কস্মিন কালেও আবশ্যক হয় না, সে রকম জিনিস আনিতেও তিনি ভুলেন নাই। মিলড্রেড ঘরে আসিয়াই ধুম লাগাইয়া দিলেন। দাসদাসীরা সসব্যস্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি জলযোগ ও উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র মদ্যপান করিয়া পথ শ্রমের কষ্ট লাঘব করিলেন।

নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মিলড্রেড উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন। কত চিন্তা—কত সুখের ছবি তাঁহার হৃদয়ে উঠিয়া তাঁহাকে যেন কতই গর্ব্বিত করিয়া তুলিবে। মিলড্রেড জাগিয়া জাগিয়া কত সুখের স্বপ্নই দেখিতে লাগিলেন।

এথেলও সেই উদ্যানে ছিলেন। মিলড্রেডের দৃষ্টি হইতে এথেল ইচ্ছা করিয়াও আপনাকে গোপন করিতে পারিলেন না। মিলড্রেড চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এথেল! তুমিও এখানে?"

এথেল কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, 'কাল তুমি অতি প্রত্যুষেই কোথায় গিয়াছিলে? সেই জন্যই দেখা হয় নাই। সে অপরাধ গ্রহণ কোরো না।"

"কাল আমি সহরে গেছিলেম। অনেক জিনিস কিনে এনেছি। ভাল ভাল—বড় মানুষের পসন্দসই জিনিস। তোমরা হয় ত তার কদর বুঝবে না। ভাল ভাল জিনিস। সব জিনিসের নামও হয় ত তোমরা

জান না। কখন দেখও নাই।" অহঙ্কার মাখা ভাষায়—গর্ব্বিত ভঙ্গিতে মিলড্রেড নিজের প্রাধান্য জানাইলেন।

মনোভাব গোপন করিয়া—পূর্ব্ব কথা—পূর্ব্বকার সুখসৌভাগ্যের কথা স্মৃতিপথ হইতে দূরে রাখিয়া এথেল উত্তর করিলেন ' আমরা আর চিনি কি?"

এথেলের উপযুক্ত উত্তরে গর্ব্বিতা মিলড্রেড গর্ব্বভরে—অহঙ্কারে আরও যেন কেমনতর হইয়া পড়িলেন। নিজের অবস্থার সীমাও যেন তিনি অতিক্রম করিলেন। গর্ব্বভরেই কহিলেন "তাতেই বা সুখ কি? এত ব্যয়—এমন ভাল ভাল জিনিস, এক ঘরের দোষেই সব মাটি। না আছে জানালা দরজা, না আছে আলো। আবার বসার ঘর ত একেবারেই নাই। আমি আবার অনুরোধ করি, তোমার ঘরটী আমাকে দাও।"

এথেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন "সেই পুরাতন কথা তুলে আর আমাকে লজ্জা দিও না।"

ঈর্ষায়, রোষে,—মিলড্রেডের হৃদয় যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অতিকষ্টে মনের আবেগ দমন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের দুই বন্ধুর পাশাপাশি দুটী ঘর। পরস্পর কথাবার্ত্তা বেশ চলে, নয়?"

"হাঁ।" এথেল সরলভাবে উত্তর করিলেন "হাঁ।"

প্রফুল্ল মুখে মিলড্রেড কহিলেন "ঠিক কথা। আমি যা ভেবেছি তাই। আমার পূজনীয়া মাতা—না না, ভুল। আমার মাননীয় ভগ্নি ও তুমি, তোমাদের দুজনেরই সংশ্রবে ভয়ানক ভয়ানক গুপ্ত রহস্য আছে। আমি তোমাকে অনুরোধ করি, প্রকাশ কর। তুমি জান, হান্দন কোর্টের আমিও একজন কর্ত্রী। আমরা দুজনেই এখানকার তুল্যাংশে অধিকারিণী। কিছু গোপন কোরো না।"

এথেল যেন মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে দুঃখের—ঘৃণার—অভিমানের দিব্য ছবি প্রকটিত হইল। সকাতরে এথেল কহিলেন, "আর আমাকে লজ্জা দিও না! আমি এ সব কথা কখনই প্রকাশ কোর্ব্বো না।"

"কোর্ব্বে না?" ক্রোধে অধীর হইয়া মিলড্রেড কহিলেন, "তবে সে সব গুপ্তকথা অপ্রকাশ রাখাই তোমার অভিপ্রায়? আচ্ছা, থাক তুমি। তুমি বড় সোজা লোক নও। আমি তোমাকে এক তিলের জন্যও বিশ্বাস করি না। তুমি একজন পলাতক আসামী। তোমার বিবাহই হয় ত

জাল। তোমার বিবাহের নিদর্শন পত্র আমি দেখ্‌তে চাই।"

এথেলের শুষ্ক বদন বিশুষ্ক হইল। শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে যেন ভীষণ ভাবনার ঝড় বহিল। এথেল দাঁড়াইতে পারিলেন না,—বসিয়া পড়িলেন। মিলড্রেডের যেন দয়া হইল। এথেলের সকাতর ভাব দর্শনে পাষাণহৃদয়া মিলড্রেডের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য দয়ার ছায়া পড়িল। মিলড্রেড প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "আর এখন এ সব কথায় কাজ নাই। চল, ঘরে যাই।"

আহারের আয়োজন হইল। তিন জনে একত্রেই আহার করিলেন। মিলড্রেড আহার শেষ করিয়াই শয়ন গৃহে গমন করিলেন। থাকিলেন, কেবল লেডী লংপোর্ট আর এথেল।

এথেলের বিষন্ন বদন দয়াময়ী লংপোর্টের নিকট গোপন রহিল না। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "এথেল! প্রিয়তমে! তোমার এ ভাবান্তর কেন এথেল? কি হয়েছে তোমার? এ বিষন্ন ভাবের কারণ কি?"

সরলহৃদয়া এথেল উত্তর করিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, মিলড্রেডের সুখসচ্ছন্দতার জন্য আমার যত্নের ও পরিশ্রমের ত্রুটী হবে না। আমি সে প্রতিজ্ঞা কতদূর প্রতিপালন কোর্‌তে পেরেছি, তা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু সেই যৎসামান্য উপকারেরও কি এই প্রতিদান? মিলড্রেড সর্ব্বদাই আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রকাশ না কোল্লেই বিবাদ বাধান। এখন আমি করি কি?"

দুঃখিত হৃদয়ে সমব্যথা জানাইয়া, লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "বড়ই দুঃখের কথা। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বো। ভেবোনা।—অত অধীর হ'য়ো না। রাত হয়েছে, ঘরে চল। কাল বেশ কোরে আমি এ সব দেখ্‌বো। তার চালচলোনের উপর আমার বেশী বেশী দৃষ্টি থাক্‌বে।" এই বলিয়া লেডী লংপোর্ট গাত্রোত্থান করিলেন। আপন ঘরে যথারীতি চাবি বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

এথেলও শয়ন গৃহে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এথেলের শত মুখী দুঃখস্রোত কি ঘুচিবার! প্রিয়তম শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া—তাহার মুখচুম্বন করিয়া তিনি কতই রোদন করিলেন। মাতার নয়নজলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। এথেল ভাবিতেছেন, এ জন্মগ্রহণে ফল কি? চিরদিন দুঃখের প্রবাহে ভাসিবার জন্যই কি অভাগিনীর জন্ম? এ দুঃখ

রজনী কি আর প্রভাত হইবার নয়? এলফ্রেড! তোমার জন্যই আমার এত কষ্ট! তোমাকে প্রতিপালন করিবার জন্য আমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। শিশু তুমি, মাতার এ যন্ত্রণা তুমি কি বুঝিবে? এথেলের নয়ন জল আর ফুরাইবার নয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর অবসন্ন হইল। স্নেহের শিশুটীকে শয়ন করাইয়া আপনি শয়ন করিবেন, এমন সময় আবার সেই জীবন্ত অস্থিপুঞ্জ হতভাগিনী তাঁহার সম্মুখে! দন্তহীন ভীষণ মুখ গহ্বর, সর্ব্বাঙ্গের অস্থিগুলি কেবলমাত্র চর্ম্মাবৃত!

অকস্মাৎ একটী শব্দ লেডী লংপোর্ট ও এথেলের কর্ণে ধ্বনিত হইল। যেন দ্বার উন্মোচনের শব্দ! লেডী লংপোর্ট উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার কি?"

এথেল সবিস্ময়ে—কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি কিছুই জানি না। আপনি দরজা বন্ধ কোরেছিলেন ত?"

"হাঁ। তুমি?—এথেল! তুমি দরজা বন্ধ কোরেছিলে ত?"

সামান্য প্রকৃতস্থ হইয়া এথেল কহিলেন "হাঁ। আমার বেশ মনে আছে। আমি দরজা বন্ধ কোরেছি। অপেক্ষা করুন, দেখি। শব্দটা স্নানের ঘরের দিক হতেই এসেছে।" এথেল স্নানের ঘরের দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। দেখিলেন, মিলড্রেড! মিলড্রেড সেইখানে গুপ্তভাবে চসমায় চক্ষু আবৃত করিয়া, একটা বিশ্রী ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান আছেন। হঠাৎ একটা ভীতিজনক স্বর এথেলের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। সেই সঙ্গে একটী অর্দ্ধোচ্চারিত মুমূর্ষু ব্যক্তির শেষ অসম্বদ্ধ গোঁঙানি শব্দও লেডী লংপোর্টের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল।—দেখা গেল, সেই হতভাগ্য রমণী অচৈতন্য অবস্থায় বারান্দায় পতিত।

পঞ্চম তরঙ্গ।

"জানিতাম আগে যদি—
কোমল কমল মাঝে ঢাকিয়া-শরীর,
বিষধর। তা হলে কি কভু,
শীর নোয়াইয়া হায় নমিতাম তারে?"

ভণ্ড-তপস্বী।—তুমি কে?

বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। লেডী লংপোর্টের এই আকস্মিক অবস্থা দর্শনে সকলেই মহা ভীত হইলেন। এথেল তখনি লংপোর্টকে তুলিয়া—যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গত হইল। বাড়ীর সকলকে এথেল বিদায় দিয়াছেন। অধিক জনতায় পাছে পীড়া বৃদ্ধি হয়, এথেল সেই জন্যই সকলকে বিদায় দিয়াছেন। আছেন কেবল এথেল আর মিলড্রেড।

এথেল কহিলেন "মিলড্রেড! তুমিও যাও। দরকার কি আর? তোমার মাতার চৈতন্যলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

মিলড্রেডই যে এই ভীষণ দুর্দ্দৈবের হেতু, সে সকল লক্ষণ সযত্নে চাপিয়া রাখিয়া উত্তর করিলেন, "আমার উপস্থিত থাকায় কি কোন বাধা আছে?"

"সে কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি যা কোরেছ, তেমন কাজ করা দূরে, থাক, কখনো শুনিও নাই। যাও, সরে যাও।" উন্নতস্বরে এই কথাগুলি এথেলের কণ্ঠ উচ্চারণ করিল।

মিলড্রেড কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "সকলই মিথ্যা।"

"মিথ্যা?" উত্তেজিত স্বরে সমব্যথা জানাইয়া এথেল উত্তর করিলেন, "মিথ্যা? তুমি যাও। এ ঘরে জনতা কোরো না। কাল এসো, তোমার কৃতকার্য্যের পুরস্কার নিতে——" এথেলের মুখের কথা মুখেই রহিল। লংপোর্ট চেতন পাইয়া বিস্মিত স্বরে—অতি ধীরে ধীরে কহিলেন "এ কি স্বপ্ন? এথেল! বল, একি স্বপ্ন দেখ্ছি?"

"স্থির হোন। ভাববেন না, আত্মস্থ হোন।" মিলড্রেড অধিকক্ষণ আর এখানে থাকেন, এথেলের উক্তি ও অঙ্গ ভঙ্গিতে সেই কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

"না, এ স্বপ্ন নয়! মিলড্রেড! এখনো তুমি আছ? থাম। আমি বিনয় কোরে বোল্‌ছি—আজ্ঞা কচ্চি, যাও। আর বিরক্ত কোরো না।" এক দমে এতগুলি কথা উচ্চারণ করিয়া লেডী লংপোর্ট নীরব হইলেন।

বিস্ময় ও গর্ব্বিত বচনে তেজস্বিনী মিলড্রেড উত্তর করিলেন "হুকুম?—এ বড় ভয়ানক কথা?"

"তুমি যে কাজ কোরেছ, তা চেয়ে বোধ হয় একথাটা ভয়ানক নয়। তুমি যে কাজ কোরেছ, কিছু দিন পরে সে জন্য অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ কোর্‌তে হবে।—এ কাজের ক্ষমা নাই।—তুমি এতে অবশ্যই অভিসম্পাত ভোগ কোর্ব্বে।"

"ক্ষমা করুন।" ভীতস্বরে চঞ্চলদৃষ্টিতে চাহিয়া এথেল কহিলেন, "ও সব কথায় আর কাজ নাই। ভিক্ষা করি——"

"না না। তার আবশ্যক কি?—ভিক্ষার কথা কেন বোল্‌ছো? এথেল এথেল! এ যে ভয়ানক কাজ, মাতৃহত্যাই তার পরিণাম। নিশ্চয় জেনো, এ অভিসম্পাত অবশ্যই পূর্ণ হবে।" কয়েক বিন্দু অশ্রুর সহিত লেডী লংপোর্ট তাঁহার কন্যাকে এই শ্লেষমাখা কথাগুলি উপহার দিলেন।

মিলড্রেড এ কথায় অধিক কাতর হইলেন না। মাতার মর্ম্মভেদী বাক্য যে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহার আকৃতিতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আপনার ভাবেই—আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "থাম। চৈতন্যলাভ কর। বেশী কথা কওয়া ভাল নয়।"

"আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছ?" কৃত্রিম দন্ত খসিয়া পড়ায় লেডী লংপোর্টের কণ্ঠস্বর ভয়ানক ও ভয়প্রদ হইয়াছে। প্রতি কথায়—প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে তাঁহার পঞ্জরাস্থি গণনা করা যাইতেছে। তিনি অতি কষ্টে বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মিলড্রেড! তুমি কি আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছ? তুমি তোমার মাতার সুখময়—স্নেহময় ক্রোড়ে যত্নের সহিত আশ্রয় পেয়েছ। সেই স্নেহের কি এই প্রতিদান? তুমি যে কাজ কোরেছ, তাতে ভালবাসার—স্নেহমমতার কি আত্মীয়তার চিহ্ন মাত্রও

প্রকাশ পেয়েছে? তুমি তোমার কৌতুহল নিবারণের জন্য সাধে সাধে এই দুর্ঘটনা কেন ঘটালে?"

"ক্ষমা করুন। চুপ করুন।" সমবেদনা জানাইয়া করুণাময়ী এথেল বলিলেন "চুপ করুন। আত্মস্থ হোন।"

" মিলড্রেড আপনার সততা দেখাইবার অভিপ্রায়ে বিনম্র বচনে কহিলেন "আমার জননীর অভিপ্রায় যে, এ বাড়ীর সমস্ত গুপ্তকথা আমি যেন আমার নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখি।—একি পাগ্‌লামী?"

আমি পাগল? মিলড্রেড! আমি পাগল? কি পরিতাপ! আমার কন্যার এই উক্তি?" দুঃখিত হইয়া যেন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া দুঃখিনী লংপোর্ট এই কথাগুলি বলিলেন।

"যাও মিলড্রেড! সরে যাও। বেশী কথা কইতে দিও না। বেশী রাগ বাড়িও না। যাও।" এথেল যেন অধিকতর আগ্রহ জানাইয়া কহিলেন, "বেশী কথায় রাগ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা।"

মিলড্রেড ক্ষোভে রোষে হিংসায় যেন অধীর হইয়া উন্নতস্বরে কহিলেন, "আমার অপেক্ষা তোমার বেশী কষ্ট হবার কোন কথা নাই। আমার মা মরেন, তাতে আমারই ভাবনা। তোমার কি? যাও, তুমিই বরং উঠে যাও।" মিলড্রেড জননীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "জননি! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার অভিসম্পাত কখনই বিফলে যাবে না। হয় ত এই অভিসম্পাত আমার সমস্ত জীবনকে বিষময় কোর্ব্বে।"

"অভিসম্পাত?—মিলড্রেড! তোমায় আমি অভিসম্পাত কোরেছি?" উচ্ছ্বাস ভরে—কন্যার কাতরতায় দুঃখিত হইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিয়েছি? এ চেয়ে পাগলামী আর কি আছে?"

আপনার মনের কথার অনুরূপ উত্তর পাইয়া উৎফুল্লচিত্তে মিলড্রেড কহিলেন "মা! ক্ষমা কর। আমার অপরাধ বুঝে দেখ। শুন আমার কথা। আমি সে কথা গোপনে বোল্‌তে চাই।"

"আচ্ছা। গোপনেই বল। এথেল! প্রিয়তমে এথেল! আমাদের কথার অবসর দাও।"

"এ অবসরে আপনার কি সম্মতি আছে? আপনি কি এতে মত

দিয়েছেন?” এথেল যেন মহা ভীত হইলেন। পীড়িতা লেডী লংপোর্টকে এমন গুণবতী কন্যার নিকটে রাখিয়া যাইতে তাঁহার যেন মন সরিল না। তাই তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “এ প্রস্তাবে আপনার কি সম্মতি আছে?”

“হাঁ এথেল! আমার সম্মতি আছে।” পূর্ব্ববৎ স্নেহমাখা কথায় লংপোর্ট এথেল্‌কে বিদায় করিলেন।

এথেল অনিচ্ছাসত্বেও আপন গৃহে গমন করিলেন। মিলড্রেড তাঁহার গৃহে চাবি লাগাইয়া আবার মাতার শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এই ভয়, পাছে তাঁহাদিগের গুপ্ত কথোপকথন এথেল গোপনে শ্রবণ করে।

এই ব্যবহারে হতভাগিনী এথেলের ভগ্নহৃদয় যেন আরও ভাঙ্গিয়া গেল। এত অবিশ্বাস? এত স্বার্থপরতা? অভাগিনী আপনার হৃদয়াধিক প্রিয়তম সন্তানটীকে লইয়া তাহার সহিত কত কথাই কহিলেন। নির্ভর-তায় উন্মাদিনী এথেল তাঁহার শিশু সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এল-ড্রেড! আমি এমন কি কাজ কোরেছি, যাতে আমার এই শাস্তি! এমন কোন কথা ভ্রমেও কখন উদয় হয়েছে কি, যাতে আমি তার প্রতিদান স্বরূপ এইরূপ ব্যবহারের আশা কোত্তে পারি!” শিশু এ কথার কিছুই বুঝিল না। এথেল চিন্তার সাগরে ডুবিয়া রহিলেন।

মিলড্রেড জননীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অতি কাতর স্বরে কহিলেন, “মা! আমাকে ক্ষমা কর।”

“মিলড্রেড! আমি ত তোমাকে ক্ষমা কোরেছি। আমি ত তোমার সকল দুর্ব্যবহার ভুলে গেছি।”

“অভিসম্পাত?” মিলড্রেড পূর্ব্ববৎ কাতরতা জানাইয়া কহিলেন, “অভিসম্পাত? সেই ভয়ানক অভিসম্পাত?”

“সে কথাও আমার মনে নাই। আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কোর্‌চি, সেই অভিসম্পাত যেন আমার প্রতিই কার্য্যকরি হয়। আমার কন্যার পদে যেন কুশাঙ্কুর ও বিঁধে না।”

“মা! তুমি আমার প্রতি যে কত অন্যায় কোরেছ, না জেনে—না বুঝে যে ভাবে আমার চরিত্রে সন্দেহ কোরেছ, বস্তুতঃ আমি তার কিছুই জানি না। মন্দ লোকের মন্দ পরামর্শেই তোমাকে এমনতর কোরে তুলেছে। আমি এথেলকে প্রতিহিংসা কোচ্চি না।”—

"না না! আমি তা ভাবি নাই। এথেল নির্দ্দোষী, তার কথা আমি ভাবি না। বল, বল।"

মিলড্রেড তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহারে বলিলেন, "আমার এই এক দুঃখ, যে আজিও আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসর পাই নাই। কন্যা বর্ত্তমানে—মাতার পরিচার্য্যা অন্যে করে,—যার সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই তারই সঙ্গে মাতার পরামর্শ, এই কষ্টই আমার অধিক হয়েছে। আমি যেন এ বাড়ীর কেহ নই, আমি যেন একজন নূতন এসেছি, এ যন্ত্রণা আমার সহ্য হয় না। আমি এ যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা আমার পুর্ব্ব স্থানে অতি কষ্টে থাকাও সুখের মনে করি।"

কন্যার কাতরতায়—কন্যার দুঃখে স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে স্নেহের তরঙ্গ উঠিল। কন্যার সকল অপরাধ সেই তরঙ্গে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "আমিও ত তাই চাই। আমারও ত সেই ইচ্ছা। মিলড্রেড! গোপনের কথা গোপনেই বলি। তোমায় আমায় ভগ্নি সম্বন্ধ পুর্ব্ব জীবনের, অমরা এখন নূতন জীবন লাভ কোরেছি। সম্পূর্ণ নূতনটী হয়ে সংসার পথে বিচরণ কোচ্চি। কোন সম্বন্ধই আমাদের উভয়ের পক্ষে উপেক্ষার নয়। ঈশ্বরে যে বন্ধনে আমাদের বেঁধেছেন, সে বন্ধন যেন ছিন্ন না হয়।"

"কখনই নয়।" ঘাড় নাড়িয়া বারম্বার মিলড্রেড এই কথার যেন প্রতিধ্বনি করিলেন, "না না কখনই না। এদিকের কথাও ত ঠিক হলো। এথেলের স্থান আমি অধিকার কর্ব্বো ত?"

"তাতে আর আবশ্যক কি? তুমি যথেষ্ঠ নম্রতা দেখিয়েছ। এই যথেষ্ট! এ জগতে—এ জীবনে হতভাগিনী এথেলের বিশ্বাস আমি কখনই ভঙ্গ কোরতে পার্ব্বো না।"

"দয়াময়ী তুমি। দয়ার কথাই বোল্‌চো, কিন্তু এথেল সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই তোমার পরিচর্য্যা ভার এথেলের হাত হতে আমি স্বয়ং গ্রহণ কারতে ইচ্ছা করেছি।"

"তবে তুমি কি এথেলকে মুক্তি দিতে চাও? তাকে জবাব দেওয়াই কি তোমার ইচ্ছা?" ব্যস্ততা জানাইয়া লেডী লংপোর্ট কন্যাকে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাতে কি ক্ষতি হলো? তার ইচ্ছামত স্থানে সে অনায়াসেই ত যেতে

পারে। সে যে কার্য্যে ব্রতী আছে, সে কাজ আমার; আমারই অধিকার। আমিই তা গ্রহণ কর্ব্বো। তাতে তার ক্ষতি কি? বরং অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ এথেলকে কিছু টাকা"—

"না না।" আরও ব্যগ্রতা জানাইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন, "না না। সেরূপ ব্যবহার কোর্‌তে আমার প্রবৃত্তি নাই। এমন অভদ্রতায় অধর্ম্মে আমার আবশ্যক নাই।"

"কিছু করা চাই। একেবারেই 'না' বোল্‌লে হবে না। ববরং এ বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার আমার উপর দাও।"

"না, তাও হবে না। এথেলের উপর তুমি কোন প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার কোর্‌তে পাবে না।"

"সে ভাবনা তোমার কি? আমি কখনই এমন কোন কাজ কোর্ব্বো না, যাতে তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগে। তোমার সুখসচ্ছন্দতার ভার এখন আমার উপর।" মিলড্রেডের কৌশল ব্যার্থ হইল না। তাঁহার সযত্নসংযত অঙ্গভঙ্গ—সময়োচিত কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া মাতার হৃদয় দ্রবীভূত করিল। তিনি কন্যার পরামর্শেই সম্মত হইলেন। সম্মতি জানাইয়া কহিলেন, "এ ভার তবে তোমার উপরই রহিল। কিন্তু সাবধান! এথেলের প্রতি যেন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করো না।"

"না। তা কখনই হবে না। এখন বিদায় হই। কাল প্রাতেই আমি তোমার মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ কোর্ব্বো।" এই বলিয়া মিলড্রেড প্রস্থান করিলেন। কার্য্য সিদ্ধিজনিত আনন্দ তাঁহার বিষাদগম্ভীর বদনকে যেন হাস্যময়ী করিয়া তুলিল।

মিলড্রেড আপন ঘরে গিয়া একদম হাসিয়া লইলেন। হাসির রাশি যেন চারিদিকে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। এত আনন্দ মিলড্রেড তাঁহার জীবনে কখন ভোগ করেন নাই। মিলড্রেড আপন মনেই কত কথা কহিতেছেন। নিজে নিজেই প্রশ্ন করিতেছেন, নিজে নিজেই উত্তর দিতেছেন। নিজেই বলিতেছেন, এ কাজটা হাতে নিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ কোরেছি।" এ কথার উত্তরও নিজে নিজে দিতেছেন, "বেশ কোরেছ। চমৎকার বুদ্ধি তোমার। হা হা হা!" হাসিয়া হাসিয়া মিলড্রেড যেন পাগল হইয়া পড়িলেন। "এথেলের গর্ব্বিত ভাব ঘুচাবই ঘুচাব। কর্কশ কথা না বোলে নরমে কাজ শেষ করা চাই। হুঁ।—এই কথাই ঠিক। বড়

অহঙ্কার!—সে অহঙ্কার ঘুচাব। আমাকে অপমান? আমার কাছে গুপ্ত কথা গুপ্ত রাখা?—এত অপমান?" হাসির মধ্যে ক্রোধ।—মেঘের উপর রৌদ্র। সে দিন মিলড্রেড অনেকক্ষণ ধরিয়া এই কথা লইয়া কেবল আন্দোলন করিয়া কাটাইলেন।

এথেল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। যাঁহার আশ্রয়ে এখন তিনি প্রতিপালিত, যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহস্রোত তাঁহার হৃদয়মরুভূমে প্রবাহিত হইয়া শান্তি দিয়াছে, যাঁহার সদ্ব্যবহারে এথেলের হৃদয় তাঁহার চরণে চিরকৃতজ্ঞ, যাঁহার নিঃস্বার্থ দয়ার প্রবাহ তাঁহাকে প্লাবিত করিয়াছে; সেই স্নেহময়ী লেডী লংপোর্টের পীড়া; এথেল কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এথেল কি এতই অকৃতজ্ঞ? এথেল এক একবার দ্বার পরীক্ষা করেন, আবার ফিরিয়া আইসেন। বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—দ্বার রুদ্ধ। এথেলের হৃদয় ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বিপক্ষে কিরূপ ষড়যন্ত্র হইতেছে। একটা ভীষণ বিপদ তাঁহার বর্ত্তমান সুখ সচ্ছন্দতা হরণ করিবার জন্য যে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এথেল আপনাআপনি প্রশ্ন করিলেন, "তবে আমি যাই কোথা? অভাগিনীর হতভাগ্য সন্তানের পরিণাম কি হইবে? এই হতভাগ্য মাতাপুত্রকে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি আশ্রয় দিবেন? আমার যে দাঁড়াইবার স্থান নাই? এক দিন কালও যে কারও নিকট সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই? আমি তবে এখন যাই কোথা?" হতভাগিনী ভাবিয়া চিন্তিয়া অবসন্ন হইলেন। গ্রাণ্ড ডিউকের সম্মানিত সুযোগ তিনি ভুলিয়া যান নাই, কিন্তু সে সকল অনুকূল হইয়াও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! রুষরাজ তাঁহার চরিত্রের প্রসংশাপত্র চাহিয়াছেন। এথেল কি তাহা দিতে পারিবেন? তাঁহার হৃদয় যেন বি[illegible]াদের ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। অরড্লীর ডিউকের নিরাশপ্রণয় মনে হওয়ায় এথেলের হৃদয় যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এত চিন্তা—এত বিপদ! এথেলের কমনীয় হৃদয়ে আর কত সহ্য হইবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া এথেল একবারে নিরূপায় হইলেন।

প্রভাতে আবার দ্বার পরীক্ষা করিলেন—তখনও দ্বার রুদ্ধ। আঘাত করিতেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। এথেল সভয়ে দেখিলেন, সম্মুখে মিলড্রেড! মিলড্রেডের চরিত্র ভাবিয়া এথেল শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার হৃদয়ে

আবার ভয়ের তরঙ্গ উঠিল! বাহুলক্ষণে মিলড্রেডের সরলতাই দেখা গেল। তিনি হাসিমুখে গৃহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন "প্রিয়তমে এথেল! আমার জননী এখন সুস্থ নহেন। তিনি এখন আরও দুই তিন ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম কোর্ব্বেন। আমি তাঁর শুশ্রূষার ভার পেয়েছি। তিনি এখন তোমার কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন। তুমি মনে কোন কুভাব ভেবো না। আমি এ সম্বন্ধে যা বোল্লেম, তাতে কি তুমি দুঃখিত হ'লে?"

"না না। আমি দুঃখিত হব কেন?" এথেল উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতই দুঃখিত কি না, তাহা তাঁহার বিষাদ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলেই প্রকাশ পাইল। মিলড্রেড তাহা হয়ত বুঝিলেন না।

"বেশ। এখন তবে আসি। তোমার সঙ্গে জননীর কখন দেখা হবে, সে সংবাদ তুমি পরে পাবে। আমি যথাসময়ে সে সংবাদ তোমার নিকটে পাঠাব।" এই বলিয়া মিলড্রেড আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হতভাগিনী এথেলের ভাগ্যে আরও যে কত কষ্ট অবশিষ্ট আছে, কে জানে? এথেল আপন মনেই প্রশ্ন করিলেন, "না জানি আমার সম্বন্ধে কি কথাই বোলেছে? আমাকে এখনো হ'তে বিদায় দেওয়াই বুঝি মিলড্রেডের বাসনা। ঈশ্বর জানেন, আমি কোন্ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েছি। এখানে বেশী দিন থাকৃতে আমার কিরূপ বাসনা, তা ঈশ্বরই জানেন।"

ধাত্রী এলফ্রেডকে লইবার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং "শ্রীমতী ত্রিবর। হান্দন কোর্ট" এই শীরোনামে সকালের ডাকের একখানি পত্র দিল। চিঠির উপরে একটী প্রকাণ্ড মোহর।—বোধ হয়, এ পত্র কোন সম্মানিত ব্যক্তির লেখা। যাহাই হউক, এ পত্রের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

"Love not pleasere—Love God!"

"জানি না প্রণয়, ভাল বাসা কিছু,
আপনা আপনি মজেছি।
কেন যে কি জানি, তাহার লাগিয়ে,
সারানিশি কাল কেঁদেছি।"

প্রণয়ী যুগল!—রহস্য প্রকাশ।

একদিন দ্বিপ্রহরে বকিংহাম সায়রের থর্ণবরি নামক নগরের উদ্যানে বৃক্ষতলে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একজন রমণী একটী পুরুষের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। স্থানটী নির্জ্জন! জনপ্রাণীর সমাগত শূন্য। সে দিন ভয়ানক গরম।—বাতাসের গতি বন্ধ হইয়াছে। উভয়েই সময়োচিত বেশ ভূষায় ভূষিত! পুরুষটীর বয়স ত্রিশ বৎসর! বেশ ভূষায় উচ্চপদস্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। স্ত্রীলোকটীর বয়সও ত্রিশ কি তাহার দুই এক বৎসর কম। নাম—কুমারী লবনা গ্লোবর। আর্ডলীর রাণীর সহচরী। পুরুষটীর নাম এদমন্দ ভূষন! কাউণ্ট মণ্ডবিলির ভৃত্য।

ভূষন টুপি খুলিতে খুলিতে বলিলেন "স্থানটী বেশ মনোরম! কেমন, প্রিয়তমে লবনা?" ভূষন তাঁহার চুরট দান হইতে চুরট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে কহিলেন "প্রিয়তমে! সে দিন তোমার কর্ত্রী কি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন?"

লবনা উত্তরে বলিলেন, "হাঁ! লেডী টডমর্দ্দনের ওখান হতে এসে যা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, সেই কথা ত? সে প্রায় একসপ্তাহ হয়ে গেছে। তিনি এসেই আমাকে অনেক রকম পরীক্ষা কোরেছিলেন। তাঁর ভাব দেখে আমি ত খুব ভয় পেয়ে গেলেম, হয় ত কোন অপরাধ কোরেছি, এই কথাই তখন মনে হতে লাগ্‌লো। কাজে কিন্তু তা নয়। তাঁর গুপ্তকথা সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিনা, তিনি তোমার সংশ্রবে সন্দেহ কোরেছেন কি না?—তাই তাঁর কথা তোমাকে সব বলেছি কিনা, এই তাঁর

নহে। সেই সন্দেহটা পাকিয়ে তোল্‌বার জন্যে অনেক রকম প্রশ্ন কোল্লেন, কিন্তু আমার কাছে তার বিন্দুবিসর্গও জা'নৃতে পা'ল্লেন না। এমনি ভাব দেখালেম, যেন আমি কিছুই জানি না, তিনি যে কি জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, তাই যেন আমি ধারণায় আ'নৃতে পা'চ্চি না।"

"চমৎকার বুদ্ধি তোমার। আমিও ঠিক ঐ রকম করি। কর্ত্তার সাধ্য কি যে, আমার পেটের কথা বা'র করেন? তুমি ও ঠিক এই রকম—আমরা দুজনেই এ বিষয়ে খুব পটু। কেমন? মিথ্যাকে সত্য কোত্তে আমরা দুজনেই খুব পোক্ত।" হেসে হেসে ভূষন এই কথাই বলিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রশংসা-স্রোত সীমাহারা হইয়া গেল। ভূষন একটু পরেই প্রশ্ন করিলেন, "আর কিছু কি বোল্‌বার আছে?"

"না। কিছুই না। আমি সেই জলাশয়ের কথা ত বোলেছি, হত-ভাগ্য এবেল কিংষ্টন কিরূপে পলায়ন——————"

'হাঁ হাঁ। সব শুনেছি।' সহাস্য বদনে ভূষন কহিলেন "হাঁ হাঁ। সব আমি শুনেছি।"

"এ সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তা কোন ও খোজ খবর রাখেন কি?"

"আমারও তাই বিশ্বাস, কর্ত্তা সে প্রকৃতির লোক নন। তিনি যা ধরেন, তা সম্পূর্ণ না ক'রে ছাড়েন না!" গর্ব্বিত ভাবেই ভূষন এইকথা কয়েকটী বলিলেন। "হ'তে পারে। জগতে নিজের স্বার্থ না বুঝে কে? কিন্তু আমার দয়াময়ী কর্ত্রীর পরিণাম——————"

"পরিণাম! তিনি যে এখন এক নূতন ব্যক্তিকে ভালবেসেছেন। পূর্ব্ব ভালবাসার চিহ্ন মুছে ফেলে—পূর্ব্ব ভালবাসার পাত্রের পরিবর্ত্তে তিনি নূতন ব্যক্তিকে ভালবেসেছেন।"

'ঠিক কথা।" কুমারী লচণা বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "ঠিক কথা। প্রকৃতপক্ষে স্যার এবেল কিংষ্টন তাঁর প্রাণের ভালবাসা নন।"

"তাঁর এ সুখের নিদ্রাও অতি সত্বরে ভেঙে যাবে। কাউণ্ট মণ্ডবিলির সঙ্গে আর বেশি দিন তাঁর রসীকতা চোল্‌বে না।"

"কাউণ্ট মণ্ডবিলি কে?" উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রিয়তম ভূষনের প্রতি চাহিয়া কুমারী লবণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণ্ডবিলি কে?"

"মণ্ডবিলি কে?" আশ্চর্য্যের হাসি হাসিয়া ভূষন প্রতিধ্বনি করিলেন, "মণ্ডবিলি কে?"

"বল। স্পষ্ট বল। আমার বোধ হয় মণ্ডবিলি কোন দুঃসাহসীক কার্য্য সাধনের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্চেন। বল, তুমি তাঁর বিশ্বাসী। সব জান তুমি। গোপন কোরো না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কথা গোপন থাকা উচিত নয়! বল।"

লজ্জিত হইয়া ভূষন বলিলেন, "কেন? আমি কি এ সব কথা তোমাকে বলি নাই? তোমার কাছে গোপন কোনো[illegible] প্রিয়তমে! তোমার কি প্রশ্ন আছে বল।"

"কাউণ্ট মণ্ডবিলি কি প্রকৃতই কাউণ্ট?"

"তিনি ত তাই বোলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত কাউণ্ট, এমন নিদর্শনপত্র কিছু নাই। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদের মতই কাউণ্ট!" ভূষন সহাস্যে বলিলেন, কাউণ্ট ত দূরের কথা, তিনি যে প্রকৃত ফরাসী, তাতেই আমার গুরুতর সন্দেহ আছে।"

"ফরাসীও নন্? তুমি যে আমাকে চোমকে দিলে?"

"আমার বিশ্বাস, তিনি ইংরেজ।" উত্তরোত্তর আরও বিশ্বাস জানিয়ে ভূষন বলিলেন, "অবশ্য তিনি নির্ভুল ফরাসীভাষা ব্যবহার করেন।"

আগ্রহ জানাইয়া কুমারী লবণা কহিলেন, "তবে তাঁর মতলবটা কি?"

"মতলবের সমস্ত অংশ জানিনা, তবে এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি—তাঁর প্রধান লক্ষ্য একজন সম্ভ্রান্ত ধনবতী ইংরেজকামিনীকে বিবাহ করা।"

"ডচেসের প্রতি এত লক্ষ্য কেন?"

"তাঁর মত সুন্দরী ও ধনবতী খুব কম আছে তুমি ত তা জান। যাক, এ সব কথায় আমাদের আর প্রয়োজন কি? আমরা শীঘ্রই দশ হাজার টাকার অধিকারী হব। প্রিয়তমে! তখন অবশ্যই আমরা ত এক জন গণনীয় হব। এই লণ্ড—পঞ্চাশ, তা হোলেই তোমার নগদ্ শাত হাজার আট শ টাকা পূর্ণ হবে। তিনি ভাল হোন্ মন্দ হোন্, ইংরেজ হোন, ফরাসী হোন, সে কথায় কাজ কি আমাদের?"

"ঠিক কথা।" কুমারী লবণা ভূষনের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন "ঠিক কথা। আমাদের নিজের কথা কওয়াই ভাল; কিন্তু তুমি ত কাউণ্ট ও ইয়ং ডচেসের অন্য কোন কথা বল নাই। তুমিই বা কি সূত্রে এখানে এসেছিলে?"

"এই ত তোমার জিজ্ঞাস্য?" সহাস্যে ভূষন বলিলেন, "এই ত

তোমার প্রশ্ন? আমি দরবন্তের আর্ল ক্লারেগুনের চাকরী ছেড়ে মগুবিলির চাকরী স্বীকার করি। বাহালের সময় তিনি আমার পূর্ব্বপ্রভুর ত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। আমি বেতন অল্প বোলে কাটিয়ে দি। মগুবিলি বোল্লেন, "সে জন্য তোমার ভাবনা নাই। দিতে আমি কাতর নই। সে রকম কৃপণ বোলে আমাকে ভেব না। বিশ্বাসী হওয়া চাই। আমি চরিত্রানুমান-বিদ্যা জানি। তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি বিশ্বাসী, অনুগত, চালাক এবং স্বার্থপর। তাতে ক্ষতি নাই। বরং স্বার্থপর লোকই আমি চাই। বিশ্বাসী না হোলে স্বার্থপর হয় না। আমার স্বার্থ তোমার বোঝা চাই। বড় বড় ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা—পেটে পেটেই হজম হওয়া চাই। তাতে বেশ পয়সা আছে। ঘুঁষ ঘাঁষে বেশ দশ টাকা তুমি আয় কোর্‌তে পার্ব্বে। বুঝ্‌তে পেরেছ?" আমি তাঁর সব কথাতেই সম্মত হ'লেম। চাকরীও হলো।"

"তুমি যে আর্ডলীর ডচেসের গুপ্তকথা সকল জান, তা তিনি কি কোরে জান্‌লেন?" উৎসুক—হৃদয়ে কুমারী লবণা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। স্পষ্ট নয়—কৌশলে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। আমি তোমার নাম কোরেছিলেম। তোমার দ্বারা সব সন্ধান দিতে পার্ব্বো, এ কথা তখন স্বীকার কোরেছিলেম।"

"সকল কথাতেই তোমার রহস্য!" কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কুমারী লবণা কহিলেন, "সব কথাই তুমি রহস্যের মধ্যে এনে উপস্থিত কর।"

"সত্যই তোমার নাম কোরেছি। তোমার প্রসংশা তাঁর মুখে আর ধরে না।"

"তুমি বেশ জান, তোমার প্রভু ডচেসকে ভালবেসেছেন?"

"তাতে অনেক কথা আছে।" গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া ভূষণ কহিলেন, "সে অনেক কথার কথা! যে পর্য্যন্ত এবেল কিংষ্টন সম্বন্ধে একটা গোলমাল চুকে না যায়, সে পর্য্যন্ত তিনি আর ডচেসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কোর্ব্বেন্ না।"

"আহা! হতভাগ্য বিঘোরে প্রাণটা হারালে! তুমি কি এবেলের রোগে মৃত্যু বোলে বিশ্বাস কর?"

"সব কথাই জানি।" যেন কতই জ্ঞানী, কতই বিজ্ঞ, এইরূপ ভাবে ভূষন বলিলেন, "আমি সবই জানি। কিংষ্টনের লুক পার্কিন্স নামে এক বিশ্বাসী চাকর ছিল। তার সঙ্গে আমার এক বৎসরের জানাশুনা। তার মুখে আমি সবই শুনেছি। বারান্দায় মৃতদেহ পাওয়া যায়, তখনি থানায় খবর যায়, ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করেন। মৃতদেহ দেখে বিচারকের সন্দেহ হোয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষার বিপক্ষে তাঁর ইচ্ছা কাজের হ'লো না। আমার বিশ্বাস, এ মৃত্যুর মধ্যে অনেক রহস্য আছে। কিংষ্টনের প্রতিবেশী ও অবস্থা পরীক্ষা কোরে নানাজনে নানা কথা বলে। কেহ বলে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে কে মেরে ফেলেছে—কাহারও বা অন্য রকম বিশ্বাস।"

"তার আত্মীয় স্বজন কেহ এসেছিলেন ?"

"এক প্রাণীও না। খবরের কাগজে প্রকাশ, তাঁর নিকটআত্মীয় কেহ নাই ?"

"আহা! অতি শোচনীয় মৃত্যু! হতভাগ্যের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ কর্ব্বারও কেহ নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়।"

উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ভূষন প্রিয়তমার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কুমারী লবনাও দ্রুতপদে ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন। এ জগতে যে তিনি এক জনকে ভাল বাসিয়াছেন,—তাঁহার আয়ত্বাধীন জীবন এখন যে পরের অধিকারে আসিয়াছে, একথা লবনা প্রকাশ করেন নাই। তিনি কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, এই বলিয়াই বিদায় লইয়াছিলেন।

লবণা উপস্থিত হইতেই, ডচেস্ ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন বেলা আড়াইটে! বড় বিলম্ব কোরে ফেলেছি। তোমার বোধ হয় [illegible]রণ আছে যে, আজ আমাকে লেডী টডমর্দ্দনের নিমন্ত্রণ রা'খ্‌তে যেতে [illegible]বে? গাড়ী প্রস্তুত রাখতে বোলেছ ত? বেশী জলযোগের আবশ্যক [illegible]াই, সামান্য রকম যা হয় কিছু দাও, আমাকে এখনি যেতে হবে।"

[illegible]বণা আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। তখনি ডচেস্ প্রস্থান করিলেন।

আর্ডলীপ্রাসাদেই ইয়ং ডচেস্ ও মণ্ডবিলির প্রথম সাক্ষাৎ। মণ্ডবিলি [illegible]ই দিন পুনরায় দর্শন দিবার জন্য ডচেস্‌কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। [illegible]খন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তিনি আজ আর্ডলী প্রাসাদে গমন [illegible]রিলেন। এখন কথা এই আর্ডলীপ্রাসাদ ত মণ্ডবিলি থাকেন না, তবে [illegible]চেস আর্ডলী প্রাসাদে কেন ?

ডিউক ডচেস্‌কে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। বিনম্রবচনে কহিলেন, "তোমার আগমনের কারণ কি মেরি?"

"মা হার্বার্ট! তেমন গুরুতর কোন কারণ নাই। তোমার বৃদ্ধা মাতা কুশলে আছেন। তোমার ভাইভগ্নীরাও ভাল আছেন। তিন দিন তাঁদের সঙ্গে আমি পরমসুখে অতিবাহিত কোরেছি। আমি দুঃখিত হ'য়ে থর্ণবরী হতে এসেছি। এ নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'ল্লেই নয়, করি কি?"

"তোমার গুণ অপরিসীম। আমার বৃদ্ধা মাতা, ভাইভগ্নির প্রতি অপার স্নেহ ভক্তি আছে।" আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ডিউক এই কথাগুলি বলিলেন।

"হার্বার্ট! প্রিয়তম! তুমি এথেলের জন্য আজও চিন্তিত? এখনো তোমার ভাবনা? তুমি তাকে আজও কি ভুল্‌তে পার নাই? তুমি তাকে ভুল্‌তে পার্ব্বে না?" মর্ম্মান্তিক যাতনায় নিষ্পেসিত হইয়া ডচেস্‌ এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন।

গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে ডিউক কহিলেন, "না মেরি! কখন না। কখনও ভুল্‌তে পার্ব্বো না। যাক্‌, সে কথায় আর কাজ নাই, যে তোমার চক্ষুশূল, তার কথা আর কেন?"

"না প্রিয়তম! আমি তাতে দুঃখিত নই। দুঃখের কথা শুন্‌তেই আমি এসেছি। দুঃখের কথা বোলবো বোলেই আমি এসেছি। এখন আমাদের এই সম্বন্ধেই কথা চলুক।"

"হাঁ মেরি! আমি তোমার মেয়েটীকে দেখেছি। তাঁর সেই মধুমাখা মুখখানি দেখে আমার সন্তান বোলেই বোধ হলো। এলফ্রেড যেন অবিকল আমার মত! হতভাগ্য আমি, আমার অভাগা সন্তান পিতা চিনেনা, পিতার পরিচয় জানে না।" ডিউকের হৃদয়ে যেন কে বিষাদের রেখা টানিয়া দিল। স্মৃতির ভীমঘর্ষণে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইল। আত্মহারা যুবক এই চিন্তায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। ডচেস্‌ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ইমোজীন হর্টল্যাণ্ডের সঙ্গে তুমি তবে সাক্ষাৎ কোরেছিলে?

"হাঁ! অনেক তর্ক বিতর্ক কোরে তাঁকে টাকা দিয়ে এসেছি। অনেক বুঝিয়ে টাকা দিয়েছি। মেরি! তোমার গুপ্ত কথা চিরদিনই গুপ্ত থাক্‌বে।"

"ধন্য হার্টল্যাণ্ড! তুমি আমার জন্য যা কোরেছ, তার জন্য আমি শত

সহস্র ধন্যবাদ দি!" আনন্দে অধীর হইয়া ডচেস্ এই কথা কয়েকটী বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "আমার জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস হ'চ্চে না, এথেলের কোন সংবাদ পেয়েছ কি?

"না।" দুঃখিত হইয়া ডিউক উত্তর দিলেন "না।"

দৃঢ়তার সহিত ডচেস্ বলিলেন, "অবিশ্বাস কোরো না। আমি দিব্য ক'রে বোল্‌ছি, আমি তার সন্ধান কোর্ব্বোই কোর্ব্বো।"

"ধন্য তুমি। যা অসম্ভব, তাই তুমি কোর্‌তে ইচ্ছা কর। তুমি আমার স্ত্রী, স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ। তোমার এই প্রবৃত্তি? ধন্য তোমার সরল হৃদয়।" তত দুঃখের মধ্যেও ডিউকের মুখে যেন সুখের হাসি দেখা দিল। "মেরি! প্রিয়তমে! এ কথা আর ব'লো না, এই ভগ্নহৃদয় হতভাগ্যকে এত ভালবাসা জানিয়ে আর কষ্ট দিও না। হতভাগ্য আমি, তোমার সম্মান কোত্তে আমি পাল্লেম না। স্বামীর প্রীতির জন্য যে নিজের হৃদপিণ্ড ছিন্ন কোরতে পারে, যে নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে পরের সুখের পথ পরিষ্কার করে, সে ত মানবী নয়, সে দেবী।—স্বর্গের দেবী! মেরি! প্রাণাধিকে! তুমি দেবী, ক্ষমা কর। আর কাজ নাই। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন কর।" মর্ম্মাহত যুবক উল্লাসে আত্মহারা হইয়া কতই আক্ষেপ করিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ।

"দেখিতে বাসনা শুধু অন্তর তাহার।
কাঁদে কি না কাঁদে প্রাণ ভ্রমে একবার।"
"চাহি না স্বর্গের সুখ নন্দনকানন।
মুহূর্ত্তেক হেরি যদি ও চারুবদন॥"

"Dear! you know not the deep impression that you have made upon my heart. I were fortunate enough to be the husband of so beauteous and charming a being, my life would be one uninterrupted demonstration of love and devotedness towards you!"

তুমি কি আমার?—আমি তোমারই!

বিলাতে "ছদ্মবেশ প্রদর্শনী" নামে একটী উৎসব আছে। সে উৎসবে যোগদান করিতে কাহারও বাধা নাই। বড় বড় সম্ভ্রান্ত—উচ্চপদস্থব্যক্তি সপরিবারে এই ভাঁড়ামীতে যোগদান করেন। প্রত্যেকে আপনার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করেন। রাজা ফকির সাজেন, ফকির রাজা সাজে, স্ত্রী পুরুষ সাজেন, পুরুষ স্ত্রী সাজেন, প্রভু ভৃত্য সাজেন, ভৃত্য স্বগর্ব্বে সসম্ভ্রমে প্রভুর আসন গ্রহণ করে। এই প্রকার সকলেই ইচ্ছামত বেশভূষায় নিজের প্রকৃতমূর্ত্তি গোপন করিয়া—সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই স্থান পাপকার্য্যের প্রশস্তক্ষেত্র। প্রণয়ী ও প্রণয়িণীগণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বা গুপ্ত পরামর্শ, কি অন্য কোন পাপানুষ্ঠান, সকলই অবিবাদে সম্পন্ন হয়। নিষেধ করিবার কি বাধা দিবার কেহ নাই। প্রণয়ী স্ত্রী সাজিয়াছেন, প্রণয়িণীও স্ত্রী সাজিয়াছেন, নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন হইতেছে, কে বাধা দিবে? অবশ্য স্বাধীন দেশে স্ত্রীপুরুষেও এরূপ কথোপকথনে কোন বাধা হইতে পারে না। প্রকারান্তরে পাপস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্যই—লোক গুলিকে পাপের কূপে ডুবাইবার জন্যই বড় বড় ধনবান লোকে এই প্রদর্শনীতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

লেডী টডমর্দ্দন সম্প্রতি এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। ইয়র্ক ডচেস্‌ও নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন।

আজ সেই প্রদর্শনী। ইয়ং ডচেস্ আজ এলিজাবেথ রাণীর সহচরী সাজিয়াছেন। চমৎকার চেহারা। এই বেশে যেন তাহার লাবণ্য শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুখে মুখস্ আছে। তিনি তাড়াতাড়ি এইরূপ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া রাত্রি ৮টার সময় টডমর্দ্দন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। প্রদর্শনীর দ্বারেই কাউন্ট মণ্ডবিলি উপস্থিত ছিলেন, গাড়ীর চিহ্ন দেখিয়া তিনি ডচেস্‌কে অবতরণ করাইলেন। নির্জ্জন—গৃহে প্রবেশ করিয়া কাউন্ট মণ্ডবিলি কহিলেন "লেডী টডমর্দ্দনকে শত ধন্যবাদ। তাঁর কৃপাতেই আমাদের এই সম্মিলন। তুমি কি আজ সমস্ত রাত এখানে থাক্‌বে?"

ডচেস্ উত্তরে বলিলেন, "সে বিবেচনা পরে হবে। মণ্ডবিলি। তুমি আর কিছু কি বল্‌তে চাও?"

"কিছু?" কাউন্ট মণ্ডবিলি যেন বিস্ময়সাগরে ডুবিতে ডুবিতে কহিলেন "কিছু? আমি আর কতবার বোল্‌বো?—আর বলারই বা কি আছে? তুমি আমার হৃদয়ে যে চিত্র এঁকেচ, তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবে বোসেচ, তাকি তুমি বুঝ্‌তে পার নাই? মেরি! প্রিয়তমে! ক্ষমা কর—কৃপা কর! আমি যে তোমাগত প্রাণ! তোমার জন্যই যে আমার জীবন ধারণ! আমাকে এ সুখসাধে বঞ্চিত ক'রো না। আমার এ স্বপ্নময় সুখনিদ্রা ভেঙো না। আমার বাসনা পূর্ণ কর।" অতি কাতরে কাউন্টের এই উক্তি।

"মণ্ডবিলি!" অতি মৃদুস্বরে মেরী উত্তর করিলেন, "মণ্ডবিলি! তুমি আমাকে ভালবাস তা জানি, আমি তোমার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত, আমিও অবশ্য তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা প্রণয়মূলক নয়। মনে কিছু ভেবো না, আমি স্পষ্টই তোমাকে বোল্‌চি, তুমি আমার বন্ধু! বন্ধুর কাজ কোরেছ, বন্ধুর কাজ কোর্ব্বে, বন্ধুর মত ভালবাসা পাবে। তুমি কি আমার প্রণয় প্রার্থনা কর? আমি আমার নূতন স্বামী আর্ডলীর ডিউককে ত্যাগ কোরে তোমাকে বিবাহ করি, এইটেই কি তোমার ইচ্ছা? না না, তা হবে না; যদি এ দুরাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাক, পরিত্যাগ কর। দুরাশার গভীরতম কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণ হারিও না। তোমার সমস্ত জীবনকে বিষময় কোরো না। সাবধান হও। তোমার যন্ত্রণায় অবশ্যই আমার হৃদয় কাতর হবে।'

"কাতর হবে?" বিষাদের মধ্যেও যেন উৎফুল্ল হইয়া কাউন্ট মণ্ডবিলি

কহিলেন, "আমার কাতরতায় তুমি কাতর হও ? আমাকে বিষণ্ণ দেখলে তুমি বিষণ্ণ হও ? আমার হৃদয়ের আঘাতে তোমার হৃদয় প্রতিধ্বনিত হয় ? তবে তুমি ত আমার যন্ত্রণা বুঝ্‌তে পার ? তবে বুঝ্‌বে না কেন ? তোমার জন্য আমি যে কিরূপ যন্ত্রণার ভার হৃদয়ে বহন কোচ্চি, তুমি ত তবে বুঝ্‌তে পেরেছ। তবে আর কেন যন্ত্রণা দাও ?"

"ভেবে দেখি। যার সঙ্গে সমস্ত জীবনের সম্পর্ক, তার বিষয় না ভেবে উত্তর দেওয়া উচিত হয় না। এই বার নিয়ে তিনবার মাত্র তোমার সঙ্গে দেখা। এতে আর অধিক পরিচয়ের কি সম্ভাবনা আছে ?"

"এতেও যথেষ্ট হয় নাই ? হতে পারে, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, বংশ মর্য্যাদা, এ সকলের পরিচয় অবশ্য জানা না থাক্‌তেও পারে, কিন্তু ভালবাসা প্রণয় যে একবার মাত্র দর্শনেই বুঝ্‌তে পারা যায়। সত্য বল, তুমি প্রথম দর্শনেই কি আমাকে ভালবাস নাই ?"

"বেসেছি।" ম্লানমুখে মেরী উত্তর করিলেন, "হাঁ মণ্ডবিলি, আমি তোমাকে ভালবেসেছি কিন্তু সে ভালবাসা ত আমি ভুলে যেতেও পারি। সে ভালবাসা হয়ত চকের ভালবাসাও ত হতে পারে।"

"না না। তা হতে পারে না। তোমার ভালবাসা মেরি! কখন চোকের ভালবাসা হতে পারে না। তাতে আমার বেশ বিশ্বাস আছে। তুমি সম্মত হও, আমাকে রক্ষা কর।" সকাতরে মণ্ডবিলি আরও বলিলেন "আমি জানি, তুমি যদি আমার মনোরথ পূর্ণ না কর, আমি নিশ্চয়ই জানি আমার হয়ত জীবনই থাক্‌বে না। আমি হয়ত জীবনই নষ্ট কোরে ফেল্‌বো। এক জনের প্রাণ নষ্ট কোরে তোমার কি লাভ হবে মেরী ?"

"দেখি।" বিচক্ষণতার সহিত ডচেসের উত্তর "দেখি! বিবেচনা ক'রে দেখি। জীবন মরণের সম্পর্ক।—বিবেচনা কোর্‌তে দাও। আমাকে বরং একাকী থাক্‌তে দাও।"

আগ্রহ সহকারে কাউণ্ট মণ্ডবিলি প্রস্থান করিলেন।

ইয়ং ডচেস্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সম্মুখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!—মূর্ত্তি দর্শনে ডচেসের মুখ শুকাইল, প্রাণের মধ্যে বিষাদের ঝড় বহিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বক্ষস্থল সশব্দে আঘাতিত হইল! চক্ষু কর্ণ দিয়া যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইল! ডচেস্ যেন আত্মহারা! তিনি সভয়ে দেখিলেন, সম্মুখে স্যর এবেল কিংষ্টন। বিশীর্ণ শরীর, বদন মলিন, অতি বিষন্ন ভাব। মুখে

তুরকীর মুখস্ ছিল, খুলিয়া ফেলিয়াছেন। ডচেস্ ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ যে স্বপ্ন কি সত্য ঘটনা, তিনি যথার্থই কি এ দৃশ্য বহিশ্চক্ষে দেখিতেছেন? স্যর এবেল কি সত্য সত্যই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান? কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তখনো—তখনও সেই মুর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে! ভয়ও বিস্ময় শত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল।—ডচেস্ চৈতন্য হারা হইলেন।

কতক্ষণে তাঁহার চৈতন্য হইল। চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে সে মুর্ত্তি আর নাই। মেরীর হৃদয়ের এখন যে কিরূপ অবস্থা, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে, কল্পনার চক্ষে দেখিতে হয়।

কাউণ্ট মণ্ডবিলি সম্মুখেই দেখিলেন, তুর্কি ভেকধারী স্যর এবেল কিংষ্টন! তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য ভূষনকে আজ্ঞা করিলেন, "যাও ভূষন! এই লোকটীর সঙ্গে যাও। নিকটে যেও না, দূর হ'তে সন্ধান ক'রো। বাড়ী জেনে এস, নাম জেনে এস।" এই বলিয়া কাউণ্ট পকেট হইতে দশটী টাকা ভৃত্যের হস্তে দিয়া পুনরায় কহিলেন "এই লও তোমার পুরস্কার। কাজ শেষ ক'রে এলে—সুসংবাদ দিতে পার্‌লে আরও অধিক পুরস্কারের আশা রহিল।" ভূষন নতশীরে পুরস্কার গ্রহণ করিয়া তখনি তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কাউণ্ট দ্রুতপদে ইয়ং ডচেসের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইয়ং ডচেসের বিশুষ্ক মুখমণ্ডল দর্শনে কাউণ্টের মুখও বিষণ্ণ হইল। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?—হয়েছে কি?"

ইয়ং ডচেস্ ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন "এখানে না। গোপনে চল।"

"আবার পূর্ব্ব স্থানে যাবে কি?"

"না। সেখানে নয়। দালানে চল।" উভয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। ডচেস্ ভয়জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! আজি যা দেখেছি, তা সত্য কি স্বপ্ন, তাই এখনো আমি স্থির নিশ্চয় কোর্‌তে পারি নাই। আমি আজ স্যর এবেল কিংষ্টনকে দেখেছি! অবিকল সেই চেহারা!—কোন প্রভেদ নাই।—তিনিই! আমার বিশ্বাস, সে তিনিই। প্রিয়তম! মরা মানুষে কি আবার জীবন পায়? যে বহু দিন সংসার হ'তে বিদায় নিয়েছে, যার শরীরের সমস্ত পদার্থ অনন্ত পথে চলে গেছে,

সে কি পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়? আবার কি সে ফিরে আসে?” ব্যথিত হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মেরী এই প্রশ্ন করিলেন।

“অসম্ভব।” ঘন ঘন মস্তক সঞ্চালন করিয়া কাউণ্ট মণ্ডবিলি কহিলেন, “অসম্ভব।—নিতান্তই অসম্ভব। তবে এক চেহারার দুজন লোক থাকা আশ্চর্য্য নয়। হতে পারে এমন। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? সাধে সাধে বিনাস্বার্থে সে তোমার সঙ্গে দেখাই বা কোর্ব্বে কেন? ভাল, যদি তাঁর ভাই থাকে———”

“না না, তা হ’তেই পারে না।” কাউণ্টের কথায় বাধা দিয়া ডচেস্ কহিলেন “এ কথাই নয়। তাঁর নিকট সম্পর্কে কেহই নাই। তুমি কি সংবাদপত্র দেখ নাই? তাঁর সম্মানিত উপাধি ধারণের কেহ না থাকায় সে উপাধি নষ্ট হয়ে গেছে?”

“তবে কি?” বিস্মিত হইয়া—ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারিয়া কাউণ্ট কহিলেন “তবে কি?”

“তবে কি? তুমিও বল তবে কি? তবে আমার উপায়? এ মীমাংসা তবে করে কে? কার সাহায্যে আমি পরিত্রাণ পাব? তুমি ভিন্ন এ জগতে আমার আর দ্বিতীয় হিতৈষী কেহ নাই! আমি এখন তোমারি। প্রাণেশ্বর! আমার এই চিন্তা হতে পরিত্রাণ কর, আমাকে বাঁচাও।” গভীর দুঃখের তরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা যুবতী এই রূপ মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

কাউণ্ট আগ্রহ সহকারে আসন হইতে অর্দ্ধ-উত্থিত হইয়া কহিলেন “মেরি! প্রিয়তমে! তুমি আমার? ধন্য ঈশ্বর!” কাউণ্ট প্রেমভরে প্রিয়তমার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “চিন্তা কি? আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার এ চিন্তা দূর ক’র্ব্বোই ক’র্ব্বো। স্মরণ রেখো।—ভুলো না। তোমার এ প্রতিজ্ঞা ভুলে যেও না। জেনে রাখো, আমিও তোমার!—আজ রাত্রি টুকু এখানে থাক। আমি অনুসন্ধান করি।”

“তাই হোক। লেডী টডমর্দ্দন আমার জন্য তাঁর আপন ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। আমি রাত্রিবাসের আবশ্যকীয় সরঞ্জামও সঙ্গে এনেছি। কোন অভাব হবে না।”

ইয়ং ডচেসের সম্মতি জানিয়া কাউণ্ট মণ্ডবিলি তখনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গাড়ী-বারান্দায় তাঁহার জন্য গাড়ী ছিল, তখনি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সাময়িক আশ্রম ক্লারেণ্ডন হোটেলে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কাউণ্ট তাঁহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়তম ভৃত্য এদমন্দ ভুষনের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। সামান্য পরেই ভুষন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কাউণ্ট আসন হইতে উঠিয়া আগ্রহ সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?—হ'য়েছে কি? কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে ত? তুমি পূর্ণমনোরথ হ'য়েছ ত?"

"আজ্ঞা হাঁ।" ভুষনের এই উত্তরে কাউণ্টের সন্দেহরেখাঙ্কিত মুখ-মণ্ডলে আনন্দের হাসি প্রতিভাত হইল। তিনি আপন আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর। একটুও বাদ না যায়।"

সম্মতিজ্ঞাপক মস্তক সঞ্চালন করিয়া ভুষন বলিল, "আমি আপনার আজ্ঞা পাইয়াই তুর্কীর অনুসরণ করি। আমার গাড়ী তাঁর গাড়ীর পাশ্চাতে পশ্চাতেই চলিল। তাঁর গাড়ী উইণ্ডমিল ষ্ট্রীটে ঢুক্‌লো। উইণ্ডমিল ষ্ট্রীট হাই মার্কেটের অতি নিকটে। আমি রাস্তার মোড়ে গাড়ী ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেম। তুর্কী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লে এবং প্রায় দণ্ড দুই পরে এক খানি পত্র গাড়ীবানের হাতে দিয়ে বোল্লে "আমি তোমাকে এই পুরস্কার দিচ্চি,—লও। পত্রখানি যথাস্থানে পৌঁছে দিও। দেখো, যেন বিশ্বাসঘাতক হ'য়ো না।" এই বোলে তুরকী প্রস্থান ক'ল্লে। অনেক প্রলোভনে—যে দিকে গাড়ী যাবে আমিও সেই দিকে যাব ব'লে গাড়ী ভাড়া কোল্লেম। ভিতরে গরম ব'লে গাড়ীবানের পাশের আসনেই বোস্‌লেম। কথায় কথায় জান্‌লেম, লোকটীর নাম প্লকুলী। পত্রখানি আর্ডলী প্রাসাদের। আমি ব'ল্লেম, আমিও সেই প্রাসাদে যাব। গাড়ীবান বোল্লে, তবে কি কর্ত্রীর সহচরী কে চিন?" আমি তখনি লবণার নাম কোল্লেম। গাড়ীবানের আর কোন সন্দেহ রইল না। সে পত্রখানি আমার হাতে দিলে। আমি অর্ডলী প্রাসাদের সামনে নেমে গাড়ী চোলে গেলে তাড়াতাড়ি এই আস্‌ছি।"

আগ্রহ সহকারে কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পত্রখানি তোমার কাছে আছে ত? কৈ? দেখি।" ভৃত্য পত্রখানি প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। কাউণ্ট অতি সাবধানে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার পুর্ব্বের মত অবিকল মোহর করিয়া তখনি আবার ডচেসের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

১টার পুর্ব্বেই কাউণ্ট টডমর্দ্দনপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেখিলেন, ডচেস্ তখন এক দল যুবতীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন অগত্যা সভ্যতানুসারে কাউণ্ট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবতী সম্প্রদায় প্রস্থান করিলে কাউণ্ট ডচেসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সসম্ভ্রমে কহিলেন, "ক্ষমা কর, অনেক বিলম্ব হ'য়েছে।" ভয় পেও না। মনোযোগ দিয়ে শুন, সে লোক এখনও জীবিত আছে।

"জীবিত আছে? এ সংবাদ তুমি নিয়েছ?" ডচেসের বদনমণ্ডল ঘোর বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল।

"সমস্ত সংবাদই আমি পেয়েছি। স্যর এবেল কিংষ্টন জীবিত।"

"তবে উপায়?—এ বিপদে পরিত্রাণ পাবার উপায়? আমার বিশ্বাস, কেবল তোমারই ক্ষমতা আছে। আমাকে রক্ষা কর। প্রিয়তম! যাই আমি। আমার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হবে। সর্ব্বনাশ! আমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছি। রক্ষা কর তুমি। আমি তোমারই। আমার রক্ষার ভার ধর্ম্মতঃ তোমার উপরই নির্ভর।" অশ্রুজলে ভাসিয়া—ব্যগ্রতা জানাইয়া মেরী এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন।

"তুমি এ কথা বিশ্বাস কর কি? তুমি আমার? আমি তোমার মঙ্গলের জন্য—তোমার সুখের জন্য জীবনপাতেও কুণ্ঠিত নই। ভয় কি তোমার? আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, তোমার সকল বিপদে আমি উদ্ধার ক'র্ব্বো। স্থিরভাবে বিচার কর। তিনি তোমাকে যে পত্র লিখেছেন, সেখানিও ঘটনাক্রমে আমার হাতে এসেছে। আমার বিশ্বাসী ভৃত্য সেখানি আমার হাতে দিয়েছে। পাঠ কর।—দেখ।—চিন্তা নাই।"এই বলিয়া কাউণ্ট পত্রখানি ডচেসের হস্তে অর্পণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া ডচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র একবার যেন খোলা হোয়েছে বোলে বোধ হ'চ্চে। এ পত্র তুমি কি পোড়েছ?"

"এক বর্ণও না।" গম্ভীরভাবে কাউণ্টের উত্তর, "এক বর্ণও না।"

ঈষৎ ডচেস্ কম্পিতহস্তে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা আছে,——

রাত্রি দ্বিপ্রহর, ৩০শে মে।

"আমি আবার তোমার নিকট প্রকাশ হইতেছি। তুমি আমাকে মৃতের সংখ্যায় গণনা করিয়া তোমার বর্ত্তমান আশা পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিও না। তুমি যে আমাকে ভালবাসনা, তাহার শত সহস্র জাজ্জ্বল্যমান

প্রমাণ আমি পাইয়াছি। সুতরাং তোমার নিকট দয়া ভিক্ষার আশা করা আমার সম্পূর্ণ অন্যায়। জগতে আমার নেত্রজলে সহানুভূতি প্রদর্শন করে এমন কেহ নাই। আমি আজিও মরি নাই, এ সংবাদে তুমি যে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে, তাহাই আমি যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিব। তুমি এখন তোমার নূতন প্রণয়ী পাইয়াছ। লেডী টডমর্দ্দনের প্রাসাদে আর্ডলীর ডচেসের গমন কেবল তাহার উপপতির সহিত সম্মিলনের জন্য!—আমার পক্ষে এ সংবাদ যথেষ্ট। আমি এখন বিপদগ্রস্ত। তুমি একদিন আমার ছিলে, অন্ততঃ আমি একদিন মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমার। আমি সেই সাহসে তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ সাহায্য চাহিতেছি। তোমার দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি, সামান্য সাহায্য দানে তুমি কি কাতর হইবে? ১লা জুন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য—তোমার মতামত জানিবার জন্য আমি ওয়াটালু প্রাসাদের—নিকটে অপেক্ষা করিব। আশা করি, একবার শেষ দর্শন দিতে বিরক্ত হইবে না। হতভাগ্য আমি, এ হতভাগ্যের বোঝা তোমার মাথায় চাপাইব না। আমি দুঃখের সাগরে সাঁতার দিতেছি, চিরদিন দুঃখেই কাটাইব।”

পাঠ সমাপ্ত হইলে ডচেস্ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্রখানি কাউণ্টকে পড়িতে দিলেন। কাতরভাবে কহিলেন, “আমি এখন ধ্বংস মুখে পতিত! এ বিপদে কে পরিত্রাণ কোর্ব্বে? কোন আশাই আমার নাই! আমি এখন করি কি?”

আশ্বাস দিয়া কাউণ্ট কহিলেন, “কোন চিন্তা নাই। কোন্ ভয় নাই। তোমাকে কিছুই কোর্‌তে হবে না। আমিই সব ক’র্ব্বো। আমিই যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হব। পত্রখানি আমাকে দাও।” পত্র লইয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সহাস্য বদনে কাউণ্ট আপনমনেই বারম্বার উচ্চারণ করিলেন, “মেরী আমার!”

অষ্টম তরঙ্গ।

"কোথা যাই, কোথায় আশ্রয় ?
বুঝি হায়! বিঘোরে পড়িয়ে—
বাছা মোর পরাণ হারায়!"

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন;
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশিবিষে, দংশেনি যারে!"

অভাগিনীর আশ্রয় ?—ভগবান্।

পরদিন এথেল তাঁহার দুর্ভাগ্য জীবনের পরিণাম লিপি পাঠ করিবার জন্য উদ্যানে গিয়াছেন। মিলড্রেডও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত। সহাস্য বদনে মিলড্রেড কহিলেন, "এথেল! আমি তোমার সম্বন্ধেই ভাবছিলেম ?"

এথেল অশ্রুসিক্ত নেত্রে মিলড্রেডের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "লেডী লংপোর্ট কেমন আছেন ?"

"একটু ভাল ; তিনি নীচে এসেছেন।"

আগ্রহের সহিত হতভাগিনী এথেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি তিনি ডেকেছিলেন ? আমি কি তাঁকে এখন দেখ্‌তে যেতে পারি।"

"তোমার যখন ইচ্ছা, দেখা কোর্‌তে পার। আরও এক কথা, আমার এ ব্যবহারে তুমি কি দুঃখিত হয়েছ ? আমি মন্দ ভেবে কিছু করি নাই।"

"আমি সে কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি না। তুমি হয় ত মণ্ডবি-লির কথা বোল্‌বে! তাঁকে বোধ হয় আর তুমি ভয় কর না ?"

"না। আর তাঁকে আমি এখন ভয় করি না। কেনই বা কোর্ব্বো ? আমি ত এখন তার অধিকারে নাই ? চল। ঘরে যাই।"

যথাসময়ে উভয়েই লেডী লংপোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। লেডী যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত এথেলকে গ্রহণ করিলেন। কাতরস্বরে বলি-লেন, "এথেল! প্রিয়তমে! মনে কিছু কোরো না। আমি তোমার পরি-

চর্য্যায় বড় সুখে ছিলেম। কি কোর্ব্বো! এত শীঘ্র যে আমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হবে, এটীও আমার মনে ছিল না। আমার এ দুর্ব্যবহারে তুমি কতই না জানি দুঃখিত হোয়েছ।"

"না না। আমি সে কথা এক দণ্ডের জন্যও মনে করি নাই। আপনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার কোরেছেন, তা আমি এ জীবনে ভুল্‌বো না। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, এখন বিদায় পেলে আমি স্থানান্তরে আশ্রয় অন্বেষণ করি।"

"আমার তা ইচ্ছা নয়।" লেডী লংপোর্ট ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "আমার সে ইচ্ছা নয়। কিন্তু কি করি;—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমাকে ভুলে যেও না এথেল! তুমি জেনে রেখ, আমি আজীবন তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌বো।"

মিলড্রেড এই অবসরে সহাস্যবদন গম্ভীর করিয়া কহিলেন "আমারও তাই ইচ্ছা। আমার প্রার্থনা, এথেল! তুমি বেশ সুখেসচ্ছন্দে থেকো। আর ভাবনাই বা কি? তোমার মত লোকের অন্নের ভাবনা কি? আমরা নই, যে বেশি বেশি খরচ চালান ভার হবে।"

"এথেল! তবে তুমি বিদায় নিতে চাও।" এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে লেডী লংপোর্টের চক্ষে জলধারা বহিল। এথেলের চক্ষেও জল আসিল। তিনি তখনি প্রস্থান করিলেন। গত কল্য যে পত্র আসিয়াছিল, সেই পত্রখানি লইয়া তিনি লণ্ডন সহরে যাত্রা করিলেন।

এথেলের গাড়ী যথাসময়ে গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে ওলনেজ-উপনিবেশে উপস্থিত হইল। রুষ-দূতের অনুসন্ধান করিয়া ওলনেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কাউণ্ট ওলনেজ তাঁহাকে সমাদরে উপবেশন করাইয়া সসম্মানে কহিলেন "শ্রীমতী ত্রিবর! আমার পত্র তুমি কখন পেয়েছিলে?" এথেলও সসম্মানে কহিলেন, "আপনার আজ্ঞাপত্র কালই পেয়েছি। কি জন্য আমাকে ডেকেছেন?

"রাজকুমারী রক্ষণা তোমাকে সহচরী কোর্ব্বার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন। কন্যার ইচ্ছা পূর্ণ কোর্‌বার জন্য পিতারও মত হ'য়েছে। আমি এ কাজের ভার নিয়েছি। বোধ হয়, তোমার এতে কোন আপত্তি নাই। ডিউক, সপরিবারে রুষিয়া যাত্রা কোর্ব্বেন। ইংরাজ রাজসভার কার্য্য চুকিয়ে শেষ কোরে আমিও সেই সঙ্গে যাব। তুমি যাবে কি?" সদুত্তর

প্রার্থনার দৃষ্টিতে এথেলের প্রতি চাহিয়া কাউণ্ট ওলনেজ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনার আজ্ঞা আমার শীরোধার্য্য। আমার এখন যে অবস্থা, তাতে আদরের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আপনার অনুগ্রহ আজীবন স্মরণ থাক্‌বে।"

"গ্রাণ্ড ডিউক তোমার চরিত্রের প্রসংশাপত্র চান, সেজন্য তুমি ভেবো না। আমি নিজেই সে ব্যবস্থা কোরেছি। তুমি বিধবা, একটী ছেলে আছে তোমার, এ সব কথা আগেই আমি বোলে রেখেছি। আর এক কথা, তুমি আমার চিঠি কি মিলড্রেডকে দেখিয়েছ? ভারি খারাপ স্বভাব তার। সে হয়ত তোমার প্রতি কত অত্যাচারই কোরেছে।"

"না।" অম্লানবদনে এথেল উত্তর করিলেন "না। মিলড্রেড আমার প্রতি কোন অত্যাচারই করেন নাই। তাঁরা মাতাকন্যায় বেশ সদ্ভাবে আছেন। আপনার পত্রও আমি দেখাই নাই। পত্রের উপরেই ত "গোপনীয়" ব'লে লেখা ছিল।"

"শ্রীমতী ত্রিবর! মিলড্রেডের চরিত্র আমি বেশ জানি। তোমার স্বভাবে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হ'য়েছি। এখন আমি তোমাকে গুটীকতক কথা বোলে দি, মনে রেখো। রাজকুমারীর বিশ্বাস, তাঁর মাতা জীবিত নাই। গ্রাণ্ড ডিউক জানেন, তিনি আজও জীবিত আছেন। প্রসঙ্গতঃ সে কথা উত্থাপন করায় তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। মিলড্রেডের কোন কথা তুমি যেন জান না।"

"রাজকুমারী ও তাঁর ভগ্নির পরিচয় আমি যে জানি, তা কখনই প্রকাশ হবেনা।"

"লেডী লংপোর্টের কথা রাজকুমারীর কাছে প্রকাশ কোরেছ কি?"

"আমার ঠিক মনে নাই। হয়ত সে কথা প্রকাশ কোরেছি।" কাউণ্ট ওলনেজের প্রশ্নে এথেলের ইহাই উত্তর।

"গ্রাণ্ড ডিউকের নিকটে লেডী লংপোর্টের নাম গোপন করা ততটা আবশ্যক নাই। ডিউক বাহাদুর তাঁর কন্যা ও কাউণ্টেস ওলনেজের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ফিরে এলে তোমার কথা তাঁকে জানাব। কাল আবার চিঠি পাবে, তাতেই সব লেখা থাক্‌বে। বোধ হয় কালই তুমি এখানে আস্‌তে পাবে।" এই বলিয়া কাউণ্ট ওলনেজ এথেলকে বিদায় করিলেন। এথেল আবার হাম্পন কোর্টে প্রস্থান করিলেন।

এথেলকে বিদায় দিয়া কাউণ্ট ওলনেজ তাঁহার লোহার সিন্ধুক হইতে চামড়া মোড়া একখানি খাতা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন,—

"এথেল ব্রিবর। ইংরেজ কামিনী। গ্রাণ্ড ডিউকের ও রক্ষণার এক জন চরের কাজে নিযুক্ত হইবেন। এথেলের চরিত্র———বিশুদ্ধ, সরল ও অসন্দিগ্ধ। গোপনীয় কথা তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই গুপ্ত থাকে। দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি আপনার অবস্থা হারাইয়া নির্ব্বাসিত মাতা ও কন্যা মিলড্রেড এবং রাজকুমারীর মাতামহী দয়াময়ী লেডী লংপোর্টের আশ্রয়ে ছিলেন। মিলড্রেড ও লংপোর্ট এথেলের পূর্ব্ব অবস্থা জানেন না, যদি তাঁরা কোন গুপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে হস্তাক্ষর সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।"

এই স্মরণলিপি লিখিয়া ওলনেজ পুস্তকখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

গ্রাণ্ড ডিউক অপরাহ্ণ ৫টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্রামের পর কাউণ্ট ওলনেজ এথেল সংক্রান্ত সমস্ত কথাই জানাইলেন। ডিউক সমস্ত কথা শুনিয়া সম্মতিই প্রকাশ করিলেন। আরও প্রসঙ্গতঃ জানিলেন, এথেল এখন লেডী লংপোর্টের আশ্রয়ে আছেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সামান্য পূর্ব্বে এথেল সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লেডী লংপোর্ট তখনো প্রাতঃকালের পরিচ্ছদই পরিধান করিয়া আছেন। লংপোর্টের সহিত কথোপকথন হইতেছে, তিনি এথেলের গমনে কতই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় মিলড্রেড আসিয়া উপস্থিত। গর্ব্বে যেন তাঁহার শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে। অহঙ্কারে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না। মিলড্রেড অতি সুন্দর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। নিজের পরিচ্ছদের—নিজের সুরুচির কতই প্রসংশা করিতেছেন। মিলড্রেড যেন কতই আদরে—কতই সহৃদয়তা জানাইয়া কহিলেন, "এথেল! তুমি কখন এসেছ? আমি তোমার সংবাদ পাবার জন্য এতক্ষণ বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলেম। বোধ হয় আশ্রয় অনুসন্ধানে গিয়েছিলে? বেশ! সন্তুষ্ট হলেম। সুখী হও, এই প্রার্থনা।"

কথায় কথায় আহারাদি শেষ হইল। সকলে পুনরায় সভা-গৃহে আসিয়া উপস্থিত। কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে চান।"

লেডী লংপোর্ট সৌৎসুকদৃষ্টিতে ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কি নাম তাঁর, জেনে এসেছ কি ?"

"না।" ভৃত্য নতশীরে কহিল, "না। তিনি বলেন, সামান্য প্রয়োজন, নাম বলার আবশ্যক নাই।"

"তিনি তবে অপরিচিত ?"

"হাঁ। তাকে বিদেশী বোলে বোধ হলো।"

এথেল ভাবিলেন, কাউণ্ট মণ্ডবিলি। মিলড্রেডও হয় ত তাহাই ভাবিয়াছিলেন। লেডী লংপোর্ট সন্দেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে এথেল! দেখে এস! কোন্ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌তে চান।"

মিলড্রেডের যেন সহিল না। লেডী লংপোর্টের একটী সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া এথেল স্বার্থকজীবন জ্ঞান করেন, এটীও যেন মিলড্রেডের ইচ্ছা নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমি যাই। এ কাজ আমার, কেমন দিদি ?"—দিদি বলিয়াই মিলড্রেড চমকিত হইলেন। সলজ্জদৃষ্টিতে লেডী লংপোর্টের দিকে চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

দ্বার খুলিলেই আগন্তুক কহিলেন, "মিলড্রেড!" মিলড্রেড আগন্তুকের দিকে চাহিয়াই অবাক। তাঁহার মুখ শুকাইল! কম্পিত কলেবরে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল। আগন্তুক আর কেহই নহেন, যিনি তাঁহাকে একদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার কন্যা কুমারী রক্ষণার পিতা, মিলড্রেড যাঁহার ভালবাসা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন, আগন্তুক সেই তিনিই।—তিনিই মাননীয় গ্রাণ্ড ডিউক!

নবম তরঙ্গ।

"জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরাল না।"

"তুমি আমার হৃদয়ে যে আগুণ জ্বালিয়াছ, জন্মজন্মান্তরেও বুঝি সে আগুণ নিবিবে না।"

ভুলে যাও পূর্ব্বকথা—
ভুলে নর স্বপ্ন যথা নিশা অবসানে।"

বহুদিনের পর—আবার দেখা!—প্রণয়-কলহ!

হান্দন কোর্টে স্বয়ং গ্রাণ্ডডিউক আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনের প্রধান কারণ, এথেল সম্বন্ধে অন্যান্য পরিচয় জ্ঞাত হওয়া, আর একটী কারণ। মিলড্রেডের সহিত সাক্ষাৎ।

বহুদিন পরে দুজনে সাক্ষাৎ!—পূর্ণ সপ্তদশ বৎসর পরে এই সাক্ষাৎ। সপ্তদশ বৎসর বিচ্ছেদের পর স্বামী স্ত্রীতে সম্ভাষণ। পাঠক ভাবিতেছেন, এই দম্পতির সম্ভাষণ না জানি কতই তৃপ্তিপ্রদ—কতই আনন্দজনক—কতই রহস্যময় হইবে। কাজে কিন্তু তাহা হইল না।

ডিউক বাহাদুর দেখিলেন, মিলড্রেডের আর সে লাবণ্যের কিছুই নাই! তাঁহার স্ফুরিত বিম্বাধর বিশুষ্ক, রক্তপদ্মমধ্যস্থিত ভ্রমরকৃষ্ণ চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় হীনতেজ, রক্তগোলাপ বিনিন্দিত বর্ণ রক্তহীন—শ্বেতবর্ণ, সেই মুক্তাগঞ্জিত শুভ্র দন্তপংক্তি শোভাহীন, শরীরে বৃদ্ধবয়সের সমস্ত চিহ্ন প্রকটিত হওয়ায় মিলড্রেডকে চিনিতেই কষ্ট হয়।

মিলড্রেড ও ডিউক বাহাদুর পার্শ্বের একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়েই নীরব। অনেকক্ষণ পরে ডিউক বাহাদুর সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। কাতর স্বরে কহিলেন, "মিলড্রেড! এ পৃথিবীতে আবার যে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে, এ কার মনে ছিল?" উত্তর প্রতীক্ষায় ডিউক সোৎসুকে মিলড্রেডের আনত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিলেন। মিলড্রেডের শুষ্ক মুখের শুষ্ক উত্তর—"হুঁ।"

"মিলড্রেড!" ডিউক বাহাদুর আবার কহিলেন "জানি না, কোন্ দৈব বলে আমাদের এই পুনর্মিলন। প্রিয়তমে! তুমি আমাকে ভুলেছ।

এ হতভাগ্যের কথা—এ হতভাগ্য স্বামী—হতভাগিনী কন্যার কথা তুমি ভুলেছ, কিন্তু তোমার গুণ—তোমার রূপ আমি আজও হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রেখেছি। শত চেষ্টা ক'রেও, অতিমাত্র যত্ন ক'রেও আমার হৃদয়ের দাগ মুছে নাই। তুমি আজও—এখনো আমার হৃদয়ে বিরাজিত আছ। কিন্তু মিলড্রেড! যদি তুমি আমার মত হ'তে, তোমার হৃদয় যদি আমার মত যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হ'তো, তা হ'লে জান্‌তে, আমি কেমন দুঃসহ দুঃখের ভার হৃদয়ে বহন কোচ্চি! তুমি মনে কর যে, আমি তোমাকে সময়ে সময়ে মনে কোত্তেম?"

"আমার শত্রুর সে ব্যবহার নিঃসন্দেহ।" কর্কশকণ্ঠে মিলড্রেডের এই উত্তর।

"শত্রু!" আসন হইতে অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া ডিউক বাহাদুর কহিলেন, "শত্রু! আমি তোমার শত্রু? এ তোমার ভুল। এই ভুলেই তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ।"

"আমি তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছি? তুমি আমার শত্রু নও? কার ষড়যন্ত্রে আমাকে দেশত্যাগী হ'তে হ'য়েছে? কার ষড়যন্ত্রে রুষ-রাজের কোপানলে পতিত হ'য়েছি, কার ষড়যন্ত্রে আমি রুষ-দূতের হাতে বন্দী হ'য়েছিলেম? সব তুমি। তুমি যে ব্যবহার কোরেছ, পরম শত্রুতেও হয়ত ততটা দুর্ব্ব্যবহার কোর্‌তে সঙ্কুচিত হয়।" গভীর উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া মিলড্রেড এই কথাগুলি ব্যক্ত করিলেন।

মিলড্রেডের তিরস্কারে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া সরলভাবে মহানুভব ডিউক বাহাদুর কহিলেন, "মিলড্রেড! রাগ কোরো না। অত চীৎকারে কি প্রয়োজন? তোমার দোষ সপ্রমাণ কোর্ব্বার জন্য এত প্রমাণ উপস্থিত আছে, যার সম্মুখে তোমার সকল যুক্তি—সকল চেষ্টা—তৃণের ন্যায় ভেসে যাবে। তুমি আবার নির্দ্দোষী?"

"না। আমি নির্দ্দোষী কেন? নির্দ্দোষী তুমি!" বিরক্তি জানাইয়া মিলড্রেড কহিলেন, "যত দোষ, সব আমারি। সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসন, সেখান হতে সিড্‌নীতে, সেখান হোতে ভারতবর্ষে, তোমার পরামর্শে রুষ-দূত আমাকে কুকুরের মত পাছু পাছু তাড়িয়ে গেছে। আমাকে বন্দী কোরেছে। সব আমি জানি। ক্ষমা কর।—আর আমাকে জ্বালিও না।"

"সে আমার ষড়যন্ত্রে নয়, এই হতভাগ্যকে ত্যাগ কোরেই তোমার

শাস্তি।" ধীরভাবে ডিউক বাহাদুর কহিতেছেন, "এ শাস্তি আমার ইচ্ছায় আমার পরামর্শে হয় নাই। যারা যারা আমাকে ভক্তি করে—স্নেহ করে—ভালবাসে, তারাই এই শাস্তি দিয়েছে। আমার দেহরক্ষক—যে তোমার আজ্ঞা প্রাপ্তির জন্য শীর নত কোরে সর্ব্বদা অপেক্ষা কোরতো, যে তোমার পাদুকা বহন কোত্তে পাল্লে ধন্য জ্ঞান কোরতো, সেই তোমার প্রণয়পাত্র? তারই প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে ত্যাগ কোল্লে? ভাল, তাকেই বা তুমি সুখী কোরেছ কৈ! তাকে ত্যাগ কোরে সিড্নীর সেই মহাজনকে জীবন দান কোল্লে? সম্মানিত ডিউকের ধর্ম্মপত্নী তুমি, রুষ-রাজ্যের শীরোভূষণ ডিউক বংশের মহামান্য কুলবধু তুমি, তোমার নামে শেষে চুরী অপরাধ? উইল চুরী? তারপর সেই দুরাচার, যার মাথা রাখবার স্থান নাই, একখানি কুটীর সংস্থান নাই. যে নিজের দেশে খেতে না পেয়ে সুদূর ভারতবর্ষের পদলেহন কোর্চ্চে, সেই তোমার প্রণয়-পাত্র হলো। এ লজ্জা মিলড্রেড! আমার রাখ্বার স্থান নাই। আমি তোমার কোন অপরাধ গ্রহণ করি নাই। আমি সব জানি। সিড্নী ও বোম্বাই সহরের আমার এজেন্ট সমস্ত সংবাদ পাঠিয়েছেন। তুমি আমার পাষাণ হৃদয়ে এমন চিহ্ন অঙ্কিত কোরেছ যে, এই সতের বৎসরের অশ্রুপ্রবাহে তার অংশ মাত্রও ধৌত হয় নাই। তাই এখনো বোল্‌ছি, মিলড্রেড! যা হোয়েছে, সব ভুলে যাও। চল, তোমার প্রিয়তমা কন্যাকে দেখ্‌বে চল?

মিলড্রেড ঋজু হইয়া কহিলেন, "আমার এমন কোন প্রমাণ নাই, যাতে তোমার কাছে আমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ কোর্‌তে পারি। আমি বিনীতভাবে ক্ষমা চাই।" মিলড্রেডের আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে। তিনি স্বামীর চরণ ধারণ করিলেন।

ডিউক সসম্ভ্রমে মিলড্রেডের হস্ত ধারণ করিয়া—দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, "মিলড্রেড! প্রিয়তমে! আমি তোমার কোন অপরাধই গ্রহণ করি নাই। তুমি শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও আমার নিকটে ক্ষমার পাত্রী। উঠ, উঠ। হয় ত আবার দেখা হবে। আমার পত্রও তুমি হয়ত পেতে পার। তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ত্রিবর বেল ব'লে এখানে কেহ থাকেন কি?

"তিনি এখানেই থাকেন। লেডী লংপোর্টের তিনি সহচরী ছিলেন।"

"লেডী লংপোর্ট কে? কোন্ লংপোর্ট?"

সন্দেহ জড়িতস্বরে মিলড্রেড কহিলেন, "আমার জননী।"

"তোমার জননী। নেবার দুর্ঘটনায় মা তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রুষ রাজ্যের সুব্যবস্থা ও অনুসন্ধানের সুফল।"

"এথেল তবে তোমার জননীর সহচরী? চরিত্রও তবে ভাল।"

"অতি সচ্চরিত্র!—সদ্বংশে জন্ম! এথেল কালই বোধ হয় এখান হ'তে স্থানান্তরে যাবেন!"

আগ্রহ সহকারে ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, জান?"

ঘাড় নাড়িয়া মিলড্রেড উত্তর দিলেন "না।"

"আমি আর বিলম্ব কোর্ব্বো না। সাবধান, তোমার জননী কি এথেল যেন আমার আগমন জান্‌তে না পারেন।" এই বলিয়া দ্রুতপদে ডিউক বাহাদুর প্রস্থান করিলেন।

মাতার প্রশ্নে মিলড্রেড বলিলেন, "আমার এক জন বন্ধু এসেছিলেন, তিনি কাল লণ্ডন ত্যাগ ক'রে যাবেন, তাই শেষ বিদায় নিতে এসেছিলেন।" এক কথায় সকল কথার মীমাংসা হইয়া গেল।

প্রাতেই এথেলের বিদায় গ্রহণের সময়। একজন ভৃত্য তাঁহার বাক্স গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, এবং ধাত্রী তাঁহার কুমারকে সজল নয়নে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল! রমণীর প্রাণ, তিন সপ্তাহমাত্র এই শিশুটীকে নিকটে রাখিয়া তাহার মায়া জন্মাইয়া গিয়াছে। তাহার নিদর্শন দুই বিন্দু অশ্রুজল।

সভা-গৃহে মিলড্রেডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মিলড্রেড আনন্দের সহিত এথেলকে বিদায় দিলেন। এথেল জিজ্ঞাসা করিলেন "লেডী লংপোর্টের সহিত আমার কি সাক্ষাৎ হবে?" নিষ্ঠুরহৃদয়া। মিলড্রেড অকাতরে কহিলেন "না। তাঁর ভারি অসুখ। তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'লে আরও অসুখ বাড়্‌বে। তিনি তোমাকে একখানি পত্র দিয়েছেন, এতেই সব জান্‌তে পার্ব্বে।" মিলড্রেড পত্রখানি এথেলের হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন। কম্পিতহস্তে পত্র উন্মোচন করিয়াই এথেল দেখিতে পাইলেন, পত্রগর্ভে পাঁচ হাজার টাকার একখানি ব্যাঙ্কনোট? পত্রে লেডী লংপোর্ট যথেষ্ট সহৃদয়তা—যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এথেলের চিন্তা, এ টাকা গ্রহণ করা যায় কি না। তিন সপ্তাহ মাত্র এথেল পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহার বেতন কি এত অধিক?—অসম্ভব!

এদিকে দয়াময়ী লেডী লংপোর্ট লিখিয়াছেন, তিনি এ টাকা গ্রহণ না করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। তাঁহার চরিত্র আদর্শ। এ "দুঃখিত" কথাটী লজ্জায় পড়িয়া লেখেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে দুঃখিত করা কোন মতেই উচিত নহে। এথেল নোটখানি সাবধানে লইয়া হান্দন কোর্ট হইতে প্রস্থান করিলেন, হান্দন কোর্টের উচ্চ প্রাচীর যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি পথের অতীত না হইল, হতভাগিনী এথেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সজলনয়নে সেই দিকে চাহিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। এলফ্রেড! কোথা তুমি? অভাগিনীর নয়ন জল নিবারণ কোর্‌বার তুমি ভিন্ন আর যে কেহই নাই! তুমি মহাসম্মানিত উপাধিধারী অতুলসম্পত্তির অধীশ্বর। তুমি তোমার প্রিয়তমার চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলে না?

এথেল যথাসময়ে লণ্ডন সহরে পৌঁছিলেন। রাস্তার নিকটেই তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় একজন ভৃত্য ও ধাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল। এথেলের উপস্থিতি মাত্রেই তাহারা সসম্মানে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। ধাত্রী এলফ্রেডকে এবং ভৃত্য তাঁহার বাক্স লইয়া যথাস্থানে উপস্থিত করিল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তত রাখা হইয়াছিল।

রাজকুমারী রক্ষণা সমাদরে তাঁহার সহচরীকে গ্রহণ করিলেন। এল্‌ফ্রেডকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিলেন। কত সোহাগ আদর করিলেন। অতি আত্মীয়তেও এমন ঘনিষ্ট ভাবে আদর অপেক্ষা করেনা।

শ্রান্তিদূর করিয়া উভয় সহচরীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সরলা রক্ষণা এতদ্দিন যেন বন্দী ছিলেন। প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পান নাই, প্রাণের কথা বলিবার লোক ছিল না। আজ তাঁহার অপরিসীম আনন্দ! তাঁহার বিমল হাস্যস্রোতে রাজ প্রাসাদ যেন প্লাবিত হইল। প্রাসাদের দাসীগুলি পর্য্যন্ত যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল!

কুমারী রক্ষণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে এথেল! আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। বোধ হয় অবশ্যই তুমি তার সদুত্তর দানে আমাকে বাধিত কোর্‌বে। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, সে দিন যখন আমি তোমাকে আমার অভাগিনী জননী ছায়া-ছবি দেখাচ্ছিলেম, তখন তোমার কণ্ঠ যেন তোমার অনিচ্ছায় উচ্চারণ কোরেছিল, "মিলড্রেড!" আমার বিশ্বাস, তুমি হয় ত আমার জননীর বিষয় জান। সত্য বল, আমার উৎকণ্ঠা দূর হোক।"

"আমি তার কিছুই জানি না।" বিস্ময়ের ভাণ করিয়া এথেল কহিলেন "রাজকুমারি! আমি তার কিছুই জানি না। তোমার জননীর নাম মিল্‌ড্রেডা কি মিলড্রেড, তাই আমার স্মরণ নাই। তোমার পিতার আকস্মিক আগমনেই আমি বিস্মিত হয়েছিলেম, তিনি হয় ত সে ছবি দেখেছিলেন।"

"হাঁ! তিনি দেখেছিলেন। তুমি চলে গেলে তিনি এই ঘরে অনেক-ক্ষণ বোসেছিলেন। জননীর সেই ছবি নিয়ে দুর্ভাগ্য পিতা আমার কতই আক্ষেপ কোল্লেন! তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, ছবি খানি তিনি নিজে রাখেন। উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে শান্তি লাভের সেই একমাত্র উপাদানটী পিতা পাছে গ্রহণ করেন, এই ভেবে আমার বড়ই ভয় হ'য়েছিল। পিতা আমার সে ভাব বুঝ্‌তে পেরে তিনি সেখানি আমাকেই যত্ন কো'রে রাখ্‌তে বোল্লেন। ছবি খানি এখনো আমার কাছেই আছে। যাতে সে খানি কাউণ্ট ওলনেজ ও শ্রীমতী ওলনেজের দৃষ্টিতে না পড়ে, সে জন্য সাবধানেই আমি রেখেছি। এথেল! প্রিয়তমে! যে জীবনের পরিণতী কালে জননীর শেবাশুশ্রূষা কোত্তে পায় না, তার মত হতভাগিনী আর কে আছে?"

আমরা এই খানেই এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিলাম। এথেল হান্দন কোর্ট হইতে নূতন স্থানে আসিয়া সুখে আছেন, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বিদায় হইলাম।

দশম তরঙ্গ।

"যে গিয়াছে,—যাহার জীবন অনন্তপথে মিলাইয়া গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না!—লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসর—যুগ যুগান্তর—অতিবাহিত হইবে, তবুও সে আর ফিরিয়া আসিবে না! এ সংসারে যে যায়—সে বুঝি আর ফিরিয়া আসে না।"

মরা মানুষ কি ফিরে আসে ?

হটন গার্ডেনের ক্ষুদ্র গৃহে কাশী রুগ্নশয্যায় সায়িত। বিষণ্ণবদনে সেলিনা পিতার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। টেবিলের উপর ঔষধের বোতল এবং পথ্যাদি সযত্নে সংরক্ষিত।—গৃহটী নিস্তব্ধ। পীড়িতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট বদন মণ্ডলের প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া সেলিনা নীরবে বসিয়া আছেন। পিতার এই ঘোর যন্ত্রণার প্রত্যেক আঘাত তাঁহার হৃদয়ে সবলে প্রতিঘাত করিতেছে। বালিকা বিষণ্ণবদনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন।

১টার সময় কাশী ধীরে ধীরে নয়ন উন্মিলন করিলেন। একবার চারি দিকে চাহিয়া কন্যার বিষণ্ণবদনের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি উদাস—অর্থশূন্য! তিনি অনেক ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া—আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অতি কোমল কণ্ঠে ভক্তিমাখা কথায় সেলিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা! এখন কেমন আছেন?"

"সেলিনা! একি স্বপ্ন? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?" এই কথা কয়েকটী অতি কষ্টে উচ্চারণ করিয়া কাশী নীরব হইলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "না না। এ স্বপ্ন নয়।—সেলিনা হ'য়েছে কি?—আমার দলীল—?"

ধীরভাবে সেলিনা উত্তর করিলেন "আত্মস্থ হোন। বেশী ভাব্‌বেন না। আত্মস্থ হোন।"

"আমি—আমি আত্মস্থ হবো? আমার হয়েছে কি?" আবার কতক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কাশী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছি সেলিনা?" শয্যাপার্শ্বস্থিত ঘটিকার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "প্রায় ২টা বাজে! বিবাহের কি রকম মিমাংসা হয়েছে। ট্রেনৃটহাম কি কোন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন?"

"তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন।"

"আমার পীড়ার সংবাদ কে তাঁকে দিয়েছে?" রাগে যেন অধীর হইয়া দারুণ বিরক্তির সহিত কাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ সংবাদ তাঁকে দিয়েছে?"

ভয় বিকম্পিত কণ্ঠে সরলা সেলিনা উত্তর করিলেন, "আমি ত একথা বলি নাই। বোধ হয়—ওসবর্ণ——"

"কি? এইদলীলের কথা?" অপরিসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত হইতে অবসর না দিয়াই কাশী এই প্রশ্ন করিলেন।

ধীরভাবে সেলিনা কহিলেন, "আমি ত তা বোলছি না;—" ভয়ে সেলিনার মুখ শুকাইল।

কন্যার উত্তরে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিক কথায় কাজ নাই। বুলটিল এসেছিলেন কি?"

"তিনি ১১টার সময় এসেছিলেন। আপনি ঘুমিয়েছিলেন, তাই দেখা হয় নাই। আবার তিনি ২টার সময় আসবেন।"

গভীর চিন্তার পর কাশী কহিলেন, "এ চুরী অন্যের দ্বারা হয় নাই; পথের লোকে চুরি কোরতে আসে নাই, এ চুরি ঘরে ঘরে হ'য়েছে। হয় ট্রেনৃটহাম, না হয় বাড়ীর লোক এ চুরির গোড়া। আমি কাকেও ছাড়বো না,—সব চালান দিব। একেবারে সকলকে দ্বীপান্তরে পাঠাব।"

সেলিনা মর্ম্মাহত হইয়া সজলনয়নে কহিলেন, "পিতা! এও কি আপনার বিশ্বাস যে, সম্মানিত ট্রেনৃটহাম পরিবার এই জঘন্য কার্য্যের কোন সংশ্রবে আছেন?"

"অত আমি জানি না। অত বিচারের আমার অবকাশ নাই। সব সায়েস্তা কোর্ব্বো! সকলকেই ভাল রকম শিক্ষা দিব।"

দ্বারে সবলে ঘণ্টাধ্বনি হইল। সেলিনা দ্বার খুলিয়া দিলেন। একজন মধ্যবয়সের ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি বক্রনয়নে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারই নাম বুলটিল।—ইনি উকিল।

কাশী তাঁহার প্রিয়বন্ধু বুলটীলকে নিকটে বসাইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ট্রেনটহামেরই এই কাজ।

আমি তার নামে নালিশ কোর্‌তে চাই। আজই মকদ্দমা রুজু হোক। আমি প্রমাণের জন্যে ভাবি না।”

বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত উকীলটী উত্তর করিলেন, “যদি প্রমাণ না হয়, যদি কোন গতিকে মকর্দ্দমায় গোল পড়ে, তাহ’লে তার ক্ষতিপূরণ করা সহজ হবে না। তার চেয়ে টাকার নালিশ করা যাক। আমার বিশ হাজার পাউণ্ড, তারও নালিস রুজু করি। এ হতেই সব রকমে জব্দ করা যাবে।”

দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুক্তি স্থির করিয়া উকিল বুলটিল প্রস্থান করিলেন। গৃহ জনশূন্য!—কাশীর চিন্তার বিরাম নাই। এমন সময়ে আবার ঘণ্টাধ্বনি হইল। আবার সেলিনা দ্বার খুলিলেন, একটী দাসী তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র লইয়া সেলিনা ধীরপদে পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। কাশী ব্যস্ততার সহিত পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন,——

উই গুমিলষ্ট্রীট, হাই মার্‌কেট,

মহাশয়! ৩১শে মে ১৮৪৭।

আপনার পুত্র সিলবষ্টর ৯ই মে তারিখে আমার নিকট হইতে দশহাজার টাকা লইয়াছেন। ২১ দিন পরে টাকা দিবার কথা। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত তিন দিনও সময় ছিল। কল্য সে তিন দিনও ফুরাইবে। অতএব যদি টাকা দিয়া আপনার পুত্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করা অভিপ্রেত হয়, তবে যথাসময়ে টাকাগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য,

রিচার্ড প্লকৃনী।

পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রোধে কাশীর সর্ব্বাঙ্গ যেন জলিয়া গেল। তিনি উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, “সবই কিংষ্টনের কাজ। সিলবষ্টর কোথায়?”

সেলিনা ভীতিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “তিনি এখনি বাইরে গেছেন। সন্ধ্যার মধ্যে বোধ হয় ফির্‌বেন না। তিনি একথা বোলেও গেছেন।”

কাশী গাত্রোত্থান করিলেন। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পিতার এই অবৈধ কার্য্য দর্শনে সেলিনা কহিলেন “আপনি যাবেন কোথা? আপনি কি বল পেয়েছেন?”

"আমি যথেষ্ঠ বল পেয়েছি।" এই মাত্র বলিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। মর্ম্মপীড়িতা সেলিনা পিতার জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি ৮টার সময় উইণ্ডমিল ষ্ট্রীটে রিচার্ড প্লকুলীর বাড়ীর সম্মুখে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কাশী ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সিলবষ্টর অবতরণ করিলেন। তখনি তাঁহারা সভা-গৃহে নীত হইলেন। প্লকুলী সভাগৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন, সমাদরে এই পিতাপুত্রকে গ্রহণ করিলেন। শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও কোন ক্রটী ঘটিল না।

প্রথমে কাশীই কথা কহিলেন। তিনি প্রথমে কাতরতা জানাইয়া কহিলেন, "আমাদের প্রতি অতি অন্যায় অত্যাচার করা হ'য়েছে। আমরা এর কিছুই জানি না। টাকাও ত আমার পাই নাই?"

"সেকি কথা মহাশয়? টাকা পান নাই? আপনার পুত্র রসীদ দিয়ে গেছেন। নগদ টাকা গণে নিয়ে গেছেন, আপনি বলেন, টাকা পাই নাই? এই দেখুন, আপনার রসীদ।"—এই বলিয়া প্লকুলী বাক্স হইতে রসীদ বাহির করিয়া কাশীর হাতে দিলেন।

মনোযোগ দিয়া কাশী রসীদ খানি দেখিতেছেন, সিলবষ্টরের দৃষ্টি এক খানি দর্পণের প্রতি পতিত হইল। দর্পণ খানি বৃহৎ।—সভাগৃহের এক পার্শ্ব জুড়িয়া আছে। সিলবষ্টর সেই দর্পণের দিকে চাহিয়া চমকিত হইলেন! মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন! সভয়ে সন্দেহে সিলবষ্টর দেখিলেন, দর্পণে কিংষ্টনের দিব্য প্রতিমূর্ত্তি!

কাশী রসীদ খানি দেখিয়া সিলবষ্টরকে দেখাইয়া কহিলেন, 'দেখ! এই সই কি তোমার? ভয় কি তোমার? টাকা কিংষ্টনের, প্লকুলীর তাতে কি? ভয় কি তোমার? বেশ কোরে দেখ। দেখে শুনে বল, এ সই কি তোমার?"

অনেকক্ষণ পরে সিলবষ্টর চৈতন্যলাভ করিয়া কহিলেন, "ক্ষমা করুন। আমি মিথ্যা কথা বোল্‌তে পার্ব্ব না। সত্যই এ সই আমার। সত্য সত্যই আমি টাকা নিয়েছি। পিতা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মিথ্যা কথা বোল্‌তে পার্ব্ব না।" আত্মহারা পুত্রের এই বিপরীত উত্তর শুনিয়া কাশী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণধার দন্ত সিলবষ্টরকে যেন চিবাইয়া খাইতে চাহিল!

প্রফুল্লী কহিলেন, "এখন বোধ হয় আপনার আর কোন আপত্তি নাই? আপনি বোধ হয় এখন বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাগুলি দিবেন?"

"কখনই না!—এই বেয়াদব ছেলের ঋণ আমি ঘাড়ে কোরে নেব?—আমি এ টাকা দিব?" এই কথা বলিতে বলিতে পুত্রের হাত ধরিয়া কাশী বেগে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ তরঙ্গ।

"Your brother will some day become Lord Trentham, and he might regret having married an actress from a second or third-rate Theatre. And then I should be the cause of his unhappiness—whereas it is his happiness that I have at heart."

"ভালবাসি যারে মন দিব তায়
ভালবাসা ফিরে চাব না।
সে যাহাতে সুখী, সেই সুখ মোর,
আর কিবা আছে কামনা?"

অজলিনী!—নিস্ফল প্রণয়।

বার্কলে স্কোয়ারে ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে কুমারী অজলিনী বসিয়া আছেন। অজলিনী ভুবনমোহিনী সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্য কবির বর্ণনার নহে, কল্পনার তুলিতে আঁকিবার নহে। অজলিনীর বয়স বিংশতি বৎসর, মুখখানিও বয়সউচিত সুকুমার। দেখিলেই বোধ হয়, মুখখানি যেন সরলতা মাখা। অজলিনীর সম্মুখে টেবিলের উপর এক খানি "রূপের হাট" নামক পুস্তক খোলা আছে। সেই পুস্তকের প্রথম পত্রে তাঁহারই দিব্য ছবি অঙ্কিত। রূপের হাটে প্রথমেই রূপসীগণের সর্ব্বপ্রধান আসনে অজলিনীর রূপের পসরা খোলা আছে। পুস্তক খানি উন্মুক্ত কিন্তু অজলিনীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি বারম্বার দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পশ্চাদ্দ্বার উন্মুক্ত হইল। তাঁহার ভ্রাতা লকেলট বহু-

রূপ পরিচ্ছদ পরিহিত একটী স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লঙ্কেলট্ হাসিয়া কহিলেন, "অজলিনি! এই তোমার ইমোজীন?" আবার ইমোজীনের দিকে চাহিয়া সেই রূপ ভালবাসা মাখা কথায় কহিলেন, "প্রিয়তমে! এই আমার ভগ্নি অজলিনী। ইনি তোমার গুণের কথায় মোহিত হ'য়েছেন, তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বার জন্যে বড়ই ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছিলেন, আলাপ কর তোমরা।" এই বলিয়া পরস্পরের হস্তে হস্তে সুবদ্ধ করিয়া দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অজলিনী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতামাখা বচনে ইমোজীনকে কহিলেন, "তবে আর কেন ভাই এ বহুরূপ পরিচ্ছদ?" এই বলিয়া তিনি সহস্তে ইমোজীনের পরিচ্ছদ খুলিয়া দিলেন। অজলিনী বিস্ময় পরিপ্লুত নয়নে দেখিলেন, ইমোজীনের রূপরাশি মেঘান্তরিত রৌদ্র। তাঁহার লাবণ্য, চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ রশ্মিমালার সহিত তুলনা করিতে পারিতাম, যদি সে দেহে পুরুষোচিত বীরত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা, সাহস প্রভৃতি না থাকিত। তাঁহার সৌন্দর্য্য, লাবণ্য ও দৃঢ়তায় সংমিশ্রিত! অজলিনী ভাবিলেন, এরূপ সুন্দরী তিনি বুঝি আর কখন দেখেন নাই। আবার ইমোজীন ভাবিলেন, এমন লোকমনোমোহিনী লাবণ্যবতী তাঁহার নেত্রপত্রে আর কখন পতিত হয় নাই।

অজলিনী অতি আদরে—অতি স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "এই জন্যই দাদা পাগল হয়েছেন। এ রূপরাশি দেখে কার না ভালবাস্তে ইচ্ছা হয় ভাই?"

"সে তোমার দাদার গুণে নয়, গুণ আমার। আমি তাঁকে ভালবেসেছি ব'লেই, তিনি তার যৎসামান্য প্রতিদান দিয়েছেন।" করুণাময়ী অজলিনীর হৃদয় ইমোজীনের মধুমাখা বাক্যের প্রতিঘাত বাজিল। গৃহের মধ্যে যেন আনন্দের তরঙ্গ বহিল।

অজলিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "এই জন্যই তুমি দাদাকে এত ভালবেসেছ।"

"আমি নই, তোমার দাদাই এই গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এ অপরাধের শাস্তি তিনি শীঘ্রই পাবেন।"

"এ ভালবাসার জন্য যে শাস্তি, সে অবশ্যই শাস্তি বোলে গণ্য হবার নয়। আমার ত এই বিশ্বাস।"

"তুমি জান আমি কে? আমি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় সম্প্রদায়ের একজন অভিনেত্রী। আমাকে ভালবেসে তিনি কি ভাল কাজ কোরেছেন? এ ভালবাসার পরিণাম যে কি শোচনীয় হবে, হতভাগিনীর জন্য তিনি যে কি ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ কোর্ব্বেন, তা ভেবে আমি আরও ব্যাকুল হ'য়েছি। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর, আমাকে বিবাহ কোরে তিনি কি সমাজে নিন্দনীয় হবেন? তাঁর অপমানে আমিও কি অপমানিত হব না?"

"সে ভাবনা তুমি ভেবো না। যদিও অবস্থার গতিকে তোমাকে এত ঘৃণিত পথ অবলম্বন কোত্তে হয়েছে, তা হ'লেও তুমি নিজেকে যেরূপ নীচ বোলে বিবেচনা কর, সেরূপ নীচাশয় তুমি নও। আমি বেশ জানি, তিনি যাকে কখনই ভালবাসেন নাই, তিনি যাকে কখন ভাল কোরে চোকের দেখাও দেখেন নাই, তাকে কখনই বিবাহ কোর্ব্বেন না। তিনি অবশ্যই জানেন; জাতি, ধন, কুল, এ সকল ভালবাসার তুলনায় গণনাতেই আসে না।"

"তা আমি বেশ জানি। এ বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমি তাতে প্রস্তুত নই। তিনি পিতামাতার অবাধ্য হ'য়ে—কি তাঁদের অসম্মতিতে আমাকে বিবাহ করেন, তাতে আমি প্রস্তুত নই।"

"আমি বলি তাই বরং ভাল। বিবাহ হ'য়ে গেলে, তখন আমার পিতা মাতা ততটা আপত্তি কোর্ব্বেন না। তখন একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ হ'য়ে দাঁড়াবে। তুমি তাঁর পুত্রবধূ হবে, তখন বোধ হয় আর কোন কথা না বোল্লেও পারেন। হয় ত তাঁরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ কোর্ব্বেন।"

"তা আমার ইচ্ছা নয়। দুদিন পরে তোমার দাদা লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হবেন। তখন যদি তিনি নীচ ঘরে বিবাহ কোরেছেন, একজন সামান্য অভিনয় সম্প্রদায়ের অভিনেত্রীকে বিবাহ কোরেছেন, এ ভেবে যদি তখন দুঃখিত হন, তখন আমার দুঃখের সীমা থাকবে না! অজলিনি! তুমি অবশ্যই জান যে, এ জীবনে তাঁর সুখেই আমার সুখ! তিনি যদি দুঃখিত হন, তা হলে আমি কখনই সুখী হ'তে পার্ব্বো না। তাই বলি, যত দিন না তিনি ঐ সম্মানিত উপাধি লাভ না করেন, তত দিন এ বিবাহ স্থগিত থাক্।"

অজলিনী স্নেহমাখা ভৎর্সনায় ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "তবে তুমি

বুঝি তাঁকে বিবাহ কোত্তে চাও না? এ কথায় তোমাকে আমার গাল দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

ম্লানহাসি হাসিয়া ইমোজীন উত্তর করিলেন, "এও আমায় ভালবাসার আর একটী প্রমাণ। যদি এই ত্যাগ স্বীকার আমি কোত্তে পারি, তাহলে আমি গর্ব্বের সহিত বোল্‌বো, আমি তাঁর স্ত্রীর সম্মান গ্রহণ কোর্ব্বার উপযুক্ত। আমি যে তাঁকে কত ভালবাসি, এটীও তার এক প্রমাণ হবে।"

আনন্দিত ও গর্ব্বিত স্বরে অজলিনী উত্তর করিলেন, "তোমার হৃদয় প্রকৃতই মহত্ত্বে পূর্ণ। তুমি বোধ হয় জান, পিতা কাশীর ৮ লক্ষ টাকা ধারেন?"

"আমি তা শুনেছি। তোমার দাদা সমস্তই আমাকে বোলেছেন। আমি তাতেই বলি, তোমার দাদা এ বিবাহে সম্মত হোন। আমার জন্য তিনি এই বহুসম্মানিত বংশের সর্ব্বনাশ কেন করেন? টেন্‌টহাম প্রাসাদের সকল সুখ শান্তিই এখন তাঁর উপর নির্ভর কোচ্চে।" এই রূপ উভয়ে কত কথাই হইল। সে সব কথা এখানে লেখা অনাবশ্যক। এখন লন্সেলট কোথায়, চলুন পাঠক! তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া আসি।

লন্সেলট সভা-গৃহে উপস্থিত। পিতা সভায় গিয়াছেন, সভা-গৃহে শ্রীমতী টেণ্টহাম একাকী বসিয়া আছেন। লন্সেলট ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে একাই আছেন?"

উত্তর হইল "হাঁ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে? তোমার জন্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ হলো! তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের সুখশান্তি চিরকালের জন্য ফুরাল।"

লন্সেলট কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন মা! কেন আপনি এ কথা বোল্‌ছেন? আপনি সামান্য টাকার জন্য কি আপনার পুত্রকে চিরদিনের জন্য বিক্রয় কোত্তে চান? যাকে কখন দেখি নাই, যার সঙ্গে ভালবাসা ত দূরের কথা ভাল রকম পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, তারই সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কেন আমার জীবনের শান্তি ভঙ্গ কোত্তে বাসনা কোরেছেন?"

"কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর কাশীকে জান ত? সে এই বিবাহের প্রলোভনেই এতদিন চুপ কোরে আছে, তা না হ'লে এতদিন হয় ত টেন্‌টহাম প্রাসাদের একখানি ইটেরও কেই সন্ধান পেত না। সেলিনার স্বভাব অতি নম্র। তার সহবাসে তুমি চিরদিন সুখে থাকবে বোলেই আমাদের বিশ্বাস।

তোমার এ বিবাহে অসম্মতি জানলে তোমার হতভাগ্য দরিদ্র পিতার যে কি, দুর্দ্দশা হবে তাত ভেবে দেখেছ ?"

মাতাপুত্রে কথা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য সংবাদ দিল "তিন জন ভদ্রলোক লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চান। তাঁদের আমি পাঠ-গৃহে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

"চল। আমি যাচ্চি—" এই বলিয়া লন্সেলট ভৃত্যের সহিত পাঠ-গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নিষ্ঠুর কাশীর উকিল বুলটিল, আদালতের একজন পেয়াদা, আর একজন আরদালী। লন্সেলট গৃহ প্রবেশ করিতেই বুলটিল যেন কতই আত্মীয়—কতই জানাশুনা, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় বোধ হয় আপনি জানেন ?"

"হাঁ।" বিস্মিত হইয়া লন্সেলট কহিলেন, "হাঁ। আপনার কি প্রয়োজন ?"

"প্রয়োজন তেমন গুরুতর নয়।—কেবল দুই লক্ষ মাত্র টাকা। কাশী আপনার পিতার নামে নালিশ কোরেছেন। আমিই সে মোকর্দ্দমা কোরেছি।"

পেয়াদাটী আগ্রহ জানাইয়া কহিল. "আর পেয়াদার খরচা ?"

"হাঁ। দুই লক্ষ আর পেয়াদার খরচা। আদালতের পেয়াদা এনেছি। যদি টাকা না পাই, ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের সমস্ত দ্রব্যাদি নিলাম বিক্রয় দ্বারা ঐ টাকা আদায় হবে। আমাকে তেমন বদলোক বোলে মনে কোর্ব্বেন না। আমি উপদেশ দিচ্চি,—ভেবে দেখুন, এখন আপনার পিতার মানসম্ভ্রম. সবই আপনার হাতে। বিবাহে সম্মত হ'লে সমস্তই গোল মিটে যাবে। এ টাকার দাওয়া আর তিনি রাখবেন না। বিবাহ করুন - সম্মত হোন। আর অমত কোর্ব্বেন না।" উকিলের এই উপদেশ লন্সেলট মনোযোগ দিয়াই শ্রবণ করিলেন। এমন সময় লেডী ট্রেণ্ট্হাম প্রবেশ করিলেন। বিস্ময় আপ্লুত দৃষ্টিতে উকিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া—কহিলেন, "আপনি একটা বন্দোবস্ত কোরে দিন।"

উকিল আপনার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া—গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন "সে ক্ষমতা আমার নাই, সে ক্ষমতা আপনার পুত্রের। তাঁরই উপর এখন সব নির্ভর। দুই লক্ষ টাকা——"

দ্রুতপদে লর্ড বাহাদুরও গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত

হইল,—দুই লক্ষ টাকা!—তাঁহার মুখে সেই কথার যেন প্রতিধ্বনি হইল 'দুই লক্ষ টাকা!"

"হাঁ মহাশয়! দুই লক্ষ টাকা—এখন এই দুই লক্ষ টাকায় নিষ্কৃতি লাভ—আপনার পুত্রের প্রতি নির্ভর।" উকিল লর্ড বাহাদুরকে এই সংবাদ জানাইলেন। উভয়ে অনেক কথা হইল।

অজলিনী ও ইমোজিনের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় প্রধানা কিঙ্করী মার্গরেট ভীতি জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল "শিল! শিল! ওয়ারীণ! আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ কোত্তে আদালতের পেয়াদা এসেছে!"

বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টিতে মার্গরেটের দিকে চাহিয়া অজলিনী কহিলেন, "মার্গরেট! বল, শীঘ্র বল, কোন দ্বিধা ভেবো না; উনি আমার বন্ধু। কোন সঙ্কোচ রেখোনা, স্পষ্ট বল।"

মার্গরেট উত্তর করিল, "কাশীর ষড়যন্ত্রে দুই লক্ষ টাকার মকর্দ্দমা, এখনি টাকা দিতে না পারলে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নিলামে উঠ্‌বে।"

গৃহ মধ্যে যেন একটা ভীষণ বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। উভয়ে দ্রুতপদে পাঠগৃহের দিকে চলিলেন। পাঠগৃহে বুলটিল বসিয়া—হেলিয়া দুলিয়া কহিতেছেন, "এখনো স্বীকার করুন, কোন গোল থাকবে না। সব মিট্‌মাট হয়ে যাবে। বেশ বুঝে দেখুন;—তা না হলে,—এ বিবাহে সম্মত না হলে, আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব নিলামে উঠ্‌বে। নিলামের মুখে ভাল ভাল মণি রত্ন হতে সামান্য রেকাবী খানিও বাদ যাবে না।"

"কেন যাবে না? কেন বিক্রয় হবে?" এই বলিতে বলিতে ইমোজীন দুই লক্ষ টাকার নোটের তাড়া লেডী টেণ্টহামের পদ তলে রাখিয়া দিলেন। তখনি তখনি লন্সেলটের মুখে প্রতিধ্বনিত হইল, "কেন নিলামে উঠ্‌বে? কেন সব বিক্রয় হবে?"

উকিল স্তম্ভিত। তিনি চিনিলেন, যিনি টাকা দিলেন, তাঁহার নাম মেডমোসীল ইমোজীন! পাঠ-গৃহে মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দের তরঙ্গ বহিল। গম্ভীর ভাবে লর্ড বাহাদুর কহিলেন, "মহাশয়? চলুন, আমরা অন্য ঘরে যাই। সেই খানেই—নির্জ্জনে সমস্ত বন্দোবস্ত হবে। উকিল পেয়াদা সঙ্গে লইয়া লর্ড বাহাদুরের সহিত গৃহান্তরে গমন করিলেন।

লন্সেলট ভৃত্যদিগকে স্থানান্তরিত করিলেন। গৃহমধ্যে ইমোজীন, অজলিনী; লেডী টেণ্টহাম আর লন্সেলট রহিলেন।

লন্সেলট অতি ধীরভাবে কহিলেন "ইমোজীন! আজ তুমিই আমাদের রক্ষা কোর্‌লে। তোমার কৃপাতেই আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা হ'ল।"

লেডী টেট্‌টহাম আনন্দপূর্ণস্বরে কহিলেন, "ইমোজীন! আমি কি বোলে যে তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাবো, তা আমি স্থির কোত্তে পাচ্চি না। তুমি যে কায কোরেছ, তাঁর তুলনা নাই। তুমি এ টাকা———"

"না না, ঐ টাকা আমি নিজে উপার্জ্জন কোরেচি। আমার তত কষ্টের পয়সা নয়। আপনি সে জন্য মনে কিছু ভাব্‌বেন না। আমি তবে বিদায় হই।" এই বলিয়া ইমোজীন উঠিলেন। দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লন্সেলট পশ্চাতেই আসিয়া আর দেখিতে পাইলেন না। ইমো-জীন সদর দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

"What! Elina, are you here?
Is this the consequence of——"

রহস্য প্রকাশ।—ষড়যন্ত্র!

যে দিন কাশী তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের সহিত উইণ্ডমিল ষ্ট্রীট হইতে প্রকুলীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া আইসেন, যে দিন সরলহৃদয়া ইমো-জীনের অলৌকিক প্রকৃতির কার্য্যকলাপ দর্শনে তাঁহার গুণের কথা টেট্‌ট-হাম প্রাসাদবাসীর প্রত্যেকের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, সেই দিনই রাত্রি নয় ঘটিকার সময় ক্লারেণ্ডন হোটেলে কাউণ্ট মণ্ডবিলির সহিত মহারাজ-ফিলিপের দূতের কথোপকথন হইতেছে। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল।

কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় মণ্ডবিলির বিশ্বাসী ভৃত্য এদমন্দ ভূষন আসিয়া উপস্থিত হইল। মণ্ডবিলি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? সংবাদ কি ভূষন?"

"তিনি তিন সপ্তাহ হ'লো, কামদান সহর হ'তে প্রস্থান কোরেছেন।"

"প্রস্থান কোরেছেন? এথেল তবে সেখানে নাই? তিনি এখন কোথায় আছেন, তার কিছু সংবাদ পেয়েছ?"

"জানি। আজ গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। একটী যুবতী ও একজন পরিচিত যুবকের সঙ্গে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন।—আমি তাঁকে দেখেই চিনে ফেলেছিলেম, তখনি সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। তাঁর গাড়ী গসবর্ণ ষ্ট্রীটে কাউণ্ট ওলনেজের প্রাসাদের ফটকের মধ্যে ঢুক্‌তে দেখে এসেছি।"

"বেশ সন্ধান এনেছ। এই তার পুরস্কার!" কাউণ্ট মণ্ডবিলি তৎক্ষণাৎ দশটী গিনী ভূষনকে পুরস্কার দিলেন। ভৃত্য আনন্দের সহিত পুরস্কার গ্রহণ করিল।

মণ্ডবিলি আপন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এথেল এখন ওলনেজের প্রাসাদে! এথেল মিলড্রেডকে জানে! আমার আরও অনুসন্ধান নেওয়া আবশ্যক হয়েছে। আইবান যাদুকীরও সন্ধান চাই।" এই বলিয়া তখনি নূতন সান্ধ্য-পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া গসবর্ণ ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ভৃত্য ভূষনকে আদেশ করিলেন, "এখনি মিস এলিস্ দাস্তনের বাসায় যাও। আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বোল্‌বে, কাল যেন তিনি একাকী থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন। সুরা ও খাবার প্রভৃতি আজ যেন বৈকালেই পাঠান হয়।" ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা শীরোধার্য্য করিয়া লইল। মণ্ডবিলির গাড়ী গসবর্ণ ষ্ট্রীটের উদ্দেশে ছুটিল।

মণ্ডবিলির গাড়ী যথাসময়ে ওলনেজপ্রাসাদের গাড়ী-বারান্দায় গিয়া লাগিল। গৃহাদির পারিপাট্য ও লোকের জনতা দেখিয়া বুঝিলেন, অদ্য এখানে সমারোহ ভোজ আছে। ধনবানের গৃহে নিমন্ত্রণ!—ধনবানের নিমন্ত্রিত!—সমারোহ কাণ্ড হইবারই কথা।

মণ্ডবিলি একজন খিদ্‌মদ্‌গারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাউণ্ট ওলনেজ এখন কোথায়?" খিদ্‌মদ্‌গার নাম জানিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল।

যথাসময়ে মণ্ডবিলি ওলনেজের সাক্ষাৎ পাইলেন। উভয়ে সসাম্মানে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর কাউণ্ট ওলনেজ কহিলেন, "আপনার কি প্রয়োজনে আসা হ'য়েছে?"

"বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ খবর আছে।"

"তবে একটু অন্তরালে চলুন।" এই বলিয়া কাউণ্ট ওলনেজ মণ্ডবিলিকে লইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন।

"আমি আইবান যাচুস্কীর কথা বোল্‌তে চাই।"

"আমি তাকে বেশ জানি।" ওলনেজ প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন, "আমি তাকে জানি। সেই শরীর-রক্ষক যাচুস্কী ত? যে তোবলস্ক হতে একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে পালিয়ে যায়, সেই যাচুস্কী ত? আমি তাকে বেশ জানি। কোথায় এখন সে আছে? পুরাতন প্রণয়িনীর প্রতি আজও কি তার দৃষ্টি আছে?"

"প্রকাশ্য ভাবেই আছে। সুবিধা পেলে কোন দুষ্কার্য্যই তার বাধে না। তার মনে অনেক রকম কুমতলবের ষড়যন্ত্র আজও চোল্‌চে। অনেক ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা তার প্রাণের সঙ্গে দৃঢ়তর গাঁথা আছে। তাকে ইচ্ছা কোল্লেই আমি আনতে পারি। সে এখন লণ্ডনেই আছে।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে কাউণ্ট ওলনেজ কহিলেন "আপনার মুখে আমি অন্য সংবাদ শুনতে চাই। আপনি আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, সুতরাং এ অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা কোর্কেন।"

"আনন্দের সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে।"

"আর একটী অনুরোধ।" অপ্রতিভ ভাবে কাউণ্ট ওলনেজ কহিলেন "কাউণ্টেস্ ওলনেজের বিশেষ অনুরোধ, আপনি এই প্রীতিভোজের অংশ গ্রহণ কোরে বাধিত করুন।"

মণ্ডবিলি আগ্রহের সহিত কহিলেন "কাউণ্টেসের আজ্ঞা আমার শীরোধার্য্য।" উভয়ে সভা-গৃহে উপনীত হইলেন। সভা-গৃহে গ্রাণ্ড ডিউক উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাউণ্ট মণ্ডবিলির সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার আরও কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আবশ্যক ছিল। গ্রাণ্ড ডিউক গোপনে মণ্ডবিলিকে ডাকিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রাণ্ড ডিউক কহিলেন, "সে ভাবনা আর নাই, আমি তাকে কিছুই বোল্‌বো না। কোন শাস্তি দিবার ইচ্ছা আদৌ নাই, তার কোন ভয় নাই। কেবল গুটিকতক প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যেই আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চাই। সে সাক্ষাৎ এখানেও হবে না। নির্জ্জনে—কেবল দুজনে সাক্ষাৎ কোর্ব্বো। কোন পার্কে কি সেই রকম স্থানে রাত ১২টার পর সাক্ষাৎ হবে। আপনি সমস্ত স্থির কোরে আমাকে জানাবেন। যদি আপনি আমার এই উপকারটী করেন, তা হলে বড়ই আপ্যায়িত হব। কাউণ্ট মণ্ডবিলি! আমি আবার বলি, কোন মন্দ ভাব আমার মনে নাই বরং অন্য রুষ-বিচারকের হাতে

পোড়লেও আমি তাকে অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা কোর্ব্বো। কোন চিন্তা নাই, আপনি স্থির করুন।”

“সে বিশ্বাস আমার আছে। রুষরাজ্যের সর্ব্ব প্রধান সম্রাট যে সত্যরক্ষা কোর্ব্বেন, তাতে আমার যথেষ্ঠ বিশ্বাস আছে। তবে এখন বিদায় হই।” মণ্ডবিলি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমোদে প্রমোদে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কাউণ্ট মণ্ডবিলি ক্লারেণ্ডন হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পর দিন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এক খানি ভাড়াটে গাড়ী রিজেণ্ট ষ্ট্রীট হইতে ওটারলু প্লেসের দিকে চলিয়াছে। গাড়ীতে কাউণ্ট মণ্ডবিলি ও অবগুণ্ঠনবতী একটী কামিনী।

মণ্ডবিলি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এলিস? তুমি যে কার্য্য আরম্ভ কোর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছে, তার ভিত্তি পেয়েছ ত?”

“হাঁ। পেয়েছি।”

“কাগজের তাড়া তুমি নিরাপদেই পেরেছিলে?”

“হা। এই যে, সে সব আমার নিকটেই আছে।”

“বেশ। আমি তবে এখানে বিদায় হ'লেম। সাবধান! বেশ সতর্ক হয়ে কার্য্য শেষ কোর্ব্বে।” এই উপদেশ দিয়া মণ্ডবিলি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। গাড়ীবানকে আদেশ করিলেন, “এঁকে ডিউক অব ইয়র্কের স্তম্ভের নিকট নামিয়ে দিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা কোরো।”

মণ্ডবিলি প্রস্থান করিলেন। গাড়ী যথাস্থানে উপস্থিত হইল। স্থানটী একটী উদ্যানের নিকটে। এমন ভয়ানক স্থান লণ্ডনের আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। যত বড় বড় বদমায়েস, ভয়ানক ভয়ানক জালিয়াৎ, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, বিদেশী-নাস্তিক, চোর, ইহারা সকলে দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার পরই এ স্থানে আসিয়া একত্র হয়। বাগানে বসিয়াই আয়েসের সঙ্গে আপন আপন দুস্কার্য্যের মতলব স্থির করে। মদ চলে, মাংস চলে, কুৎসিত কুৎসিৎ গীত বাদ্যও বাদ পড়ে না। এলিস যখন গাড়ী হইতে অবতরণ করেন, তখন তিনি সেইরূপ বদমায়েসের দলের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলেন। তাহাদিগের কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি, জঘন্য অশ্লীল শ্লেষবাক্য তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল।

উদ্যান হইতে একটী বৃদ্ধ বাহিরে আসিল। তাঁহার চর্ম্ম লোল, বাত ব্যাধি তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ পাদদেশের সংক্রমনরশ্মি হইয়া দ্রুতগমনে

বাধা জমাইয়াছে। তাঁহার শরীরে তাড়িতাধিক্য হওয়ায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহাকে পৃথিবীর দিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা সংসারের বক্ষে বসিয়া সংসারের শোণিত পান করিয়া তৃপ্ত হয়, পাছে সেই সকল নরাধমগণের মুখাবলোকন করিতে হয়, বৃদ্ধ এই ভয়ে চক্ষু দুটি চসমা দ্বারায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার দেহদণ্ডকে সরলভাবে রাখিবার জন্য একগাছি বৃহৎ যষ্টি প্রাণপণে সে ভার গ্রহণ করিয়াও সক্ষম হইতেছে না। বৃদ্ধ অতি কষ্টে পদভারে কাতর হইয়া হেলিতে দুলিতে স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূরের ঘড়িতে ৮টা বাজিল। এলিস তাঁহার রুমাল ফেলিয়া দিলেন। একটী পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী যুবক যাইতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেখানি কুড়াইয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। আবার একটু অগ্রসর হইয়া এলিস পুনরায় তাঁহার রুমালখানি ফেলিয়া দিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, সেই বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে কহিলেন, "আমি এসেছি। ডচেস্——"

"চুপ! চুপ! চুপি চুপি শুন। এই সেই কাগজের তাড়া, নাও।" এলিস একটী কাগজের তাড়া বৃদ্ধের হস্তে দিয়া কহিলেন, "সাবধান হও।"

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিল, "তুমি অবশ্য তোমার কথা স্মরণ রাখ্‌বে?" এলিস সম্মতিজ্ঞাপক ইঙ্গিতে বৃদ্ধের কথার উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

এলিস প্রস্থান করিলে বৃদ্ধটী কাগজের পুলিন্দা অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। রাস্তায় তখন অধিক জনতা নাই; বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। কোথা হইতে একজন বলিষ্ঠ যুবা আসিয়া বৃদ্ধের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল ' আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে?"

ঠিক সেই সময় সামান্য পরিচ্ছদধারী একটী লোক বৃদ্ধের কাণে কাণে কহিল, ' স্যর এবেল কিংষ্টন! আমি যে তোমাকে চিনি!"

"কে তুমি?" বৃদ্ধ বিস্ময় ও বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে কহিলেন "কে তুমি?"

'তাতে কি হয়েছে। আমিই কেবল চিনি, আর কেহ তোমাকে চিনে না। নিজের নাম বোল্লেই বিপদে পোড়্‌বে। এদের কাছে একটা মনগড়া নাম বোলো।"

"এ সব কি?—এ সকলের কারণ কি?" এবেল কিংষ্টন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ সব কি?"

"দেখ্‌তে পাবে।" এইমাত্র বলিয়াই লোকটী পশ্চাৎপদ হইল। দস্যুরা এবেল কিংষ্টনকে ধরিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

দূরে একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'য়েছে?"

দস্যুদলের একজন গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "বুড়োটা নেহাৎ পাগল। পাগ্‌লা-গারদ হ'তে পালিয়েছিল। আমরা আবার একে গারদে নিয়ে যাচ্চি।" এই উত্তর শুনিয়া লোকটী প্রস্থান করিল। দস্যুরা একখানি সামান্য কাফীঘর ছাড়াইয়া হাইমার্কেটের নিকট এক অতি জঘন্য রাস্তায় প্রবেশ করিল। সেই রাস্তার একখানি সামান্য গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বৃদ্ধের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইল, এবং তখনি তথা হইতে বণ্ডষ্ট্রীটের দিকে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে ক্লারেণ্ডন হোটেলে উপস্থিত।

"সমস্তই ঠিক হ'য়ে গেছে।" লোকটী তাহার প্রভুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "কুমারী এলিস দাস্তন দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ কোরেছেন!—ধরা পোড়েছে।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে ভৃত্য ভূষনকে ধন্যবাদ দিয়া, কাউন্ট মণ্ডবিলি তৎক্ষণাৎ গসবর্ণষ্ট্রীটে গমন করিলেন, এবং রুষ-দূতকে কহিলেন, "সমস্ত কাজই শেষ হ'য়ে গেছে।"

রুষ-দূত অবিচলিত ভাবে উত্তর করিলেন. "তা আমি জানি।" এই বলিয়া একটী কাগজের পুলিন্দা লইয়া কহিলেন, "এই পুলিন্দা একটী স্ত্রীলোক দিয়ে গেছে। এখনো খোলা হয় নাই। আপনার অপেক্ষা!

পুলিন্দা খুলিয়া রুষ-দূত কহিলেন, "এ সব সই সরলভাবে করে নাই।"

"না করারই কথা। তারা প্রত্যেকেই এক এক জন নামজাদা লোক। প্রত্যেক কাজেই একটা না একটা মতলব লেগেই আছে। আমি এই সব দস্যুর সন্ধান দিচ্ছি বোলে আমাকে যেন সেই দলের বোলে মনে কোর্ব্বেন না।" মণ্ডবিলি হাসিলেন। রুষ-দূতের মুখে সে হাসির প্রতিধ্বনি হইল।

পুলিন্দার উপরে শীরোনাম ছিল না। রুষ-দূত দেখিলেন, পুলিন্দার মধ্যে একখানি পত্র ও হাজার টাকার একখানি ব্যাঙ্ক নোট। পত্রাদি পাঠ শেষ হইলে মণ্ডবিলি হাসিয়া কহিলেন "তবে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

"যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট একাজের অনুষ্ঠানকারীকে যথেষ্ট পুরস্কৃত কোর্ত্তে চান। আপনি——"

"ক্ষমা করুন।" কাউন্ট মণ্ডবিলি বাধা দিয়া কহিলেন "ক্ষমা করুন।

এখন নয়। আগে আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য শেষ হোক, তার পর পুরস্কারের কথা। আরও একটা কার্য্য অবশিষ্ঠ। আপনাকে একখানি পত্র লিখ্‌তে হবে। যা লিখবেন, তা আমিই বোল্‌বো।”

রুষ-দূত মণ্ডবিলির কথামত পত্র লিখিলেন। মণ্ডবিলি পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে কহিলেন “শীরোনাম লিখুন,—মনস্যুর বোরেল। নং——— গ্রাণবী ষ্ট্রীট, ওয়াটারলু রোড, লামবেথ।—এখনি পত্রখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন।” তৎক্ষণাৎ কার্য্য শেষ হইল। মণ্ডবিলি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এখন চলুন পাঠক, গ্রাণবী ষ্ট্রীটের এক অতি প্রাচীন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি। বাড়ীটী অতি পুরাতন। কার্ণিষফাটা, বালি চুণ খসা, ঘুণে ধরা কড়ি বরগা, ভাঙা জানেলা,—সবই পুরাতন, দরজার সম্মুখ ভাগ লোহার পাত দিয়া মোড়া। ঘরের মধ্যে রাশি রাশি আবর্জ্জনা।—স্থানে স্থানে গুপ্তঘরেরও অভাব নাই। বাড়ীটী দেখিলেই বোধ হয়,—অনেক ভয়ানক ভয়ানক কার্য্যের কার্য্যক্ষেত্র রূপেই এই বাড়ীটী প্রতিষ্ঠিত। সেই বাড়ীটীর অধিকারিণী দুইটী বৃদ্ধা।—বাড়ীর অধিকাংশ, বৃদ্ধারা ভাড়া দিয়াছে। তাহার সেই সমস্ত ঘরে নানাদেশের নানালোকের আমদানী হয়,—বৃদ্ধা তাহার কোন সন্ধানই রাখে না। নিয়মিত ভাড়া পায়, এই মাত্র সম্বন্ধ।

একটী সুদৃঢ় গৃহমধ্যে একটী মাত্র লোক প্রবেশ করিল। তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তাহার শরীরের লাবণ্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বয়সে তাহার দেহের অবস্থা ভালই ছিল। লোকটী এক খানি ত্রিপদ বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া মৃত্তিকার নলে তামাক খাইতেছেন। ধুমপান সমাধা করিয়া মদ্য পানে মনোনিবেশ করিলেন। অকস্মাৎ ঘণ্টা ধ্বনি হইল। তখনি দ্রুতপদে দ্বার খুলিয়া একটী মূল্যবান্ পরিচ্ছদ-ধারী ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিল, আগন্তুক—মণ্ডবিলি।

মণ্ডবিলি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন “আজ বুঝি তোমাদের সভার অধিবেশন? তবে তাঁরা না আস্‌তে আস্‌তে আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দাও।”

বিস্মিত হইয়া আইবান যাদুস্কী কহিল, “মণ্ডবিলি! তুমি আমার জন্য কি গোপনীয় সংবাদ এনেছ?”

“কোন গুপ্ত সংবাদ নয়। তুমি জান, আমি এখন বড় বড় লোকের

সঙ্গে সর্ব্বদা থাকি। গ্রাণ্ড ডিউকের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়। বড় ভালবাসেন তিনি! আমি তোমার কথা বোলেছি। তিনি নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চান। তোমাকে তিনি অব্যাহতি দিয়েছেন। তিনি কিছু বোল্‌বেন না। কেবল তিনি কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর্ব্বেন মাত্র। কোন ভয় নাই তোমার! সচ্ছন্দে তুমি দেখা কোত্তে পার, হয় ত তোমার এতে ভাল হলেও হতে পারে?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া যাদুস্কী উত্তর করিল "যাব। দেখা করায় আমার অমত নয়। ওটারলু সেতুর নিকটে রাত সাড়ে ১১টার সময় দেখা হবে।"

"কালই তবে ঠিক?"

"কালই?—না। কাল হবে না।—আমার অন্য কাজ আছে। আজ ১লা জুন। ৪ঠা জুন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ হবে।"

সম্মতি জানাইয়া মণ্ডবিলি বলিলেন "কোন ভয় নাই তোমার। যদি কোন বিপদ হয়, সে সংবাদও দিয়ে তোমাকে সতর্ক কোরে দেব। ডিউক বাহাদুর সত্য রক্ষায় কাতর হবেন না।"

"যদি তিনি কোন অত্যাচার করেন, তবে?" যাদুস্কী সন্দেহ-জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "যদি অত্যাচার হয়, তবে জেনেরেখো নিশ্চয়ই তোমাকে আমি গুলি কোর্ব্বো।"

"তাতে আমি ক্ষতি বোধ——————"

"চুপ চুপ!" এই বলিয়া দ্রুতপদে যাদুস্কী দ্বার খুলিয়া দিলেন। একটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। যাদুস্কী কহিলেন "এখন কেবল বোরেল এলেই আমাদের সংখ্যা পূর্ণ হয়।" কেবল এই কথা মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে, এমন সময় আবার দ্বারে ঘণ্টা ধ্বনি হইল। একখানি পত্র হস্তে বোরেল উপস্থিত হইলেন। তিনি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এখানি আমারই পত্র। সভার নিয়মানুসারে আমি এখনো ইহা খুলি নাই।"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "এখনি পত্র খোলা হোক।" মণ্ডবিলি যেন উপযাচক হইয়া কহিলেন "এ প্রস্তাবে আমারও যথেষ্ঠ সহানুভূতি আছে!"

পত্র উন্মোচিত হইল। নিম্নে নাম স্বাক্ষর আছে। "ফরাসী-দূত।" সকলের মুখে বিস্মিতির সহিত প্রতিধ্বনিত হইল "ফরাসী দূত?"

"হাঁ। ফরাসী-দূত।" বোরেল চমকিত হইয়া কহিলেন "হাঁ। ফরসী-দূত। পত্রখানিও তাঁরই লেখা। সকলে মনোযোগ দিয়া শুনো।" বোরেল পত্র-পাঠ করিতে লাগিলেন,—

ফ্রেঞ্চ-দৌত্য-কার্য্যালয়।—১লা জুন ১৮৪৭।

যে সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীগণ তোমাদের এই ভয়ানক সভার সভ্য, তাহাদিগের সম্মুখেই এই আদেশলিপি প্রেরিত হইতেছে। তোমাদিগের ঘোরতর ষড়যন্ত্রকাহিনী ফরাসী দূতের অবিদিত নাই। বিচারক, শান্তি-রক্ষকও ইংরাজ—আইনের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া তোমরা যে নির্ব্বিবাদে অভিষ্ট সাধন করিতেছ, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রাজবিদ্রোহী কাল´ পেটন´ফ,—পূর্ব্বে ওয়ার্স´ার একজন মণিকার ছিল,—ফরাসী সৈন্যের দলে সেনাপতি আইবান যাহুস্কী ও ত্রিস্তান বোরলে, এর আলজিরিয়ার বিখ্যাত নিষ্ঠুরতার ভাণ্ডারী ছিল, হিপেলাইট মণ্ডবিলি, যাহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজ রাজত্বে অবিদিত নাই, হেনরি পকার্ড, যে লায়নের একজন চিকিৎসক ছিল, দুষ্কার্য্যের ফল ভোগের ভয়ে এখন পলাতক, লুব্রিস কাইলেজ মার্স´লিসের দেউলে বণিক, এই সমস্ত বদমায়েস ও ইহাদিগের দলবলের সম্মুখে এই আদেশলিপি পঠিত হইবে, তখন তাহাদিগের জানা উচিত যে, সেই সমস্ত দুস্কার্য্যের শেষসীমার আর অধিক বিলম্ব নাই। তাহারা এখনো উপস্থিত হইয়া যদি দুষ্কার্য্যসমূহ স্বীকার করে, তবে এখনো মুক্তির সম্ভাবনা আছে।

সহি

ফরাসী—দূত।

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া বোরাল বড়ই ভীত হইলেন। সঙ্গীগণের সকলেরই মুখ শুকাইল। সকলেই আপন আপন নির্দ্দোষীতার প্রমাণ প্রয়োগে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল। বোরাল কহিলেন "আমি আল-জিরিয়াদলের ত প্রধান ছিলাম না।"

সকলের দৃষ্টিই মণ্ডবিলির উপর পড়িল। তিনিই যে এই সমস্ত ফরাসী দূতের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন, এই সন্দেহই সকলের মনে উদ্ভূত হইল। কাল´ পেটর্নফ কহিল "এ সংবাদ তুমিই প্রকাশ কোরেছ?"

"আমি এখন বিদায় চাই, কোন কথার উত্তর দেওয়া আমার ইচ্ছার বহিভূ´ত।"

"যাও।" জলদগম্ভীর স্বরে বোরাল কহিল "যাও, এখনি চলে যাও।"

মণ্ডবিলি অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। তখন পরস্পরের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল। সকলেরই বিশ্বাস, যাহুস্কীই এই সমস্ত রহস্য প্রকাশের মূল।

পেটর্নফ দৃঢ়তার সহিত কহিল "এ কাজ তোমার। যাহুস্কী, তুমিই এ সব কথা প্রকাশ কোরেছ। "তুমি বিশ্বাসঘাতক।"

"বিশ্বাসঘাতক!" যাহুস্কী উত্তেজিত স্বরে কহিল, "আমি বিশ্বাসঘাতক?"

পেটর্ণফ্ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আরক্ত নয়নে কহিল "তুমি। তুমিই বিশ্বাসঘাতক।"

"মিথ্যাবাদী!—ঘোরতর মিথ্যাবাদী, এ তবে তোমার কাজ।" আই বানও রাগে রাগে এ কথাগুলি বলিল।

"আমি? আমি মিথ্যাবাদী?" পেটর্ণফ্ ক্রোধে অধির হইয়া টেবিল হইতে ছুরী লইয়া যাহুস্কীর বক্ষে অমূল বিদ্ধ করিয়া দিল!

কাইলিজ বিস্মিত হইয়া কহিল "পেটর্ণফ্! তুমি খুন কোল্লে?"

"বেশ কোরেছি।" নিষ্ঠুর অসংকুচিত হৃদয়ে কহিল "বেশ কোরেছি বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হয়েছে। আমাদের সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছি বেশ কাজ হয়েছে।"

"এই যে বিশ্বাসঘাতক, তার সম্পূর্ণ প্রমাণ ত পাওয়া যায় নাই।" দুঃখি হৃদয়ে বোরাল কহিলেন "কাজটা ভাল হয় নাই।"

কাইলিজ গম্ভীর ভাবে কহিলেন "যা হবার, তা ত হয়েই গেছে। এখ লাস সরাবার উপায়?"

"এর আগে আর একটী কাজ চাই।" বোরাল বিজ্ঞতা জানাইয়া কহিলে "আর এক কাজ চাই। সকলেই প্রতিজ্ঞা কর, প্রাণান্তেও এ কথা প্রকা কোর্ব্বে না।"

সকলেই যথাশাস্ত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সকলেই বলিল, "একা আমাদেরই করা হয়েছে। আমরা সকলেই এর জন্য দায়ী।"

এই সমস্ত স্থির করিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া শবটী মাটির ভিতরের ঘ রাখিয়া আসিল। গৃহকর্ত্রী যাহাতে জানিতে না পারে, এই জন্য ইহাদে সভাগৃহের চাবি দৃঢ় রূপে বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

"তুমি লো আমার প্রাণের পরাণ
জীবন জুড়ানো হৃদয়-সই।
তোমার বিহনে আঁধার ভুবন
তুমি লো আমার আলোক-মই।"

"You will be mine, mary ?— mine ?"
"Yes ! I am yours !—body and soul !"
"Oh God ! you-have killed him ?"

ভূত ! ভূত ! ভূত !

প্রত্যূষেই প্রাতর্ভোজন সারিয়া মণ্ডবিলি গ্রাণ্ডডিউককে পত্র লিখি-লেন। যাদুস্কী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, ৪ঠা জুন ওয়াটালু-সেতুর নিকটে রাত্রি ১২টার সময় সাক্ষাৎ-কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ সকল সংবাদ পত্রে লেখা হইল। পত্রখানি ডাকে দিয়া তখনি আবার কাউণ্ট ওলনেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গ্রাণ্ডডিউকের সহিত যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, যাদুস্কী তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছে, সে সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিয়া মণ্ডবিলি কহিলেন, "এ সকল কথা প্রকাশ না হয়। গ্রাণ্ড ডিউক এ সকলের যেন বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে না পারেন। কোন কথাপ্রসঙ্গেও 'যেন এর এক বর্ণও প্রকাশ না হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের সভাতেও আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। স্বচক্ষে সব দেখে শুনে আস্‌তে পারেন কিন্তু সেখানেও আপনি কোন কথা কইতে পাবেন না।"

কাউণ্ট ওলনেজ স্বীকৃত হইলেন। মণ্ডবিলিও বিদায় গ্রহণ করিলেন। মণ্ডবিলি বাসায় না গিয়া আর্ডলী প্রাসাদে উপনীত হইলেন। ইয়ং ডচেস্ মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন মণ্ডবিলি উৎফুল্ল হৃদয়ে কহিলেন, "মরি ! প্রিয়তমে !——"

মেরীও উভয় বাহুদ্বারা প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

"হিথোলাইট! তুমি সফলকাম হ'য়েছ? আমার বিশ্বাস,—আমি মনে মনে বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি সফলকাম হয়েছ। কাজেও কি তাই হয়েছে?"

"হাঁ! তুমি ঠিক অনুমানই কোরেছ। আমি সফল মনোরথ হয়েছি। আমি ত বোলেছিলেম, ১লা জুন রাত্রি ৮টার পর হ'তে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না। এবেল লিখেছিলেনও তাই। যেখানে ঐ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা, আমি ঠিক সময়েই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেম। সমস্তই ঠিক কোরে রেখেছিলেম। সব ঠিক হ'য়ে গেছে। তুমি এ জীবনে তাঁর এক গাছি কেশও দেখ্‌তে পাবে না।"

"তবে কি তিনি নাই?" মেরী কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি তাঁকে হত্যা করা হ'য়েছে? তাঁকে কি প্রাণে মারা হ'য়েছে?"

"না না। তা নয়। প্রাণে মারা হয় নাই। স্থানান্তরে পাঠান হ'য়েছে। ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই নাই।"

"তুমি আমাকে অবাক্ কোরেছ। তোমার ক্ষমতা অসাধারণ।" বিস্মিত ও গর্ব্বিত হইয়া মেরী এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন।

মণ্ডবিলি প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া—প্রেমভরে ঘন ঘন মুখচুম্বন করিয়া—আনন্দের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "না প্রিয়তমে? সে গুণ আমার নয়,—সে গুণ তোমার ঐ সুন্দর মুখের। তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যই আমাকে এই সমস্ত কার্য্যে উৎসাহিত কোরেছে। বল প্রিয়তমে তুমি আমার হবে?"

মেরি আনন্দপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন "সে কথা জিজ্ঞাসা করার আর আবশ্যক এখনো কি বুঝ্‌তে বাকি আছে? এখনো সন্দেহ?"

"সন্দেহ"—মণ্ডবিলি কাতরকণ্ঠে কহিলেন "মেরি! প্রিয়তমে! আমি তোমাকে যে ভালবেসেছি, এ জীবনে আর কাকেও আমি তেমন ভালবাসি নাই। আমার বিশ্বাসও ছিল না। তুমি আমার হৃদয়ে এমন স্থায়িভাবে বোসেছ, যে তা আজীবন বিচলিত হবার নয়। আমার সন্দেহ, পাছে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করো। পাছে আমি তোমাকে হারাই।—এই ভয় আমার এখন মৃত্যুভয় চেয়েও অধিক হ'য়েছে।"

মেরী প্রিয়তম মণ্ডবিলিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া—যেন কতই আনন্দে কতই প্রেমভরে মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "না প্রিয়তম! আমার এ ভাল

রামায় তুমি সন্দেহ কোরো না। তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আমাকে যারপরনাই মোহিত কোরেছে। 'তুমি আমার,' এটুকু ভাব্‌তেও আমার অপার আনন্দ।"

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে কাউণ্ট ণ্ডবিলি তখনকার মত প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি ১১টা। আকাশ বেশ পরিষ্কার! আকাশে নক্ষত্রমালা দিব্য দীপ্তি পাইতেছে। স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রান্তজনের শ্রমাপনোদন করিতেছে। আর্ডলীপ্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগের দুইটী বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে কায়া লুকাইয়া গুপ্ত-দ্বার-পথে কাউণ্ট মণ্ডবিলি প্রবেশ করিলেন।—একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহ মধ্যে উপবেশন করিয়া মণ্ডবিলি আশান্বিত হৃদয়ে বসিয়া আছেন।

মেরী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল। মণ্ডবিলি আদরে—প্রেমভরে মেরীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ঘন ঘন মুখ-চুম্বন করিলেন। াহিরে মনুষ্যপদশব্দ মেরীর কর্ণপথে ধ্বনিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে হিলেন "একি! বোধ হয় লবনা এদিকে এসেছিল।" মণ্ডবিলি দৃঢ়ভাবে ার রুদ্ধ হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া উপ-বেশন করিলেন।

ঘন ঘন দ্বারে আঘাত হইল। উভয়েই সবিস্ময়ে ঘরের দিকে চাহি-লেন। বাহির হইতে ভীতি-বিজড়িতকণ্ঠে কে বলিল "মেরি! প্রিয়তমে! ক্ষা কর—রক্ষা কর। দয়াময়ি তুমি—শীঘ্র দরজা খোলো। বিলম্ব ারো না।—আমি তোমাকে এমন কিছু বোলেছি কি? এখনো খুল্‌লে ? আমি মলেম, আমাকে ভূতে ধোরেছে!—ভূত আমার পাছু পাছু সেছে। আমাকে মেরে ফেল্লে! ঐ ঐ! এলো।—রক্ষা কর—রক্ষা কর।" ঃস্বর—তাঁহার শশ্রূ ঠাকুরাণীর।—অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিলেন। কম্পিত দ মণ্ডবিলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। ী কহিলেন "সর্ব্বনাশ! ভয়ানক ভূত! আর কেহ নয়—কুইং-ীন ভূত হ'য়েছে।—আমার ঘাড়ে চেপেছে। সর্ব্বনাশ কেরেছে মার!—আমি আর একটু হ'লেই যেতেম।"

মেরী ধীরভাবে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "শ্রীমতী কুইনলীন কেন ভূত ন। তিনি ত আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন?"

"ভক্তি?—শ্রদ্ধা?" বৃদ্ধা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "আমাকে ভক্তি করে?—ভূতের ভক্তি আমি চাই?—আমিও তবে ভূত?—ভূত হ'য়েছি আমি?"

আবার দ্বারে আঘাত হইল। মণ্ডবিলি দ্বার খুলিয়া দিলেন। শ্রীমতী কুইনলীন আসিয়াছেন। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৃদ্ধাকে ঘরে লইয়া গেলেন। মেরী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন "আপনাকে আমার ঘরে রাখার বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। একটা সামান্য মিথ্যা ভয়ে আপনি অভিভূত হ'য়েছেন, সে ভয়টা চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল করা আমার ইচ্ছা নয়। তাই আপনাকে এখানে রেখে গেলেম। কাল সকালেই আবার আস্‌বো। কোন ভয় নাই আপনার।" মেরী আবার সেই গুপ্তগৃহে—যথায় মণ্ডবিলি অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মণ্ডবিলি বিস্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেরি! ব্যাপারটা কি?"

"কিছু নয়। অতি সামান্য। আমি যখন তোমার অপেক্ষা কোচ্ছিলেম, ঘরে তখন প্রদীপ ছিল। দরজাটা দিই কি না, এইরূপ ভাব্‌ছি, এমন সময় সেই আলোটা দরজা দিয়ে দূরে গাছের উপর আর বাড়ীর কার্ণিশে লাগে। সেই আলোটাকেই ভূত বোলে ভেবে তিনি অতটা কাতর হ'য়েছেন।"

গৃহ মধ্যে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। অন্যান্য কথাবার্ত্তাদির পর মণ্ডবিলি প্রস্থান করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতেই ট্রেণ্ট্‌হাম প্রাসাদে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। শ্রীমতী কুইনলীন খুন হইয়াছেন! তাঁহার মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে! গৃহে রক্তের নদী বহিতেছে! একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে!

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

"কেবা মাতা পিতা, কেবা সখাজন,
কি নাম আমার কোথায় ঘর।
চিনি না জগত, জানি না কাহাকে,
ভাবি না মনেতে আপন পর॥"

রহস্য প্রকাশ—অদ্ভুত ইতিহাস।

রাত্রি দশটা কি এগারটার সময় লামবার্থের একটী অতি জঘন্য আঁকা বাঁকা গলি রাস্তা বহিয়া হেনরী পক্কার্ড চলিয়াছেন। অনেক দূরে গিয়া একটী পুরাতন বালিচুণ খসা বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দরজায় একটী কৃশাঙ্গি ষোড়শীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিলাতের ষোড়শী বালিকা। বালিকা বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। আমরাও বলিব বালিকা। বালিকার নাম হৃস্তিরা।

বালিকা পক্কার্ডকে সম্মুখে দেখিয়া, ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী বিস্ফারিত করিয়া—বিলোল কটাক্ষের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কে? তুমি নাকি?"

পক্কার্ড গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালিকার পৃষ্ঠদেশে গুটিকতক আনন্দের চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাদার গিরিলা ঘরে আছেন কি?"

বালিকা বিষণ্ন বদনে কহিল "ওঁ! তুমি তবে তাঁরই সন্ধানে এসেছ? আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে আস নাই?—আমার আসা——"

বাধা দিয়া পক্কার্ড কহিলেন "না না; তা ভেব না। তোমাকে দেখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে তাঁর সঙ্গে আমার গুটিকতক কথা ছিল। কোথায় তাঁরা?"

"না। তাঁরা বাড়ীতে নাই। বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি একাই আছি। গ্রীলসের ভাইকে তুমি জান কি? তার নাম জাস্‌পার! সে বড় মজা কোরেছে। কাল শ্রীমতী গিরিলা স্বামীর সঙ্গে ক্রস হোটেলে গিয়ে

কতকগুলি জিনিস কিনেরেখে এসেছিলেন। জাস্‌পার সেই সব আন্‌তে গিয়ে—সেই সব বিক্রি কোরে কোথায় চলে গেছে।"

"সে সব কথা যাক। তুমি যাও।—বিলম্ব কোরেই যাব আমি। তোমার কথাই থাক। যাও, টাকা নিয়ে এক বোতল মদ আন। বাকী পয়সা তোমার কাছেই রেখ।"

হস্তিরা যথা সম্মানে পঙ্কার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিল। বাহিরের দরজা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া পঙ্কার্ড অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তখনি একটী বাতি লইয়া রন্ধনশালা দিয়া তল-গৃহে গমন করিলেন। তথাকার কি কি কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন। হস্তিরা ফিরিয়া আসিল। দুইজনে মদের স্রোতে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

পঙ্কার্ড ভালবাসামাখা কথায় হস্তিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হস্তিরা! অতি ভালমানুষ তুমি। তোমার যেমন চেহারা—মনটী ও তেমনি, নামটীও তাই। স্বভাব ত মধুময় আছেই। তোমার পূর্ব্ব কথা শুন্‌তে আমার বড়ই বাসনা। তুমি আমাকে যেমন ভালবাস, তাতে অবশ্যই আমার বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বে। কেমন?"

"নিশ্চয়।" হস্তিরা মদে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার জীবনের যে সমস্ত ইতিহাস সে এতদিন অতি সন্তর্পণে গোপনে রাখিয়াছিল, আজ মদের মত্ততায় তাহা প্রকাশ করিতে বসিল। উৎফুল্ল হইয়া কহিল "নিশ্চয়। তুমি যখন আমাকে ভালবাস, তখন তোমাকে আমার মনের কথা বলা চাই। না বোল্‌লে অভদ্রতা হয়। কেমন? ঠিক ত? শোন। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও।

আমি আমার জন্মবিবরণ কিছুই জানি না। সাত বৎসর হতে আমি দরিদ্র-আশ্রমে প্রতিপালিত হই। তুমি অবশ্যই জান, যে সব হতভাগ হতভাগিনীর গুপ্তপ্রণয়ের ফলস্বরূপ পুত্রকন্যা প্রসব করে, যে সব দরিদ্র লোক আপনার সন্তানের ভরণ পোষণ কোত্তে না পারে, সেই সব হতভাগা মাতাপিতার দুর্ভাগ্য সন্তানেরা এই দরিদ্র-আশ্রমে আশ্রয় লয়। আমি ৭ বৎসর হতে সেইখানেই ছিলেম. আশ্রমের অধ্যক্ষেরা যত্ন কোরে সকলকে লেখাপড়া, সূচিকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, এসব এদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমিও শিখেছিলেম। আমার চেয়ে তিন চার বৎসরের বড়

রবিন্‌সন নামে একজন দরিদ্রবালক, আমাদের একসঙ্গে ছিল। জানি না প্রাণের কি স্বভাব, আমি তারে ভালবেসেছিলেম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ। রবিন্‌সনও বড় ভালছেলে ছিল। তার সততা দেখে, তার চতুরতায় মোহিত হয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ, তাকে আপন সহকারী কোরেছিলেন। এক দণ্ড আমি রবিন্‌সনকে না দেখে থাক্‌তে পাত্তেম না। এক দিন আমরা দুজনে বসে কোন গুপ্ত কথার কথোপকথন কচ্চি, এমন সময়ে অধ্যক্ষ এলেন, সবই গোলমাল হয়ে গেল। বুঝ্‌লেম, আর এখানে সুখ নাই। শুভদিনে দুজনে পালিয়ে গেলেম। তখন আমাদের সম্বল কেবল মাত্র ৩০ টী টাকা। সহরে এলেম, মনে কোরেছিলেম, রবিন্‌সন শিক্ষকতা কোর্ব্বেন, আমি শিল্পকার্য্য কি সূচির কার্য্য কোরে প্রচুর টাকা পাব। দুজনে আজীবন মনের সুখে কাটাতে পার্ব্বো। এই সাহসেই পালিয়ে এলেম। সম্বলের প্রায় অর্দ্ধাংশ আমাদের পোষাক কিনতে গেল। সহরে বাসা নিলেম। রবিনসন ঘুরে ঘুরে সারা হয়ে গেলেন, একটী ছাত্রও জোগাড় কোত্তে পাল্লেন না। আমারও কিছু হোলো না। প্রথম সপ্তাহ গেল, দ্বিতীয় সপ্তাহে আহার পর্য্যন্ত বন্ধ। আমাদের এই রকম অনাহার ব্রতের ঝাঁক যমক দেখে গৃহস্বামিনী ভাড়ার জন্য বড় বিরক্ত আরম্ভ কোল্লেন। আমরা সেখান হতে সোরে দাঁড়াবার চেষ্টা পেলেম, কিন্তু হলো না। বিপদ দেখে দুজন দুদিকে দাঁড়ালেম। চির দিন ত আর মনের গতি এক ভাবে থাকে না। আমি আপনার সুবিধা কোরে নিলেম, টাকা পেলেম, তখন মনে হলো! হায় সে আমার এখন কোথায়? কিন্তু সে চিন্তার তখন অধিক অবসর ছিল না। কিছু দিন এই রকম কোরেই কেটে গেল। এক দিন শুনলেম, রবিন্সন ষ্টেশনে জাল নামে পরিচয় দিয়ে কি চুরী কোরেছে। ধরা পোড়েছে। পুলিশের হাতে উত্তম মধ্যম হয়েছে! আবার বিচার আছে। বিচারের সময় আদালতে গিয়েছিলেম। রবিন্সন আপনার পক্ষ সমর্থন কোর্‌বার জন্যে কথাও কইলেন না। বিচারক চারমাস মেয়াদ দিলেন। আমি আবার নিউগেটের নিকটে তার সঙ্গে দেখা কোরেছিলেম। সে সময় তার কথা না কইবার কারণও প্রকাশ পেয়েছিল। তার মত যে, আমাদের এসম্বন্ধের যে কোন গুপ্ত কথা যত অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। কারণ; কালে আমরা যে আমাদের বন্ধুবান্ধব, মাতাপিতা কি আত্মীয়স্বজন পাব না, তা কে বোলতে পারে? এই কথাতে আমিও এ

পর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই। তুমি আমাকে যারপরনাই ভালবেসেছ কি না? তাই এ সব কথা তোমার কাছে প্রকাশ কোল্লেম। সাবধান! প্রকাশ কোরো না।"

বহির্দ্বারে শব্দ হইল। হস্তিরা দ্রুতপদে দ্বার খুলিয়া দিলেন। গ্রীলস্ ও শ্রীমতী গিরিলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হস্তিরা সংবাদ দিল, পঞ্চাড তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। গ্রীলস্ পঞ্চাডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোপনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য দুজনে অন্য গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

"Hark! is his heart open?
Yes! his mouth too——"

"হর্ষ, গর্ব্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরকর্ম্ম দয়াধর্ম্ম, সকলই কালের অধীন।"

সব ঠিক ত?—বড় শক্ত কাজ।

শ্রীমতী গিরিলা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেন। পঞ্চাড সসম্মানে একপাত্র মদ্য তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। গিরিলা পঞ্চাডের সম্মান অবহেলা করিলেন না। উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র মদ্যপান করিয়া কহিলেন, "অবশ্য কোন গুপ্তকথা আছে?"

"বিশেষ কথা আছে। যে সব কথায় আমাদের জীবন মরণের সম্বন্ধ, সেই সমস্ত কথা আছে। গোপনে বলা চাই। আপনি হস্তিরাকে তফাৎ করুন।" পঞ্চাডের কথামত কার্য্য হইল। গ্রীলস্ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথা আরম্ভ হইল।

পঞ্চাড কহিলেন "বিশেষ আবশ্যক। কাল একটা খুন হ'য়ে গেছে। ঘরাও বিবাদে খুন!—সে লাশ নিয়ে আমরা বিষম বিপদে পোড়েছি। তুমি সাহায্য না কোল্লে আর উপায় নাই!"

"কি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে? কত টাকা?—বড় শক্ত কাজ।-

প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে, হয়ত এই সূত্রে আমার জীবনও যেতে পারে। এমন কাজ করা—কম টাকায় কি কোরে হবে?"

"দুশটাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। সেও ত বড় সামান্য নয়? কাজটা গুরুতর, কিন্তু তোমার পক্ষে ত নয়? তোমার এ কাজটা সামান্য বোলেই বিবেচনা করা উচিত।"

"আমার একটী জানা লোক তোমাদের দলে আছে। নামটী ঠিক আমার মনে নাই। কি ভাল,—আইবান—বেশ নামটী তার।—হাঁ হাঁ। আইবান যাদুস্কী,—চেন তাকে?"

"সেই ত খুন হ'য়েছে" বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পঞ্চার্ড কহিল "সেই আইবান যাদুস্কীই ত খুন হ'য়েছে।"

"যাদুস্কী?—যাদুস্কী খুন হ'য়েছে? যাক, সে কথায় আর কাজ নাই। যে গেছে সে ত গেছেই। তার কথা আর কেন? এখন টাকার কথা বল। আর কিছু দাওগে যাও! সাবধানে কাজ শেষ হবে। জনপ্রাণীও জান্‌তে পারে না। আর কিছু দাও।" গ্রীলস্ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলেন, কোন ফল হইল না। গ্রীলস্ অগত্যা প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন "কোথায় লাশ আছে?"

"আমাদের আড্ডায়। গ্রীনবি ষ্ট্রীটের আড্ডায়। সেই বাড়ী দুজন স্ত্রীলোকের। তাদের বাড়ীই আমরা ভাড়া নিয়েছি। তাদের রান্নাঘরের পাশে মাটীর নীচে এক ঘর আছে। সেই ঘরের মধ্যে লাশ আছে! বাড়ীর গৃহিণীর নাম মরফিয়া। ভারি চটা লোক। তার চোকে ধুলা দিয়ে কাজ হাত করা চাই।"

"বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার কোন গুপ্ত পথ আছে কি? গোপন ভাবে লাশ বার করার পথ আছে ত?" আগ্রহ দৃষ্টিতে গ্রীলস্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আছে।" পঞ্চার্ডও আগ্রহ সহকারে কহিলেন "আছে, বেশ সুবিধা আছে। গুপ্ত দ্বার দিয়ে বেশ বেরিয়ে যাবার পথ আছে।"

"তবে সেই ঠিক। আমার এক গাড়ীবান বন্ধু আছে, তারই গাড়ীতে নিয়ে যাব। সে বেশ বিশ্বাসী। প্রকাশ হবার কোন ভয় নাই। তাকে যা দিতে হবে সেইটেই তুমি দিও। এ টাকা হতে যেন আর না দিতে হয়।"

পঞ্চার্ড সম্মত হইলেন। তখনি পকেট হইতে দশটী টাকা গ্রীলসের

হস্তে দিয়া বলিলেন "এ টাকা তোমার গাড়ীবানকে দিও। আমি তবে বিদায় হই। তোমার জন্যে আমি যথাস্থানে অপেক্ষায় থাকবো।" পঞ্চাড´ বিদায় হইলেন।

১টা বাজিতে কুড়ী মিনিট বাকী থাকিতে পঞ্চাড´ গ্রীনবি ষ্ট্রীটের আড্ডায় পৌঁছিলেন। পঞ্চাড´ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই একটী স্ত্রীলোক কোন বিশেষ কারণে দ্বার উন্মোচন করিলেন। সম্মুখে পঞ্চাড´কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে? পঞ্চাড´! তোমার জন্মে একজন লোক অপেক্ষা কোচ্চে। ভিতরে এস। আমি দরজা বন্ধ করি। বাইরে ত অন্য কোন কাজ নাই? রন্ধনশালার দরজাও বন্ধ করা হবে। কেমন?"

সম্মতি জানাইয়া পঞ্চাড´ কহিল "সেই ভাল। তুমি আর কেন? অপেক্ষা কোর্ব্বের দরকার কি তাতে? যাও, শোওগে।"

সরফিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। পঞ্চাড´ আড্ডা ঘরে প্রবেশ করিলেন। কাল´ পেটর্নফ্ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গৃহ প্রবেশ মাত্রেই উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সব ঠিক ত?"

"হাঁ। রাত ঠিক একটার সময় কাজ আরম্ভ হবে। চল, আমরা সব ঠিক ঠাক কোরে রাখি।" দুজনে পশ্চাৎদ্বার উন্মোচন করিয়া যে স্থানে শব ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখনো অভাগা যাদুস্কীর বক্ষঃস্থলে শানিত ছুরিকা আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে। পেটর্নফ্ ছুরিখানি তুলিয়া লইয়া পরিস্কার করিল। তখন শবের বক্ষস্থল হইতে শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পেটর্নফ্ যাদুস্কীর পকেটে একখানি পকেট বুক আর কয়েকটী টাকা পাইল। টাকা কয়েকটী উৎসুক ভাবে নিজের পকেটে রাখিয়া পেটর্নফ্ কহিল "এই ছুরি, পকেট বুক আর চাবিগুলি আমি ওয়াটাল্লু ব্রিজের নিচে ফেলে দিব।" পরিশেষে পঞ্চাডে´র উপদেশমতে ছুরিখানি টেবিলের উপর রক্ষিত হইল।

একটী থলের মধ্যে শবটী পুরিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা বদ্ধ করা হইল। পঞ্চাড´ পশ্চাৎদ্বারে গ্রীলসের আগমন প্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিতে দেখিতে গুপ্তদ্বারের সম্মুখে গ্রীল্সের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চাড´ শবপূর্ণ থলেটী গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। কার্য্য সমাধা করিয়া পঞ্চাড´ গ্রীল্সের বাড়ীর দিকে চলিলেন এবং কাল´ পেটর্নফ্ ওয়াটারলু ব্রিজের দিকে চলিলেন।

শ্রীমতী গিরিলা তাঁহার স্বামীর আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ঘন ঘন পথের দিকে চাহিতেছেন। ফটকের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া লাগিল। গ্রীনবি ষ্ট্রীট হইতে গ্রীলসের বাড়ী বড় বেশী হইলেও দশ মিনিটের পথ. কিন্তু গ্রীলস্ সে পথ দিয়া আসেন নাই। ইচ্ছা করিয়া তিনি অন্য বাঁকা পথে আসিয়াছেন। সেই জন্যই এত বিলম্ব। শ্রীমতী গিরিলা দীপ হস্তে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তখন তাঁহার গাড়ী আস্তাবলে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। থলেটী তখন বাহিরের প্রাঙ্গনে নামাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া এই দুষ্ক্রিয়াশক্ত দম্পতি থলেটীকে ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। উভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া— থলেটী সাবধানে রাখিলেন।

হস্তিরা চেতন ছিল। পঞ্চার্ডের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই পরামর্শে কোন গূঢ়-রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। সেই সমস্ত রহস্য জানিবার জন্য হস্তিরা তখনি জাগিয়া ছিল! হস্তিরার এ জাগরণে অবশ্যই স্বার্থ আছে। হস্তিরা পঞ্চার্ডকে ভাল বাসিয়াছে। তাহার এই ভয়, পাছে সে অন্য কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে, এই বাড়ীর কর্ত্তাগৃহিণীর পরামর্শে এই বাড়ীতেই পাছে অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত পঞ্চার্ডের প্রণয় সংঘটিত হয়, এই ভয়েই সে বড় ভীত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই তাহার এ অনুসন্ধান।

পঞ্চার্ড প্রবেশ করিল। মুখে এখনো ভয়ের কালিমা ঘুচে নাই। কাতর স্বরে কহিল "বাইরে একখানি টাঙ্গি পোড়ে আছে, তোমরাই কি তা ফেলেছ?"

"টাঙ্গি? বাইরে?" গ্রীলস দৌড়িয়া টাঙ্গি খানি কুড়াইয়া আনিলেন। বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে আরও দেখিলেন, একখানি ভগ্ন কাষ্ঠাসনও তথায় পড়িয়া রহিয়াছে।

বহু তর্কবিতর্কের পর টাঙ্গি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইল,—হয় ত কেহ ফেলিয়া গিয়া থাকিবে। পরিশেষে গ্রীলস থলে হইতে শব বাহির করিলেন। দ্বারের অপর দিকে শবটীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া বসাইয়া রাখিলেন। এই সময় সভয়ে—সন্দেহে দ্বারপার্শ্বে একখানি ভীতিবিহ্বল মুখ দেখা গেল! এ মুখ হস্তিরার। হস্তিরা ভীতিবিহ্বল হইয়া এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিতেছেন। যেন তাঁহার জ্ঞান নাই। অনেক পরে চৈতন্য লাভ করিয়া হস্তিরা তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে শবের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি গ্রীলসের প্রতি পতিত হইল। উভয়েরই দৃষ্টি বিনিময় হইল। ভয় পাইয়া হস্তিরা আপনঘরে চলিয়া গেল। আপন শয্যায় শয়ন করিয়া এই আকস্মিক বিপদের,—এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের ভীষণ পরিণামফল ভাবিতে লাগিল।

ষোড়শ তরঙ্গ।

"I was mad but for a moment! It is all too true!—the Poor woman is murdered! murdered in her bed."

হত্যা! হত্যা! হত্যা!

এখন আর্ডালী প্রাসাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রাসাদের এক অংশে ইয়ং ডচেস্ ও অপর অংশে বৃদ্ধা দৌষর-ডচেস্ ও তাঁহার সহচরী শ্রীমতী কুইনলীন্ বাস করিতেন। এই উভয় অংশই তুল্যরূপে সজ্জিত। একটী বসিবার ঘর, একটী ভোজনাগার, একটী পরিচ্ছদাগার এবং একটী শয়নগৃহ প্রত্যেক অংশেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরিচ্ছদাগারের নীচের ঘরে দাসদাসীদিগের থাকিবার স্থান। এ প্রাসাদের অপর অংশ ডিউকের ভ্রাতাভগ্নি এবং দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বগণ বাস করেন। রেভারেণ্ড ফণ্ডসাইন বালকগণের এবং শ্রীমতী ভুলী বালিকাগণের শিক্ষা ও রক্ষার ভার পাইয়াছেন। ডিউকের তিনটী ভ্রাতা এবং ইমা ও জেনা নামে দুইটী ভগ্নি। ইহা ভিন্ন দাসদাসীর সংখ্যা অনেকগুলি।

শ্রীমতী কুইনলীন্ শীতকালে ৮টা ও গ্রীষ্মকালে ৭ টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন। সেই জন্য পরিচ্ছদাগারের সম্মুখদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে। প্রত্যুষে দাসদাসীরা সেই দরজা দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে এবং আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া যায়। এখন গ্রীষ্মকাল। কুইন্‌লীনের যে পরিচ্ছদাগারের দ্বার উন্মুক্ত থাকে, সেই দ্বারের নিম্নে একজন দাসী প্রত্যুষে একখানি রক্তমাখা তোয়ালে দেখিতে পায়। তখনি সেখানি আর একজনকে দেখাইল। বুদ্ধিমতী প্রধানা দাসী বলিল "হ

কাহার নাশারোগ ছিল। তোয়ালে রক্তমাখাও সেই জন্য।" একথা কিন্তু সকলের বিশ্বাস হইল না। লবনা তাড়াতাড়ি ডচেসের গৃহের ঘণ্টা ধ্বনি করিলেন। আকস্মিক ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণে ডচেসের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "লবনা! হয়েছে কি! ব্যাপার কি?

"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

অধিকতর আগ্রহ সহকারে ডচেস্ কহিলেন "লবনা! বল বল, বিলম্ব কোরনা, স্পষ্ট বল, কি হয়েছে?"

রুদ্ধকণ্ঠে লবনা উত্তর করিল "শ্রীমতী কুইনলীন খুন হয়েছেন!"

"খুন?" গৃহদ্বার খুলিয়া ডচেস বাহিরে আসিলেন। বিস্ময়ে—ভয়ে আত্মহারা হইয়া কহিলেন "খুন! খুন হয়েছেন? দোষর-ডচেস! তিনি কোথায়?"

"তিনিও সেই ঘরে। এখনো তাঁর ঘুম ভাঙে নাই। এখনো তিনি ঘুমিয়ে আছেন।—অকাতরেই ঘুমুচ্চেন।"

"ঘুমুচ্চেন? চল, চল লবনা! বিলম্ব কোরনা।" ডচেস দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পালঙ্কের নিম্নদিয়া রক্তের স্রোত চলিয়াছে। বক্ষঃস্থলে তখনো ছুরিকাখানি বিদ্ধ রহিয়াছে, বর্ণ সম্পূর্ণ শ্বেত—রক্তের সম্পর্ক মাত্রও নাই। এদৃশ্য দর্শনে ডচেসের প্রাণ উড়িয়া গেল। গৃহমধ্যে রোদনের রোল উঠিল। কুইনলীন সকলেরই প্রিয় ছিলেন, তাঁহারই এই দুরবস্থা দর্শনে সকলের হৃদয়েই আঘাত লাগিল।

ডচেস তখনি লবনাকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও লবনা! এখনি একজন ডাক্তার ডাকাও। এখনো হয়ত জীবন আছে। এখনো চেষ্টা ক'ল্লে হয় ত বাঁচলেও বাঁচ্‌তে পারেন।"

"আর এখন ডাক্তার ডাকা অনর্থক। জীবন নাই।" দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত লবনা এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন।

ডচেস্ বলিলেন "ঘর বন্ধ কর। বেশী গোল কোরো না। ঠিক যে অবস্থায় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটেছে, ঠিক সেই ভাবে রাখ। বেরিয়ে যাও সব। এক জন লোক পুলিসে সংবাদ দিক, এক জন ডিউককে সংবাদ দিক, একজন ডাক্তারও যেন আনা হয়। লবনা! এই বন্দোবস্ত

এখনি কর   ডিউক বহুদিন হইতে ডচেসের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতেছেন।

তখনি লোক পাঠান হইল। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ডচেস্ পুনরায় আপনার ঘরে গমন করিলেন।

ডচেস, দৌষর-ডচেস্‌কে এই ভয়ানক ঘর হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। বৃদ্ধার দৃঢ় বিশ্বাস, কুইনলীনকে ভূতে মারিয়াছে। তিনি এই সম্বন্ধে এমন প্রবল তর্ক তুলিয়াছেন যে, তাহার সম্মুখে অন্যের শত শত যুক্তি ভাসিয়া যাইতেছে। ডচেস্ আপন ঘরে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সহিত লবনার সাক্ষাৎ হইল। ডচেস্ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দৌষর-ডচেস্ এখন কোথায়? এখন তিনি কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন, কোন চিন্তা নাই।" লবনার ইহাই উত্তর।

"এই আকস্মিক ঘটনার কোন মূল অনুসন্ধান হয়েছে কি? কোন সন্ধান পাওয়া গেছে কি? দৌষর-ডচেসের হাতে কিঁ পোষাকে রক্তের দাগ নাই ত?"

"না। সে সব কিছুই নাই। সে সব তখনি পরিষ্কার করা হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই দাসীরা রক্তমাখা তোয়ালে কুড়িয়ে পায়।"

"ঠিক কথা।" নির্ভরতা ও বিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে লবনার দিকে চাহিয়া ডচেস্ কহিলেন, "এই কথাই ঠিক।"

দ্বারে আঘাত হইল। লবনা দ্বার খুলিয়া দিলেন। এক জন দাসী সসম্ভ্রমে কহিল "ডাক্তার এসেছেন। পুলিসের সার্জ্জন এসেছেন। আপনি আসুন।"

আস্তেব্যস্তে ডচেস্ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। লবনাকে কহিলেন, "যাও, বৃদ্ধা দৌষর-ডচেসের কাছে যাও, বেশ সাহস দিও, আমি চোল্লেম। হায়! এমন সময় ডিউক নাই! এই ভীষণ বিপদে আমি আজ একাকী!" ডচেসের কাতরতা লবনার হৃদয়ে বাজিল। লবনা কহিলেন "আমি সে অংশ সম্পূর্ণ না পারি, কিয়দংশ পূরণ কোর্ব্বো। আমার দ্বারায় যত টুকু উপকার বা সাহায্য হতে পারে, আমি তা কোর্ব্বোই কোর্ব্বো। আমরা আছি, ভয় কি আপনার? সাহস করুন।—সব মিটে যাবে।"

অকূল সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি একগাছি তৃণ পাইলেও যেমন আনন্দিত

হয়, লবনার এই সহৃদয়তা দেখিয়া ডচেস্ তেমনই আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দিত হইয়া কহিলেন "হাঁ লবনা। আমি তোমাকে জানি। তুমি প্রাণপণে আমার উপকার কোর্ব্বে, এ বিশ্বাস আমার আছে। যাও, আর বিলম্ব কোরো না।" উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন।

প্রবেশ পথেই ডাক্তার ক্রুকস্ ও সার্জ্জন অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই খানেই ডচেস্ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এ ঘটনার যতদূর তিনি এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন ও জানিতে পারিয়াছেন, সে সমুদায় অকপটে প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারকে কহিলেন "আর বিলম্ব কোর্ব্বেন না, চলুন, দেখুন যদি বাঁচাতে পারেন।"

সার্জ্জন সম্মানের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমিও যেতে পারি কি?"

"কোন বাধা নাই। অনায়াসে যেতে পারেন।" উভয়ে যেখানে কুইলীনের শব, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডচেস্ সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া ম্লানমুখে কহিলেন "আর কোন আশা নাই। অনেকক্ষণ মৃত্যু হ'য়েছে। শরীর অত্যন্ত শীতল।"

সার্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাবী কোথায়? বাড়ীর লোকের জবানবন্দীতে প্রকাশ, যে কুইনলীন তাহার সমস্ত চাবী বালিসের নীচে রেখে থাকেন। সে চাবী এখন কোথা?"

"তা।—তা। মহাশয়!—আমি—বিবেচনা করি আত্মহত্যা কোরেছে।"

"কখনই হ'তে পারে না!" ডাক্তারও এই কথায় উত্তর করিলেন, "একেবারেই অসম্ভব।"

"আপনি ক্ষমা কোর্ব্বেন।" ভদ্রতা জানাইয়া সার্জ্জন কহিলেন "ডাক্তার বলেন, যে ভাবে ছুরি বুকের মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, আপন হাতে হলে ততটা গভীর হতে পারে না। আপনি বোধ হয় জানেন, পরিচ্ছদাগারে যাবার দিকের দরজা খোলা ছিল?"

"হতে পারে। হয়ত খোলাই ছিল।" উদাস ভাবে ডচেস উত্তর করিলেন "ঐ রকমই কিছু হবে।"

"চাকরেরা বলে, কোন্ দরজা যে খোলা ছিল, সকালে তা দেখে নাই। কোন জানালাই খোলা ছিল না। এই সব জবানবন্দীতে আমি বিশ্বাস কোরেছি, বাইরের কোন লোক এ খুনের কিছুই জানে

না। আত্মহত্যাও নয়। কুইনলীনকে এই বাড়ীরই কোন লোক খুন কোরেছে।—”

বিস্ময়াপ্লুত নয়নে ডচেস পুলিস সার্জ্জনের দিকে চাহিলেন। সার্জ্জন তাঁহার অপরিসমাপ্ত কথা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।—“অন্য কোন লোকের আসাও অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, এ খুন দৌষর-ডচেসের দ্বারাই হয়েছে। যদিও এবিষয়টী বড় শোচনীয়, তবুও আমি কর্ত্তব্যতার অনুরোধে বোল্‌চি, আমি তাঁকে গেরেপ্তার কোত্তে চাই।”

“কি? গেরেপ্তার?” ভীত হইয়া ডচেস জিজ্ঞাসা করিলেন “গেরেপ্তার কোর্ব্বেন?”

“কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্র। আমার দোষ গ্রহণ কোর্ব্বেন না।” বিনীত ভাবে সার্জ্জন বলিলেন “আমি আর্ডলী-প্রাসাদের সম্মানীত ডিউক বাহাদুরকে নমস্কার কোরে বোল্‌চি, আমি কর্ত্তব্য কার্য্য কোত্তে এসেছি মাত্র।”

“তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজ-আজ্ঞা—রাজবিধির নিকটে সামান্য প্রজা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে কোন প্রভেদ নাই। তবে আমার এক অনুরোধ, যে পর্য্যন্ত ডিউক না আসেন, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।”

সার্জ্জন সসম্মানে কহিলেন “এ প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। তবে আসামীকে নজরবন্দী রাখা আবশ্যক।”

“আমি তার দায়ী রইলেম। তিনি প্রাসাদের এক পাও বাইরে যাবেন না। আপনারা এই স্থানে অপেক্ষা করুন। যখন আবশ্যক হবে, ঘণ্টা-ধ্বনি কোল্লেই আমি সাক্ষাৎ কোর্ব্বো।” সার্জ্জন সম্মত হইলেন। ডচেসও গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

হেরিব না যায় জীবন থাকিতে
সে কেন সমুখে আসে ?
বিরহ আগুণে জ্বালায়ে পুড়ায়ে,
মনের হরষে হাসে ?"

আবার তুমি এসেছ ?

সেই দিনই অপরাহ্নে রেভারেণ্ট কওয়াইল ও শ্রীমতী ভুলী তাঁহাদের প্রিয়তম ছাত্রগণকে এই গভীর শোকের সংবাদ প্রকাশ করিলেন। হত-ভাগিনীর হতভাগ্য সন্তানগণ মাতার এই আকস্মিক বিপদে কাঁদিয়াই আকুল হইল। তাহারা জননীর বর্ত্তমান সময়ের বিপদক্লিষ্ট মলিনবদন খানি একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিবার জন্য, তাঁহাকে জন্মের মত একবার শেষ আলিঙ্গন দিবার জন্য, তাঁহার স্নেহের কুমারকুমারীগণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু তাহাদের সে আশা মিটিল না। শিক্ষক তাহাদিগের এই শেষ সন্দর্শনে বাধা দিলেন।

বেলা প্রায় দুইটার সময় প্রাসাদের গাড়ী-বারান্দায় একখানি গাড়ী আসিয়া লাগিল। এক জন দ্বারবান প্রতি মুহূর্ত্তে ডিউক বাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিল, সে দৌড়াইয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। দেখিল, ডিউক নহেন, অন্য একটী ভদ্র লোক। আগন্তুক কহিলেন "আমি তোমাদের রাণীর পরিচিত বন্ধু। বেকন্সফিল্ডে এই দুর্ঘটনার কথা শুনে দেখ্‌তে এসেছি। এ সময় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, পরামর্শ নেওয়া বিশেষ আবশ্যক। যাও, সংবাদ দাও গে। তুমি যে পর্য্যন্ত না ফিরে এস, সে পর্য্যন্ত আমি এই গাড়ীতেই আছি। যাও, একটু সত্বর হও।"

ভৃত্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল "মাননীয়া রাণী আপনার জন্য তাঁহার পরিচ্ছদাগারে অপেক্ষা

কোচ্চেন।" মণ্ডবিলি যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। মণ্ডবিলিকে দেখিয়াই ঘৃণায়, দুঃখে, অভিমানে ডচেস্ যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ উচ্চারণ করিল "তুমি? মণ্ডবিলি! তুমি এসেছ? কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতে এসেছ? কেন আমাকে জ্বালাতে এলে?"

মণ্ডবিলির সহাস্য বদন বিষণ্ণ হইল। ডচেসের উভয় করতল স্বীয় করতলে পিষ্ট করিয়া কহিলেন "মেরি! আমি তোমাকে জ্বালাতে এসেছি? আমি তোমাকে কষ্ট দিতে এসেছি? কেন মেরী এমন কথা বোল্লে?"

"কেন বোল্লেম? নীচাশয়, বদমায়েস তুমি, তুমি আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চো, কেন বোল্লেম? তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছ। বোসেছ কি, সর্ব্বনাশ কোরেই রেখেছ। এমন শত্রুতা তোমার কি কোরেছি?"

"শত্রুতা?" চমকিত হইয়া মণ্ডবিলি বলিলেন, "শত্রুতা? তুমি আমার শত্রুতা কোর্ব্বে? এ বিশ্বাস আমার? তবে আমার এ জগতে মিত্র কে আছে? মেরি! প্রিয়তমে! এ জগতে তুমিই যে আমার একমাত্র জুড়াবার পাত্র। তুমিই যে আমার সব। মেরি! সে বিশ্বাসে অবিশ্বাস কোরো না। আমার সর্ব্বনাশ কোরো না মেরী।—আমি তোমারই।"

"যে আমার এমন সর্ব্বনাশ কোত্তে পারে, যে আমাকে এমন কোরে বিপদের সাগরে ভাসাতে পারে, সে আমার, একথা ভাব্তেও ভয় হয়। তুমি উপকার কোরেছ, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ, সে কৃতজ্ঞতার পরিচয় আমি বাঁচি, ত পরে দিব, কিন্তু এখন আমি তোমার মুখ দর্শন কোত্তেও চাই না। আমি বিনয় কোরে বোল্‌চি, তুমি প্রস্থান কর।" ক্রোধে বিম্বাধর দংশন করিয়া—গ্রীবা বাঁকাইয়া ডচেস মনের আবেগে এত তিরস্কার করিলেন।

"এমন কি অপরাধ কোরেছি?" বিস্ময়ে—মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া সজল নয়নে মণ্ডবিলি কহিলেন "কোন্ অপরাধে আমার এই তিরস্কার? বিপদ শুনে এলেম, সৎপরামর্শ দিতে এলেম, বিপদ উদ্ধার কোত্তে এলেম, তারই কি এই পুরস্কার?"

"বিপদে উদ্ধার কোত্তে এসেছ তুমি? নিজে বিপদে ফেলে নিজেই উদ্ধার কোত্তে এসেছ? উদ্ধার কোত্তে এসেছ, না আরও শক্ত কোরে বিপদের জালে জড়াতে এসেছ? আমার বিপদ দেখে—অভাগিনীর নয়ন জল দেখে প্রাণ ভোরে বুঝি হাস্তে এসেছ?"

মণ্ডবিলির হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। যাহাকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, হৃদয় সিংহাসনে যাঁহাকে আসন দিয়াছেন, তাঁরই মুখে এই কথা! কাতর স্বরে মণ্ডবিলি কহিলেন "তোমার রোদন দেখে আমি হাসতে এসেছি? মেরি! এই তোমার বিশ্বাস? আর কাজ নাই, যথেষ্ট—যথেষ্ট হয়েছে মেরী! প্রণয়ের প্রতিদান—ভালবাসার পরিণাম আমার অদৃষ্টে চমৎকার সুফল প্রসব কোরেছে। আমি এ ঘটনার মূল?—এই তোমার বিশ্বাস?"

"আমার তাই বিশ্বাস। তুমিই কাল এসেছিলে। তুমি ভিন্ন বাইরের অন্য এক প্রাণীও ছিল না। তুমিই একাজ কোরেছ। এবিপদে ফেল্‌বার মূলই তুমি। যা কোরেছ, বেশ কোরেছ। যাও, বিদায় হও। আর না।" ঘৃণায় ডচেস মুখ ফিরাইলেন।

ব্যথিত যুবক ব্যথিত স্বরে উত্তর করিলেন "যদি তাতেই তুমি সন্তুষ্ট হও, আমি তাই স্বীকার কোচ্চি। তোমাদের সমস্ত বিপদ আমার উপর চাপিয়ে দাও। আমি নিজে স্বীকার কোচ্ছি, আমিই এ কার্য্যের মূল। আমি নিজেই এ কাজ কোরেছি। কিন্তু মেরি! তাতেই কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? বল যদি, তোমার সন্তোষের জন্য আমি একাজেও প্রস্তুত আছি।"

"না। তাতেও আমি সন্তুষ্ট নই। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি আমার জন্য এবিপদের বোঝা বইতে পার। এবেল কিংষ্টনের প্রসাদে সে ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে, কিন্তু হতভাগিনী দৌষর-ডচেসের পরিণাম কি হবে?"

দ্বার উন্মুক্ত হইল। দুইজন পরিচারিকা ও লবনার সঙ্গে দৌষর-ডচেস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৌষর কহিলেন "মেরি! তুমি আমাকে ডেকেছ?"

"হাঁ মা ডেকেছি! অনেক কথা আছে। সকলে বেরিয়ে যাও, নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হবে।" ডচেসের আজ্ঞাক্রমে সকলেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ডচেস তাঁহার শ্বশ্রূর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "মা! এবিষয়ে তোমার ধারণা কি? তুমি এর কিছু জান কি?"

"সব জানি।" উদাস দৃষ্টিতে ডচেসের মুখের দিকে চাহিয়া দৌষর ডচেস কহিলেন "সব জানি। অনর্থক অনুসন্ধান হচ্ছে। কোন ফল

হবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে এক কথায় সব চুকে যেত। মা! এ ভূতের কাজ! কালো কালো, ভয়ানক চেহারা,—বিকট চেহারার সব ভূত! কুইনলীনকে ভূতে মেরেছে। ছুরিখানা তার বুকে একেবারে মরিয়া হয়েই বসিয়ে দিয়েছে। আমি তখন চেতন ছিলেম কি না, সব চোক বুঁজে বুঁজে দেখেছি। ভূতটার চেহারা ভয়ানক বেয়াড়া। সবই বেমানান। ঢের ঢের ভূত দেখেছি, অমনতর বেয়াড়া চেহারার ভূত আমি আর কখন দেখি নাই।" বিভৎস হাস্যের সহিত দৌম্বর-ডচেস তাহার অপূর্ব্ব উপাখ্যান পরিসমাপ্ত করিলেন।

আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী একটী ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দৌম্বর-ডচেস কহিলেন "চিনি।—চিনেছি। উকিল হর্ণবি ইনি। কেমন? ঠিক ত? না না, তা নয়।—করোণার ওয়াট্‌সন। হাঁ।—ঠিক হয়েছে। তিনিই বটে।" শেষের কথাটীই যথার্থ। যথার্থই করোণার ওয়াটসন গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওয়াট্‌সন আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন "ভয়ানক ভয়ানক কার্য্যেই আমাদের আগমন। আপনারা সেজন্য বোধ হয় বিরক্ত হবেন না।"

"না না। তা হবো কেন? আপনার কাজ আপনি অবশ্যই কোর্ব্বেন।" দৌম্বরই এই উত্তর দিলেন। ডচেস দৌম্বরকে স্থানা-ন্তরে পাঠাইয়া নির্জ্জনে করোণারের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

করোণার কহিলেন "আমি সব কথাই শুনেছি। যে ভয়ানক কাজ ঘোটেছে, তার পরিণাম চিন্তা কোরে বস্তুতই আমি দুঃখিত হয়েছি।"

আবার দৌম্বর আসিয়া উপস্থিত। উত্তেজিত স্বরে কহিলেন "মেরি! করোণারের সঙ্গে কিসের এত কথা? আমিই সব বোলছি। আমার অনুপস্থিতিতে কোন কথাই হতে পারে না। আমিই এর সব জানি! আমিই স্বচক্ষে দেখেছি। ভূতেই অভাগিনীকে মেরে ফেলেছে। কালো মেঘের মত ভূত। উঃ! কি ভয়ানক চেহারা!"

"মা! মা! আত্মস্থ হোন্!—"

"না মেরি! তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই বুঝ্‌তে পার না। সত্য

কথা অবশ্যই বোল্‌তে হবে।” উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দৌষর-ডচেস তাঁহার পুত্রবধুকে এই উত্তর দিলেন। তখনি আবার করোণারের দিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন “ভয়ানক ব্যাপার! এর একটা উপায় করা চাই। তা না হলে আমাকেও হয় ত ভূতে মার্ব্বে। মেরি, হার্ব্বার্ট, সকলকেই মেরে ফেল্‌বে। মানুষ-খোর ভূত।”

দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত করোণার কহিলেন “আহা! একেবারেই জ্ঞান নাই। পাগল হয়ে গেছেন।”

দৌষর ক্রমেই উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতেছেন, “বড় ভয় আমার! ভয়ে ভয়েই আমি মরে যাই। আমি তবুও ভূতটাকে বেশ দেখেছি। প্রথমে ঐ কোণে এসে দাঁড়ায়। তার পর ঐ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসে—” বলিতে বলিতে দৌষর জানালার দিকে চলিলেন। জানালায় গিয়া দাঁড়াইতেই—একটা বিকট চীৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিতে একখানি টুলে বাধিয়া উন্মাদিনী পড়িয়া গেলেন। মাথা ফাটিয়া গেল। ডচেস্ তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া ভীতিজড়িতস্বরে কহিলেন “নাই! মারা গেছেন। জীবন নাই।” করোণার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, দাসদাসীতে ঘর পুরিয়া পড়িল। অভাগিনীকে ধরিয়া অন্য ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। চিকিৎসক বাহিরে ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া চিকিৎসা হইতে লাগিল। অভাগিনীর অদৃষ্টে এখনও আরও কত কষ্ট হয় ত বাকী আছে।

করোণারের সম্মুখেই এই ঘটনা সংঘটিত হইল। সদয়হৃদয় করোণার দুঃখিতচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

"ভস্মমাখা জটাজুটমুকুট শীরেতে
ধূর্জ্জটী শ্মশান মাঝে ব্যাঘ্রাজীনে বসি !
সৌন্দর্য্য, অসার গর্ব্ব, খর্ব্ব করিবারে
প্রচণ্ড তাণ্ডব রবে ভীমশিঙ্গা বাজে।'

পাপের পরিণাম !—অনুতাপ—মৃত্যু।

দৌষর-ডচেস রুগ্ন শয্যায় শায়িত। ডাক্তার ক্রুকস্ ও দুই তিন জন দাসী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। অনেক শুশ্রূষায় একটু যেন সুস্থ হইয়াছেন। দাসদাসী ও ডাক্তারকে বিদায় দিয়াছেন। তাই নির্জ্জনে প্রিয়তমা পুত্রবধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। লবনা ডচেসকে লইয়া রুগ্ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ডচেস রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ডাক্তারকে ইচ্ছা কোরে বিদায় দিয়েছ মা ?"

"তাঁদের চেষ্টা বৃথা।" সজলনয়নে দৌষর-ডচেস কহিলেন "তাঁরা আরোগ্য লাভের যে সব চেষ্টা কোরেছিলেন, সে সবই বৃথা। মেরি ! আমি এখন জন্মের মত তোমার কাছে বিদায় প্রার্থনা কোচ্চি। আমি তোমাকে ছেড়ে চোল্লেম।"

ব্যাথিত স্বরে মেরী কহিলেন "না না। ওসব অমঙ্গলের কথা বোলোনা মনেও সে সব কিছু ভেবো না।"

"আমি যা বোলছি, এই ঠিক। আমার শোক তোমাকে অবশ্যই সহ্য কোত্তে হবে। মা!—হার্বার্ট কোথায় ? সে কি শীঘ্রই আসবে।"

'তিনি শীঘ্রই আসবেন। আমি সকালেই তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছি। আবার সংবাদ পাঠাব কি ?

"না না। আর আবশ্যক নাই। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তার আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চি। মাতার অন্তরের আকুল আহ্বান সন্তানের হৃদয়ে প্রতিঘাত করে।—হার্বার্ট এখনি আসবে। মেরি ! আমার মরণই মঙ্গল। আমি

সমস্ত রাত ঘোরতর যাতনা ভোগ কোরেছি। সে যাতনা—সেই ঘোরতর মর্ম্মদাহ, বুঝি মৃত্যু যন্ত্রণা হতে অনেক গুণ অধিক।”

“মা! চুপ কর। ও সব কুকথা মনেও ভেবো না।” আগ্রহ সহকারে ডচেস এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন। মাতার সকাতর কণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইল, “হার্বার্ট! প্রিয়তম! কোথায় তুমি! মৃত্যুকালে একবার দেখা দিলে না?”

আগ্রহের সহিত সজলনয়নে মেরী কহিলেন “এখনি আস্‌বেন। চুপ কর। অমঙ্গল চিন্তা মন হতে মুছে ফেল। সামান্য পীড়া,—ভাল হবে। আবার সুখী হতে পার্ব্বে। অত ভেবো না মা।”

“না মেরী, আমি আর সুখী হব না। এজীবনের সুখ আমার ফুরিয়ে গেছে। সুখের জীবন এখন আমার ভার বোধ হ'য়েছে। আমি উন্মাদ হ'য়েছি। উন্মত্ত হয়ে ভয়ানক কাজ কোরেছি। আমার জীবনে আর শান্তি কোথা? আমার মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। কুইন-লীনের প্রেত আত্মা আমাকে আহ্বান কোচ্চে, প্রেতলোকের মহা ভীষণ হুঙ্কারে আমার কর্ণ বধির, চোকের সামনে প্রেতের নৃত্য, চক্ষু মুদ্রিত কোল্লেও প্রেতের নৃত্য—বিকট—ভীষণতর নৃত্য দেখ্‌ছি। প্রাণ আমার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। আমি আর বাঁচ্‌বো না। বেঁচেও আমার সুখ নাই। এমন দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা—ভীষণ বিভীষিকার মধ্যে পোড়ে আমি বাঁচ্‌বো না। বেঁচেও আমার সুখ হবে না। এই সন্দেহ—ভয়—সঙ্কুচিত ভাব বুকে কোরে আমি কতদিন কাটাতে পার্ব্বো মা? বিদায় দাও, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, আমি যেন পরিত্রাণ পাই।” মর্ম্মদাহে মনস্তাপে অধীর হইয়া দৌষর এই কথা গুলি কহিলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন “মেরি! প্রিয়তমে! আমার সম্মুখে কুইনলীনের ভীষণমুর্ত্তি দণ্ডায়মান! একা কুইনলীন আমার সম্মুখে শত শত বোলে বোধ হচ্চে। ঐ দেখ, কি ভীষণ চেহারা! দাঁত দাঁতে ঘর্ষণ কোচ্ছে—লাল চক্ষুতে চেয়ে কি বোল্‌ছে, বুকে ছুরি! এখনো রক্ত গড়াচ্ছে,—ভীষণ চেহারা! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে!—এ স্বপ্ন।—কিন্তু তবুও আমি প্রকৃতিস্থ হতে পাচ্চি না। কি বোল্‌ছি, কথার আগা গোড়া ঠিক রাখ্‌তে পাচ্চি না। এ যন্ত্রণা হতে মৃত্যুযন্ত্রণা কি সামান্য নয়? আমি মহাপাতকী, আপন হাতে প্রাণীহত্যা কোরেছি।

আপন হাতে এক জনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু মেরি! চেয়ে দেখ, বুক চিরে দেখ, আমার বুকে কত শত শত ছুরি বিঁধে আছে।" অভাগিনী নীরব হইলেন। কতক্ষণের জন্য গৃহ নিস্তব্ধ।

ব্যথিতস্বরে সজলনয়নে মেরী কহিলেন "কেন মা একাজ কোল্লে? আপন হাতে কেন মা একজনের জীবন নষ্ট কোল্লে? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হলো মা?"

"কেন হলো?" উত্তেজিতস্বরে দৌষর-ডচেস কহিলেন "কেন হলো? মেরী, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চো? তা আমিও জানি না। কুইন-লীনের প্রতি আমার সামান্য বিরক্তি ছিল বটে, কিন্তু তাতে তার প্রাণ নষ্ট করি এমন কোন কারণ ছিল না। আমার ঘাড়ে দুর্ব্বুদ্ধি চেপেছিল। কে যেন এই কুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমাকে উপদেশ দিয়েছিল। আমি ঘুমিয়েছিলেম। কি জানি কেন আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যেতেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধি এসে জুট্‌লো। জান্‌তেম, কুইন-লীন বালিশের নীচে ঘরের চাবী রাখ্‌তো। আমি সেখান হতে চাবী নিলেম। কুইনলীন কিছুই জান্তে পাল্লে না। মরণ আছে কিনা, তাতেই জান্‌তে পাল্লে না। পাতাটী নোড়্‌লে তার ঘুম ভাঙে, তার মাথার বালিসের নীচে হতে চাবী নিলেম, সে তার কিছুই জান্‌তে পাল্লে না? সেই চাবী দিয়ে দরজা খুলে চাকরদের ঘরে গেলেম। সেখানে ছুরি ছিল, আন্‌লেম। আস্‌বার সময় চাকরদের ঘরের চাবী বন্ধ কোরে এলেম। অনেকক্ষণ কুইনলীনের শয্যার পাশে দাঁড়ালেম। মেরি! আর বোল্‌তে পারি না, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। একটু জল।" মেরী সযত্নে মুখের নিকটে জলপাত্র ধরিয়া জলপান করাইলেন দৌষর জলপানে শুষ্ককণ্ঠ সরস করিয়া কহিলেন "রাগ করোনা মেরী আমি চোল্লেম।—আমার এই সব কথা প্রকাশে আর ভয় কি? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এসব কথা আমি প্রকাশ না কোচ্চি, ততক্ষণ আমার আরও যন্ত্রণা। তাই তোমাকে সবই খুলে বোল্‌চি। রাগ করোনা তুমি। মনোযোগ দিয়ে তোমার পূজনীয়া শ্বশ্রূর গুণের কথা শুনে যাও। অভক্তি করো, ক্ষতি নাই, অশ্রদ্ধা হয়,—হলো, কিন্তু মা দয়া রেখো। অভাগিনীর আর কে আছে? আমার চোকের জল স্নেহের অঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দিতে পারে, তুমি ভিন্ন এমন আমার আর কে আছে মা?"

ন্ধা বালিকা ন্যায় মেরীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন। অনুতাপে ন্তায় হতভাগিনীর হৃদয় ছাই হইয়া গিয়াছে।

দৌঘর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "আবার বলি। ামার জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক টুকু শুনে যাও মা। ছুরি হাতে নিয়ে নেকক্ষণ ভাব্‌লেম। একবার মনে করি—না, এমন কাজ কোর্ব্বো না। াবার তখনি মনের সে ভাব বোদ্‌লে যায়। শেষে একেবারে মরিয়া হয়ে তভাগিনী কুইনলীনের বুকে ছুরিখানা বসিয়ে দিলেম। সমস্ত হাতে কাপড়ে ড় বড় রক্তের দাগ লাগ্‌লো। হতভাগিনী কথাও কইতে পাল্লে না। একবার বকৃত মুখভঙ্গী কোরেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল। যেমন ঘুমিয়ে ছিল, সেই সই তার শেষ ঘুম। সে ঘুম আর ভাঙলো না। এ কাজটা কোরেই আমার নের গতি কি রকম হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেল্লেম। পোষাক াদলে ভাল পোষাক পোর্‌লেম, রক্তলাগা পোষাকটা পোষাকখানাতেই পড়ে ইল। আমি আবার এসে শুয়ে রইলেম। তার পর—তারপর মেরী— ক হোলো, তা—তা তুমি—" দৌঘর আর কথা কইতে পাল্লেন না। ক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। হস্ত পদ শীতল, দেহ স্পন্দন রহিত, কেবল ামান্য ক্ষীণ শ্বাস নির্গত হইতেছে মাত্র। মেরী বুঝিলেন, দৌঘরের ীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। খনি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, তখনি আবার ডাক্তার ডাকাইলেন, ডাক্তার রাগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "আশা সামান্য—" আবার কতকক্ষণ রে বলিলেন "না। আর আশা নাই।" বলিতে বলিতে দৌঘরের জীবনদীপ নবিয়া গেল। তাঁহার শারীর-যন্ত্রের শেষ প্রবাহটুকু বাহির হইয়া গেল। বষাদিনী দৌঘর ইহকালের জন্য মুক্তিলাভ করিলেন। গৃহ মধ্যে যেন কটা ভীষণ বিপদের ঝড় বহিল। সকলেরই কণ্ঠ রুদ্ধ, নয়নে জল। ত্রকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, পুত্রকন্যার মনের আশা মিটিল না। তভাগিনী পুত্রবধুর কোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অনন্তকালের জন্য নন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

লবনা সংবাদ আনিল, "করোণার, আর এক জন ভদ্র লোক এসেছেন। াঁর দেখা কোত্তে চান।"

"কে সে ভদ্রলোক। কি নাম তাঁর?"

"নাম বলেন নাই। তিনি মাজিষ্ট্রেট।

"আস্‌তে বল।" করোণার ও মাজিষ্ট্রেট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ডিউক আসিয়া উপস্থিত। যখন মেরী লোক পাঠাইয়াছিলেন, ডিউক সে সময় থর্ণবরীতে উপস্থিত ছিলেন না, এই জন্যই তাঁর আসিতে এত বিলম্ব। ডিউক যখন আসিলেন, তখন তাঁহার মাতা নাই। ডিউক আশ্বাসিত হৃদয়ে আসিয়া একেবারে নিরাশার গভীরতম কূপে ডুবিলেন। ডিউক বাহাদুরের হৃদয়ে এক অব্যক্ত শোক প্রবাহ প্রবাহিত হইল।

ঊনবিংশ তরঙ্গ।

"পাপে পাপে প্রাণ হয়েছে পাষাণ
পাষাণ এ প্রাণ করুণা নাই।
পাপেই নিয়ত, আছি পাপে রত
প্রবৃত্তি পাপেতে পাপই পাই॥"

পাপনাটকের যবনিকা!

যে দিন আইবান যাদুস্কীর শব গ্রীল্‌সের ক্ষুদ্র গৃহে নীত হয়, যে দিন যাদুস্কীর বিভীষিকাময় শব রাত্রিকালে পকার্ড ও গ্রীলস্ আপন গৃহে আনয়ন করে, যবনিকার অন্তরালে লুকাইয়া লুকাইয়া হস্তিরা সবই দেখিয়াছিল। হস্তিরা এক দেখিতে গিয়া আর এক রহস্য দেখিয়া ফেলিয়াছে। হস্তিরার এই গুপ্ত দর্শন গ্রীলস ও পকার্ডের অবিদিত নাই। দুষ্কর্ম্মে যাহাদিগের প্রবৃত্তির স্রোত শতমুখী, সংসারে বসিয়া যাহারা স্বর্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য জগতটাকে রসাতলে পাঠাইতে চেষ্টা করে, তাহারা বাহ্য লক্ষণে সুখের পরিচয় দিলেও অন্তরে অন্তরে খাক হইয়া যায়। সন্দেহে—ভয়ে তাহাদিগের প্রাণ সর্ব্বদাই ধুকুধুক্ করে। সরল আমোদপ্রমোদে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, সেই জন্যই বদমায়েসের দল প্রায়ই নেশাখোর হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আনন্দ দিয়া প্রকৃত শান্তির ক্ষতিপূরণ করিতে বাসনা করে, কিন্তু তাহাও কি কখন হয়? কৃত্রিম কখন প্রকৃতের আসন

গ্রহণ করিতে পারে কি? কৃত্রিম প্রকৃতের আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়াই কৃত্রিম—কৃত্রিম।

পঞ্চার্ডের হৃদয় সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান। তাহার বড়ই ভয় হইয়াছে, পাছে হস্তিরা গত রজনীর রহস্য প্রকাশ করে। বালিকার বুদ্ধি কত? যদি সে প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সংসারের লীলাখেলা এই পর্য্যন্ত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া পঞ্চার্ডও গ্রীল্‌সের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পঞ্চার্ড আসিতেই সম্মানের সহিত শ্রীমতী গিরিলা জিজ্ঞাসা করিল "কি সংবাদ? আর কিছু ঘোটেছে কি? সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে ত?"

পঞ্চার্ড আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "তোমাদের ঠিকঠাকই আমার ঠিক। তোমাদের সব ঠিক ত? আমি বড় ভয় পেয়েছি। বড়ই সন্দেহ হয়েছে। হস্তিরা সে দিনের রাতের ঘটনা আগাগোড়া জানে। তাকে বিশ্বাস কি? শেষে কোন গোল বাধাবে না ত?"

"না না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। হস্তিরা প্রায়ই বাইরে যায় না। আমাদের বিশেষ নিষেধ আছে। যদি কখন দোকানে যায়, তাও কেবল আবশ্যকীয় কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা কইবার হুকুম নাই। বড়ই শক্ত হুকুম আমাদের। আমরা তার স্বভাবও ত অনেক দিন হ'তে দেখ্‌ছি, কৈ?—তেমন কোন সন্দেহ ত হয় নাই।"

"আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।" ঘাড় নাড়িয়া—শ্রীমতী গিরিলার কথায় বিশ্বাস না করিয়া পঞ্চার্ড কহিল "আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। আমি নিজে তার মনের কথা জানতে চাই। মদ খাইয়ে—দুটো কৌশলের কথা খাটিয়ে তার মনের কথা বার কোত্তে চাই। এই টাকা লও, এর কিছু মদ আনাও। হস্তিরাকে দিয়েই মদ আনিও। আমি একা থাকি। তোমরা সরে যাও। আমরা কেবল দুজনে থাক্‌বো।" পঞ্চার্ডের এই কথায় গ্রীল্‌স্ ও শ্রীমতী গিরিলা সম্মত হইল। তখনি তাহারা উঠিয়া গিয়া হস্তিরাকে প্রেরণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মদ ও গ্লাস লইয়া হস্তিরা উপস্থিত। হস্তিরাকে আসিতে দেখিয়াই পঞ্চার্ড কহিল, "এস হস্তিরা! তুমি কেমন আছ? ভাল আছ ত?"

হস্তিরা টেবিলের উপর মদ্যপাত্র রাখিয়া—আসনে উপবেশন করিল।

বিনাবাক্য ব্যয়ে আগ্রহের সহিত একপাত্র মদ্য পান করিয়া কহিল "হাঁ! বেশ আছি। কোন অসুখ নাই আমার। তুমি কেমন আছ? আমার কথা হয় ত ভুলে গিয়েছিলে। তা না হলে এত দিন আস নাই কেন? তোমার সবই গুণ, দোষের মধ্যে তুমি বড় ভুলো! কিছুই মনে থাকে না তোমার। সবই তুমি ভুলে যাও।"

আদরে আদরে গুটিকতক রহস্যের চপেটাঘাত হস্তিরার পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিয়া পরমকৌশলী শ্রীমাণ পকার্ড হাসিয়া কহিল "ঠিক কথা। চমৎকার জ্ঞান তোমার। ঠিক এঁচেছো!—আমি একটী ভুলোর অগ্রগণ্য। এমন ভুলো আমি যে, আমার নিজের কথাই সব সময় মনে থাকে না। নিজে আছি কি না, কোথায় আছি, এই সব ভেবে স্থির কোত্তেই হয়ত একটা সূর্য্য মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। খেতে ত মনেই থাকে না। এমন কি মদ খেতেও ভুল হয়।"

"মদ খেতে ভুল?" পকার্ডের এ মহাপাতকের যেন প্রায়শ্চিত্ত নাই, এমনি ভাব জানাইয়া—নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হস্তিরা বলিল "সে কি কথা? মদ খেতে মনে থাকে না? ভয়ানক লোক তুমি। তবে যে তুমি আমাকে এসেও দেখ না, কি দেখেও আস না, সে সব দোষ তোমার নয়। সে দোষ তোমার অভ্যাসের। আরও এক দোষ তোমার।—তুমি বড় আল্‌সে। কখন এক এক পাত্র খাওয়া গেছে, আর এক এক পাত্র অবশ্যই দরকার, এক এক পাত্র ঢাল্‌তে তুমি যে রাত কাবার কোরে দিয়ে যাবে দেখ্‌ছি। দাও, আমাকে দাও।" হস্তিরা সহস্তে গ্ল্যাস ধরিয়া অতি দ্রুত মদ্যপান করিতে লাগিল।

পকার্ড কহিল "হস্তিরা! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমার সঙ্গে তুমি লণ্ডনে যাবে?"

"বেড়াতে, না একেবারে?" আগ্রহ সহকারে হস্তিরা জিজ্ঞাসা করিল "কোন যোগ উপলক্ষে, না একবারে?"

"আমি ত বলি একেবারেই। লণ্ডনের মত সহর আর কোথাও নাই এ দিকে সহরের যেমন চমৎকার দৃশ্য, ওদিকে মাঠের দৃশ্য আবার তার চেয়েও চমৎকার। একবার সেই মাঠে বেড়ালে তুমি আর আস্‌তে চাইবে না—যাবে?"

"যাব, কিন্তু একেবারে নয়। আমার বিশ্বাস তত বেশী নাই, আমার

মন বড় দুর্ব্বল। থাক্‌তে পার্ব্বো কি না, সেখানে আমার মন টিঁক্‌বে কি না, তা ত এখন বলা যায় না। বরং এক দিনের জন্য চল। দেখে আসি।"

"সেই ভাল। কবে যাবে? কাল? না তার পর দিন! কোন্ দিকে যাবে?" আগ্রহ সহকারে পকার্ড এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

হস্তিরা উত্তর করিল "আমি বলি, লবশ্যাম। যেখানে আমার বাল্যজীবন অতীত হয়েছে, যেখানে আমার বাল্যসখীরা আছে, সেই লবশ্যামেই বেড়াতে যেতে আমার ইচ্ছা। মিস মরফিয়া—"মিস মরফিয়া, এই নাম শুনিয়াই পকার্ড চমকিত হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মিস মরফিয়া? কোন্ মরফিয়া?"

"মরফিয়ার নিকটে-ই আমরা ছিলেম। তাঁরই স্কুলে আমরা পোড়তেম। তাঁরা দুই বোন। বড় বোনের নাম মিস মরফিয়া, ছোট বোনের নাম কেরোলাইনা।"

"হাঁ। আমি চিনেছি। তুমি বোলেছ, তাদের স্কুলবাড়ী ভেঙে গেছে, তারা কোথায় চোলে গেছে, কথা ঠিক। তারা এখন কোথায় আছে, আমি তা জানি। তোমাকে আমি তাদের সঙ্গে দেখা করাতে পারি। আচ্ছা, মরফিয়ার হাতের লেখা তুমি চেন?"

"চিনি বৈ কি?" গর্ব্বিত ভাবে হস্তিরা কহিল "তা আর চিনি না? বেশ চিনি।"

পকার্ড পকেট হইতে বাড়ীভাড়ার একখানি রসীদ বাহির করিল। এই রসীদখানি হস্তিরার হস্তে দিয়া কহিল "দেখ দেখি।"

দেখিবা মাত্রই হস্তিরা হাসিয়া কহিল "হাঁ। মিস মরফিয়া স্বহস্তেই রসীদ লিখেছেন। কোথায় তিনি আছেন?"

"তুমি আমার সঙ্গে যেও। ঠিকানা বোল্লে চিনে যেতে পার্ব্বেনা। আমি তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব। যাবে? তাদের সঙ্গে তুমি দেখা কর্ব্বে?"

উৎফুল্ল হইয়া—মদমত্ততাজনিত লালচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হস্তিরা কহিল "যাব। নিশ্চয়ই যাব। বিশেষ আবশ্যক আছে। যদি তাঁরা দয়া কোরে আমার জীবনের বাল্য ইতিহাস আমাকে শোনান, যদি তাঁদের কাছে আমার মাতাপিতার সত্য পরিচয় পাই, তা হলে অবশ্যই আমি মাতাপিতা পাব। তাঁরা ভিন্ন আমার বাল্যজীবনের গুপ্তরহস্য

আর কেহ জানে না। যাব আমি। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? হিল সাইড হাউসের মরফিয়াই ত এই মরফিয়া?"

"তাতে একটুও সন্দেহ কোরোনা।"

"কিন্তু যদি তাঁরা সে সংবাদ না দেন, তা হলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। ভুলেত গেছিই, তা হলে আমার সব মনে পোড়্‌বে। আমার আর দেখা করায় কাজ নাই।"

"আর যদি সত্য সংবাদ জান্‌তে পার? তা হলে ত সুখী হবে? আমি সে সংবাদ আন্‌বো। তোমার কামনা যাতে পূর্ণ হয়, তাই আমি কোর্ব্বো। এখন যাও, ঘরে যাও। আমি চোল্লেম।" হস্তিরা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে চাহিতে গৃহ হইতে উঠিয়া আপন ঘরে গেল।

বিংশ তরঙ্গ।

"Was a delusion? was her imagination playing off its freaks upon her? or was murder raising its mysterious voice upon the breath of the night-air?"

আইবান যাডুস্কীর পরিণাম!

হেনরী পঞ্চার্ড বারম্বার তাহার ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছে। তখন ১১টা বাজিতে প্রায় ১৫ মিনিট বাকী। পঞ্চার্ড আপনি আপনি বলিল, "এই সময়।" পঞ্চার্ড গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে গ্রীলস্ ও শ্রীমতী গিরিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সময়োচিত উদ্যোগে বিব্রত ছিল, আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতেই শ্রীমতী গিরিলা জিজ্ঞাসা করিল 'কি হলো? হস্তিরার কি কোরে এলে?"

"সামান্য সন্দেহ। সে সন্দেহ ভাবনার বিষয় নয়।" পঞ্চার্ড গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "সামান্য সন্দেহ।"

গুপ্তগৃহটী ভয়ানক অন্ধকার। ভয়ানক দুর্গন্ধ। মধ্যে একখানি টেবিল। টেবিলের উপর যাডুস্কীর শব। শবদেহ ব্যবচ্ছেদের উপযোগী কয়েকখানি অস্ত্র টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপিত। অস্থি রাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত!

দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়! এই দম্পতির একার্য্য নূতন নহে। এইরূপ কার্য্যেই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

দেখিতে দেখিতে এই দম্পতির ছুরিকাঘাতে যাঁহুকীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। একদিকে স্তুপাকার অস্থিরাশি, অপর দিকে স্তুপাকার মাংস রাশি। এদৃশ্য দেখিলে কাহার প্রাণ না কম্পিত হয়? অস্থি ও মাংস রাশি একটী কার্পেটের ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া ব্যাগ বন্ধ করা হইল।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গ্রীলস্ কহিল "এখন এর উপযুক্ত কার্য্য শ্রীমতী শেষ করুন।"

শ্রীমতীর এ সব কার্য্যে শ্রীমাণ অপেক্ষাও অধিক দক্ষতা আছে, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে গিরিলা সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বহির্গত হইল। তাহার বাহুদ্বয়ের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য কার্পেটের ব্যাগটী তুলিয়া চলিল। শ্রীমতী বরাবর ওয়েষ্টমিনিষ্টর রোড়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। একজন ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়ীবান তাহার সম্মুখে উমেদার অবস্থায় টুপি খুলিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দিব্য কাঁসাগলায় বলিল 'শীঘ্র হাঁকাও। ক্যারিং ক্রসে গাড়ী চালাও। কলিসীয়ার গাড়ী যেন পাই।" প্রাণপণ বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া গাড়ীবান যথাস্থানে শ্রীমতীকে পৌঁছিয়া দিল। সেখানে কেলিসীয়ার একখানি ও প্যাডিংটনের একখানি গাড়ী ছিল। শ্রীমতীর তাহা মনে ধরিল না। আবার একখানি ছোট গাড়ী ভাড়া করিয়া গিরিলা গাড়ীবানকে উপদেশ দিল, "ষ্ট্রাণ্ডে চল। যেন ওয়াটারলুর গাড়ী পাওয়া যায়।" প্রকাশ থাকিল, গিরিলা এলিফেণ্ট কাসেলে যাইবে। এবারও গাড়ী যথাস্থানে পৌঁছিল। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া গিরিলা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়া চলিল। ভারি ব্যাগ, থাকিতে থাকিতে গিরিলা ওয়েলিংটনের শেষ সীমাস্থ সেতুর নিকটে উপস্থিত হইল।

সেতু পার হইতে দান লাগে। এক আনা দান দিয়া টোল আফিসের চাকা ঘুরাইয়া দিলে সেই চাকার নিম্নের রুলে দাগ পড়ে। সমস্ত দিনের মধ্যে কত লোক সেতু পার হইয়াছে এবং কত টাকাই বা আদায় হইয়াছে, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়।

শ্রীমতীর এরূপ কার্য্য আজ নূতন নহে। ব্যাগে পুরিয়া শব লইয়া ফুলিয়াছে, প্রাণে ভয়ের লেশমাত্র নাই, কি অদ্ভুত সাহস! গিরিলা দান

দিয়া চাকা ঘুরাইয়া দিল। চাকা দুইবার ঘুরিয়া গেল। দান আদায়কারী সম্ভ্রমের সহিত কহিল "আপনি কি কোল্লেন? চাকা যে দুবার ঘুরুলেন? আপানাকে আর এক আনা দিতে হবে।"

গিরিলা বিনা বাক্যব্যয়ে আবার এক আনা দিল। নম্রতা জানাইয়া আদায়কারী কহিল "ব্যাগ লয়ে যেতে বোধ হয় আপনার কষ্ট হচ্চে? আমি লোক দিয়ে আপনার ব্যাগ ওপার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিব কি?"

গিরিলা ভদ্রতা জানাইয়া কহিল, "না। তাতে আর কাজ নাই। সামান্য কখানি কাপড় আছে মাত্র। বেশী ভারী নয়।" এইমাত্র বলিয়া গিরিলা অগ্রসর হইল। অন্ধকার রজনী! সেতুর উপর দূরে দূরে আলোক স্তম্ভ। তত অধিক আলোক নাই। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া গিরিলা চলিয়াছে। সহসা তাহার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইল "আইবান যাদুস্কী।" গিরিলার সন্দেহ হইল। দেখিল, একটী দীর্ঘাকার পরিণতবয়স্ক বিদেশী তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতেছেন। গিরিলার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিদেশীর ভাবভঙ্গী মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিল। বিদেশী নিকটে আসিলেন। গিরিলা কম্পিত কণ্ঠে কহিল "আপনি মনে কিছু কোর্ব্বেন না। আপনি আমাকে আশ্চর্য্য কোরে দিয়েছেন।"

"কেন? কি হয়েছে?" বিদেশী উত্তরে বলিলেন "কেন? আমি যার নাম কোরেছি, তাকে কি আপনি জানেন?"

"জানি।" গিরিলার অজ্ঞাতে তাহার কণ্ঠ উচ্চারণ করিল "হাঁ মহাশয়! তাকে আমি জানি। তাঁর নাম এখানে কেন?"

"তার এখানে আজ আসার কথা আছে। এখানে এলেই দেখাসাক্ষাৎ হবার কথা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গেছে, এখনো দেখা নাই।"

"আজ আর দেখা হবে না। আমি সত্য সংবাদ দিচ্চি। আমার কথায় বিশ্বাস করুন। কাল তিনি এমন সময় সাক্ষাৎ কোর্ব্বেন।"

"নিশ্চয়? তাঁকে বোল্‌বেন, কাল যেন তিনি আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরে আমাকে কষ্ট না দেন। বেশ কোরে বোলে দেবেন।" বিদেশী প্রস্থান করিলেন। গিরিলাও পুনরায় ব্যাগ লইয়া দ্রুতপদে চলিল। আবার—আবার সেই শব্দ কর্ণে ধ্বনিত হইল, "আইবান যাদুস্কী।"

বিস্মিত হইয়া গিরিলা আবার চাহিল। বিদেশী ভদ্র লোকটী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, কোন দিকে জনমানবের গতিবিধি নাই। এ শব্দ তবে কোথা হইতে আসিল? ভাবিতে ভাবিতে গিরিলা চলিয়াছে! হঠাৎ এক জন লোক ছুটিয়া আসিয়া কহিল "আইবান যাদুস্কী।"

আগন্তুক গিরিলার অপরিচিত। সে পাঙ্কার্ডের মুখে তাহার রূপ বর্ণনা শুনিয়াছিল মাত্র। আজ দেখা হইবারও কথা ছিল। এই সমস্ত কারণে গিরিলা স্থির করিল, আগন্তুক পেটর্ণফ।

পেটর্ণক অতি ব্যগ্রভাবে কহিল "কৈ? কি কোরেছ তুমি? পাঙ্কার্ড তামাকে ভারী চালাক বোলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কৈ? তুমি তার কি কোরেছ?"

ভীতি জড়িত কণ্ঠে গিরিলা কহিল, "ঐ দেখ? প্রাচীরের দিকে চেয়ে দখ। শীঘ্র শীঘ্র।"

"কৈ? কাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্চি না?"

"বেশ কোরে চেয়ে দেখ। দেখতে পাও নাই?"

"না। কিছুই না।" পেটর্ণফ তখনো বলিল "কাকেও ত দে্খতে াচ্চি না। তুমি অত ভয় পেয়েছ কেন? ভয়ের কথাটা কি? আঃ মি যে একেবারে ভয়ে মরে গেলে? হতভাগ্য পঙ্কার্ড বেশ লোককে কাজের ভার দিয়েছে বটে! এস, এস। চলে এস।" উভয়ে দ্রুত-দে অগ্রসর হইল।

"এই এখানে। থাক, বেশ স্থান এটী। এইখানে থাম।" গিরিলার ই অনুরোধ।

"এখানে না।" বিরক্তি জানাইয়া পেটর্ণফ কহিল "এখানে না। াকজন সব আস্‌বে। এখানে নয়, চল।" কলের পুত্তলিকার ন্যায় মতী গিরিলা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ব্যাগটী অত্যন্ত ভারী, সেই ন্যই শ্রীমতী এত চিন্তিত। গিরিলা আবার বলিল "এইখানে থাক। ইখানে কাজ শেষ করা যাক্।"

"সবই তোমার তাড়াতাড়ি। ঐ দেখ, কতকগুলি মেয়ে আসছে। ইদিকেই যদি এসে পড়ে? তুমি যে খুব বেশী বেশী ভয় পেয়েছ দেখ্‌ছি। ন? এতটা ভয় কেন?"

"ভয় কেন? আমি বেশী বেশী ভয় পেয়েছি। সত্য কথা,

আমি "সজ্ঞানে" শুনেছি, কে যেন অতি কোমল স্বরে নাম কোরেছে "আইবান যাহুস্কী!" আমার প্রাণ চোম্‌কে গেল। ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, কাকেও ত দেখ্‌তে পেলেম না। কেবল প্রাচীরের পাশে একখানা দাড়ীওয়ালা মুখ দেখ্‌লেম। দেখেই ত আমি নাই! কতক্ষণ আমার যেন জ্ঞানই ছিল না। আমি যে গিরিলা, সেতুর উপর দিয়ে যাচ্চি, তা মনে আনৃতে আমার অনেকক্ষণ গিয়েছিল।"

"ওঃ।—এই ত? এতেই এত ভয়? তুমি আপন মনে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছ। ওসব কিছুই নয়।" বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া পেটর্ণফ এই কথা গিরিলাকে বুঝাইয়া দিল।

"এই। এই যে দড়ী!" গিরিলা সভয় কণ্ঠে কহিল "এই যে দড়ী। দাও, এইখানেই নামিয়ে দাও। আর বিলম্ব কোরে কি হবে?"

তখনি দুজনে দড়ীতে ব্যাগটী দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া সেতুর নিম্নে নামাইয়া দিল। অনেক দূর নামাইয়া দিয়া পেটর্ফফ কহিল "হুঁ। ঠিক হয়েছে। ব্যাগ জলে ঠেকেছে। নিরাপদে নেমে গেছে। ছেড়ে দাও দড়ী। চল, আমরা চলে যাই।" উপযুক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দুজন দুদিকে চলিয়া গেল। হতভাগ্য যাহুস্কীর শব সেতুর নিম্নে জলের উপর ভাসিতে লাগিল।

এখন অন্যদিকে পাঠক দৃষ্টিপাত করুন। গ্রসভেনর স্কোয়ারে কাউণ্ট ওলনেজ গম্ভীরভাবে আপন নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া সরকারী কাগজপত্র দেখিতেছেন। কাগজের দিকে দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে বোধ হয়, তিনি যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। মধ্যবয়সের একজন দাড়ীওয়ালা লোক অতি ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটী কাউণ্টের একজন বিশ্বাসী ভৃত্য।

কাউণ্ট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "নিকোলস্‌! ফিরে এসেছ? তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্চে, তোমরা কৃতকার্য্য হতে পার নাই। কেমন ঠিক তাই ত?"

"আজ রাত্রের জন্য আমরা অকৃতকার্য্য হয়েছি। কাল রাত্রে অবশ্যই কৃতকার্য্যতার সংবাদ আনৃতে পার্ব্বো। আমাদের উদ্যোগ সব ঠিক ছিল। আমরা ছজন লোক গিয়েছিলেম। সেতুর এক এক দিকে

তিন তিন জন অপেক্ষা কোচ্ছিল। সব ঠিক। গ্রাণ্ড ডিউক সেতুর উপরে ছিলেন। একটী খুব মোটা মধ্যবয়সের স্ত্রীলোকের মুখে শুনেছিলেন, যাদুস্কী কাল আসবে। স্ত্রীলোকের হাতে একটা ভারী ব্যাগ। মাইকেল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাম কোরেছিল, আইবান যাদুস্কী। মেয়েটী তাতেই এত ভয় পেয়েছিল যে, সে যেন প্রায় মর মর হয়ে পোড়েছিল। শেষে আর একজন লোক এসে তার সঙ্গে ঝুটলো। দুজনে ধরাধরি কোরে ব্যাগটা নীচে নামিয়ে দিল। তখনি দুজন দুদিকে চলে গেল।"

"কাল অবশ্যই যাদুস্কী আস্‌বে?" কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল রাত্রে অবশ্যই সে আস্‌বে?"

"আমার ত তাই বিশ্বাস। তবে আমি বিদায় হই।" ভৃত্য বিদায় গ্রহণ করিল।

একবিংশ তরঙ্গ।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"
"ঘোর অন্ধকার পরে, চাঁদের জোছনা ঝরে
পুলকিত করে সে যেমন।
বহু দিন পরে হায়, পেয়ে আত্ম সমুদায়,
পুলকিত হইল তেমন।"

পরিচয়। সুন্দরী তুমি কে?

হানোবর স্কোয়ারের একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা-সম্মুখে একজোড়া আরবী জোতা একখানি পরিস্কার গাড়ী আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে একটী দিব্য বেশধারী বৃদ্ধ অবতরণ করিয়া ঘণ্টা সঙ্কেতে আহ্বান করিলেন। বৃদ্ধ—বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু দেহের গঠন যুবার ন্যায়। বলশালীতা, প্রতিভা,

চক্ষুর তেজঃ প্রভৃতি যৌবনকালেরই অনুরূপ। সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন গৃহস্বামী বাল্যভোগে বসিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গৃহস্বামী যুবাপুরুষ। বয়স বিংশতি বৎসর। মুখশ্রী অতীব সুকুমার।

আগন্তুক আসিতেই যুবক সম্মানের সহিত তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। বিষাদমুখে যুবক কহিলেন "আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি।" গৃহস্বামীর নাম আলপোল। আগন্তুকের নাম সেমুর। আলপোলের কথার উত্তরে সেমুর কহিলেন "আশ্চর্য্য? কেন? আমি ঘন ঘন আসি বোলে তুমি তাতে কি অন্যরকম মনে কর? আলপোল! সত্য বল, তাতে কি তুমি অসুখী হও?"

"না মহাশয়! আপনি আমার একমাত্র হিতৈষী। আপনার আগমনে আমি অসন্তুষ্ট হব? তা নয়। আজ একপক্ষ থেকে আমার মনের গতি ফিরে গেছে। আমি যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছি। আপনার উপরেই আমার যত সন্দেহ। সহায় সম্পত্তি শূন্য, পথের ভিখারী আমি, আমার উপর আপনার এ অনুগ্রহ কেন? আমি আপনাকে অন্যরকম ভেবেছি। আমি অতি কাতরে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, আপনার সত্য পরিচয় দিন।"

"তবে কি তুমি মনে কর, আমি তোমার পিতা? তা নয়। আমার স্ত্রী আছেন। তোমার বয়সেরও বড় ছেলে আমার আছে। তোমার জন্মবৃত্তান্ত অবশ্য রহস্যময়, কিন্তু তাই বোলে মনে ক'রো না, আমি তোমার পিতা। আমি তোমার মাতুল।"

"মামা! আপনি আমার পিতার কনিষ্ঠ নন? আমার মাতা আপনার কি ভগ্নি?" আলপোল তাহার পিতৃব্যকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হাঁ আলপোল। তোমার মাতা আমার ভগ্নি। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ কোরেছিলেন। তাঁর নাম আলপোল। তুমিই তাঁদের একমাত্র সন্তান।" আলপোলের প্রশ্নে সেমুর এই উত্তর দিলেন।

"যখন আমি শৈশব, তখনি কি তাঁদের মৃত্যু হয়?"

"না। তোমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তোমার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ভিষক ছিলেন। ঔষধ প্রস্তুত কোত্তেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। হয় ত কোন

বিষাক্ত দ্রব্যের ঘ্রাণেই মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ঔষধ প্রস্তুতের ঘরেই তাঁর শব পাওয়া গিয়েছিল। তোমার মাতাও তার কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।” সেমুরের নেত্রে দুই বিন্দু জলধারা বহিল। রুমালে নেত্রমার্জ্জন করিয়া আবার কহিলেন “তুমি হয় ত এখানে কত কষ্ট ভোগ কোরচো। পাঁচহাজার তোমার বার্ষিক আয়। সে সব কাগজপত্র আমার কাছেই আছে। তুমি যদি এখানে থাকৃতে কষ্ট বোধ কর, লণ্ডনে ভাল বাড়ী ভাড়া লাও, না হয় মফঃস্বলের কোন পল্লীতেও থাকৃতে পার।”

“আমার বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার? এ যেন আমার পক্ষে স্বপ্ন!” বিস্মিত হইয়া আলপোল তাঁহার মাতুলের দিকে চাহিলেন।

সেমুর কহিলেন “তোমার জীবন কাহিনী বড়ই রহস্যময়। কুড়ী বৎসর তোমার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। হয় ত তোমার মাতুলানী কি ভাই ভগ্নিদের সঙ্গে একবারেই পরিচয় নাই। যাবে? তাদের সঙ্গে তুমি দেখা কোত্তে যাবে?”

“পরম সৌভাগ্য আমার। আমার আত্মীয় স্বজন আছেন, সংসারে আমি অবলম্বন শূন্য নহি, এ সুখ আমার বস্তুতই অপরিসীম। কবে আমি আমার মাতুলানী, ভাই ভগ্নিদের দেখ্‌তে পাব?”

“কালই। কালই তোমাকে আমি নিয়ে যাব। এখন আমি আসি।” সেমুর প্রস্থান করিলেন। সেমুর বরাবর লণ্ডন ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হই-লেন। কোম্পানী কাগজের দালাল ওয়ার্ণারের সহিত তাঁহার অনেক গুপ্ত কথা হইল। কাউণ্ট মণ্ডবিলির নামও সেই কথোপকথনের অংশ বিশেষ। অনেক কথোপকথনের পর সেমুর প্রস্থান করিলেন।

পর দিন যথাসময়ে সেমুর ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আল-পোল তাঁহার আগমন পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সেমুর আসিয়াই তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “আলপোল! তোমাকে এমন দেখ্‌ছি কেন? অসুখ কোরেছে কি? কাল রাত জেগেছিলে বুঝি? কাল তুমি বাসায় বুঝি ছিলে না?”

“কাল থিয়েটরে গিয়েছিলেম। কোন অসুখ নাই আমার। বেশী বেশী রাত জেগে—পোড়ে পোড়ে আমার শরীর এমন হয়েছে।”

“আচ্ছা। আমার নিজের ডাক্তারই পাঠিয়ে দিব।”

"না না। তা দিতে হবে না। আমি বেশ আছি। চলুন আপনি।" যথাসময়ে দুজনে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে আলপোল কহিলেন "আপনি আজ খবরের কাগজ দেখেছেন কি? ওয়াটালু ব্রিজের কার্পেট ব্যাগ সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন কি?"

"হাঁ। শুনেছি।—কাগজেও পোড়েছি। সেতুর নীচেই ব্যাগটী পাওয়া যায়। বৌ ষ্ট্রীটের ষ্টেশনে ডাক্তার সেই খণ্ড খণ্ড মাংস একত্র কোরে সমস্ত শরীর বেশ সাজিয়েছে। কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কেবল মাথাটী পাওয়া যাচ্চে না। মাথা না পেলে ত আর মানুষ চিনবার উপায় নাই। ভাবে বোধ হয় লোকটী বিদেশী?"

"কোন অনুসন্ধান হয়েছে?" আগ্রহ সহকারে আলপোল জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুষ্কার্য্যের যারা যারা মূলাধার, তাদের একজনকেও কি ধত্তে পারে নাই?"

"না। এখনো কোন কিনারা হয় নাই। টোল-কলেক্টর (সেতুর কর সংগ্রাহক) বলে, রাত দুই প্রহরের সময় একজন খুব মোটা গোছের—ভারী বয়সের স্ত্রীলোক ঐ কার্পেটের ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল। এদিকের অনুসন্ধান এই পর্য্যন্ত। গুপ্ত-পুলিস টোল-কলেক্টরকে নিয়ে অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু বদমায়েদের সাফাই হাত যেমন তাতে মাথাটী না পেলে তাদের যে কিছু হবে বা ধরা পোড়বে, তা আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

"আমারও ঠিক ঐ মত।" আলপোল সম্মতি জানাইয়া—বামে দক্ষিণে দুইবার শীরোসঞ্চালন করিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন "আমারও ঠিক ঐ মত।"

"যাক। ও সব আন্দোলনে আর দরকার নাই। এখন আমাদের নিজের কথা হোক। এডওয়ার্ড আলপোল! আমার এই ব্যবহারে তুমি মনে মনে হয়ত কতই তর্কবিতর্ক কোরেছ, হয় ত আমার প্রতি তোমার অভক্তি জন্মে-গেছে।—হয় ত রাগই কোরেছ। রাগ কোরো না।—তোমার জীবন কাহিনী শুনলে তোমার সকল রাগের শান্তি হতে পারে। তুমি যখন খুব শিশু, তখনি তুমি হারিয়ে যাও। মা ছিলেন না. ধাত্রী তোমাকে প্রতি-পালন কোত্তো। অসাবধান কিনা? অসাবধানে রেখে কোথায় গিয়েছিল। এসে দেখে তুমি নাই! তখনি আমরা অনুসন্ধান কোল্লেম। কোন ফল হলো না। তখন দেশে কতকগুলো বদ মেয়েমানুষ যাদু কোরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ধোরে নিয়ে যেত। আমরা ভাবলেম. হয় ত তারাই তোমাকে

ধোরে নিয়ে গেছে। একজন লোকের উপর সন্দেহ হয়েছিল, কাজে কিন্তু হলো না। এই সব কারণেই তুমি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলে। এডওয়ার্ড! প্রিয়তম! এতে আমাদের কি কোন দোষ আছে?” ভাগিনেয়ের হস্ত ধারণ করিয়া ব্যথিত স্বরে সেমুর এই কথাগুলি কহিলেন।

“না মামা। আমি একবারও আপনাদের দোষের কথা ভাবি নাই। কেবল আমার দুর্ভাগ্যের ভাবনাতেই আমি কাতর ছিলেম। আপনি এ বিষয়ের জন্য অনুতাপ কোর্ব্বেন না। তাতে আমি বড়ই দুঃখিত হব।”

“তা আমি জানি। আমার ভাগিনেয় তুমি। তোমার মন কখন এত নীচ হবে না। কাল আমি তোমার বিষয়ের সমস্ত কাগজ পত্র তোমাকে দিব। তাতে কেবল তোমারই অধিকার।”

গাড়ী হাইগেটে পৌঁছিল। নিকটেই সেমুরের রাজ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা। হাইবরী-অট্টালিকাই এই অট্টালিকার নাম। ভাগিনেয়ের হস্ত ধারণ করিয়া সেমুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। সভা-গৃহে তাঁহার পত্নী ও পুত্র কন্যা অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভাগিনেয়কে লইয়া তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। বহু দিনের অদর্শন, বাল্যকালে—শৈশবে দেখা, আলপোলের মাতুলানী কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। ভাই ভগ্নিগুলির সহিত আলপোলের বেশ পরিচয় হইয়া গেল।

সেই দিন বৈকালে সকলেই বেড়াইতে গিয়াছেন, সেমুর কোন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কার্য্য উপলক্ষে লণ্ডন গিয়াছেন, আলপোল একাকী বাড়ীতে আছেন। তিনি বেড়াইতে যান নাই। বৈকালে আলপোল উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেমুরের প্রসস্ত অট্টালিকার সম্মুখে রমণীয় উদ্যান। সন্তপ্ত হৃদয়ে আলপোল সেই উদ্যানে ঘাসের উপর বসিয়া অকুল ভাবনা ভাবিতেছেন। তাঁহার মাতুল ধনবান, পিতার পাঁচ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয়, তিনি পথের ভিকারী। একখানি শুষ্ক রুটীর জন্য তিনি লালায়িত। এ যন্ত্রণা বস্তুতই অপরিসীম। আলপোল উদাসদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। শূন্যপ্রাণে শূন্যের দিকে চাহিয়া শূন্যময় ভাবনা ভাবিতেছেন। দুই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত। হইলে।

অনেকক্ষণ পরে আলপোল চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অপূর্ব্ব নারী মূর্ত্তি! রমণীর প্রতিকটাক্ষে যেন স্নেহমমতা ক্রিড়া করিতেছে। রমণী সরলতার আধার।—তিনি অপরিচিতা, আলপোলের সহিত জানাশুনা

নাই, তবুও তাঁহার নয়ন জল দেখিয়া যুবতীর প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। তিনি সকাতরে আলপোলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এত কাতর হয়েছেন কেন? মনে কোর্ব্বেন না, আমি অন্য কোন স্বার্থ সাধনের জন্য এসেছি।"

"আপনি পরম করুণাময়ী। আমার মত হতভাগ্যদের শান্তি দিতে কেবল আপনারাই আছেন। সংসারের ভীষণ বিপদ সাগরে পোড়ে যে সকল হতভাগ্যরা ত্রাহি ত্রাহি করে, আপনারাই তাদের অবলম্বন। আপনার এই যথোচিত অনুগ্রহে আমি যারপরনাই মোহিত হয়েছি।"

"আজ কাল সভ্যতার সংসার। প্রাণের কথা এখানে কেহ বুঝ্‌তে চায় না। প্রাণের ব্যথায় কেহ ব্যথিত হয় না। কেবল সভ্যতা আর বিলাসীতা। যে রাজ্যে দয়া মায়া নাই, স্নেহ মমতা নাই, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, সে রাজ্য ঈশ্বরের ত্যজ্যরাজ্য।"

"ঠিক কথা। আপনার দয়ার সীমা নাই। পরম দয়াময়ী আপনি। আপনার প্রবোধ আমার হৃদয়ে শান্তিস্রোত প্রবাহিত কোরেছে। আপনার এ ঋণ আমি জন্মান্তরেও পরিশোধ কোত্তে পার্ব্বো না।"

"আপনার অনুগ্রহ। তবে আপাততঃ আমি বিদায় হই। আমার অপেক্ষায় আর একটী লোক অপেক্ষা কোচ্চেন।" যুবতী সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিলেন। আলপোল আত্মহারা। যেন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে একটা আনন্দ-বিপদের তুফাণ বহিয়া গেল। আলপোল চাহিয়া দেখিলেন, উদ্যানদ্বারে একটী স্ত্রীলোক যুবতীর অপেক্ষায় ছিলেন। যে স্ত্রীলোকটী অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উনি কে?" যুবতী এ কথার কি উত্তর দিলেন, তাহা আলপোলের শ্রুতিসুলভ হইল না। ভগ্নহৃদয়ে আলপোল প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতেই আলপোল নিজের বাসায় গমন করিলেন। তখনি তখনি দুইটী পিস্তলে গুলি পুরিয়া গোপনে পকেটে রাখিলেন। আবার তখনি হাইগেটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলপোল কি ভাবিয়া যে পিস্তল আনিলেন, সে ভাবনার কথা তিনিই জানেন।

আলপোল আজ আবার উদ্যানে আসিয়াছেন। আশা, যদি তিনি আজ আবার আইসেন, যদি সেই করুণাময়ী যুবতী আজ আবার একবার দেখা দিয়া যান। আলপোল কতই ভাবিতেছেন।—চারিদিকে কতই

চাহিতেছেন, আশা মিটিতেছে না। আলপোল ভাবিতেছেন, এও কি কখনো হয়? তিনি আমার অপরিচিত, একদিনের জন্য—একবারমাত্র সাক্ষাৎ। তিনি কেন আসিবেন? দয়াময়ী তিনি, আমার চক্ষের জল মুছাইতে আসিয়াছিলেন। করুণাময়ী করুণা বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার নেত্রজল – তাঁহার কোমল হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়াছিল, তাই তিনি আসিয়াছিলেন, আজ আর আসিবেন কেন? আমার হৃদয়ের এই সকাতর আহ্বান তিনি কি শুনিতে পাইবেন না? কাল যেমন অযাচিত ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, আজ কি আর একবার পাইব না? আজ সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইব। মুর্খ আমি, কাল কেন ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম না? তিনি অপরিচিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার মন এতই ব্যাকুল হইল কেন? এইরূপ কত ভাবনাই আলপোল ভাবিতেছেন।

চারিদিকে চাহিতে চাহিতে একটী নিবীড় কুঞ্জের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কুঞ্জের পার্শ্বেই একটী বৃহৎ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের অন্তরালে আলপোল আশান্বিত হৃদয়ে দেখিলেন, একটী রমণী মূর্ত্তি! আলপোলের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের তরঙ্গ উঠিল। তিনি সভয়ে অগ্রসর হইলেন। রমণীও অগ্রসর হইলেন। হস্ত সংকেতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। রমণী অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছেন। এক একবার অগ্রসর হইতেছেন, আর এক একবার অদূরস্থিত মুক্ত বাতায়নের দিকে চাহিতেছেন। আলপোল দেখিলেন, এ রমণী তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত যুবতী নহেন। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। মনে ভাবিলেন, হয় ত অন্য কোন ব্যক্তিকে তিনি ডাকিতেছেন। রমণী আবার আহ্বান করিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন "সাড়ে দশটার সময় অবশ্য অবশ্য এখানে আসবেন।"

আগ্রহ জানাইয়া আলপোল জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি——কি জিজ্ঞাসা ——" বাধা দিয়া রমণী কহিলেন "কিছু জিজ্ঞাসা কোর্ব্বার প্রয়োজন নাই। অবশ্য অবশ্য আসা চাই। গোপনে—অতি গোপনে।" আলপোল কহিলেন "নিশ্চয়ই আসবো। কিন্তু——"

"আর না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই।" রমণী হাইবরী অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ।

"হৃদয় তোমার কুসুম কানন
কত মনোহর কুসুম তায়;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায়!

*   *   *   *

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি কানন কুসুমরাশি,
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।"

ফুলরাণি! তুমি কে?

উদ্যানদ্বারেই সেমুরের জ্যেষ্ঠকন্যা পেট্রিকের সহিত আলপোলের সাক্ষাৎ হইল। পেট্রিক তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। আল-পোলকে সম্মুখে দেখিয়া সহাস্যবদনে পেট্রিক কহিলেন "আলপোল! খাবার সময় হয়েছে যে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?"

"আমি বাগানের সাম্‌নেই বেড়াচ্ছিলেম। বেশ বাগান, চেরী, আতা, পেয়ারা, সব গাছগুলিতেই অনেক ফল ধরেছে।"

"হুঁ। ও বাগান আমাদের নয়।" আলপোলের বাক্যের উত্তরে পেট্রিক কহিলেন "অন্যের বাগান ওটী। ঐ যে বাগানের মধ্যে সুন্দর বাড়ী। ঐ বাড়ীর গৃহস্বামিনীর এই বাগান।"

"কে তিনি?" উৎফুল্ল হইয়া আলপোল জিজ্ঞাসা করিলেন "গৃহ-স্বামিনীর নাম কি?"

"কে? যিনি চাল্‌টন পল্লীতে বাস করেন, নাম তাঁর লেডী আমেসবরী।"

"তিনি কি একা থাকেন?

"হাঁ। তিনি একাই থাকেন। তবে দাসদাসী অবশ্য আছে। লেডীর স্বামী সৈন্যবিভাগের একজন পদস্থ লোক ছিলেন। ভারতবর্ষের সেনাবিভাগে তিনি দক্ষতার সহিত অনেক দিন সেনাপতিত্ব কোরেছিলেন। লেডীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আজ তিন বৎসর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেই হতে লেডী এই নির্জ্জন বাড়ীতেই আছেন। কোথাও যান না। কোন সমাজে তাঁর মিশামিশি নাই। এমন কি, আমরা এত নিকটে থেকেও তাঁর দেখা পাই না। সংসারের সংস্রব তিনি ত্যাগ কোরেছেন। কারও সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা নাই। শুনলেম, সম্প্রতি কোথা হতে একটী নাকি পরমাসুন্দরী যুবতী এসেছেন। নাম কি তাঁর, আমরা তার কিছুই জানি না। ঐ শুন, ঘটা বেজেছে। চল, খেতে যাই।" দুজনেই গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় মাতুল ও মাতুলানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আলপোল আপনার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। উদ্যানের নিকট গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গাড়ীবানকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত অদূরে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতে অনুমতি দিলেন। আলপোল লতাকুঞ্জের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া রমণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বারম্বার ঘটিকা যন্ত্রে সময় দেখিতে লাগিলেন। সময় অতীত প্রায়। আলপোল মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত তিনি আসিবেন না। কেনই বা আসিবেন? কি প্রয়োজন? এই অজ্ঞাত পূর্ব্ব বিষয়ের তত্ত্ব জানবার জন্য আমার মন যত ব্যাকুল, তাঁহার কেনই বা ততটা হইবে? আলপোল আপন মনে কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, সম্মুখে রমণী দণ্ডায়মান। তাঁহাকে তাঁহার অনুগমন করিতে সঙ্কেত করিয়া রমণী অগ্রসর হইলেন। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কহিলেন "আমার সঙ্গে আসুন। এই পথ।" রমণী পথ দেখাইয়া চলিলেন। আলপোল পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রমণী এক লতাকুঞ্জের নিকট গিয়া উপস্থির হইলেন। আলপোলকে কহিলেন "একটু অপেক্ষা করুন।" রমণী আঁকাবাঁকা পথে গৃহের দিকে চলিলেন।

আলপোলের কর্ণে সুমধুর বাদ্যধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর—মধুরতর বামা কণ্ঠস্বর। কে এ রমণী? নির্জ্জনে—এমন

সময় কে এ রমণী, বিরহগীতি গাহিতেছেন? রমণীর কণ্ঠস্বর অতী রমণীয়! আলপোল তন্ময়চিত্তে সেই সুমধুর সুস্বর শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর লহরী তাঁহার হৃদয়কে তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গি করিতে লাগিল। মধুরতর স্বরলহরী তাঁহার হৃদয়কে যেন প্লাবিত করিল। আত্মহারা হইয়া আলপোল সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

রমণী আসিলেন। আবার সঙ্কেতে অনুগমন করিতে বলিয়া, অগ্রগামিনী হইলেন। আলপোলও আবার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন অট্টালিকার পূর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আলপোলও তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া রমণী অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ে সভাগৃহে উ হইলেন। সভাগৃহের পার্শ্বে এক অতি সুসজ্জিত গৃহ। রমণী সেই সুসজ্জিত গৃহে আলপোলকে বসিতে বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আলপোল চমকিত হইলেন। গৃহমধ্যে এক ভুবনমোহিনী যুবতী! যুবতীর কি বেশভূষা. কি রূপলাবণ্য, সকলই অপূর্ব্ব! অতি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দর্শন করিলেও সে সৌন্দর্য্যের কলঙ্ক বাহির করা যায় না।

আলপোল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই যুবতী চমকিত হইলেন। সভয়ে কহিলেন "আপনি কে? আপনি এখানে কেন?"

আলপোল চিনিলেন। যাঁহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাঁহার আশাপথ চাহিয়া তিনি বৈকালে উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, ইনিই সেই যুবতী। আলপোলের হৃদয়ে সাহস বাড়িল। তিনি সহাস্যে কহিলেন "আমি একা আসি নাই। এই গৃহের কর্ত্রীই আমাকে এখানে এনেছেন! তাঁর প্রবোধ উক্তি—"দুর্ব্বলহৃদয়তা সুন্দরী স্ত্রী লোভের অন্তরায়।"

"তিনিই আপনাকে এখানে এনেছেন? ওঃ—বুঝ্‌তে পেরেছি। বসুন আপনি।" নিজের আসন হইতে উঠিয়া যুবতী অন্য আসনে উপবেশন করিলেন। যুবতীর আসনে আলপোল বসিলেন। আলপোল জিজ্ঞাসা করিলেন "যে সুধাময় সুস্বর আমি বাগান হতে শুন্‌তে পেয়েছিলেম, সে স্বর বোধ হয় আপনারই। চমৎকার স্বর আপনার। যে শুনে সেই মোহিত হয়।—যে ভাল হয়, তার সবই ভাল।"

"সে কেবল আপনার সদ্‌গুণের পরিচয় মাত্র। আমি আপনাকে কালই

বলেছি, সংসারের জটিলতা আমার ভাল লাগে না। সংসার ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য। কপটতা—মিথ্যা ভান, এ সকল এ রাজ্যের জন্য নয়।—সয়তানের রাজ্য হতে ঐসকল নূতন আমদানী হয়েছে। আমি সরলতা চাই। মনে কোর্ব্বেন না, আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। সত্য কথা বলি, অবশ্য আপনার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বার বাসনা আমার ছিল, কেন সে বাসনা তা জানি না—তবু ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কথা আমি কাকেও বলি নাই। আপনাকে এখানে আনবার জন্য আমি অনুরোধ করি নাই, কিন্তু এর কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। কাল আমার অপেক্ষায় যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই এই বাড়ীর কর্ত্রী। নাম তাঁর আমেসবরী। তিনি আজ তিন বৎসর বিধবা হয়েছেন। তাঁর স্বামী ভারতবর্ষের কোন সেনাবিভাগে সেনাপতি ছিলেন। ইনিও স্বামীর কাছে ছিলেন. স্বামীর মৃত্যুর পর এখানে এসেছেন। মনের দুঃখে সংসারের সকল সম্বন্ধ স্বেচ্ছায় ত্যাগ কোরেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর বাল্যকালের আলাপ। বড় ভালবাসেন আমাকে। যখন মন বড় খারাপ হয়, স্বামীর শোকে অভাগিনী যখন বড়ই কাতর হন, তখনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি এখানে মাঝে মাঝে এসে সান্ত্বনা করি। আমি যখন বালিকা, তখন ইনি যুবতী। কাল যখন আপনার সঙ্গে কথা, তখন সব তিনি দেখেছিলেন। আমার মনের ভাব বুঝেই হয়ত আপনাকে এনেছেন। বস্তুতই তিনি আমার মনের ভাব বুঝেছেন।"

"কেবল আপনার নয়, দয়াময়ী তিনি; আমার মনের ভাবও তিনি বুঝেছেন। বৈকালে আমি আপনার দর্শন প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরেছিলেম। সেই সময়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ।"

যুবতীর সহিত আলপোলের ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। একি প্রণয়ের লক্ষণ, না অন্য সংশ্রবের জন্য আন্তরিক আকর্ষণ?

যুবতী নির্ভরতার দৃষ্টিতে চাহিয়া আলপোলকে কহিলেন "তবে আপনি কি আমার সংশ্রবে সুখী হন? আমাকে দেখতে আপনার কি তবে ইচ্ছা হয়?"

"ইচ্ছা না হলে আর অনুসন্ধান কোর্ব্বো কেন? আপনি গোপন কোত্তে নিষেধ কোরেছেন বোলেই বোলছি, আমার প্রাণের বাসনা, আমি আজীবন আপনার সংশ্রবে থাকি, সে সুখসম্ভোগ এ অ ঘটিবে কি?"

"তা নয়। অসম্ভব কিছুই হতে পারে না। আমি সংসারের কো
বন্ধনই রাখতে ইচ্ছা করি না। আজকালকার পোষাকী সভ্যতার উপ
আমি ভারি চটা। আমি অবশ্যই আপনার সংশ্রবে থাকতে পারি, কি
তাতে আমার যদি কোন বাধা না থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র।"

"সে সৌভাগ্য হবার সম্ভাবনা আছে কি?" আশান্বিত হৃদয়ে
পোল যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি আমার পরিচয় কিছু জেনেছেন কি?"

"আমি অধিক কিছু জানি না, তবে এটুকু আমার জানা আছে
আপনি দয়াময়ী, সদ্বংশে আপনার জন্ম!"

"না। তাতেই সমস্ত পরিচয় হলোনা। সমস্ত পরিচয় জানা চাই
আমি লর্ড টেণ্টহামের কন্যা। আমি সাধারণের কাছে ওসবর্ণ না
পরিচিত। অন্য নাম আমার অজলিনী।"

"চমৎকার নাম! পরিচয় জানা থাকলো, অনেক রাত হয়ে
এখন তবে বিদায় হই। আবার কবে দেখা হবে?"

"তার এখন স্থিরতা কি?" এই বলিয়া অঞ্জলিনী প্রস্থান করিলে
যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই যাবেন

আলপোল বিষন্নমনে ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ।

"অয়ি, একি, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন!
আনত আনন শশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।"

তুমি কে গা?

সে দিন হতভাগ্য যাহুক্কীর মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয়, তাহার তিন দিন পরে রাত্রি ১০টার সময় হেনরী পকার্ড গ্রীলসের সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। তখনি সমাদরে গ্রীলস্-পরিবার তাহাকে গ্রহণ করিল।

বারান্দায় বসিয়া গ্রীলস্ সপরিবারে ধূম পান করিতেছে। সম্মুখে এক খানি ছিন্ন কার্পেট মোড়া জীর্ণ টেবিলের উপর এক বোতল মদ ও সামান্য খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে। পকার্ড এই সভায় গিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীমতী গিরিলা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার আর কোন নূতন সংবাদ আছে কি?"

"না।" ঘাড় নাড়িয়া পকার্ড উত্তর করিল "না। নূতন সংবাদ আর কি? আজ সকালের কাগজ দেখেছ কি? টোল কলেক্টর, আর একজন ভাড়াটে গাড়ীর গাড়ীবান, সাক্ষীর মধ্যে কেবল এরাই দুজন। এদের প্রমাণে কি আর কিছু হবে? কোন ভয় নাই। খবরের কাগজের মিছা-মিছি চিৎকার আমার কাণেই লাগে না। সে সব কিছু চিন্তার বিষয় নয়। য চিন্তা আমার—হস্তিরা। সে কি বোলেছে?

"কিছুই না। তার মুখের ভাবে সে রকম কোন কথাই প্রকাশ পায় না।" পকার্ডের প্রশ্নে গিরিলার এই উত্তর।

"না না। এর মধ্যে কথা আছে। হস্তিরা বেশ বুদ্ধিমতী। সহজে

তার পেটের কথা বেরোবে না। আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দাও। একটু মদ পাঠিয়ে দিও। তা হলেই সব কথা বেরিয়ে পোড়বে।"

"সেই বেশ কথা।" শ্রীমতী গিরিলা সহাস্যবদনে পঞ্চাডের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল "সেই ভাল, আমরা দুজনে এখন রন্ধনশালায় যাব, হস্তিরাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্চি।" এই বলিয়া গিরিলা স্বামীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই হস্তিরা হাসিতে হাসিতে পঞ্চাডের সম্মুখে উপস্থিত। হাসিতে হাসিতে হস্তস্থিত সুরাপাত্র হইতে উপর্য্যুপরি দুই পাত্র উদরস্থ করিয়া হস্তিরা উপবেশন করিল।

পঞ্চাড হস্তিরার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "হস্তিরা! কেমন আছ তুমি?"

"আছি বেশ। কোন কষ্ট নাই। যে কষ্ট, তোমাকে সত্য রক্ষায় অসমর্থ দেখে। বড় মিথ্যাবাদী তুমি।"

"কিসে মিথ্যাবাদী আমি? তোমার কাছে আমি কখন মিথ্যা কথা বোলেছি হস্তিরা?"

"অনেক বোলেছ। আপাততঃ একটী প্রমাণ, তুমি আমাকে মরফিয়ার সঙ্গে দেখা করাতে চেয়েছিলে, সে সত্য তুমি কি রক্ষা কোরেছ?"

"এই কথা?" হাসিয়া পঞ্চাড কহিল "এই কথা? তুমি এখনি চল। আমি তোমাকে এখনি নিয়ে যাব।"

হস্তিরা তখনি আপন গৃহ হইতে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পঞ্চাডের অনুগমন করিল। দুজনে তখনি গ্রানবী ষ্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইল।

যথাসময়ে হস্তিরাকে সঙ্গে লইয়া, পঞ্চাড গ্রানবী ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। মরফিয়া বাড়ীতে নাই, তাঁহার ভগ্নি কেরোলীনা সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। হস্তিরার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া কেরোলীনা কহিলেন "হস্তিরা না, হাঁ। ঠিক তাই। অনেক দিনের কথা। তুমি এখন বড় হয়েছ, আমাদেরও দুরবস্থার একশেষ হয়েছে। ভারি কষ্টে পোড়েছি আমরা, হিল সাইডের সে সব স্কুলবাড়ীর আর কিছুমাত্রও নাই। সে সব কথা তোমার মনে পড়ে ত?"

"বেশ পড়ে। আপনারা আমাকে কন্যার মত স্নেহযত্ন কোত্তেন, যত্ন কোরে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনাদের যদি ভুলে যাব, তবে আমার মত

অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? আমি ভুলি নাই। আপনাদের কথা আমি আমার অন্তরের সঙ্গে গেঁথে গেঁথে রেখেছি। বাল্যজীবন আপনাদের কৃপাতেই রক্ষা হয়েছিল, এখন আবার আমাকে রক্ষা করুন। উৎকণ্ঠায়— ভাবনায় চিন্তায় আমি সারা হয়েগেছি। এ ভাবনার—আমার এই বিষম চিন্তার—মীমাংসা না হলে হয় ত মরেই যাব। আমার চিন্তা দূর করুন। আমাকে রক্ষা করুন।" সজল নয়নে কেরোলীনার হস্ত ধারণ করিয়া, হস্তিরা গভীর উচ্ছ্বাসে এই কথা গুলি বলিল।

কেরোলীনা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "সব শুনেছি। পক্কার্ড সব কথাই আমাদের কাছে খুলে বোলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা জানি না।" বাধা দিয়া পক্কার্ড কহিল "তোমাদের আলাপ হয়ে গেছে। এখন কথা বার্ত্তা চলুক। আমি তবে এখন বিদায় হই।" পক্কার্ড চলিয়া গেল।

কেরোলীনা গম্ভীর স্বরে পূর্ব্ব কথার শেষার্দ্ধ বলিবার জন্য একবার চারি দিকে চাহিয়া শেষে কহিলেন "হস্তির! যে টুকু জানি, তাই শোন। বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও। আমাদের স্কুলের কথা তোমার বেশ মনে আছে। যে সমস্ত স্ত্রীলোক গোপনে গর্ভবতী হ'তো, কি যারা কুমারী অবস্থায় সন্তান প্রসব কোত্তো, সেই সব শিশুসন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমাদের মত এক একটী স্কুলবাড়ী থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের ছিলও তাই। একদিন মধ্যবয়সের একটী স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমার ভগ্নির সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হলো। আমরা তার জন্যে একটী গুপ্ত ঘর ছেড়ে দিলেম। সেই ঘরেই তিনি একটী কন্যা প্রসব কোল্লেন। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে পার কি? কিন্তু এ সব কথা চিরদিন গোপনে রাখ্‌তে হবে। আমরা উত্তরে বোল্লেম, "কোন বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে যদি এমন কোন বন্দোবস্ত কোরে দিতে পারেন, যে ঠিক প্রতি মাসে নিয়মিত খরচ দেন, তা হলে অবশ্যই আপনার কন্যার প্রতিপালন ভার নিতে পারি। এই কথাই স্থির রইল। তিনি আমাদের কথামত লণ্ডনের একজন সম্ভ্রান্ত উকীলের সঙ্গে বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। তিনি কয়েকদিন লবগ্রামে থেকে সুস্থ হলেন। তার পর কোথায় চোলে গেলেন। তাঁরা যতদিন এখানে ছিলেন, তাঁদের আসল নাম প্রকাশ করেন নাই।"

উৎফুল্ল হইয়া হস্তিরা জিজ্ঞাসা কোরিল, "সে নাম সর্জ্জেট নয় ত ?"

"তাই বটে। এ কথা তুমি পকার্ডকেও বোলেছিলে বটে। আমরা তাঁর মুখ দেখি নাই। তিনি সর্ব্বদাই মুখঢেকে থাক্‌তেন। তবে তার হাত খানিমাত্র দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তিনি সুন্দরী। আরও দেখেছিলেম, তাঁর ডান হাতের নীচে ত্রিভুজাকারে তিনটী তিল ছিল।"

উৎফুল্ল হইয়া হস্তিরা বলিল, "এই দেখুন, ঠিক ঐ স্থানে অবিকল তিনটী তিল আমারও আছে।"

"আমরা তা জানি।" হস্তিরার কথায় অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান না করিয়া কেরোলীনা কহিলেন "তা আমরা জানি। ঐ সম্বন্ধে আমরা দুই বোনে অনেক কথাবার্ত্তা কোয়েছিলাম। তখনই আমরা বোলে রেখেছি, যদি কখন হস্তিরা তার পিতামাতার সন্ধান পায় তবে এই প্রমাণই যথেষ্ট হবে।"

"যখন আমার স্নেহময়ী জননী আপনার হাতে আমাকে দিয়ে জান, তখন তিনি কি বোলে গিয়েছিলেন ?"

"কি আর বোল্‌বেন ? বোলে গেলেন, আমার দুঃখিনী কন্যাকে যত্নে রেখ।"

"তবে তিনি আমাকে না জানি কতই ভাল বাস্‌তেন। বলুন, আপনি যে টুকু জানেন তাই বলুন, আমার তাপিতপ্রাণ শীতল হোক। তারপর আমার মাতা কি মাতামহীর সঙ্গে আর কি আপনার দেখা হয়েছিল ?" চক্ষের জলে ভাসিয়া হস্তিরা এই কথা গুলি কেরোলীনাকে কহিল।

"না। তুমি ৭ বৎসর আমাদের স্কুল বাড়ীতেই ছিলে। আমরা তোমার ভরণ পোষণের জন্যে নিয়মিত খরচও পেতেম। তার পর ব্রমটনের মিস টমসন তোমাকে নিয়ে যান। সেই হতেই আমাদের এই দুর্দ্দশা।"

মুহূর্ত্ত কাল নীরবে থাকিয়া হস্তিরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে টাকা পাঠাতেন তা কি আপনারা জানেন না ?',

"না চিঠির মধ্যে কেবল ব্যাঙ্ক নোট আস্‌তো, তাতে পত্রাদি কিছুই থাক্‌তো না। সে দালালের মৃত্যু, টাকাও এখন আর কেহ পায় না। দালালের ৩২ বৎসর বয়সের এক পুত্র আছে। সে অনেক অনুসন্ধান কোরেও এ সম্বন্ধের কোন কাগজ পত্র পায় নাই।"

পশ্চাদ্বার উন্মুক্ত করিয়া মরফিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেরোলীনা তাঁহার ভগ্নির সহিত হস্তিরার আলাপ করিয়া দিলেন।

হস্তিরা যাহা শুনিয়াছেন, তদপেক্ষা আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য ব্যাগ্রতা জানাইয়া কহিল "আমি বড় আশা কোরে এসেছি। আমার সম্বন্ধে যা কিছু জানেন, বলুন।"

"আমি এর কিছুই জানি না।" নিষ্ঠুরহৃদয়া মরফিয়া কহিলেন "আমি তোমার সম্বন্ধে কোন কথা জানি না। যা জানি, তাও বোল্‌বার নয়। তুমি বৃথা এসেছ! - ফিরে যাও।"

"দালালের নামটীও কি শুন্‌তে পাই না?"

"দালাল নাই, তাঁর ছেলে আছেন। তার নাম ওয়ারেণ। হাইবরী পল্লীতে তাঁর নিবাস। যদি দেখা কোত্তে চাও, কাল সকালে ৯টার মধ্যে যেও।"

হতাশ হইয়া হস্তিরা ফিরিয়া যাইতেছে, পশ্চাতেই দেখিল, জঘন্য পরিচ্ছদধারী একটী লোক। লোকটী দ্রুতপদে হস্তিরার দিকে বাহু প্রসারণ করিয়া কহিল "হস্তিরা! এতদিনের পর আজ তোমার দেখা পেলেম।"

"সরে যাও, কাছে এস না। টমাস রবিন্সন, আমাকে তুমি স্পর্শ করো না।" হস্তিরা ভয়ে ভয়ে এই কথাগুলি বলিল।

রবিন্সন সে সকল কথা কাণেই না তুলিয়া হস্তিরার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল, কোথায়?—কে জানে?

চতুর্বিংশ তরঙ্গ।

"জনক জননী হায় কি করেছ
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে।
কোন্ প্রাণে হায়, এ ফুলমালায়
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশানভূমে॥"

* * * *

"ঐ শশী ঐখানে, এই স্থানে শূন্যমনে
কত আশা মনে মনে কতবার কোরেছি।
কতবার প্রমদার মুখ-চন্দ্র হেরেছি॥"

হায়!—সে এখন কোথায়?

আলপোল তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হাইবরী চলিয়াছেন। আশা, আজ আর একবার অজলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব্ব কথিত উদ্যানের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আলপোল ধীরপদে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে মনে কত চিন্তাই যে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। অজলিনী কি জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? তাঁহার প্রাণের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অজলিনী ত ব্যাকুল নহেন। তিনি আলপোলের মাতুল-বংশেরও সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুবা নিমন্ত্রণ করিয়া—তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেও দর্শন আশা মিটিত! কোন দিকেই উপায় নাই। গুপ্তভাবে এত রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ—একি নিরাপদ? তিনি ত আসিতে বলেন নাই, তিনি ত সম্মতি দান করেন নাই, অযাচিত ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শেষে কি অপমান হইবেন? আলপোল কতই ভাবিতেছেন, পদদ্বয়ের কিন্তু বিরাম নাই। তাহারা প্রভুর বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে তাঁহাকে গুপ্তদ্বারে উপস্থিত করিল। কলের পুতুলের মত আলপোল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সভা-গৃহ হইতে দেখিলেন, ভুবনমোহিনী অজলিনী চিত্রস্থবসনে একখানি

সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন, পার্শ্বে বিধবা আমেসবরী। আমেসবরী একখানি ছবির পুস্তক লইয়া ছবি দেখিতেছেন।

আমেসবরী সহাস্যে কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমার কাছে গোপন কোরো না। সত্য বল, তোমার হৃদয়-পটে কি আলপোলের ছায়া পড়ে নাই?"

অঞ্জলিনীর বিষাদরেখাঙ্কিত বদনে হাসি দেখা দিল, যেন স্নিগ্ধ মেঘের উপর বিদ্যুৎ বিকাশ হইল। হাসিয়া অঞ্জলিনী কহিলেন, "না সখী! গোপন আমি জানি না। সংসার শাসনে আমি ত ভয় করি না। আমি জানি, আমি যাকে ভালবাসি, জগতের সম্মুখে হৃদয়ের কবাট উন্মোচন কোরে দেখাতে—তাঁকে হৃদয়ে লয়ে স্বাধীনভাবে যদৃচ্ছা ভ্রমণ কোত্তে আমি কখনই কুণ্ঠিত হব না। আমি সত্য বোল্‌ছি, আমি কাকেও ভালবাসি নাই।"

"তবে আমার ভুল।" আমেসবরী ব্যথিত স্বরে কহিলেন "তবে আমার ভুল। সে দিনকার ভাবে আমি অন্য ভাব ভেবেছিলেম, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন সুন্দরী তুমি, আজও ভালবাসার পাত্র পেলে না।"

"ভালবাসার পাত্রের অভাব কি? তোমাকে কি আমি ভালবাসি না? ভালবাসার রকম রকম আবরণ নাই। এক এক প্রাণ এক একজনকে ভালবাসে। আমি যখন আর একজনকে ভালবাস্‌বো, তখন তোমার ভালবাসা হয় ত আমার মনেও থাক্‌বে না। প্রিয়তমে! এক দর্পণে—এক স্থানে কি দুটী প্রতিবিম্ব পড়ে? যাক্, এ সব কথা এখন থাক। কৈ?—তোমার বিষন্নতার কারণ আজও বোল্লে না?"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষন্নবদনা আমেসবরী কহিলেন "সেই জন্যই ত যেতে দিলেম না। বলি নাই, তারও কারণ আছে। হতভাগিনী আমি, আমি ত বিপদ সাগরে ভেসেই আছি, আর কেন তোমাকে কষ্ট দিব? আমার এই শতমুখী দুঃখের প্রবাহে ফেলে কেন তোমাকে যন্ত্রণা দিব? আমার বিষাদ-মরুভূমে পোড়ে তোমার শান্তিটুকু কেন নষ্ট কোর্ব্বে? তাই এতদিন বলি নাই, কিন্তু প্রিয়তমে! আর পারি না। দুঃখের তাড়নে আমি যে কত যন্ত্রণা পাচ্চি, তা না দেখালে আমি হয়ত মারা যাব। জানিনা, বিধাতার এ কি নিয়ম; জানি না, কোন্ পাপে লোকের বাল্যকালের সেই স্বপ্নময়-প্রণয় স্থায়ী হয় না?" চক্ষের জলে আমেসবরীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। আলপোল গোপনে থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছেন।

ব্যথিত হৃদয়ে অঞ্জলিনী কহিলেন "না জানি তুমি কত কষ্টই পাচ্চো। না জানি, কেমন বিপদের ভরা তোমার হৃদয়কে পীড়িত কোচ্চে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া—চক্ষের জল মুছিয়া আমেসবরী বলিলেন "বাল্যকালের সুখময়কাল আর কি ফিরে আসে না? আসে না—কিন্তু সেই সাধের স্বপ্ন কি ভুলেও যাওয়া যায় না? জীবনে কত জন কত ভালবাসে—কত ব্যথা পায়, আবার সব ভুলে যায়, কিন্তু বাল্যপ্রণয় আজীবন কেহ কি ভুল্‌তে পেরেছে? সেই বিরহ-রেখা হৃদয় হতে কার কবে মুছে গিয়েছে? হতভাগিনী আমি, আমিও আমার সর্ব্বনাশ কোরেছিলেন। যখন আমি ১৮ কি ১৯ বৎসরের, তখন তুমি অতি শিশু, সেই সময় আমি একজনকে ভালবাসি। সে ভালবাসা কি, তা তখন জানি নাই, তবুও কি জানি কেন তাঁকে আমি ভালবেসেছিলেম। বেসেছিলেম কি, আজও বাসি। শেষে প্রকাশ হলো, তিনি বিবাহিত। এদিকে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি গর্ভবতী! মাতাকে সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম। তিনি কতই তিরস্কার কোল্লেন, কতই শ্লেষমাখা বিষাক্ত কথায় আমার হৃদয়কে জর্জ্জরিত কোল্লেন, শেষে দয়া হলো। গোপনে অন্যস্থানে গিয়ে প্রসব কোরিয়ে আন্‌লেন। হতভাগিনী আমি, সন্তানের মুখ দেখা এ ভাগ্যে আর ঘোট্‌লোনা।" শোকে—দুঃখে হতভাগিনীর কণ্ঠরোধ হইল। অতি কাতরে—রুদ্ধকণ্ঠ আপনাআপনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। নীরবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল।

অঞ্জলিনীর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি আগ্রহ জানাইয়া কহিলেন, "তারপর? তারপর কি হলো?"

"তারপর কি হলো? তারপর একদিন জেনারেল আমেসবরী আমাদের বাড়ী বেড়াতে এলেন। পিতার পরিচিত তিনি।—তিনিই আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত কোত্তে লাগ্‌লেন। সর্ব্বদাই তিনি আমার কাছে থাকেন, আমার বিষণ্ণভাব ঘুচাবার জন্য কতই চেষ্টা করেন, কিন্তু সে প্রবোধে আমার মন প্রবোধ মানে না। আমি কিছুই জানি না, যে দিন বিবাহ সেই দিনই সে সংবাদ পেলেম, আমি বাধা দিতে পাল্লেম না। এক অপরাধে কত যন্ত্রণা—কত ভৎসনা সহ্য কোরেছি, আবার? আর সাহস হলো না। মনে কোল্লেম, যন্ত্রণায় পাতকিনীর হৃদপিণ্ড জ্বলে পুড়ে ছাই হোক, তবুও সে কথা প্রকাশ কর্ব্বো না। বিবাহ হ'য়ে গেল। বিবাহে

পরই আমি স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষে গেলেম। তখন মনে কোল্লেম, আমি একজনের স্ত্রী। স্বামীর সকল সুখশান্তি আমার উপর, তবে তাঁকে কেন কষ্ট দিব? আমি নিজে ত যন্ত্রণায় জ্বালাতন হচ্ছিই, তাঁকে আর কেন জ্বালাতন করি? এ ভেবে—মনের আগুণ মনেই চাপা দিয়ে—চোকের জল চোকেই নিবারণ কোরে—স্বামীর যথাসাধ্য সুখশান্তির চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। আমার প্রতি স্বামীর অগাধ প্রেম—অভ্রান্ত বিশ্বাস। আমি কি সে বিশ্বাস ভঙ্গ কোত্তে পারি? কিন্তু অভাগিনীর জীবন চিরদিনই শোকের সাগরে ভাস্‌বে কিনা, তাই তিন বৎসরের মধ্যে আমি বিধবা হ'লেম।"

"প্রিয়তমে! কি ভীষণ দুঃখেই তুমি পোড়েছ! এ যন্ত্রণা নিবারণের আর কি কোন উপায় নাই?" বিস্ফারিত নেত্র আমেসবরীর অশ্রুসিক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া অজলিনী কহিলেন, "এর কি কোন উপায় নাই?"

"উপায় আর আছে কি? যে কন্যা আমার এখন অন্তিমকালের ভরসা, আমার এই জীবন মরুভূমের শান্তি সরসী, আমার স্নেহস্রোত যাকে প্লাবিত কোরে রাখ্‌বে, মাতার নয়নজল নিবারণ কোর্ব্বার যে একমাত্র অবলম্বন, আমার সেই নাই। আমি ভারতবর্ষ হ'তে এখানে এলেম, কত অনুসন্ধান কোল্লেম, অনুসন্ধানে জান্‌লেম, আমার কন্যা নাই।"

"আমার কন্যা নাই।" এই কথাটী যেন গৃহ মধ্যে বারম্বার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। এই মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত—জননীর হৃদয়ভেদী শব্দ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া—গৃহের প্রত্যেক ভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, 'আমার কন্যা নাই।' অজলিনী বিস্মিত ভীত হইলেন, তাঁহার মুখেও যেন ধ্বনিত হইল, "হায় হায়—সে তবে নাই?"

আলপোল তখনো আছেন; আমেসবরীর জীবনের এই শোকবার্ত্তা তিনি তখনো শুনিতেছেন। আমেসবরী দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মার্জ্জন করিলেন। আলপোলের দৃষ্টি তাঁহার হস্তের উপর পড়িল। আলপোল সানন্দে দেখিলেন, আমেসবরীর হস্তে ত্রিভুজাকার তিনটী তিল! আলপোল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি সলম্ফে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আপনার কন্যা জীবিত আছেন। আপনার শোকসন্তপ্ত প্রাণে তিনি অবশ্যই শান্তি দিবেন।"

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ।

"নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পূরিবে যবে
আঘোষিবে সুর পুরে কাননের করুণ ক্রন্দন হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,——
হায়রে তখন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায়;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা বহে দুনয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়।"

আবার সেই?

হানোবর ষ্ট্রীটের বহুদূরে একটী নাতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত গৃহে সার্জ্জেণ্ট হষ্টিরা রুগ্ন-শয্যায় শায়িত। পার্শ্বেই ঔষধাদি রহিয়াছে। এই গৃহটি একটী উচ্চশ্রেণীর বাসাবাটীর প্রকোষ্ঠ বিশেষ। এই সুসজ্জিত গৃহে হষ্টিরা একাকিনী। গিরিলার বাটীতে আলপোলের সহিত হষ্টিরার সাক্ষাৎ! আলপোলই এই গৃহে হেষ্টরকে সযত্নে রাখিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন।

হষ্টিরা বসিয়া আছেন, দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। তখনি একটী প্রৌঢ় ভীষক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সযত্নে হষ্টিরার পীড়ার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিয়া ভীষক কহিলেন, "বেশ আছ তুমি। সত্বরেই তুমি আরাম হবে। অত ভেবো না।—সাবধানে থেকো।"

"মহাশয়! গত বিষয় সম্বন্ধে আলপোল আপনাকে কি কিছু বোলেছেন?"

"বেশী কিছু না।" ধীরভাবে ভীষক উত্তর করিলেন, "অধিক কথা কিছু বলেন নাই। তুমি আগে একজনকে ভালবেসেছিলে।—দৈবক্রমে দুজনে কিছু দিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে। কাল আবার তোমাদের দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি এই পর্য্যন্তই জানি।"

আগ্রহ সহকারে হস্তিরা বলিলেন, "দেখা হ'য়েছে, কিন্তু কোন কথা হ'য়েছে কিনা, তা মনেও নাই। আমি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেম না। আমার তখন মাথারই ঠিক ছিল না। আজ একবার কি দেখা হ'তে পারে না?"

"না।" গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া ভীষক কহিলেন, "না। এখন না। আগে সুস্থ হও। কাল হয় ত অনেক কথা হয়েছে। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ, অনেক মর্ম্মান্তিক কথা বলাবলি হ'য়ে থাকবে। তাতেই তুমি এতটা অসুস্থ হ'য়েছ। আজ আবার দেখা কোল্লে পীড়া বৃদ্ধি হ'তে পারে। আগে সুস্থ হও।"

"আলপোলের সঙ্গে দেখা কোত্তে পারি?" নির্ভর দৃষ্টিতে হস্তিরা ভীষকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "আমার এ অনুরোধ রক্ষা কত্তে পারেন?"

"তাতে আমি সম্মত আছি। আমি তবে বিদায় হই। আমি এখনি আলপোলকে এ সংবাদ জানাব।"

হস্তিরার নিকট বিদায় লইয়া ভীষক হানোবর স্কোয়ারে উপস্থিত হইলেন। আলপোল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গৃহের জানালায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ভীষককে দেখিয়াই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। আগ্রহ জানাইয়া কহিলেন, "এখন আমি হস্তিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারি?"

"অনায়াসে, কিন্তু সাবধান, তাঁকে বেশী বেশী সুখের কথা শুনিয়ে যেন আত্মহারা কোরে ফেল্‌বেন না। দুর্ব্বল শরীর—দুর্ব্বল মন, অতটা আনন্দ তিনি হয় ত সহ্য কোত্তেই পার্ব্বেন না।"

"সেই কথাই ঠিক।" এই বলিয়া আলপোল হস্তিরার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভীষকও অন্য পথে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আলপোল দ্রুতপদে হস্তিরার গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তমার গালে দৃঢ় চুম্বন করিয়া—তাঁহার হস্ত স্বীয় হস্ত মধ্যে রাখিয়া কহিলেন, "হস্তিরা! ভিষক আমাদের সকলকেই অধিক কথা কইতে নিষেধ করেছেন। আমি কোন্ কথা বাদ দিয়ে তোমাকে যে কোন্ কথাটী জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো, তা ভেবে পাচ্চি না—"

"ঠিক কথা। এডওয়ার্ড আলপোল! আজ আমি তোমাকে এ নামে সম্বোধন কোরে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।"

"হস্তিরা! তুমি এর সকল কারণ হয় ত জান না। আমি সে সকল কথা প্রকাশ কোর্ত্তে লজ্জা বোধ কোচ্চি। আমি শত অপরাধে তোমার কাছে অপরাধী, প্রিয়তমে! বল, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কোর্ব্বে?,,

"ক্ষমা? প্রিয়তম আলপোল! তোমাকে ক্ষমা কোর্ব্বো? ক্ষমা কাকে বলে, তাত আমি জানি না। তোমার আবার অপরাধ? তোমার চিন্তা-তেই আমার দিন কেটে গেছে. অপরাধ অনুসন্ধানের ত সময় হয় নাই!"

"আমি তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, কিন্তু কি কোর্ব্বো প্রিয়-তমে! সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। যা হবার তাত হয়ে গেছে, এখন আমাদের অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাতে পার্ব্বো।"

"অবশিষ্ট? তুমি কি মনে কর, আর আমাদের সুখ হবে? আমার মৃত্যু যে আসন্ন।"

"ওকথা বোলোনা হস্তিরা! মৃত্যুর নাম কোরে আর আমার এ ভগ্ন-হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ তুলোনা। তুমি অবশ্যই আরোগ্য হবে।" ব্যথিত স্বরে আলপোল এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন।

"না প্রিয়তম! আর আমি বাঁচ্‌বো না। হয় ত অতি শীঘ্র শীঘ্রই আমার জীবনপ্রদীপ নিবে যাবে। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য কোরেছ, আমি জেনে যেতে চাই, আমার প্রিয়তমকে আমি কত কষ্ট দিয়েছি।"

"তুমি কষ্ট দিয়েছ? তবে সুখী কে কোরেছে? তুমি আমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পথের ভিখারী হয়েছ. উদর পূর্ত্তির জন্য অতি জঘন্য কার্য্য কোর্ত্তে হয়েছে। আমার প্রেমের ত এই প্রতিদান? তবে আমার জীবনের শেষ ইতিহাস শুনতে যদি তোমার বাসনা হয়ে থাকে, শোন। তুমি জান, আমি চার মাসের জন্যে কারাবদ্ধ হয়ে কামদান সহরে চালান হই। আমার চরিত্র সংশোধনের জন্য গারদের প্রধান অধ্যক্ষ পার্কহষ্টের 'চরিত্র সংশোধনী" কার্য্যালয়ে প্রেরণ করে। সেখানে যেতে আমার চরিত্র এমন সংশোধন হয়ে গেল যে, আমি সকলেরই প্রিয়পাত্র হলেম। একদিন আমি প্রাতে প্রধান অধ্যক্ষের সম্মুখে নীত হলেম। সেই সময় সেমুর নামে একজন ভদ্রলোক আমার জন্য অনেক অনুরোধ কোল্লেন। আমার মুক্তির জন্য বিস্তর চেষ্টা কোল্লেন। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল। পরে সেই দিনেই আমি লণ্ডনে এলেম। পরিচয়ে জান্‌লেম, সেমুর আমার মাতুল। বার্ষিক পাঁচ হাজার আমার আয়।"

আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উত্তেজিত স্বরে হস্তিরা বলিলেন, "ধন্য ঈশ্বর! তোমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। তুমি কি কোরে এত ধনের অধিকারী হলে? বাল্যকালে তুমিই বা কেন এমন ভাবে ছিলে?"

"সে অনেক কথা। তোমাকে বেশী কথা বলা কেবল কষ্ট দেওয়া মাত্র। তাতে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু কি জানি প্রিয়তমে, আমার মন প্রবোধ মান্‌ছে না। বুঝেও আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এত দিনের অদর্শন!—কথায় কথায় প্রাণ ভরে গেছে। তাই প্রাণের বোঝা না নামালে বড়ই কষ্ট! বাল্যকালে ছেলেধরায় আমাকে ধোরে নিয়ে যায়। তারাই আমাকে ওয়ার্ক হাউসে রেখে আসে। অনেক অনুসন্ধানে মাতুল আমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।"

"এডওয়ার্ড! প্রিয়তম! আমি তোমার অবলম্বন হারা হয়ে বড় বিপদে পোড়েই এত নীচ হয়ে পোড়েছি। তুমি হয়ত সেজন্য ঘৃণার চোকেই আমাকে দেখেছ?"

"না হস্তিরা! তা তুমি মনে করো না। সংসারে এরূপ পতন অনেকেরই হয়ে থাকে। আমি সে জন্য—তোমার দুর্দ্দশার কথা মনে কোরে কেবল চকের জল আর দীর্ঘ নিশ্বাস সঞ্চয় কোরে রেখেছি। আমার প্রতিদানের কেবল এই সম্বল।" মর্ম্মাহত যুবক কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"প্রিয়তম! আমার হৃদয়ে আজ আনন্দ ধোর্‌চে না। কথা কইতেই যেন কষ্ট হচ্চে। একটু জল দাও—আঃ। বাচলেম! আজ আমার নব জীবন।" আলপোল সযত্নে হস্তিরাকে জল পান করাইলেন।

মর্ম্মাহত যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন—"আল-পোল! রবিন্সন! আমার এ আনন্দের প্রতিদান কি আছে? আমি পতিতা—ঘোর নরকে আমি ডুবেছি। যে আমাকে আজও এত ভালবাসে আমি ত তার যোগ্য নই।"

"হস্তিরা! প্রিয়তমে! ক্ষমা কর। আমার সুখ নিদ্রা ভেঙো না। আমি এতদিন যে তোমার আশাতেই জীবন রেখেছি? হস্তিরা! তোমাকে হৃদয়ে রেখেই আমি যে সকল বিপদ হতে উদ্ধার হয়েছি। হস্তিরা! প্রিয়-তমে! অধৈর্য্য হ'য়ো না। তুমি আত্মহত্যা কোত্তে বোসেছ যে? ক্ষমা কর! আর হতভাগ্যকে কাঁদিও না"

হস্তিরার বাক্য স্ফূর্ত্তিতে বাধা জানাইতেছে। অতি কষ্টে হস্তিরা

বলিলেন, "না প্রিয়তম! আর সে ভাব ভেবো না। নির্ব্বাণ প্রায় আগুণ আর জেলো না।—পূর্ব্ব কথা ভুলে যাও,—পূর্ব্ব সম্বন্ধ—আর মনে কোরো না। আমি আর সে সম্বন্ধ ভাবি না। আমাদের এখন পরস্পরের ভ্রাতা ভগ্নি সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা কর্ব্বো।"

"না না হস্তিরা! আর ও কথা বোলো না। আমি বরং যে যন্ত্রণার কূপে ডুবে আছি তাই থাকি, আমি মনে মনে সেই পূর্ব্ব সম্বন্ধকেই মনে রাখি। সেই সম্বন্ধই আমার পক্ষে যথেষ্ঠ প্রিয়তমে! তুমি আজীবনই আমার হৃদয়েশ্বরী।—বল প্রিয়তমে! সে সম্বন্ধ তুমি ত্যাগ কোর্ব্বে না? বল হস্তিরা! বাল্যপ্রণয় আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হবে?—বল, বল প্রিয়তমে! আর আমার মাথায় বজ্রাঘাত কোর্ব্বে না? আমি বরং সমস্ত জীবন তোমার অন্তরালে থাকবো, আর তোমার সঙ্গে না হয় নাইই দেখা কোর্ব্বো, সেও ভাল, কিন্তু আমার সম্মুখে তুমি অপরের ———" মর্ম্মোচ্ছ্বাসে আলপোলের কণ্ঠ রোধ হইল।

ধীরভাবে হস্তিরা বলিলেন "না প্রাণাধিক! তা নয়। আমি ইচ্ছা কোরে এ প্রস্তাব করি নাই, ইচ্ছা ক'রে কে আপনার হৃদপিণ্ড ছিন্ন করে?—ইচ্ছার কে আপনার সর্ব্বনাশ করে?—তবে আমার যে সে সাহস নাই?—প্রকাশ্য ভাবে আমি তোমার স্ত্রী বোলে পরিচয় দিতে আমার যে সাহস হয় না?"

"তা তুমি মনে ক'রো না। তুমি বিপদে পোড়েই এমন জঘন্য স্থানে আছ।"

"বস্তুতই জঘন্য স্থান! এমন জঘন্য স্থান আর কোথাও আছে বোলে আমি জানি না। যারা দিন দিন চুরী, ডাকাতী, বদমায়েসী কোরেই কাটায়, এইরূপ জঘন্যবৃত্তিই যাদের জীবিকা, আমি তাদের আশ্রয়েই আছি। যে হেনরী পঞ্চার্ড স্বহস্তে শত শত লোকের জীবন অনন্তকালের জন্য বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, সেই আমার দয়াময় বন্ধু। শত শত জীবহত্যা—শত শত শব গোপন কোরেই যারা জীবন ধারণ করে, সেই গ্রীলস্ পরিবার আমার আশ্রয়দাতা। সম্প্রতি যে খুনের সংবাদ তুমি শুনেছ, সেও এদেরই কাজ। আমি স্বচক্ষে এ সব দেখেছি। আলপোল! এসব কথা মনে মনে রেখ। দেখদেখি, যে এই সব পাপসংসর্গে থাকে, সে কি তোমার প্রিয়তম—হবার যোগ্য? না না এডওয়ার্ড! আমি তোমার সম্মানিত স্ত্রী হবার যোগ্য নই।—কেবল ভগ্নিস্নেহ মাত্রই—

আমার প্রার্থনা।" হতভাগিনী হস্তিরা নীরব হইলেন। দরদরিত ধারে অশ্রু প্রবাহ বহিল।

কতক্ষণ পরে হতভাগিনী হস্তিরা অশ্রু জল করপুটে মার্জ্জন করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "হৃদয়সর্ব্বস্ব! এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আমি সমস্ত পৃথিবীর সুখ ত্যাগ কোত্তে পারি, কিন্তু আমাদের এই অপার্থিব প্রণয় ভুলবার নয়। আমি সে প্রণয় ত্যাগ কোত্তে বলি না, কিন্তু তার পরিণাম ভেবেই আমি আরও ব্যাকুল হয়েছি। এড্‌ওয়ার্ড! এই সময়, আমি অন্য সুখ চাহি না, আমাকে জন্মশোধ বিদায় দাও। মৃত্যুর এমন সময় আর আমি পাব না। যে আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর, যার সহাস্য বদন আমার জন্মান্তরের বহুপুণ্যের ফল, যার হাসি আমার বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার-হৃদয়ে জোৎস্নার বিকাশ করে, যার সম্মীলন সুখ আমি স্বর্গ বাসেরও অধিক বাঞ্ছনীয় বোলে জ্ঞান কোত্তেম, সেই তুমি আমার সম্মুখে। তবে আর আমার প্রার্থনা কি? দাও আলপোল! আমায় শেষ আলিঙ্গন দাও। জন্মের মত বিদায় দাও। এই সুখই আমার পরম সুখ।"

"না না। তোমার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্পূর্ণ আশা আছে। আমরা আবার দুজনে সুখী হব। আমি তোমাকে এমন সংবাদ দিব, যাতে তোমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হবে।"

উৎফুল্ল হইয়া হস্তিরা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সংবাদ বল, বল প্রিয়তম! অভাগিনীকে কি শুভ সংবাদ দিবে? আমার পিতামাতার কি কোন ঠিকানা পেয়েছ?"

"ঠিক তাই। আজই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব।"

কতক্ষণের জন্য হস্তিরা যেন আত্মহারা হইলেন। এত আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে প্লাবিত করিল যে, তিনি তাহার বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "ধন্য ঈশ্বর! আলপোল! যথার্থই তুমি দেবতা। আমার আজ জীবন দান কোল্লে তুমি। আমি বাঁচিব। তুমি কি তাঁকে দেখেছ?"

"আমি আজ সকালেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছি। তোমাকে বক্ষে ধারণ কোর্ব্বার জন্য তোমার মাতা বাহু প্রসারণ কোরে তোমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন। আমি তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করাব। আপাততঃ একটু বিশ্রাম কর। বেশী বেশী কথায় তোমার বড়ই কষ্ট

হয়েছে। আমি এখন তবে বিদায় হলেম।" আলপোল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

হস্তিরা বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে বিষাদের ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা প্রশমিত হইয়াছে। এখন তিনি আশান্বিত হৃদয়ে মাতার সহিত মিলিত হইবার শুভ অবসরের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ।

"The worshipper asks not whether his idol will consent t receive his adoretion ! The incense of his homage ascen spontaneously, unchecked, unrestrained !"

এ ভালবাসার কি প্রতিদান আছে?

আলপোল তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। হস্তিরাকে তাহ মাতার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া—বিষাদিনী আমেসবরীর আন্তরিক আশীর্ব লইয়া আলপোল নিম্নতলে আসিয়া বসিয়াছেন। বহুদিনের অদর্শনে পর মাতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ, কত কথাই হইবে, কত ভাবই উঠিবে, হয় মনের আবেগে এমন সকল গোপনীয় কথা বাহির হইয়া পড়িবে, য অন্য লোকের সম্পূর্ণ অশ্রাব্য, সুতরাং এরূপ স্থানে থাকিয়া তাহাদি হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে লজ্জার বাঁধ দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে এই জন্য অজলিনীও সেই গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন, দুজনেই হইতেছে।

আলপোল কহিলেন, "দেখুন, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কে পেরেছি ত? কাল রাত্রে যখন আপনারা গোপনে গুপ্ত পরামর্শ কে যখন আপনারা হস্তিরার সম্বন্ধে কত কথাই বোলছিলেন, তার

সন্ধান পাওয়া যাবে না—সে হয়ত প্রাণেই মারা গেছে বোলে আক্ষেপ কচ্চিলেন. আমি সেই সময় আপনাদের শান্তিভঙ্গ কোরে অবশ্য অভদ্রতা কোরেছি. কিন্তু আমি যখন হস্তিরাকে এনে তাঁর মাতার ক্রোড়ে দিয়েছি, তখন আপনারা অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন।”

সরলা অজলিনী সরলভাবে কহিলেন “আপনার চরিত্র আদর্শ। আপনি যেন বিষাদিনীকে শান্তিদান কোত্তেই স্বর্গ হ'তে নেমে এসেছেন। বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি আমরা। আপনি যে কাজ কোরেছেন, এর প্রতিদান কিছু নাই। প্রশংসা করারও কোন ভাষা নাই।”

“আপনার স্বভাবের পরিচয়ই এই কথায় প্রকাশ। আমি এমন কোন কাজ করি নাই, যাতে এতটা প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা কোত্তে পারি। আপনি আমাকে বরাবর শিক্ষা দিয়েছেন—আজ্ঞা কোরেছেন, কোন কথা গোপন করা—হৃদয়ের কথা—মনের কথা গোপন কোরে সংসারের সয়তানী কথায় সেই সব ঢেকে দেওয়া বড়ই অন্যায়। আমি সেই সাহসেই বোল্‌ছি, আমি জানি না, কেন আপনার সঙ্গে কথা কোরে, আপনার কাছে থেকে আমার এত তৃপ্তি হয়। আমার বিশ্বাস, আপনি স্বর্গের দেবী। স্বর্গীয় পবিত্রার মধুরতর স্বাদ পৃথিবীর লোকদের দেখাবার জন্যে—ঈশ্বর যেন আপনাকে মানবী কোরে পাঠিয়েছেন। এমন নিস্বার্থভাব, এত সরলতা, এত সদাশয়তা সংসারের কোন প্রাণীরই সম্ভবেনা। জানি না, কি জন্য আপনাকে আমার পূজা কোত্তে ইচ্ছা হচ্চে।” মনের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা যুবক এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

অজলিনী হাসিয়া কহিলেন “এ পূজায় আপনার স্বার্থ?”

“না না। তা ভাব্‌বেন না।” মাথা নাড়িয়া—অজলিনীর বাক্যে বাধা দিয়া আলগোল কহিলেন, “তা ভাব্‌বেন না। লোকে স্বার্থের জন্য পূজা করে না। যে পূজায় স্বার্থ আছে, কামনা আছে, তা প্রকৃত পূজা নামে গণ্য নয়, কার্য্যসিদ্ধির অভিনব কৌশল মাত্র। বদমায়েসী অভিধানের রকম রকম কৌশলের স্বতঃসিদ্ধ সূত্র। প্রকৃত যে পূজা, তা কামনা রহিত। আপনি পূজা গ্রহণ করুন বা না করুন,—আপনি জানুন বা না জানুন—শুনুন বা না শুনুন, আমি পূজা কোর্ব্বোই কোর্ব্বো। আমার প্রাণের বাসনা আমি মিটাবই মিটাব। নিস্বার্থ পূজায় যাদের অধিকার, প্রকৃত পূজার মর্ম্ম তারাই জানে। আমি ফল কামনা ক'রে—স্বার্থসাধনে

প্রণোদিত হয়ে এ পূজা কোত্তে বাসনা করি নাই। আমার প্রাণ আপনাকে পূজা কোত্তে চায়। কেন, তা আমি জানি না।"

"আপনার এ কথায় আমার মনের ভাব এক রকম পৃথক্ হয়ে দাঁড়াল। আমিও আমার এমন পূজকের পূজা গ্রহণ কোত্তে সর্ব্বদাই বাসনা করি। আমার প্রাণের বাসনাও তাই। কিন্তু আপনি ত নিঃস্বার্থভাবে পূজা কোত্তে পারেন না। আপনার সম্পূর্ণপূজার অংশ মাত্র গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই।" অজলিনী মৌনাবলম্বন করিলেন।

আলপোলের নিকট অজলিনীর এই কৌশল—উক্তি বিফলে গেল না। অজলিনীর এই প্রহেলিকার মর্ম্ম তাঁহার হৃদ্গত হইতে অধিক সময় লাগিল না। তিনি কাতরস্বরে কহিলেন "না অজলিনী, আমি আর কারও নাই। যদি সংসারে কাকেও পূজা কোত্তে হয়, যদি সংসারে কাকেও আমি আমার হৃদয়ের সহিত পূজা কোরে থাকি, সে তুমি। হস্তিরা আমার ভালবাসার কণামাত্রও গ্রহণ কোর্ব্বে না। অবশ্য স্বীকার করি, আমি তার ধর্ম্ম রক্ষার দায়ী; কিন্তু, হস্তিরা নিজ মুখে প্রকাশ কোরেছে যে, সে আমার স্ত্রী হবে না। এখন হোতে তাতে আমাতে ভ্রাতাভগ্নি সম্বন্ধ সম্বন্ধ। তবে কেন সে আমার পূজার অংশ গ্রহণ কোর্ব্বে?" উত্তর প্রতীক্ষায় আলপোল অজলিনীর দিকে চাহিলেন।

অজলিনী ব্যথিত স্বরে কহিলেন "এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বাল্যপ্রণয় তোমাদের, এরই মধ্যে এত পরিবর্ত্তনের কোন কারণই নাই। বাল্যপ্রণয়ে তোমরা উভয়ে আবদ্ধ, সে প্রণয়সূত্র এত শীঘ্র ছিন্ন হবার ত কোন ও কারণ নাই। যে তোমাগতপ্রাণ, তোমাকেই সার ভেবে যে তোমার হাতে আপনার জীবন সমর্পণ কোরেছে, যে তোমার জন্য এত বিপদ সহ্য কোরেছে, তাকে তুমি ভালবাস না?" উত্তরচ্ছলে অজলিনীর এই প্রশ্ন।

কথায় অবশ্যই উভয়ের উত্তর—প্রত্যুত্তর চলিতেছে, কিন্তু, মনের গতি উভয়েরই এখন ভিন্ন প্রকার। সে হৃদয়বেগ এখন কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। ইহাদিগের উভয়ের মনের ভাব এখন মনেই থাকুক, কথা কেবল এই যে, ইতিপূর্ব্বে কথোপকথনে পরস্পর পরস্পরকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, এখন সেই 'আপনি' 'তুমি'তে পরিণত হইয়াছে। পাঠক যদি এইরূপ

ভাব কখনও ভাবিয়া থাকেন, তবে, এই সম্বোধনেই ইহাদিগের মনের ভাব বুঝিবেন।

অজলিনীর জিজ্ঞাস্যে আলপোল কহিলেন, "মা অজলিনি! আমি হস্তিরাকে ভালবাসি না। তবে, পূর্ব্বে যা হোয়ে গেছে, সে বাল্যচাপল্যের একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। তাতে, আমি অন্যায় কোরে থাকি—ধর্ম্মে পতিত হয়ে থাকি, সে প্রতিফল ভোগ কোত্তে আমি কষ্ট বোধ করি না, কিন্তু আমি এখনো বোলছি, হস্তিরা আমার হৃদয়াসনে এক দিনের জন্যও বসে নাই।"

"এমন কোরে তবে কত জনের ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছ তুমি? দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোর্ব্বার জন্য তুমি কত জনের সর্ব্বনাশ কোরেছ?"

"ঐ একজনের। আমার জীবনের দুঃস্বপ্ন ঐ একটী মাত্র। আর না, আমি সে জন্য যথেষ্ট অনুতাপ কোরেছি। আজও সেই অনুতাপের জন্য আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্চে। ঈশ্বরের কাছে আমি শত অপরাধে অপরাধী; কিন্তু কি করি, অজলিনী, আমার হৃদয় যে আমার বশীভূত নয়। আমি উন্মাদ—আমার হৃদয় নাই, যেন একটা ছায়ার মত কি আমার কর্ত্তব্যকে সর্ব্বদা বিচলিত কোরে দিয়ে—আমার জ্ঞানকে নষ্ট কোরে দিয়ে—অনুতাপের প্রখর বহ্নিতে আমায় দগ্ধ কোচ্চে। সেই অনুতাপে আমি সারা হয়ে গেছি। মনুষ্যত্ব আমার নাই। আমি এই জন্যই—বাল্যকালে যে পাপ কোরেছি, সেই পাপের শাস্তি গ্রহণ কোর্ব্বার জন্যই—হস্তিরাকে বিবাহ কোত্তে প্রস্তুত ছিলেম। কিন্তু হস্তিরা তাতে ত সম্মত নয়। তাই বলি, অজলিন্, আমার বাসনা পূর্ণ কর। আমাকে আর কাঁদিও না। আমি অনেক কষ্ট সহ্য কোরেছি বিষাদ-যাতনায় আমার হৃদয় দগ্ধ, চিন্তার তাড়নে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, আর কেন অজলিনী আমাকে কষ্ট দাও? আমি তোমার অযোগ্য—সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি স্বর্গের দেবী, আমি নরশোণিত পিপাসু রাক্ষস, তুমি শান্তিকাননের স্নেহলতা, আমি সংসারের পাপ-উদ্যানের বিষবৃক্ষ। আমি তোমার অযোগ্য কিন্তু, আমার প্রাণ রাখ।—আমি তোমারই।" উদ্ভ্রান্ত যুবক আত্মহারা হইয়া গভীর উচ্ছ্বাসে আপনার হৃদয়দ্বার উন্মোচন করিয়া অজলিনীকে দেখাইলেন।

অজলিনী মুখ ফিরাইলেন। এ কথার যে কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেন?—তাহা

আলপোল বুঝিতে পারিলেন না, তিনি কতই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, এত কথা বলা ভাল হয় নাই। সামান্য দিনের পরিচয়, এর মধ্যে এতই কি ঘনিষ্ঠতা যাহাতে আমার হৃদয়ের অবাস্তর ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতে পারি? আমি মূর্খ! আমি উন্মাদ! নতুবা এমন করিব কেন? যাহার সহিত কখনো ভাল রকম পরিচয় নাই, তাহারই নিকটে প্রেম ভিক্ষা? হয় ত আমাকে তিনি উন্মাদই ভাবিয়াছেন, হয় ত আমাকে তিনি ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকিবেন। হয় ত আমার এ প্রস্তাব তাঁহার ভালই লাগে নাই। তাই বোধ হয় তিনি উঠিয়া গেলেন। আলপোল কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন।

অজলিনী পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবার তাঁহার চক্ষে দুই বিন্দু জল! আলপোল বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "অজলিনী! এ কি?—তোমার চোখে জল কেন?"

অজলিনী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া উপবেশন করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আলপোল! তোমার হস্তিরাকে দেখে এলেম। হস্তিরা সুন্দরী সরলা। কেন তুমি তার সর্ব্বনাশ কোত্তে বাসনা কোরেছ? তার বহুদিনের আশালতা কেন তুমি নির্ম্মূল কোত্তে চাও?"

"আমি ইচ্ছায় করি নাই। আমার প্রাণে যাই থাক, আমি ভালবাসা প্রণয়ের কথা বলি না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তাকে বিবাহ কোত্তে ত চেয়েছিলেম। হস্তিরা নিজেই এ প্রস্তাবে অমত কোরেছে। এখন আমার উপায়?"

অজলিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আলপোল! সত্যই বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে বিবাহ কোত্তে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার সম্মানিতস্ত্রী হতে ইচ্ছা রাখি কিন্তু এক কথা, এক বৎসর কাল তোমাকে নির্জ্জনবাস কোত্তে হবে। তোমাকে জন্মভূমি ত্যাগ কোত্তে হবে। আমি তোমাকে আমার পিতা মাতার কাছে নিয়ে যাব। আমার ভবিষ্য-স্বামীকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত কোরে আমার মনের বাসনা জানাব, তাঁরা অবশ্যই সম্মত হবেন। আমি সংসারের বন্ধন গ্রাহ্য করি না, সংসারের নিয়ম আমি তৃণের ন্যায় জ্ঞান করি। কিন্তু তোমাকে আমার পিতা মাতার সম্মুখে উপস্থিত করা আমার অন্য উদ্দেশ্য

সিদ্ধির জন্য। তা তুমি পরে জানতে পার্ব্বে। মনে কোরো না, আমি তোমার ধনের প্রত্যাশী। ধন আমি গ্রাহ্য করি না। যে দম্পতির মধ্যে ভালবাসা আছে, যে দম্পতির মধ্যে পরস্পরের স্নেহপ্রণয় আছে, সেই দম্পতির সংসারই সুখের সংসার। সেই পরিবারই শান্তি-নিকেতন। কাজ কি ধনে? আমি সে জন্য বলি না, অন্য স্থানে—নির্জ্জনে গোপন ভাবে তোমাকে এক বৎসর থাকতে হবে। সম্মত আছ?"

"আছি। আমি এক বৎসর কাল নির্জ্জনবাস কোত্তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অজলিনি! তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে কি? তোমাকে কি আমি দেখতে পাবো না?" আলপোল উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে অজলিনীর প্রতি চাহিলেন।

অজলিনী কহিলেন "তাতে বাধা কি? সে জন্য ভেবো না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন বাধা হবে না। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

সপ্তবিংশ তরঙ্গ।

"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।"

এরা চোর না ডাকাত ?

টিম গাফনীকে না চিনে, এমন লোক পাশ্চাত্য রাজ্যে কেহ ছিল না। তাহার নামে আবালবৃদ্ধবনিতা কম্পিত! এক টিম গাফনীর জন্য সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের শান্তিরক্ষকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কত চেষ্টা কত ষড়যন্ত্র—কত যোগাযোগ, কত গয়েন্দা, কেহই গাফনির এক গাছি কেশেরও অনুসন্ধান পায় নাই। এমন ধরণের দস্যু আর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কি না, তাহাও কেহ জানে না বা শুনে নাই। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই গাফনি দক্ষিণ হস্ত। যত দুষ্কার্য্য, যত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য দেশের গণনীয় লোকদিগের দ্বারা সংঘটিত হয়, গাফনিই তাহার মূল। এই জন্যই তাহার এত প্রভুত্ব।

একখানি বারইয়ারী-বাড়ীতে বসিয়া গাফনী ধূমপান করিতেছে। তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে মদ্য ও অভুক্ত খাদ্যাংশের চিহ্ন, মুখ দিয়া অনর্গল দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। গাফনী ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে চাহিতেছে। ভাবে বোধ হয়, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সে সভায় গাফনীর সমবৃত্তি-ভুক্ত আরও ৭।৮ জন বদমায়েস লোক বসিয়া আছে। তাহারা সকলেই সুরাপান করিতেছে. গল্প করিতেছে। আপন আপন বীরত্বের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছে। অশ্বারোহন, দৌড়ন, উল্লম্ফন, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতিই তাহাদের বক্তৃতার বিষয়।

এক জন লোক আড্ডা-ঘরের পশ্চদ্দ্বার উন্মোচন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লবদনে গাফনী জিজ্ঞাসা করিল "এত বিলম্ব কেন? কি? ব্যাপার কি? তুমি যে কাজে যাও, তাতেই তোমার বিলম্ব। কেন? তোমার একি অভ্যাস? চল অন্য ঘরে যাই। অনেক কথা আছে। মদ নাও। যদি কিছু খাবার ইচ্ছা থাকে, খাবার নাও।"

গাফনীর ধমক খাইয়া পেপারকর্ণ যেন ম্লান হইয়া গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে অন্য ঘরে প্রস্থান করিল।

গাফনী জিজ্ঞাসা করিল "সে নোটের কি হলো? আমি ত কাল মহা বিপদেই পোড়েছিলেম। বেশী বেশী মদ খেয়ে, একেবারে অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম। একেবারেই জ্ঞান ছিল না। আইরিস্ চোরে আমার পকেটে যা ছিল, সব লুঠ কোরে নিয়েছে। ব্যাটারা চুরির জানে কি? যে সব লোক আমার মত ভাল মানুষ—মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে, এরা তাদেরই যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে। আমি এ সকল ভালবাসি না। এমন চুরি কি চুরি?" গাফনী অহঙ্কারে যেন ফুলিয়া উঠিল।

"নোটে কেবল সামান্য এক্‌টা জলের দাগের গোলমাল। সেটুকু সেরে নিতে বেশী গোল হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। পনস্কোর্ড কিছু কোত্তে পার্ব্বে না। তার ক্ষমতা কি? আমাদের ধরা কি তার কাজ? আমি বেশ জানি, গাফনী আপন ইচ্ছায় ধরা না দিলে এমন কেহ নাই যে তাকে ধরে?"

গাফনী বন্ধুর মুখে প্রশংসা শুনিয়া বড়ই খুসী হইল। আনন্দে লাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "জ্যাক! আর একটা বড় দাঁও পেয়েছি। পারিস যদি, তবে একটা কাজ হয়ে যায়।"

বন্ধুর প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া জ্যাক পেপারকর্ণ কহিল "কোথায়? কতদূর? কোন্ দিকে? নাম কি তার?'

বিরক্ত হইয়া গাফনী কহিল "তোর সবই তাড়াতাড়ি। সবই যখন বাল্‌তে যাচ্চি, তখন অত তাড়াতাড়ি কেন? একেবারে গায়ের উপর চপে পড়্‌লি যে? মাতাল হয়ে গেছিস যে?"

গাফনীর ধমকে পুনর্ব্বার ম্লান হইয়া—মাথা চুলকাইয়া জ্যাক কহিল না না। তা নয়। তুমি বল। অত রাগ কর কেন? তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্চে, বেশ দাঁও আছে। বড় জোগাড়ে লোক তুমি।"

"হাঁ। দাঁও বটে। নাম তার রূপার্ট পিঙ্গল। হটন গার্ডেনে তার বাড়ী। লোকটা ভারী কৃপণ। বিস্তর টাকা তার। বাড়ীতে বেশী লোক নাই। সে নিজে, তার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে।"

গাফনীর এই কথায় পেপারকর্ণ কহিল "তুমি এ সব সন্ধান কোথায় পেলে? কি করে জান্‌তে পাল্লে?

গর্ব্বিত ভাবে মাথা নাড়িয়া গাফনী উত্তর করিল "আমি? আমি কি

কোরে সন্ধান পেলেম, তাই আবার তুই জিজ্ঞাসা কোচ্চিস ? কত কৌশল আমার! এই আড্ডার অধিকারীর সঙ্গে তার বড় ভাব। অনুসন্ধানে জেনেছি, রপার্ট পিঙ্গল লোকটার জাল নাম। আসল নাম তার কাশী। হটন গার্ডেনে সে দিন আমাদের অধিকারীর সঙ্গে তার অনেক কথা হয়। পনস্ফোর্ডের কথাও তাতে ছিল। আমরা বেলিফ ষ্টিফেনের হাতে যে সব দলীল পত্র দিয়েছি, ষ্টিফেন নাকি সে সব আবার পনস্ফোর্ডের কাছে ফিরে দেবে। তা যদি হয়, তবে ঐ হতভাগা ষ্টিফেনের মাথাটা চিবিয়ে খাব।"

পেপারকর্ণ এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল "মদের চাট হবে। শালার মাথাটায় কাবাব বানাব।"

অপরিসমাপ্ত কথার শেষাংশ বলিবার জন্য গাফনী বলিল "সব সন্ধান নিয়েছি। দুপর বেলা আমি বাড়ীর দাসদাসীদের সঙ্গে আলাপ কোরে এসেছি। কৌশলে সব কথা জেনে এসেছি। কাশী এখন পীড়িত, একটী ঘরে সে পৃথক শয়ন করে, সুতরাং শ্রীমতী কাশীও এখন পৃথক ঘরে থাকে। এই ঘরের পরের ঘরই মেয়েটীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উপর তলায় ছেলে থাকে। সব তফাৎ তফাৎ।—বেশ সুযোগ। মেয়েটীও নাকি খুব সুন্দরী।"

"কবে তবে এ কাজ সারা যাবে ?" প্রশ্নচ্ছলে জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল "কবে আমরা সেখানে যাব ?"

"আজই। রাত ১০টা হয়েছে। ঠিক দুপরের পরেই কাজ আরম্ভ কোত্তে হবে। চল, সব যোগাড় করি।" টিম গাফনী ও পেপারকর্ণ তখনি তখনি প্রস্থান করিল।

বারটা বাজিতে প্রায় এখনও পনের মিনিট বাকী। হলবর্ণ হিলে বেলিফ ষ্টিফেন একজন অপরিচিতের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। অপরিচিতটী ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশ। মোটা, মাথায় টাক, টাকের চারিদিকের কেশগুলি বেশ সজ্জিত।—পরিচ্ছদ পরিপাটী। নাম স্যর নর্টন ব্রিজমান।

স্যর নর্টন কহিলেন "ষ্টিফেন! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি হাম্পসায়রে না যাই, ততক্ষণ কোন কাজ ক'রো না।"

ষ্টিফেন উত্তর করিলেন "তাই হবে। আমি পনস্ফোর্ডের সে কাজ

কোর্ব্বোই কোর্ব্বো। আপনি সেজন্য বেশী উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি যখন অনুমতি কোচ্চেন, তখন সে কাজ অবশ্যই কোর্ব্বো।"

"তা আমি জানি।" স্যর নর্টন্‌ প্রফুল্লবদনে বলিলেন "তা আমি জানি। তুমি আমার এ অনুরোধ রক্ষা কোর্ব্বে। না কোল্লেই যে নয়। এতে আমার ব্যবসায়ের ঘোরতর ক্ষতি। আমরা জানি, সেমুরও আমার এ কাজে সাহায্য কোর্ব্বেন। তিনিও এ সংশ্রবে আছেন। আমি বেশ জানি। ব্যবসাক্ষেত্রে এই রকমই চাই। বিশ্বাসের কাজে বিশ্বাস রাখা চাই। আমি এই হটন উদ্যানের নিকটেই আজকাল বাসা নিয়েছি। এই আমার ঠিকানা লও। একটু পরেই অবশ্য অবশ্য যেও। কোন মতে অন্যথা ক'রো না। আমি তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেম, একটু প্রতিবন্ধকে পাল্লেম না। আমি তবে আসি।"

স্যর নর্টন চলিয়া গেলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ষ্টিফেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাস্তায় জনমানবের গতিবিধি নাই। একাকী দ্রুতপদে ষ্টিফেন চলিয়াছেন। পশ্চাতে যেন মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। ষ্টিফেন ফিরিয়া চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—এটা হয় ত ভ্রম। আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে আবার একজন তাঁহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল! ষ্টিফেন ফিরিয়া দেখিলেন, দুইজন লোক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ষ্টিফেন বুঝিলেন, নিশ্চয়ই ইহারা গাফনীর চর। হয় ত স্বয়ং গাফনীও এই দলের মধ্যে থাকিতে পারে। ষ্টিফেন উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তরালে থাকিয়া দস্যুদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। দস্যুরা কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া কাশীর বাটীর নিকটে উপস্থিত হইল।

ষ্টিফেনের মনে এখনো সন্দেহ আছে। একবার ভাবিলেন, হয় ত এই বাড়ীরই কেহ হইবে। আবার ভাবিতেছেন, তবে বাগানের মধ্যেই বা যাইবে কেন? এত গোপনে—এত সঙ্কুচিত হইয়াই বা চলিবে কেন? কাশীর বাড়ীর অদূরে ষ্টিফেন অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। দস্যুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

গাফনী দরজা খুলিয়া বাড়ীয় মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া প্রথমে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। চারিদিকে গুপ্ত-

আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া গাফনী বলিল "একটী টাকাও ন
তবে রূপার যে সব পাত্র আছে, তা আর নিয়ে কি হবে?
অন্য ঘরে যাই।" গাফনী আর একটী ঘরে প্রবেশ করিল। সে
সেলিনার। সেলিনা নিদ্রিত। বিষাদিনী সেলিনার অপূর্ব্ব ল
দর্শনে মুহূর্ত্তের জন্য দস্যুর হৃদয় মোহিত হইল। গাফনী ক
মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সেলিনার রূপ-সুধা পান করিল। দস্যুর হৃদ
তখনি অন্যদিকে ধাবিত হইল। উগ্র ক্লোরোফর্ম্ম সেলিনার নাসিকা
নিকটে ধরিয়া তাহার গাঢ়নিদ্রা গাঢ়তর করিয়া দিল। বাক্স, প্যাট্‌র
পকেট, সমস্তই তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিছুই পাইল
তখনি পরিচ্ছদাগারে গিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একটী টাকার ব
ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরি, হার প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহাতেও দস্যুর মন উঠি
না। একটী ড্রয়ার খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিল। সেগুলি
প্রেম-পত্রিকা। সমস্তই স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। দু এক খানি পুরুষের
হাতেরও আছে। গাফনী প্রত্যেক খানি খুলিয়া খুলিয়া দেখিল। আশা
যদি কোন খানির মধ্যে নোট থাকে। সমস্ত পত্রগুলি খুলিয়াও এব
খানি নোটের সন্ধান পাইল না। কাগজ পত্র ছিটাইয়া রাখিয়া দস্যুদ্ব
প্রস্থান করিল।

যাইতে যাইতে মনে হইল, এখনো আসল ঘর দেখা হয় নাই
যে ঘরে কাশী ঘুমাইয়া আছে, সেই ঘরেই টাকা আছে। কৃপণে
কখন পরের হাতে চাবী দিতে চায় না। সে নিজের আয়ত্বে টাকা
রাখে, চাবীও রাখে। লোহার সিন্দুক আর তার চাবী সবই সেই ঘরে
আছে। এই সব বিবেচনা করিয়া—আপনার বুদ্ধিকে শত শত ধিক্ক
দিয়া গাফনী সেই ঘরের দিকে চলিল। দেখিল, একটী ঘরের দ্ব
ভিতর দিক হইতে বন্ধ। দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া দেখিল, গৃহের ম
যে লোক ঘুমাইতেছে, সে পুরুষ কি স্ত্রী। দস্যুদিগের পরীক্ষা অত্যাশ্চর্য
ঘরের বাহিরে থাকিয়া ইহারা গৃহের মধ্যে কত জন লোক আছে, তাহা
স্ত্রী কি পুরুষ, বলিতে পারে। গাফনী পরীক্ষা করিয়া দেখিল। বুঝিল, গ
মধ্যে কাশী আছেন। গাফনী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবে
করিল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল কিন্তু এই দরজা খুলিতে গাফ
কোন কষ্টই হইল না। ভিতর হইতে যে কি প্রণালীতে দরজা খুলিতে

তাহা পনস্ফোর্ডের গৃহপ্রবেশে প্রকাশ আছে। গাফনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চঞ্চল চক্ষে একবার চাহিয়া লইল। কোন দিকে একটী লোহার সিন্দুকও তাহার দৃষ্টির মধ্যে পড়িল না।

কাশী জাগিয়া উঠিলেন। মনুষ্য পদ শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল কাশীর সর্ব্বদাই চিন্তা। গাঢ়নিদ্রা তিনি বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তা। চিন্তা করিতেই তাঁহার দিন রাত কাটিয়া যায় কাশী জাগিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখ দুই বিকটমূর্ত্তি দস্যু! কাশী ভয়বিহ্বল হইয়া—অজ্ঞান হইতে হইতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ একটী গুলি তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া সেই অজ্ঞানকে অজ্ঞানতর করিয়া দিল। কাশী অচৈতন্য হইয়া শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

গাফনী তাহার সঙ্গীকে ধমক দিয়া কহিল, "দেখ্‌ছ কি? চল, বেরিয়ে পড়ি। আজ কুক্ষণে পা বাড়িয়ে ছিলেম, কিছুই হ'লো না।"

বাড়ীর বাহিরে শান্তিরক্ষকের উচ্চ কণ্ঠস্বর গাফনীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। গাফনী দ্রুতপদে দরজার নিকট গিয়া দেখিল, লোকে লোকারণ্য সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ষ্টিফেন ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করিতেছেন। সকলের মুখেই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে—'চোর! চোর! চোর

গাফনী দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া ভয়বিহ্বল পেপারকর্ণকে কহিল বিলম্ব নাই। পুলিসের লোক এসেছে, আরও অনেক লোক এসে পড়েছে, বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। এস, এস, পালিয়ে এস, বিলম্ব কোরো না, বিপদ ঘোটবার বড় অধিক বিলম্ব নাই।" গাফনী দ্রুতপদে একটী জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সবলে কাটের গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলিল জানালার উপরে উঠিয়া দেখিল, নীচের একতালা ছাদ সেখান হইতে প্রায় ০ হাত নীচে। মুহূর্ত্ত মধ্যে উপায় স্থির করিয়া গাফনী পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিল। এক বস্তা কাপড় টানিয়া আনিয়া একতালা ছাদের উপর ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সেই কাপড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল আবার সেখান হইতে নীচে সেই কাপড়ের বস্তাটী ফেলিয়া দিয়া তাহার পর আবার লাফাইয়া পড়িল। একেবারে দুজনেই বাগানের ধারে। সম্মুখ দিয়া একজন শান্তিরক্ষক ছুটিয়া চলিয়াছে, মুখে ঘন ঘন বলিতেছে "চোর! —বন্দী কর।—গুলি [illegible]র।—খুন কোরেছে!" গাফনী যেন কতই বি

হইয়াছে, এমনি ভাব জানাইয়া বলিল "খুন কোরেছে ; খুনে লোকটা এই দিকে ছুট দিয়েছে।" শান্তিরক্ষককে সরল পথ দেখাইয়া দিয়া উভয় বন্ধুতে হাসিতে হাসিতে নিরাপদে প্রস্থান করিল।

গোলমালে শ্রীমতী কাশী উঠিয়াছেন। সিলবষ্টর উঠিয়াছেন। বাড়ীর মধ্যে পুলিসের লোকে পূরিয়া পড়িয়াছে। শ্রীমতী কাশী বিত্রস্তবসন সংযত করিতে করিতে নিদ্রার ঘোরে—কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হয়েছে কি ? ব্যাপার কি ? কিসের এত জনতা ?"

পুলিসের লোকের সঙ্গে ষ্টিফেন ছিলেন। তিনি বলিলেন 'বাড়ীতে চোর এসেছিল। আমি আগে সন্ধান জেনে পুলিস ডেকে দিয়েছি। কাশীর আওয়াজ আমার কাণে গিয়েছিল, তখনি বন্দুকের শব্দ পেয়েছি, হয় ত কোন দুর্ঘটনা ঘোটেছে। চলুন, চলুন, সেই ঘরে যাই।"

সকলেই দ্রুতপদে কাশীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শয্যার উপর কাশী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন! তখনি ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার শট রোগীর সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন। গুলি ললাট ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই অচৈতন্যই তাঁহাকে থাকিতে হইল। হতভাগ্য ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, এই নিদ্রাই তাঁহার চির নিদ্রা হইল। হতভাগ্য আর জাগিবেন না।—আর জাগিলেন না।

গৃহের মধ্যে একটী বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। শ্রীমতী কাশী পতির শব বক্ষে লইয়া কতই রোদন করিলেন। সিলবষ্টর কাঁদিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল পড়িল না।

ষ্টিফেন এই শোকের প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য বলিলেন "আপনার কন্যা কোথায় ?"

শ্রীমতীর এতক্ষণ মনেই ছিল না। তিনি আরও যেন কেমন হইয়া গেলেন। এ দিকে পতির মৃত্যু, ও দিকে কন্যার সন্ধান নাই। হতভাগিনী কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। দ্রুতপদে তখনি সেলিনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিলবষ্টরও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ষ্টিফেন বাহিরে আসিলেন। যুবতীর শয়নগৃহে যাওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

সেলিনা অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। শ্রীমতী তাঁহার কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অভাগিনী জননী কন্যার এই ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সেলিনা নাই! দস্যুদল তাঁহার কন্যার

জীবনও নষ্ট করিয়াছে। তখনি ডাক্তার স্কট আসিলেন। সেলিনার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "জীবন আছে। তীব্র ক্লোরোফর্ম্ম ব্যবহারেই এত অধিক অজ্ঞান হয়েছিল। কোন চিন্তা নাই।" ডাক্তার তখনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

টিম গাফনী নোটের প্রত্যাশায় যে সমস্ত কাগজপত্র ছিটাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সিলবষ্টর বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাই দেখিতেছেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে সিলবষ্টরের মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল। উৎসাহে উৎসাহে সিলবষ্টর বলিলেন "এই যে সেই কাগজ? আমি পেয়েছি। পিতার ষাট হাজার পাউণ্ডের যে দলীল হারিয়ে গিয়েছিল, যে দলীলের বলে ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের এক একখানি ইঁট পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়ে যাবে, সেই দলীল আমি পেয়েছি। বড় ভাল হয়েছে, অনেকগুলি টাকা আমার হাতে আস্‌বে।" পিতৃশোকাতুর সিলবষ্টরের মুখে আর হাসি ধরে না।

সেলিনা নয়নোন্মীলন করিলেন। শ্রীমতী কাশী উচ্ছ্বাসভরে কহিলেন "সেলিনা! তুমি হয় ত এখনো জান্‌তে পার নাই, আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সেলিনাকে এ কথার উত্তর দিবার অবসর না দিয়া তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা সিলবষ্টর জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দলীল তোমার কাছে কি কোরে এসেছে সেলিনা? তুমি এ কোথায় পেলে?"

বাধা দিয়া শ্রীমতী কহিলেন "ও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না সিলবষ্টর! তোমার এখন এই কথা? সেলিনা! মা! তুমি যে আজ পিতৃহীন হয়েছ!"

"পিতৃহীন? আমার পিতা নাই?" বিস্ময়ে—ভয়ে—শোকে সেলিনা যেন কেমন এক রকম হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন জ্ঞানশূণ্য।

সেলিনার কথার কোন উত্তর না দিয়া শ্রীমতী কাশী তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে কয়েক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। উপস্থিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ডাক্তার স্কট সেলিনাকে শুনাইলেন।

সেলিনা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সব কাগজ কি পিতা দেখেছেন? এ দলীল কি তাঁর চোখে পোড়েছিল?"

"না সেলিনা, তিনি এর কিছুই জানেন না।" শ্রীমতী কাশী এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিলেন।

সেলিনা মর্ম্মদাহে অধীর হইয়া কহিলেন "আমি কোরেছি। আমি স্বয়ং এ দলীল লুকিয়ে রেখেছিলেম। ধন্য ঈশ্বর! আমি যা কোরেছি, পিতা তা জান্‌তে পারেন নাই।" সেলিনা নীরব হইলেন।

ষ্টিফেন তখনও ছিলেন, শেষে শান্তিরক্ষককে নিজের ঠিকানা দিয়া বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যদি কখন এই মকর্দ্দমার কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তবে এই ঠিকানা দেখিয়া সংবাদ দিলেই চলিবে।

অষ্টবিংশ তরঙ্গ।

"হাসিতেছে পূর্ণশশী নীলিম আকাশে।
কেন না ফেল না বিধি রাহুর গরাসে॥"

এরই নাম কি বিবাহ?

লণ্ডন সহরের পশ্চিম দিকের একটী প্রসিদ্ধ প্রশস্ত পথ বহিয়া ষ্টিফেন আসবর্ণ দ্রুতপদে চলিয়াছেন। বেলা ৯ টা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য লোকের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টিফেনও তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছেন। তাঁহার ললাটে চিন্তার প্রকৃষ্ট ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে। আপন মনে কতই তর্কবিতর্ক করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন, যাই। সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধ—সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ, ত্যাগ করা—তাচ্ছিল করা অন্যায়। আবার ভাবিতেছেন, সম্ভ্রান্ত আছেন তিনিই আছেন, তাতে আমার কি? এরূপ ভাবে সাক্ষাৎ করা উচিত নয়। আহ্বানমাত্রে গমন করিলে আত্মসম্মানের উপর আঘাত পড়ে।—যাইব না। এইরূপ কতই চিন্তা করিতেছেন, গমনে কিন্তু বিরাম নাই। এদিকে যাওয়া স্থির হইল, ষ্টিফেনও একটী সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

বহির্ব্বাটী হইতে সংবাদ দিলেন। একজন ভৃত্য তাহার প্রভুর আজ্ঞা-ক্রমে ষ্টিফেনকে সঙ্গে করিয়া এক সুসজ্জিত সভাগৃহে লইয়া গেল। মাননীয় পনস্ফোর্ড তথায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ষ্টিফেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই সমাদরে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন।

পনস্ফোর্ডের বংশমর্য্যাদা নিতান্ত মন্দ নহে। তিনি সামান্য সামান্য লোক, যাহাদিগের বংশগত কোন সম্মান উপাধী নাই, তাহা-দিগের সহিত কথাই কহেন না। সম্মান উপাধী না থাকিলে সে যে মনুষ্য শ্রেণী মধ্যে গণনায় আসিতে পারে না, পনস্ফোর্ডের তাহাই বিশ্বাস। আজ কিন্তু সে বিশ্বাস রহিল না। ষ্টিফেনের সম্মান উপাধী নাই, তাদৃশ বংশ মর্য্যাদা—ধন মর্য্যাদা—কুল মর্য্যাদা, যে সকল সম্ভ্রান্ত লোকের পরি-চয় স্থল, ষ্টিফেনের সে সকলের একটীও নাই। তবে তিনি যে নিতান্ত নিস্ব, তাহাও নহেন। ভদ্রলোক,—সদ্বংশে জন্ম, বিদ্বান, এই সকলে তাঁহার খ্যাতি আছে। পনস্ফোর্ড সমাদরে ষ্টিফেনকে উপবেশন করাইলেন।

ষ্টিফেন অভিবাদন করিয়া—উপযুক্ত ব্যক্তির যথোপযুক্ত সম্মান রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, আমি এসেছি। কি জন্য ডেকেছেন, কি কথা আছে, বলুন।"

"সামান্য কথা।" অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন "অতি সামান্য কথা। আমি পীড়িত। তুমি আমাকে পূর্ব্বে ভাল কোরে হয় ত দেখ নাই, তা না হলে তুমি দেখ্‌তে, আমার শরীর কি হয়েছে। আমি মরতে বোসেছি। ভয়ানক শক্ত পীড়া আমার। হৃদ্‌রোগে মানুষ কি বাঁচে। কত চিকিৎসা কোল্লেম, কত রাশি রাশি টাকা ব্যয় কোল্লেম, কোন ফল হলো না। তাতেই এক রকম স্থির কোরে রেখেছি, মৃত্যু আমার আসন্ন প্রায়। মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাক্‌তে হয়েছে। কখন যে সময় হয়, তা কে জানে?" বস্তুতই পনস্ফোর্ড কঠিন পীড়ায় পীড়িত। তাঁহার শরীর শীর্ণ, বদনমণ্ডলে সে জ্যোতি নাই, চোকের কোণে কালি পড়িয়াছে, চুলগুলি পর্য্যন্ত যেন রোগা হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত কঠিন পীড়া।

ষ্টিফেন কাতর স্বরে কহিলেন "আপনার চেহারা দেখেই তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি বড়ই দুঃখিত হলেম।"

পনস্ফোর্ড আবার কহিলেন "হাঁ। সত্যই তাই। এখন একটী কাজ

বাকী আছে। অতুল ধন আমার; আমি জানি, আমার ধন ফুরাবার নয়। একটীমাত্র কন্যা আমার, সেটী অবিবাহিত। তার বিবাহ না দিয়ে—তাকে ভাল পাত্রের হাতে সমর্পণ না কোরে আমার মরণেও সুখ নাই। আমি বড়ই কাতর হয়েছি। মৃত্যু যন্ত্রণা—পীড়ার যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। আমি সর্ব্বদাই এই ভেবে ভেবে আরও রোগ বাড়িয়ে ফেলেছি। পীড়ার সময় মনটীকে সুস্থ রাখা আবশ্যক, কিন্তু আমি তা পারি কৈ? মেয়েটীর জন্যই আমার অধিক চিন্তা।

"তাতে আমাকে কি কোত্তে বলেন? আমি তার কি কোর্ব্বো? আমার দ্বারা আপনার কন্যার বিবাহের কোন্ অংশের সাহায্য চান?" আগ্রহের সহিত ষ্টিফেন এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সাহায্য আমি চাহি না।" পনস্ফোর্ড গম্ভীর বদনে কহিলেন "আমি কোন বিষয়ে—কখন—আমার জীবনের কোন সময়ে কারো কাছে কোন সাহায্য চাহি নাই, এখনো চাহি না। তবে ধনেজনে যে সাহায্য না হয়, আমি তোমার কাছে সেই সাহায্য চাই। তুমি আমার কন্যাটী গ্রহণ কর।"

"ক্ষমা করুন। আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাই, আমি বিবাহ কোর্ব্বো না। আপনি এমন আজ্ঞা কোর্ব্বেন না।"

ষ্টিফেনের কথায় বাধা দিয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন "কেন ষ্টিফেন! এমন কথা কেন বোল্‌চো? তুমি কি বংশমর্য্যাদা চাও না? লণ্ডনের সম্মানিত ব্যক্তি আমি। অতুল মানসম্ভ্রম আমার; আমার কন্যাকে বিবাহ কোরে দশজনের কাছে মান্যগণ্য হবে, এক্‌টা পরিচয় স্থল হবে, বড় বড় লোকের সঙ্গে সখ্যতা হবে, সুবিধা কত? তোমাকে চেনে কে? এখন তোমার পরিচয় দিতে গেলে বোধ হয় এক ঘণ্টা বক্তৃতা কোল্লেও কেহ চিনৃবে না, কিন্তু বিবাহের পর তুমি আমার জামাতা, এই মাত্র পরিচয়ই যথেষ্ট হবে। কেমন, নয় কি? তবে অমত কেন?" উত্তর প্রতীক্ষায় বক্তা ষ্টিফেনের দিকে চাহিলেন।

"না মহাশয়! আমি আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমি সে সম্মান লাভের ভিকারী নই। জারজ কন্যা বিবাহ কোরে আমি সে সম্মান লাভ কোত্তে চাই না। প্রকাশ্যে না বলুক, অসাক্ষাতে লোকে কত কথাই বোল্‌বে। প্রকাশ্যে আমি গর্ব্বোন্নত মস্তকে আপনার নামে

আত্মপরিচয় দিয়ে ধন্য হব, কিন্তু অন্তরালে লোকে কত কাণাকাণি কোর্ব্বে। হয় ত মুখফোঁড় লোক যারা, তারা আমার সম্মুখেই বোলবে, জারজ কন্যা বিবাহ কোরে লোকটা বড়নামই কিনেছে। কালে আপনার কন্যার গর্ভে আমার যদি পুত্রসন্তান হয়, সে তাহার মাতামহের সম্মান পাবে না, কেবল মাতামহীর কলঙ্ক কালিমা মুখে মেখে লোকসমাজে অপদস্থ হবে। আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে বিদায় দিন।"

পনস্ফোর্ডের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল। তাঁহার চিন্তা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। জড়িতকণ্ঠে কহিলেন "এ কথা তোমাকে কে বোলেছে ষ্টিফেন? তুমি এই ভয়ানক কথা কার মুখে শুনেছ? কে এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ কোরেছে? এ আবিষ্কারের মূল কি?"

"আপনার কন্যার মুখেই শুনেছি। কুমারী প্রমীলা—আপনার কন্যা প্রমীলার মুখে আমি এ কথা শুনেছি। প্রমীলার মাতা আপনার ত ধর্ম্মপত্নি ছিলেন না! হয় ত তার মধ্যে আরও অনেক কথা আছে। এমন সকল কথা আছে, হয় ত এতদিনের পর বিবাহের সময় সে সব প্রকাশ হয়ে যাবে। বেশ আছি আমি, সামান্য সম্ভ্রম, যৎসামান্য প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে আমি সমাজের মধ্যে গণনীয় হয়েই চোলচি, কিন্তু এরপর কি হবে?"

"না না। এ কথাই নয়।" ঘাড় নাড়িয়া মাননীয় পনস্ফোর্ড কহিলেন "এ কথাই নয়। সবই মিথ্যা কথা। আমি আমার কন্যাকে এ সব কথা শুনাই নাই। কাজেও এ সকল কিছু নয়। এ সব কোন দুষ্ট লোকের মনগড়া অপবাদ। কোন নষ্ট লোকের নষ্টামি, এ সব কথার মূলে এক বিন্দুও সত্য নাই। আচ্ছা, আর এক কথা আমি বলি, তুমি বিবাহ কর। বিবাহের পরমুহূর্ত্ত হতেই দুজনের মুখ দেখাদেখি থাকবে না। সেই দিন হতেই দুজনে চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হবে। কেহ কাকে জীবনের মধ্যে দেখতে পাবে না। একটা দিন মাত্র। তুমি জানবে—তুমি না হয় তোমার মনকে প্রবোধ দিবে, তোমার বিবাহ হয় নাই। এ কথা আমি কেন বোলছি, তা তুমি হয় ত বুঝতে পেরেছ। তুমি প্রমীলার সর্ব্বনাশ কোরেছ। সে তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও বিবাহ কোর্ব্বে না। তাতেই আমার এত অনুরোধ। অভাগিনী একবার মাত্র বিবাহের দিনে দেখে সমস্ত জীবন তোমার অদর্শন সহ্য কোর্ব্বে—সেও তার ভাল, কিন্তু অন্য পাত্রে বিবাহ কোরে সমস্ত জীবন দুজনে একত্রে থাকতে পাবে, আমার

অতুল বিষয় দুজনে ভোগ কোর্ব্বে, তা তার মনে ধরে না। পাত্রের অভাব কি? লণ্ডনে আর্ল, ডিউক, প্রিন্স, অভাব কি? আমার যেমন খ্যাতি, যেমন মান, তাতে যাকে বোল্‌বো, সেই বিবাহ কোর্ব্বে। তোমাকে অনুরোধ কেবল কন্যার জন্য।"

"ক্ষমা করুন। আপনি অন্য পাত্রেই বিবাহ দিন। বারংবার আর আমাকে লজ্জিত কোর্ব্বেন না। আমি বিদায় হলেম।" ষ্টিফেন গাত্রোত্থান করিলেন।

"আর একটী মাত্র কথা।" গমনে বাধা দিয়া পনফোর্ড কহিলেন, "আর একটী কথা শুনে যাও। আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর, আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার কন্যার। তোমাকে সে তার অর্দ্ধেক দিবে। যে দিন বিবাহ কোর্ব্বে, সেই দিন হতেই ছাড়াছাড়ি হবে। কেবল বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এক রাশ টাকা নিয়ে ঘরে যাবে।"

বিরক্ত হইয়া ষ্টিফেন কহিলেন "তবে আপনি কি আমাকে টাকা দিয়ে কিন্‌তে চান্? টাকার লোভে আমি কি জীবন বিক্রয় কোর্ব্বো? এতই কি নীচ আমি? এতই কি দরিদ্র—এতই কি নিস্ব?"

পশ্চাৎদ্বার উন্মোচন করিয়া প্রমীলা দ্রুতপদে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ষ্টিফেনের পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুমুখী প্রমীলা কাতর কণ্ঠে কহিলেন ' পিতার অনুরোধ রক্ষা না কর, আমার—আমার অনুরোধ!—

প্রমীলা সুন্দরী।—প্রমীলার সৌন্দর্য্য অসাধারণ। সে সৌন্দর্য্যে—গর্ব্ব নাই—অহঙ্কার নাই। মুখখানি যেন ভালবাসা মাখা। প্রমীলাকে দেখিয়া ষ্টিফেনের হৃদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হইল। তিনি প্রমীলার হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন। কহিলেন "প্রমীলা! একটী কথার উত্তর দাও। তোমার পিতার সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হয়েছে, তার কি কিছু শুনেছ?"

প্রমীলা অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া কহিলেন "সব শুনি নাই। তুমি এসেছ, পিতার সঙ্গে এই বিষয় কথোপকথন হচ্চে, আমি জানতে পেরেছি। তোমার শেষ উত্তরের শেষাংশ মাত্র আমি শুন্‌তে পেয়েছি। আমার কথা রাখ—ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

অনেক কথাবার্ত্তার পর ষ্টিফেন স্বীকৃত হইলেন। পর দিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টিফেন উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বিবাহ হইয়া

গেল। বিবাহ শেষেই ষ্টিফেন দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বিবাহিতা প্রমীলার সহিত কোন কথা কহিলেন না, পনস্ফোর্ডের করমর্দ্দন করিলেন না, তৎক্ষণাৎ উপাসনা মন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ তরঙ্গ।

"আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়ে বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!"

মনে থাকিবে ত?

অজলিনী আজিও চাল´টন পল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। হুভিরার পীড়া দিনদিন বৃদ্ধিই হইতেছে। তাঁহার প্রিয় সহচরী আমেসবরীকে এই বিপদে ফেলিয়া তিনি কি যাইতে পারেন? অজলিনী এক দিন আমেসবরীকে বলিয়াছিলেন, 'যেদিন আমি অন্যকে ভালবাসিব, সেদিন তোমার ভালবাসায় আঘাত পড়িবে।' কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছে। অজলিনী কি সত্য সত্যই আমেসবরীর অনুরোধে আজিও এখানে অবস্থান করিতেছেন? প্রিয় সহচরীর বিপদ দেখিয়াই কি দয়াময়ী অজলিনী আজিও চাল´টন পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন? তা নয়। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, আলপোলের সহিত সাক্ষাৎ। আলপোলকে দেখিতে পাইবেন, আলপোলের সহবাসে সুখী হইবেন, এই প্রত্যাশায় তিনি আজিও চাল´টন পল্লীতে অপেক্ষা করিতেছেন। অজলিনী যাহাকে হৃদয়ের দিব্য সিংহাসনে বসাইয়াছেন, যাঁহাকে তিনি হৃদয়ের অধীশ্বর

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যে তাঁহার কোমল হৃদয়ে তাঁহার দিব্য ছবি অঙ্কিত করিয়াছে, তাঁহার অদর্শন তিনি সহিতে পারিবেন কি না, এই তাঁহার এখন প্রধান চিন্তা। তিনি একবার ভাবেন যাই, আবার ভাবেন, যত দিন না কোন বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে, তত দিন এই খানেই থাকা উচিত।

আলপোল অশ্বারোহণে চাল´টন পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আলপোল সভাগৃহে উপনীত হইলেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অজলিনী কোথায়? হস্তিরা এখন কেমন আছেন?" ভৃত্য সসম্ভ্রমে কহিল, "হস্তিরা ভাল আছেন। সামান্য একটু ভাল। অজলিনী বাগানে বেড়াতে গেছেন।" আলপোল দ্রুতপদে উদ্যানের দিকে চলিলেন। কত আনন্দই যে তাঁহার হৃদয়ে উঠিতেছে, কত ভাবের কত কথাই যে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার আর সীমা নাই। অজলিনী উদ্যানে একাকিনী। আর কেহ নাই। প্রথম দিন যে স্থানটীতে ঘাসের উপর তিনি আলপোলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, অজলিনী সেই স্থানটীকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার প্রিয়তমের সেই প্রিয়স্থানটীতে বসিয়া তিনি বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছেন। সম্মুখে এক খানি বৃহৎ পুস্তকের পত্রবিশেষ উন্মুক্ত। এক খানি সুদৃশ্য চিত্রের প্রতি অজলিনী একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

আলপোল ধীরে ধীরে অজলিনীর পশ্চাতে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অজলিনী তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি আপন মনেই ভাবিতেছেন, অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, তিনি হয় ত আমাকে কতই নিন্দা করিতেছেন। আমার ব্যবহারে হয় ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

"না না প্রিয়তমে! আমি তোমাকে নিন্দা করি নাই।" আলপোলের এই কথায় অজলিনী চমকিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে আলপোল। লজ্জিত হইয়া কহিলেন "এস আলপোল! আমি তোমা-রই আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেম। এসেছ তুমি?"

"হাঁ প্রিয়তমে! আমি এসেছি। তোমাকে বাড়ীতে না দেখে এখানে তোমার অনুসন্ধানে এসেছি।"

"আমিও এখানে তোমার অপেক্ষায় বোসে আছি। আমি যে প্রস্তাব কাল কোরেছিলেম, সেটা ত তোমার মনে আছে? পূর্ব্বদেশ ভ্রমণে

আমাদের যে বাসনা, তা তুমি আমার বাল্যচাপল্যের ক্ষণিক ইচ্ছা বা হৃদয়ের সাময়িক তরঙ্গ বোলে ত বিশ্বাস কর নাই? তুমি ত প্রস্তুত আছ?'

"হাঁ অঞ্জলিনি! আমি প্রস্তুত আছি। তোমার জন্য আমি আজীবনই এমন অজ্ঞাতবাসে কাটাতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার মনের কথাই তোমাকে বোল্লেম।"

"তাই আমার বিশ্বাস। তুমি আমার এ প্রস্তাবে যে সম্মত হবে, তা আমি জানি। এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি জানি, অপাত্রে আমি আমার ভালবাসা স্থাপন করি নাই। আমি আজই বাড়ী যাব। টেণ্টহাম প্রাসাদে আমি আজ বৈকালেই রওনা হব। কাশীর মৃত্যু হয়েছে। সেখানে যে একটা গোল উঠবে, তা আমার বেশ ধারণা হয়েছে। না গেলেই নয়।"

বিস্মিত হইয়া আলপোল কহিলেন "তবে আমার উপায়? আমি তোমার এ অদর্শন কি কোরে সহ্য কোর্ব্বো? আবার কতদিন পরে আমি তোমার সাক্ষাৎ পাব? বল, বল প্রিয়তমে! আমায় মাথায় এই বজ্রাঘাত কোর্ব্বার জন্যই কি তুমি আমার অপেক্ষা কোচ্ছিলে? এই সংবাদ শুনবার জন্যই কি তোমার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎ? আমি যে বড় আশা কোচ্ছিলেম, আমি যে আরও কিছুদিন তোমার সঙ্গে একত্র থাকতে আশা কোরেছিলেম, সে আশা আজ নির্ম্মূল কোল্লে অঞ্জলিনী?" হতাশ যুবক অতি কাতরে প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া এই কয়েকটী কথা কহিলেন।

"না আলপোল, তা নয়। আমি তার উপায় কোর্ব্বো। কোর্ব্বোই কোর্ব্বো। আমি কি তোমার অদর্শন সহ্য কোত্তে পারি? আমি কি তোমাকে না দেখে স্থির থাকতে পার্ব্বো? তা কখনই নয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি নিমন্ত্রণ পত্র পাবে। প্রাণাধিক! যেও। সেই পত্র পাওয়ামাত্রই টেণ্টহাম প্রাসাদে যেও। আমি তোমাকে সাদরে গ্রহণ কোর্ব্বো। জেনে রেখো, তোমার না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমার আশা পথ চেয়ে—তোমার অপেক্ষায় থাকবো।"

"নিমন্ত্রণ!" বিস্মিত হইয়া আলপোল পুনরায় বলিলেন "নিমন্ত্রণ! টেণ্টহাম প্রাসাদে তোমার পিতামাতা ত কোন অমত কোর্ব্বেন না?

তোমার আশায় ততদূর গিয়ে শেষে ভগ্নহৃদয়ে আবার ফিরে ত আস্‌তে হবে না ?"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা আমি। আমি তাঁদের বড় স্নেহের, বড় আদরের মেয়ে আমি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কথাই কইবেন না। আমার আশা-তরণী তিনি কখনই নিরাশা-সাগরে ডুবাবেন না। তবে পূর্ব্বে হতে তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য জানান চাই। তা না হলে আমি তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেম। আর আমার ভ্রাতা ? —লফেলট ? তাঁর মত সদাশয় আমার চক্ষে কেহ কখনও পড়ে নাই। আমার যে বাসনা, তাঁর বাসনাও তাই হবে। তাঁর কথা তুমি ভেবো না। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অবশ্য অবশ্য যেও। দেখো, যেন অমত করো না।"

উৎফুল্ল হইয়া আলপোল প্রিয়তমার মুখ চুম্বন করিলেন। জীবনে অজলিনীর গণ্ডস্থল এই প্রথম তাঁহার প্রণয়ীর ওষ্ঠস্পৃষ্ট হইল। অজলিনীর রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার শরীরে মুহূর্ত্তের জন্য তাড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হইল। হৃদয়-সরসীতে যেন একখানি সুখের তরণী ভাসিয়া উঠিল। হৃদয়ে আনন্দের তুফান উঠিল। কৃত্রিম কোপ সহকারে অজলিনী কহিলেন "একি কর্ত্তব্য তোমার আলপোল! ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করা অবশ্য তোমার মত লোকের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নয়।"

"তোমার কাছে আমি প্রশংসার প্রত্যাশা রাখি না। আমাকে মনের ভাব গোপন কোত্তে নিষেধ কোরেছ কেন ? আমার মনের যে ভাব, আমি তাই কার্য্যে পরিণত কোরেছি। আমার এতে দোষ কি ?" আলপোল হাস্য করিলেন। প্রিয়তমার হৃদয়ে প্রেমিকের হাস্যধ্বনির প্রতিঘাত বাজিল। আলপোল প্রাণ ভরিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিলেন। অজলিনী সুখে—আনন্দে আত্মহারা হইয়া—লজ্জার আবরণ উন্মোচন করিয়া—প্রিয়তমকে বাহুবদ্ধ করিয়া—প্রতিচুম্বন করিলেন। এতদিন যে সুখ তিনি বুঝেন নাই, এতদিন তিনি যে সুখের ছায়া মাত্রও হৃদয়ে ধারণা করেন নাই, তিনি সেই সুখ আজ উপভোগ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার সুখের জীবনের সূত্রপাত হইল। সংসারের সার সুখ উপভোগ করিবার জন্য তিনি নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতে

চলিলেন। তাঁহার সম্মুখে সুখের দ্বার উন্মুক্ত! আর আমরা বলি, এতদিনে অজলিনীর সুখের জীবন ফুরাইল! এতদিনে তাঁহার হৃদয়-কুঞ্জের স্নেহ, দয়া, সরলতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুম-তরুগুলি বিরহতপনের প্রখর তাপে বিদগ্ধ হইতে চলিল। তাঁহার জীবন-সরসীতে এতদিনে মরুভূমির ছায়া পড়িল। অজলিনী তবে কি সুখী হইবেন?

অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে কত রহস্য কথাই কহিলেন। কত আনন্দের তরঙ্গই বহিল। তাহার পর অজলিনী কহিলেন "তোমার হস্তিরার কোন সংবাদ জান কি?"

এতদিনে অজলিনীর সরল প্রাণে হিংসার ছায়া পড়িয়াছে। সরলা বালিকা যে হিংসাদ্বেষের কিছুই জানিত না, সরল মনে যে সকলকে সরল দেখিত, আজ তারই মুখে শ্লেষমাখা কথা 'তোমার হস্তিরা।' এরই নাম সংসার। এরই নাম সাংসারীক ভালবাসা!

আলপোল কহিলেন "না, কিছুই জানি না। হস্তিরা এখন আছে কেমন? ডাক্তার বলে কি?"

অজলিনী কহিলেন "ডাক্তার অবশ্য জীবনের আশা দিয়েছেন। পীড়া কিন্তু বড় কঠিন। লেডী আমেসবরী এ সময় তোমার দ্বারা অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা করেন।"

"আমার দ্বারা? আমার দ্বারা তিনি কি সাহায্য চান? তিনি আমাকে কোন্ কার্য্যে সাহায্য কোত্তে বলেন? ওঃ—মনে হয়েছে। তিনি যে কার্য্যের জন্য আমার সাহায্য চেয়েছেন, তা আমি জানি। তবে বিদায় হই।" আলপোল প্রস্থান করিলেন।

বাহিরেই তাঁহার অশ্বপালক অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আল-পোল অশ্বারোহণে সহরের পশ্চিম প্রান্তে চলিলেন। একটী বড় রাস্তার ধারের একটু দূরে একখানি সমৃদ্ধ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঘণ্টা ধ্বনি করিতেই একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলপোল কহিলেন "যাও, তোমার প্রভুকে সংবাদ দাও, আমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চাই। বিশেষ প্রয়োজন আমার। যদিও আমি তাঁর অপরিচিত, কিন্তু কার্য্যানুরোধে তিনি বোধ হয় একবার দেখা কোত্তে কষ্ট বোধ কোর্ব্বেন না।" ভৃত্য যথাসময়ে সংবাদ দিল, পনস্ফোর্ডের আদেশ লইয়া ভৃত্য আলপোলকে পুস্তকালয়ে উপস্থিত করিল। সহৃদয়

পনস্ফোর্ড সাদরে আলপোলকে গ্রহণ করিলেন। যথোচিত সম্মান রক্ষায় কোন পক্ষেরই ক্রটি হইল না।

উপবেশন করিতে করিতে আলপোল কহিলেন "মহাশয়! আমি একটী গুরুতর প্রস্তাবের সূত্রপাত কত্তে এসেছি। যে প্রস্তাবের সহিত আপনার বহুদিন হতে সম্বন্ধ, আমি সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন কোত্তে চাই।"

ব্যাগ্রতা জানাইয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন, "বলুন। যত সংক্ষেপে হয়, বিবরণটা আগে শুনিয়ে দিন। আমি আপনার কথায় বড়ই বিস্মিত হয়েছি।"

আলপোল কহিলেন "আমি আপনাকে সতের বৎসর পুর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি——"

"কার কথা আপনি বোল্‌ছেন? আমার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি হচ্চে স্পষ্ট কোরে বলুন।—বিলম্ব কোর্ব্বেন না।"

"এ আমার নিজের কথা নয়।" পনস্ফোর্ডের মনের কথা জানিবার জন্য আলপোল ধীরে ধীরে কহিতেছেন "এ আমার নিজের কথা নয়। আপনারই কথা। আপনি সতের বৎসর পূর্ব্বে যে কাজ কোরেছিলেন, তারই পরিণাম ফল জানাতে এসেছি।"

বিরক্ত হইয়া পনস্ফোর্ড কহিলেন "আঃ।—আপনি আমাকে বিহ্বল কোরে তুল্‌লেন। আসল কথাটা কি, তাই কেন বলুন না। আপনার ভূমিকাই যে ফুরায় না।"

আলপোল ইচ্ছা করিয়াই এই তিরস্কার সহ্য করিলেন। হাসিয়া কহিলেন "অত বিরক্ত হবেন না।—অত অধৈর্য্য হবেন না। এসেছি যখন, তখন না বোলে যাব না।"

অধৈর্য্য হইয়া পনস্ফোর্ড বলিলেন "না যান, কিন্তু আমাকে এ রকম সন্দেহের মধ্যে ফেলে আপনার কি লাভ হচ্চে, তাই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

আলপোল কহিলেন "বলি মহাশয়! শুনুন, আপনি লেডী আমেসবরীকে চিনেন কি?"

পনস্ফোর্ড বিস্মিত হইয়া—যেন কতকটা সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন "আমেসবরী?—লেডী আমেসবরী?—যাঁকে সেনাপতি আমেসবরী বিবাহ করেন, তিনিই? হাঁ। চিনি তাঁকে। তাঁর কি কথা? না হয় চিন্‌লেমই না। তাতে আর হলো কি?"

"হলো কি নয়।" আলপোল উত্তেজিতস্বরে কহিলেন "হলো কি নয়! তাঁরই কথা আমি বোল্‌তে এসেছি। তাঁর সংক্রান্ত অবৈধ প্রণয় আপনি কি অস্বীকার কোত্তে চান?"

"না। আমি অস্বীকার করি না। সে কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাতে আর হয়েছে কি? আমেসবরী তার পর বিবাহ কোরেছিলেন, ভাগ্যক্রমে বিধবা হয়েছেন। সে সম্বন্ধ ত এক রকম চুকেই গিয়েছে?"

"চুকে যায় নাই। এখনো তার শেষ আছে। আপনার ঔরসে যে কন্যাটী হয়েছিল, তার কোন সংবাদ জানেন?"

"জানি। আমার কন্যা নাই।"

"না মহাশয়! আপনার কন্যা আছেন? দুঃখে কষ্টে পড়েও তাঁর জীবন যায় নাই।"

"আছে? আমার কন্যা আজও আছে? জীবিত আছে? তার দুঃখ কষ্ট যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা ত আমি কোরেছি। আমি তার আজীবনের জন্যে মাসিক খরচের যে ব্যবস্থা কোরেছি, তা ত তার পক্ষে যথেষ্ট।"

"যথেষ্ঠ নয়। সে খরচ বন্দ হয়ে গেছে। অনেক দিন হতে সে টাকার এক পয়সাও হস্তিরার হাতে আসে নাই।"

"কেন? বিস্মিত হইয়া মাননীয় পনস্ফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন? ওয়ারেণ———"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোর্কেন না।" বাধা দিয়া আলপোল কহিলেন "সে সব কথা থাক। আপনার কন্যা তার মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে। তার জীবিকার জন্য, এখন আর কোন ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার অভাগিনী কন্যা পিতার চরণ দর্শনে ইচ্ছা কোরেছে। বড়ই পীড়িত হয়েছে। আপনি কি তাকে একবার দেখা দিবেন?"

"দিব। আমি আমার কন্যাকে দেখ্‌তে যাব, কিন্তু পীড়া ত তেমন সাংঘাতিক নয়? দেখ্‌তে গিয়ে শেষে ত একটা শোকের মধ্যে পোড়তে হবে না?" দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত পনস্ফোর্ডের উক্তি শেষ হইল।

"না মহাশয়! সে ভাবনা ভাব্‌বেন না। সে রকম সাংঘাতিক পীড়া নয়। আপনি গেলে হস্তিরার পীড়ার অনেক উপশম হবে। তার

প্রধান পীড়া চিত্তবিকার। ভেবে ভেবে—শোকে দুঃখেই তার পীড়ার উৎপত্তি। আপনাকে দেখ্‌লে অনেক উপশম হবে। আমি তবে চোল্লেম লেডী আমেসবরী এখন কন্যার সহিত চাল্‌টন পল্লীতে বাস কোচ্চেন আপনি সেইখানে যাবেন, আমি এখন এই শুভ সংবাদ দিয়ে তাঁদের প্রস্তুত হতে বলিগে যাই।” আলপোল গাত্রোত্থান করিলেন। অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে আলপোলের হৃদয়ে কত ভাবনাই উঠিতে লাগিল। আলপোল ভাবিতে লাগিলেন, আমি স্বয়ং হস্তিরার দুর্ভাগ্যের কথা কি করিয়া প্রকাশ করিলাম। তাহার যে চিত্তবিকার, তাহা সামান্য নয়। অভাগিনীর যদি মৃত্যু হয়, এই পীড়াতেই অভাগিনী যদি পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর এ দুঃখের তুফানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। হস্তিরার মৃত্যুই এখন শান্তি। আর আমার? আমার প্রার্থনাও কি তাই? হস্তিরার শেষ নিশ্বাসবায়ু বায়ুপ্রবাহে মিশাইয়া যায়, হস্তিরার নাম সংসার হইতে বিলুপ্ত হয়, হস্তিরার মূর্ত্তি তাহার ভালবাসার পাত্রদিগের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়, ইহাই কি আমার প্রাণের প্রার্থনা? ঈশ্বর জানেন।

ত্রিংশ তরঙ্গ।

"There! be quiet! If you venture to lay a hand upon me, I will teach you a lesson that you shall remember for the rest of your life."

প্রতিফল!

মাননীয় পনস্ফোর্ড দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যে দুষ্কার্য্য করিয়াছেন, তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অনুতাপ-বহ্নির প্রখর দাহিকা শক্তি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, আলপোল আজ তাঁহার সেই মন্দীভূত অনুতাপ-বহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া দিয়াছেন। পনস্ফোর্ড একাকী পুস্তকালয়ে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার হৃদয়ের আগুণ ক্রমেই যেন বৰ্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। ক্রমেই তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, তাঁহার পদধারণ করিয়া ক্ষমা চাহিলেও তিনি কি ক্ষমা করিবেন না? পনস্ফোর্ডের চক্ষে আদলদী ক্লেরেকার দিব্য মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইতেছে। তিনি ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন।

ধীরে ধীরে প্রমীলা পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন। পনস্ফোর্ড ব্যথিত স্বরে কহিলেন "প্রমীলা! এস মা, আমার নিকটে এস। তোমার হতভাগ্য পিতার দুর্দ্দশা দেখ।" কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডস্থলে প্রবাহিত হইল।

প্রমীলা ইহার কিছু বুঝিলেন না। কাতরকণ্ঠে কহিলেন "পিতা! হয়েছে কি? কেন আপনি এমন অধৈর্য্য হয়েছেন?"

"আমি তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছি প্রমীলা। তোমার স্বর্গগত অভাগিনী জননীর বিশ্বাস ভঙ্গ কোরেছি। আজ সেই পাপে আমি অনুতাপ বহ্নিতে দগ্ধ হোচ্চি। উপযুক্ত কন্যা তুমি, আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা তুমি অনায়াসে বুঝ্‌তে পার্ব্বে। আমি পাপী—মহাপাতকী, আমি—" পনস্ফোর্ডের কণ্ঠরোধ হইল, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

প্রমীলা পিতার কাতরতায় হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। ব্যগ্রতা জানাইয়া কহিলেন "বলুন পিতা, আপনার কি হয়েছে? আমি কি তার প্রতিবিধান কোত্তে পার্ব্বো না? আমি কি আপনার চোখের জল নিবারণ কোত্তে পার্ব্বো না?"

"না মা! একান্তই তা অসম্ভব।" হতাশব্যঞ্জক স্বরে পিতা কহিলেন "না মা সে দুরাশা। আমি যে পাপ কোরেছি, তার প্রতিবিধান নাই। তুমি কন্যা, আমি এমনি হতভাগ্য. আজ তোমার কাছে আমার সেই দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ কোত্তে হলো। আমি যে আর পারি না মা? হৃদয়ের ভার না কমালে আমি হয় ত মরে যাব। আমার জঘন্য প্রবৃত্তির কথা আর কার কাছে জানিয়ে উপহাসাস্পদ হব? তুমিই শোন মা। তুমি যখন শিশু, তখনই একটী অবিবাহিতা কুমারীর প্রেমে আমি মুগ্ধ হই। আমি পাপী,--তাই তখন আমার বিবাহের কথা প্রকাশ করি নাই। পাছে তিনি আমার আশায় বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে আমি সে কথা প্রকাশ করি নাই। কিছু দিন পরে অভাগিনীর একটী কন্যা হোলো, তখন সব কথা প্রকাশ হয়ে গেল, আর গোপন রইল না। আমি তখন সেই বালিকার ভরণপোষণের ব্যবস্থা কোরে দিলেম। কুমারী অন্য পাত্রে বিবাহিত হলেন। আমার কন্যা অন্য লোকের যত্নে—অন্য স্থানে গোপনে প্রতিপালিত হলো। আছে জানি. কিছু দিন পরে শুন্‌লেম, মেয়েটী মারা গেছে। এত দিন আমার সেই বিশ্বাসই ছিল, আজ শুন্‌লেম, মেয়েটী বেঁচে আছে। সে তার মাতার আশ্রয়ে আছে, তিনি এখন বিধবা।"

"তাতে আর এত চিন্তা কি? আমার ত সুখের বিষয়। আমি এত দিনের পর একটী ভগ্নী পেলেম। আপনি কোন চিন্তা কোর্ব্বেন না। যদি আমার জননীর গর্ভে আমার একটী ভগ্নী জন্ম গ্রহণ কোত্তেন, তাঁকেও আমি যেমন ভাল বাস্‌তেম, একেও তেমনি ভালবাস্‌বো। পিতা! আমার ভগ্নীর নাম কি?"

"প্রমীলা! আমি তোমাকে জানি। তোমার সদাশয়তা—সরলতা দেখে বস্তুতই আমি গর্ব্বিত হই। তোমার ভগ্নির নাম সার্জ্জেণ্ট হস্তিরা।"

"হস্তিরা? আমি কি তাকে দেখ্‌তে পাব না? আমরা দুই বোনে কি এক সঙ্গে থাক্‌তে পাব না?"

"পাবে মা পাবে। আজ আমি তার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব। তুমিও

সঙ্গে সে সন্ধ্যার সময় আমরা দু জনেই যাব। যাও, তুমি প্রস্তুত হও গে।" পিতার এই আদেশে প্রমীলা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বামীর সহবাস সুখ তাঁহার ভাগে ঘটে নাই। প্রফুল্লমুখী এখন বিষাদিনী সাজিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে তাঁহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, এই আনন্দ, সরলার বিষাদ কালিমারঞ্জিত মুখমণ্ডলের বিষাদরাশি অপসারিত করিয়া আপনার শান্তিময় জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত করিয়াছে।

প্রমীলাকে বিদায় দিয়া পনক্ষোর্ড বহির্ব্বাটীতে পদ চারণ করিতেছেন। সম্মুখে দালাল ওয়ারেণ। ওয়ারেণ দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছিলেন, সম্মুখে পনক্ষোর্ডকে—দেখিয়া সহাস্য বদনে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "আপনি আজও এখানে আছেন ?"

আরক্ত নয়নে পনক্ষোর্ড কহিলেন "তুমি সম্প্রতি এখন কোন্ রাজ্যে জুয়াচুরির দোকান খুলেছ ?"

ওয়ারেণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সেকি মহাশয়! আপনি রহস্য কোরে একি কথা বোল্‌চেন ?"

"রহস্য নয়। ঘরে এস। অনেক কথা আছে।"

উভয়ে পুস্তকালয়ে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। পনক্ষোর্ড কহিলেন "তোমার জুয়াচুরি ব্যবসা আজও চোল্‌ছে ত ? তুমি জান, তোমাদের সমস্ত বদমায়েসী আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পোড়েচে। এখনো স্বীকার কর—ক্ষমা চাও, নতুবা আমি বেশ শিক্ষা দিব।"

"কি ? বলেন কি আপনি ?" বারম্বার ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ওয়ারেণ কহিলেন বলেন কি আপনি ? কথাটা কি, আগে খুলেই বলুন না কেন ? সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনি, আমরাও অবশ্য নিতান্ত নীচ লোক নই। স্থির হয়ে বসুন, ঘটনার সমস্ত অংশ বলুন, না জেনে না শুনে অত চটেন কেন মহাশয় ?"

"চটি কেন ?" পূর্ব্ব হইতেই চিন্তায় চিন্তায় পনক্ষোর্ডের মাথার ঠিক ছিল না। এখন সেই জন্য ক্রমেই যেন বেশী বেশী ক্রুদ্ধ হইতেছেন। পনক্ষোর্ড ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "চটি কেন ? তোমার পিতার কাছে আমি অনেকগুলি টাকা জমা রাখি। জান ত তা ? সেই টাকার সুদ হতে আমার কন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হবার কথা ছিল, আর

এলা ছিল, যদি কখন আমার কন্যার মৃত্যু ঘটে, আমি বাকী টাকার দাওয়া রাখ্বো না। দিন কতক মাত্র টাকা দিয়েছিল, তারপর একেবারেই বন্ধ। আমার কাছে প্রকাশ কোল্লে, কন্যাটী মারা গেছে। এ জুয়াচুরী নয়—বাটপাড়ী নয় ত কি?"

ধীরভাবে ওয়ারেণ কহিলেন "টাকা যে আপনার জমা ছিল, তা আমি জানি। আপনার কন্যার ভরণ পোষণের জন্য গোপনে গোপনে প্রত্যেক মাসে যে টাকা পাঠান হতো, তাও আমি জানি। কেন? সে গুপ্তকথা কি প্রকাশ হয়েছে?"

"তাতে আর ভয় দেখাও কেন? প্রকাশ হবে না বোলেই—তোমার পিতা আমার বিশ্বাসী ছিল বোলেই ত তার হাতে টাকা দিয়েছিলেম। তা না হলে আর কি স্থান ছিল না আমার? আমি সে জন্য ভাবি না। প্রকাশ হবার ভয় আমি রাখি না। টাকাটা না দেওয়ার কারণ কি? জীবন সত্ত্বে একজনের মরা গুজোব তোলার কি প্রয়োজন ছিল? আমার কন্যা অনাহারে কষ্ট পায়, আর তোমরা সমস্ত টাকাটা সাং কোরে ফেল্লে? সব বদমায়েসী।—সব ফেরেবী। আমি এখনো বোলছি, যদি টাকা না দাও, কাল ৯ টার মধ্যে যদি এখানে সমস্ত টাকা পাঠিয়ে দিতে অমত কর, আমি এবিষয় আমার উকীলের বাড়ী পাঠাব। কোন অনুরোধ শুনবো না। আমার কন্যা সহায় সম্পত্তি হারা হয়ে—একটী পয়সার জন্যে অনাহারে কাটায়,—এত টাকা থাকতে অভাগিনী কষ্ট পায়, এও কি কম দুঃখ?" পনস্ফোর্ড ঘৃণায় লজ্জায় অভিমানে মুখ ফিরাইলেন।

ওয়ারেণ উত্তেজিতস্বরে কহিলেন "কে? তোমার কুলেরধ্বজা সেই হস্তিরা? তার আবার পয়সার অভাব? যারা প্রকাশ্য ভাবে আপনার সতীত্ব বিক্রয় করে, তাদেরও বরং অর্থাভাব হয়, কিন্তু যারা গোপনভাবে ঐ সকল দুষ্কার্য্য করে, তাদের আবার অভাব কি?"

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পনস্ফোর্ড সলম্ফে ওয়ারেণের উপর পতিত হইলেন। ইচ্ছা, যে তাঁহার কন্যার চরিত্রে এইরূপ দোষারোপ করে, তাহার জীবন যত শীঘ্র নষ্ট হয় ততই উত্তম।

ওয়ারেণও ক্রোধে অধীর হইয়া বৃদ্ধ পনস্ফোর্ডের আঘাত নিবারণ করিয়া বলপূর্ব্বক একখানি আসনে বসাইয়া দিলেন। উচ্চকণ্ঠে—আরক্ত-নয়নে কহিলেন 'থাম। চুপ ক'রে ব'স। আবার যদি আমার গায়ে হস্ত

ভুল্‌তে যাও, তোমাকে আমি এমনি শিক্ষা দিব যে, এ জীবনে তা তুমি ভুল্‌তে পার্ব্বে না।"

পূর্ব্ববৎ উত্তেজিতস্বরে পনস্ফোর্ড কহিলেন "তুমি কেবল আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য আমার কন্যার চরিত্রে এই অনর্থক কলঙ্ক রটনা কোচ্চো। প্রমাণ দিতে পার কি? সে বালিকা, অনাথা, আপনার দুঃখেই মরে আছে। তার এ সব বুদ্ধি যোগাবে কখন? টাকাগুলো ফাকি দেবার মতলবেই তুমি এই মনগড়া কথায় আমাকে বুঝাতে এসেছ। জেনে রাখ, আমি তত নির্ব্বোধ নই। তোমাকে আমি ভাল রকমেই চিন্‌লেম। ভাল রকমেই শিক্ষা দিব।"

"প্রমাণ নাই? তোমার গুণবতী কন্যার চরিত্র না জানে কে? না দেখেছে কে? যে আর দুদিন পরে বারাঙ্গণা-পল্লির বারান্দার শোভা বর্দ্ধন কোর্ব্বে, তার কথা আবার না জানে কে? এডওয়ার্ড আলপোলকে তুমি হয় ত চেন, হয় ত তাকে দেখেছ। সেই যে তোমার প্রথম জামাতা। ধন্য ভাগ্যবান পুরুষ তুমি। এক কন্যা মাত্র তোমার—অসংখ্য জামাতা।"

শেষে—মর্ম্মান্তিক কথায় পনস্ফোর্ড যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। কাতর স্বরে তিনি কহিলেন "ওয়ারেণ! এর প্রমাণ কি?"

পনস্ফোর্ডের কাতরতায় নরম হইয়া ওয়ারেণ কহিলেন "তাই আগে শুন। ভদ্রলোকের মত বিচার কর। তার পর আমাকে শিখুতে এস। মরফিয়ার নাম তুমি হয় ত জান। তোমার কন্যা পূর্ব্বে মরফিয়ার কাছেই ছিল। কাল ঐ টাকার তাগাদায় সে এসেছিল। সে এত দিন পরে এখন প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কোরেছে, তোমার কন্যার চরিত্র ভাল নয় বিশ্বাস না কর, মরফিয়াকে জিজ্ঞাসা কর। ওয়াটারলু রোডে গ্রানবী-ষ্ট্রীটে তার বাড়ী। আমি তবে এখন চোল্লেম।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ওয়ারেণ প্রস্থান করিলেন।

প্রমীলার বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে একটু আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি এতদিনে সঙ্গিনী পাইবেন। এতদিনের পর মনের কথা কহিবার—প্রাণের ব্যথা জানাইবার লোক পাইবেন। তাই তাঁহার যা কিছু আনন্দ। পিতার আজ্ঞাক্রমে প্রমীলা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আপন গৃহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় যত অতীত হইয়া গেল, প্রমীলার সন্দেহ ততই বাড়িতে লাগিল। তিনি পিতার

অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এ ঘর—ও ঘর, সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া শেষে পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মাননীয় পনস্ফোর্ড নিদ্রা যাইতেছেন। এমন অসময় নিদ্রা কেন? প্রমীলা পিতাকে জাগরিত করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। উত্তর নাই! গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, শরীর কঠিন! তখনি প্রমীলা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখনি প্রমীলা কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতা নাই! পনস্ফোর্ডের শব শয্যায় পড়িয়া।

একত্রিংশ তরঙ্গ।

"Why should I speak much will that shifting variety of so-called friends, in whose withered, vain and too-hungry souls friendship was but an incredible tradition ?"

তাও কি কখন হয়?

সেই দিনই অজলিনী আলপোলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বার্ক্লে স্কোয়ারে আসিয়াছেন। যখন তিনি ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে—তখনি অদূরে একটী যুবক তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। যুবকের চলন ভঙ্গি যেন অহঙ্কারে মাখা। দেখিতে দেখিতে অজলিনী প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যুবকও তাঁহার সম্মুখে। যুবকের অযত্নরক্ষিত লোহিত কেশরাশি বায়ুবেগে উড়িতেছে। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অজলিনীকে যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল। এরূপ কঠিন—এরূপ বিদ্রূপময় দৃষ্টিতে অজলিনী আর কখন পড়েন নাই। যুবক হাসিয়া—দন্তরাশি বাহির করিয়া কহিলেন্ "আপনি বোধ হয় আমাকে চিন্তে পারেন নাই, আমি কাশী। সিলবষ্টর কাশী। অতুল ধনাধিকারী কাশী আমার পিতা।—তিনি এখন মারা গেছেন। আমি পিতার বর্ত্তমানে ছোট কাশী ছিলেম, এখন বড় হয়েছি। এখন বেশ চিন্‌তে পেরে থাক্‌বেন। কেমন চিনেছেন ত?"

যুবকের প্রগল্‌ভতা অজলিনীর হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি ঘৃণায় যেন অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। ঘৃণাপূর্ণ স্বরে কহিলেন "ক্ষমা কোর্ব্বেন। এখন আপনাকে চিনেছি। আগে আমি আপনাকে কখন দেখি নাই।"

"হুঁ হুঁ। না দেখ্‌বারই কথা। পিতা থাকৃতে আমি ত এমনতর স্থানে বেড়াতেম না। কেবল ইয়ারকী—আমোদ আহ্লাদ কোরে কাটিয়েছি। এখন ত আর তা চলে না। কাজের গতিকে এখন ভারী হয়ে দাঁড়িয়েছি। বড় চালাক আমি কি না, ধাঁ কোরে সে ভাব ছেড়ে দিয়েছি।"

অজলিনী বিরক্ত হইয়া ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। একজন বালক-ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অজলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতা ঘরে আছেন কি?" ভৃত্য সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "হাঁ। কর্ত্তা বাড়ীতেই আছেন।" অজলিনী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ব্বিত সিলবষ্টর গর্ব্বে যেন আত্মহারা হইয়া নবাবী ধরণে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ, ওহে ছোক্‌রা! তোমাদের কর্ত্তাকে সংবাদ দাও। আমি এসেছি। দেখা কোত্তে চাই।" বালক-ভৃত্য অভিবাদন করিয়া কহিল "মহাশয়ের নাম?" সিলবষ্টরের বিরক্তির পরিসীমা রহিল না। ছোক্‌রা এমন বেয়াদব, যে আজিও সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না? পিতার মৃত্যুতে সিলবষ্টর এত ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তবুও বেয়াদব ছোক্‌রা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না? সিলবষ্টরের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন "আমি রে আমি। চিন্‌তে পারিস নাই। অতি মূর্খ তুই। তোর কোন বিষয়ে হুঁস নাই। বদমায়েস ছোক্‌রা! যা বল্‌গে যা, হটন গার্ডেনের মাননীয় কাশী সিলবষ্টর এসেছেন।" ভৃত্য অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরেই সিলবষ্টরকে লইয়া পুস্তকালয়ে রাখিয়া আসিল।

লর্ড বাহাদুর সিলবষ্টরেরর সহিত সাক্ষাৎ কারিবার জন্য পুস্তকালয়েই অবস্থান করিতেছিলেন। মনের ভাব গোপন করিয়া লর্ড বাহাদুর সিলবষ্টরের করমর্দ্দন করিলেন। দুঃখিত হইয়া কহিলেন "খবরের কাগজে তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পোড়ে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি। এই ভয়ানক মৃত্যু ঘটনায় তোমার মাতা, ভগ্নী, সকলেই বোধ হয় দুঃখিত হয়েছেন?"

গর্ব্বিত ভাবে সিলবষ্টর কহিলেন "দুঃখিত হবারই ত কথা। আমি

তাঁদের প্রবোধ দিয়ে এসেছি। কি এত চিন্তা? কালের হাতে কার নিস্তার আছে? সকলেরই এক পথ। তবে আজ না হয় কাল, এই ত কথা? তাতে আর অত দুঃখ কিসের? আমি ত সে ভাবনা একবারও মনে স্থান দিই না। ভেবে লাভ কি?"

লর্ড বাহাদুর সিলবষ্টরের প্রশংসা করিয়া কহিলেন "বেশ মন তোমার। এমন মন হলে সংসারে আর ভাবনা কি ছিল?"

সিলবষ্টর যেন এ প্রশংসা গ্রাহ্যই করিলেন না, এই রকম ভাবে জানাইয়া কহিলেন "সে সব কথা থাক। পিতার মৃত্যুর পর আমিই তাঁর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েছি। তাঁর পাওনা টাকা এখন আমার প্রাপ্য। কেমন, ঠিক ত? আপনি ষাটহাজার পাউণ্ডের মধ্যে মোটে বিশহাজার পাউণ্ড দিয়েছেন। বাকী টাকার কি কোর্কেন? আমি বোধ করি, এসময় টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে উপকৃত কোর্কেন।"

বিস্মিত হইয়া লর্ড ট্রেণ্টহাম কহিলেন "কেন? আবার এ নূতন কথা কেন? তুমি কিতোমার পিতার কথা রাখবে না? তিনি যে প্রস্তাব কোরে গেছেন, সে প্রস্তাব তুমি অগ্রাহ্য কোর্কে?"

"গতিকে পোড়ে তাই কোত্তে হয়েছে! আমার ভগ্নী আপনার পুত্রকে বিবাহ কোর্কেন না। এ বিবাহে সেলিনার মত নাই।"

"মত নাই?" বিস্মিত হইয়া লর্ড বাহাদুর কহিলেন "সে কি? সেলিনার মত নাই? আমরা সেই কথায় নিশ্চিন্ত আছি। বিবাহ হবে—সমস্ত টাকা আমরা উশুল পাব; আজ যে তুমি নূতন কথা বোলতে এসেছ? সেকি কথা?"

সিলবষ্টর তিল পরিমাণেও বিচলিত হইলেন না। ধীরে ধীরে—আপন মেজাজে কহিলেন "তবে এক উপায় আছে। আপনার কন্যা অঞ্জলিনী পরমাসুন্দরী। আমি আজ তাঁকে দেখেছি। চমৎকার চেহারা-তাঁর। সে চেহারায় কার চিত্ত না বিকৃত হয়? তিনি নামজাদা সুন্দরী। "রূপের হাট"নামক পুস্তকে "অভিজ্ঞানে" আরও অনেক অনেক সাময়িক পত্রে তাঁর চেহারা প্রকাশিত হতে দেখেছি।"

ভীত হইয়া লর্ড বাহাদুর কহিলেন "তবে—তবে কি তুমি অঞ্জলিনীকে বিবাহ কোত্তে চাও? অসম্ভব। মনেও তা ভেবো না। ভ্রমেও সে চিন্তা মনে এনো না।"

"কিসে অসম্ভব? টাকার কাছে সে সব খাটে না। আজকাল টাকার বাজার। টাকায় কি না হয়? আমি এক পয়সার দাবী কোর্ব্বো না। সব ছেড়ে দিব। আপনি আমার বোলে নয়, সমস্ত দেনা হতে যাতে অব্যাহতি পান, সে মতলবও আমার কাছে আছে। আপনি আর কদিন বাঁচ্‌বেন? আপনার জীবন ইন্‌সিওর করুন। বৎসর বৎসর দুহাজার মাত্র জমা দিলেই হবে। আপনি মরে গেলে সমস্ত দেনাই মাটী হয়ে যাবে। তখন লক্‌লেট সমস্ত টাকার উত্তরাধিকারী হবেন। কোন চিন্তা কোত্তে হবে না, চমৎকার ফন্দি! এই কথা মত কাজ করুন।"

"অঞ্জলিনীর কি মত হবে? তোমাকে বিবাহ কোত্তে যদি তার মতই না হয়। তখন কি হবে?"

"মত না হবে কেন? সে ভার আমার। আমি তার মত কোরে নেব। আমি সে সব কাজে বেশ মজবুত আছি। যে সুন্দরী আমার একবার নজরে পড়ে, তাকে জালে না ফেলে আমি ছাড়ি না। মতের জন্য কোন চিন্তা নাই। আপনি প্রস্তুত আছেন ত?"

"আমি?" লর্ড বাহাদুর এতক্ষণ যেন কোন কথা ভাল করিয়া শুনেন নাই। বিস্মিত হইয়া কহিলেন "আমি? সিলবষ্টর! সব কথা ভুলে যাও। আমি যা বোলেছি, তা আমারই মনে নাই। আমি অঞ্জলিনী, লক্‌লেট আর লেডী ট্রেণ্টহামের সহিত পরামর্শ না কোরে কোন উত্তরই দিতে পারি না।"

"তবে তাই কোর্ব্বেন।" ক্রোধে অধীর হইয়া—আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সিলবষ্টর কহিলেন "তবে তাই কোর্ব্বেন। মেয়ে নিয়ে থাকুন আপনি। এখনো বুলটীল আসছে না কেন?"

ভীত হইয়া লর্ড বাহাদুর কহিলেন "তাঁর কি আমার কথা আছে নাকি? তিনি আমার এখানে কেন আস্‌বেন?"

"হাঁ। আমার সঙ্গে কথা আছে। তাঁকে আপনার দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ কোরে আন্‌তে বোলেছি। পিতার মৃত্যুর পর আমি কত টাকার বিষয় পেলেম, কার কাছে কত টাকা পোড়ে আছে, সে সব জানা চাই। এখনি আমার উকিল আস্‌বেন। এখনি তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন।" অবজ্ঞার ভাবে সিলবষ্টর এই কথাগুলি বলিলেন।

দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। সিলবষ্টর বুঝিলেন, উকিল বুলটীল আসি-

যাইছেন। সিলবষ্টর নিজে দ্বার খুলিয়া দিলেন। গর্ব্বিত মক্কেলের গর্ব্বিত উকিল। বুলটীল ইঙ্গিতে লর্ড বাহাদুরকে অভিবাদন করিল। যেন সে অভিবাদন অবজ্ঞাতেই পূর্ণ।

সিলবষ্টর জিজ্ঞাসা করিলেন "সব দলীল পত্র দেখা হয়েছে? লর্ড বাহাদুরের দেনার ফর্দ্দ এনেছ ত?"

বুলটীল কহিল "হাঁ। এনেছি বৈ কি? না আনলে চোল্‌বে কেন? আর একখানা দলীল পেয়েছি।"

"পেয়েছ? পেয়েছ? কি দলীল? কেমন দলীল? কত টাকার?"

"গোপনে চলুন। সে সব গোপনেই দেখাব। উইল সেখানি। এখানে দেখাবার নয়।"

বিরক্ত হইয়া সিলবষ্টর কহিলেন "আঃ—তাতে কি হলো? গোপনে আবার কেন? এখানেই বল না। তাতে কি হলো? কি দলীল? খত, বন্দকী, কট, ওয়ারেণ্ট, তমসুক, কি? জিনিসটে কি?"

"উইল। লর্ড বাহাদুরের সংশ্রবেই সে উইল। ষ্টিফেন তাতে আছে।"

"বেশ। তুমি বড় ভালকাজ কোরেছ। বল, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বল।"

"এ উইল বড় মজার উইল। ষ্টিফেন তার মূল। গুপ্ত বাক্সের মধ্যেই এখানি ছিল। ষ্টিফেন আপনার ভাই। তিনি আপনার পিতার জারজ সন্তান।"

বিরক্ত হইয়া সিলবষ্টর কহিলেন "তাতে আর ভয়ের বিষয় কি? জারজ আছে, সেই আছে। তাতে আর ভয় কি?"

"ভয় আর কি?" অন্তরাল হইতে এই শব্দ আসিল। বুলটীল কহিল "স্বয়ং ষ্টিফেন এসেছেন।"

ষ্টিফেন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের একজন অংশীদার।—ষ্টিফেন তাঁহার পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী, সিলবষ্টর তাহা খেয়ালেই আনিলেন না। তিনি লর্ড বাহাদুরকে শেষ কথা জানাইলেন "হয় অজলিনীকে আমার হাতে সমর্পণ করুন, নয় ধ্বংশমুখে অগ্রসর হোন। ষাটহাজার টাকা একদিনে আদায় চাই। সেই যে ঘোড়ায় চড়া ছুঁড়ি বিশহাজার দিয়েছে, এবারও সেই জঘন্য বৃত্তিভোগিনী খ্যামটা-ওয়ালী সমস্ত টাকা দিয়ে আপনার মানসম্ভ্রম রক্ষা কোর্ব্বে। ভয় কি তবে?"

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ।

"The stone shall tell your vanquished heroes' name,
And distant ages learn the victors' fame."

ভালবাসার অভিজ্ঞান।

যখন সিলবষ্টর দুরাশা-সাগরে ডুবিবার জন্য চেটহাম প্রাসাদে গমন করেন, যখন তাঁহার আশা তরুকে সুফল ফলাইবার মানসে বুলটিল তাঁহার সহযাত্রী হয়েন, ষ্টিফেন সেই সময় কাশীর ক্ষুদ্র অট্টালিকার সম্মুখ দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। তিনি শ্রীমতী কাশী ও সেলিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

সেলিনা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শ্রীমতী পতিশোকে এখন নির্জ্জনবাস করিতেছেন; সুতরাং সেলিনা সাদরে ষ্টিফেনকে উপবেশন করাইলেন। এক দিনমাত্র পরস্পরের সাক্ষাৎ। সেলিনা তাহাতেই জানিয়া রাখিয়াছে, ষ্টিফেনের চরিত্র সরলতায় পূর্ণ। তাঁহার মত সরল, ধার্ম্মিক, দয়ালু আর কাহাকেও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। ষ্টিফেনের সদ্‌গুণ সেলিনাকে মোহিত করিয়াছে।

সেলিনা কহিলেন "আমার জননী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। গত রজনীতে আপনি আমাদের যে উপকার কোরেছেন, তার প্রতিদান করি, আমাদের কৃতজ্ঞতা ভিন্ন এমন আর কিছুই নাই।"

ষ্টিফেন সরল ভাবে কহিলেন "ঈশ্বরের অনুগ্রহ। যেটুকু উপকার হয়েছে, সে কেবল তাঁরই কৃপা। বরং আমার অমনোযোগিতার জন্যই আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে। আমি এমন হবে যদি জান্‌তে পাত্তেম, তা হলে হয় ত আপনার পিতার প্রাণ রক্ষা কোত্তেও পাত্তেম।"

"যা হবার তা হয়েছে, সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি যখন অচৈতন্য হয়ে পোড়েছিলেম, সিলবষ্টর যখন কাগজপত্র দেখ্‌ছিলেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? সে ঘটনা আপনি কিছু জানেন।"

"সামান্য মাত্র জানি। তা হয় ত আপনিও জানেন। সিলবষ্টর যে কয়েকটী কথা উচ্চারণ কোরেছিলেন, তা আপনিও শুনেছিলেন।"

"শুনেছি।" সেলিনা ম্লানমুখে কহিলেন "তা আমি শুনেছি। পিতার একখানি দলীল তাঁকে না বোলে আমি লুকিয়ে রাখি। পিতার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোরেছি, পিতা আমাকে সন্দেহ কোরেছিলেন, কতবার জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, আমি তার সত্য উত্তর দিই নাই, এ শুনে আপনি হয় ত আমাকে কতই ঘৃণা কোরেছেন, আমি হয় ত আপনার ঘৃণার চোকেই পোড়েছি। কেমন?"

"না, তা আপনি মনে কোর্ব্বেন না।" টিকেন দাস। নিয়া কহিলেন "আপনার চরিত্রে আমি কোন দোষারোপ করি নাই।"

"আপনি মনে কিছু করুন বা না করুন, আমি সেজন্য লজ্জিত আছি। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর সমস্ত বিবরণ না বোলছি, ততক্ষণ আমার মনের সন্দেহ যাবে না। আমি জানি, আমার এ গুপ্ত কথা কখনই প্রকাশ কোর্ব্বেন না। পিতার ইচ্ছা, আমাকে লন্সেলটের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে আপনার বংশ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি প্রস্তাব কোরেছিলেন, যদি লর্ড ট্রেণ্টহাম তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেন, তা হলে পিতা তাঁর প্রাপ্য যাঠহাজার পাউণ্ড ছেড়ে দিবেন। টাকার দায়ে লর্ড বাহাদুর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে একরকম বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হোয়েছিলেন। লন্সেলট অবশ্য এ বিবাহে সম্মত ছিলেন না। তাঁর মনের গতি অন্য দিকে। তিনি অন্যকে ভালবেসেছেন, তিনি আমাকে ভালবাসবেন কেন? আমি কি তাঁর সম্মানিত গৃহিণী হবার যোগ্য?" বলিতে বলিতে সেলিনা অসংখ্য নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন "তিনি বিবাহে সম্মত ছিলেন না। পাছে পিতা লন্সেলটের অসম্মতি জেনে তাঁর পিতাকে বিপদগ্রস্থ করেন, পাছে লন্সেলটকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ কোত্তে হয়, পাছে পিতা মাননীয় ট্রেণ্টহাম পরিবারের সর্ব্বনাশ করেন, এই ভয়ে আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম। দলীল না পেলে পিতা কিছুই কোর্ত্তে পার্ব্বেন না। লন্সেলট বিবাহ কোর্ব্বেন, তাঁকে সুখী দেখে তবে আমি এ কথা পিতার কাছে স্বীকার কোর্ত্তেম। তাঁর পায়ে ধোরে ক্ষমা প্রার্থনা কোর্ত্তেম। আশা ছিল, তিনি তখন ক্ষমা কোর্ত্তেন। নিতান্তই ক্ষমা না কোর্ত্তেন, আমি জীবন দিতেম। লন্সেলটকে সুখী দেখলে

আমি মৃত্যুকেও ভয় কোত্তেম না।” সেলিনার চক্ষে আবার জল-ধারা বহিল।

ব্যথিত হইয়া ষ্টিফেন জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে তুমিও এ বিবাহে সম্মত ছিলে না। লঞ্চেলটকে বিবাহ কোত্তে অবশ্য তোমার অমত ছিল।”

সেলিনা হাসিলেন। সেই প্রাণস্পর্শী হাস্যের মর্ম্ম—সেই বিষন্ন বদনে হাস্যরেখার প্রকৃত ভাব কে বুঝিতে পারে? সেলিনা কহিলেন “আর মিথ্যা বোলবো না। আমি এ বিবাহে সম্মত ছিলেম। তেমন গুণবাণ স্বামী কার ভাগ্যে ঘটে? তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুরূপ, দয়াধর্ম্ম তাঁহার আশ্রয়েই যেন বিরাজিত! তেমন উদার স্বামী কার ভাগ্যে ঘটে? আমি এ বিবাহে অসম্মত হব? মুখে কিন্তু আমি অসম্মতি জানিয়েছি। আমি জানতে পেরেছি, হতভাগিনীকে বিবাহ কোরে তিনি সুখী হবেন না। যাঁকে আমি ভালবাসি, যিনি আমার হৃদয়ের গায়ে তাঁর পবিত্র চিত্র চিরদিনের জন্য অঙ্কিত কোরেছেন, আমি কোন্ প্রাণে আমার সেই আরাধ্য দেবতাকে অসুখী কোর্ব্বো? আমার সুখের জন্য তাঁর সুখ নষ্ট কোর্ব্বো? আমি কি এতই স্বার্থপর? যাঁর সুখে আমার সুখ, তাঁকে অসুখী কোরে আমিই কি সুখী হতে পারবো? বিবাহ সংসারের বন্ধন, ভালবাসা ইহপরকালের সার। তিনি বিবাহ না করুন, আমি তাঁর সহবাসে সুখী না হই, কিন্তু তিনি অপরকে বিবাহ কোরে যখন সুখী হবেন, তখন সেই সুখে আমি কি সুখী হ'তে পার্ব্বো না? সেই সুখ কি আমার প্রার্থনীয় নয়? তাই যদি না পাল্লেম, তাঁর ভালবাসার সম্মুখে আত্মস্বার্থ যদি বলি দিতে না পাল্লেম, তবে আমার কিসের ভালবাসা? তিনি যাকেই বিবাহ করুন, যাতেই সুখী হোন, তাঁর হাসি মুখ দেখেই আমি জীবন কাটাতে পার্ব্বো।”

সেলিনার নির্ভরতা দেখিয়া ষ্টিফেন চমকিত হইলেন। তিনি গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন ‘জগতে যদি নিস্বার্থ প্রেম থাকে, তবে এই। সেলিনা! তুমি যদি আমার ভগ্নী হতে?”

“আমিও তাই বলি। আমি এমন ভ্রাতার ভগ্নী হলে এত দুঃখ পেতেম না। ভ্রাতা, ভগ্নীর দক্ষিণ হস্ত।—জুড়াবার স্থল। ভগ্নীর হৃদয় ভ্রাতারও শান্তি-নিকেতন।”

“এখন কি হয়েছে?” ষ্টিফেন আগ্রহ জানাইয়া কহিলেন “এখন

তবে হয়েছে কি? দলীল ত সিলবষ্টরের হাতে পোড়েছে। তোমার বিবাহের প্রস্তাব আবার চোল্‌ছে না কি?"

"না। আমার বিবাহের প্রস্তাব বরং ছিল ভাল। সিলবষ্টর তা হতেও ভয়ানক প্রস্তাব কোরেছে। সিলবষ্টর টে্‌ণ্টহামের একমাত্র কন্যা অঞ্জলিনীকে বিবাহ কোর্ত্তে চায়। এর চেয়ে প্রগল্‌ভতা আর কি হতে পারে? একজনের এমন কোরে সর্ব্বনাশ করা কি কম কথা? আমি জানি, লঞ্চেলট তাঁর ভগ্নীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন। তাঁরা কি কোরে এমন মূর্খকে ভগ্নী দান কোর্ব্বেন? টে্‌ণ্টহাম পরিবারের যে কোন একটী অনিষ্ট না কোরে এরা কখনই ক্ষান্ত হবে না।"

"আহা সেলিনা! আমি যদি তোমার ভাই হতেম, তা হলে দেখ্‌তে আমি টে্‌ণ্টহাম পরিবারকে আজীবনের জন্য মুক্তি দিতেম।"

দ্বারে আঘাত হইল। দেখিতে দেখিতে বুলটিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বুলটীল বিস্ময়ের সহিত ষ্টিফেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ওঃ—আপনি এখানে? একটী গোপনীয় কথা আছে। সে সংবাদ সুখের সংবাদ।"

ষ্টিফেন আগ্রহ সহকারে কহিলেন "বলুন আপনি। এখানে অন্য লোক ত কেহ নাই। কোন সঙ্কোচ কোর্ব্বার দরকার নাই। স্পষ্টই বলুন আপনি।"

উকিল বুলটীল গম্ভীর বদনে কহিলেন "একখানি উইল আছে। মাননীয় কাশী আপনার নামে উইল কোরে গেছেন। সিলবষ্টর আপনার বিমাতৃ পুত্র।"

"ধন্য ঈশ্বর! আমাদের আশা সুফল হলো। ষ্টিফেন! তুমি সত্য সত্যই আমার ভাই! আমি এ সংবাদ এখনি মায়ের কাছে বোলে আসি।" সেলিনা প্রস্থান করিলেন।

সেলিনা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে বুলটিল কহিলেন "সামান্য দিন পূর্ব্বে এ উইল প্রস্তুত হয়েছে। কি মতলবে যে মাননীয় কাশী এ উইল কোরে গেছেন, আমি তা জানি না। তিনি উইলে যে ব্যবস্থা কোরে গেছেন, তা এক রকম ভালই হয়েছে। সিলবষ্টর তাঁর ত্যজ্যপুত্র ছিল। তাই তার নামে ৫২ পাউণ্ড আয়ের বিষয় লেখা আছে। আপনি তাঁর সন্তান, আদলীদ ক্লারেকা আপনার মাতা। কাশী তাঁকে রোধ

হয় বড়ই ভালবাসতেন, সেই ভালবাসার প্রতিদানে আপনার প্রতি কাশীর অপার অনুগ্রহ। আপনাকে বার্ষিক ৮০ হাজার পাউণ্ডের অধিকারী কোরে গেছেন। ট্রেণ্টহাম পরিবারের দেনার টাকার আদায়ের ভারও আপনার উপর। সে টাকা আপনিই পাবেন।"

"আপনাকে ধন্যবাদ! শ্রীমতী কাশীর জন্য কি ব্যবস্থা কোরেছেন?"

"সে ব্যবস্থাও তিনি কোরে গেছেন। তাঁর জন্য দশ হাজার পাউণ্ডের ব্যবস্থা। আর এই বাড়ী, আসবাব পত্র, সবই তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পর এ সব সেলিনা পাবেন। আপনি ইচ্ছা কোল্লে আজই উপযুক্ত সত্বে দখল কোর্ত্তে পারেন।"

"আজই পারি কি? এখনি তা হয় কি? আপনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাবেন। পারেন কি?" অতিমাত্র আগ্রহ জানাইয়া ষ্টিফেন এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

বুলটীল উত্তর করিলেন "না। তা পারি না। এখনো তার অনেক বাকী। আমি আপাততঃ শ্রীমতী কাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ব্বো। আমাকে এখনি আবার সিলবষ্টরের কাছে যেতে হবে। সিস্তর কাজ আমার হাতে।" বুলটীল চলিয়া গেলেন। ষ্টিফেনও গাত্রোত্থান করিলেন। দ্রুতপদে সেলিনা দ্বারের সম্মুখে আসিলেন। ষ্টিফেনের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "ষ্টিফেন! কোথা যাচ্চ তুমি? মা যে তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বেন। বুলটীল এখনি চোলে যাবেন। এখনি তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।"

"আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি। ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক সেলিনা। তোমার কথাও আমি ভুল্‌বো না।"

এই বলিয়া ষ্টিফেন প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি সহরের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। একজন ভৃত্য বিষণ্ণ বদনে তাঁহাকে লইতে আসিল। ভৃত্য তাঁহাকে চিনিত। গতকল্য তিনি যে প্রমীলাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। ভৃত্যের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া ষ্টিফেন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?—হয়েছে কি?"

"আর মহাশয় হয়েছে কি! এখনি একজন ডাক্তার ডাকুন, না হয় আমাকে গাড়ী খানি দিন।"

ভৃত্যের কথায় আরও বিস্মিত হইয়া ষ্টিফেন জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? স্পষ্ট বল।"

ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আমাদের প্রভু নাই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে! শ্রীমতী প্রমীলা——"

"আর বোল্‌তে হবে না। যাও, যাও, গাড়ী নিয়ে যাও।" এই বলিয়া ষ্টিফেন দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ষ্টিফেন প্রধানা কিঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্য সত্যই কি মাননীয় পনস্ফোর্ড নাই?"

কিঙ্করী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "হাঁ মহাশয়! তিনি নাই। প্রমীলা পুস্তকালয়ে তাঁর পিতার এই অবস্থা দেখে ভয়ে চিৎকার কোরে উঠেই মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। সেই হতে তাঁর কিছুতেই চৈতন্য হচ্চে না। আমরা তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়েছি।"

তখনি আর একটী দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "ডাক্তার এসেছেন। জীবনের আশা হয়েছে। চৈতন্য লাভ কোরেছেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ষ্টিফেন কহিলেন "আঃ—প্রাণের আশা আছে তবে!"

প্রধানা কিঙ্করীকে গোপনে লইয়া গিয়া ষ্টিফেন কহিলেন "যাও, আমার প্রমীলাকে সংবাদ দাও, আমি এখনি ফিরে আসছি। আমি ফিরে এসে যেন তাঁর সাক্ষাৎলাভ কোরে সুখী হতে পারি। বেশ কোরে বুঝিয়ে বোলো। পিতৃশোকে যেন তিনি অধিক কাতর না হন। বিধাতার যা বিধান, তাই হয়েছে। তাতে অধিক কাতর হওয়ায় কোন লাভ নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি পিতৃশোকে যেন স্বীয় অমূল্য জীবন নষ্ট না করেন।"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া ষ্টিফেন সজল নয়নে কহিলেন "বেশ কোরে বুঝিয়ে বোলো। আমি এখনি ফিরে আস্‌বো। আমি তাঁকে যেন প্রকৃতিস্থ দেখে সুখী হতে পারি। আমি তাঁকে প্রকৃতিস্থ দেখ্‌বো বোলে এসে যেন হতাশ না হই। আরও—তুমি—আরও বোলো, সংসারে প্রমীলা আজ আশ্রয়শূন্য—অবলম্বনশূন্য। আমি তাঁকে গ্রহণ কোর্ব্বো। তিনি যেন আমার আদরের গৃহিণী হয়ে আমাকে সুখী করেন। অধিক কি বোল্‌বো, যাতে আমার বাসনা পূর্ণ হয়, তুমি তেমনি কোরে তাঁকে বুঝিয়ে বোলো।"

ষ্টিফেন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার উপদেশ মত গাড়ীখানি বারক্লে ষ্ট্রীটে ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ষ্টিফেন একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাননীয় লর্ড বাহাদুর ঘরে আছেন কি"

ভৃত্য টুপি স্পর্শ করিয়া কহিল "আজ্ঞা তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। তাঁর ঘরে এখন অন্য লোক আছেন।"

"বোধ হয় সিলবষ্টর?"

"আজ্ঞা হাঁ। তিনিই আছেন। আর সেই মোটা উকিলটীও আছেন।"

ষ্টিফেন কহিলেন "তাতে ক্ষতি নাই। বিশেষ প্রয়োজন আমার। সংবাদ দাও।"

ভৃত্য পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল "আজ্ঞা আপনার নাম?"

"নামে প্রয়োজন নাই। তিনি যে বিপদে পোড়েছেন, তারই সৎপরামর্শ দিতে এসেছি। আমাকে নিয়ে চল।" ভৃত্য সভাগৃহে ষ্টিফেনকে লইয়া গেল।

সসম্মানে অভিবাদন করিয়া ষ্টিফেন কহিলেন "লর্ড ট্রেণ্টহাম! আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষা না কোরেই এখানে এসেছি, ক্ষমা কোর্ব্বেন। আপনার বিষয় নিয়ে যে সব কথা বার্ত্তা হচ্চে, আপনার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে যে একটা তুমুল গোল উঠেছে, তারই মিমাংশায় আমি এসেছি।"

ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া—লর্ড বাহাদুরের উত্তরের অবসর না দিয়াই সিলবষ্টর কহিলেন "চমৎকার কথা! অতি সদাশয় লোক তুমি। আমি তোমাদের বদমায়েসী সব বুঝ্‌তে পেরেছি। উকীল বুলটীল আর তুমি, তোমরা দুজনে যোগ কোরে এই কাণ্ডটা কোরেছ। কোথাকার উইল? আমি গ্রাহ্যই করি না। বিনা রক্তপাতে - বিনা মকর্দ্দমায় আমি আমার পৈত্রিক বিষয়ের এক কাণা কড়িও দিব না।"

উকিল বুলটীল কহিলেন "তবে আমাকেই একথার উত্তর কোত্তে হলো। আমিই উইল পেয়েছি, আমিই সব জানি। ছেলের উপর কাশীর যতটা বিশ্বাস ছিল, যে পরিমাণে স্নেহ ছিল, তা আমার জান্‌তে বাকী নাই। এমন আল্‌সে কুড়েকে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী কোর্ব্বেন, এমন লোক কাশী নন। সামান্য একটা কথা, স্যর এবেল কিংষ্টনের কাছে হাজার টাকা রসীদ দিয়ে নিয়ে, সমস্ত টাকাটাই বরবাদ কোরে ফেলে সিলবষ্টর পিতার বড়ই প্রিয়পাত্র হয়েছিল।"

"তা তুমি কি কোরে জানলে ?" ক্রোধে সিলবষ্টর ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন।

"উইলে সে কথা লেখা আছে। কেন তোমার কি মনে নাই, তোমরা যে দিন রাত্রে জালনামধারী প্লকলীর বাড়ী হতে গাড়ী কোরে আস, সে দিন ৩১শে মে। আর এই উইল তার পর দিন ১লা জুন লেখা হয়। তোমার পিতা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বার্ষিক ৫২ পাউণ্ড আয়ের বিষয় রেখে গেছেন।"

এই কথা শুনিয়া সিলবষ্টর উন্মত্ত প্রায় হইলেন। বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া তখনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষ্টিফেন উকিল বুলটীলের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "আপনি আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছেন। এ উপকারের প্রত্যুপকার করি, এমন আমার কিছুই নাই। এখন আমি লর্ড বাহাদুরের সহিত কয়েকটী গোপনীয় কথা কইতে চাই।"

ষ্টিফেনের কথার মর্ম্ম বুঝিয়া বুলটীল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ট্রেটহাম কহিলেন "সদাশয় ষ্টিফেন! আপনি যখন প্রথম আসেন. তখনি আপনার মুখের ভাব দেখে আমার আশা হয়েছিল, আপনি আমার উপকার কোত্তে এসেছেন।'

"ঈশ্বরের অনুগ্রহ।"

দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অজলিনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গৃহে আর কেহ নাই। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এখনো একটী ভদ্র লোক তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। লজ্জিত হইয়া অজলিনী প্রস্থান করিলেন।

ষ্টিফেন কহিলেন "এইটীই বুঝি আপনার কন্যা ? ক্ষতি কি ? আসুন না।" অজলিনী পিতার আজ্ঞাক্রমে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লর্ড বাহাদুর কহিলেন "অজলিনি! এঁরই নাম ষ্টিফেন। কাশীর অধিকাংশ সম্পত্তি এখন ইঁহারই হাতে এসেছে। আমরা এখন এঁরই দেনদার।"

"এ কথা বোলে আমাকে লজ্জিত কোর্ব্বেন না। সবই ঈশ্বরের বিধান। সংসারে কখন কার অবস্থা কি হয়, তার কি কোন স্থিরতা আছে ? সামান্য ষাঠ হাজার পাউণ্ড আপনার দেনা। আপনার সম্মানের কাছে এ টাকা কি তুচ্ছ নয়? আমি এ টাকা গ্রাহ্যই করি না। এই দেখুন।"

ষ্টিফেন পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিলেন। সেই কাগজগুলিই ট্রেণ্টহাম পরিবারের সুখ দুঃখের তুলাদণ্ড। ষ্টিফেন সেই ষাঠ হাজার টাকার দলীল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন কাগজ রাশি স্তুপাকারে টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল।

ষ্টিফেনের এই অলৌকিক কার্য্য দর্শনে অজলিনী চমৎকৃত হইলেন। ট্রেণ্টহাম কহিলেন "একি? একি কোল্লেন?"

অম্লান বদনে ষ্টিফেন কহিলেন "আমি এ কথা ত পূর্ব্বেই বোলেছি। এ দলীল আপনার মঙ্গলের জন্য আমি ছিন্ন করি নাই। যাঁকে ভগ্নী বোলে সম্বোধন কোরে আমি গর্ব্বিত,—রমনী কুলে যিনি আদর্শ,—স্নেহ দয়া, মমতা, ভক্তি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির যিনি আশ্রয় স্থল, সেই সেলিনার জন্যই আমি এই দলীল নষ্ট কোরেছি। যিনি আপনাদের সমস্ত বিপদ রাশি হ'তে উদ্ধার কোর্ব্বার জন্য নিরন্তরই চিন্তা কোত্তেন, সেই সেলিনার অনুরোধে সেই সেলিনার সন্তোষের জন্য আমি এই কাজ কোল্লেম। এখন আপনার সম্পত্তি বিপদশূন্য। আমি বিদায় হলেম।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ষ্টিফেন প্রস্থান করিলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে যে কি কাণ্ড হইয়া গেল, ট্রেণ্টহাম যেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যেন কোন স্বর্গীয় দেবতা স্বর্গ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপদরাশি হইতে উদ্ধার করিলেন।

ষ্টিফেন পুনরায় পনস্ফোর্ডের গৃহে সমাগত হইলেন। ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করিলেন। উত্তর না পাইয়া সবলে দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ভৃত্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রমীলা? আমার প্রমীলা কেমন আছেন?" ভৃত্য নিরুত্তরে অধোবদনে প্রস্থান করিল। ষ্টিফেনের বুঝিতে বাকী রহিল না। তথাপি তিনি অগ্রসর হইলেন। একজন কিঙ্করী কহিল "হায়! আপনি এখন এলেন? অভাগিনীকে একবার শেষ দেখা দিলেন না? আপনার নাম শুনে তাঁর মৃত্যুক্লিষ্ট মুখেও আনন্দ দেখা দিয়েছিল। সময়ে আপনি যদি আস্‌তেন, তা হলে হয় ত প্রাণরক্ষা হোতো, আপনার নাম কোত্তে কোত্তেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বেও তিনি কথা কোয়েছেন,—আপনার নাম কোরেছেন, আপনি এসেছেন কি না, জান্‌বার জন্যে হতভাগিনী বারম্বার চঞ্চল নয়নে চার দিকে কতবার চেয়েছেন, শেষে আপনার উদ্দেশে কড়যোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কোরে:——"

"উঃ!—প্রমীলা! তুমি কোথায়?" গভীর উচ্ছ্বাসে চিৎকার করিয়া ষ্টিফেন এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিলেন। নীরবে অশ্রু জলের স্রোত বহাইয়া ষ্টিফেন কহিলেন "প্রমীলা! আমি যে সে সব কথা ভুলে গেছি। তুমি আমার হবে, আমার ঘর আলো কোর্ব্বে; আমি তোমার সহবাসে কতই সুখী হব, এই আশাতেই আমি যে এসেছি? আজ আমার সে আশা ভঙ্গ কোল্লে প্রমীলা? আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি, স্ত্রী তুমি আমার, তোমাকে চোকের দেখা দেখি নাই, স্বামীপ্রেমে তুমি বঞ্চিতা হয়েই বুঝি প্রাণ ত্যাগ কোল্লে! হায়! পিতার মৃত্যু-প্রমীলার মৃত্যু,—এই বিস্তৃত বিভব ভবিষ্যতে কার ভাগ্যে ভোগ হবে?"

ভৃত্যগণ, কিঙ্করীগণ, সকলেই একবাক্যে বলিল "এ সকলি আপনার। আপনার বিষয় আপনিই এ সব গ্রহণ করুন।"

'আমি? আমি এ সম্পত্তি গ্রহণ কোর্ব্বো? আমি এই ধন শূন্য ধনে ধনী হব? তা নয়। আমি এমন এক চিহ্ন রাখ্‌বো, আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় কোরে—আমার এই প্রেমের প্রতিদান কি, তাই দেখাবার জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় কোরে এমন এক স্মৃতি-চিহ্ন প্রস্তুত করাবো, যাতে এই নিরাশ প্রণয়ের প্রত্যেক চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। হতভাগ্য দম্পতির নাম স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে লেখা থাক্‌বে!—

নিরাশ-প্রণয়——তরুর বিষময় ফল!

হতভাগ্য দম্পতি

প্রমীলা ও ষ্টিফেন আসবর্ণ।

১৮৪৮। ১ আগষ্ট।

ষ্টিফেন উন্মত্তবৎ কত কথাই বলিলেন। পরিশেষে প্রিয়তমার শয্যা পার্শ্বে গিয়া প্রমীলার কর চুম্বন করিলেন, অশ্রু প্রবাহে প্রমীলার গাত্র বসন সিক্ত হইয়া গেল।

ত্রয়োস্ত্রিংশ তরঙ্গ।

"ফের একি আল এল! কই কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার!
কে আমারে অবিরত খেপায় খেপার মত,
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার!
কোথা সে প্রাণের পাখী, বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়!
বল দেবী মন্দাকিনী! ভেসে ভেসে একাকিনী
সোণামুখী তরী খানি গিয়েছে কোথায়!"

তিনি স্বর্গে!

আসলী থিয়েটরের রাস্তা বহিয়া একটী উনবিংশ বর্ষীয় যুবক দ্রুতপদে চলিয়াছেন। যুবকের সুকুমার মুখমণ্ডলে অদ্যাপি শ্মশ্রু সমুদ্গত হয় নাই। যুবকের পরিচ্ছদ পদস্থ নাবীকের উপযোগী। দেখিলেই বোধ হয়, ইনি কোন সম্ভ্রান্ত নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী। যুবকের দ্রুতগমনে—যুবকের দৃষ্টিতে তিনি যে বহুদিনের পর দেশে আসিতেছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে।

যুবক এক নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবলে দ্বারে আঘাত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আশা ও নৈরাশ্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে। যুবকের সঙ্কেতের উত্তর দিবার জন্য এক জন বৃদ্ধা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। দন্তহীন বিকট মুখ বিকটতর করিয়া—তেজঃহীন চক্ষুযুগল বিস্ফারিত করিয়া কহিল "কে গা? কি আবশ্যক?"

যুবক আগ্রহ সহকারে কহিলেন "ইমোজীন আমার ভগ্নী!—তিনি কি এখন ঘরে আছেন?"

"তিনি এখানে থাকেন না।" বৃদ্ধার এই উত্তর।

"তিনি এখানে থাকেন না? তাই কি তুমি বোলছ? না তিনি এখন ঘরে নাই।"

"না মহাশয়! তিনি এখানে থাকেনই না। তুমি বুঝি তাঁর ভাই? হাঁ। শুনেছিলেম এ কথা।"

"আমার ভগ্নী এখন তবে কোথায় থাকেন?" যুবক আগ্রহের সহিত কহিলেন "তিনি কোথায়?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল "কেলসীয়ায় তিনি এখন থাকেন। তিনি আর এখানে থাকেন না। থিয়েটর ছেড়ে দিয়েছেন। আমি এ বাড়ীর রক্ষা ভার পেয়েছি। তাঁর সহচরী এলিস দাত্তন আমাকে এনে দিয়েছেন। তোমার ভগ্নী এখন কেলসীয়া পল্লীতে আছেন।"

অধিকতর আগ্রহের সহিত যুবক কহিলেন "আনী? আনী এখন কোথায় থাকে? সে ভাল আছে ত?"

"হাঁ। সে মেয়েটীও তাঁর সঙ্গে গেছে।"

"ফেনী?—ফেনীও ত তাঁর সঙ্গে আছে?"

"হাঁ মহাশয়! সেও তাঁর সঙ্গে গেছে। তারা সকলেই এখন বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছে। কোন কষ্ট নাই।"

যুবক পশ্চাদপদ হইলেন। আবার পুনরায় অগ্রসর হইয়া কহিলেন "আমার ভগ্নী ভাল আছেন ত? থিয়েটর ছেড়ে দিয়ে কি কোরে তাঁর এখন জীবিকা নির্ব্বাহ হচ্চে?"

বৃদ্ধা বিকট মুখভঙ্গী করিয়া কহিল "তা আমি জানি না। পরের কুৎসা আমি ভালবাসি না।"

যুবকের মনে সন্দেহ হইল। তিনি পকেট হইতে একটী স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধাকে পুরস্কার দিয়া কহিলেন "বল তুমি। তাতে আমি রাগ কোর্ব্বো না। কোন মন্দ ভাব ভাব্‌বো না।—প্রকাশের ভয় নাই।"

বৃদ্ধা মুদ্রাটী রুমালে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া কহিল 'আমি বেশী কিছু জানি না। পাড়ার লোকে কত কি বলে, আমি তার কি জানি? আমার দোষ কি? পাড়ার লোকে বলে, তোমার ভগ্নীকে এক জন যুবা রোজ সন্ধ্যার পর ডেকে ডেকে কোথায় নিয়ে যেত। আমি———"

"আর বোল্‌তে হবে না।—বুঝ্‌তে পেরেছি।" যুবক এই মাত্র বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বারম্বার মনে হইতে লাগিল, সরলা ইমোজীন বুঝি দারুণ দুর্দ্দশায় পোড়ে সতীত্ব বিক্রয় কোর্ত্তে বাধ্য হয়েছে। না খেতে পেয়েই হতভাগিনী বুঝি এই দুষ্কার্য্য কোরেছে।

হায়! আগে কে জান্‌তো, কুসুমে কীট থাকে? হয় ত তাই থাকে, তাই হয়। আমার বুঝ্‌বার ভুল। যুবক দ্রুতপদে ওয়েষ্টমিনিষ্টর ব্রিজে উপস্থিত হইলেন। কেলিসীয়ার ষ্টীমার তখন চলিয়া গিয়াছে।

এক জন নাবিক অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনি কি কেলিসীয়া যাবেন? ষ্টীমার ছেড়ে গেছে। আগে খুব ঘন ঘন ষ্টীমার যেত, এখন আর যায় না। সে নিয়ম বদল হয়ে গেছে। আমার নৌকায় আসুন। ষ্টীমারের আগে পৌঁছে দিব। যদি তা না পারি, এক পয়সাও ভাড়া নিব না। আসুন আপনি। বড় আরামে যাবেন, চল্‌তী পান্‌সী উড়িয়ে নিয়ে যাব। কোন ভয় নাই। নদী এখন বেশ ঠাণ্ডা আছে"

যুবক নৌকায় উঠিলেন। নাবিক আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিবার জন্য প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল।

যুবক নৌকার ভিতরে বসিয়া আছেন। মাজীদিগের চীৎকারে যুবক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক খানি ষ্টীমারের ধাক্কা লাগিয়া একখানি নৌকা ডুবিয়া গেল। এক জন ভদ্র পরিচ্ছদধারী যুবক, একটী যুবতী আর এক জন মাজী ডুবিয়া গেল। মজ্জমান যুবকের শেষ উক্তি হার্টল্যাণ্ডের কর্ণে ধ্বনিত হইল "কে কোথায় আছ, সাহায্য কর। আমাকে নয়, তাঁকে তোল।"

মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া ওয়াল্‌টার হার্টল্যাণ্ড ঝম্প প্রদানে জলে পড়িলেন। টেমসের খরস্রোতকে উপেক্ষা করিয়া হার্টল্যাণ্ড সন্তরণ দিতে লাগিলেন। একবার উৎসাহে চীৎকার করিয়া কহিলেন "পেয়েছি।" উৎসাহে উৎসাহে তুলিয়া দেখেন, যুবতীর গাত্রবস্ত্র ও টুপি মাত্র। আবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৌকার মাজীরা নিমজ্জিত মাজীর শব তুলিল। হতভাগ্য প্রাণ হারাইয়াছে। হার্টল্যাণ্ড এবার সফলমনোরথ হইলেন। যুবতীকে টানিয়া নৌকায় তুলিলেন।

যুবককে ষ্টীমারে তোলা হইয়াছে। সযত্নে চিকিৎসা করা হইতেছে। যুবক চাহিলেন। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন "তিনি কোথায়? তিনি কি এখনো জীবিত আছেন?"

ষ্টীমারের অধ্যক্ষ কহিলেন "হাঁ। তাঁকে তোলা হয়েছে। এক খানি নৌকা কোরে তাকে নিয়ে গিয়েছে।"

"আঘাত পেয়েছেন কি?—ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি

আমি কতক্ষণ অচৈতন্য ছিলেম?" অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত যুবক এই কথা কয়েকটী জিজ্ঞাসা করিলেন।

অধ্যক্ষ কহিলেন "আপনি ৫।৬ মিনিট অজ্ঞান ছিলেন। স্ত্রীলোকটীকে নৌকার উপর বোসে থাক্‌তে দেখেছি। ডাক্তার দেখাবার বোধ হয় আবশ্যক হবে না।"

ব্যাকুল ভাবে যুবক পুনরায় কহিলেন "আমাকে নিয়ে চলুন। হাঁস-পোস্তায় আমাকে নামিয়ে দিন।"

অধ্যক্ষ যথাস্থানে যুবককে নামাইয়া দিলেন। যুবক তীরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে স্ত্রীলোকটী কোথায় আছেন?"

এক জন ভদ্রলোক উত্তর করিলেন "তিনি বাড়ী গিয়েছেন। যে নাবিক তাঁকে বাঁচায়, সেই তাঁকে সঙ্গে কোরে বাড়ী নিয়ে গেছে।"

যুবক আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা তাঁকে দেখেছ কি? কোন স্থানে আঘাত লাগে নাই ত? বেশ সবল আছেন ত?"

উত্তর হইল "না মহাশয়! তাঁকে পীড়িত দেখেছি।" যুবক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। লন্সেলট যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। ফেনী তাঁহা-দিগের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। লন্সেলট কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফেনি! কৈ? ইমোজীন কোথায়? কেমন আছেন তিনি?"

ফেনী চমকিত হইল! কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল "কৈ? কোথায় তিনি? এখানে ত তিনি আসেন নাই?"

"আসেন নাই?—বাড়ী আসেন নাই? যাও ফেনী, যাও যাও, ডাক্তার-খানা দেখ! আমি কাপড় ছেড়ে যাচ্চি।" ফেনী রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। তখনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল "পাড়ার সব ডাক্তারখানা অনুসন্ধান কোল্লেম, সকলকেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সন্ধান ত পেলেম না?"

বিনা বাক্যব্যয়ে লন্সেলট প্রস্থান করিলেন। হাঁটিয়া পুনরায় হাঁস-পোস্তায় পোঁছিলেন। সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল জানি না। যে নৌকায় তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, সে নৌকা তথায় নাই। মাঝীকে কেহ চিনে না। যুবক এক এক জনকে আশান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যখন উত্তর হয় জানি না, তখনি তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়। অনুসন্ধান করিয়া—হাঁটিয়া হাঁটিয়া লন্সেলট অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মনে ভাবিলেন, আমি এ দিকে এত অনুসন্ধান করিতেছি,

এতক্ষণে হয় ত তিনি বাড়ী আসিয়াছেন। লক্লেলট দ্রুতপদে গৃহে আসিলেন। শুনিলেন, ইমোজীন এখনো আইসেন নাই।

লক্লেলটের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কত কুচিন্তাই যে তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা নাই। তিনি আপন মনে কত চিন্তাই করিতেছেন। চিন্তা করিতেই—ভাবিতেই প্রায় ৪ ঘটা কাটিয়া গেল। দ্বারে এক খানা গাড়ী আসিয়া লাগিল। লক্লেলট লম্ফ প্রদানে গৃহ দ্বারে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ইমোজীন নহেন, এক জন নাবিক মাত্র। অতি দ্রুত—অতি কাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, শীঘ্র বল, ইমোজীন কোথায়?"

নাবিক ধীর ভাবে কহিল, "ঘরের মধ্যে চলুন।" লক্লেলট পুনরায় আসনে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আর বিলম্ব কোরো না, স্পষ্ট বল, আমার ইমোজীন কোথায়?"

নাবিক সকাতরে কহিল "দুর্ভাগ্য আমার। আমি এক বিষম সংবাদ দিতে এসেছি। আমার মুখ দেখে আমার চেহারা দেখে আপনি হয় ত বুঝ্‌তে পেরেছেন।"

"ইমেজীন নাই" এ সংবাদ দিতে হাটল্যাণ্ডের যেন সাহস হইল না। লক্লেলট নিজেই কহিলেন "নাই?—আমার ইমেজীন নাই? না না, একথা আর বোলো না। আমার ইমেজীন আছেন!" আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্তের জন্য লক্লেলট নীরব হইলেন—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেন অচৈতন্য হইলেন। আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া—বাম করতলে মুখ ঢাকিয়া লক্লেলট কহিলেন "নাই? আমার সে নাই?"

বজ্রসম সংবাদ আবার লক্লেলটের কর্ণে ধ্বনিত হইল "না মহাশয়! তিনি নাই। আমি তাঁর ভাই, আমি কেন মিথ্যা কথা রটাবো?"

লক্লেলট উন্মত্তের ন্যায় আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "ইমেজীন! প্রিয়তমে! হতভাগ্যকে বঞ্চিত কোল্লে? আমার সুখনিদ্রা ভেঙ্গে দিলে? কেন ইমেজীন! কেন আমার সর্ব্বনাশ কোল্লে? ভাল-বেসেছি, জীবন উপহার দিয়েছি, তারই কি এই প্রতিদান? কেন? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছি? ইমোজীন! কোথায় তুমি? তুমি যার বিষণ্ণ বদন দেখ্‌লে জগত শূন্যময় দেখ্‌তে, তোমার সেই আমি আজ নয়ন জলে ভাস্‌ছি, দেখ্‌লে না? আমার চোকের জল নিবালে না?

আমার জীবন মরুভূমির শান্তিসরসী, আমার সংসার-উদ্যানের স্নেহ-লতা, আমার সাধনা-ব্রততীর পুণ্য-কুসুম, আমার নয়নের তারা, দেহের শোণিত, চিন্তার ধন, শ্রবণের শ্রুতি, কোথা তুমি ইমোজীন? অভাগাকে কাঁদিয়ে—হতভাগ্যকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে কোথা গেলে তুমি? আমার সংসারের প্রেম, পিতামাতার স্নেহ, গুরুজনের দয়া, ভ্রাতাভগ্নীর মমতা, সবই তোমার জন্য ত্যাগ কোরেছি। তুমিই যে আমার সব। আমার সংসার-সাগরের তরণী, আমার দুরাশা-তৃষ্ণায় শান্তি-সরসী, আমার কামনা-বৃক্ষের সুফল, আমার অধৈর্য্য-প্রাণের ধৈর্য্য-রজ্জু, আমার ভালবাসা-চন্দ্রিকার সনাথ জ্যোৎস্না, সবই যে তুমি ইমোজীন! সংসারের বন্ধন, জীবনের অবলম্বন, জীবনের সার সবই ত তুমি? আমাকে রেখে কোথা গেলে তুমি? ভালবাসা দিয়েছি, ভালবেসেছি, তারই কি এই প্রতিদান? আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন কোল্লে ইমোজীন? আমার জীবনের সুখশান্তি হরণ কোরে—আমার বুদ্ধিবৃত্তি হরণ কোরে—সংসারে শোকের সাগরে ডুবিয়ে কোথা গেলে তুমি? একবার—একবার মাত্র দেখা দাও, একবার শেষ দেখা দিয়ে বিদায় নিয়ে যাও। ধরে রাখ্‌বো না, বাধা দিব না, অনুগমন কোর্ব্বো না, কেবল একটী সাধ মাত্র পূর্ণ কোর্ব্বো! তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে—তোমার জীবন—তোমার অধিকৃত জীবন তোমার সম্মুখে নষ্ট কোরে আমি তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিব।—ফিরে এস। তোমার স্নেহের আনী তোমার নাম কোরে কতই কাঁদছে। আমি অপরাধী—শতসহস্র অপরাধ কোরেছি, কিন্তু বালিকা তোমার কি কোরেছে? তাকে রেখে—তাকে না দেখা দিয়ে তুমি কি কোরে আছ ইমোজীন? পাষাণি! একেবারে পাষাণে বুক বেঁধে চোলে গেলে? একবার ফিরে চাইলে না? একবার চোঁকের দেখা দেখ্‌লে না—দেখা দিলে না? শেষে এই কোল্লে?” নয়নজলে লক্কেলটের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।

ব্যথিত হৃদয়ে হার্টল্যাণ্ড কহিলেন “ধন্য প্রণয় আপনাদের। আমি আপনাদের এই পবিত্র প্রণয়ে সন্দেহ কোরে এখন বড়ই অনুতপ্ত হয়েছি। পূর্ব্বে আমি ভেবেছিলেম, আমার ভগ্নী কোন্ পাষণ্ডের কুহকে পোড়ে আত্মবিক্রয় কোরেছেন, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তা নয়। তাঁর ভালবাসা অপাত্রে পড়ে নাই।”

নির্ব্বোথিতের ন্যায় চমকিত হইয়া লঞ্চেলট কহিলেন "ওয়াল্টার! প্রিয়তম! বল, সত্য বল, মৃত্যুকালে আমার ইমোজীন কি বোলে গেছেন? আমার নাম কোরেছিলেন কি? আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কোরেছিলেন কি? সত্য বল।—"

"আপনার নাম কোত্তে কোত্তেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার নাম তাঁর ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।"

আবার মোহ। লঞ্চেলট আবার মোহ প্রাপ্ত হইলেন। আবার আপনাআপনি প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "ইমোজীন! ধন্য ভালবাসা তোমার। আমি পাতকী, তোমার পবিত্র ভালবাসার যোগ্য আমি নই। আনীর কি ব্যবস্থা কোরে গেছেন?"

ধীরে ধীরে ওয়াণ্টার হার্টল্যাণ্ড উত্তর করিলেন "তাদের রক্ষার ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন। অনুমতি করুন, আমি তাদের নিয়ে যাই।"

"একটী কথা।" লঞ্চেলট প্রশ্ন করিয়াছেন কিন্তু ওয়াণ্টার তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহা শুনিতে পান নাই। আপনার ভাবে আপনি ভোর হইয়া কহিলেন "একটী কথা? আমার ইমোজীনের মৃত্যুশব দেখ্‌তে কি কোন বাধা আছে? তার আত্মার মুক্তির জন্য আমার প্রার্থনা কোত্তে অধিকার আছে কি? তার শবের পাশে বোসে আমি দুই বিন্দু অশ্রুপাত কোত্তেও কি পাব না?"

"না মহাশয়। তাঁর নিষেধ আছে। তিনি বোলে গেছেন, আমার এই শব দেখ্‌লে আপনি বাঁচ্‌বেন না।"

"বাঁচ্‌বো না? ইমোজীন বোলে গেছেন, যে তাঁর অবর্ত্তমানে আমি বাঁচ্‌বো না? এমনই কি আমার জীবন থাক্‌বে? থাক, আর শুন্‌তে হবে না।" লঞ্চেলট নীরব হইলেন। আবার কতক্ষণ পরে লঞ্চেলট বলিলেন "আনীর কি ব্যবস্থা কোরে গেছেন?"

ওয়াল্‌টার কহিলেন "তার রক্ষার ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন। আনী ও ফ্রেনীকে আমি এখনি নিয়ে যাব।"

"একটী ভিক্ষা।" লঞ্চেলট করযোড়ে কহিলেন "করযোড়ে ভিক্ষা করি ভাই, অভাগাকে একটী ভিক্ষা দাও। আনীকে আমায় দাও। যদি আমার জীবন রাখ্‌তে চাও, বালিকাটীকে আমাকে দিয়ে যাও। আমার ইমোজীন তাকে ভালবাসতেন, আমার ভালবাসার স্নেহের ধন সেটি,

তার মুখ দেখ্‌লে আমি বিষণ্ণ প্রাণে শান্তি পাব। তার মুখ দেখ্‌লে আমার শোকের আগুণ নিবে যাবে। ভাই! আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর।” লক্কেলট করতলে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলেন। চাহিয়া দেখেন, তিনি একাকী! ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলেন, তিনি একাকী। ফেনী ও আনীকে লইয়া ওয়াল্‌টার চলিয়া গিয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ।

“তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার? অন্যে তাহা দেখেনা;
যে জন অন্তরযামী, তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?”

এ যন্ত্রণা তুমি কি বুঝিবে?

তিন সপ্তাহ হইল, যাদুস্কীর শব কার্পেট ব্যাগে পুরিয়া সেতুর নিম্নে ফেলিয়া আসিয়া গ্রীল্‌স পরিবার বেশ সুখসচ্ছন্দে আছে। এপর্য্যন্ত এই লোমহর্ষণকাণ্ডের কোন অনুসন্ধানই হয় নাই। পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রতি বিদ্রূপ করিয়া গ্রীল্‌স পরিবার মনের সুখে আছে। এই তিন সপ্তাহ কাল পঙ্কার্ড গ্রীল্‌স পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। আজ সন্ধ্যার সময় পঙ্কার্ড গ্রানবী ষ্ট্রীটের সেই গ্রীল্‌স কুটীরে প্রবেশ করিল। শ্রীমতী গিরিলা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল “কোন সন্ধান হয়েছে কি? ভয় নাই ত?”

উপবেশন করিতে করিতে পঙ্কার্ড উত্তর করিল “কোন চিন্তা নাই। পুলিসের লোক কিছুই কোত্তে পার্ব্বে না।”

গ্রীল্‌স কহিল "যে ভয় কেবল হস্তিরা। যতদিন আমাদের এখানে ছিল আমরা ততদিনই তাকে বিশ্বাস কোত্তেম, এখন সে ত আর আমাদের বশে নাই। তার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়?"

"না। অনেক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার তাকে চাল্‌টন পল্লীতে দেখেছিলেম। সে তার মায়ের কাছে আছে। মস্ত কঠিন পীড়া তার।"

"পীড়া? তবে সে মারা যাবে, বেশ হবে।" পাষাণহৃদয়া শ্রীমতী গিরিলা সর্ব্বান্তঃকরণে হস্তিরার মৃত্যু কামনা করিল।

অবজ্ঞার স্বরে পঙ্কার্ড কহিল "সেজন্য তোমরা ভয় কোরো না। আমি তার দায়ী। হস্তিরা এ কথার এক বর্ণও প্রকাশ কোর্ব্বে না। আরও শোন, সেদিন সেতুর উপর তোমার সহিত যাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনিই রুসিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পঙ্কার্ড বিদায় গ্রহণ করিল। আপনার বাসায় আসিয়া জঘন্য বেশভূষা যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করিয়া বাসা হইতে একটী কাগজের পুলিন্দা পকেটে পুরিয়া দ্রুতপদে গস্‌ভেনর ষ্ট্রীটের দিকে চলিল।

পঙ্কার্ড কাউণ্ট ওলনেজের বাসায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যের দ্বারায় গ্রাণ্ড ডিউকের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ভৃত্য প্রভুর অনুমতি লইয়া পঙ্কার্ডকে সভাগৃহে রাখিয়া আসিল।

গ্রাণ্ড ডিউক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পঙ্কার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ওঃ—তুমি নও? যা ভেবেছিলেম, তা নয়। তুমি কে?"

পঙ্কার্ড উত্তর করিল "না মহাশয়, আমি যাদুস্কী নই।—আমি তাঁর ওখান হতেই এসেছি।"

"যাদুস্কী তোমাকে পাঠিয়েছে? সে নিজে তবে আসে নাই কেন? তিনচার দিন আমি তার জন্য অপেক্ষা কোরেও দেখা পেলেম না কেন?"

পঙ্কার্ড সম্মান জানাইয়া কহিল "যাদুস্কী এই কাগজগুলি পাঠিয়েছে। এই তার পকেট বুক। এতেই সমস্ত গোপনীয় কথা—যে সব দুষ্কার্য্য সে কোরেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ এতেই লেখা আছে।" পঙ্কার্ড পকেট বুক খানি সম্মুখে রাখিল।

ডিউক বিশেষ প্রকারে পকেট বুকখানি দেখিয়া কহিলেন "হাঁ। তুমি এসব দেখেছ কি? তুমি এসব জান কি?"

"হাঁ মহাশয়। আমি দেখেছি, কিন্তু একথা আমার কাছে আজীবনই গুপ্ত থাকবে।" ডিউক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পক্কার্ডের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "তোমার প্রতিজ্ঞার পুরস্কার দিতে আমি ভুলবো না। স্বামী স্ত্রীর গুপ্তকথা। স্ত্রীর বিবিধ গুপ্তকথা, অবশ্যই অপ্রকাশ রেখো।" ডিউক এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট পক্কার্ডকে পুরস্কার দিলেন। আবার কহিলেন "তুমি কি মণ্ডবিলিকে চেন? সে কাউণ্ট ওলনেজের একজনের গয়েন্দা। তাকে তুমি জান?"

"কোন্ মণ্ডবিলি? গয়েন্দা মণ্ডবিলি? তাকে আমি বেশ চিনি। যে একজনের পক্ষ হয়ে অপরের গুপ্ত বিষয় অনুসন্ধান করে, সে অপরের পক্ষ অবলম্বন কোরে আত্ম-পক্ষেরও ত সর্ব্বনাশ কোত্তে পারে?"

"ঠিক কথা। আমি বিবেচনা করি যাদুস্কী নাই। বেশ হয়েছে। আমার স্ত্রীর উপপতি যত শীঘ্র পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করে, ততই ভাল। সাবধান!—যেন কোন কথা প্রকাশ না হয়।"

অভিবাদন করিয়া পক্কার্ড বিদায় গ্রহণ করিল। পক্কার্ড লিসেষ্টর স্কোয়ারের কাফীর আড্ডার নিকটের বাড়ীতে কার্ল পেট্রনফের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পেট্রনফ কহিল "কোন কথা প্রকাশ হয়েছে কি?"

"না। কোন কথাই প্রকাশ হয় নাই। আইবান যাদুস্কীর বিপক্ষে এমন কোন চর নাই, যে এসব কথা অনুসন্ধান করে।"

"একি কথা! আমি একথা দেখ্লেও বিশ্বাস করি না। মণ্ডবিলি প্রধান শত্রু আমাদের। আজ হোক কাল হোক—দুদিন পরে হোক, সে এর সন্ধান কোর্ব্বেই কোর্ব্বে।" দুই বন্ধুতে অনেক কথা চলিল। সে সব কথা লিখিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। পাঠক! এসময় একবার অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

গ্রাণ্ড ডিউক হান্দন কোর্টের দ্বারে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সভা-গৃহে উপস্থিত করিল। লেডী লংপোর্ট এখন নির্জ্জনবাস করিতেছেন। মিলড্রেডই কেবল সভা-গৃহে ছিলেন।

ডিউক বাহাদুর কহিলেন "মিলড্রেড! তোমাকে বিষণ্ণ দেখ্ছি কেন? বাড়ীর কাহারও অসুখ হয়েছে কি?"

মিলড্রেড কহিলেন "না। তা নয়। তুমি আমাকে আশা দিয়েছিলে, আবার সাক্ষাৎ হবে বোলে গিয়েছিলে, কিন্তু কেন তবে এলে না?

আমার এখন হৃদয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ? অনুতাপে অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেছে। এ যন্ত্রণা তুমি কি বুঝ্‌বে ?”

ডিউক বাহাদুর এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন “মিলড্রেড! তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি আমি। যখন তুমি তোবলস্কে বন্দী ছিলে, তখন শিবিরিয়ায় আমার শরীররক্ষক যাদুস্কীকে যে সব প্রেমলিপি লিখেছিলে, সে পত্র আমি পেয়েছি। এই দেখ।” ডিউক পকেট হইতে একখানি পত্র মিলড্রেডের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

পত্রের দিকে চাহিয়া মিলড্রেডের মুখ শুকাইল। মিলড্রেড ভাবিয়াছিলেন, কোনরূপে ডিউককে বুঝাইয়া আবার পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, সেইরূপ হইবেন। এই পত্রখানি দেখিয়া তাঁহার সে আশা দূরে গেল।

ডিউক কহিলেন “আমি তাতে দুঃখিত নই। আরও শোন। তোমার চরিত্রের কোন কথাই অপ্রকাশ নাই। আর কেন গোপন কোরে আমাকে কষ্ট দাও মিলড্রেড ?”

মিলড্রেড শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন “এসবই এথেলের কাজ। সেই সর্ব্বনাশীই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে।”

ডিউক বিরক্তি জানাইয়া কহিলেন “নির্দ্দোষীকে কেন দোষ দাও ? এ বিষয় এথেল এক বিন্দুবিসর্গও জানে না।”

“তবে সেই হতভাগা জুয়াচোর মণ্ডবিলি। সে জুয়াচোর, বদমায়েস—ফেরাবী। সে ফরাসী নয়—ইংরেজ। কাউণ্টও নয়। সবই তার প্রতারণা।”

“কে মণ্ডবিলি ? যে তোমাকে রুষ আদালতে পাঠিয়েছিল, সেই মণ্ডবিলি ? মিলড্রেড! আমি তোমাকে কতবার জিজ্ঞাসা কোরেছি, তুমি এ কথা প্রকাশ কর নাই। তোমারও সবই প্রতারণা। আর কাজ নাই মিলড্রেড! যথেষ্ট হয়েছে। তোমার দয়ার পরিচয়—প্রেমের পরিচয় আমি অনেক পেয়েছি।”

মিলড্রেড কাতরকণ্ঠে কহিলেন “আমাকে ক্ষমা কর। আমি শত অপরাধে অপরাধী—আমাকে ক্ষমা কর।”

“না মিলড্রেড! সে আশা আর নাই। জেনেশুনে আমি কি কোরে তোমাকে গ্রহণ করি ? এতদিন অন্ধকারে ছিলেম, সব কথা বিশ্বাস করি নাই; এখন সব বুঝতে পেরেছি। আজ হতে—আমি কাতরে

বোলছি, মিলড্রেড! এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে কত ভালবাসতেম। আজ আমার শেষ নিবেদন, ভুলে যাও। এই আমার শেষ প্রার্থনা। আমি তবে জন্মের শোধ তোমার কাছে বিদায় নিলেম।' ডিউক বাহাদুর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ।

"নলিনীদলগতজলবত্তরলং।
তদবজ্জীবনমতিশয় চপলং॥"

বিয়োগ!

ডিউক চলিয়া গেলে মিলড্রেড তাঁহার মাতার শয্যা পার্শ্বে আসিয় বসিলেন। তাঁহার বিষণ্ন বদন দর্শনে সদয়-হৃদয়া লেডী লংপোর্ট জিজ্ঞাস করিলেন "কেন মিলড্রেড! তুমি এমন হয়েছ কেন? তোমার সঙ্গে বে দেখা কোত্তে এসেছিলেন?"

মিলড্রেড বিষণ্ন বদনে কহিলেন "আমার স্বামী। গ্রাণ্ড ডিউক এসে ছিলেন। তিনি আমার সমস্ত গুপ্তকথা শুনেছেন।"

"গ্রাণ্ড ডিউক এসেছিলেন? এ কথা আমাকে বল নাই কেন?"

"আবশ্যক ছিল না। আজ তিনি নূতন আসেন নাই। প্রায় তি সপ্তাহ পূর্ব্বে আর একবার এসেছিলেন। এথেলের কথা জান্‌তে এসে ছিলেন। এথেল এখন আমার কন্যা কুমারী রক্ষণার সহচরী হয়েছেন ওলনেজ যখন এথেলের চাকরী স্থির কোরে পত্র লেখেন, সে পত্রও আমি আগে খুলে দেখি। পোড়ে আবার আগের মত বন্ধ কোরে এথেলে কাছে পাঠিয়ে দি। আমি সেই জন্যই যাবার সময় তার প্রতি এ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেম। পাছে ডিউকের কাছে আমার বিপক্ষে কো

কথা প্রকাশ করে, এই ভয়েই তাকে যত্ন করা। কাজে কিন্তু তা হলো না। সব প্রকাশ হয়ে পোড়েছে। আমার কপাল ভেঙেছে। রুষ-দূতের দুর্দ্ধর্শ অনুচরেরা আমাকে আবার সিবিরিয়ায় চালান দিবে।"

"চালান দিবে?" বিস্মিত ও ভীত হইয়া লেডী লংপোর্ট কহিলেন "চালান দেবে? আমি তবে তোমাকে ছেড়ে কেমন কোরে থাক্‌বো?"

"আমি তার উপায় কোরেছি। চল, দুজনেই আমেরিকায় পালিয়ে যাই। এখানকার বিষয় আশয়—জিনিসপত্র সব বেচেকিনে দুজনে আমরা চোলে যাই।"

"না মিলড্রেড! তা হবে না। আমি কাল লণ্ডনে যাব। কাউণ্ট ওলনেজের পদ ধারণ কোরে তোমার জীবন ভিক্ষা কোর্কো। সদয়হৃদয় তাঁর, অবশ্যই দয়া হবে।"

"মা! তোমার একেবারেই বুদ্ধি নাই। ওলনেজ কখনই দয়া কোর্ব্বে না। সাধ কোরে কেবল তাঁর রাগ বাড়ানো হবে। আমি মনে কোরে-ছিলেম ডিউকের গৃহিণী হব। যা হয়ে গেছে, সে সব পর্ব্ব বাদ দিয়ে আবার তিনি আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ কোর্ব্বেন। আবার আমি নূতনটা, হয়ে তাঁর অতুল বিষয় ভোগ কোর্ব্বো, তা হলো না। কোন উপায়ই নাই। চল তুমি, কালই আমরা এখান হ'তে চোলে যাই।"

"না মা! তা আমি পার্ব্ব না। বৃদ্ধ বয়সে আর কোথাও যাওয়া সাজে না।—অন্য উপায় কর।"

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মিলড্রেড কহিলেন "তত কথা শুন্‌বার আমার সময় নাই, তোমার নাকে কাঁদা আমি দেখ্‌তে পারি না। স্পষ্ট বল যাবে কি না।"

"না মা, আমি যেতে পার্ব্ব না।"

"তবে মর।" মিলড্রেড দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরের চাবী বন্ধ করিয়া—হতভাগিনীকে ঘরের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়া মাতৃভক্তিমতী মিলড্রেড আপনার ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "বুড়ীর যেমন কাজ, তার উপযুক্ত ফল দিয়েছি।"

বেলা ৯টার পর মিলড্রেডের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহার হতভাগিনী মাতা এখনো যে বন্দিনী, সে কথা যেন তাঁহার গ্রাহ্যতেই আসিল না।

মিলড্রেড আপনার বেশভূষা সারিয়া ধীর পদে দ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন, চাবি খুলিলেন,—অকস্মাৎ অস্ফুট চিৎকার তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল। মিলড্রেড কম্পিত হস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। দাস দাসী আসিয়া দেখিল, হতভাগিনী স্নানাগারের জলের টবে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে! অন্ধকারে কোথায় যাইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে! জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়া রহিয়াছে, পা দুখানি উপরে। বিপাকে পড়িয়াই হতভাগিনী প্রাণ হারাইয়াছে।

তখনি পুলিস আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। কড়াকড় পাহারা বসিয়া গেল, ধুমধাম হইল। শেষে আকস্মিক মৃত্যুই স্থির করিয়া বীরদর্পে ধরণী কাঁপাইয়া চলিয়া গেল।

মাতার এই শোচনীয় মৃত্যুতে মিলড্রেডকে অধিক বিপন্ন কি শোকাতুর বলিয়া বোধ হইল না। মিলড্রেড মাতার সমস্ত বাক্স অনুসন্ধান করিলেন। অনেক কাগজ পত্র পাইলেন। তাঁহার মাতার বিষয়ে তাঁহারই এখন অধিকার। তিনি সেই সমস্ত বিষয়ে অধিকার স্থির করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে গিয়া উকিল মোক্তারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। কোন কোন দলীলে—এবং উকিলী সওয়াল জবাবে মিলড্রেডের আত্মমুখে প্রকাশ পাইল, তিনি মৃত লেডী লংপোর্টের ভগ্নী, সুতরাং মিলড্রেডের চেষ্টা বিফল হইল। ভগ্নহৃদয়ে মিলড্রেড ফিরিয়া আসিলেন।

চাকরদের বিশ্বাস, তাহাদিগের স্নেহময়ী কর্ত্রীর জীবন মিলড্রেড কর্ত্তৃকই নষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের পরিতাপের সীমা নাই। মিলড্রেড লণ্ডন যাইবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন, গাড়ীবান সে কথা খেয়ালেই আনিল না। ভৃত্যকে তাঁহার পত্রখানি ডাকে দিতে, বলিলেন, সে সে কথা গ্রাহ্য করিল না। পাচককে খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন, সে স্পষ্টাক্ষরে বলিল "আমি তোমার চাকরী চাই না। আমার মাহিয়ানা মিটিয়ে দাও।" পাচকের কথার প্রতিধ্বনি উঠিল। সকলেই বলিল, "মাহিয়ানা দাও। আমরা আর এ সংসারে কাজ কোর্কো না।" যে যৎসামান্য অর্থ লেডী লংপোর্ট রাখিয়া গিয়াছিলেন, মিলড্রেড তাহাতেই চাকরদের বেতন দিলেন। দুই এক জন ভিন্ন সকলেই চলিয়া গেল।

একজন দাসী মিলড্রেডকে সংবাদ দিল "দুজন লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে চান।"

ভীত হইয়া মিলড্রেড কহিলেন "দুজন? কেমন চেহারা? নাম কি তাদের?"

"তারা বিদেশী।—রুষ।"

"রুষ?" মিলড্রেড ভয়ে ভয়ে কহিলেন "যাও যাও, বলগে, আমি এ বাড়ীতে নাই। কোথায় গেছি, সে সংবাদ তোমরা যেন জান না। পুরস্কার পাবে। বেশ কোরে বুঝিয়ে বলো। যেন এ কথায় তাদের বিশ্বাস হয়। দাসীকে বিদায় দিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে মিলড্রেড তাহার আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন। দাসীকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন "তারা চোলে গেছে?"

দাসী বলিল "হাঁ গেছে। আমি বেশ কোরে বোলেছি। তাঁরা বোলে গেলেন, কাল ৯টার সময় আবার আস্‌বেন। আর এক কথা শুন্‌লেম, চাকরেরা নাকি সব ধর্ম্মঘট কোরেছে। ষড়যন্ত্র কোরে পুলিসে সংবাদ দিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এ সব আপনিই কোরেছেন। মাজিষ্ট্রেট নাকি ওয়ারেণ্ট বার করার হুকুম দিয়েছেন।"

"বল কি? আমার তবে চারিদিকেই বিপদ! একদিকে ইংরেজ মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট, অন্যদিকে রুষ-দূতের ঘোরতর জুলুম, অর্থ নাই—সহায় নাই, আমি এখন করি কি?" কাঁদিতে কাঁদিতে মিলড্রেড আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। দাসী অন্যস্থানে প্রস্থান করিল।

রজনী প্রভাত। মিলড্রেড তখনো নিদ্রিত। ৯টার সময় রুষ-দূতের পদাতিকদ্বয় আসিয়াছেন। একখানি পত্র দিয়াছেন। দাসী সেই পত্রখানি লইয়া দ্রুতপদে মিলড্রেডের গৃহে উপস্থিত হইল। দেখিল দ্বার রুদ্ধ। দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল, দরজা খোলা, দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমে দেখিল, মিলড্রেড নিদ্রিত। একটু ভাল করিয়া দেখিয়া দাসী চীৎকার করিয়া উঠিল। মিলড্রেড নাই।

তখনি পুলিস আসিল। তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল। মিলড্রেডের শয্যা পার্শ্বে উগ্র বিষের সিসি দেখা গেল। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, হতভাগিনী বিষ খাইয়া মরিয়াছে।

ভৃত্য যে পত্রখানি মিলড্রেডের জন্য আনিয়াছিল, তাহা তখনি পুলিসের লোকে পড়িল। পত্রে লেখা আছে——

২২শে জুন ১৮৩৭।

"তোমার মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তোমার

শোকে আমার সহানুভূতি জানিবে। গ্রাণ্ড ডিউকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, তাঁহার আশ্রয়ে আমার অবস্থান বর্ত্তা তুমি পাইয়াছ। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি তোমার পূর্ব্ব-কৃতকার্য্যের পরিণাম ফল ভাবিয়া দুঃখিত এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন। তোমার মাতা আমাকে বিশ্বাস করিয়া যে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তোমার জানা আবশ্যক। যে ঘরটীতে সর্ব্বদা চাবী দেওয়া থাকে, তাহা তুমি এখন খুলিতে পার। সেই গৃহমধ্যে তোমার পিতার শব সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এইপত্র তোমার হাতে দিবার জন্যই পত্রবাহককে বলিয়াদিলাম। ভরসা করি, ইহা তোমার নিকটে নিরাপদে পৌঁছিবে।

এথেল।

পত্রখানি শেষ করিয়া আবার পুনর্ব্বার আরও কয়েকটী পুংক্তি লিখিত আছে।

২৩শে জুন প্রাতঃকাল ৭টা।

পুঃ

মিলড্রেড! তুমি যে এত শীঘ্র হান্দন কোর্ট হইতে চলিয়া গিয়াছ, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। মাননীয় ডিউক এখন তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন। তিনি উকিল মোক্তার ডাকিয়া যাহাতে তুমি তোমার মাতার বিষয় প্রাপ্ত হও, যাহাতে ভগ্নীর পরিবর্ত্তে লংপোর্টের কন্যা বলিয়া পরিগণিতা হও, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তোমার মাতার মৃত্যুতেও সন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রেরিত পত্র বাহকদ্বয়ের একজন সহকারী ও একজন তাঁহার খাস দেওয়ান। অন্যান্য গুপ্তকথা বাচনীক জানাইবার জন্য তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। সত্য সত্যই তোমাকে অন্য কোন দূর-দেশে যাইতে হইবে না। তোমার কারাবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তোমার বিশুদ্ধ জীবন লাভ করিবার এই প্রসস্ত সময় ইতি।

পত্র পাঠ শেষ হইল। কর্ম্মচারীগণ দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সকলেই জানিল, মিলড্রেড আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ।

ভুলিলি সকলি হায়, ভুলিলি কি সমুদায়,
অভাগারে জন্মশোধ কেমনেতে ভুলিলি?
অক্ষয় প্রণয় মরি কেমনেতে নাশিলি?

এত দিনের পর।

রাত্রি আটটার সময় মধ্যবয়সের এক জন ভদ্র লোক বণ্ড ষ্ট্রীটের ক্লারেণ্ডন হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। এই হোটেলের যে অংশে কাউণ্ট মণ্ডবিলি অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভদ্র লোকটী সেই অংশের সদর দরজায় সঙ্কেত ধ্বনি করিলেন। এদমন্দ ভুবন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভুবন এই ভদ্রলোকটীর অপরিচিত নহে। সে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফিলিপ যে? কি মনে কোরে? তোমার প্রভু ওয়ারেণ ভাল আছেন ত?"

ফিলিপ দালাল ওয়ারেণের প্রধান কর্ম্মচারী। ফিলিপ উত্তরে কহিলেন "হাঁ। সবই ভাল, তোমাদের কর্ত্তা ঘরে আছেন কি? একবার ডেকে দাও। ভাগিদ খবর আছে।"

ভুবন এই সময় নিজের প্রাধান্য জানাইবার জন্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল "উঁহুঁ! এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি অসুখে আছেন।"

ফিলিপও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি উত্তেজিত স্বরে কহিলেন "আরে রেখে দাও অসুখ।—আমায় নাম কর গে যাও। নিশ্চয়ই দেখা কোর্ব্বে। যাও ভাই, বল গে যাও।" ভুবন অগত্যা মণ্ডবিলিকে সংবাদ দিল। ফিলিপ মণ্ডবিলির গৃহে নীত হইলেন।

মণ্ডবিলি বসিয়া আছেন। পার্শ্বে টেবিলের উপর ক্লারেট মদ আর সামান্য খাবার। ফিলিপ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সহাস্য বদনে কহিলেন "ম্যাট! ভারি চালাক তুমি। আমার উপযুক্ত ভাগিনেয় তুমি।"

উপযুক্ত ভাগিনেয় মণ্ডবিলি মাতুল ফিলিপকে একটা ধমক দিয়া

কহিলেন "চুপ !—চুপ কর। চেঁচিও না। ম্যাট ক্যাটগুলো সব ছেড়ে দাও। ও সব কি কথা? ভাল আপদ! চেপে যাও না।"

মাতুলটী যেন অপ্রতিভ হইয়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "আচ্ছা বাপু চেপেই গেলেম তবে। ছেলে বেলায় বড় স্নেহ কোত্তেম কিনা. ম্যাট আমার আদরের নাম, তোমাকে আদর কোরে ডাক্‌তেম, তাই আহ্লাদে আহ্লাদে বোলে ফেলেছি। যাক, আর ও নামে ডাক্‌বো না। তুমি কি আজকাল ক্লারেট খাও? বেশ মদ। দাও আমাকে একটু।" মাতুল মদ্যপান করিলেন। মদ্যপান করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে মাতুল কহিলেন "ভারি চালাক তুমি। তুমি বেশ উন্নতি কোরেছ। তোমাকে চেনাই দায় হয়ে পড়েছে। তুমি বেশ কাজ বাগিয়েছ। আর্ডলীর ডচেস্‌কে হাত করা কি কম কথা?"

"চুপে চুপে কথা কও, চেঁচিও না। দু মাস আমি লণ্ডনে আছি। আরও একটী মাস থাক্‌লে আমি আর একটা বড় দাঁও পাব। একটী পরমাসুন্দরী যুবতী আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বেসেছে। সামান্য দিনের পরিচয়, সামান্য দিনের দেখা সাক্ষাৎ, তাইতে সে আমাকে এত ভাল বেসেছে যে, না দেখ্‌লে মারা যায়! দশ লাক পাউণ্ড তার বিষয়। নাম তার লেডী সারা লয়দা।"

"তবে ত অনেক টাকা পাবে তুমি? আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে সে তোমার আয়ত্ত্বে আস্‌বে। অনেক টাকা তোমার, আমার একটু উপকার কর।"

"তুমি কি আমার কাছে কিছু টাকার প্রার্থনা কর? কত টাকা?"

"সামান্য টাকা। তিন হাজার পাউণ্ড মাত্র। তোমার এ টাকা গ্রাহ্যতেও আস্‌বে না। আমার কিন্তু এতে বিশেষ উপকার হবে। দাও বাপু। তুমি আমার ভাগ্‌নে, আমি আর কার কাছে টাকা চাইব? আমি অন্য এক জনের কাছেও চেয়েছিলেম, সে অস্বীকার কোরেছে।"

বিরক্ত হইয়া মণ্ডবিলি কহিলেন "সংসারের এই এক কু-নিয়ম। আত্মীয় স্বজনের ভাল কেহ দেখ্‌তে পারে না। এক জনের টাকা দেখ্‌লে দেশের যত দরিদ্র পরিবার তার ঘাড়ে এসে পড়ে। টাকা কোথায় আমার? সবই ধারে চোল্‌চে। কোন্ কালে টাকা পাব, সেই আশায় লোকে টাকা ধার দিচ্চে। বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, আমাকেও লোকে বড় বোলে

জেনেছে। এখন টাকা কোথায়? তিন সপ্তাহ পরে এস, যা হয় একটা করা যাবে।"

"টাকার তোমার অভাব কি? আর্ডলীর ডচেস্ তোমার প্রণয়ে পাগল। এ তিন হাজার কেন তাঁর কাছেই চাও না?"

"না। তা হবে না। আমি আর সেখানে যাই না। কুইনলীন আর দোষরের মৃত্যুর পর আর আমি সে দিকে যাই না। সে পথ আমার পক্ষে এক রকম বন্ধ।"

ফিলিপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আরে বাপু আমার কাছে অত কেন? উড়ো না।—চেপে ব'স। আমি সব তোমার জানি। পনের বৎসর পূর্ব্বে তুমি যা ছিলে, যা কোরেছ, তা কি আমি জানি না? বৃদ্ধ ওয়ারেণের কন্যাকে পাপ পথে এনে তার সর্ব্বনাশ কোরেছ, তার পিতার নাম জাল কোরে রেখেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি। তার অংশ দিতে চেয়েছিলে, তাই বা দিলে কৈ? তোমার জন্যে আমি কত বিপদ ঘাড়ে করে রেখেছি। তা তুমি একবার মনেও কর না। আমার সাহায্য ভিন্ন তোমার কোন্ কাজটা সিদ্ধ হোতো? পনের বৎসর পরে ওয়ারেণের এক জন ছোট দরের চাকর ছিলে তুমি, আজ বড় লোক হয়ে সব ভুলে গেছ। তুমি সব জান। ডাক্তার মর্ত্ত প্রসব করাতে গিয়ে কি কোরে তাঁর ভগ্নীকে হত্যা করে, স্কুলমাষ্টর মিথর, স্তর মোসেস বেলামীর কাণ্ড, কাশীর পিঙ্গল নাম ধারণের উদ্দেশ্য, তার নিউ সাউথ ওয়েলসের কাণ্ড, এসব আমি জানি। তুমি নিজে নিউগেটে, হল্ফে, অষ্ট্রেলিয়ায়, যে সব কাজ কোরেছ, ওয়ারেণের যে সর্ব্বনাশ কোরে সেরেছ, এসব কি আমি ভুলে গেছি?"

মাতুলের বাক্যে ভীত হইয়া মণ্ডবিলি কহিলেন "তা আমি জানি। সে পথ আমি বন্ধ কোরেও রেখেছি। তুমিই কি কম? সেমুরের কাণ্ডটা তুমি কি কোল্লে? তাওত আমি জানি। আমি ভয় করি না। আমি জানি, আমি মেথু কালভার্ট, আমার যা হয়েছে, তা জানি। যাক, সে কথা এখন থাক। বিপদে পোড়েছ, টাকার দরকার, তাই বল। পুরাতন কথা সব তুলে এখন আর কি ফল হবে? কাল সকালে এস। যা হয় একটা করা যাবে।"

"না না, তা বলো না। তুমি বড় শক্ত কথা বোলেছ। সেমুর কি

কোরে তার জীবনের রহস্য গোপন রেখেছে, ওয়ারেণের বিষয় সে কি কোরে দখলে এনেছে, তা আমি তখন সাধারণকে জানিয়ে রেখেছি। মানুষ যতই কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জিতেন্দ্রিয় হোক না, এক সময় সে বিচলিত হবেই হবে। আমিও একবার সেরকম্ হয়েছি। তাতে আর দোষ হয়েছে কি? ত্রিবর এথেলকে আমি দেখে একরকম ভেবেছিলেম। যখন তাকে কিলবর্ণ হোটেলে দেখি, তখন কত ভাবই আমি ভেবেছিলেম। ওয়ারেণ যে এথেলের প্রেমে মোজেছে, তাও আমার বিশ্বাস ছিল। সংসারে এই রকম মানুষই বেশী। সে সব কথা যাক, কাল সকালেই আমি তবে আস্‌বো। এখন চোল্লেম।" ফিলিপ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মণ্ডবিলি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফরাসী দৌত্যকার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ডিউক বাহাদুর সন্ধ্যার সময় পারিসে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আশা ছিল, তিনি যে সমস্ত রহস্য ফরাসী দূতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কৃত হইবেন। সে আশা তাঁহার ফুরাইল। যাদুস্কীর সহিত ডিউকের সাক্ষাৎ হয় নাই, ওলনেজও তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। যাদুস্কীর পরিণাম এখন তাঁহার সন্দেহে দাঁড়ায়াইছে, তথাপি তিনি ওলনেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শুনিলেন তিনিও নাই, তিনি ফরেণ আফিসে গিয়াছেন। মণ্ডবিলি চারিদিকেই হতাশ হইলেন। একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে এথেল আছেন কি?"

ভৃত্য উত্তর করিল "হাঁ মহাশয়, তিনি এখানে আছেন। তিনি এখন বড়ই শোকাতুর আছেন।—বড়ই বিপদ তাঁর।"

"কি বিপদ হয়েছে তাঁর?" মণ্ডবিলি আগ্রহ সহকারে ভৃত্যকে এই প্রশ্ন করিলেন।

ভৃত্য কহিল "বড়ই বিপদ। তাঁর ছেলেটী মারা গেছে। তড়্‌কা হয়েছিল তার, তাতেই মারা গেছে।"

"আমি বড়ই দুঃখিত হলেম।" এই বলিয়া মণ্ডবিলি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গাড়ী বকিংহাম সায়রের দিকে চলিল। মণ্ডবিলির ভৃত্য ভূষন সঙ্গে আছে। অনেকক্ষণ দুজনে নীরবে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া মণ্ডবিলি কহিলেন "ভূষন! তুমি চারদিকে কি দেখ্‌ছো? বড় ভয় পেয়েছ কি?"

"না মহাশয়! ভয় পাই নাই, তবে সন্দেহ হয়েছে।"

"সন্দেহ?" ভৃত্যের উত্তরে মণ্ডবিলি বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সন্দেহ? কসের সন্দেহ? কি দেখেছ তুমি?"

ভূষন কহিল "একজন লোক আমাদের পাছু পাছু আস্‌ছে। ঘোড়ার ায়ের শব্দ শুনেছি। এক একটু চেহারাটাও দেখতে পেয়েছি। াড়ী আছে।"

"দাড়ী আছে? বল কি? যাহুস্কী ত নয়? খুব কটা ঘন দাড়ী? মুখ ানা কি খুব লম্বা? কেমন তাই ত?"

"না মহাশয়! যাহুস্কী নয়।"

মণ্ডবিলি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কহিলেন "এবেল কিংষ্টন নয়? না, তার ত দাড়ী ছিল না।"

"আর মহাশয়, সে কি আর ফিরে আস্‌বে? তার দফা আমিই রফা কারে ছেড়েছি। সে নয়।"

"তবে পার্কিন্স নয় ত? কিংষ্টনের প্রিয়তম ভৃত্য সে, প্রভুর অত্যা-ারের প্রতিশোধ নিতে আস্‌ছে না ত?"

ভূষন কহিল "না মহাশয় সে নয়। তার সঙ্গে আমার কালও েখা হয়েছিল। সে অন্যস্থানে চাকরী পেয়েছে। সুখে আছে। সে েখ্য প্রভুর জন্যে অনুতাপ করে, কিন্তু শত্রুতা সাধন কোর্ব্বে কেন?"

গম্ভীর ভাবে মণ্ডবিলি কহিলেন "তবে কাল পেট্রনফ! যাক, তাতে ত ভয় নাই।"

গাড়ী বেকন্সফীল্ডে পৌঁছিল। ভূষনকে দুই ঘণ্টা কাল গাড়ী লইয়া েপেক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া মণ্ডবিলি থর্ণবরী পার্কে প্রবেশ করিলেন। েখিলেন, একটী যুবতী পার্কের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। মণ্ডবিলি তপদে যুবতীর নিকটে গিয়া সানন্দে কহিলেন "মেরি! প্রিয়তমে! তিন প্তাহ পরে তোমার দেখা পেলেম।"

বিস্মিত হইয়া মেরী কহিলেন "হিপোলেট! আমি ত তোমাকে দেখা কার্ত্তে নিষেধ কোরেছি। আবার কেন তুমি এসেছ?"

"কেন এসেছি? মেরি! তুমি জিজ্ঞাসা কোল্লে কেন এসেছি? আমি োমার নিষেধ পালন কোর্ত্তে চেষ্টা কোরেছি, কিন্তু আর কতদিন প্রিয়তমে! তোমার অদর্শন সহ্য কোর্ব্বো?"

মেরী ব্যথিত হইয়া কহিলেন "আমার আশা তুমি ত্যাগ কর। আমি যে পাপ কোরেছি, তারই অনুতাপে আমার হৃদয় ছাই হোয়ে গেছে। রূপ, যৌবন, অহঙ্কার, গর্ব্ব, সকলের পরিণামই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি এখন অনুতাপের প্রখর তাপে দগ্ধ হচ্চি। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় হৃদয় পুড়ে যাচ্চে। আমাতে আর আমি নাই। আমি যা কোরেছি, তা মনে হলেই আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্চি। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস, স্বামীর প্রেমে তুচ্ছজ্ঞান, এ কি কেহ কখন করে? আমি দুশ্চারিণী— পাপিনী—নরকেও আমার স্থান হবে না। হিপোলেট! তুমিই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ! তোমার প্রলোভনেই আমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছি! তোমার প্রলোভনে আমি স্বামী ত্যাগ কোরেছি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ। যাও, চলে যাও, আর আমাকে কষ্ট দিও না—আর জ্বালিও না মণ্ডবিলি। যাও, চলে যাও।" মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বিষাদিনী মেরী এই কথাগুলি বলিলেন। তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

"আমার অপরাধ? আমি তোমাকে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত কোরেছি? তোমার স্বামীই ত তোমাকে ত্যাগ কোরেছেন, অপরকে ভালবেসেছেন। আমি? মেরি! আমি তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছি?"

"আর কাজ নাই মণ্ডবিলি! তুমি বিদায় হও।"

ইয়ংডচেসের দৃষ্টি অদূরে একটী বৃক্ষের প্রতি পড়িল। সভয়ে দেখিলেন, একটী মনুষ্যমূর্ত্তি! দাড়ীতে মুখ ঢাকা, ভয়ানক চেহারা। মেরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উঠিতে উঠিতে—একটী গুলি আসিয়া মণ্ডবিলির গায়ে লাগিল। মেরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আবার আর একটী গুলি মণ্ডবিলিকে ভেদ করিল। মণ্ডবিলি পড়িয়া গেলেন। তৃতীয় গুলি ইয়ং ডচেসের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মণ্ডবিলির উপর মেরী পড়িয়া গেলেন। কার্ল পেটর্ণফ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অদূরে তাহার জন্য অশ্ব লইয়া অশ্বপালক অপেক্ষা করিতেছিল, পেটর্ণফ অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

আর একটী অশ্বারোহী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অশ্বারোহী আর্ডলীর ডিউক। ডিউক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে ইয়ং ডচেসের নিকট উপস্থিত হইলেন। ডচেসকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

মুমূর্ষু ডচেস নেত্র উন্মীলন করিলেন। কাতরকণ্ঠে কহিলেন "হার্বার্ট! আমি তোমার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী। মরি আমি।"

ব্যথিত স্বরে ডিউক কহিলেন "মেরি! প্রিয়তমে! আমি সে জন্য ত তোমাকে কখন ভৎসনা করি নাই। তুমি আঘাত পেয়েছ? এ কে? মণ্ডবিলি? মণ্ডবিলি নাই?"

"মরেছেন? উঃ। কি ভয়ানক! গুলি মেরেছে! গাছের অন্তরাল হতে গুলি এসেছে। যেও না—অনুসন্ধান কোরো না—উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে ঘাতুক এতক্ষণে চোলে গেছে। আমার বুক দেখ! গুলি আমার বক্ষস্থল ভেদ কোরেছে, কিন্তু প্রিয়তম! তাতে আমি ত কষ্ট বোধ করি না। আমার বুকে তেমন শত শত গুলির আঘাত—শত শত গুলির ক্ষত রয়েছে! আমি তারই জন্য এর চেয়েও অনেক গুণে অধিক যাতনা ভোগ কোচ্চি। মরি আমি!—প্রিয়তম! একবার আমাকে ধর—এক—এক বার প্রিয়তমা বোলে ডাক। আমার বক্ষের ধন তুমি—ইষ্টদেবতা তুমি আমার, একবার শেষ মুখচুম্বন কর—একবার আমাকে বক্ষে ধারণ কর—আমি আজ আমার শেষ আশা পূর্ণ করি।"

সজল নয়নে ডিউক কহিলেন "মেরি! আমি জানতে পারি নাই, তুমি আমাকে এত ভালবাস। এতদিনে আমাকে ছেড়ে চ'ল্লে!"

"আঃ।—প্রাণাধিক! আমার অন্তিম কাল উপস্থিত! পাপের প্রাণ আর কত দিন থাকে? আমি চ'ল্লেম, আশীর্ব্বাদ কর,—যেন নরকেও আমার স্থান হয়। যাই আমি, আর বিলম্ব কোরো না, এথেল—আমার প্রিয়তমা এথেল বড় কষ্ট পাচ্চে—রুষ-দৌত্যকার্য্যালয়ে এথেল পুত্র-শোকে কাতর হয়েছে, যাও প্রিয়তম! তাকে সান্ত্বনা কর গে যাও। আমি——"

মেরীকে ক্রোড়ে করিয়া ডিউক প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহার অন্তিম কালের ব্যবস্থা করিলেন।

রাত্রি ৭টা কি ৮টা। এথেল করযোড়ে পুত্রের শবের পার্শ্বে বসিয়া সজল নয়নে কহিলেন "আলফ্রেড! প্রিয়তম! এ বিপদের সময় কোথা তুমি? আমি আজ আমার হৃদয় বৃন্তের ফুল্লকুসুম হারালেম, একবার শেষ দেখা দেখলে না? যার মুখ চেয়ে আমি তোমার বিরহ এত দিন সহ্য

কোরেছি, যে আমার শোকে দুঃখে—সন্তাপে অনুতাপে শান্তি দিত, আজ সে নাই। হার্ব্বাট! কোথা তুমি? এমন অসময়ে—এমন ঘোর দুঃখের সময়ে প্রিয়তম,! কোথা তুমি?"

"এই যে আমি এসেছি।" বহির্দ্বারে শব্দ হইল "ভয় কি প্রিয়তমে! আমি এই যে এসেছি।" এথেল চমকিত হইলেন, ডিউক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এথেলের শোক শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। ডিউক মৃত কুমারকে বক্ষে চাপিয়া সজল নয়নে সকাতরে কহিলেন "প্রাণাধিক! হতভাগ্য পিতাকে অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে কোথা গেলি আল্‌ফ্রেড? এথেল! আমার চারিদিকে যে শোকের ঝড় বয়েছে! আবার সর্ব্বনাশ হয়েছে যে!—ইয়ংডচেসও নাই!"

এথেলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সজলনয়নে দম্পতি করযোড়ে পুত্রের উদ্দেশে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন।

সমাপিকা তরঙ্গ।

উপসংহার।

"এ সকল পাপকর্ম্ম, একবার পরকালের দিকে চাহিতে হয়।"

পাপচিত্র।

মণ্ডবিলি—মরেন নাই। তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছয় সপ্তাহ কাল জীবনের জন্য যন্ত্রণার সহিত যুদ্ধ করিয়া—মর্ম্ম-যন্ত্রণায় ততোধিক অবসন্ন হইয়া তিনি জীবন পাইয়াছেন। জীবন পাই-য়াছেন, কিন্তু সে সুখের জীবন আর পান নাই।—তাঁহার সুখসাধ ফুরাইয়া গিয়াছে। আরোগ্য হইয়াই মণ্ডবিলি পারিস-মহাজনের নিকট বিল ভাঙ্গাইতে গেলেন। মহাজনেরা তাঁহাকে জুয়াচোর বলিয়া ধরিল। তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী কিছুই অপ্রকাশ রহিল না। সকলেই জানিল, মণ্ডবিলি ছদ্মবেশী; সকলেই জানিল, মণ্ডবিলির আসল নাম মেথ্‌ কল-ভার্ট। কিছু দিন গত হইল, তিনি অস্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাসন হইতে পালা-ইয়া আসিয়াছেন। এই সব অপরাধে মণ্ডবিলি অবশিষ্ট জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন

পাপীয়স—উপযুক্ত ভাগিনেয়ের উপযুক্ত মাতুল। তিনি মণ্ডবিলির পাপ মন্ত্রণার পরিচালক, পরিপোষক এবং পরিরক্ষক ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক পাপীয়স, প্রভু ওয়ারেণের সর্ব্বনাশ করিতেও ক্রুটি করেন নাই। বিচারক তাঁহার জন্যও নির্ব্বাসনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

ওয়ারেণ—দেউলে নাম কিনিলেন। পাওনাদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। দালাল ওয়ারেণ যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। সকলের করুণায় তাঁহার সকল দোষ কাটিয়া গেল। ওয়ারেণ দেউলে হইলেন। বড় বড় গাড়ী যুড়ী, নাচ ভোজ, রং তামাসা, উপপত্নি, সব একে একে বিদায় লইল। ওয়ারেণ পথের ভিকারী হইলেন। অতি কষ্টে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

টিম গাফনী—যথেষ্ট পাপাচরণ করিয়াছে। তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইল না। হতভাগ্য হটন গার্ডেনে চুরী করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। পাপীর প্রাণ এত শীঘ্র নষ্ট হওয়া কি উচিত?

জ্যাক পেপারকর্ণও—হটন গার্ডেনে চুরি করিতে গিয়াছিল। সে মরে নাই। তখন পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া ছিল। তাহার পর গুপ্ত-পুলিশের দ্বারা ধৃত হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

পঞ্চার্ড ও পেটর্ণফ—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিদ্রোহের পারস্পরিক সংগ্রামে হত হয়।

স্যর এবেল কিংষ্টন—দণ্ডাহ দলের সহিত যাইতে যাইতে সহারার বিশুষ্ক বায়ুপ্রবাহে নিজেও বিশুষ্ক হইয়া পড়েন। তাহাতেই তাঁহার জীবন-পাদপের প্রাণ-পল্লবও বিশুষ্ক হইয়া যায়।

সিলবষ্টর কাশীর—জন্য তাঁহার পিতা তিন হাজার টাকা বার্ষিক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাতেই অতি কষ্টে তাঁহার সাধের এলিসের সহিত অতিবাহিত করিতেছেন। পূর্ব্বকার অহঙ্কার, গৌরব, এখন আর নাই। অতি কষ্টে এলিসের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং প্রতিবেসীর টিটকারী সহ্য করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই। কাশীর গর্ব্বোন্নত মস্তক নত হইয়াছে।

এলিস দাস্তনের—আর সে বেশভূষা নাই। সে দেহযষ্টির মোহন ক্রীড়া নাই, সে হাব ভাব নাই, সে বিলোল কটাক্ষ নাই। অতিকষ্টে "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" ভাবে কাশীর সহিত অবস্থান করিতে-

দেখা তেমনি দেবী" এই পুরাতন হেঁয়ালী-কথার সার্থকতা দেখাইতেছেন।

মেরী—তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছেন। বহু মাননীয় আর্ডলীর ডচেস তিনি, সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ তিনি, কার্য্যদোষে যথেষ্ট ফলভোগ করিলেন। পেটর্ণফের গুলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

সুখদুঃখের চিত্র।

হস্তিরা—কয়েক সপ্তাহ পরেই তাহার মাতার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইল। লেডী আমেসবরী তাঁহার কন্যাকে পাইয়া কতই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নির্জ্জন বাস ফুরাইল,—বিষন্ন মুখে হাসি ফুটিল। কন্যা লইয়া আবার নূতন সংসার পাতাইয়া বসিলেন। হস্তিরার কিন্তু আর সুখ হইল না। হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে সংগ্রাম করিয়া হস্তিরা ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিল। বাল্য চাপল্যে বা যৌবনের মোহে হস্তিরা যে পাপকার্য্য করিয়াছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তই অনুতাপ। হস্তিরা আজীবন সেই অনুতাপের প্রখর অনলে দগ্ধ হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। তাহার নয়নের জল আর নিবিল না।

লন্সেলটের হৃদয় আঁধার করিয়া ইমোজীন ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে বনকুসুম বনেই প্রস্ফুটিত হইয়া বনভূমি আলোকিত করিতে ছিল, কেহ দেখিবার ছিল না; সে সৌরভ উপভোগ করিবার কেহ ছিল না, সে সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া সৌন্দর্য্যময় হইতে পারে, এমন একটী হৃদয়ও তখন দেখা যায় নাই। লন্সেলট সেই বনকুসুম কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন,—বনফুল হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, কালের প্রখর কিরণে সে ফুল শুকাইয়া গিয়াছে! অথবা বনবিহঙ্গিনী স্বভাব বশে স্বভাব-সতীকে বিমোহিত করিবার জন্য নিবিড় বনভূমি আকুলিত করিয়া কত প্রেমের গীত গাহিতেছিল, লন্সেলট হৃদয় উপহার দিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সেই বনবিহঙ্গিনী ধরিয়া ছিলেন, হৃদয়-পিঞ্জরে সযত্নে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়পিঞ্জরের সাধের পাখীটী উড়িয়া গিয়াছে। লন্সেলটের সম্মুখে সংসার শূন্যময়!

বৃদ্ধ চেটহাম পুত্রের এই অভাবনীয় চিত্তবিপ্লব দর্শনে বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। অজলিনী ভ্রাতার শোকে কাতর হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, যদি জীবন দিয়াও ভ্রাতার এই বিষন্ন ভাব অপনীত হয়, তিনি যেন

তাহাতেও প্রস্তুত আছেন। বৃদ্ধ ট্রেণ্টহাম্ সেলিনার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, বিবাহ হইলে পুত্রের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সেলিনা পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়াছেন। তিনি যন্ত্রণার ভরা হৃদয়ে বহন করিতেছেন, মর্ম্মে মর্ম্মে যুদ্ধ করিয়া হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, তথাপি এই বিবাহে সম্মত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ের অধীশ্বরের যন্ত্রণা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন? সেলিনা ভাবেন, আমি যন্ত্রণার আগুণে পুড়ি ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাকে যন্ত্রণা পাইতে দিব কেন? আমি শোকের বজ্রাঘাত বুক পাতিয়া লইব কিন্তু তাঁহার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে কেন? সেলিনা আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহার ভালবাসার পাত্রের মঙ্গল কামনা করিতেছেন! লন্সেলট সেলিনার গুণে বিমুগ্ধ। এত গুণ যাঁহার, কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি তাঁহার গুণে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন? লন্সেলট সেলিনাকে বন্ধু বলিয়া জানেন। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার জন্য সেলিনা হৃদ-পিণ্ড ছিন্ন করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার সুখের জন্য সেলিনা নিজের সুখ চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। লন্সেলটের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি যাঁহার জন্য সেলিনাকে নৈরাশ্য-সাগরে ভাসাইয়াছিলেন, সেলিনার হৃদয় বুঝিয়াও যাঁহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের আগুণ জালিয়া দিয়াছিলেন, তিনি এখন নাই! অনন্তকালের জন্য তাঁহার হৃদয়ে শোকের ঝড় বহাইয়া—বালিকা ক্ষানীর চক্ষে জল ধরা বহাইয়া —সুসেনাকে যেন মাতৃহীন করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন।—আর কখন ফিরিবেন না! তবে লন্সেলট কেন আর সেলিনাকে কষ্ট দিবেন? তাঁহার হৃদয়ে যাহা থাকে থাকুক, তাঁহার অন্তরের ব্যথা অন্তরের অন্তস্তল ব্যথিত করিতে থাকুক, তথাপি তিনি সেলিনাকে সুখী করিতে চাহেন। পিতামাতার আজ্ঞা তিনি আর অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্যথা দিবেন না,—লন্সেলট সেলিনাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ হইল, কিন্তু হতভাগিনীর অদৃষ্টে বিধাতা ত সুখ লিখেন নাই!—দুঃখিনী সেলিনা ত সুখী হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই! তাঁহার ভাগ্যে তবে সুখভোগ ঘটিবে কেন? বিবাহ আজ এক বৎসর হইয়াছে। সেলিনা এই এক বৎসর কাল বিষাদের ভরা বহিয়াছেন—নিজের সমস্ত সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া

স্বামীর বিষন্ন মুখে হাসি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—পারেন নাই।

গ্রীষ্মকাল। আকাশ পরিস্কার। মেঘ নাই। নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছেন, রুগ্নশয্যায় বিষাদিনী সেলিনা শায়িত! তাঁহাকে বারান্দায় আনা হইয়াছে। ভাল ভাল চিকিৎসক হার মানিয়া গিয়াছেন। সেলিনার জীবনের আর আশা নাই! চিকিৎসক পীড়াই স্থির করিতে পারেন নাই, কি ঔষধ দিবেন? আর চিকিৎসার সময় নাই। সেলিনার ইচ্ছায় তাঁহাকে বারান্দায় আনা হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের প্রসান্ত কিরণ সেলিনার বিষাদবিশুষ্ক শ্বেত মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে। একদৃষ্টে সেলিনা চাঁদের দিকে চাহিয়া আছেন! চাহিয়া চাহিয়া—সেলিনা কাতরকণ্ঠে কহিলেন "লঞ্চেলট! প্রাণাধিক! কোথা তুমি?" সজলনয়নে লঞ্চেলট সেলিনার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সতৃষ্ণনয়নে প্রিয়তমার বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। একবার শেষ মুখচুম্বন করিলেন। হতভাগিনীর ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। কম্পিতকণ্ঠে সেলিনা কহিলেন "প্রিয়তম! আমার সুখ সাধ ফুরাইল! মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলা হইল না, প্রাণের ব্যথা দেখান হইল না, আমি চলিলাম।" চীৎকার করিয়া লঞ্চেলট কহিলেন "প্রিয়তমে! সেলিনা! মর্ম্মাহত লঞ্চেলটকে রাখিয়া কোথায় চলিলে তুমি? কত কষ্ট দিয়াছি, একদিনও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। দুঃখীকে বিবাহ করিয়া কেবল দুঃখেই জীবন কাটাইয়াছ। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে আর অনাদর করিব না, আর ব্যথা দিব না।—কথা কও সেলিনা, হতভাগ্যকে ফেলিয়া তুমি কোথায় চলিলে?" সেলিনার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।—অঙ্গুলি সংকেতে চন্দ্রমণ্ডল দেখাইলেন। সেলিনার শেষ উত্তর "ঐ দেশে! ঐ দেশে আবার সাক্ষাৎ হইবে।" সেলিনা নয়ন মুদ্রিত করিলেন।—আর চাহিলেন না। লঞ্চেলটের দিকেও আর ফিরিয়া চাহিলেন না। বিষাদিনীর বিষাদপ্রতিমা চিরদিনের জন্য বিষাদ সাগরে ডুবিল! মর্ম্মাহত লঞ্চেলট শূন্যমনে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর ফিরিলেন না।

সুখ-চিত্র।

এডওয়ার্ড আলপোল, অজলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সুখের জীবন সুখেই গত হইতে চলিল। বাস্ফরস পল্লির একটী

ক্ষুদ্র অট্টালিকায় বিমুগ্ধ দম্পতি পরম সুখে বসতী করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় দর্শনে পল্লির সমস্ত পরিবার বিমোহিত হইল। দম্পতি পল্লির সকল লোকেরই স্নেহভক্তির আস্পদ হইয়া পরমসুখী হইলেন। পরস্পরের যত্নে পল্লির কোন অভাবই রহিল না। হাস্যময়ী অজলিনীর যত্নে পল্লি যেন আনন্দ-নিকেতন হইল।

ষ্টিফেন আসবর্ণও প্রমীলাকে বিবাহ করিয়াছেন। দারুদেশ তাঁহাদিগের অধীনে আসিয়াছে। ডর্সেটসায়রে দম্পতি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ষ্টিফেন প্রমীলার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধস্বরূপ তিনি প্রেমময়ী প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্রপ্রণয়ে প্রমীলা পতির পরিতোষ সম্পাদন করিয়াছেন। রহস্য করিয়া প্রমীলা ষ্টিফেনকে কতই লজ্জা দিয়াছেন। লণ্ডনের পৈত্রিক বিষয় ষ্টিফেন ডরসেটসায়রে থাকিয়া তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

এদমন্দ ভুবন লবণাকে বিবাহ করিয়াছেন। থর্ণবরীর লোমহর্ষণ ঘটনার পরই এই বিবাহ হয়। পূর্ব্বে তাঁহারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এথেল আর্ডলী প্রাসাদে আসিয়াছেন। ইয়ুং ডচেসের মৃত্যুর পর তিনিই এখন আর্ডলীর সম্মানিত ডচেস্ পদবী লাভ করিয়াছেন।

ভিউক এখন সুখে আছেন। এতদিনের পর তাঁহাদিগের সুখের দিন আসিয়াছে।

রাজকুমারী রক্ষণা উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিত হইয়াছেন। রমানফের যুবরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। এথেলকে তিনি ভুলেন নাই। তাঁহাদিগের পরস্পরে যেরূপ সদ্ভাব ছিল, আজিও তাহাই আছে। মধ্যে মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া যাইসেন। পরস্পরই পরস্পরকে "প্রিয়তমা" বলিয়া পত্রাদি লিখিয়া থাকেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একজন ইংরেজ-ভ্রমণকারী সুইজর্লণ্ডের এক পল্লির অপ্রসস্ত পথ বহিয়া চলিয়াছেন। পথিকের মলিন বেশ। পৃষ্ঠে ব্যাগ। পথিকের বয়স অনুমান ২৪ বৎসর, দেহ বলব্যঞ্জক, মুখশ্রী—সুকুমার। উজ্জ্বল চক্ষুতে চিন্তার আবিল্য বিকাশ পাইতেছে। পথিক শূন্যমনে ধীরে ধীরে একখানি সামান্য বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন. একটী সুন্দরীবালিকা গৃহের সম্মুখে খেলিয়া

বেড়াইতেছে: বালিকার বয়স ৭ বৎসর।—সুকুমারীর সুকুমার মুখ মণ্ডলে হাসির ফুল ফুটিতেছে। অদূরে ২৩ বৎসরের এক বিষাদ-প্রতিমার বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই হাসির প্রতিঘাত বাজিতেছে। বিষাদিনীর আঁধার হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া যেন সুখের জোৎস্না ফুটিয়া উঠিতেছে। পথিক ধীরে ধীরে সেই বালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিষাদিনীর দৃষ্টি পথিকের প্রতি পতিত হইল। বিষাদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুখ হইতে নির্গত হইল,—"লন্‌শেলট।" বিষাদিনী অচৈতন্য হইয়া লন্‌শেলটের পদতলে পতিত হইলেন। লন্‌শেলট ব্যথিতস্বরে কহিলেন "ইমোজীন! বিধাতার অপার করুণা বলে আজ আবার তোমাকে আমি পেলেম।" লন্‌শেলট ধীরে ধীরে ইমোজীনকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ পরে ইমোজীনের চৈতন্য হইল। নিরাশ-প্রণয়ের দুঃখের তরঙ্গে সুখের তরণী ভাসিয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরে লন্‌শেলট জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ইমোজীন আমাকে ত্যাগ করিলে?"

ইমোজীন কহিলেন "আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই আমি পালিয়ে এসেছিলেম। প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, তোমার পিতামাতার সম্মতি না পেলে বিবাহ কোর্ব্বো না। সেই জন্যই আমার পালায়ন। সূচের কাজে আর আমার ভ্রাতার নৌচালনায় আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হতো।" সেলিনার মৃত্যু সংবাদ ইমোজীন শুনিয়াছেন, সুতরাং বিবাহের আর কোন বাধা হইল না। লর্ড ও লেডী ট্রেণ্টহাম আর এ বিবাহে যে প্রতিবাদ করিবেন না, তাহাও ইমোজীন জানিয়াছে।

লন্‌শেলট ও ইমোজীন—বিবাহ করিয়া সুখী হইলেন। ইমোজীন অচীরে ট্রেণ্টহাম প্রাসাদের সম্মানিত কুলবধু হইলেন। এত দিনে দুঃখ কষ্টের অবসান হইল।

আনীর কোন ব্যবস্থাই—ইয়ং ডচেস করেন নাই। তথাপি সে ট্রেণ্টহাম প্রাসাদেই প্রতিপালিত হইল। আনী কখন মাতৃস্নেহ পায় নাই, সে সুখভোগ তাহার অদৃষ্টে আর ঘটিল না। কিন্তু তাহাতে সে দুঃখিতও নহে।

ফেনী—এত দুঃখ কষ্টে পড়িয়া, তাঁহার পুরাতন কর্ত্রীকে ত্যাগ করে নাই। এখন তাহারও সুখের সীমা নাই। ট্রেণ্টহাম প্রাসাদে ফেনীর

ওয়াল্‌টার হার্ব্বাট—রাজকীয় নৌ-বিভাগের কর্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন। তাঁহারও উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে।

ইমোজীন অতি দুঃখকষ্টে পড়িয়া আলপীন পল্লিতে আসিয়াছিলেন। এইস্থানেই তাঁহার ভাগ্যচক্রের এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন। স্বামীকে বলিয়া ইমোজীন তথায় এক অতিথিশালা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। যাহারা দুঃখ কষ্টে পড়িয়া তাঁহার অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা যাহাতে ইচ্ছামত সুখসচ্ছন্দে থাকিতে পারে, ইমোজীন তাহার ব্যবস্থা করিলেন। অতিথিশালার প্রবেশ দ্বারের উপরে মার্ব্বেল প্রস্তরে স্বর্ণাক্ষরে ইমোজীন খোদিত করিয়া দিলেন,—

ইষ্টদেবতা লন্‌্‌শেলট ওসবর্ণের স্বর্গীয় প্রণয়ের

স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য

তাঁহার দাসী

হতভাগিনী ইমোজীন কর্ত্তৃক

এই অতিথি-শালা

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রস্তর খোদিত হইবার সময় লন্‌শেলট ছিলেননা। এক বৎসর পরে অতিথিশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া তিনি এই স্মরণ-লিপি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তর খানি স্থানান্তরিত করিয়া "তাঁহার দাসী হতভাগিনী ইমোজীনের" স্থানে লিখিয়া দিলেন "তাঁহার হৃদয়েশ্বরী প্রেমময়ী ইমোজীন।"

অনেক দিন এ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অতিথিশালার বালিচূণ খসিয়াছে, সে সৌন্দর্য্য আর নাই। এখনও সুইজর্লণ্ডে যে সমস্ত ভ্রমণকারী গমন করেন, তাঁহারা এই আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা এখনও দেখিতে পান, আজিও স্বর্ণাক্ষরে লন্‌শেলট-ইমোজীনের স্মরণ চিহ্ন সৌধশীরে শোভিত রহিয়াছে।

উপহার গ্রন্থাবলী।

আদর্শনারী, প্রেম-লিপি, কবিতা-কদম্ব, নাড়ীজ্ঞান-চন্দ্রিকা, বৌ-বাবু, নক্সা, ঔষধ-শিক্ষা, তালজ্ঞান, তবলা-শিক্ষা, রাগিণী-শিক্ষা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়প্রণীত।

৩৭ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন হইতে

সরকার এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৬ সাল।

দ্রষ্টব্য।

রাণী কৃষ্ণকামিনীর উপহার দশখানি প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ উপহার পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র দেখিয়া হয় ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন ; সেই জন্য এস্থলে প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, পুস্তকগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয় ক্ষুদ্র নহে। প্রত্যেক পুস্তকখানিই যাহাতে পাঠকগণের ন্যূনাধিক উপকারে আইসে, যত্নসহকারে প্রত্যেক পুস্তক সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। মূল পুস্তক কৃষ্ণকামিনী আমাদের সংকল্পিত আকারের প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠকগণের অনুরোধই এই আকারবৃদ্ধির কারণ। উপহার ও মূল পুস্তকের কলেবর যেরূপ বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উহা বিজ্ঞাপিত মূল্যে বিক্রয় করা সমূহ ক্ষতিজনক। তবে অগ্রে বিজ্ঞাপনে যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রথম সংস্করণ অবশ্যই সেই মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্ণ মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইব। বিশেষ সুবিধার জন্য পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি, প্রথম সংস্করণের এখনও প্রায় আড়াইশত পুস্তক মজুদ আছে। সুলভ মূল্যে যাঁহারা উপহার সহ কৃষ্ণকামিনী লইতে চাহেন, অগৌণে তাঁহারা গ্রহণ করুন্। দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্ণ মূল্য ৩৷৹ আনায় বিক্রয় হইবে।

গরাণহাটা, কলিকাতা।
১লা আষাঢ়, ১২৯৬।

প্রকাশক

আদর্শ-নারী।

——**——

সঞ্জুক্তা।

এতদিনে ভারতের স্বাধীনতা-রবি বুঝি অস্তমিত হন!—যে চিতোর ভারতের কণ্ঠহার, যে রাজস্থান বিধাতার মানসসৃষ্টির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল, সেই রাজস্থান বুঝি শ্মশানে পরিণত হয়! আর্য্যগণের সৌর্য্যসূর্য্য এতদিন মধ্যগগণে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণকে বিদগ্ধ করিতেছিল, আজ বুঝি তাহা অস্তাচলে শয়ন করে! হায়! এতদিনে আর্য্যগণের সুনির্ম্মল যশঃ-শশাঙ্ক বুঝি কীর্ত্তিবিলোপী ঘনতমসায় সমাচ্ছন্ন হয়! কে জানে, ভারতের ভবিতব্য-চক্র বিধাতা কোন্ পর্য্যায়ে আবর্ত্তিত করিতেছেন!

দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ দুরাচার সাহাবুদ্দীনকে পরাস্ত করিয়া এখন পরমসুখে কালাতিবাহন করিতেছেন। বহুদিনব্যাপী সমরব্যাপারে সংলিপ্ত থাকিয়া অত্যধিক ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এখন প্রিয়তমা মহিষী সঞ্জুক্তার সহবাসে শ্রমাপনোদন করিতেছেন। জানিতেছেন না যে, দুরন্ত সাহাবুদ্দীন বিতাড়িত নির্জ্জিত হইয়াও তাহার হৃদয় নিহিত দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। দিল্লিসিংহাসনের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুলিত, তাই বিতাড়িত লাঞ্ছিত হইয়াও পুনর্ব্বার সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের বল পরীক্ষায় সমুদ্যত হইয়াছে। এই ভীষণদুর্দ্দৈবে পৃথ্বীরাজকে কে রক্ষা করিবে? দুর্দ্দান্ত যবনের করাল কবল হইতে দিল্লীর রাজলক্ষ্মীকে কে রক্ষা করিবে? পৃথ্বীরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগ্নিপতি চিতোরেশ্বরের আনুকুল্য প্রার্থনা করিলেন। চিতোরেশ্বর সমরসিংহ রাজস্থানে তদানিন্তন বীরগণের অগ্রণী ছিলেন। কি বীরত্বে, কি দানশীলতায়, কি সৌজন্যে, কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সেই জন্যই পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার অত্যধিক সম্প্রীতি। সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন না। পৃথ্বীরাজের ভগ্নহৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনর্ব্বার দ্বিগুণ উৎসাহে যবন উৎসাদনে ধৃতব্রত হইলেন।

রজনী গভীর। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মুক্তবাতায়নপথে প্রবিষ্ট হইয়া শায়িতদম্পতীর সুখনিদ্রা গাঢ়তর করিবার জন্যই স্বীয় সুশীতল রশ্মিজালে তাঁহাদিগকে যেন প্লাবিত করিতেছে। পৃথ্বীরাজ ও সঞ্জুক্তা গাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন। চন্দ্রিকার শুভ্রজ্যোতিঃ দম্পতীর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হওয়ায় যেন অগণ্য নবপ্রস্ফুটীত কুসুমরাশীর একত্র সমাবেশ বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে।

অকস্মাৎ চীৎকারের সহিত পৃথ্বীরাজের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্তম্ভিত বীর শিবনাম উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। চীৎকারে সঞ্জুক্তারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সাধ্বী বাহুযুগলে পতির কণ্ঠদেশ পরিবেষ্টন করিয়া এই অলৌকিক ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথ্বীরাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "সঞ্জুক্তা! এক অত্যদ্ভুত কুস্বপ্নই আমার চিত্ত-বিভ্রমের একমাত্র কারণ। দেখিলাম, এক লোকললামভূতা কামিনী সজলনয়নে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। সুন্দরীর পশ্চাতেই এক প্রকাণ্ড মত্তহস্তী শুণ্ড আস্ফালন করত সদম্ভে ধাবিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়! সুন্দরী অবিকল তোমারই অবয়ব বিশিষ্টা। হতভাগ্য আমি, আমার শতচেষ্টা বিফলিভূত করিয়া সেই প্রমত্ত করিবর সুন্দরীকে পদদলিত করিল। সঞ্জুক্তা! প্রাণেশ্বরি! আমার ভাগ্যলক্ষ্মী তুমি, দিল্লির রাজলক্ষ্মী তুমি, আমার বড় ভয়, পাছে তুমি সেই প্রমত্ত বারণরূপী যবনকর্ত্তৃক অপমানিতা হও!—পাছে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী দুরাচার যবনের অঙ্কশায়িনী হন! আমার একদিকে সমগ্র প্রজামণ্ডলী, একদিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি, আর একদিকে সঞ্জুক্তা, তুমি। এই তিনেরই রক্ষাভার আমার উপর নির্ভর করিতেছে। যবনের কবল হইতে আমি কিরূপে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিব?"—উচ্ছ্বাসে মনোভাব বিবৃত করিয়া পৃথ্বীরাজ নীরব হইলেন।

সঞ্জুক্তার মুখে হাসি ফুটিল!—হাসিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য! শত শত যোদ্ধার যুদ্ধে যাঁহার কেশাগ্র পর্য্যন্তও কম্পিত হয় নাই, সামান্য কুস্বপ্নে তাঁহার এত আতঙ্ক? যে বীরসিংহের আনুকূল্যে যবনফেরু বারম্বার নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, যাঁহার রোষ-বহ্নিতে যবনগণ পতঙ্গতুল্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সমরসিংহের সাহায্যে অবশ্যই আর্য্যগৌরব রক্ষিত হইবে। যদি নিতান্তই তা না হয়, আর্য্যলক্ষ্মী যদি নিতান্তই আর্য্যগণকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও রাজপুতের গৌরব রক্ষার ত্রুটী হইবে না। নিয়তির

পথ কে রুদ্ধ করিবে? কিন্তু তাই বলিয়া প্রিয়তম! এতদূর অধৈর্য্য হওয়ার আবশ্যকতা কি?" সঞ্জুক্তার প্রবোধে পৃথ্বীরাজ বাহ্যিক সান্ত্বনা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এ প্রবোধে পরিতৃপ্ত হইল না। রজনী প্রভাত হইল।

যথাসময়ে যুদ্ধ যাত্রা হইল। আর্য্য-অনীকিনী পবিত্রসলীলা দৃশদ্বতী তীরে সমবেত হইলেন। এদিকে সমরসিংহের ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত সেনা পৃথ্বীরাজের প্রবল বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইল। যবন ও হিন্দু-পটমণ্ডপ পরস্পর সম্মুখীন ভাবে সংস্থাপিত হইল। রাজপুতগণের তদানিন্তন হর্ষভাব দেখিয়া কে মনে করিয়াছিল যে, রজনী প্রভাতের সহিত তাঁহাদিগের সকল সাধ বিষাদে পরিণত হইবে?

রজনী প্রভাত হইল। রাজপুতগণ পবিত্রসলীলা দৃশদ্বতী নীরে অবগাহণ স্নান করিয়া ভক্তিভরে শিব বিধায়ক শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা সঞ্জুক্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আজ তিনি স্বহস্তে পতিকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন! আজ বীরনারী বীরপতিকে বীরোচিত বেশভূষায় ভূষিত করিতেছেন, এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! ললাটফলকে শারি শারি চন্দনরেখা, মস্তকে উষ্ণীষ নিম্নে ভগবান ভবানীপতির প্রসাদীত বিল্বপত্র, কণ্ঠে বিজয় সূচক মণিমাল্য, তদুপরি রক্ত জবার মনোহর ত্রিপুষ্প, সঞ্জুক্তা এক একবার এক একটী বেশে সজ্জিত করিতেছেন, আর এক একবার কতই গর্ব্বে—কতই উৎসাহে অপাঙ্গে স্বামীর সেই তেজোগর্ব্বিত প্রেমময় মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছেন। সঞ্জুক্তার হৃদয়ে কত সুখের প্রবাহ বহিতেছে, কত আশার মনোমোহিনী মূর্ত্তি—যেন জাগ্রতে কত মোহনমধুর স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছেন!—আশা! এইজন্যই তোমার নাম মায়াবিনী!

অন্যান্য বেশে ভূষিত করিয়া সঞ্জুক্তা পৃথ্বীরাজের কটিদেশে কোষ-সম্বদ্ধ অসি ঝুলাইতেছেন। যে অসি শত শত যবনের শোণিতে শত শত বার রঞ্জিত হইয়াছে, সেই অসি সঞ্জুক্তা আজ স্বামীর কটিদেশে ঝুলাইতেছেন। অকস্মাৎ গম্ভীর দামামা ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া—পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আবার সেই শ্রবণভৈরব সমরবিঘোষক ক্ষত্রিয়দামামা ধ্বনিত হইল! কুটীলবুদ্ধি যবন এত প্রত্যুষে যে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, তাহা পৃথ্বীরাজ

স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অনাহারে—প্রিয়তমাকে জন্মের শোধ শেষ আলিঙ্গন করিয়া—সমুদিত বালসূর্য্যের প্রতি একবার নির্ভর দৃষ্টিতে চাহিয়া—পৃথ্বীরাজ অশ্বারোহণে তীরবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে! যদি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন, অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা এই—" অপরিসমাপ্ত কথা শূন্যে মিশাইয়া গেল। পৃথ্বীরাজের কমনীয় মূর্ত্তি সঞ্জুক্তার নেত্রপথের অতীত হইল। সাধ্বী সজল নয়নে নির্ভর দৃষ্টিতে রণক্ষেত্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "যাও প্রাণেশ্বর! স্বদেশের মুখ উজ্জল কর। তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

তিন দিন ক্রমাগত যুদ্ধে আর্য্য-গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। পবিত্র-সলিলা দৃশদ্বতীর বারিরাশি ক্ষত্রিয়শোণিতে রঞ্জিত করিয়া—পঞ্চবিংশতি সহস্র স্বদেশহিতব্রতধারী আর্য্যসন্তানের জীবন বিনষ্ট করিয়া—যবনের রণভেরী ভীষণ রবে বাজিয়া উঠিল। দৃশদ্বতীতীর শ্মশানদৃশ্যে পরিণত হইল! সন্ধ্যা সমাগমের সহিত আর্য্যগণের সৌভাগ্যরবি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন। হতভাগিনী সঞ্জুক্তার আশা আর মিলিল না।

পৃথ্বীরাজ আর নাই!—রাজস্থানের যে ধ্রুবতারা ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যাকাশ আলোকিত করিতেছিল, তাহা ভবিতব্যতার অনিবার্য্য আবর্ত্তনে দৃশদ্বতী-তীরে খসিয়া পড়িল! সমরসিংহ তাঁহার প্রিয়তম বংশধর কুলতীলক কল্যাণের সহিত অনন্তকালের জন্য জন্মভূমির পৃষ্ঠে জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় অনন্তনিদ্রায় অবিভূত হইলেন। চিতোর-শশাঙ্ক কক্ষচ্যুত হইল।

সঞ্জুক্তা এখন করিবেন কি? তিনি কি আর অসার দেহভার বহিতে পারেন? কায়ার অবর্ত্তনে কি ছায়ার অস্তিত্ব থাকে? যে যবন তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়দর্পণে অমুচ্য মর্ম্মান্তিক বিষাদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে, তিনি জীবিত থাকিয়া কি যবনের সেই বিভৎস নৃত্য দর্শন করিবেন? কখনই না। তখনি সেই মহা শ্মশানে—যে স্থানে পঞ্চ-বিংশতি সহস্র ক্ষত্রিয়ের পঞ্চবিংশতি সহস্র জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, যে স্থান পঞ্চবিংশতি সহস্র ক্ষত্রিয়ের পবিত্রশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, সেই মহাশ্মশানে শারি শারি চিতা প্রস্তুত হইল। প্রধান দুইটী চিতায় সমর সিংহ ও পৃথ্বীরাজের পবিত্রদেহ স্থাপিত হইল। সমরসিংহের পত্নী পৃথা ও নারীকুলশিরোমণি সঞ্জুক্তা স্বহস্তে সেই চিতায় বহ্নিসংযোগ করিলেন।

কুণ্ডলিত চিতাধূম মুহূর্ত্তে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিল। পরিশেষে বীরনারীদ্বয় অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া চিতারোহণ করিলেন। পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সতীনারী অনন্তধামে গমন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ সজলনয়নে চিতা-বিধৌত করিয়া শূন্যপ্রাণে প্রস্থান করিলেন। বিজয়া দশমীতে দুইটী স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নিরাশহৃদয়ে ক্ষত্রিয়গণ প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের নয়নজল আর নিবিল না।

কর্ম্মদেবী।

সমরসিংহের মৃত্যুর পর চিতোরের শূন্যসিংহাসন কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণেরই অধিকৃত হইল কিন্তু কুমারের অপ্রাপ্তব্যবহার পর্য্যন্ত বীরনারী কর্ম্মদেবী রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সমরসিংহের বিধবা কর্ম্মদেবী বাল্যে পত্তনের রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বীরবংশে জন্ম, ততোধিক মহত্তর বংশে—মহত্তর বীরের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। সুবিস্তৃত চিতোর রাজ্য শাসনে তাঁহার অনুমাত্র অসমর্থতাও প্রতিপন্ন হয় নাই। তিনি কুমার কর্ণের ভবিষ্যপথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য, নষ্টাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের শান্তি সুখ দানের জন্য, নয়নের জল নয়নে সম্বরণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুরাচার যবন তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কি নির্ব্বাণ হয়? কে না জানে যে, রমণীর প্রেমময় হৃদয় দয়া ও সরলতার আশ্রয় স্থল হইলেও সময় বিশেষে তাহা জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার উৎসস্বরূপে প্রতিয়মান হয়? কে না জানে যে, রমণীর কমনীয় হৃদয় মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইলে তাহা পাষাণে পরিণত হয়? কর্ম্মদেবী তাঁহার পূর্ব্বগুণাবলী দয়া, সরলতা ও স্নেহ দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, আর দুরাচার যবনের প্রতপ্ত শোণিত পান করিবার জন্য, তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তির লোলজিহ্বা প্রতিনিয়ত অবসর অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিল। কর্ম্মদেবীর এ আশা, হায় বিধাতঃ! কত দিনে পূর্ণ হইবে?

সুবিস্তৃত চিতোর সম্রাজ্য একটী রমণীর শাসনাধীন! সুবিশাল রাজত্ব এক জন সামান্য ভীরু রমণীর ক্রিড়াপুত্তলি, সমগ্র মিবারভূমী একজন

তুচ্ছাদপি রমণীর খ্যাতিসৌরভে পরিপূর্ণ, ক্ষত্রিয়গণের বীরত্ব নিতান্ত অবহেলায় না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে চিতোর এখন অরক্ষিত। এ লোভ যবন প্রতিনিধি কুতুবুদ্দীন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সমগ্র মিবারভূমি এই মহা সুযোগে অধিকার করিবার জন্য স্বসৈন্যে চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সংবাদ যথা সময়ে রাজধানীতে পৌঁছিল। কর্ম্মদেবীর হৃদয় সহসা চমকিত হইল। দুরাচার যবনের হটকারিতার সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য, যে চিতা যবনের ঘোরতর অত্যাচারের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রজ্ব-লিত হইয়া মর্ম্মস্থল বিদগ্ধ করিতেছে, যবনের অপবিত্র শোণিতে সেই চিতা-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য কর্ম্মদেবী যুদ্ধসজ্জা করিলেন। যে মৃণাল ভুজ মণিময় বলয়ের ভারে নিপীড়িত হইত, আজ সেই ভুজে কর্ম্মদেবী লৌহ তর-বারী ধারণ করিলেন।—যে কুসুমসুকুমারদেহ কৌষেয় বসনে সমাবৃত থাকিয়াও ঘর্ম্মোৎপাদন করিত, সেই সুকুমারদেহ সুকঠিন লৌহবর্ম্মে আবৃত হইল। বীরনারী আজ অশ্বারোহণে যবনের শোণিতে তর্পণ করিবার মানসে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে যবনের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য সন্ত্রাশিত হইল। এরূপ দৃশ্য জগতের আর কেহ কখন দেখে নাই।

অম্বরের নিকট উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। নয় জন নৃপতি ও এক শত জন রাবৎ উপাধীধারী সামন্ত কর্ম্মদেবীর পৃষ্ঠপোষণের জন্য ধাবিত হইলেন। হিন্দুযবনে ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে রণচণ্ডী যে ভাবে রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আলুলায়িতকুন্তলা ভীম-রূপিণী কর্ম্মদেবী অশ্বারোহণে রণচণ্ডী বেশে যবন দলনার্থ সমরাঙ্গণে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কর্ম্মদেবীর ভীমপ্রহরণের ভীষণতম আঘাতে শত শত যবনের ছিন্নশীর ধরণী চুম্বন করিল। সমরসিংহ যে তরবারী দ্বারা শত শত বিপক্ষকে সমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রতিহিংসা সংসাধনের জন্য কর্ম্মদেবী পতির সেই বিশালতরবারী আনাইয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। আজ সেই তরবারীই তাঁহার সম্বল। পতির শোণিতপিপাসু তরবারীর যথাসংকারে কর্ম্মদেবী অসমর্থ হইলেন না। রণচণ্ডীর প্রবল প্রতিযোগীতায় পরাঙ্মুখ হইয়া যবনসৈন্য পলায়ন করিল। কুতুবুদ্দীন কর্ম্মদেবীর দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। ক্ষত্রিয়

নারীর অসামান্য সৌর্য্যতেজে যবনগণ তৃণতুল্য বিদগ্ধ হইল। সমরসিংহের বিধবা কর্ম্মদেবী রণক্ষেত্রে অক্ষয় বিজয় নিশান প্রোথিত করিলেন। বিধবা ক্ষত্রিয়কন্যা স্বামীর বিরহ-মনস্তাপে রোদন করেন না, রমণীর চির সম্বল রোদন ক্ষত্রিয়কন্যাগণের সন্তাপ সংহরণের অমোঘ মহৌষধ নহে;—প্রতিযোগীর উষ্ণ শোণিতই তাঁহাদিগের শোকোচ্ছ্বাস নিবারণের একমাত্র ঔষধ। আজ কর্ম্মদেবী সেই অলৌকিক স্বর্গীয় নীতির জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, যতদিন জগতের পৃষ্ঠে একটীমাত্র আর্য্য সন্তান বিচরণ করিবে, যত দিন আর্য্য নাম ধরণী হইতে বিলুপ্ত না হইবে, তত দিন—সেই যুগযুগান্তরব্যাপী অনন্তকাল কর্ম্মদেবীর এই অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী আঘোষিত হইবে। তত দিন আর্য্যগৌরব—আর্য্যরমণীর অলৌকিক কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা অক্ষয় অক্ষরে অলঙ্কৃত করিবে।

পদ্মিনী।

রাজস্থানে আজ আবার একটী নবযুগ অবতারিত হইতে চলিল। যে চিতোর বীরজননী ও স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ অবস্থিত ছিল, ভারত ভূমীর অন্যান্য নগর দুর্দ্ধর্ষ যবনগণের কঠোর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইলেও যে চিতোর এতদিন অস্পৃষ্ট ছিল, আজ নৃসংশ হৃদয় আলাউদ্দীনের ভীষণ বিদ্বেষানলে ও পাশব অত্যাচারে তাহা বিদগ্ধ, বিভগ্ন ও সমুৎসাদিত হইয়া গেল। সেই দুর্দ্ধর্ষ আর্য্যশত্রু কর্ত্তৃক চিতোরপুরী বারদ্বয় আক্রান্ত হইয়াও এত দিন আত্মগৌরব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এবার আর নিস্তার নাই। বালক লক্ষ্মণসিংহ নাম মাত্র চিতোর সিংহাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার সুযোগ্য পিতৃব্য বীরবর ভীমসিংহই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। পূর্ব্বসমরে মিবারের প্রধান প্রধান বীরগণ অনন্তকালের জন্য জন্মভূমী রক্ষার্থ জীবন উৎসগ করিয়া গিয়াছেন, এখন তবে আর্য্যস্বাধীনতা কে রক্ষা করিবে? বিপন্ন প্রজাপুঞ্জের রক্ষাসাধনে কোন্ বীর অগ্রসর হইবেন? দুর্দ্দান্ত যবন অনীকিনীর যথোপযুক্ত প্রতিযোগীতা প্রদর্শনে সমর্থ হয়, এমন সৈন্য মিবারে কোথায়? তবে কি বাপ্পা রাওলের পবিত্র মহীমা—অসাধারণ গরীমা যবনের অত্যাচারে বিলুপ্ত হইবে? ভবিতব্যতার কঠোর অনুশাসন কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, কে জানে?

সেই লোকললামভূতা সুরসুন্দরী পদ্মিনী ভীমসিংহের পত্নী। তৎকালে ভারতের সর্ব্বপ্রধান রূপসী বলিলে কেবলমাত্র পদ্মিনীকেই বুঝাইত। এই পদ্মিনীর দিগন্তব্যাপী রূপরাশীই শিশোদীয়গণের কাল হইল। যবনবীর আলাউদ্দীন এই পদ্মিনীর অলোকসামান্যরূপসুধা পান করিবার জন্য দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কার্য্যতঃও তাহাই হইল। পরন্তু জিগীষা বা যশোলিপ্সা এ অবরোধের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সপ্তাহ কাল আলাউদ্দীন কঠোর শাসনে রাজপুতগণকে শাসিত করিলেন। অপমান, নির্যাতন, কিছুই বাকী রহিল না, কিন্তু যখন দেখিলেন সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেও তাহার হৃদয়তেজ দমিত হইবার নহে, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন, "যদি পদ্মিনী আমার করে সমর্পিতা হন, তাহা হইলেই আমার সৈন্যগণ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।" এই পাশব প্রস্তাব মুহূর্ত্তে চিতোরের গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল। পাষণ্ড যবনের এই ভীষণ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া চিতোরের আবালবৃদ্ধবনিতা শিহরিয়া উঠিলেন! দুরাচারের এই দুরভীষ্ট বৃত্তান্ত রাজপুতগণ যতই আন্দোলন করেন, ততই তাঁহাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও জিগীষায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। রাজপুত শরীরে শোণিতবিন্দু থাকিতে তাঁহাদিগের কুলকামিনী যবনস্পৃষ্ঠা হইবেন? দেবকন্যা রাজপুতবালা যবনদানবের অঙ্কশায়িনী হইবেন? রাজপুতজীবনের জীবনস্বরূপিনী পদ্মিনী শত্রুর পদসেবা করিবেন? রাজপুতের পবিত্র নাম অমুচ্য কালিমা পরিব্যাপ্ত হইবে? রাজস্থান কি নারীস্থান হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে রাজপুতের গৌরবরবি অস্তমিত, হউক, কিন্তু তাঁহাদিগের ধমনীতে আজিও ত আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তবে কিরূপে তাঁহারা এই অবমানকর জঘন্য ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন? রাজলক্ষ্মী দুরাচার অস্পৃশ্য যবনের "বাঁদি" হইয়াছে, ইহা তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? রাজপুতের জীবন কি তত্তুলনায় এতই মূল্যবান? রাজপুতগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন যাউক, স্বর্গাদপি গরীষ্ঠ চিতোর শ্মশানে পরিণত হউক, কিন্তু এ প্রস্তাবে কখনই অনুমোদন করিব না।"

ইহাতেও আলা উদ্দীনের দুরাশা মিটিল না। তাঁহার রূপতৃষ্ণা ফুরাইবার নহে। অগত্যা পুনর্ব্বার আলাউদ্দীন স্বীকার করিলেন, "পদ্মিনীর প্রতি-

ছায়া দর্পণে দেখিয়াই তিনি নিবৃত্ত হইবেন।" এ প্রস্তাবে ভীমসিংহ সম্মত হইলেন। দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে আলাউদ্দীন রাজপ্রাসাদে অতিথিরূপে সমাগত হইলেন। আলাউদ্দীন জানিতেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রাজপুত অকৃতজ্ঞ নহে, অবিশ্বাসী নহে,—পরমশত্রুও অতিথিরূপে সমাগত হইলে রাজপুতগণ যথোচিত সৎকারে বিরত নহেন। আতিথ্য স্বীকার করিলে তাঁহারা শত্রুকেও মিত্রভাবে আলিঙ্গন করেন। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আলাউদ্দীন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়াছিলেন।

ভীমসিংহ বন্ধুভাবে আলাউদ্দীনকে অভ্যর্থনা করিলেন। যথোচিত সম্মানের সহিত আলাউদ্দীন রাজপুতগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন। দর্পণে সুরসুন্দরীর প্রতিবিম্ব প্রদর্শিত হইল। যে রূপের প্রশংসা শুনিয়া তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন, দর্পণের অবিকৃত সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহার হৃদয়-নিহিত দুরাশা অপগত না হইয়া বরং সম্বর্দ্ধিত হইল! বিধাতঃ! রমণীদেহ ভিন্ন সৌন্দর্য্যবিকাশের কি আর দ্বিতীয় স্থান নাই?

অহারান্তে আলাউদ্দীন বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সরল হৃদয় ভীম-সিংহ অতিথির প্রত্যুদ্গমন মানসে বাক্যচ্ছলে প্রাসাদ হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িলেন। কুটবুদ্ধি দুরাচার আলাউদ্দীনের সৈন্য গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, ইঙ্গিত মাত্রে ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া যবন শিবিরে লইয়া চলিল। তখনি ঘোষিত হইল, "এইবার সিংহ জালে পড়িয়াছে। পদ্মিনীর প্রেমমধুপান করিতে না পাইলে ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিব না।" দুরাচারের মর্ম্মান্তিক কপটতায় রাজপুতগণ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। আলাউদ্দীনের জঘন্য কৌশল ও শঠতার বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া পঞ্চমবর্ষীয় রাজপুতশিশু পর্য্যন্ত ঘৃণার হাসি হাসিল। যে কৌশল ভ্রমেও রাজপুতের স্মৃতিপথে উদিত হয় না, সেই ঘৃণিত কৌশলের বিষময় পরিণাম শ্রবণ করিয়া হিংসায় রোষে রাজপুতগণের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সংবাদ পদ্মিনীর নিকটে পৌঁছিল। পদ্মিনী এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীর ভাবে কর্ত্তব্যাবধারণে তৎপর হইলেন। ভ্রাতা বাদল ও পিতৃব্য চোহানকুলতীলক বীরবর গোরার সহিত পরামর্শ করিয়া পদ্মিনী আলাউদ্দীনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত যথাসময়ে আলাউদ্দীনের নিকট নিবেদন করিল, "সম্রাট!

আপনার সেনাচমূ যেদিন চিতোর হইতে অপসারিত হইবে, পদ্মিনী সেই দিনই আপনার নিকট সমাগত হইবেন, কিন্তু একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। পদ্মিনী কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার মর্য্যাদার যেন ক্রটী না ঘটে। তিনি যেরূপ ভাবে এখন অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই যেন তিনি রক্ষিত হয়েন। যে সকল সখী দিল্লি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবেন, তাঁহারাও এই সঙ্গে আসিবেন। অতএব সেই সমস্ত সুশীলা সদ্বংশজা সখীগণ যেন যথোচিত সম্মানের সহিত গৃহীত হন।'' আলাউদ্দীন সম্মত হইলেন। তিনি এখন কুহুকিনী আশার দাস! আশার মোহিনীমূর্ত্তি এখন তাঁহার সম্মুখে কত ভাবের সুখময়ী ছবি দেখাইতেছে, তিনি আশায় বিমুগ্ধ! মোহান্ধ আলাউদ্দীন একবার ভ্রমেও ভাবিলেন না, যে রাজপুতনারী সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বীয় হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নহেন, যে রাজপুতনারী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য কমনীয়বপু চিতানলে দগ্ধ করিতেও কষ্টবোধ করেন না, বিনা বাধায়—স্বেচ্ছায় কেন সেই সতীকুল-পদ্মিনী পদ্মিনীসুন্দরী যবনের ক্রীতদাসী হইতে স্বীকৃত হইলেন?

আলাউদ্দীনের সৈন্যশ্রেণী অপসারিত হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাত শত শিবিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যবন শিবিরোদ্দেশে ধাবিত হইল। প্রত্যেক শিবিকায় এক একজন বিচক্ষণ সমরনীতিজ্ঞ রাজপুতবীর নারীবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতেক শিবিকা গুপ্তাস্ত্রধারী ছয়জন রাজপুতবীর দ্বারা বাহিত হইল। শিবিকা যথাস্থানে পৌছিল। সম্রাটের আজ্ঞা ক্রমে পদ্মিনীকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য ভীমসিংহ অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য অবকাশ পাইলেন। এদিকে শিবিকাবাহক ও শিবিকাভ্যন্তরস্থ বীরগণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আলাউদ্দীনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি শিবিকায় আরোহণ করিয়া যবন বাহিনীর দৃঢ়সীমা অতিক্রম করিলেন। তথায় দ্রুতগামী অশ্ব সহ জনৈক ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি অশ্বারোহণে মুহূর্ত্তেই রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন।

আলাউদ্দীন ভীমসিংহের প্রত্যাগমনে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া বিষম সন্দিহান হইলেন। এই সন্দেহ ক্রমে দারুণ ঈর্ষার পরিণত হইল। পদ্মিনীতে এখন যেন তাঁহার পূর্ণ অধিকার। তাঁহার আরাধ্যদেবীর সম্মুখে ভীম সিংহ

অধিকক্ষণ অবস্থান করেন, আলাউদ্দীনের ঈর্ষাপরতন্ত্রহৃদয়ে তাহা যেন সহিল না। তিনি অবিলম্বে সেই পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপুতবীরগণ তাঁহার উপর ভীমবিক্রমে লম্ফপ্রদান করিলেন। আলা-উদ্দীন নিতান্ত অরক্ষিত ছিলেন না, মুহূর্ত্তে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ভীমসিংহকে পুনরায় বন্দী করিবার জন্য তখনি উপযুক্ত সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহাদিগের আশা পূর্ণ হইল না।

এই ঘোরতর সময়ে দ্বাদশবর্ষীয় বীরবালক বাদল ও পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লোকাতীত। যতদিন ইতিহাস থাকিবে, যতদিন আর্য্য নাম থাকিবে, ততদিন বালক বাদল ও বীরবর গোরার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

এই কাল সময়ে বীরবর গোরা আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। যৎকালে অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন সৈন্যসহ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতার্দ্রদেহ বাদল পিতৃব্যপত্নীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তৎকালে তেজস্বিনী বীর রমনী বিষম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন, "বাদল! আর বলিতে হইবে না। আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। প্রাণাধিক! বল, তোমার পিতৃব্য কিরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছেন?" বাদল সজলনয়নে কহিলেন, "মাতঃ! অধিক কি বলিব, কেবল একমাত্র পিতৃব্যের অসাধারণ সমরনৈপুণ্যে আজ শিশোদীয় কুলের অক্ষয়গৌরব রক্ষা হইয়াছে। তাঁহার প্রদীপ্ত রোষবহ্নিতে যবন সৈন্য তৃণ তুল্য দগ্ধ হইয়া গেল। যে সকল সৈন্য তাঁহার করালগ্রাস হইতে নিস্কৃতি পাইতেছিল, আমি পশ্চাতে থাকিয়া কেবল তাহাদিগকেই সংহার করিয়াছি।" গোরার শোকার্ত্ত বিধবা গর্ব্বভরে বলিলেন, "বাদল! আবার—আবার বল বৎস! আবার শুনি, আমার প্রাণেশ্বর কিরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন?, বল বাদল! ইহাই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা।" বাদলের নয়নপ্রান্তে জলধারা প্রবাহিত হইল। ক্ষত স্থান হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হইল। বাদল আবার বলিলেন "মাতঃ! পিতৃব্য অসংখ্য যবন শোণিতে পদতল রঞ্জিত করিয়া পরিশেষে সেই লোহিত আস্তরণে—অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন।" গোরার বিধবাপত্নী সহাস্য মুখে বাদলের নিকট বিদায় লইয়া চিতানলে স্বীয় দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। সতীনারী দিব্যধামে গমন করিয়া পতির সহিত অনন্তকালের জন্য সম্মিলিত হইলেন।

দিবাভাগের ঘোরতর সমরের শ্রান্তিদূর করিবার জন্য রাণা লক্ষ্মণসিংহ একাকী অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় তাঁহার বিশ্রামগৃহে অবস্থান করিতেছেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুধাধবলিত চন্দ্রকর মুক্তবাতয়নে প্রবেশ করিয়া গৃহের অর্দ্ধাংশ আলোকিত করিতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর। রাণার চক্ষে নিদ্রা নাই। বিরামদায়িনী নিদ্রা রাণার নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করিয়াছেন। রাণা ভগ্নহৃদয়ে চিতোরের ভবিষ্যভাগ্যলিপি পাঠ করিতেছেন। একে একে চিতোরের কুলপ্রদীপ সমূহ অনন্ত কালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাঁহার সাধের চিতোর আজ শ্মশানদৃশ্যে সমানীত। যবনের অত্যাচারে তবে চিতোরকে কে রক্ষা করিবে? পবিত্র শিশোদীয় বংশের অসামান্য খ্যাতিস্তম্ভ এতদিনে বুঝি কালস্রোতে ভাসিয়া যায়! এতদিনে বীরবর বাপ্পা রাওলের বুঝি জলপিণ্ড স্থল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়! রাণার চিন্তার অবধি নাই। রাণা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অকস্মাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রতিরুদ্ধ করিয়া নেপথ্যে শ্রুতিগোচর হইল, "মঁই ভুখাহুঁ" রাণা চমকিত হইলেন। হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে যেন প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইল। রাণা সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি!—বুঝিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "কেন মা তোমার এত ক্ষুধা? দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের পবিত্র শোণিত পান করিয়াও কি তোমার এ মহাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই মা? সন্তানের শোণিত পানে তোমার এত স্পৃহা কেন মা? তোমার সাধের চিতোর আজ যে শ্মশানে পরিণত? তোমার প্রিয়তম সন্তানেরা তোমার জন্য যে যবনের করাল কবলে নিহত হইতেছেন, এততেও তৃষ্ণা? বল মা; হতভাগ্য রাজপুতগণ কোন্ অপরাধে তোমার চরণে অপরাধী? প্রবিত্র আর্য্যগণের পবিত্র হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে অস্পৃশ্য হেয় যবনের প্রতি এ অযাচিত অনুগ্রহ কেন মা?" আবার কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া গভীর কণ্ঠধ্বনি সমুত্থিত হইল। "চিতোরের দ্বাদশজন রাণা যদি সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করেন, তবেই বুঝিব, আর্য্যগৌরব রক্ষায় রাজপুত সমর্থ। তবেই জানিও, চিতোরের সৌভাগ্যরবি পুনরায় সমুদিত হইবে।" দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। রাণার উদ্বেগের পরিসীমা রহিল না। রজনী প্রভাতেই চিতোরের প্রধানতম সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া রাণা গত রজনীর তাবত বিবরণ বিবৃত করিলেন। এই অলৌকিক দৈববাণী শ্রবণে

সকলেই স্তম্ভিত! রাণার দ্বাদশ পুত্রকেই লক্ষ্য করিয়া দেবীর এই আদেশ। নতুবা চিতোরসিংহাসনের অন্য উত্তরাধিকারী আর ত দ্বিতীয় নাই।

সামন্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পরদিন রাণা যথাস্থানে পুনর্ব্বার দেবী সাক্ষাতকার লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। দেবী যথাসময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইলেন এবং জলদগম্ভীরে কহিলেন, "রাণা! আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত, আমার এই ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ কর। তোমার দ্বাদশ তনয় একে একে রাজমুকুট ধারণ করুক, উপর্য্যুপরি দিনত্রয় তাহাদের আজ্ঞা-যথানিয়মে প্রতিপালিত হউক এবং পরিশেষে যবনসমরে তাহারা জীবন উৎ-সর্গ করুক, তবেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।" সামন্তগণ ও রাণা স্তম্ভিত হইলেন!—সন্দেহমাত্রও হৃদয়ে স্থান পাইল না। স্বদেশের জন্য রাণা প্রিয়তম পুত্রগণের অকালনিধনে সম্মতি দান করিলেন। আর্য্য-গৌরব রক্ষার জন্য পুত্রবিসর্জ্জনেও রাণার তিল পরিমাণে সন্দেহ উপস্থিত হইল না। ক্রমে ক্রমে রাণার একাদশ পুত্র সেই কালসমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। অবশিষ্ট রহিলেন রাণার একমাত্র পুত্র অজয়। ইনি পিতার প্রিয়তম সন্তান। অজয় বারম্বার আগ্রহ প্রদর্শন করিলেও রাণা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। বিস্তৃত শিশোদীয় কুলের একমাত্র বংশধর অজয়, বীরবর বাপ্পার বংশকে গণ্ডুষমাত্র বারি প্রদান করিতে এখন একমাত্র পাত্র অজয়ই যে কেবল অবশিষ্ট রহিয়াছেন। তবে কিরূপে সেই একমাত্র কুলপ্রদীপ বংশধরের বিনাশ সচক্ষে রাণা প্রত্যক্ষ করিবেন? উপায় উদ্ভাবিত হইল। রাণা সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমার কালপূর্ণ হইয়াছে।" পবিত্র গিহ্লোটকুলের বিনাশ দশা নিরাকৃত করি-বার জন্য, শেষবার চিতোরের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য, রাণা স্বয়ং যুদ্ধসজ্জা করিলেন। আজ চিতোরের শেষ দিন!

রাণী আত্মহৃদয়ের শোণিত দান করিয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রীর ভীম খর্পরের অপরিপূর্ণ অংশ পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে আর একটী লোমহর্ষণ ব্যাপারের আয়োজন আবশ্যক হইয়া উঠিল। এইবার চিতোরের রাজপুত মাত্রেই যখন জননী জন্মভূমির হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যখন একটীমাত্র রাজপুতও জীবিত থাকিবার আশা নাই, তখন রাজপুতকুলকামিনীদিগের মানসম্ভ্রম কে রক্ষা

করিবে? রাজপুতের হৃদয় স্বরূপিনী কুললক্ষ্মীগণ দুরাচার যবনের ক্রীতদাসী হইবে?—পবিত্র যজ্ঞহবিঃ ঘৃণ্য সারমেয়ের ভোগ্য বস্তু হইবে? সতীত্বের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা যবনকরে বিপন্ন হইবে? এ কথা ভাবিতেও রাজপুত-হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, এ চিন্তা থাকিতে তাঁহারা মৃত্যুতেও সুখ পাইবেন না। সেই জন্য জহরব্রতের উদ্যাপন।

রাজপুরীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ ছিল, তাহাই চন্দন কাষ্ঠদ্বারা পূর্ণ করা হইল। ঘৃত-বহ্নি-সংযোগে ইন্ধন-রাশী প্রজ্বলিত হইল। কুণ্ডলিত চিতাধূম আর্য্যগৌরব বিস্তার করিয়া আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে অগণ্য আলুলায়িতকুন্তলা রাজপুতবালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইলেন। পতিপুত্রের নিকট বিদায় লইয়া দুরাচার যবনের করাল-কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য রাজপুত কামিনী আজ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পতিকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, "প্রিয়তম! স্বদেশের রক্ষার জন্য জীবন পাত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। যে দুরাচার সাধের চিতোরকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হও। জীবন যায়, ক্ষতি কি? বৈকুণ্ঠে তোমার জন্য আমি দিব্যস্থান প্রস্তুত রাখিতে চলিলাম।" প্রিয়তম পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বৎস! সার্থক তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। যে দুরাচারগণ তোমার মাতার, ভগ্নির, সতীত্ব রত্ন হরণ করিতে প্রয়াসী, তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি দিতে যেন কুণ্ঠিত হইও না। যাও বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

বিদায় শেষে সকলেই ধীরে ধীরে সেই সুড়ঙ্গ সোপানে অবতরণ করিলেন। সর্ব্বপশ্চাতে সেই অলোকসামান্য স্তুপিকৃত রূপরাশী পদ্মিনী। সকলেই অবতরণ করিলেন। বিকট শব্দে সুড়ঙ্গ দ্বার রুদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তে সেই অতুলনীয় রূপরাশী, অসামান্য গুণের আধার, আর্য্যনারীর অমূল্য দেহ ভস্মরাশীতে পরিণত হইল। রাজপুতের প্রেমময় হৃদয় আজ পাষাণ! তাঁহাদিগের চক্ষে জলধারা নাই! আরক্ত নয়নে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজপুত নারীর পবিত্রদেহের পরিণাম দর্শন করিলেন। সেই ভস্ম রাশী সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া একবার আরক্ত নয়নে কুলদেবতা মার্ত্তণ্ডদেবের প্রতি চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত কহিলেন, "দেব! সাক্ষী তুমি! তোমার বংশধরগণ কাপুরুষ নহে।" তখন সেই অগণ্য রাজপুত বীরের হৃদয়কন্দর

সমুত্থিত পবিত্র "হর হর ধ্বনীতে" দিক সমূহ আকুলিত হইল। সেই ভীষণ রব সুদূরস্থিত যবন সৈন্যের কর্ণে বজ্রের ন্যায় প্রতিহত হইল। মুহূর্ত্তে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত। অসাধারণ বীরত্বে অগণ্য যবনের রক্তে স্নান করিয়া একে একে রাজপুতগণ সমর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। স্বায়ংকালে একটী রাজপুত বালকও আর দৃষ্টি পথে পতিত হইল না। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্যসৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। পাপিষ্ঠ আলাউদ্দীন চিতোর শ্মশানের সম্রাট হইল। রাণার পবিত্র রাজমুকুট যবনের পদতল চুম্বন করিল। হা বিধাতঃ! চিতোরের সৌভাগ্যরবি আর কি সেরূপ জ্যোতিতে উদিত হইবে না?

দুরাচার আলাউদ্দীনের পাপ বাসনা এখনও পূর্ণ হয় নাই। তিনি সেই গভীর রজনীতে গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিলেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? কে উত্তর দিবে? চিতোরে প্রাণীমাত্রও জীবিত নাই। তিনি যে গৃহে প্রবেশ করেন, যখনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করেন, "পদ্মিনী কোথায়?" তখনি প্রতিধ্বনি উত্তর দেয়, "পদ্মিনী কোথায়?" তিনি নিরাশ হৃদয়ে কর্কশকণ্ঠে অনুচরকে অনর্থক প্রশ্ন করিলেন, "পদ্মিনী কোথায়?" প্রতিধ্বনি দুরাচারকে ব্যঙ্গ করিয়া যেন উত্তর দিল "পদ্মিনী কোথায়?" গভীর নিশি সেই প্রতিধ্বনীকে লইয়া কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি হইল, "পদ্মিনী কোথায়?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই প্রতিধ্বনি করে "পদ্মিনী কোথায়?"আর কোথায়? হা মূর্খ! এখনও প্রশ্ন, এখনও আশা, এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ পদ্মিনী কোথায়? রাজপুতনারীর একমাত্র জুড়াইবার স্থান, সতীর একমাত্র সুখস্থান,—চাহিয়া দেখ্ দুরাচার, পদ্মিনী আজ সেই দিব্য স্থানে!—পদ্মিনী স্বর্গে। যে স্থান তোর পাপ চক্ষুর অতীত, যে স্থানে তোর বলবীর্য্য তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, পদ্মিনী সেই উচ্চপদবী লাভ করিয়াছেন। পদ্মিনী এখন স্বর্গে।

প্রেমময়ী।

রাণা কুম্ভ যেমন বীর তদ্রূপ সুকবি ছিলেন। তাঁহার মাহন জীবনের মহতী আখ্যায়িকা বীরগণের হৃদয় কলকে শান্তিসুধা পরিবর্ষণ করিত। তাঁহার হৃদয় নিহিত বীররসের প্রখর জ্যোতির অভ্যন্তরে আদি রসের মধুর

জ্যোৎস্না প্রতিভাত হইত। ঘোরতর সংগ্রাম চিত্রের মধ্যে তিনি প্রেমের মনোমোহিনী চিত্রপট দেখিতে পাইতেন।

পিতার পরমমিত্র ঝালাবার নৃপতির প্রাসাদে রাণা বাল্যকালের বহু বর্ষ অতিবাহিত করেন। ঐ ঝালাবার নৃপতির এক লোকমোহিনী কন্যা ছিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ!—বালক হৃদয়ের কি মধুময় প্রবৃত্তি! বালকবালিকা পরস্পর বাল্যপ্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন। উভয়ের সম্মুখে সংসারের ভীষণ কার্য্যক্ষেত্র! কিন্তু বালকবালিকার সহিত অদ্যাবধি সংসারের পরিচয় হয় নাই। জানে না সংসার, জানে না সংসারের ভীষণ ভীষণতম কুটীলতা, জানেনা মনুষ্য হৃদয়ের তীব্র হলাহলরূপী বৃত্তি সমূহ, বালকবালিকার নির্ম্মল হৃদয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। বালকবালিকা পরমানন্দে পরস্পরকে হৃদয়ে স্থাপন করিল। শৈশবের অজস্র অকৃত্রিম ভালবাসার প্রবাহ পরস্পরকে প্লাবিত করিল। বালকবালিকা ভালবাসিল।

দিন যায়—রয় না। স্তবে, কটুবাক্যে, পূজায় প্রত্যাখ্যানে কালের ভ্রূক্ষেপ নাই, চিরদিন সমান গতিতে চলিয়াছে। কালের আবর্ত্তনে বালকবালিকা যুবকযুবতী হইলেন। এতদিনে বুঝিতে পারিলেন সংসার! তখন মুখের হাসি মুখে মিশাইল! হাস্যময়ী সরলা এখন বিষাদপ্রতিমা;—সুকুমার সরল বালক এখন বায়ুরোগগ্রস্থ উন্মাদ যুবা, বা চিন্তাশীল ব্যবসায়ী বৃদ্ধ!

যখন দেখিলেন, প্রেমময়ী লীলাবাই ভিন্ন এ জীবনশ্মশানে আর শান্তির স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইবে না, এ হৃদয় মরুভূমে আর কুসুম ফুটিবে না, তখন কুম্ভ চিন্তায় আকুল হইলেন। জীবনতোষিণীর সম্মিলন সুখলাভের জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এদিকে লীলার কুম্ভ-বিরহও একান্ত অসহনীয় হইয়া পড়িল। গুপ্তদূত দ্বারায় পরস্পরে একটী উপায় অবধারণ করিলেন। লীলা পিতা, ভ্রাতা, আত্মিয়স্বজনের মুখাপেক্ষী হইলেন না,—পিতার অকলঙ্ককুলে কলঙ্ককালিমা পরিব্যাপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, অনূঢ়া কুলবালিকা ঘৃণিত অভিসারে প্রবৃত্ত হইলেন, অথবা প্রবাহিনী শতবাধা অতিক্রম করিয়া সাগরে সম্মিলিত হইল। কুম্ভ-মেরুর প্রাসাদ নিম্নে দুর্ভেদ্য ঝালবন মধ্যে চন্দ্রালোকে বিরহবিধুর দম্পতি প্রাণ ভরিয়া পরস্পরকে দর্শন করিয়া লইলেন। তৃষিত চাতকের অবি-তৃপ্ত পিপাসার কথঞ্চিৎ শান্তি হইল। বাক্যালাপের অবসর নাই,—যথা-সময়ে গুপ্তশিবিকা গুপ্তস্থানে সংগুপ্ত ছিল, কুম্ভ জীবনতোষোণীর হস্ত ধারণ

করিয়া শিবিকায় আরোহণ করাইলেন, কিন্তু ভবিতব্যতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হয়? প্রেমবিমূঢ় কুম্ভের কর্ণে শত অশ্বারোহীর অশ্বপদ শব্দ প্রবিষ্ট হইল! চাহিয়া দেখিলেন শত অশ্বারোহী বিশাল ভল্ল উদ্ধত করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যে মূঢ়—যে রাজপুতকুল-পাংশুল মিবারের নৃপতির দিগন্তব্যাপী যশস্তামরসে অমুচ্য কলঙ্ক কালিমায় রঞ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই কৃতঘ্ন নরপশুর হৃদয়শোণিত পান করিবার জন্য শত ভল্ল চন্দ্রকরে প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই শত অশ্বারোহীর ভীষণ ক্রোধানলে সহায়শূন্য কুম্ভকে কে রক্ষা করিবে? মিবারের একমাত্র প্রভাকর তুচ্ছ প্রেমের জন্য বুঝি আজ দুরন্ত রাহুগ্রাসে পতিত হয়! অশ্বপদধ্বনি শ্রুতমাত্র বাহকগণ পলায়ন করিল। লীলার শিশিরবিধৌত মুখনলীন মলিন হইয়া গেল, কিন্তু এই আকস্মিক বিপদে কুম্ভের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। সরলহৃদয়া লীলা সকাতরে কহিল "প্রিয়তম! পলায়ন কর—পলায়ন কর। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে, আমার অদৃষ্ট চক্র যে দিকে পরিচালিত হয় হউক, কিন্তু হৃদয়সর্ব্বস্ব! সামান্য কিঙ্করীর জন্য তোমার অমূল্য জীবন কেন বিপন্ন করিতেছ? সৈন্যগণের শাণিত ভল্ল এখনি যে তোমার সুকুমার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে? আমি সকল যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু আমার সম্মুখে তোমার জীবন নষ্ট হইবে, এ যন্ত্রণা একান্তই অসহ্য। মিনতি করি প্রিয়তম! অশ্বারোহণে অবিলম্বে প্রস্থান কর। মুখরা লজ্জাহীনা লীলা তোমার পবিত্র চরণ কখনই বিস্মৃত হইবে না।"

সেই ঘোরতর আসন্নবিপদেও কুম্ভের প্রশান্ত বদনমণ্ডলে হাস্যরেখা প্রকটিত হইল। সহাস্যে কহিলেন, "না প্রিয়তমে! প্রাণের জন্য আমি তত কাতর নহি। প্রাণ ভয়ে পলায়ন ক্ষত্রিয়প্রবৃত্তিতে কখনই উদিত হয় না। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমার প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়া তুমি এতদূর বিপন্ন হইয়াছ, তোমাকে এই ঘোরতর বিপদসাগরে ভাসাইয়া আমি প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিব? এতদূর কৃতঘ্ন আমার স্বভাব নহে। হয় এই শতসৈনিকের শতচেষ্টা বিফলিভূত করিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিব, নতুবা হৃদয়শোণিত পাতে তোমার এই দুরপণেয় কলঙ্করাশী বিমোচন করিব।"

দেখিতে দেখিতে শত অশ্বারোহী নিকটস্থ হইল, দেখিতে দেখিতে সেই

শমসম শত অশ্বারোহী কুম্ভকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, প্রধান সৈনিক সদম্ভে ভল্ল উত্তোলন করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল, "যে নরাধম আমার প্রভুর কুলে চুরপণেয় কলঙ্ক দানে সমুদ্যত হইয়াছিল, আমার শোণিতপিপাসু ভল্ল তাহার হৃদয়শোণিত পানে পরিতৃপ্ত হউক।" সৈনিক পুরুষ দৃঢ়মুষ্টিতে ভল্ল চালনা করিলেন! অসামান্য বীর কুম্ভও নিরস্ত্র ছিলেন না, তিনি নিতান্ত অবহেলায় সৈনিকের লক্ষ্য ব্যর্থ করিলেন। তখন একে একে সেই ক্রুদ্ধ অপমানিত শতসৈনিক ভীমবিক্রমে কুম্ভের উপর পতিত হইল। কুম্ভ অসীম বিরত্ব সহকারে শত প্রতিযোগীর লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে যেমন কন্দু উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ করিতে থাকে, কুম্ভ সেইরূপ অক্ষত শরীরে কেবল সৈনিকগণের আঘাত হইতে দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সেই অগন্য প্রতিযোগীর শরীরে অস্ত্রঘাত বাসনা ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর প্রধান সৈনিকের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, যাঁহার সহিত তাঁহাদিগের এ যুদ্ধ, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। প্রধান সৈনিক যুদ্ধে বিরত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং কুম্ভের নিকটস্থ হইয়াই অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ক্ষমা করিবেন। চিনিতে পারি নাই। সাগরোদ্দেশে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, এ প্রবাহ কে রক্ষা করিবে? আপনারা নিশঙ্ক চিত্তে প্রস্থান করুন।" কুম্ভ কহিলেন, "না মহাশয়! তাহা হইবে না। আমাদিগের জন্য আপনার প্রাণ বিপন্ন করিয়া কেন আমাদিগকে পাতকগ্রস্থ করেন? প্রতিনিবৃত্ত হউন। আপনি যখন যুদ্ধে নিশেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, তখন আপনারা অনায়াসে রাজকন্যাকে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু এখনও বলি, যদি যুদ্ধে বিরত না হইতেন, তাহা হইলে কুম্ভের দেহের শেষ শোণিতবিন্দুও আপনাদিগের কার্য্যে বাধা দান করিত।" সৈনিক করযোড়ে কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই। রাজার ভয় আমার নাই। প্রাণ দানেও কুণ্ঠিত নহি। আজ যে প্রেম দেখিলাম, এ প্রেমে বাধাদানে পরজগতে আমার অশেষ প্রকার নরকভোগ করিতে হইবে।" সৈনিক রাজবংশ সম্ভূত সর্দ্দার। এই সর্দ্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্রও এই লাবণ্যময়ীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, পিতার দ্বারা রাজার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া কালে তাহার আশা পরিপূর্ণ করিবে। হতভাগ্য এই আশাব্রততীকে হৃদয়শোণিতে এত দিন পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন দেখিল, তাহার আশার মূল ছিন্ন হয়,

ভাই সদম্ভে বলিল, "তাহা কখনই হইতে পারে না। আপনি চোর—বঞ্চক, গোপনে গুপ্তপথে রাজকন্যাকে অপহরণ করিতে আসিয়াছেন। এই কি ক্ষত্রিয়ত্ব? যদি এতই ইচ্ছা ছিল, প্রকাশ্য ভাবে সমর ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া কেন রাজকন্যাকে গ্রহণ করিলেন না?" কুম্ভ দারুণ ঘৃণা সহকারে কহিলেন, "তোমার প্রাণ তুচ্ছ মশকের প্রাণ হইতেও হেয়, সে পৌরষে আমার প্রবৃত্তি নাই! আমি চলিলাম, তোমার প্রভুকে বলিও, সপ্তাহ মধ্যে সমরক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্যবল পরীক্ষিত হইবে।" কুম্ভ অশ্বারোহণে তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। প্রেমময়ী লীলার আরাধ্যদেবতার পবিত্রমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথের অতীত হইল!

পরমবিদুষী মীরাবাই রাণা কুম্ভের মহিষী। উপযুক্ত স্বামীর যথোপযুক্ত স্ত্রী। প্রেমবিমূঢ় কুম্ভ প্রিয়তমার নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার নয়নজলে মীরার অঞ্চল শিক্ত হইল। মীরার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল কিন্তু এ আঘাত স্বপত্নীসুলভ ঈর্ষায় নহে। ইহা প্রিয়তম হৃদয়ের প্রতিধ্বনি! অন্য রমণী ভাবিতেন, হতভাগিনী মরিল না কেন? পাপিনীর যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আর স্বামীর ভালবাসার অংশী যুটিত না; কিন্তু মীরার হৃদয় তাদৃশ অন্তঃসারশূন্য নহে, তিনি ভাবিলেন, "যদি প্রাণ দিয়াও স্বামীর এ যন্ত্রণা বিদূরিত হয়, তাহা হইলেও তিনি যেন সার্থকজীবন মনে করেন।"

যুক্তি অবধারিত হইল। এই বিষয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা নিতান্ত কলঙ্কের কথা, অতএব যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল, কিন্তু রাঠোর ও শিশোদীয় বংশের সন্দিভূত মনোবাদ পুনর্ব্বার প্রধূমিত হইল। রাণার জীবনে এ বিবাদের আর সামঞ্জস্য হয় নাই।

রাণা কুম্ভের শতচেষ্টা বিফলিভূত হইল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে লীলার সেই লাবণ্যময়ীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল না। তিনি সেই আরাধ্যদেবীর মনোমোহিনী চিত্রপট হৃদয়ের নিভৃতে রক্ষা করিয়া আজীবন তাহার অনুধ্যানে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর প্রাসাদ হইতে কুম্ভমেরুর সৌধমালা অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। রাণা স্বীয় প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া সজলনয়নে কুম্ভমেরুর সুদূরসৌধশ্রেণী বিলোকন করিতেন। আকাশে যে দিন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র পূর্ণকলা প্রসারিত করিয়া স্বর্গমর্ত্ত জ্যোৎস্নার শুভ্রকিরণে আলোকিত করিত সে দিন, যে দিন

অমাবস্তার নিবীড় অন্ধকার ধরণীকে গ্রাস করিত সে দিন, যে দিন প্রাবীটের ঘনান্ধকারে দশদিক অন্ধকার হইত, মুসলধারে বারিবর্ষণ হইয়া দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিত দুর্ভাগ্য কুম্ভ সে দিনও সেই মুক্তবাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া কুম্ভমেরুর প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কথিত আছে, কুম্ভমেরুর প্রাসাদ প্রকোষ্ঠে নিশিথে যে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, সেই প্রোজ্জ্বল দীপালোক লীলারী গভীর প্রেমের পরিচায়ক। ফলতঃ সেই দীপালোকই রাণা কুম্ভের জীবন স্বরূপ হইয়াছিল।

লীলাবাই অন্য পাত্রে অর্পিতা হইলেও তিনি কখন স্বামীর মুখ দর্শন করেন নাই। তিনি সেই ঘোর দুর্দ্দিন হইতে নির্জ্জনে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে জীবন অতিবাহন করিণাছিলেন। প্রেমময়ী লীলার এ প্রেম স্বর্গীয়! তাঁহার হৃদয় তাঁহার এ প্রেম অপার্থিব।

বীরনারী জবহর বাই।

চিতোর, এই নামের কি মহিয়সী মহীমা! কি অপূর্ব্ব শক্তি! চিতোর যেন সর্ব্বজাতীর লোভনীয় অপূর্ব্ব বস্তু! যে জাতি যে সময়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠে, তাহারই যেন স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি চিতোর লাভের জন্য লালায়িত হয়! সেই জন্যই চিতোররত্ন সংরক্ষণের অসীম বাধা! ধন্য রাজপুতের দৃঢ়তা! ধন্য তাঁহাদিগের অসামান্য স্বদেশহিতৈষীতা!

বিক্রমজিৎকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করিয়া বাহাদুরের বিজয়ী সেনাদল ভীমবিক্রমে চিতোর আক্রমণ করিল। চিতোরের অস্তমিত সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার দুরন্ত যবন-রাহুর করাল-কবলে কবলিত হইল। চিতোরের আজ ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত! এ সঙ্কটে কে রক্ষা করিবে? শিশোদীয় কুলের অতুলনীয় মানসম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিতে কোন্ বীর অগ্রসর হইবেন? উৎসাদিত ক্ষত্রিয়বীরগণের মধ্যে যে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট আছেন, বাহাদুরের বিশাল অনীকিনীর তুলনায় তাঁহারা যে মুষ্টিমেয়! সেই অগণ্য সৈন্য-সাগরে ইহাঁরা যে জলবুদ্বুদ মাত্র। তবে কি বিনাবাধায় দুরাচার বাহাদুরের দুরাশাব্রততী আশানুরূপে সুফল প্রসব করিবে? এ চিন্তা-কল্পনার চক্ষেও অসম্ভব। বিজয়ীর গর্ব্বিত পদাঘাত রাজপুতশিশুরও একান্ত অসহ্য!

তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট রাজপুত বীরগণ সমবেত হইলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান একলিঙ্গের নাম উচ্চারণ করিয়া শপথ করিলেন, তৎক্ষণাৎ চিতোরের রণ-তুর্য্যধ্বনি সমর ঘোষণা করিয়া যবনের বিক্রমবহ্নি সঙ্কুচিত করিয়া দিল। তাঁহাদিগের সেই শ্রবণভৈরব তুর্য্যনিনাদ নিঃশব্দে মিশাইতে না মিশাইতে বাহাদুরের কামানসমূহ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রসাতলে প্রোথিত করিবার জন্য ভীমগর্জ্জনে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সমস্ত জগত স্তম্ভিত হইল!—জগত যেন শতধা বিভিন্ন হইয়া গেল!—বিশ্বসৃষ্টিতে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল! কিন্তু নির্ভিক রাজপুতগণের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। যবনের এই কামান শব্দকে উপহাস করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের শত শত কণ্ঠ "জয় হর হর শঙ্কর" শব্দ উচ্চারণ করিল। শত শত দামামা বাজিয়া উঠিল। প্রধান সামন্ত রাও অমার সিংহ সোৎসাহে ক্ষত্রিয়গণের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কেহ ফিরিও না।—অন্ততঃ একজন যবনের মুণ্ডও স্কন্ধচ্যুত করিয়া জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিও। যে অস্ত্র ধরিতে জান, অগ্রসর হও। এই শেষ সময়! আর সময় নাই। জননীর স্বার্থক সন্তান তোমরা, পশ্চাদপদ হইও না। সংসার কদিনের জন্য,—ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য দিব্যস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ঐ দেখ, বিমান সজ্জিত। চল, বিলম্ব করিও না।" সামন্ত শূন্যমার্গে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন। রাজপুত দেখিলেন, শূন্যমার্গে স্বর্গীয় বিমান প্রস্তুত!—রাজপুতের ধন্য নির্ভরতা! আর কি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন? শত শত কামানের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া ক্ষত্রিয় বীরগণ অব্যর্থ লক্ষ্যে যবনসৈন্যের মধ্যভাগে ধাবিত হইলেন। ক্বচিত লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। এবার যেন সর্ব্বসংহারক শঙ্কর রাজপুতের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। রাজপুতের বাহুতে যেন কোন অলৌকিক শক্তিবলে শত মাতঙ্গের বল প্রবুদ্ধ হইয়াছে। যবনের এবার আর নিস্তার নাই। বাহাদুরের অগণ্য সৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া রাজপুত বীরগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বিক্রম-তরঙ্গে যবনসৈন্য-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ গভীর গর্জ্জনে দুর্গ প্রাকারের ৪৫ হস্ত পরিমিত ভূমি ৮ সহস্র ক্ষত্রিয়ের সহিত একবারে উড়িয়া গেল! এই আকস্মিক বিপদে ক্ষত্রিয়গণ বড়ই বিব্রত হইলেন। এই বিভগ্নপথে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যবনসৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

দুরাচার বাহাদুর সম্মুখসমরে অসমর্থ হইয়া দুর্গনিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করত তাহা বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করে। দুরাচার লাস্ত্রিকান্ নামক একজন ইংরাজ কুলকলঙ্ক এই ঘৃণিত কৌশলের একমাত্র অনুষ্ঠাতা। জানি না, সেই নরপশু এখন কোন্ নরকে বিশ্রাম করিতেছে। যে ক্ষত্রিয়গণ সম্মুখ সমর ভিন্ন অন্য কোন কৌশল ভ্রমেও চিন্তা করেন না, দুরাচার এই জঘন্য কৌশলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিল? কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ ইহাতেও কাতর হইলেন না। তাঁহারা একে একে সেই ভগ্ন পথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। একে একে অগণ্য যবনের শোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়া সেই শোণিতরঞ্জিত দুর্গপথে শয়ন করিতে লাগিলেন! একে একে আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক অনন্ত ধামে গমন করিলেন।

যবনগণ বিকট "আল্লা আল্লা" ধ্বনিতে দিক্‌সমূহ সমাকুল করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল। সম্মুখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!—রণচণ্ডী রণরঙ্গে আবির্ভূতা! চিতোরের মহিষী জবহর বাই প্রকাণ্ড রণতুরঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান! যেন দুর্দ্দান্ত দানব দলনের জন্য আজ দনুজদলনী দুর্গা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন!—তাঁহার গতি রোধ করিতে কে সমর্থ হইবে? দূর হইতে বাহাদুর এই অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শনে সিহরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার আশাতরণী নৈরাশ্যতরঙ্গের আঘাতে বিকম্পিত হইল! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বীরহৃদয় যেন সন্ত্রাশিত হইল! তিনি শেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রন্ধ্রমুখে সৈন্য চালিত করিলেন। বীর নারীর প্রচণ্ড তরবারীর ভীষণ আঘাতে শত শত যবন কদলীতরুর ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু কতক্ষণ? সেই অগণ্য যবন সৈন্য নিশ্চেষ্ট হইলেও তাহাদিগকে সংহার করা একার সাধ্যায়ত্ব নহে, সুতরাং জবহর বাই পরাস্ত হইলেন। তিনি শেষ বিক্রমে তাঁহার রণতুরঙ্গ তাড়িত করিয়া যবনসৈন্যব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রুক্ষয় করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কে অস্বীকার করিবে যে, সেই জন্মভূমির প্রিয়তমকন্যা জবহর বাই মাতৃক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হন নাই?

বীরধাত্রী পান্না।

রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবার জন্যই বুঝি রাজমুকুট ধারণ করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ নিপীড়িত, সামন্ত গণ অসন্তুষ্ট, এমন কি আত্মিয়স্বজন পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তবে তাঁহার রাজপদ অথুন্ন রাখিবে কে? যাহাদিগের বলে রাজার মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়, তাঁহারাই যদি বিরক্ত হইলেন, তবে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? একদা রাণা পূর্ণসভাকুট্টিমে চিতোরবিক্রমের দক্ষিণবাহুস্বরূপ তাঁহার পিতার অসময়ের একমাত্র বন্ধু প্রমার করিমচাঁদকে প্রহার করিলেন! রোষে ক্ষোভে বৃদ্ধ করিমচাঁদ যারপরনাই অভিতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বহির্গত হইলেন। অন্যান্য সামন্তগণও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন।

পৃথীরাজের উপপত্নীপুত্র বনবীর তৎকালে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সামন্তগণ তাঁহারই নিকট সমবেত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আপনি চিতোরসিংহাসন গ্রহণ করুন। আমরা রাণাকে পদচ্যুত করিব।" বনবীর এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যাণ করিলেন কিন্তু রাজপদের কি অসামান্য প্রলোভন!—আশার কি মোহিনী ছলনা! সামন্তগণের ঐকান্তিকী প্রলোভনে তাঁহার চিত্তের সেই দৃঢ়তা নষ্ট হইল। বিশ্বস্ত্যতার সুদৃঢ় শৈল বিচলিত হইল। সামন্তগণের প্রস্তাবে বনবীর সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দুর্ভাগ্য বিক্রমজিতের অদৃষ্ট-আকাশ তমসাচ্ছন্ন হইল। বনবীর চিতোরের স্পৃহনীয় রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলেন। সহসা তাঁহার চিত্তের গতি অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, চিতোরসিংহাসন অবিকল্পে সম্ভোগ করিবার যে কয়েকটী কণ্টকতরু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সমূলে নির্মূল করিবেন।

রাণার ষষ্ঠবর্ষীয় শিশুপুত্র উদয় ধাত্রী ক্রোড়ে নিদ্রায় অচেতন। ধাত্রী শুশ্রূষা দ্বারা কুমারের গাঢ়নিদ্রা গাঢ়তর করিতেছে। অকস্মাৎ রাজপুরী মধ্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ধাত্রী পান্নার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, "কৃতঘ্ন বনবীর রাণাকে হত্যা করিয়াছে!" ধাত্রীর হৃদয় কম্পিত হইল! অজ্ঞান-বুদ্ধি ধাত্রী সহসা যেন দুরদর্শী প্রাজ্ঞজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। সে যেন দিব্যচক্ষে দর্শন করিল, দুরাচার বনবীর কুমারকেও হত্যা করিবে। ধাত্রী চিতোরের

শেষ আশাস্থল—চিতোরের একমাত্র শান্তিতরু রক্ষা করিতে এক অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিল। তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত কুমারকে এক প্রকাণ্ড ফলাধার করণ্ডক মধ্যে সযত্নে শয়ন করাইয়া তাহা পত্রাদি দ্বারা আবৃত করতঃ পরম বিশ্বাসী দাসের করে অর্পণ করিল। কহিল, "যাও, এখনি পুরী হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমার প্রভু—সমগ্র চিতোরের আশাভরসাস্থল কুমারকে লইয়া প্রস্থান কর। যথাস্থানে আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।" প্রভুভক্ত ভৃত্য নিদ্রিত প্রভুকুমারকে মস্তকে লইয়া দ্রুতপদে পুরী হইতে নিক্রান্ত হইল। তখন ধাত্রী কি করিল? কুমারের শয্যায় স্বীয় হৃদয়াধিক প্রিয়তম নিদ্রিত তনয়কে শয়ন করাইয়া রাখিল। এখনি যে কি ভীষণ বিপদ ঘটিবে, এখনি যে তাহার জীবনের একমাত্র আশাতরু সমূলে নির্মূল হইবে, এখনি যে তাহার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন কাল সাগরে চিরকালের জন্য ভাসিয়া যাইবে, তাহা পান্না যেন দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করিল। দেখিতে দেখিতে রক্তাক্ত তরবারী হস্তে বনবীর গৃহ প্রবেশ করিল। কৃতান্ত সহোদর বনবীরকে দেখিয়া পান্নার হৃদয় বিকম্পিত হইল। হতভাগিনী অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্বীয় তনয়কে দেখাইয়া দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। একটীমাত্র অস্ফুট চীৎকার!—পান্না আর কিছুই শুনিল না। জননীর সম্মুখে পুত্রের নিধন! কি ভীষণ দৃশ্য! পান্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইল না। নয়নের জল নয়নেই সম্বরণ করিয়া—হৃদয়ের প্রজ্জলিত ভীষণবহ্নি হৃদয়ে চাপিয়া হতভাগিনী পান্না পুত্রের সৎকার করিল। অজস্র অশ্রু প্রবাহে পুত্রের চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া পান্না ভৃত্যের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে বীরধাত্রী পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া-প্রভুভক্তির মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পান্না স্বীয় পুত্রের জীবন বিনিময়ে রাণা সঙ্গের পবিত্র বংশ রক্ষা করিল! পান্না! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি! তোমার অসামান্য ব্রতের পুরস্কার আমাদিগের ধারণার অতীত! যে পুত্রের জীবনের বিনিময়ে প্রভুর বংশ রক্ষা করে, যে হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া—অকাতরে আপনার আশা ভরসায় জলাঞ্জলী দিয়া প্রভুপুত্রের জীবন রক্ষা করে, তাহার উচ্চ হৃদয়ের মহান্ ভাব স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত।

বীরমাতা।

আজ আকবর চিতোর অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়ী যবনবাহিনীর ভীষণ "আল্লা আল্লা" ধ্বনিতে চিতোর বিকম্পিত হইতেছে। মিবারের প্রধানতম বীরগণ আত্মোৎসর্গের দেদীপ্যমান্ নিদর্শন বীর ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া অনন্তনিদ্রায় অবিভূত হইয়াছেন, চিতোরের অবস্থা এখন শোচনীয়। বীরধাত্রী মিবার ভূমি আজ বীর শূন্য! চিতোরের জ্যোৎস্না ধবলিত নীল আকাশে স্বাধীনতা চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। কৈলবাপতি স্বদেশের হিতকামনায় সূর্য্যদ্বারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র বংশধর জগবৎ গোত্রের কুলপ্রদীপ পুত্ত এখন শিশু, তাই বীরপ্রবর কৈলবাপতির বীরমহিষী স্বামীর অনুগমন করিতে পারেন নাই; কিন্তু আর সময় নাই। তিনি পুত্রের জীবন অপেক্ষা চিতোর রক্ষা অধিকতর আবশ্যক বলিয়া বুঝিলেন। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র একদিন রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, রাজমহিষী বৃদ্ধবয়সে রাজমাতা হইবেন, এ আশা এখন দুরাশায় পরিণত। যবন তাঁহার রাজ্য, খ্যাতি, মান সম্ভ্রম, পর্য্যুদস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পথের ভিকারী করিবে, এ দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দর্শন করিয়া বীরনারীর কমনীর হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ষোড়ষ বর্ষীয় পুত্র পুত্তকে এই মহাভীষণ সমরখর্পরে শোণিত দানে আজ্ঞা করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যাও বৎস! স্বদেশের কল্যাণ কামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া পিতার ক্রোড়ে স্থান গ্রহন কর। পিতার মুখ উজ্জল কর।" মহাবীরের ঔরষে পুত্তের জন্ম। বীরবর কৈলবাপতি তাঁহার জনক, তাঁহার বীরহৃদয় বীরের উপযুক্ত প্রবৃত্তি সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। পুত্ত মাতার সম্মুখে ভগবান একলিঙ্গের নাম উচ্চারণ করিয়া শপথ করিলেন। বিষাদিনী বীর রমনীর বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উৎসাহে গর্ব্বে উৎফুল্ল হইল।

পুত্রকে বিদায় দিয়া কৈলবামহিষী নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনিও উপযুক্ত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। গৃহে কৈলবাবংশের ফুল্লসরোজিনী বধুমাতা বালিকা! মহিষী ভাবিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে যদি দুরাচার যবন তাঁহার পবিত্রবংশে কলঙ্ক দান করে, যদি তাঁহার প্রিয়তমা পুত্রবধুর প্রতি যবনগণ অত্যাচার করে, তাহা হইলে সে যন্ত্রণা—সে পরিতাপ এখন স্মৃতিপথে সমুদিত হইলেও আতঙ্ক হয়। বীরনারী ত্রয়োদশ

বর্ষীয়া বালিকা পুত্রবধূ,—প্রেমসরোবরের স্ফোটনোন্মুখ রক্তরাজীব, কৈলবারাজ্যের ভবিষ্য আশাব্রততী, বালিকা পুত্রবধূকে রাণী স্বহস্তে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিলেন। পরিশেষে উভয়ে রণ তুরঙ্গে সমারোহণ পূর্ব্বক বীরদর্পে যবনসৈন্যের সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে রাজপুত কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া—রমণীজনসুলভ লজ্জাভয় পরিহার করিয়া—দয়া মমতা প্রভৃতি সুকুমার চিত্তবৃত্তি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া বীররাণীর অনুগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন সহস্র রাজপুত রমণী সেই গভীর রণসমুদ্রে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজপুতের তিন সহস্র সুখতরণী এই ঘোরতর সমরসাগরে ভাসিল।

বীরনারীগণ অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ক্ষীপ্রহস্তে স্বীয় তরবারী যবনশোণিতে অভিরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন দেখিলেন, এই বিশাল সৈন্যগণকে পরাস্ত করা একান্তই অসম্ভব, তখন সেই বীরনারীগণ একে একে স্বহস্তে হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া হিন্দু-যবনের সেই ভীষণ সমরানলে আহুতি প্রদান করিলেন। তিন সহস্র বীরনারীর একটীকেও যবনতরবারীর আঘাত সহ্য করিতে হইল না। যবন ইহাঁদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না।

আকবর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বীরনারীগণের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য যদি উপযুক্ত যুদ্ধবিশারদ সামন্ত প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার জয়লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিত।

প্রভাবতী।

অরাবল্লী পর্ব্বতের সানুদেশে রূপনগর নামে একটী ক্ষুদ্র নগরী একজন সামন্ত কর্তৃক শাসিত হইত। এই জনপদ ঔরঙ্গজীবের অধিকৃত, সামন্ত তাঁহার অধীনস্থ একজন পদস্থ শাসনকর্ত্তা, কিন্তু যবনের চক্ষে সম্মানের বন্ধন ক্ষণিক। যবনের সম্মান পদ্মপত্রের বারিবিন্দু!—জলের তীলক।

এই রূপনগরের সামন্তকন্যা প্রভাবতীর অলোকসামান্য রূপের বিস্তৃত বর্ণনা ঔরঙ্গজীবের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দুরাচারের নির্ব্বাপিত কাম-

তৃষ্ণা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তাঁহার হৃদয়নিহিত দুরাশাবহ্নি ধিকি ধিকি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে দুই সহস্র সৈন্যদ্বারা বিবাহের প্রস্তাবলিপি প্রেরণ করিলেন।

দুই সহস্র সৈন্য যথাসময়ে রূপনগরে উপনীত হইল। যথাসময়ে সম্রাটের প্রস্তাব বিবৃত হইল। সামন্ত হতবুদ্ধি হইলেন। প্রস্তাব ক্রমশঃ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। বীর্য্যবতী কন্যা বাতুলের এই অসম্বদ্ধ প্রলাপ ঘৃণাপূর্ণ হাস্যের সহিত প্রত্যাক্ষাণ করিলেন কিন্তু তখনি তাঁহার স্মরণ হইল, পিতার সহায়সম্বল কিছুই নাই! তিনি কিরূপে যবনের কবল হইতে কন্যারত্ন উদ্ধার করিবেন? প্রভাবতী ভাবিয়া আকুল হইলেন। হায়! এতদিনে রাজপুতকমলিনী ভেকের উপভোগ্যা হইবে? রাজপুতসিংহের কন্যা যবনফেরুর চরণসেবা করিবে? অমৃতোপম রসাল ফল বায়সের ভোগ্য হইবে? ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি? বালিকা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় গরল—অগ্নি—তরবারী। ইহা ত রাজপুতবালার চিরন্তন উপায়। ইহা ভিন্ন কি অন্য উপায় নাই? বালিকা অকুল ভাবনায় আকুল হইলেন।

পরমহিতৈষী পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া মিবাররাজ রাণা-রাজসিংহকে পত্রদ্বারা স্বীয় অবস্থা বিজ্ঞাপন করা স্থির হইল। প্রভাবতী লিখিলেন, "ক্ষত্রিয় কন্যার সতীত্ব রক্ষার ভার চিরদিন রাজপুতগণের প্রতিই ন্যস্ত আছে। আপনি যদি রক্ষা না করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন, রাজপুতবালিকা আত্মহত্যায় এই বিপদরাশী নিরাকরণ করিবে। আপনি অগণ্য প্রজার অধীশ্বর,অসীম ক্ষমতাশালী, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সামন্ত কন্যা মাত্র। আমার অনুরোধ আপনি শুনিবেন কেন? আমিও সে স্পর্দ্ধা রাখি না, কিন্তু বিপন্ন, ক্ষমতাশালীর নিকটেই অভিষ্টসিদ্ধির প্রার্থনা করে। দীনহীন ধনবানেরই ত দ্বারস্থ হয়। আমি তবে কাহার নিকট ভিক্ষা চাহিব? আপনি গ্রহণ করুন আর নাই করুন, আমি আপনার প্রতিই আমার রক্ষাভার অর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। বিশেষ জানি, আপনি ক্ষত্রিয় কুলের প্রদীপ্ত শশধর, কৃতঘ্ন রাহু নহেন।" পুরোহিত স্বয়ং পত্র বাহক হইয়া মিবার যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে রাণা প্রভাবতীর পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এতদিন ঔরঙ্গজীবের সমুচিত শাস্তি দানের অবসর অন্বেষণে সমুৎসুক ছিলেন,

আজ সেই শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রভাবতীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগণ্য সৈন্যশ্রেণীর হুঙ্কারে মিবার প্রকম্পিত হইল। মিবারভূমি যেন পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইল! আবার যেন নবযুগের আবির্ভাব হইল!—সৈন্যগণ সমুৎসাহে বীরদর্পে যবনশোণিতে পিতৃগণের তর্পণ করিবার জন্য পুলকপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইল।

এদিকে যবনসৈন্য সামন্তের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সামন্তের সাধ্য কি, সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করেন? পরিশেষে অগত্যা শিবিকারোহণে প্রভাবতী ঔরঙ্গজীবের ক্রীতদাসী হইতে চলিলেন। গমনকালে প্রভাবতী দারুণ নির্ভরতার সহিত সজল নয়নে কহিলেন, "পিতা! কোন চিন্তা নাই। আমার জীবন থাকিতে যবনের সাধ্য কি, যে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করে?"

অরাবল্লীর গিরিবক্ষে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। রাণার প্রবল বিক্রম-প্রবাহে দুই সহস্র যবনসৈন্য তৃণতুল্য ভাসিয়া গেল। রাণা রাজসিংহ প্রভাবতীকে লাভ করিলেন। বীরনারীর বাসনা পূর্ণ হইল! গিরিনিস্থত বেগবতী স্রোতস্বতী বিশালসাগরে সম্মিলিত হইল। রাজসিংহ ক্ষত্রোচিত ব্যবহারে—একটী সামন্ত কুলবালার রক্ষার জন্য এতাদৃশ আয়াস স্বীকার করিলেন। সতীত্ব রত্নের মূল্য হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি বুঝে না, এ গর্ব্বিতবাক্য হিন্দুসন্তান নিঃশঙ্কচিত্তে উচ্চারণ করিতে পারেন।

সুন্দরী।

হিন্দু রত্নপ্রসবিনী ভারতীয় সন্তান হইয়াও একদিনের জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা মরু প্রান্তরে বসতী করিতেন, যদি তাঁহারা বহুআয়াসলব্ধ কটুতিক্ত বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন, প্রকৃতি যদি মুক্তহস্তে নানাবিধ রত্নরাজি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত না রাখিতেন, পবিত্র সলিলা কলনাদিনী গঙ্গা যদি ভারতভূমিকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ না করিতেন, হিমালয় শিরোদেশে এবং বিন্ধ্যাচল কটীদেশে অবস্থিত হইয়া ভারতকে প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে ভারতসন্তানকে এত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না। ভবিতব্যতার কঠোর শাসনে হিন্দুসন্তান

এতাদৃশ নির্জ্জিত হইতেন না।৹ ভারতরত্নসংগ্রহে জগতের প্রধানতম ক্ষমতা-শালী জাতির ঐকান্তিকী যত্ন আবাহমান!

এই রত্নসংগ্রহ করিতে দামস্কস্ সম্রাট খলিফা ওয়ালীদ্ তাঁহার প্রধান সেনাপতি বীন্‌কাসীমকে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি প্রভুর আজ্ঞা শীরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বাগ্রে সিন্ধুদেশে আপতিত হইলেন। সিন্ধুরাজ দাহির এই আকস্মিক বিপদে যারপরনাই বিপন্ন হইলেন। কাহারও সাহায্য লওয়া দূরে থাকুক, আপনার করায়ত্ব সৈন্যসামন্তগণকেও একত্রিত করিবার অবসর পাইলেন না। ধূর্ত্ত যবনসেনাপতি কৌশলে জয়লাভ করিলেন। সিন্ধুরাজ হতভাগ্য দাহির হৃতরাজ্য হইয়া সুদূর অম্বাদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

যবন সেনাপতি সিন্ধুরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন দামস্কসে প্রেরণ করি-লেন। তৎপ্রেরিত ধনরত্নের সহিত আর দুইটী অমূল্য রত্ন প্রেরিত হইল। যে রত্নের বিনিময় হয় না, যে রত্ন হিন্দুর জীবনাধিক মূল্যবান্,সেই রমনীরত্ন, দাহিরের অলোক সামান্য রূপবতী কন্যাদ্বয় উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইল। দাহির আপন জীবন বিনিময়ে কন্যাদ্বয় ভিক্ষা চাহিলেন। সেনাপতির পাষাণ হৃদয় তাহাতে গলিল না! দুরাচার ভাবিল, এই যুবতী উপহারে সে হয় ত আরও উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হইবে। যখন দাহির দেখিলেন, কোন মতেই তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না, তিনি গুপ্তচর দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, ''যদি তাঁহার কন্যাদ্বয় রাজপুত ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা বলাই বাহুল্য যে, সতীত্ব সংরক্ষণ তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।'' দাহিরের তেজস্বিনী কন্যাদ্বয় পিতাকে সমুচিত প্রত্যুত্তরে পরিতৃপ্ত করিলেন।

দাহিরের অসামান্য রূপবতী কন্যাদ্বয়, দামস্কসে নীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের রূপের খ্যাতি ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ নগরের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আজ সুন্দরীদ্বয় সম্রাটের বিলাসগৃহে উপস্থিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। না জানি আজ কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত হইবে! আজ বুঝি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্ক স্পৃষ্ট হয়!—আজ বুঝি অকলঙ্ক সতীত্বসরোজ কলঙ্কসলিলে ভাসিয়া যায়!—এতদিনে বুঝি যজ্ঞহবিঃ কুক্কুরের ভক্ষ্য হয়! এ দুঃখ নিতান্তই অসম্বরনীয়!

যথাসময়ে সুন্দরীদ্বয় সম্রাটের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের সেই

অসামান্য রূপরাশী দর্শনে সম্রাটের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। সম্মুখে যেন স্তূপিকৃত জ্যোৎস্নারাশীগঠিত অলৌকিক রূপরাশী!—যেন আসমান হইতে পরীদ্বয় তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত। সম্রাট আত্মহারা, তন্ময়!

অনেকক্ষণ পরে সম্রাট প্রকৃতিস্থ হইয়া যুবতীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন! রাজপুতবালা ক্রোধে মর্দ্দিতলাঙ্গুল ভূজঙ্গিনীর ন্যায় তীব্র ভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়াই আবার তখনি মনের আবেগ সম্বরণ করিলেন। কহিলেন "সম্রাট! জাঁহাপনা! আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। আমরা আপনার স্পর্শসুখ লাভের উপযুক্ত নহি। দুরাচার সেনাপতি অগ্রেই আমাদিগের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে।"

সম্রাটের শরীরে তাড়িত প্রবাহ তাড়িতবেগে প্রবাহিত হইল। ক্রোধে হিংসায় অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। যে অসামান্য সুন্দরী দর্শনমাত্রেই তাঁহার হৃদয়সিংহাসনে আসীন হইয়াছে, সেই হৃদয়াধিকপ্রিয় যুবতীদ্বয় তাঁহার বিনামা-বিনিময়ে সেনাপতি কর্তৃক হৃত-সতীত্ব হইয়াছে? তিনি যাহাদিগকে বাহুযুগলে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, দুরাচার সেনাপতি তাঁহার সেই সংকল্পে বিকল্প বিধান করিল? এ অপমান কি সহ্য হয়? তিনি তখনি আজ্ঞাদান করিলেন, "আমচর্ম্ম নির্ম্মিত পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া এখনি যেন সেই অকৃতজ্ঞ সেনাপতিকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে।" আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। সম্রাট সেনাপতির কোন কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখনি তাঁহার মস্তক অনন্তকালের জন্য স্কন্ধচ্যুত হইল। বুদ্ধির প্রভাবে আজ ক্ষত্রীয়যুবতী সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন! যে ধন তিনি রক্ষা করিলেন, তাহার বিনিময়ে সেনাপতির মৃত্যু জনিত পাপ নগণ্য।

হরিপ্রিয়া

যে রাজপুতগণের অসামান্য গুণগরিমা জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে, যে রাজপুতগণ বালবৃদ্ধবনিতার একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ, সেই রাজপুত নামে কলঙ্ক দান করিবার জন্য উদয়সিংহ নামে এক কাপুরুষ মারবর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই বিপুল

স্থূল কলেবর উদয়সিংহ রাঠোর কুলের ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়া রাজপুত্র-গণকে যারপরনাই পীড়িত করিয়াছিলেন।

একদা উদয় সম্রাটের সভা হইতে রাজধানী প্রত্যাগমন করিতেছেন। ভিলার নামক এক ক্ষুদ্রপল্লির অদূরস্থ তরুতলে সরোবরতীরে তাঁহার তাঞ্জাম আসিয়া উপস্থিত হইল। উদয় তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিয়া ইতঃস্তত পদচারণ করিতেছেন। দেখিলেন, এক অলোকসামান্য রূপবতী অনূঢ়া যুবতী—জলকলস কক্ষে মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত যুবতীর যৌবনতরঙ্গ যেন তরঙ্গিত হইতেছে। উদয় ভাবিলেন, বুঝি আকাশের চন্দ্রকিরণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখিন হইয়াছে, অথবা কোন সুরবালা পাপভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উদয়ের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। কামবিমূঢ় পিশাচের শীতল শোণিত প্রতপ্ত হইল। তখনি সেই কামুকের পাপরসনা উচ্চারণ করিল, "কে আছিস্? সত্বর এই যুবতীর পিতার নিকটে আমার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বিবাহ প্রস্তাব জানাইয়া আয়্! প্রহরেক মধ্যে যেন এই কামিনী আমার সম্মুখে নীত হন।"

রাণার আজ্ঞা যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। রাণা বিশেষ সংবাদ জানিলেন, যুবতী আর্য্যপন্থি সম্প্রদায়ের অগ্রণী কোন বেদবিদ্যা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কন্যা। ব্রাহ্মণের নাম শুনিয়া দূত কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। কেবল সংবাদটী মাত্র প্রভুর চরণে নিবেদন করিল। উদয়ের বিকৃত মস্তিষ্কে "পূজনীয় ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়ের অস্পৃশ্য' একথা স্থান পাইল না। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। যুবতী পুনরায় কুম্ভকক্ষে উপস্থিত হইল। বিমূঢ় রাণা যুবতীর সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমি মারবারের অধীশ্বর, তোমার পাণিগ্রহণে প্রয়াসী।—আমার বাসনা পূর্ণ কর। জানিও, মারবার নৃপতি তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী। মারবারের সিংহাসন—রাজমুকুট তোমার চরণ তলে, অনুমতি কর।"

তেজস্বিনীর ব্রহ্মতেজে জন্ম, তিনি মর্দ্দিতলাঙ্গুল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "ধিক্ মারবারভূমি, যথায় এমন নরাধম ক্ষত্র-কুলগ্লানি আজিও সিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছে। জানিও রাজা, আমার বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর তুলনায় তোমার রাজমুকুট—সিংহাসন নগণ্য! ব্রাহ্মণ কন্যা ধনের প্রলোভনে পবিত্রজাতির পবিত্রবংশে কলঙ্ক দান করিতে ইচ্ছা কে

না। তুমি যেমন নরাধম, তুমি যেমন কামুক, এরূপ নরপতি মাররারে আর কতজন আছে?”

উদয় স্তম্ভিত! সৈন্যসামন্ত স্তম্ভিত! চারিদিকে একটা অস্ফুট হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল! মাররারনৃপতির সম্মুখে অসহায়া চটুলবুদ্ধি বালিকার এই উক্তি? এত সাহস? ইঙ্গিতে যাহার মত শত শত পরিবার রসাতলের তিমিরগহ্বরে চিরতরে প্রোথিত হয়, সেই উদয়সিংহের সম্মুখে সামান্য একজন দীনপাতঅচল ব্রাহ্মণকন্যার এতাদৃশ ধৃষ্টতা? হায়! না জানি, এখনি কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে!

তেজস্বিনী হরিপ্রিয়ার এই নীতিপূর্ণ শ্লেষবাক্যে রাণার হৃদয়ও যেন মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইল! কিন্তু যে হৃদয় কামবহ্নির অসম্বরণীয় তেজে বিদগ্ধ, তথায় অন্য কোন বৃত্তির অস্তিত্ব কি উপলব্ধি হইতে পারে? হরিপ্রিয়া চলিয়া গেলেন। উদয়ও আজ্ঞা দিলেন, “যাও, এখনি যাও, এই প্রগল্‌ভবুদ্ধি যুবতীকে সপরিবারে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর।”

হরিপ্রিয়া গৃহে আসিয়াই পিতার নিকট সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। পিতার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল! হায়! এ বিপদে কে রক্ষা করিবে? পবিত্র ব্রাহ্মণকুল এই দুরন্ত অত্যাচারীর কঠোর তাড়না হইতে কে রক্ষা করিবে? যিনি রক্ষক, তিনিই যখন ভক্ষক হইতে উদ্যত, তখন সেই উদ্ধতবুদ্ধি নৃপাপসাদকে কে নিবৃত্ত করিবে? ব্রাহ্মণের চক্ষে জলধারা বহিল! তাঁহার জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন যষ্ঠী, হরিপ্রিয়াকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? ব্রাহ্মণ দুহিতাকে একবার জন্মের মত দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হায় মা! তোমার বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্তু মা, জীবন হইতেও সতীত্বধন যে মহার্ঘ, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ?” হরিপ্রিয়া হাসিয়া কহিলেন, “তাহা জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই সেই নরাধম ক্ষত্রপশুকে গালি দিয়াছি! পিতা! আমাকে বধ করুন। আমি জানি, জীবনত্যাগ ভিন্ন সেই পাপাধমের দুরাশায় শান্তি জন্মিবে না।” পিতার বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হইল। সগর্ব্বে কহিলেন, “ধন্য বৎস! আজ বুঝিলাম, আমার পবিত্রবংশ চিরদিন নিষ্কলঙ্কে রহিবে।”

তখনি প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড খাত খনন করত তাহা শুষ্ককাষ্ঠ রাশী দ্বারা পূর্ণ করিয়া বহ্নি সংযোগ করিলেন, চিতাধূমে গৃহ-প্রাঙ্গণ

পরিপূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া হোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হোমেপূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। হরিপ্রিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আম্রশাখা হস্তে লইয়া সহাস্যমুখে সেই চিতানলে ঝম্ফ প্রদান করিলেন! অনূঢ়া যুবতীর সুখসাধ একদিনে ফুরাইল! পতিব্রতা পতির উদ্দেশে সহমরণ গমণ করেন, বিধবা, পতির স্মৃতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন, আর আজ এই অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন।

ব্যথিতব্রাহ্মণ হৃদয়ের সপ্তখণ্ড মাংস সেই চিতায় অর্পণ করিলেন। যে রূপ দর্শনে পাষণ্ড উদয় সিংহের পাষাণ হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছিল, সেই রূপরাশী দেখিতে দেখিতে ভস্মরাশীতে পরিণত হইল।

এদিকে রুদ্ধদ্বার উদয় সিংহের অনুচরগণ কর্ত্তৃক ঘন ঘন আঘাতিত হইতে লাগিল। বিলম্ব দর্শনে কামুক উদয়সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সিংহ দ্বার ভগ্ন করিয়া সদলে উদয় সিংহ গৃহ প্রবেশ করিলেন। স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী চিতানলে বিদগ্ধ হইতেছেন! এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শনে নৃশংসহৃদয় উদয়ের, হৃদয়ের যুগপৎ ভয় ও নৈরাশ্যের ঝটিকা প্রবাহিত হইল। মুখে কথা সরিল না।

ব্রাহ্মণ আরক্ত নয়নে জলগণ্ডুষ হস্তে লইয়া অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "যে দুরাচার আমার কন্যার এই পরিণামের মূল, যদি বেদ সত্য হয়, যদি ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম হয়, যদি ঈশ্বর সত্য হন, তাহা হইলে সেই নরাধমের বংশে কেহ যেন শান্তিসম্ভোগ না করে।" জলগণ্ডুষ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইল। মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ সলম্ফে চিতানলে পতিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্তই ভস্মরাশী!

উদয়সিংহ বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের পরিণাম কি ভীষণ! তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, এতদিনে তাঁহার জীবন-তরুতে বিষাক্তবারি অভিসিঞ্চিত হইল। বুঝিলেন, তাহার হৃদয়কুসুমে আজ কীট প্রবেশ করিল! সজলনয়নে মর্ম্মাহত নৃপতি প্রস্থান করিলেন। বিধাতা এই অভিতপ্ত ব্রাহ্মণের নিদারুণ অভিসম্পাতব্যর্থ করেন নাই।

সম্পূর্ণম্।

প্রেম-লিপি

-:*:-

ভূমিকা।

প্রেম-লিপির একটু ভূমিকা চাই। যে বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকে, তাহারই ভূমিকা আবশ্যক। প্রেম-লিপি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই পত্রগুলি শিক্ষিতের পক্ষে সুপাঠ্য বা শিক্ষার উপযোগী কিছু না থাকিলেও চপলবুদ্ধি বঙ্গযুবতীগণের কিছু না কিছু আবশ্যকে আসিবে। অতএব এগুলি যেন তাঁহারাই পাঠ করেন।

শ্রী—গ্রন্থকার।

প্রথম পত্র।—ধর্ম্ম।

প্রিয়তম!

এক সপ্তাহ তোমার পত্র পাইয়াছি। আবার সেই রকম অসুখ হইয়াছিল, তাই এত দিন উত্তর দিতে পারি না। ভরসা করি, এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অনাবশ্যক। আজ একটী নূতন সম্বোধনে সম্বোধন করিয়াছি দেখিয়া হয় ত তুমি রাগ করিবে। তুমি অবাহমান প্রচলিত "প্রাণেশ্বর! জীবিত নাথ! নাথ!" প্রভৃতি সম্বোধনের প্রতি ভারি চটা। তুমি বলিয়াছ, যে সম্বোধন মাথা ঘামাইয়া লিখিতে হয়, কি যে সম্বোধন লিখিতে হয় বলিয়া লিখিতে হয়, সেরূপ সম্বোধন নীচতার পরিচায়ক। অন্যে যাহাই হউক, তুমি সে সম্বোধনে সুখী নও। হৃদয় হইতে আপনা আপনি যে সম্বোধন আসিয়া পড়ে, তুমি সেই সম্বোধনেই সন্তুষ্ট। আমি সেই জন্য আজ "প্রিয়তম" বলিয়া সম্বোধন করিলাম।

তোমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধ পড়িয়া আমিত অবাক হইয়া গিয়াছি। তুমি নাকি "নারী-ধর্ম্ম" নামক এক নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছে? ভরসা করি, তোমার কটমটে ভাষা ত্যাগ করিয়া সরল কথায়

সার কথাগুলি লিখিবে। এখানে বোধ হয় তুই একজনকে তোমার আবিষ্কৃত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিব। বাটীর সকলের কুশল। তোমার শারিরীক সংবাদ প্রার্থনীয়। ইতি

তোমারই
শ্রীমতী—

প্রথম পত্রের উত্তর ॥

প্রিয়তমে!

তোমার পত্র পাইলাম। বড় বড় লম্বা লম্বা শ্লেষমাখা কথায় পত্রখানি লিখিয়াছ। তাই সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলাম।

তুমি লিখিয়াছ, "আমার নবাবিষ্কৃত নারী-ধর্ম্মে তুমি তোমার সঙ্গিনী-গণকে দীক্ষিত করিবে।" মূলেই তোমার ভুল। কোন নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করি, আমার ততটা প্রতিভা কোথায়? প্রাচীন ঋষীগণ নারী-ধর্ম্মের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তাহারই পুনরুল্লেখ করিব মাত্র। হয় ত সে সব কথার মধ্যে তোমার জানা কথাও অনেক পাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া হাসিও না। জানা কথাও মধ্যে মধ্যে মনে করিয়া দেওয়া ভাল। আরও এক কথা, সাধারণ লোকের ইহাই বিশ্বাস যে, যদি কেহ ভাল ভাবিয়া দু এক কথা বলিতে যায়, তাহা হইলে শ্রোতাগণ তখনি মনে করিবেন যে, ইহার মধ্যে বক্তার অবশ্যই কোন স্বার্থ আছে। সেই জন্যই পূর্ব্ব হইতে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, এ প্রস্তাবে আমার "বাহবা" লইবার বা স্বার্থসাধন করিবার কোন বলবতী ইচ্ছা নাই। তবে "গালি ভক্ষণের" স্পৃহা আছে বটে, এবং ভাগ্যে ঘটিবেও তাহাই। তাই করযোড়ে বলি, বাহবা যাহা, তাহা প্রাচীন ঋষীগণের, আর ভৎসনা যাহা, তাহা এই গরীব ভদ্রসন্তানের উপর বর্ষণ করিয়া হে সুন্দরি! তোমরা পরমসুখে নিদ্রা যাইও, বাধা নাই। ইতি ভূমিকা।

একমাত্র স্বামী-ভক্তিই নারী-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। স্বামীর প্রতি যে নারী ভক্তিমতী, তিনিই শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, নারী

পতিকে ভক্তি করিলে সেই ভক্তিতেই বিষ্ণুর প্রীতি জন্মে। ভক্তি বলিলে তুমি হয় ত বুঝিবে, দেবভক্তি। দেবতাকে ভক্তি করিতেই হইবে; নতুবা তিনি রাগ করিয়া নরকে পচাইবেন। আমি এই সভয়ভক্তিকে ভক্তি বলি না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ভক্তির ছায়ামাত্র। যে ভক্তিতে ভয়ের লেশ মাত্র নাই, যে ভক্তির প্রবাহ স্বতঃই প্রবাহিত হইয়া ভক্তির পাত্রকে প্লাবিত করে, সেই ভক্তিই ভক্তি। তুমি জান, বিষ্ণুর একটী নাম বৈকুণ্ঠনাথ। এই নামের স্বার্থকতা কি জান? যে স্থানে কুণ্ঠা নাই, যে স্থানে গমন করিলে লোকের প্রাণে সদরমফঃস্বল থাকে না, ঈর্ষাদ্বেষ থাকে না, ভয়কুণ্ঠা থাকে না, সেই স্থানের নামই বৈকুণ্ঠ। যে হৃদয়ে কুণ্ঠাদি নাই, সেই হৃদয়-বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ নিত্য বসতি করেন। যে নারীর হৃদয় এইরূপ কুণ্ঠাশূন্য—ভক্তির উৎস, তিনিই জগতে ধন্য। এমন অনেক কথা স্বামীর নিকটে প্রকাশ করা যায় না, অথচ অন্যের কাছে বলিতে বাধা নাই, যে নারী পতির সম্মুখে "বোবার অগ্রগণ্যা," স্বামীর অন্তরালে তাঁহাকে সাতটী উকিলের প্রপিতামহও আঁটিতে পারে না, যাঁহার বাক্যযন্ত্রণায় পাড়ার মুখরাপ্রবরা শ্যামী বামী থরহরি কম্পিত, স্বামীর কাছে তিনি জলের ঘট! এরূপ দৃশ্য তুমিও দেখিয়া থাকিবে, হয় ত বা তুমিও ইহার দু একটীর অংশ লইবে, কিন্তু এ ভক্তি কি ভক্তি? স্বামীর সহিত একটা প্রবঞ্চনা?

যিনি সংসারে স্বামীর দক্ষিণ বাহু, মন্ত্রণায় মন্ত্রি, সুখদুঃখের সমাংশ-ভাগিনী, পতির প্রিয়বাদিনী, পতিই যাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বত্র, তিনিই নারী-ধর্ম্মের দীক্ষিত শিষ্য। যাঁহার মন স্বামী চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা জানে না, যাঁহার ধারণা স্বামী দেবতা, ধৃতি স্বামীর পবিত্রতা, স্মৃতি স্বামীর নিষ্কাম শিক্ষা, মেধা স্বামীর দিব্যমূর্ত্তি, তিনিই নারীধর্ম্ম গ্রহণের যোগ্য। ইহাই নারী ধর্ম্মের সার কথা। আজ আর অধিক বলিব না, যদি সাহস পাই, তবে অবসর মতে বলিব। আমি ভাল আছি। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

ভাব যদি, তবে তোমারই

শ্রী—

দ্বিতীয় পত্র।—দাসদাসী।

প্রিয়তম!

তোমার পত্র পাইলাম। নারী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে আর বেশী নূতন কথা কি আছে? ও সকল কথা বঙ্গনারী ঠাকুর মাতার সুখক্রোড়ে শুইয়া উপকথার সঙ্গে শিক্ষা করে। তবে তোমার এ কথাগুলি ভাষা ও ভাবের যন্ত্রে ফেলিয়া মাজিয়া ঘসিয়া একটু চাক্‌চিক্যশালী হইয়াছে। কথাগুলি পুরাতন, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, সমস্ত কথা গুলিই আমাদের জানাকথা!

সত্য কথা কহিতে স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া কেবল তোমাদের নিজের মনের দোষে। স্ত্রীলোক সংসারের ধার অতি কমই ধারে। তাহাদিগের কর্তৃত্ব রাঁধা ভাত আর কচি ছেলে লইয়া। ইহার মধ্যে আর অসত্য আসিবে কোথায়? যাহারা সংসারের পায়ে বাঁধা, সংসারের বাজারে যাহারা ব্যবসায়ী, মিথ্যায় প্রতারণায় কার্য্যোদ্ধার তাহাদিগেরই স্বভাব। যাহাদিগের রাজত্ব গৃহ প্রাচীরের মধ্যে, তাহারা মিথ্যা প্রবঞ্চনার কি ধার ধারে? তোমার এ শিক্ষা তোমারই শিক্ষনীয়। কেন না তুমি মূর্ত্তিমান সত্য! বাড়ী আসার তারিখ তিনবার উত্তীর্ণ না হইলে আর শুভাগমন হয় না।

তুমি বোধ হয় জান, রামার মাকে দিদি ছাড়াইয়া দিয়াছেন। সে এখন আর বেশী কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না। বয়স হইয়াছে, বেশী বেশী পরিশ্রমের কাজে সে সহজেই অসমর্থ, তাহার উপর আবার জ্বর। জ্বর সারিলে অবশ্যই সে প্রাণপণে কাজকর্ম্ম করিত। দিদি তাহার সুস্থ হওয়া পর্য্যন্তও বিলম্ব করিলেন না। আমি অনেক বলিয়াও তাঁহার রাগ থামাইতে পারি নাই। আহা! অভাগিনী এখন বড় কষ্টে পড়িয়াছে। তাই তোমাকে না বলিয়া তাহাকে ৫টী টাকা দিয়াছি। বোধ হয় ক্ষমা করিবে।

একটী শুভ সংবাদ। ঈশ্বরের কৃপায় সরোজের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এ সংবাদের কি কোন পারিতোষিক পাইব না? তোমার কুশলে এখানকার সকলেরই কুশল। ইতি

তোমার নারীধর্ম্মে দীক্ষিতা দাসী
শ্রীমতী——দেবী।

দ্বিতীয় পত্রের উত্তর।

প্রিয়তমে!

তোমার সুখদুঃখময় পত্রখানি পাঠ করিয়া সুখী ও দুঃখিত হইলাম। সরোজের পুত্র সন্তান হইয়াছে, এ শুভ সংবাদের সংবাদদাত্রী কিরূপ পারিতোষিক প্রার্থনা করেন, তাহা জানাইলে অবশ্যই প্রেরিত হইবে। আর যদি সে পুরস্কার দানে আমি অসমর্থ হই, তাহা হইলে তোমার জ্যেষ্ঠকে লিখিব। কি বল, মত আছে ত?

বড়বধুর ব্যবহার শুনিয়া আমি যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়াছি, কিন্তু কি বলিব, তিনি পূজনীয়া। তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারও আন্দোলন করিবার নহে। তবে কর্ত্তব্য বোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে, দাসদাসীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বলিয়া নহেন, অনেক লোকেই জানেন না। উদরান্নের জন্য তাহারা দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে জুতার নীচে রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেকে ভাবেন, দাসদাসীর সহিত হাসিয়া কথা কহিলে, তাহাদিগকে ধমকের উপর না রাখিলে কর্ত্তাগৃহিনীর মহাপাতক এবং গৃহস্থের ক্ষতি অনিবার্য্য। দাস-দাসীর প্রতি অত্যাচারের ইহাই একমাত্র কারণ। অন্ততঃ ইহাই আমার বিশ্বাস। দুঃখের বিষয়, তোমার দিদির মতের সহিত আমার মত মিলিল না। আমার বিশ্বাস, দাসদাসীগণকে সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিলে তাহাদের দ্বারা গৃহস্থের উপকারই হইয়া থাকে। ধমকের উপর রাখিলে দাসদাসী প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে অন্তরে প্রভুকে যে গালিবর্ষণ করিবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং যতক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষীয় কেহ সম্মুখে থাকিলেন, তখনি লাজে লজ্জায় ভয়ে ভয়ে কাজ করিল, যখনি দেখিল কেহ নাই, তখনি এক লম্বা চওড়া গল্পের আসর পত্তন করিয়া বসিল। আর যদি সদ্ব্যবহারে তাহাদিগকে এরূপ বশীভূত করিতে পারা যায় যে, তাহারা প্রভুর নিকটে পুত্রবৎ পরিগণিত হয়, তাহা হইলে প্রভু থাকুন আর নাই থাকুন, দাসদাসী প্রভুর কার্য্য আপন কার্য্য জ্ঞানে সম্পাদন করিবে। দাস হইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না। আর ইহাও ভাবা উচিত যে, লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে; লোকের নিকট তুমিও সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে। তুমি লোকের পিতামাতার প্রতি অশ্লিল দোষারূপ করিবে, আর লোকে তোমাকে পরিতোষ

পূর্ব্বক "রসগোল্লা ভোজনে" অনুরোধ করিবে, এরূপ তুমি কি মনে করিতে পার? তাই বলি, নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া পরের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া কর্ত্তব্য। রামার মাকে তুমি যাহা দিয়াছ, তাহার জন্য কি আমার নিকটে তোমার অনুমতির অপেক্ষা করা উচিত? আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি রামার মাকে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে তোমাকে এবং আমাকে অনেক কথা সহ্য করিতে হইবে। বড়বধূ স্পষ্ট বুঝিবেন, তোমারই প্রবর্ত্তনায় আমার এই বাসনা। তুমি অবশ্যই জান, নিজের মত বজায় না থাকিলে বড়ই ক্রোধ হয়। সেই ক্রোধের বশে তিনি তোমাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিবেন, এমন কি এই সূত্রে বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। এইরূপ সামান্য সামান্য কারণ হইতেই গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। তুমি অনেক বেগ সহ্য করিয়াছ, বিশেষ জানি, তুমি কখনই সে ভৎর্সনা অসহ্য বোধ করিবে না। সুতরাং সে ভয় আমার নাই। তিনি গুরুজন, গুরুজন জ্ঞানে ভক্তি করাই তোমার উচিত। তাঁহার দোষের সমালোচন করিয়া নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় দান অনাবশ্যক। কেবল প্রসঙ্গতঃ দুই একটী কথা বলিলাম। গুরুজন যে কতদূর পূজনীয়, তাহা তোমাকে পরে জানাইব। আপাতত, আমার সময়াভাব। তোমার পত্রে প্রাণাধিক সত্যেন্দ্র নাথের কোন সংবাদ লেখ নাই। পত্রোত্তরে তাহার কুশলাদি লিখিবে। আমি ভাল আছি। ইতি

তোমারই—

শ্রী—

তৃতীয় পত্র।—গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

আর্য্যপুত্র!

আজীবন শ্রীচরণ সাধনকারণ জন্মগ্রহণ করত নিয়ত অপ্রতিহত ভাবে প্রণত হইয়া এথাকার তাবত সংবাদ শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি।

গতকল্য ঠাকুরুণদিদি আসিয়াছেন। তোমাকে পত্র লিখিতেছি, এমন সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত। আমার পত্রের বাঁধুনী দেখিয়া তিনি ত চটিয়া লাল। নব্যশিক্ষার কল্পিতপিতার অনন্ত স্বর্গকামনায় গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া আমার লিখিত অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উপরের কয়েক

ছত্র জোর করিয়া লেখাইয়াছেন। ভাষার বাঁধুনী প্রতিছত্রের প্রতি কথায় কথায় গাঁট্‌ছালা লাগিয়াছে। ঠাকুরুণদিদির আনন্দের সীমা নাই। তিনি বলেন, "আর্য্যপুত্র, জীবিতনাথ, হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রাণকান্ত," ইত্যাদি প্রাচীন সম্বোধন অক্ষয় সুধার ভাণ্ডার! তাঁহার অনুরোধে এই সুধাভাণ্ড তোমার নিকট পাঠাইলাম। সাদরে গ্রহণ করিও।

গুরুজনের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি, তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? সত্যই বলিতেছি, একথায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। গুরুজনের সেবা ত আমরাই করিয়া থাকি, আমরাই জানি। পুরুষের সে অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক?

সুশীলার স্বামী তাহার জন্য একছড়া নবরত্নহার পাঠাইয়াছেন। তাহার গঠননৈপুণ্য দেখিয়া আমাদের পাড়ার মেয়েরা ত অবাক হইয়া গিয়াছে। সুশীলার স্বামী তোমার প্রিয়তম বন্ধু। তাই তাঁহার "স্ত্রী-ভক্তির" পরিচয় তোমাকে লিখিলাম। আমরা ভাল আছি। প্রাণাধিক সত্য কুশলে আছে। এবার পরীক্ষায় সে স্কুলের প্রথম হইয়াছে। ইতি

তোমারই

শ্রীমতী—।

তৃতীয় পত্রের উত্তর।

প্রাণাধিকে!

তোমার পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম। ঠাকুরুণদিদির সুদীর্ঘ বিশেষণ সমন্বিত পাঠের সকল স্থানের তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। এরূপ ভাবে পাঠাপাঠের অত্যাচারে এ গরীবকে নাস্তানাবুদ করার কোন অনিবার্য্য কারণ আছে কি?

রাজেন্দ্রবাবু সুশীলার জন্য নবরত্নহার পাঠাইয়াছেন, সুখের বিষয়, তাঁহার পত্নিভক্তিও অপরিসীম, কিন্তু তাঁহার কাছে কি আমাকেও পত্নিভক্তি শিখিতে হইবে? যদি বল, তবে তোমাকেও আমি সে নিদর্শন দেখাইতে পারি। পরের কথায় চাপ দিয়া নিজের কথা প্রকাশ করার এ অপূর্ব

কৌশল যাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, তাঁহার স্মরণীয় নামটী কি শুনিতে পাই না? নবরত্নের গঠন নৈপুণ্যে পাড়ার মেয়েরা অবাক হউক না হউক, তুমি হইয়াছ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীজাতির প্রকৃতিপ্রদত্ত যে কয়েকটী অমূল্য অলঙ্কার আছে, সামান্য স্বর্ণালঙ্কার হইতে তাহা কি বহুমূল্য নয়? তুমি হয় ত বলিবে, অক্ষমপতির সান্ত্বনাই ওই, কিন্তু আমার এই কথার তাৎপর্য্য অবশ্যই একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে। দয়া, সারল্য, লজ্জাশীলতা, মমতা, স্নেহ প্রভৃতি স্ত্রীজাতির এক একখানি উজ্জ্বল অলঙ্কার। ভরসা করি, তুমি এই অলঙ্কার ধারণ করিয়া পাড়ার মেয়েদের "অবাক" করিতে ভুলিবে না।

সত্য পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার পুরস্কার স্বরূপ একটী নূতন পোষাক পাঠাইলাম। তুমি স্বহস্তে তাহাকে পারাইয়া দিও। বালকদিগের পরিশ্রম ও সৎকার্য্যের পুরস্কার, তাহাদিগের উন্নতির পথ প্রসস্ত করে।

গুরুজন ও পরিবারগণের প্রতি ব্যবহার তোমাদিগকে শিখাইতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা ঘটে, কিন্তু সকল সময় তোমরা সদ্ব্যবহারের সীমা ঠিক রাখিতে পার না, ইহাই যা দুঃখের বিষয়। দেবর, ভগ্নিপতি, প্রভৃতি সম্বন্ধ তোমাদের কাছে একমাত্র রসীকতা প্রকাশের স্থল। আমি দেখিয়াছি, ইঁহারা অনেক স্থলে পরিবারগণের মধ্যে মিশিয়া বিষফল ফলাইয়াছেন। এখানে বলা বোধ হয় অন্যায় নহে যে, সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ কুচরিত্র "দেবরভগ্নিপতির দলের" মুখাবলোকন করাও কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী ঠাকুরুণদিদি স্বীয় পদের গৌরব ভুলিয়া হরি নামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ৩০সালের রসীকতায় বুক্‌নী দিতে ভুলেন না। কোন কোন বৃদ্ধা তামাসা করিতে গিয়া দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকেন। যদি বিশ্বাস না কর, যখন ঠাকুরুণদিদি হইবে, তখন বুঝিবে! অনেক যুবতী ঐরূপ সম্বন্ধীয় যুবকদিগের সম্মুখে লজ্জাশীলতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করত "ইয়ারকি-যুদ্ধে" অবতীর্ণ হয়েন। এই সকল রণচণ্ডীরা নূতন জামাই পাইলে ত পোয়াবার দান পাইয়া বসেন। আমি যখন নূতন জামাই, তখন সেই কোকিলকণ্ঠা যুবতীর কলকণ্ঠ ধ্বনি শুনিয়া যেরূপ জ্বালাতন হইয়াছিলাম, তাহা আজিও কি ভুলিতে পারিয়াছি? দুঃখের বিষয়, তুমি "বাসর" মজলীসে কখন মুখ পাইলে না। অবসর কালে "সারে গামা"

সাধিলেও ত চলে ? একটা "হারমোনিয়ম" পাঠাইব কি ? রাগ করিও না। এসকল এখন সভ্য সমাজের দস্তুর হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুনারী গুরুজনের প্রতি ব্যবহার জানেন না, ইহা আমি বলি না। হিন্দু নারী প্রকৃতই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী। রোগীর শয্যা পার্শ্বে, তাপিত জনের সম্মুখে, দরিদ্রের কুটিরে, হিন্দুনারী মূর্ত্তিময়ী দয়ারূপে বিরাজিত। সংসারে রমণী শান্তির উৎস!—পবিত্রতার আধার! তাই বলিয়া মনে করিও না, আমি নারীর তোষামদ করিতেছি! তাহা হইলে হয় ত গর্ব্বে তোমার মাটীতে পা পড়িবে না। স্ত্রীকে আমি এত দূর স্পর্দ্ধা দিতে প্রস্তুত নহি।

যে সংসারের পরিবারবর্গ একতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সংসারে চিরশান্তি বিরাজ করে। যে সংসারের পরিবারবর্গ গৃহিনীর প্রতি ভক্তিমতী, সেই সংসারই সুখের সংসার। যে সকল ধেড়ে মেয়ে বিষমাখা কট্ কটে কথায় গৃহিনীকে হাড়েনাড়ে ভাজা ভাজা করে, সেই সংসারই কলহের অশান্তিনিকেতন।

যে সমস্ত বঙ্গনারী ননদিনীর পদে অধিষ্ঠিতা, তাঁরা ত বউয়ের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ননদিনী হইলে বউকে কষ্ট দিতেই হইবে, না দিলে ঘোরতর মহাপাতক, ননদিনীর দলের ইহাই বিশ্বাস। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সব রমণী শ্বশুরবাড়ীতে ননদিনীর জ্বালায় জ্বালাতন, ননদিনীর ভয়ে জুজু বনিয়া গিয়াছেন, তিনিই আবার বাপের বাড়ী আসিয়া ঘরের বধুকে সেই শোধ তুলিতে ভুলেন না। এই পারস্পরিক নির্যাতন প্রথা একরূপ সংক্রামক। ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ রোগের কি কোন অমোঘ ঔষধ নাই ?

সুশীলার পুত্র সন্তান হইয়াছে সুখের বিষয়, কিন্তু সে বালিকা, সন্তান পালন যে কতদূর কঠিন, তাহা করা দূরে থাকুক, তাহার গুরুত্বও সে বুঝিবে না। তুমি সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিয়া বালকের শুশ্রূষা করিবে। শিশুসন্তান কি প্রকারে প্রতিপালিত হইলে তাহারা নিরোগ ও দিনদিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহার বিশেষ নিয়ম তোমার আলমারী খুজিলে পাইবে। আমিও অবসর ক্রমে জানাইব। আশা করি, আগামী শনিবারে বাটী যাইব। সেদিনকার পুরস্কারটা কি সঙ্গে লইয়া যাইব ? শ্রীমতী মাতৃঠাকুরাণীর শরীর সুস্থ নহে। অধিক কি বলিব, কোন প্রকারে যেন তাঁহার কষ্ট না হয়। তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে।

একটা রহস্য কথা, তুমি ত প্রতিপত্রেই পাড়ার এক এক জনের পুত্র সংবাদ দিয়া থাক, বলি,——ইতি

তোমারই

আমি শ্রী—

চতুর্থ পত্র—ব্রত।

আচার্য্য মহাশয়!

তোমার দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ গুলি তোমার মুখে শুনিব বলিয়া বাড়ীর উঠানে একটী বেদী প্রস্তুত করাইয়াছি। চামর প্রভৃতি বাড়ী আসিবার সময় আনিতে ভুলিও না। গুরুজনের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহার প্রতি অক্ষরই অমূল্য। এ উপদেশগুলি আমি যাহাকে শুনাইয়াছি, তিনিই তোমাকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। বানর ঘর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, সকল স্থানে অবশ্য সেটা খাটে না। তবে লিখিতে গেলে ঐরূপ করিয়াই লিখিতে হয়। কেবল বসুদের দিগম্বরী দিদি তোমার উপদেশে বড় চটিয়াছেন। তিনি বলেন, মেয়েরা চিরদিন ঘরের কোণে থাকিবে, মাঝে মাঝে একদিন আধদিন কি তারা "প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতে পাইবে না?" প্রাণ খুলিবার দিগম্বরী দিদির স্থানাভাব! একটা কিছু উপায় করিলে চলে না কি?

সেবারে তোমার পত্র পাইয়া আমার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, একটী গুরুতর কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অভাগিনী স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার এত ক্রোধ কেন? ঘরের মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাইবে? এই প্রথা সভ্যসমাজে প্রচলিত? ঘরের মেয়ে সুর ধরিয়া গান করিবে, ইহাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সে সভ্যতা অতলজলে ডুবিয়া যাউক। আর এই প্রথায় যাঁহারা মত দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই অসভ্য সভ্যনামধারী দিগের পক্ষে আমি দড়ি কলসীর ব্যবস্থা দিতেছি। তুমিই বা কি করিয়া এ কথা লিখিলে? রহস্যের বুঝি আর স্থান পাইলে না? এতদিন কলিকাতায় আছ, স্ত্রীকণ্ঠের পেচক ঝঙ্কার অনেক শুনিয়াছ, তবুও কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই? ধিক্ তোমার এই রহস্যে! ধিক তোমার এই বাসনায়?

আর এক কথা, আগামী জ্যৈষ্ঠমাসে আমি সাবিত্রী ব্রত লইব। শুনিয়াছি, ব্রত লইবার পূর্ব্বে স্বামীর মত লইতে হয়। তাই জিজ্ঞাসা করি, "হে মহাপ্রতাপান্বিত স্বামী মহাশয়! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

আমরা সকলে ভাল আছি। আপনার অন্যান্য আজ্ঞা শীরোধার্য্য রহিল। বাড়ী আসা আপনারই ইচ্ছা সাপেক্ষ। ইতি

উত্তরপ্রার্থিনী
শ্রীমতী—

চতুর্থ পত্রে উত্তর।

ব্রতধর্ম্মপরায়ণা শ্রীশ্রীমতী—

তোমার প্রণাম পত্র শ্রীচরণে পৌঁছিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি ব্রত উদ্যাপন করিয়া অচীরে পুত্ররত্ন লাভ কর। জানিও, আমার এ আশীর্ব্বাদ বিফলে যাইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য, এ আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট আছ ত?

নারীজাতির জন্য প্রাচীন ঋষীগণ যে সমস্ত ব্রতবিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কে অসম্মত হইবে? ব্রতপালন কেবল পারলৌকিক উন্নতির আস্পদ নহে, উহা ইহকালেও ব্রতপরায়ণার মঙ্গল দান করিয়া থাকে। ব্রত ভক্তিশিক্ষার উপক্রমণিকা। কিরূপে দেবতার প্রতি ভক্তি করিতে হয়, অল্পে অল্পে ব্রতপরায়ণার হৃদয়ে তাহাই অঙ্কুরিত হয়, সুতরাং উহা পারলৌকিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপবাসাদি করিলে দৈহিক উন্নতিও ঘটিয়া থাকে। বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, এই ব্রতধারণ করিয়া হরিপ্রিয়া হাতে হাতে পুত্রলাভ করিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ আমার "সুখের সংসার" পড়িলে জানিতে পারিবে। আমার পূর্ব্বোক্ত আশীর্ব্বাদও সেই জন্য!

পতিব্রতা সাবিত্রী এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। নারীজাতিও পতিব্রতা হইবার জন্য সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করেন। ইহাতেও আমার প্রার্থনা, তুমি পতিব্রতা হও। জন্মান্তরে তুমি ভবিষ্য-পতির সুখ-শান্তির পথ প্রসস্ত কর। তবে দুঃখের বিষয়, কোন্ ভাগ্যবান জন্মান্তরে তোমার পতিপদে অভিষিক্ত হইবেন, তাহার স্থির নিশ্চয় করিতে পারি নাই। দেখিও, যেন এ হতভাগাকে ভাসাইও না।

রহস্য যাউক, কায়মনোবাক্যে আমার প্রার্থনা, ঈশ্বর বিনা বধায় তোমার ব্রত পূর্ণ করুন। যাঁহারা ইংরেজিনবিস, তাঁহারা ব্রত অসার কল্পনা ও উপবাসাদি কেবল দেহকে কষ্টদান মাত্র ভাবিয়া ব্রতাচরণে অনুমতি দান না করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা পারিলাম কৈ?

বেশী কিছু বলিব না। আবার শেষে "আচার্য্য মহাশয়ের" উপরেও কোন ভয়ানক বিশেষণ বসিবে! আমার বক্তৃতা শুনিতে বেদী প্রস্তুত করাইয়াছ উত্তম। বেদীর পরিবর্ত্তে একটী পিঞ্জর প্রস্তুত করিলে কি চলিত না? আমি পিঞ্জরে থাকিয়া নাচিয়া নাচিয়া তোমার গুণের গাথা গাহিতাম! "পতিব্রতে! তোমার ব্রত পূর্ণ হউক!" পতিব্রতার উপযুক্ত পতির একবার নৃত্য দেখিলে কি চলিত না?

গান শিখিতে বলিয়া ত অপরাধের এক শেষে করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া এতই কি ভৎর্সনা? আমি যে সভ্য, সভ্যসমাজে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব ত্যাগ হইতে আহার, বিহার, ধাবন, কুন্দন, লম্ফন, প্রলম্ফন, উল্লম্ফন, প্রভৃতির স্বার্থক অনুকরণ না করিলে যে সভ্য হওয়া যায় না। সাহেবরা কদলী-প্রিয় বলিয়া আজকাল সকল বাঙালী সভ্যবাবুই কদলী ধরিয়াছেন। কলিকাতায় কদলীর বাজার আগুণ!!!

আমার এক বন্ধু তোমার গভীর গবেষণা পূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না, যে এ সব পত্র তোমার নিজের লেখা। তাই তাঁহার ইচ্ছা, তোমাকে স্বয়ং পত্র লিখিয়া এবং তোমার উত্তর পাঠ করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এ বিষয়ে তোমার মত কি? বন্ধুটী একজন কৃতবিদ্য ডেপুটী!

মধ্যে আমার সর্দ্দি হইয়াছিল। এখন বেশ আছি। সুশীলার ছেলেটী কেমন আছে? যে পত্রের সম্বোধন আচার্য্য মহাশয়, তাহার উত্তর লেখক

তোমার নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রী—

পঞ্চম পত্র।—পত্র।

নির্লজ্য! অসভ্য! আরও কিছু!

তোমার পত্রের শেষ অংশের উত্তর আগে না দিলে আমার মনের জ্বালা ঘুচিবে না। যে নারাধম কুলবধুকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করে, সেই

কি কৃতবিদ্য ? সেই কি ডেপুটী ? দাদার মুখে শোনা ছিল, ডেপুটীর সংক্রামক রোগ মূর্খতা। আজ তাহারই প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাইলাম ! আর সেই মুর্খের প্রস্তাব হাসিয়া না উড়াইয়া যে অনুমতি লইতে আইসে, তাহার মত নির্লজ্জ আর কে আছে ? তুমি এতদিন যত উপদেশ দিয়াছ, তাহা ইচ্ছা করিয়াছি, অগ্নিদেবকে উৎসর্গ করিব। তুমিই ত বলিয়াছ, স্ত্রীর যত দোষ, সব স্বামীর দোষে। স্বামী স্ত্রীকে যে ভাবে যে পথে লইয়া যান, স্ত্রী সেই পথেই যায়। তুমিএই গর্ব্বে আটখানা। তুমি ভাব, আমি এতদিন পশু ছিলাম, উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছ। আজ জানিলাম, আমি মানুষ ছিলাম, তুমি ক্রমশঃ পশু হইতে উপদেশ দিতেছ। যাহাই হউক, তোমার উপদেশ আমি ভুলিয়া গিয়া আমি যে বনের পশু সেই পশুই হইলাম। স্ত্রী স্বামীরই ছায়া। স্ত্রী কেবল স্বামীকেই চিনিবে। অপরের সহিত তাহার কি সংস্রব ? তবে যাহারা কুলটা, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। যে স্ত্রীকে অপরের সহিত পরিচিত করিয়া থাকে, যাহার স্ত্রী অপরকে পত্র লিখিয়া স্বামীর উজ্জ্বলমুখ গর্ব্বিত করে, সেই যদি সভ্য, তবে অসভ্য কে ? যে স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝে না, যে স্ত্রীর বিদ্যাবুদ্ধি বা খ্যাতিতে বিকাইতে চাহে, তাহার ন্যায় নীচাশয় আর দুটী নাই। যাহাই হউক, অনেক বলিয়াছি, আর বলিব না কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অভাগা মেয়েমানুষের কি মরণ নাই ? যদি রহস্য করিয়া লিখিয়া থাক, তবে ক্ষতি নাই। আর যদি সত্য সত্যই তোমার মনের গতি ঐরূপ হইয়া থাকে, তবে আর কি বলিব ? আমার নয়ন জল ভিন্ন আর কি আছে ?

আর বেশী কি বলিব ? রাগ করিও না। তুমি আমার মনের ভাব বুঝিবে, না বুঝিয়া রাগ করিবে না,এই সাহসেই এত বলিলাম। নতুবা আমার সাধ্য কি ? বাটীর সর্ব্বাঙ্গিন কুশল। তোমার শারিরীক সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম। তুমি যেরূপ পরিশ্রম কর, তাহাতে অসুস্থ হওয়ার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও। তোমার কুশলেই আমার কুশল। ইতি

দাসী

শ্রীমতী—

পঞ্চম পত্রের উত্তর।

প্রিয়তমে!

তোমার ভং'সনা আমার নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইল! বাস্তবিক আমি এতদূর নীচাশয় আজিও হই নাই যে, সত্যসত্যই আমি পরের সম্মুখে তোমার অন্তরের আবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিব। কেবল তোমার মন বুঝিবার জন্যই লিখিয়াছিলাম। যদি তুমি বল, "আজিও কি মন বুঝিবার বাকী আছে?" তাহাতে আমার উত্তর, বুঝিলেও মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত, মনের বন্ধন শিথিল হইয়াছে কি না। সংসারের ভীষণতম আকর্ষণে কত কত মহা মহা পণ্ডিত আত্মহারা হয়েন, তুমি আমি ত কোন্ ছার! আজীবন যাঁহার মনের বন্ধন শিথিল হয় না, আমার মতে তিনিই দেবতা। উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে গেলে পদস্খলন পদে পদে। ইহার উদাহরণের অভাব নাই। তাই মধ্যে মধ্যে "যাচাই" করা ভাল। একবারে অন্ধ বিশ্বাসে বিমুগ্ধ হওয়া অনাবশ্যক, তাহাতে মনের মধ্যে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। মনুষ্য জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কি না,তাহার পরীক্ষা বড়ই আবশ্যক। এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার রহিল।

আমার এমন কোন বন্ধু নাই, যিনি সাহস করিয়া তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি সেরূপ নীচাশয় ব্যক্তির নাম বন্ধুর তালিকা হইতে কাটিয়া দি। অনেকে বলেন, প্রাণের কথা বন্ধুর নিকট যদি প্রকাশ না করিলাম, তবে বন্ধুত্ব কি? আমি বলি, যিনি আমার বন্ধু, আমার কথাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। তাহাতে তোমার কি? ইহাতেও যদি কেহ বলেন, স্ত্রী কি স্বামী ছাড়া? আমি বলি, সে শঙ্করাচার্য্যের হৃদয় সকলে আজিও পায় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মের অবতার যিশু যেমন এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল পাতিয়া দিয়াছিলেন, সেরূপ হৃদয় কজন পাইয়া থাকে? বন্ধুত্ব যে কি জিনিষ, তাহা হয়ত আমরা বুঝি না। যদি প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে, তবে সে স্ত্রী! স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ধুর অস্তিত্ব কদাচিৎ দেখিতে পাই। আবার সেরূপ বন্ধু পাইলে চিরবন্ধু স্ত্রীর ভালবাসার আঘাত লাগে। কেন না একস্থানে দুই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। এক দর্পণে সম পরিমাণ বস্তুদ্বয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে না। এ বিষয়ে তোমাকে অন্য সময় বলিব।

আমি আগামী শনিবারে বাটী যাইব। শ্রীমতী মাতৃঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইবে। ইতি

তোমারই

শ্রী—

কবিতা-কদম্ব।

পৌরাণিক অংশ।

সাবিত্রী।

সত্যবান কাষ্ঠাহরণে গমন করিয়া দৈববশে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক জীবন প্রাপ্ত হন। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

নিবিড় বনভূমি—পতিশবক্রোড়ে সাবিত্রী।

১

নিবিড় কানন, ঘন ঘন তরু, নিস্তব্ধ দুর্গম স্থান।
একটীও জীব, নাহি নড়ে তথা, হারায়েছে যেন প্রাণ॥
একটীও পাতা না নড়ে পবনে, শ্বাপদ ফিরিছে ধারে।
চাঁদের কিরণ, রহে বহু দূরে, অমার তিমির হারে॥
বড় বড় তরু, আঁধার মাখিয়ে, আঁধার সাজিয়ে রয়।
প্রভঞ্জন নাম, গিয়াছে ঢাকিয়ে, পবন ধীরেতে বয়॥
হেন বন মাঝে, পতিশব কোলে, কাঁদিতেছে সতী নারী।
বৃক্ষ তরু লতা, জীবজন্তু বন, সেই শোকে যেন হয়ে নিমগন,
ফেলিছে নয়নবারি॥

২

পতিশব কোলে, বিধবা যুবতী, ভাসিতেছে আঁখি নীরে।
দুই গণ্ড বহি অশ্রুর প্রবাহ, বহিতেছে ধীরে ধীরে॥
যোড় করি পাণি, মরম উচ্ছ্বাসে, কহিছে কাতরে বালা।
"হা বিধি! এই কি বিধির বিধান? কিসে জুড়াইব জ্বালা?

৩

"না ফুটিতে প্রেম কুসুমকলিকা, না ছুটিতে প্রেম কুসুম বাস।
বিকচ কুসুম কলিকা শুকায়ে, সাধিলে তাহার সরবনাশ ?
না হইতে সুখ চাঁদের উদয়, সঁপিলে তাহারে রাহুর গ্রাসে।
না হইতে মন আশার পূরণ, দুরাশা-সাগরে ভাসালে শেষে ?

৪

"নব পরিণীতা অভাগী সাবিত্রী, অকালে ভাঙিলে আশার বাসা,
ভাল কোরে আজো দেখিনি বয়ান, এখনি মিটালে প্রেম পিপাসা ?
অবিতৃপ্ত প্রেমে করিলে বিধবা, এই কি হইল বিধির বিধি !
অভাগিনী চির মর্ম্মান্তিক দুখে, দহিবে কি হায় জীবনাবধি ?"

৫

সাবিত্রীর খেদে, বনদেবী কাঁদে, কাঁদিছে সখেদে বিহগগণ।
বনের পাদপ, তরু লতা সব, নিহার অসারে ভাসায় বন॥
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ নিঝুম্ কানন, গভীর আরাব উঠিয়া বনে।
কাঁদায়ে বনের পশুপক্ষী জীব, মিশিতেছে পুনঃ নীরব সনে॥
কাতররোদনে বনের হরিণী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে সাবিত্রী পানে।
সজল নয়নে আছে দাঁড়াইয়ে, নীরবে নিথরে কাতর প্রাণে॥

৬

অকস্মাৎ বনে শতসূর্য্যতেজ তমোরাশী নাশী হলো সমুদিত।
নিবিড় কানন লোহিত বরণে আঁধার ঘুচিয়ে হলো আলোকিত॥
লোহিত বসন, তিমির বরণ, সুবিরাট দণ্ড রাজিছে করে।
হিরক জড়িত, মাণিক খচিত, প্রদীপ্ত উষ্ণীষ শিরেতে ধরে॥

৭

কহিছে মূরতি মধুর সম্ভাষী সুললিত ভাবে সাবিত্রী প্রতি।
"ধন্য পতিব্রতা ভুবন মাঝারে! ধন্য তব প্রেম! তুমি হে সতী॥
যমরাজ আমি, এসেছি লইতে সঞ্জীবনীপুরে মৃতের প্রাণ।
যাও সতী ফিরে, আপনার ঘরে, কালের নিয়ম না হবে আন॥
কিবা রাজা প্রজা, ধনী দুখীজন, জীবজন্ত প্রাণী যে আছে যথা।
সর্ব্বেই জেন কালের অধীন, কালের নিয়ম অন্যথা কোথা ?

তবে কেন সতী, অন্যায় যুকতি, মৃত পতি তরে করেছ পণ।
বিধির বিধানে তব পতি হত, ছাড়ি দেহ দেহ, ছাড় এ পণ॥
বিলম্ব না সয়, যাও সতী ঘরে, সত্যবানে লই কালের পুরে।
ইচ্ছায় কে করে ছাড়ে প্রিয়জন, হৃদয়ের ধনে কে রাখে দূরে?
কিন্তু বৃথা আশা, আকাশ কুসুম, দুরাশা কি কভু সফল হয়?
তবে কেন বাছা, স্মরিয়ে দুরাশা, করিছ আপন শরীর ক্ষয়?
ছাড় এ দুরাশা, করি হে মিনতি, পতি দেহ মোরে কর হে দান।
নিদয় নৃপতি, আমি হে সম্প্রতি, হয়েছি অতিথি, রাখ হে মান॥"
এতেক কহিয়া নিরখিল যম, প্রণমী কালেরে সাবিত্রী কয়।
"পতি ছাড়ি সতী, যাইবে কোথায়? কায়া ছাড়ি ছায়া কোথায় রয়?
পতিই জীবন, পতিই কামনা, পতিই আমার অতুল ধন।
পতিসম্মিলনে কুটীর প্রাসাদ, পতির বিহনে জগত বন!
পতি ছাড়া নারী থাকে কে কোথায়? ধর্ম্মরাজ তুমি, তোমারি বিধি।
তবে কেন কহ ছাড়িতে পতিরে? এ অবিধি তব কেন হে বিধি?
যুক্ত করে বলি, ক'রনা বারণ, পতির জীবন কর হে দান।
কর ভিক্ষা দান, মিনতি চরণে, নতুবা এখনি ত্যজিব প্রাণ॥"
কাতরেতে কাল কহিলা বিনয়ে "ক্ষম মোরে সতি ছাড় এ পণে।
চাহ অন্য বর, অবশ্য দানিব, অবশ্য পালিব প্রফুল্ল মনে॥"
মনে করি স্থির, সরলা যুবতী কৌশলে পাতিল মায়ার ফাঁদ।
ছাড়ি পতি দেহ, দৃঢ় করি মন, শোকের প্রবাহে বাঁধিল বাঁধ॥
কহিল কাতরে "করুণানিধান! দাও এই বর করুণা ক'রে।
হৃত রাজ্য আর অন্ধ দুনয়ন, পান যেন পিতা তোমার বরে॥"
"তথাস্তু" বলিয়া সত্যবানে লয়ে চলিলা সমন সমনপুরে।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলা সাবিত্রী, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল দূরে॥
কহিলা সমন "আর কেন বাছা আমার সঙ্গেতে আসিছ ধেয়ে।
তোমার মতন, দেখিনি কখন, এজগত মাঝে অবোধ মেয়ে॥"
কহিলা সাবিত্রী জুড়ি দুই কর "পতিই নারীর জীবন ধন।
পতিই নারীর আরাধ্য দেবতা, পতিই জীবন পতিই মন॥"
নয়ন ফিরায়ে বিমুগ্ধশমন কহিল মধুরে সাবিত্রী প্রতি।
"লও অন্য বর, যেবা মনে লয়, বৈধব্য-সংযমে হওগে ব্রতি॥"

আশ্বাস পাইয়া কহিল সাবিত্রী, যম প্রতি "যদি করুণা হয়।
আমার গরভে অক্ষয় হইয়া শত পুত্র যেন জনম লয়॥"
"তথাস্তু" বলিয়া অগ্রসর যম, আবার সাবিত্রী চলিল পিছে।
নয়ন ফিরায়ে কহিল সমন, "পুনরায় কেন আসিছ মিছে?
আমার বিধান, না হইবে আন, কালের নিয়ম যেমন যার।
শত চেষ্টা করি, কে পারে লঙ্ঘিতে, নিশ্চয় তোমারে কহিনু সার
বসিলা সাবিত্রী, ভূমে জানু পাতি, "বিতরি করুণা দিয়াছ বর।
তবে কোন্ দোষে হরিয়া পতিরে লইয়া চলিলে আপন ঘর?
পতির ঔরষে হইবে তনয়, বর দিলে যাহা আপন মুখে।
এবে কেন বল, স্বামীরে হরিয়ে চলিয়া যাইছ ভাসায়ে দুখে?"

স্তম্ভিত সমন, না সরে বচন, নীরবে ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস।
কহিলা সমন আশীষি তোমায়,
পতিপুত্র সহ বঞ্চিয়া ধরায়,
মোর আশীর্ব্বাদে, অবশ্য হইবে, অনন্ত জীবন স্বরগে বাস॥
পতি জিয়াইলে, প্রাণদান দিলে, কৌশলে হারালে, সমনে আজ।
ধন্য ধন্য সতী, সাবিত্রী সুন্দরী, স্থাপিলে তুলনা ধরার মাঝ।"
অন্তর্হিত যম, হইল তখনি, সত্যবান বনে পাইল প্রাণ।
পতিব্রতা সতী, ভাসিল সুখেতে, বিধবার আজ জুড়াল প্রাণ।
শূন্যমার্গে স্বর্গে হলো প্রতিধ্বনি
জয় জয় জয় ভারত কামিনী,
ধন্য হে সাবিত্রী প্রেমের ব্রততী
অসাধ্য সাধিলে তুমি হে সতী।
পতিই জীবন, পতিই কামনা,
পতিই নারীর, অমোঘ সান্ত্বনা,
পতিপদসেবা স্বর্গের সোপান
এই ব্রতে নারী হও হে ব্রতি।

সচী।

দুর্দ্দান্ত তারকাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকৃত হইলে দেবরাজ ই:
স্বর্গপরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। পলায়নকালে
সচীকে সঙ্গে লইবার অবসর হয় নাই। সচী
অসুর কর্ত্তৃক বন্দিনী হইয়া মর্ম্মান্তিক
যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। এই ইতি-
হাস অবলম্বনে "সচী"
লিখিত হইল।

অসুর কারাগারে—বিরহবিধুরা সচী।

১

তাড়িত দেবেন্দ্র সহ দেবতা সকল
নাহি আর বৈজয়ন্তে দেবত্বের ছায়া,
মন্দাকিনী প্রেতনদী হয়েছে এখন
স্রোতস্বতী শুকায়েছে, এবে ক্ষুদ্র কায়া॥

২

মরমের সুখসাধ গিয়াছে মিলায়ে
নাহি আর অপ্সরার হাসি হাসিমুখে।
মধুর নূপুর ধ্বনি নাহি শুনি আর,
দেবগণ প্রবঞ্চিত রাজ্য আশা সুখে॥

৩

মান্দার কুসুম-মালা নাহি গলে আর
তাম্বুল চন্দন চুয়া বিলাসী ভূষণ,
নৃত্য গীত রসালাপ হয়ে হাহাকার
মিশিয়াছে দীর্ঘশ্বাসে, আরাম রোদন।

৪

দুর্দ্দান্ত অসুর দর্পে হারায়ে সম্ভ্রম
দেববালা বন্দীশালা করেছে পূরণ,
দেবের বিভব যত হত তার বলে
করেছে হরণ দুষ্ট দেবেশ আসন॥

৫

বসন্ত নাহিক আর ত্রিদীবে এখন
ঘোর ঘোরতর মেঘে ঢেকেছে আকাশ।
কুসুম সুরভী নাই দুর্গন্ধ কেবল,
মধুর মলয় নাই, সুধু দীর্ঘশ্বাস।

৬

বন্দিশালে দেবেন্দ্রাণী বসিয়া নিরবে
বামগণ্ডে বামকর করিয়া স্থাপন।
ঝর ঝর আঁখিনীরে ভাসিছে ধরণী
বিষাদে জাগিয়া নিশা করিছে যাপন।

৭

লাবণ্য নাহিক আর দেহ এবে ক্ষীণ,
হাসি-রাশি নাহি আর বিষাদ প্রতিমা।
জল বিনা কতক্ষণ জীবে বল মীন,
বিশুষ্ক হয়েছে এবে মধুর ভঙ্গিমা॥

৮

সজল-নয়নে বালা কত কি ভাবিছে,
এ জ্বালা—জ্বলন্ত জ্বালা কিসে নিবারিবে।
যে কাল মেঘেতে ঢাকা অদৃষ্ট আকাশ,
আর কি কখন সুখ-রবি সমুদিবে?

৯

কাতরে কহিছে সচী তিতি নয়ননীরে
'হায় নাথ! অভাগিরে ঠেলিলে চরণে?
চিরদিন দুখিনী কি ভাসিবে অকূলে?
আর কি পাবনা কভু তোমায় জীবনে?

১০

"তোমার সঙ্গিনী হয়ে সাধিব অন্তরে
এ যন্ত্রণা প্রাণনাথ সহিবে কেমনে?
অসুরের পদসেবা শেষে ভাগ্যে মোর,
অমর চরণ-সেবা করি কোন্ প্রাণে?

১১

"শত শত দেববালা সেবিত যাহারে,
বামে রাখি যারে তুমি বাড়াতে সম্মান।
সেই সচী হবে এবে অসুরীর দাসী?
হায় নাথ! প্রাণ তব পাষাণ! পাষাণ!

১২

"বুঝি কোন অপরাধে দাসী দোষী পদে,
তাই বুঝি প্রাণনাথ কাঁদালে দাসিরে?
প্রতিশোধ নিলে ভাল বধিয়ে অবলা,
কিন্তু নাথ! চাহি ভিক্ষা, লওহে সচীরে।

১৩

"বড় ভালবাসিতাম তাই বুঝি প্রভু
এই তার প্রতিদান? আর যে সহে না।
কর ক্ষমা, লও সাথে অধিনী জায়ারে,
আর নাথ অভাগীরে দিওনা যাতনা॥

১৪

"পতি ছাড়ি নারী কোথা রহে একাকিনী,
হায় নাথ! কি পাষাণ তোমার পরাণ।
জায়া যার পরপদসেবে হে নিয়ত,
এই কি তাহার নাথ, বীরত্ব নিশান?

১৫

"এস নাথ! এস তব সাধের ত্রিদিবে,
দেখ আসি অসুরেতে করে ছারখার।
বিহিত শাসনে শাসি দুরাচারগণে
লও পুন সিংহাসন স্বর্গ আপনার।"

১৬

অকস্মাৎ দুরাচার অসুর কিঙ্কর
প্রবেশিয়া বন্দিশালে বাঁধি হাতে হাতে,
লইয়া চলিলা যথা অসুরঘরণী,
নিযুক্ত করিতে সবে দাসীদের সাথে॥

সতী।

যৎকালে লোকাপবাদ নিরাকরণ জন্য রামচন্দ্র স্বীয় মহিষী সীতাকে
বনবাস প্রেরণ করেন, যখন লক্ষ্মণ দারুণ অনিচ্ছা সত্বেও
জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অনতুলঙ্ঘনীয় বলিয়া অগত্যা "মুনি-
পত্নী সন্দর্শনের" প্রলোভনে সীতাকে লইয়া
বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আই-
সেন। তৎসাময়িক ঘটনা
অবলম্বনে রচিত।

তপোবনে—গর্ভবতী সীতা!

"হের হের প্রাণাধিক! অপূর্ব্ব মাধুরী,—
অপরূপ বন শোভা বিধির সৃজন।
স্বার্থক জীবন তার সংসার মাঝারে
নেহারে নিয়ত যেবা হেন বন শোভা।
গুরুর চরণ পূজা হেতু, কতবার
এসেছি কাননে, কতবার মনো সাধে
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সাথে খেলেছি গহনে,
বনফুল তুলি গাঁথি মালা, পরাইয়ে
দিছি তার গলে। বন বিহঙ্গিনী সাথে
উচ্চতানে প্রতিধ্বনি তুলিয়া কৌতুকে,
আকুলিত করিয়াছি নিবিড় কানন।
সুখসাধ মনসাধে করেছি পূরণ।
তারপর, সেই সব কথা মনে হলে
ফাটে বুক। চতুর্দ্দশবর্ষকালাগত।—
চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনশোভা হেরি
ভ্রমিনু কাননে। শুনেছি পুরাণ কথা,
নন্দনকাননে ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের সাথে
নিত্য বিরাজিত সুখাসনে চিরসুখী।

কিন্তু বনবাসকালে ভাবিতাম মনে,
অসার নন্দনবন, তুচ্ছসুখ তপা।
শতগুণ সুখে মোরা ভাসি তিন জনে।
পতি যাঁর গুণধাম, প্রাণের দেবর,
তার মত সুখী কেবা বিশ্বের মাঝারে?
বড় সুখে ছিনু তিন জনে। কিন্তু এবে,
রে লক্ষণ! কাননের শোভা কেন তবে
বিষসম নিরখি নয়নে? চারি দিক
অন্ধকার!—ঘোর ঘোরতর ছায়ামূর্ত্তি
বিকটভঙ্গিতে যেন নাচিছে সম্মুখে!
অন্তর গুহায় আতঙ্কের ভীমবহ্নি
উঠিছে জ্বলিয়া। কেন, কেন প্রাণাধিক?
কি কারণ হেন ভাবান্তর?" এত কহি
নিরবিলা সতী। পদ্মনেত্রে বারিধারা
ঝরিয়া ঝর্ঝরে তিতিল চারু-অঞ্চল।
ফিরাইয়া অশ্রুমুখী নয়নযুগল
কহিলা লক্ষণে সতী। "একি ভাবান্তর
তব? কেন আঁখি তব বারিধারা ধরি
উচ্ছলিত প্রায় এবে? ঘন দীর্ঘশ্বাস
কেন বহিছে সঘনে? লক্ষণ! দেবর!
কহ প্রাণাধিক! শুভ সম্মিলন দিনে
একি অমঙ্গল? বল্ বল্‌রে লক্ষণ!
দিব্য মোর, অকপটে বল্ বিবরিয়া।"
উচ্ছলিত শোকাবেগ যত্নে সম্বরিয়া
ধীরে ধীরে কহিলা লক্ষণ, "অকারণ
কেন মাতঃ ভাব অমঙ্গল? প্রিয়জন
অদর্শন হেতু চিত্তের এ ভাবান্তর,
নহে অকারণ।" আবার নয়নে জল!
রুদ্ধকণ্ঠে নিরবিল লক্ষ্মণ সুমতি।
ধীরে রথ উতরিল মধ্যবনদেশে।

ত্যজি রথ পদব্রজে চলিলা দুজনে।
কত দূরে গিয়া, ধরিয়া চরণ দ্বয়
রুদ্ধকণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণ, "ক্ষম মাতঃ,
দাসের এ অপরাধ ক্ষম নিজ গুণে।"
অকস্মাৎ বজ্রপাতে পথিক যেমতি
চমকি কর্ত্তব্য ভাবি নাহি পায় মনে,
তেমতি চকিতে চাহি লক্ষ্মণের পানে,
দাঁড়াইলা সতী। নীরব নিস্তব্ধ জড়!
কতক্ষণে সম্বরিয়া মনের আবেগ,
কহিলা লক্ষ্মণে সতী,—"কি কারণ কহ
প্রাণাধিক! এতই অধৈর্য্যভাব তব?
হেরিয়ে তোমারে শতগুণ সম্বর্দ্ধিত
যাতনা আমার। বল, বল অকপটে।"
কৃতাঞ্জলী পুটে ভূমে লুটাইয়ে শীর
কহিলা সৌমিত্রী ধীরে, তিতি অশ্রুনীরে।
"নরাধম দুরাচার কৃতঘ্ন পামর
মম সম কেবা আছে এই ধরাধামে?
কোন্ পাপী মম সম দুর্ভাগ্য জগতে,
যন্ত্রণার ভরা বহে হৃদয়-কন্দরে?
মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী যেই জন,
আমা হতে সে জন স্বাধীন, আত্মজ্ঞান
হিতাহিত নিরূপণে অটুট ক্ষমতা
তার, কিন্তু মাতঃ—" "নিরবিল খেদে।
"কহরে লক্ষ্মণ!" কাঁদিয়া কহিলা সতী,
"কহ প্রাণাধিক! কি কারণে ভাগ্যদেবে
নিন্দ অকারণ? পরম সৌভাগ্যশালী
তুমি পুণ্যবান্! পরম দয়ালু তব
অগ্রজ সুমতি। কোন্ জন ভাগ্যবান
তোমার সমান বৎস এ বিশ্ব মাঝারে?
কোন্ জন পায় হেন দয়াল অগ্রজে?

বল বিবরিয়া, বিলম্ব না সহে আর।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা লক্ষ্মণ,
"হায় মাতঃ! কেমনে বর্ণিব সেই কথা?
কেমনে সে বজ্র হায় হানিব মস্তকে?
কেমনে শুনাব সেই শেলসম বাণী?
কিন্তু অধম নারকী আমি, রাজাদেশ
অবশ্যই প্রতিপাল্য মোর। চাহি ক্ষমা,
যেন মাতঃ মর্ম্মোচ্ছ্বাস নিশ্বাস প্রবাহে
ক্ষুদ্র কীট আমি, উড়িয়া পতিত যেন
না হই নরকে। হায় মাতঃ! পুরজন
সবে শুনিবে যখন, নিষ্ঠুর নির্দ্দয়
সেই লক্ষ্মণ পাতকী, তুচ্ছ রাজাদেশে
অবিচারে দিয়াছে কাননে; হায় মাতঃ!
এ কলঙ্ক রেখা, কি দিয়া মুছিব আমি?
তুচ্ছ কথা শুনি, রঘুমণি বনবাসে
দিলেন তোমায়। হতভাগ্য এ লক্ষ্মণ
মূল সূত্র তার। এই কথা শুনি যবে
মনের দুঃখেতে টিট্‌কারী দিবে পুরজনে,
কি বোলে এ কালামুখ দেখাব সবায়?
হায় মাতঃ! না সরে বচন বলিতে
সে অপবাদ কথা। ক্ষম সতী! সতীর
কলঙ্ক কথা না পারি কহিতে। নীরব
হইল তাপি ভাসি অশ্রু জলে। অলক্ষ্যে
চরণ রেণু ছাপিয়া মস্তকে অদৃশ্য
হইল দূত! ছায়ার মুরতি যথা,
শশাঙ্ককিরণে উঠি মিলায় তখনি।
নিরব নিস্পন্দ ভাবে রহি কতক্ষণ,
"রে লক্ষ্মণ! কোন্ দোষে সাধিলিরে বাদ?
দয়াময় তিনি চিরকাল, সীতাময়
তাঁহার জীবন, রে লক্ষ্মণ!——"

এতেক কহিয়া সীতা মূর্চ্ছিতা হইলা ;
উন্মূলিতা লতা যথা ভীম প্রভঞ্জনে !
কতক্ষণে আত্মজ্ঞান লভিয়া দুখিনী,
করযোড়ে সকাতরে কহিতে লাগিলা,—
"হায় অভাগিনি ! জীবনের এই কিরে
হলো পরিণাম ? কলঙ্কিনী পরিবাদ ?
অসহ্য যন্ত্রণা ! রমণীর সারধন
সতীত্ব রতন ! সেই নাম কলঙ্কিত ?
কিবা কাজ রাখিয়া জীবনে ? কিন্তু হায় !
মরণেও নাহি সুখ মোর ! দয়াময়,
করুণানিধান রাম বিখ্যাত জগতে,
হায় ! নাহি জানি, অভাগীর অদর্শনে
কত যে যাতনা প্রভু পেতেছেন প্রাণে !
প্রজার মনোরঞ্জন বিধানের তরে
হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করি নিক্ষেপি শ্মশানে,
দুর্নিবার মর্ম্মদাহে দহিছে জীবন !
কততাপে সন্তাপিত প্রাণেশ আমার।
বিধাতা ! কেন মোরে নারিকূলে সৃজিলি
দুর্ম্মতি ? তা না হলে রে পাপিষ্ঠ ! এতকি
যন্ত্রণা প্রভু পান মম তরে নির্ব্বোধ !
কত যে নয়নাসার ঝরিছে নয়নে,
অহরহ মর্ম্মদহে দহিছে জীবন,
কেবা তায় সান্ত্বনায় তুষিবে তখন ?
নাহি দাসী নিকটেতে হায়, তবু যেন
কল্পনার চক্ষে হেরি সেই ম্লান মুখ,—
ফাটিছে হৃদয় ! এই কষ্ট সমধিক।
হায় অভাগিনী আমি চির দিন,
চতুর্দ্দশবর্ষ ঘোর বিষাদের ভরা
করিনু বহন, চতুর্দ্দশ বর্ষ গত,
দুঃখের তাড়নে। নয়নের জলে হায়

শত শত যন্ত্রণার তরঙ্গিনী সৃজি,
কাটানু জীবন। ঘোরতর অমা নিশা
বঞ্চিয়া দুখেতে, একদিন তরে হায়
না দেখিনু সুখের বদন। সুখচন্দ্র
না হতে উদয়, অকালে গ্রাসিল রাহু।
কালরাত্রি প্রভাতা না হতে অকস্মাৎ
হৃদাকাশ ছাইল তিমিরে! অভাগিনী
কোথা পাবে স্থান? কোথায় জুড়াবে জ্বালা?
জীবনের শেষ সীমা সম্মুখে আমার!
কেরে তুই হতভাগ্য জনমিলি আসি,
গর্ভে মোর? কোন্ পাপে হেন শাস্তি তোর?
রাজপুত্র তপস্যার ফল জানি, কিন্তু
ভিখারিণী আমি চিরদিন,—পতিশেবা
অদৃষ্টের দূরে অবস্থিত! কেরে তুই?
ভ্রমান্ধ অজ্ঞান জীব আশাকূপে ডুবি
রত্নভ্রমে সুক্তিলাভ বিধির বিধানে
ভাগ্য দোষে। কেন তুই সুখ সাধে মোর
প্রতিবাদী রূপে জন্ম করিলি গ্রহণ?
হায়! অসার জীবন ভার অকারণ
করিয়া বহন, হবে কিবা ফললাভ?
কিন্তু যবে "সীতা নাই! দারুণ যন্ত্রণা
রাশী করিতে মোচন, আত্মহত্যা করি,
"সীতা ত্যজেছে জীবন।" এবারতা হায়
অযোধ্যার ঘরে ঘরে হইবে ঘোষিত,
নাহি জানি, স্মরিতে সে কথা ফাটে বুক,
নাহি জানি, কি দুর্দ্দশা হইবে প্রভুর!
হয় ত অভাগী শোকে রঘুকুলচূড়া
ভাঙ্গিয়া পড়িবে। চিরতরে অযোধ্যায়
সুখ সূর্য্য হবে অস্তমিত।"
নিরবিলা সতী হায় ভাসি নেত্রজলে।

অকস্মাৎ সম্মুখে হইল উদয়
অপূর্ব্ব মুরতি, যিনি বালার্ক কিরণ !
শ্বেত শ্মশ্রু শ্বেত গুম্ফ শ্বেত কেশপাশ,—
শ্বেত মরকত মাঝে মণির বিকাশ।
আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু উড়ে বায়ুভরে।
প্রেমের আসার নেত্রে ঝর ঝর ঝরে ॥
মাতৃ সম্ভাষণে ঋষি করিয়া সান্ত্বনা
বিধিমতে। কহিলা যতনে "শুন মাতঃ !
বাল্মীকি আমার নাম। এস মমগৃহে ॥"

সতী।

দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহ স্কন্ধে সদাশিব ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।
সংহারকর্ত্তার এই অভাবনীয় ভাবান্তর দর্শনে জগতের অনিষ্টাশঙ্কায়
বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিলে শঙ্কর হিমগিরির
প্রস্থদেশে সতীধ্যানে নিমগ্ন হন। সতীও হিমালয় গৃহে
জন্ম গ্রহণ করেন। গৌরী কুমারী অবস্থায় শঙ্করের
সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এই কয়েক পংক্তি
মদনভস্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব
সময়ের ইতিহাস অবলম্বনে
লিখিত।

অটল অচল চূড়া অভ্র ভেদ করি
দাঁড়াইয়া সাক্ষী রূপে বিধির সৃজন।
ছোট বড় তরু লতা শারি শারি শারি,
উঁচু নিচু মিশামিশি করি আলিঙ্গন ॥ ১
বড় বড় তরু গুলি বাহু প্রসারিয়া
রবিকরে তাপিতেরে ছায়া দান তরে।
ছড়াইছে শাখাদল ভূমি পরশিয়া,
সতেজে দাঁড়ায়ে আছে কেহ গর্ব্ব ভরে ॥ ২

তরুতলে পথিকের বিশ্রাম আসন,
তটিনীর কুল্ কুল্ পশিছে শ্রবণে।
বৃক্ষতল পরিষ্কার করিয়ে পবন,
রেখেছে অতিথি তরে অতি সযতনে ॥ ৩
গিরি গায়ে ছোট ছোট বনফুল সব,
ফুটিছে ফুটিবে কেহ ফুটিয়া রয়েছে।
যেন গিরি গায়ে গাঁথা স্বর্গীয় বিভব,
অথবা তারার পাঁতি বিধি সাজায়েছে ॥ ৪
হিমগিরি প্রস্থদেশে বিল্বতরু তলে,
দ্বিতীয় অচল প্রায় বসি বাঘছালে,
পদ্মনেত্র নিমিলিত কমলে কমলে,
করতল করতলে স্থাপিত করালে ॥ ৫
সংজ্ঞা নাই, শব্দ নাই, অচৈতন্য ধ্যানে,
যোগনিদ্রা অবিরাম আপনার মনে।
নিস্তব্ধ মরণ ভয়ে জীব জন্তু গণে,
একটীও পাতা নাহি নড়িছে পবনে ॥ ৬
অকস্মাৎ বনভূমী হলো আলোকিত,
ভুবনমোহিনী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী।
হাতে থালা, বনমালা চন্দন চর্চ্চিত,
শঙ্কর সাধনে বালা বুঝি নিয়োযিত ॥ ৭
অকস্মাৎ বন ভূমে বসন্ত উদয়।
উঠিল শিহরি যেন দিক সমুদয় ॥
কুহু কুঁহু তানে পিক পঞ্চমে গাহিল,
কুঞ্জে কুঞ্জে অলিকুল অকালে ছুটিল,
অমাবস্যা নিশিযোগে চন্দ্রের উদয়,
বসন্ত প্রসাদে বন হলো মধুময় ॥ ৮
বনভূমি ফুলবাসে হলো আমোদিত।
পবন সুবাস লয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরি
বিতরে সুবাস ধন, পুলক অন্তরে—
বনভূমি বিকাসিল অপূর্ব্ব মাধুরি ॥ ৯

সুমন্দ মলয় বয়, বৃক্ষপরে পিক গায়,
দূরাগত ঝিল্লি রব পশিছে শ্রবণে।
সমুদিত দিনকরে, চারি ধারে মধু ঝরে,
সরোবরে প্রতিবিম্ব খেলিছে সঘনে ॥ ১০
কুমারী বালিকা, জানুপাতি বসি, কর যোড়ে বলে দিগম্বর!
জয় ভগবান্, অনাথশরণ, মনের বাসনা পুরাও হর।
জয় হর হর, তাপ হর হর, এদাসী কিঙ্করী তোমার পায়।
এই বর বর, পাই বর বর, মনের বাসনা সুফলে যায়।”
নয়ন মুদিয়া কুমারী বলিকা অন্তরের কথা জানায় হরে।
উদ্ভিন্ন যৌবনে স্ফুট চিহ্নচয় শোভিছে বরাঙ্গে গরব ভরে॥
ভুবনমোহিনী,রূপের মাধুরী,স্থির সৌদামিনী কানন মাঝে।
চাঁদের কিরণে অপূর্ব্ব গঠিত, কিরণ মূরতী কুমারী সাজে ॥”১১
রতিপতি দেবাদেশে লুকাইয়ে তনু।
জানুপাতি অন্তরালে করে ফলধনু।
অমোঘ কুসুমময় ছাড়ি রতি পতি।
নয়ন মেলিয়া হর দেখিলা মূরতি ॥ ১২
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি ললাট ফলকে।
কানন হইল আলো তেজের ঝলকে ॥
কাঁপে তরু কাঁপে বন, কাঁপে জীবজন্তুগণ,
দেব দৈত্য কাঁপে ভয়ে, রসাতল ধরা এবে,
কাঁপিলেন নারায়ণী নারায়ণ বামে ॥ ১৩
নিশ্বাস প্রলয় ঝড়ে, বিশ্ব বুঝি যায় উড়ে,
রসাতলে যায় বুঝি বিধির সৃজন।
হর শির বহ্নিতেজে কামের পুড়িল দেহ
শেষ হলো—হর গৌরী—অপূর্ব্ব মিলন ॥ ১৪

রাধিকা।

যৎকালে কংশের ধনুর্যজ্ঞে অক্রুরের সহিত ব্রজবিহারী হরি মথুরায় গমন করেন, যৎকালে কৃষ্ণ "কল্য আসিব" বলিয়া শ্রীমতীর নিকট বিদায় লইয়া যথাসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তৎকালে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধা যেরূপ মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পৌরাণিক অংশ অবলম্বনে এই কয়েক পংক্তি লিখিত।

বৃন্দাবন—কেলিকুঞ্জ।

১

হা অদৃষ্ট!
আর কি আসিবে ফিরে মম প্রাণধন!
দুরাশা দুরাশা সখি, আকাশকুসুম।
আর না আসিবে ফিরে
চিরদুখ দুখিনীরে
আজীবন দিবানিশি করিবে দংশন।
আর না আসিবে ফিরে সখি শ্যামধন॥

২

কেন সখী মিছামিছি প্রবোধিলি মন।
কেন সখী বাড়াইলি বিরহ-দহন॥
হবে শ্যাম দরশন
কেন মিছে প্রলোভন,
অকারণে কেন সারানিশি জাগরণ?
ভেঙেছে কপাল সখি! সুধুই রোদন॥

৩

ঐ দেখ প্রাণসখী নিশা যায় যায়।
প্রদোষ অম্বর তলে
নিশানাথ পড়ে ঢলে
সঘনে বহিছে দেখ প্রভাতের বায়।
বিষাদিনী কুমুদিনী সলিল-শয্যায়॥

৪

হায় সখি! কি নিষ্ঠুর পুরুষ-হৃদয়।
অবলা বধিয়ে দেয় বীর পরিচয়?
এত যদি মনে ছিল,
এত জ্বালা কেন দিল,
অবলা বধিয়ে বুঝি এতই কাঁদায়?
এই গুণে সবে বুঝি বলে দয়াময়?

৫

অভাগীর রোদনেতে কাঁদি তরুগণ
নিশির শিশির বারি করে বরিষণ।
কাঁদে বনপশুগণ,
কাঁদিছে বিহগগণ,
প্রভাতে নীরব, নাহি করিছে কূজন।
ঝিল্লিগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে জানায় বেদন॥

৬

বিধির মানসসৃষ্টি সুখ বৃন্দাবন।
এবে দেখ হইয়াছে মরু দরশন॥
মাধবের অদর্শনে,
শূন্য প্রাণ বৃন্দাবনে,
গাভি বৎস নাহি করে গোঠেতে গমন
গ্রাস ত্যজি হাম্বা রবে জানায় বেদন॥

৭

স্বরহীন সজলনয়ন পিকগণ।
এসেছে বসন্ত, তবু নিরানন্দ মন॥
বসিয়া রসাল ডালে,
ভাসিছে নয়ন জলে,
প্রিয়তমে নাহি করে প্রেম সম্ভাষণ।
রসাল মুকুলে সাধে না করে চুম্বন॥

কুসুমকোমলহৃদি ব্রজবালগণ।
হা কেশব! বলি সবে করিছে রোদন।
জানে না সংসার-মায়া
জানে না কঠিন হিয়া
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ গেছে ব্রজধন।
বালকেরে দিতে ব্যথা নাহি দহে মন?

৯

গোপিনীর মনোরথে ছিলে শ্যামধন।
অক্রুরের রথে হরি করেছে গমন।
রথচক্র ধরাধরি,
ভূমে পড়ি ধরাধরি,
তবুও হলো না দয়া, অদৃষ্ট লিখন।
চল সখি,—
যমুনার জলে তনু করি বিসর্জ্জন॥

১০

নন্দরাজ নন্দরাণী করিছে রোদন।
নন্দলাল! হা গোপাল! শোক আবাহন॥
এত ব্যথা দিয়ে হরি,
ব্রজপুরি পরিহরি,
মনসুখে মথুরায় করিলে গমন।
বারেক হলো না মনে ব্রজের রোদন?

১১

হা নিষ্ঠুর! হা নির্দ্দয়! লম্পট পাষাণ!
হারালে হে এত দিনে ব্রজের সম্মান?
মুখে বলি কৃষ্ণ নাম,
হৃদে নব ঘনশ্যাম
রাখি, যমুনায় করি তনু অবসান।
এ জগতে আর যেন
ভুলেও করেনা কেহ, পাপ শ্যাম নাম॥

ঊর্ম্মিলা।

পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনবাসে অতিবাহিত করিবার
জন্য শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসে গমন করেন, তৎকালে পতিব্রতা
সীতা ও জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।
লক্ষ্মণপত্নী ঊর্ম্মিলাও লক্ষ্মণের অনুগামিনী হইতে ইচ্ছা
প্রকাশ করিলেও তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই।
ঊর্ম্মিলা স্বামীর অনুগমনে অসমর্থা হইয়া
যেরূপ মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন, কথকমুখ-
শ্রুত সেই বিষয় অবলম্বনে ইহা
বিরচিত হইল।

অযোধ্যা—নিভৃত গৃহ।

হায় নাথ!
কোন্ দোষে দোষী দাসী তব পদাম্বুজে?
কোন্ অপরাধে, হেন শাস্তি দিলে প্রাণেশ্বর?
এত আশা ভালবাসা ভুলি অবহেলে,
ভাসালে দুঃখিনী জনে অকূল সাগরে?
কেন এত বিড়ম্বনা?
জ্যেষ্ঠপরিচর্য্যা হেতু গেলে তাঁর সাথে,
জ্যেষ্ঠা পরিচর্য্যা নহে আমার বিহিত?
পুণ্যবতী সীতা সতী মাতৃসম মম!
অকপটে সেবিতাম তাঁরে।
তুমি হে কিঙ্কর যাঁর,
কিঙ্করী হইয়া আমি সেবিতাম তাঁরে?
কেন তবে দিলে এত তাপ?
দীর্ঘ দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তরে,
উদিবে আবার পুনঃ অযোধ্যার রবি।
কিন্তু তত দিন,—
বাঁচিবে কি দাসী নাথ তব অদর্শনে?
রাজভোগে রাজসুখে সুখী অভাগিনী,

তুমি নাথ বনফলভোজী,
শয়ন তোমার নাথ পাতার কুটীরে।
এই কথা স্মরি, থাকে কি এ দেহে প্রাণ ?
জান ত সকলি নাথ উর্ম্মিলাহৃদয়!
কিরূপে ভুজিবে দাসী তব অর্শন ?
কাঁদে না কি তব প্রাণ উর্ম্মিলার তরে ?
কেমনে ভুলিলে নাথ এত ভালবাসা ?
কেমনে ভুলিলে তব দাসী উর্ম্মিলারে ?
আর্য্য পরিচর্য্যা তরে গিয়াছ কাননে,
নহে প্রতিবাদী দাসী,
কিন্তু কেন তারে লইলে না সাথে ?
অযোগ্য কি দাসী তব সেবিতে শ্রীপদ ?
এ নিগ্রহ কেন নাথ ?
হায়! বিদায়ের কালে যবে ম্লান হাসি হাসি
চুম্বিয়া স্নেহের ভরে কহিলা আদরে,
"আবার হইবে প্রিয়ে অবশ্য মিলন,
আবার দেখিব তব শ্রীমুখ-নলিনী,
ভাসিব সুখ সাগরে।" হায় নাথ!
সেই কথা জপি অহরহঃ
আজিও রয়েছে প্রাণ!
সেই মূর্ত্তি আছে হৃদে আঁকা।
ছিন্নমেঘে বিদ্যুদ্বিকাশসম
সেই ম্লানহাসি, হৃদে আছে আঁকা।
এখনো রয়েছ যেন সম্মুখে আমার।
সেই মূর্ত্তি,
জীবন স্বরূপ হয়ে রেখেছে জীবন।
তা না হলে, এত দিন,—
ত্যজিয়ে জীবন নাথ জুড়াতাম জ্বালা।
নয়ন আসারে আর ভাসিত না মহী।

ভানুমতী।

ভানুমতীর বিবাহ সম্বন্ধে একটী অলৌকিক কিম্বদন্তি আছে।
একদা ভানুমতী রজনীযোগে ভোজরাজকে স্বপ্ন দেখিয়া
তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করেন। এই স্বপ্নদর্শন
অবধি তিনি এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে,
তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিয়া
ছিল। সেই কিম্বদন্তিই এই
প্রবন্ধের ভিত্তি।

প্রণয়পিপাসা ছার ভালবাসা ভাবিনাই কভু ছিলাম সুখে।
কঠিন কঠোর সংসারিশাসন হানিত না হেন বিষম বুকে॥
সখীগণ সাথে, খেলিতাম সুখে হাসিয়া খেলিয়া কাটিত দিন।
ভাবিনাই মনে, এমন দহনে, দহিয়া শরীর করিবে ক্ষীণ॥
কুক্ষণে দেখিনু নিশিথে স্বপন, আপনা হারানু, মজিনু তায়।
জানি না কখন, দেখি নাই কভু, তবু প্রাণ দিনু তাঁহারি পায়॥
অপরূপ রূপ নেহারি স্বপনে আপনি হইনু পাগল পারা।
ধুলা খেলা ভুলি, সেইরূপ ধ্যানে, কাটাই জীবন আপনা হারা॥
না জানি কোথায়, কি জাতি তাঁহার, কিবা নাম তাঁর কোথায় ঘর।
দেব কি দানব, নর কি কিন্নর, জানিলে তথায় পাঠাই চর॥
স্বপ্ন অমূলক, জানি মনে মনে, তবু ত মিটেনা প্রাণের আশা।
হায় এত দিনে, অভাগিনী আমি, ভাঙিল আমার সুখের বাসা?

———

কবিতা-কদম্ব।

ঐতিহাসিক অংশ।

প্রস্তাবনা।

১

নীরব আকাশ হতে
এসেছে নামিয়ে ওই
স্তব্ধতার নিরানন্দ রাশী।
অচেতন ধরণীর
নিশ্বাস প্রশ্বাস হায়
প্রতিরুদ্ধ, স্তব্ধ দশদিশি॥
চাঁদের বিমল করে
চারিধারে মধু ঝরে
দিগন্তরে ছুটিছে মাধুরী।
কত ভাব কত ভাবে
মজিয়ে আপন ভাবে
ভাবসরে ডুবে মরি মরি॥
চাঁদের হাসিটি লয়ে
রজনী সুন্দরী মরি
মনোমত খেলিছে আপনি।
নাহি সংজ্ঞা যেন তার
কতই বিভোর ভাবে
তারারাশী খসিছে আপনি॥
সীমাশূন্য জোছনায়
স্বর্গ মর্ত্ত একাকার
মলয় বহিছে অতি ধীরে।

নিহার কুমারী গুলি
শ্যামল শয্যায় শুয়ে
তারা হায় পড়িয়াছে শীরে ॥
স্বচ্ছ সরসীর বুকে
ছুটিছে লহরী মালা,
কিরণমুকুট শোভে শীরে।
তরঙ্গে তরঙ্গে চাঁদ
প্রতিবিম্ব মিশামিশি
কত চাঁদ নাচিতেছে নীরে ॥
শ্যাম দুর্ব্বাদল পরে,
শিশির বালিকাগুলি
কত সুখে ঘুমায়ে পড়েছে।
নিলাম্বরে তারা পাঁতি,
লুকায়ে দেহের ভাতি,
মুখ তুলি কতই হাসিছে ॥
ঘুমন্ত প্রকৃতি সতী,
ঘুমের আবেশে যেন,
শিথিল হয়েছে নীলবাস।
চাঁদের আলোকে তরু,
ফেলিয়া মলিন ছায়া
কাঁপি ছাড়ে আকুল নিশ্বাস ॥
স্বভাবসুন্দরী ধীরে,
ছড়াইয়ে স্নেহ ভরে
দিগন্তরে ছুটান জোছনা।
গভীর ত্রিযামা পানে,
চাহি যত শূন্য মনে,
বাড়ে তত মরম বেদনা ॥
জোছনাচ্ছুরিত নিশি,
ধূমময় দশদিশি,
মধুরে মধুর সমাবেশ।

বিধির,এ চারুদেশ
এবে ভগ্ন অবশেষ
করিয়াছে দুরন্ত যবন ॥
হসিত মুরতি শিশু
অমিয় বচনে যথা
ছড়াইত হাসির লহরী।
এবে সেই সুকুমার
পিতৃ মাতৃ হীন হয়ে
কাঁদিতেছে দিবা বিভাবরী ॥
প্রেমের প্রতিমা নারী
প্রীতি ভরে আলিঙ্গনে
পতিরে তুষিত সযতনে।
এবে সেই প্রেমময়ী
পতিভক্তি মূর্ত্তিময়ী
চিরতরে গিয়াছে শ্মশানে ॥
হিন্দুর এ সুখস্থান
হয়েছে শ্মশান এবে,
শূন্যপ্রাণ হয়েছে এ দেশ।
হিন্দুর সুখের চাঁদ,
চির অস্তমিত এবে
অশান্তির নাহি সীমা শেষ ॥
আত্মজ্ঞান নাহি কারো
লোক যত স্বার্থপর
অদ্ভুত অপূর্ব্ব এ সংসার।
স্বার্থ বল কূটনীতি,
কৌশল, অধর্ম্ম ফেরে
হারায়েছি ধন আপনার ॥
বুক চিরে রক্ত দিয়ে
পূজেছি রাজার পদ,
নেত্রজলে ধুয়েছি চরণ।

প্রাণ দিয়ে অকপটে
রেখেছি প্রভুর প্রাণ,
মুখ ফুটে বলিনি কখন ॥
তবু সদা বাঁকা মুখে,
রাঙা চক্ষে সম্ভাষণ,
অকৃতজ্ঞ হিন্দুর সন্তান।
আর কত সহ্য হয়?
দুখে বুক ফেটে যায়
অসহ্য অসহ্য অপমান ॥
বুকের শোণিত দিয়ে
অতি সযতনে হায়
যথাসাধ্য করিনু চিত্রন।
স্মৃতিপথে তুলিবারে
পূর্ব্বের গৌরব কথা,
সেই হেতু এই আকিঞ্চন ॥

তারা।

প্রথম তরঙ্গ।

সুদূর পশ্চিমে অপূর্ব্ব ভূধর
অরাবল্লি নামে প্রথিত নরে।
হিন্দু রাজত্বের সুখ দুঃখ যত
সাক্ষীরূপে যেন, ধরণী পরে ॥
যবনের ঘোর অত্যাচার হতে
নিরাপদে যেন রাখিবে বলে।
ক্ষুদ্র জনপদ বেদনোর নাম,
সযতনে গুপ্ত রেখেছে কোলে ॥
ক্ষুদ্র পল্লি সেটী, সামান্য বসতী,
আড়ম্বর কিছু নাহিক তেমন।

দরিদ্র প্রজার, দরিদ্র আবাস
সকলি দরিদ্র যে যার যেমন ॥
ছোট ছোট ঘর, সামান্য অঙ্গণ,
প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে জনার রাশী।
মনের সুখেতে, সামান্য মেজাজে
রহে যত যারা সকলে চাষী ॥
গলিঘুঁচী পথ, উঁচু নিচু স্থান,
কুটীরে কুটীরে সাঁঝের আলো।
নীলসরোবরে সুবর্ণ রাজীব
সাজে যেন ঠিক, দেখিতে ভাল ॥
সামান্য কুটীরে খাটিয়ায় শুয়ে
বৃদ্ধ এক জন বিষণ্ণমুখ।
যথার্থ বিষাদ, যেন মূর্ত্তিমান,
চিরতরে যেন, ছেড়েছে সুখ ॥
কুসুমরূপিনী, ষোড়শী রূপসী,
শীয়রে বসিয়ে বিষণ্ণমনে।
সজলনয়নে কতই কাতরা
চাহিয়া বৃদ্ধের, আনন পানে ॥
কতক্ষণ পরে, কতই কাতরে,
হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলা ধীরে।
"হায় অভাগিনী, জনমদুঃখিনী,
আর দুখ কেন, দিস্‌রে মোরে ॥
জন্মাবধি বাছা, দিনেকের তরে,
পেলিনা দেখিতে সুখের মুখ।
অভাগিনী তারা, এ জনমে বুঝি,
আর না দেখিবি, কেমন সুখ?
প্রিয় জন্মভূমি, তোড়া তক্ষ মোর
হৃদয়শোণিতে পুষিনু যারে।
দুষ্ট দুরাচার যবনের করে,
হতভাগ্য আমি, হারানু তারে ॥

রাজ্য প্রজাহারা, পথের ভিকারী,
বিধির বিপাকে হয়েছি হায়।
ভিকারীর মেয়ে, তুই রে অভাগী,
ভাবিলে এ বুক, ফাটিয়া যায়!
হা ধিক হা ধিক! দুর্ভাগ্য জগতে,
আমার মতন কে আর আছে।
জীবনের সুখ, হারায়েছি হায়,
মৃত্যু ভিক্ষা করি বিধির কাছে।”
অকস্মাৎ দ্বারে, হলো করাঘাত,
সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ উঠিলা বসি।
রতন খচিত, উষ্ণীষ শীরেতে,
মণিময় দেহ, প্রবেশে আসি॥
করে ধরি বৃদ্ধ, বসায়ে যতনে,
কিরিল ব্যজন আপন করে।
পরিচয় ছলে, গুটি দুই কথা,
জিজ্ঞাসিল বৃদ্ধ, গভীর স্বরে॥
এক চোকে চাহি ঈষদ হাসিয়া,
কহে আগন্তুক গরব ভরে।
“অতি ভাগ্যবান, তুমি সুরতান,
অতিথি হয়েছি তোমার ঘরে॥
রাণা রায় মল্ল, চিতোর নৃপতি,
ভুবন মোহিত, গুণেতে যাঁয়।
আমি গুণধর, বিদ্যাবুদ্ধিমান,
সৌর্য্যশালী ধীর, তনয় তাঁর॥
মৃগয়ার তরে, এসেছি এ দেশ,
সঙ্গে পারিষদ, যথোপ যান।
এই রাজস্থান, পদানত মোর,
একমাত্র স্বামী নহে ত আন॥
দিবা দ্বিপ্রহরে, বরাহ শীকারে,
দেখিনু অপূর্ব্ব বনের মাঝে।

বনভূমী আলো, রূপেতে তাহার,
ষোড়শী তরুণী বালিকা সাজে ॥
প্রাণ ভয়ে ভীত, বরাহ তখন,
প্রবেশ করিল জনার ক্ষেতে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, আকুল পরাণ,
অবসন্ন দেহ, হয়েছে তাতে ॥
ক্ষেত্র মাঝে যেতে, অসমর্থ জেনে,
মধুর ভঙ্গিতে বালিকা হাসে।
হাসে খল খল, মুখেতে অঞ্চল,
সরলা বালিকা, কতই ভাষে ॥
সমব্যথা বালা জানায়ে হরষে,
সহাস নয়নে চাহিয়া ধীরে।
ভাঙিয়া জনার, করিয়া সুচল,
বিঁধিয়া বরাহে আসিল ফিরে ॥
অদ্ভুত সাহস, অসীম ক্ষমতা,
অতুলন রূপে, চাঁদের আলো।
যেন শূন্য হতে, খসিয়া পড়িয়া
বনভূমী আজ সেজেছে ভাল ॥
দরশন হতে, ভুলেছে নয়ন,
মোহিত পরাণ, মদন শরে।
কর অনুমতি, বাড়াও সম্ভ্রম,
দুহিতায় সঁপি, আমার করে ॥
রাণার তনয়, হইবে জামাই,
রাণা নিজে তব বেহাই হবে।
এর বাড়া ভাগ্য আর কিবা আছে,
তনয়ার ভাগ্যে কি হবে কবে ?
সৈন্য পারিষদ, অমাত্য নকর,
দূরেতে রাখিয়ে এসেছি একা।
বিবাহের আশে, এসেছি হেতায়,
একাকীই ভাল, করিতে দেখা ॥'

কতই কাতরে, মরমের ব্যথা
কহিল প্রকাশি, কুমার প্রতি।
"পিতৃরাজ মোর, করিবে উদ্ধার,
তিনিই আমার, হবেন পতি॥"
হাসিয়া কুমার, অবজ্ঞার ভাবে
বাহু প্রসারিল, ধরিতে তারে।
অকস্মাৎ যেন, শত শত তার
বাজিয়া উঠিল, সেতার তারে।
মর্দ্দিত লাঙ্গুল, সাপিনীর মত
গ্রীবা হেলাইয়া, গর্জ্জিয়া বলে।
"ছি ছি রাজপুত্র, একি এ করিলে,
ডুবালে সম্ভ্রম, অতল তলে?
দরিদ্র পিতার দরিদ্র তনয়া
রাজপুত্র তুমি, অতুল বল।
তাই বলে তুমি, হরিতে এসেছ
নারীর যে ধন, অমূল্য বল?
এত অত্যাচার, কেন বা তোমার,
কিসের লাগিয়ে, এতই জোর।
রাজপুত তুমি, ধর্ম্ম অবতার
এখন হইয়ে, ধর্ম্ম চোর?
নাহি ডরি তোমা, শুন মোর পণ
পিতৃরাজ্য যদি অতলে যায়।
তোমা সম মূঢ়ে, কভু না বরিব,
স্রোতস্বতী কি হে তড়াগে ধায়?"
ক্রোধে জ্বলি বীর, গর্জ্জিয়া কহিল,
"বালিকার মুখে, এহেন কথা?
তুচ্ছ তুচ্ছাদপি দরিদ্র বালিকা,
রাজার কুমারে, দিলেরে ব্যথা?
অসহ্য যন্ত্রণা, সহেনা সহেনা,
শয়নসঙ্গিনী করিব তোরে।

কেশে ধোরে লব, প্রেম শিখাইব
দেখি কোন্ মূঢ় নিবারে মোরে ॥
সতীত্ব নাশিব, কলঙ্কে ভাসাব,
ক্ষত্রিয় সমাজে হাসাব মুখ।
তবে ত আমার, বাসনা পুরিবে,
ঘুচিবে যাতনা, পাইব সুখ।"
কাপুরুষ মূঢ়, ক্ষত্র কুলগ্লানী
সবলে ধরিয়া, তারার কেশ।
বাহিরিল ত্বরা, লইবারে তারা,
সবলে সকলে আপন দেশ ॥
রাও সুরতান, মহা বীর্য্যবান,
কর্ত্তব্যে নির্ভয় সুদৃঢ় পণ।
মুক্তরবারী, কলঙ্কী শোণিতে
হইল রঞ্জিত, পুরিল পণ ॥
ক্ষত্রিয়ের বল, সতীত্ব রতন,
অমূল্য অতুল্য. পরম ধন।
এর বিনিময়ে, জীবন ত ছার,
জগতের সাথে, নহে তুলন ॥
প্রাণের অধিক, দুহিতা রতন,
চোরের হাতেতে যদিনা পাবে ?
তবে কেন ছার, বহি দেহ ভার,
মাটির শরীর, কদিন রবে ?
রাও সুরতনে, না ভাবি পশ্চাৎ,
আপাত আপদ করিতে দূর।
তরবারী ঘায়, দিল প্রতিফল,
গর্ব্বিতের গর্ব্ব, হইল চুর।
পবনের আগে, কুসংবাদ ধায়,
এ নহে কখন, কল্পিত কথা।
"জয় মল্ল নাই" এই কুসংবাদ,
ত্বরা উপনীত, নৃপতি যথা ॥

শুনি কুসংবাদ, কাঁদিল সকলে,
কাঁপে রাজসভা, যে যেথা আছে।
হায় হতভাগ্য, রাও সুরতান,
তোমার দুর্ভাগ্যে, কতই আছে ?
না জানি এমনি, ঘোর রাজাদেশ,
কতই ভীষণ হানিবে বুকে।
তনয়া রতনে, আর কে বাঁচাবে,
আর কেবা তাকে, রাখিবে সুখে ?
কতই ভাবনা কত জনে ভাবে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কাঁপিছে সবে।
হুঙ্কার ছাড়িয়ে, রাণা রায় মল্ল,
কহিল সরোষে, "শুন হে সবে॥
সতীত্ব রক্ষার, ভার ক্ষত্রিয়ের,
যে মূঢ় সে ধন, হরিতে যায়।
সে নহে তনয়, ঘোরতর শত্রু,
উপযুক্ত শাস্তি, হয়েছে তায়॥
অরাবল্লী দেশ, জায়গীর রূপে
দানপত্র দাও, যতন করে।"
ধন্য ধন্য রাণা, ক্ষত্রিয় মুকুট,
তব যশ আজো, গাইছে নরে॥
মধ্যমকুমার, পৃথ্বীরাজ নাম,
ভুবন বিখ্যাত, আদর্শ বীর।
দান দয়া ধর্ম্ম, অঙ্গের ভূষণ,
বিনয়ী, বিদ্বান, অতীব ধীর॥
কনিষ্ঠের মৃত্যু, জায়গীর দান,
অদ্ভুত বিচার, শুনিয়া কাণে।
দেখিতে কামিনী, ভুবনমোহিনী,
ধাইল কুমার, প্রফুল্ল প্রাণে॥
পরিচয় দিয়া, কুশল জিজ্ঞাসি,
রাও সুরতান, আনন্দ মনে।

আকার ইঙ্গিতে, বুঝিল নিশ্চয়,
আশার সুসার, এতেক দিনে ॥
রাও সুরতান, সসম্ভ্রমে আসি,
আশু বাড়ী দিল, পৃথিবী রাজে।
দলে দলে সৈন্য, আসি উতরিলা,
মাতৃভূমী তরে সমর সাজে ॥
পণের বারতা, শুনিয়া শ্রবণে,
প্রতিজ্ঞা করিল জীবন পণ।
সমর সাগরে, ধ্রুবতারা তারা,
সমরেই পাবে, জীবন ধন ॥
দলে দলে সৈন্য, কাতারে কাতারে,
চলিলা সদর্পে, সাহস মুখে।
ভাবি পতি ভাবি, তুরগ আরোহী,
তারাও চলিল, পরম সুখে ॥
সপ্ত দিন ঘোর, সমরের পরে,
দূর করি দিল, যবনাধমে।
মহা সমারোহে, হইল বিবাহ,
বসিলেন তারা পিথুর বামে ॥
অপূর্ব্ব মিলন হইল সমাধা,
দেব নদী এবে, সাগরে মিশি।
জয়ডঙ্কা তুলি, হলো আনন্দিত,
রাও সুরতান, পুরিতে পাশি ॥
দুষ্ট পাভুরার, ষড়যন্ত্র করি,
অকালে নাশিল, ক্ষত্রিয় বীরে ॥
চিরদিন তরে, ভাসিল চিতোর,
ঘোর বিষাদের, আঁখির নীরে ॥
না দেখিতে সুখ চাঁদের কিরণ,
না পরিতে সুখ কুসুমমালা।
ফুরাল সুখের নিশিথ স্বপন,
হইল বিধবা ক্ষত্রিয় বালা ॥

আশার বাজার ভাঙ্গিল অকালে,
ঘেরিল বিষাদ-আঁধার রাশী।
জুড়াইল জ্বালা, বিরহ দহন,
পতির অন্তিম চিতায় পশি॥

প্রমিলা।

সুররাজ মেঘনাদ অন্যায় সময়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক হত হন। এই কয়েকটি
পুংক্তি তৎসাময়িক আখ্যায়িকা
অবলম্বনে রচিত।

প্রমোদ কানন—নিভৃত কক্ষ।

বসিয়া দানববালা প্রমিলা সুন্দরী
বাম গণ্ডে বাম কর করিয়া স্থাপন।
মেঘান্তরে রৌদ্র যথা প্রদীপ্ত গরবে
ম্লানমুখে বাতায়নে বসি বিনোদিনী। ১
প্রতপ্ত দেহের কান্তি বিমলিন এবে,
যেন শত শত চাঁদ মেঘেতে আবৃত।
প্রলম্বিত কেশপাশ চুম্বিছে ভূতল
মেঘে ঢাকা যেন হায় স্থিরসৌদামিনী। ২
রক্তপদ্মবর্ণ আঁখি ধরি জল ভার,
নয়ন তারকা যেন চঞ্চল ভ্রমর,
প্রকম্পিত মর্ম্মস্থল শব্দিত সঘনে
দীর্ঘশ্বাস অগ্নিকণা দহিছে মেদিনী। ৩
কহিলা দানববালা দীর্ঘশ্বাস ত্যাজি,
"হায় বিধি! নাহি জানি অদৃষ্ট লিখন।
কেন বা দক্ষিণ আঁখি হতেছে স্পন্দিত,
চারিদিকে অমঙ্গল দেখি অনিবার॥ ৪

"জীবিতেশ! প্রাণকান্ত! জীবনের সার,
হায় বিধি! অভাগীর শান্তি-নিকেতন।
জুড়াবার সুখস্থান, কোরনা বঞ্চনা,
ভেঙনা এ সুখস্বপ্ন দিওনা যাতনা॥ ৫
হৃদয়গগনে মোর পূর্ণিমার শশি,
সে শশাঙ্কে ফেলনাক রাহুর গরাসে,
জীবিতেশ রেখ প্রভু কুশলে চরণে।
এই ভিক্ষা মাগে দাসী তোমার সদনে॥" ৬
অকস্মাৎ চমকিতা হইল দানবী,
আলুলিত কেশপাশ শিথিল বসন।
দ্রুতগতি জিজ্ঞাসিলা সখিরে ডাকিয়া
"কহ সখি! কোলাহল কিসের কারণ?" ৭
"অস্ফুট রোদনধ্বনি পশিছে শ্রবণে,
ঐ শুন! শুন সখি! হাহাকার রব।
প্রাণনাথ নাই মোর!" মূর্চ্ছিতা দানবী!
প্রমিলার চিরতরে গেল সুখসাধ॥ ৮
আস্তেব্যস্তে সখীগণ করিল ব্যজন,
শুশ্রূষায় পেয়ে জ্ঞান উঠিলা সুন্দরী।
নয়নে নাহিক জল নাহি হাহাকার,
দাঁড়াইয়া রোষ ভয়ে কাল ভুজঙ্গিনী! ৯
কহিলা গরব ভরে "শুন সখিগণ!
পতিঘাতি দুরাচারে শাস্তিব এখনি।
দেব দৈত্য নরনারী গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
হউক সে ত্রিপুরারী নাশিব পরাণে॥ ১০
"ধর সখী ধর অস্ত্র যেবা মনে লয়,
এস, উঠ ত্বরা করি, বিলম্ব না সয়,
পাবে কাঁদিবার দিন, করিও রোদন।
এখন ঘুচাই চল মনের বেদন॥ ১১
"বিলম্ব না সহে আর সাজ ত্বরা করি,
যে যেথায় আছ মোর সখী সহচরী।

ধর অসি খরসান, তূণ পূরি লও বাণ,
কার্ম্মুক পট্টিশ শেল শূল ভিন্দিপাল,
পরশু, বল্লম সাথে লও মহাকাল ॥ ১২
বর্ম্ম চর্ম্ম লও কুঁজে, কার্ম্মুক মৃণাল ভুজে
নারীর শকতি এবে দেখাও সবারে।
রাখিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন মাঝারে ॥ ১৩
“দেখাও জগতে এবে নারীর হৃদয়।
দয়া ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা ভালবাসা ময়।
কিন্তু যদি পায় ব্যথা, কমনীয় বন্য লতা.
লৌহের শলাকা প্রায় বিঁধিয়া হৃদয়।
জর জর করি তারে প্রতিশোধ লয় ॥ ১৪
পাষাণ শীতল অতি বিদিত ভুবনে,
পাষাণ নির্গত অগ্নি অধিক ঘর্ষণে।
সেই বহ্নি দহে বন, সেই বহ্নি দহে মন,
সেই বহ্নি তেজে বিশ্ব যায় রসাতলে।
দেখাও দৃষ্টান্ত তার চল কুতুহলে ॥ ১৫
দানবনন্দিনী আমি নাহি দয়া মায়া।
মুছিয়ে ফেলেছি এবে প্রণয়ের ছায়া,
নাহি দুঃখ নাহি প্রাণ, সুখ সূর্য্য অবসান
পাষাণ পাষাণময় হয়েছে হৃদয়।
চল সখী, চল ত্বরা বিলম্ব না সয় ॥ ১৬
নাশি পতিঘাতী জনে জুড়াব যাতনা।
সেই রক্ত করি পান, সেই রক্তে করি স্নান,
জুড়াব মনের জ্বালা প্রাণের যাতনা।
চল সখী, চল চল, বিলম্ব সহে না। ১৭

সরোজিনী।

বিষয়টী সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত। পৃথ্বীরাজকন্যা সরোজিনী যবন
সেলিমকে আত্মদান করিয়াছিলেন। নিঃস্বার্থ প্রণয়
সাংসারিক বা সামাজিক শাসনের মুখাপেক্ষী নহে।
কেবল এইটুকু দেখাইবার জন্যই এই প্রস্তাব।

নিরাশায় তনু, হল জর জর, তবুও সে জনে ভুলিতে নারি।
আগে কে জানিত, এমন পীরিতি, দহে এত দুখে অবলা নারী॥
এই কি পীরিতি, এই ভালবাসা, এরি তরে লোক ঘুরিয়া মরে।
সাধে সাধে প্রাণ, অপরেরে দিয়ে, পরমাধ হায় ঘটায় পরে?
এই কি প্রেমের, সুধার সুধার, পান করে লোকে অমর হয়?
এই কি অমৃত, বিরহে কি জীব, বিরহ লইয়ে অমর রয়?
বিরহে রাখিয়ে, বুকের মাঝারে, জ্বলন্ত অনলে জীবন দান।
একি মহা ভ্রম, অমৃত রাখিয়ে, অমৃতের ভ্রমে গরল পান?
আগে কে জানিত, এমন হইবে, তা হলে কি কভু ঘুমের ঘোরে।
জীবন খোয়ায়ে, জীবন দিতাম, জীবনজীবনে জীবন চোরে?
জাগিতাম সারা, জীবন জাগিয়ে, কে দিত সাধের জীবন পরে।
কিন্তু একি মোহ, ইচ্ছা করে পুনঃ, হেরি সেই রূপ ঘুমের ঘোরে।

সম্পূর্ণ।

নক্সা।

———***———

প্রথম কথা।

কালের স্রোতে সবই ভাসিয়া যায়। কালের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন নূতন ঢেউ এসে পড়ে। সেই ঢেউ দেখে লোকের প্রাণ চোম্‌কে যায়। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কতকগুলি রীতিনীতি এসে পড়ে। যারা খুব সক্ত মাজী, তারা সেই তরঙ্গে আপন নৌকা ঠিক রাখে, অথচ সেই ঢেউ হতে বাছা বাছা রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া নৌকা বোঝাই করে, আর যারা নূতন মাজীগিরীতে বহলি সনন্দ পাইয়া কোমর বেঁধে সংসারতরঙ্গে নৌকা ভাসায়, তাঁদের নৌকা হয় কালের জোর তরঙ্গে বান্‌চাল্ হয়, না হয় জোয়ারের জোরে চাতরে নৌকে তুলে ভাঁটার টানে কাদা ঘাঁটা সার হয়। লোকে হাসে, টিটিকারি দেয়, রহস্য করে। আমিও আজ সেই রহস্যকারীদিগের একজন, প্রাণে কিন্তু আমার সাহানুভূতি আছে। লোকে আজীবন পাঁকে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। তবে যে ইচ্ছায় পড়ে, তাহার একটু শাস্তি দেখিলে না হাসিয়া থাকিতে পারি না। স্বভাবের এ যা দোষ!

———

প্রথম নক্‌সা।

———:*———

মিস্ দিগম্বরী মহলানবীশের বিবাহ।

মিস্ মহলানবীস এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা ইউনিবর্ষটীর "প্রথমা" হইয়াছেন, সুতরাং এই মরসুমে তাঁহার প্রিয়তম পিতা শ্রীযুক্ত ভ্রাতা অভব্যচন্দ্র একটা দাঁও পিটিতে বাসনা করিয়াছেন। কন্যার বিবাহ দিবেন।

মিস্ বলেন, "আমি বাল্যবিবাহ করিব না। বিবাহের এখনো আমার বয়স হয় নাই। কুল্যে আমি এখন উনিশ বৎসরের বৈ ত নয়?" বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা আজিও জ্ঞানচক্ষু পান নাই, তিনি ঘরের কোনে বসিয়া হরি-নাম করেন, আর চোক বুঁজিয়া আঁধার দেখেন। আলোক এখনও তাঁহার বহুদূরে। তিনি বলেন, "দিগম্বরি! আমার স্ত্রীর যখন তোর মত বয়স, তখন সে তিন ছেলের মা। তুই করিস্ কি?" মিস্ চাটিয়া লাল। তিনি সদম্ভে বলেন, "সে সব ব্যভিচারিণীর কথা আমার নিকট বলিও না। ব্যভিচার কাকে বলে জান? অসাময়িক অনুষ্ঠানই ব্যভিচার। ক্ষুধা না পাইলে যে আহার করে সেই ব্যভিচারী, ক্ষুধা হইলে সে সকল স্থানেই সকল দ্রব্যই আহার করিতে পারে। তোমার স্ত্রী অক্ষুধায় আহার করিয়া কয়েকটী সন্তান বমন করিয়াছিলেন, সে ব্যাভিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। সময় হইলে আমি আহার্য্য দেখিয়া লইবার ক্ষমতা রাখি। সে জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না।"

একবৎসর পরে মিসের ক্ষুধা হইল। আহার্য্য তিনি দেখিয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন। কেন না ইতিপূর্ব্বে অধিক ক্ষুধায় তিনি গোপনে কিছু আহার করিয়াছেন, সে গন্ধ ঢাকিবার নয়, তাই এত ব্যাকুল।

নিশ্চিন্তপুরের ঘনশ্যাম বাবুর টুক্ টুকে ফুট্ ফুটে পুত্র স্ফটিকচন্দ্র বর রূপে পরিগণিত হইলেন। মিস্ পাত্র দেখিতে ছুটিলেন।

দিগম্বরী গৌণ পরিয়া, গলায় চেন ঝুলাইয়া, মাথায় ইরেসার আড় ঘোম্‌টা টানিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বযানে নিশ্চিন্তপুরে উপস্থিতা হইলেন। পাত্রী দেখিয়া স্ফটিকের মুখ শুখাইল।

জলযোগের পর দিগম্বরী বর পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দেহের উচ্চতা পরিমিতি হইল। স্বীয় দেহ ও বরের দেহের স্থূলতা তুলনায় সমালোচিত হইল। শেষে বলিলেন, "চলিতে পারে।" পরে ক্রমে ক্রমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রন্ধন বিজ্ঞান, ভোজন বিজ্ঞান, ধোপা নাপিতের মোকড়া হিসাব জিজ্ঞাসা করিয়া নীতি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে, বলিলেন, "নিতান্ত অযোগ্য নয়, তবে আমার উপযুক্ত হইতে পারিবে না। সংসার সমরে তুল্যাহুতুল্য হওয়া—এক ঘুঁসি খাওয়া এক ঘুঁসি দেওয়া, সে সম্বন্ধে বিবেচ্য বটে। যাই হোক, আমার অমত নাই। ঢি্র বনশ্যাম বাবু বলি ৪ প্রস্থ গৌণ, ৪ জোড়া জুতা, সোনার ঘড়িচেন,

রূপার দান সামগ্রী, ঘর সাজান দ্রব্যাদি আর আমার এপর্য্যন্ত পড়ার খরচ স্বরূপ নগদ ৫ হাজার টাকা দিতে পারেন, তবে আমার অমত হইবার কোন অনিবার্য্য কারণাভাব।"

ঘনশ্যাম বাবু কি করেন, অগত্যা পণ বাহার বেবাক টাকা বুঝাইয়া দিয়া পুত্রটী পার করিলেন। ৬ মাস পরে সংবাদ পাইলেন, তাহার পুত্রবধু একটী সন্তান লাভ করিয়াছেন। দিগম্বরী ঠাকুরদা মশায়কে বুঝাইলেন, সময়ের ফল শীঘ্র ধরে। পাঠকগণ বলিবেন তথাস্তু।

দ্বিতীয় নক্সা।

অয়স্কান্ত রঙ্গভূমি।

রামভদ্র বাবু ঢাকা অঞ্চলের জমীদার। নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইস্তক রাস্তায় মেতুয়ার ঝাড়ু হইতে গ্যাসের আলো পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে সবই নূতন। লোকটী নিরেট বোকা নহেন, তবে নূতন আসা, এই জন্যই চক্ষে একটু ঘোরঘোর ঠাওর হয়। বাবু দেশে শুনিয়া আসিয়াছেন, কলিকাতার নাচঘরের তামাসা চমৎকার। সেই হইতে দর্শন লালসা বলবতী হইয়াছিল। এইবার শুভ অবসরে চক্ষের পাপক্ষয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

রবিবার সন্ধ্যাকালে চেনালোক সঙ্গী করিয়া রামভদ্র বাবু এক টাকার টিকিট কিনিয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলেন। সে দিন 'অক্রুর সংবাদ' অভিনয় হইবে। অভিনয়ের বিষয় পরম ভাগবত রামভদ্র বাবুর অবিদিত ছিল না। তিনি উৎসাহিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন। চারিদিকে গ্যাসের অলো দিবালোককেও উপহাস করিতেছে। সুপরিচ্ছন্ন দৃশ্যপট সম্মুখে উর্দ্ধোধঃ ভাবে প্রলম্বিত। বাবু যে দিকে দেখেন, সেই দিকেই অপূর্ব্ব! ন ভূতং ন ভবিষ্যতি!

দৃশ্যনাট্যের পাত্রগণ সকলেই অভিনয় করিতেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন, পরিকর্ষণ, আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সংযোজন, চলিতেছে, বাবুর কিন্তু তৃপ্তি

হইতেছে না। সেকেলে অধিকারীর দলে তেলের প্রদীপের আলো জ্বালিয়া গুঁপো-রাধিকা ছোঁড়া-কৃষ্ণের কথায় যত প্রাণ কাঁদিয়াছিল, সে সব কথা যত মনে আছে, তাহার তুলনায় রামভদ্র কিছুই পাইলেন না। কৃপণ লোক, টাকাটার জন্য হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন।

অক্রুর কৃষ্ণকে মথুরার ধনুর্যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিতে—এমন কি লইতে আসিয়াছেন, ব্রজেশ্বরের অদর্শনে ব্রজবাসী চক্ষে আঁধার দেখেন, রাধিকা পলকের অদর্শন প্রলয় জ্ঞান করেন, সেই ব্রজেশ্বর মথুরায় যাইতেছেন, বৃন্দা রাধিকাকে এ সংবাদ জানাইল। রাধিকা সেই বজ্রসম সংবাদে হেলিল না দুলিল না। আপন মনে পরমবিদুষী কবিশীরোমণিনী রাধিকা পদ্যছন্দে আপন মনে কত কি বকিল, শেষে সরল সুঠামে দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দর্শকগণের প্রতি বিলোলকটাক্ষ বিক্ষেপে অভিনয়ান্তে তাহার বিলাসগৃহে সমুপস্থিত হইবার ঈঙ্গিত-নিমন্ত্রণ করিয়া একটী গীত গাইল! তাঁহার মধ্যে রাধিকার হৃদয়-ব্যথা প্রকাশক কোন কথা নাই দেখিয়া রামভদ্র বাবু একবারে চটিয়া আগুন!

পরিশেষে রথারোহণে কৃষ্ণবলরাম। সখীগণ সহ রাধিকা রথচক্র ধারণ করিলেন, কোন নিতম্বিনী নিতম্বভঙ্গে অশ্ববল্গা ধারণ করিলেন, কেহ আকা মুরদের মত আসরের জমজমাট রাখিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। আবার আসিব।" রাধিকা কৃষ্ণের কৌশল জালে বিজড়িত হইয়া কতই কাঁদিয়াছেন, তবু বোকা-মেয়ে এক কথায় সব ভুলিয়া গেল। রামভদ্র বাবুর রাগের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি উঠিয়া রাসভবিনিন্দিত স্বরে কহিলেন, "বলি ইহারই নাম থিয়েটর! উচ্ছ্বাস নাই, যে কথা মনে হইলে প্রাণ কাঁদে, এমন স্থানে প্রাণ কাঁদিল না, কেবল বেশ্যার ঠাট আর ঘয়াটের নাট লইয়া নাট্য-মন্দির? আমি রামভদ্র শর্ম্মা, আমার ১ টাকা জল?—নাহাক্ জল?—" রামভদ্রকে থামাইয়া রাখা দায় হইল। সকলে অসভ্য, বাঙাল, অনসিবিলাইজড্; বারববস ইত্যাদি বিশেষণে রামভদ্রকে নাজেহাল করিয়া দিল, রামভদ্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "যে মূর্খ ঘরের পয়সা দিয়া বনের মহিষ তাড়াইতে চায়, সেই যেন এই কর্ম্মভোগ করে। দেখ দেখি, কবির গানের একবার বাধুনী দেখ দেখি! ক অক্ষর গো মাংস—চাসার গাণ শুন দেখি," বলিয়া রামভদ্র সেই একহাট লোকের মধ্যে ভাঙা গলায় ভুঁড়ি নাড়িয়া গান ধরিলেন,

"করি এই নিবেদন।

গোপীর কথা রাখ, একবার রথ রাখ, রাখ ব্রজবাসীর জীবন॥

তুমি ছিলে গোপীর মনোরথে, আজ চল্লে অক্রুরের রথে, চলেছ মথুরার পথে, শূন্য করে বৃন্দাবন। হরি এত যদি ছিল মনে, তবে গিরি ধরে ব্রজ রাখ্‌লে কেনে? ব্রজেশ্বর হরি, ব্রজ আঁধার করি, চলেছ গোপনে, ব্রজপুরি পরিহরি, জন্মের মত চল্লে হরি, আমরা জন্মের মত হেরি, হরি তোমার চাঁদ বদন।" গান শেষ করিয়া—এক ধমক কাঁদিয়া রামভদ্রের মনের আগুন নিবিল। "আমরা জন্মের মত হেরি" এই কথাটুকু শুনিয়া অনেক দর্শক কাঁদিল, অনেক দর্শক হাসিল, হাসির ধমকে থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। রামভদ্র সখেদে—শ্রীহরি।

তৃতীয় নক্‌সা।

—:*:—

মেয়ে ডাক্তার।

একমুদী কোম্পানীর ডিপ্‌লোমা প্রাপ্ত ধাত্রী মহিষমর্দ্দিনী হাজরার নিকট উঠ্‌না বাবাদ ৫।৵১০ পাওনা করিয়া হাঁটিয়া হাটিয়া হয়রাণ হইয়া গেল। কোন মতেই দেনার টাকা আদায় করিতে পারে না। মুদী একদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গেল "আমি তখনি জানি, যখন ধাইয়ের কাজ বামন কায়েতের মেয়েরা পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছে, বামন কায়েতে জুতোর দোকান খুলেছে, তখন এ দেশে আর ভাষ্যি নাই। দেশের কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু আছে? আচ্ছা, আমিও নাপিত বাচ্ছা, সহজে ছাড়্‌ছি না।" মুদী নালিশ করিয়া ডিক্রি করিল।

যে সময় ধাত্রী মহাশয় (মহাশয়া বলিলে এখন ব্যাকরণ দুষ্ট হয়) মুদীর মস্তকে হস্তপরামর্শ করিয়া উঠ্‌না পরিগ্রহ করেন, সে সময় তিনি অনূঢ়া ছিলেন। মুদীর ডিক্রির পর ধাত্রী মহাশয় কামিনীবাবুকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে মহিষমর্দ্দিনীর সাইন বোর্ড চেঞ্জ হইল। বিবাহিত স্বামীর কুলক্রমাগত উপাধী দাস ধরিয়া নূতন নাম "মহিমর্দ্দিনী দাস" সাইন বোর্ডে লেখা হইল।

মুদী শীলওয়ারীণ আনিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিল। শীলের পেয়দা সাইন বোর্ডে "দাস" দেখিয়া মাল ক্রোক করিল না। মুদী বিচারপতির নিকটে কাঁদিয়া পড়িল। হাকিম হুকুম দিলেন, "পুনরায় নালিশ কর।"

মুদী এবারও বেচিয়া কিনিয়া এস্‌পার ওস্‌পার করিয়া বসিল। আবার মকর্দ্দমার ডিক্রি হইল; কিন্তু মুদীর ভাগ্যে বিধাতা বড়ই নারাজ। মহিষ-মর্দ্দিনী বিধবা হইয়া উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে আবার স্বামীপরিগ্রহ করিয়াছেন। মহিষমর্দ্দিনী দাস এখন আবার "মহিষমর্দ্দিনী তলাপাত্র।" মুদী দেখিল প্রমাদ! আবার নালিশ করিতে তাহার টাকা কোথায়? মুদী মুদীগিরীতে ইস্তফা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। মহিষমর্দ্দিনী মুদীমর্দ্দিনী হইয়া কলিকাতা নগরী উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। এরূপ মহিষমর্দ্দিনীর দল অগণ্য।

চতুর্থ নক্‌সা।

-:*:-

ইস্তাহার।

শ্রীমান শ্রীপদ্মকমল ঠন্‌ঠনিয়া মার্কা চটিতেই শোভিত করেন। একদিন এক জোড়া চটি বিনামা নগদ ১৷৵৹ আনা মূল্যে কিনিয়া আনিয়া আমার বালকভৃত্য আমার সম্মুখে রক্ষা করিল। সুভদ্র বিনামাপ্রস্তুতকারক এক খানি রঙিন্‌ কাগজে বিনামাযুগল আবৃত করিয়া দিয়াছিল। আমার কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পায় না, কেমনা আমি কমলাকান্ত-রোগগ্রস্থ। কাগজ খানি সযত্নে খুলিয়া পড়িলাম। একবার দুইবার বারম্বার পড়িলাম, মানে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাই তাহার বজনিস্‌ নকল্‌ নিম্নে দিয়া পাঠকগণকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মহাশয়গণ! কৃপা প্রদর্শনে আমার মনের আঁধার দূর করুন। মথনে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—আদী ও অকৃত্রিম! অব্যর্থ! নিশ্চয়! মহা আনন্দ! প্রেমের ঢেউ! প্রেমের

তরঙ্গ! বিরাট উপহার! আনন্দ কাণ্ড! সু-উৎ-পরি বিরাট উপহার!
মাল সাবাড়! গুদম ফাঁক।

উদ্ভটনন্দিনী মহামহাকাব্য।

মহামহা পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফরাসী জর্ম্মাণ-জ্ঞ লেখক তাঁহার মহামূল্য-মস্তিক লেখনীযন্ত্রে ফেলিয়া তরল করিয়া সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। ইহাতে নাই কি? রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, শ্রবণ, চর্ব্বণ, পুরাণ, যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, জিওলজি, ফ্রনলজি, কিজিওলজি, ক্রনলজি, ব্রনলজি, স্ফোটক লজি, খোসলজি, সবলজিই ইহাতে আছে। উপন্যাস, কাব্য, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, গান, বাজনা, চণ্ডিপাঠ হইতে হরিরলুট পর্য্যন্ত আছে। ছবির ত কথাই নাই। আর্ত্তস্তদিও হইতে আউট একজন প্রধান অর্ত্তিস্তের প্রপৌত্রের মাসিত ভাইপো ইহার ছবি গুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল্য ৭ টাকা। কেবল ১৪ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় সমেত ৩৷৷০ টাকা। আরও সুবিধা, একপক্ষের মধ্যে আমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপক্ষে লইলে তদর্দ্ধঃ মূল্য ১৷৵০ সিকা। আরও সর্ব্বজন পরিচিত সর্ব্বজনসমাদৃশ "অঙ্কবাসী, চন্দ্রিমা, নরেন্দ্রনন্দিনী," প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শতমুখে প্রসংশিত "প্রেমের কলি, নারী-কেশ তত্ত্ব, ঠাকুরঝির সহিত কথোপকথন, গজেন্দ্রগমিনীর গুপ্তকথা" উপহার দিব। কেহ লইতে ভুলিবেন না। ১৷৷৵০ আনায় এক রাশি রত্ন। যায় যায়, সাবাড় হয়, আলমারী খালি হয়, বিলম্বে মহাপাতক হইবে।

শ্রীনিঃসহায় কোম্পানি
২ নং উপুরপুর রোড্
কলিকাতা।

---

* "এক রাশি রত্ন" ১৷৷৵০ আনায় যে দিতে পারে, সে দাতাকর্ণের সম্পর্কে * * * কে গা?

বোকারাম

পঞ্চম নক্সা।

বঙ্কিমনয়না দেবীর বৈঠক।

বঙ্কিম নয়না জমিদারপ্রবর রাসভচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের সোহাগ আদরের একের স্ত্রী। বঙ্কিমনয়না বাল্যকালে ছাত্রবৃত্তির বৃত্তি গ্রাস করিয়া এখন রাসভচন্দ্রকে গ্রাস করিতে বসিয়াছেন। ষষ্টির বরপুত্র রাসভ এই সমাগত আশ্বিন মাসের ২১শে কুর্ম্মরাশীস্তে অ-ভাস্করে অমাবশ্যা ২১দণ্ড ২২ পলের সময় ষষ্টিবর্ষে শুভ পদার্পণ করিবেন। ষোড়শী বঙ্কিমনয়না তাই স্বামীর বয়স আরও ২।১ বৎসর টানিয়া টুনিয়া বাড়াইবার জন্য জন্মতিথি পূজা করিবেন। রাসভের আনন্দের সীমা নাই। মুক্তহস্তে ব্যয়ভূষণ করিতেছেন। উভয় পক্ষীয় বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত। মজ্‌লিস ভরপুর। বঙ্কিমনয়না শুভ্রগুম্ফসমন্বিত মুখমণ্ডলে চোক কাণ বুঝিয়া একটী উপর্‌সা চুম্বন করিয়া কহিলেন, "যে সব স্বামী স্ত্রীরপ্রতি বৃথা সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিশিতে আপত্যি করে, তাদের মত বোধ হয় আমার প্রিয়তম স্বামী হইবেন না।" রাসভ মাথা চুলকাইয়া—দেঁতো হাসি হাসিয়া—মেড়ে বাহির করিয়া কহিলেন, "না – না—তা নয়—তা—কখনই নয়। তুমি স্বচ্ছন্দে" আর বিলম্ব সহিল না। বঙ্কিমনয়না বীরবিক্রমে পুরুষব্যূহভেদ করিয়া সভ্যগণকে মথিত করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব বীরনারী!

সুভকার্য্য শেষ হইল। সেই কুক্ষণে সেইদিনে বঙ্কিমনয়না রাসভের পক্ষে বঙ্কিম-মনা হইলেন। রাসভের ভুঁড়ি ধস্‌কাইয়া গেল। একদিনকার সওয়াল যাওয়াবের খস্‌ড়া পেস্‌ করিলাম।

ব। ছিঃ ছিঃ সর সর। তোমার দুর্গন্ধ-মুখের গন্ধে আমার সদ্য ভুক্ত রাবড়ী-লুচী উঠিয়া পড়িবে।

রা। কি করিব বল? পান খাইলে লোকের কাছে মুখ দেখান যে ভার হবে?

ব। আচ্ছা! তা যেন হলো! ও কি করেছ? উড়ে বেহারার মত থর কেটে আবার তার উপব একটা দেড় গঙ্গ চৈতন। ও কি অসভ্যতা?

রা। এ বয়সে কি আর বাঁকা সিঁথি সাজে; মানাবে কেন?

ব। তোমার সবই মানাবে কেন? তাই যদি না পার্ব্বে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

রা। তা—তা আমার অপরাধই বা কি?

ব। অপরাধ নয়? আবার বোল্‌চো, অপরাধ নাই?

রা। না, তা অপরাধ আছে বৈকি। তাতে আর হলো কি? স্ত্রীতে যদি সহ্য না কোর্ব্বে, তবে আর দাঁড়াই কোথা?

ব। দাঁড়াই কোথা? ফের ঐ কথা? এখনি যাও, সাবন দিয়ে গা ধুয়ে এসো। একটু এসেন্স মেখে এসগে, তা না হলে খেংরায় মুখ ভেঙে দেব।

রাসভ সেই রাত্রেই করেন কি, ইত্যাদি। শেষে এই দম্পতিযুগলের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্য-ইতিহাসে লেখে না।

ষষ্ঠ নক্সা।

সম্পাদককুলধুরন্ধর জাম্বুবান দাস।

"আমার কিঞ্চিৎ চাকুরী চাই। পাই বা কোথায়, করিই বা কি?" জাম্বুবান বাবু ইহাই ভাবিতেছেন। জাম্বুবান বাবুর প্রপিতামহ কবির দলের ছড়া কাটিতেন। জাম্বুবান সেই বেওয়ারীস সুপারীসে এখন কবি-কুল-ধুমকেতু রূপে সাহিত্য-আকাশে উদিত হইয়াছেন। পুস্তকও লিখিয়াছেন, খান ৭। ৮ সাত আট। বিকাইয়াছেও প্রায় খান ৭।৮। এখন অবশিষ্ট গ্রন্থরাশি হকার চাচার ঝোলার শোভা বিবর্দ্ধন, এবং কোনখানি বা মসলা বিক্রেতার শ্রীকর কমল ঘৃষ্ট হওনের প্রত্যাশী রূপে বায়ু বেগে উড়িতেছে। কাগজে কিন্তু দেখি, দ্বিতীয় সংস্করণ। একখানা পুস্তকের কবরও দুবার ছাপা হইয়াছিল; কিন্তু পসার জমিল না, খরচাও উঠিল না। তবে এখন করেন কি? অনুপায় হইয়া জাম্বুবান দ্বারে দ্বারে চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সব স্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, No Vacency. জাম্বুবান কত দরখাস্ত করিলেন, সব ভাসিয়া গেল।

আবার বাঙালা কাগজে মন দিলেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, রহস্য, উপন্যাস, গদ্য, পদ্য, বিজ্ঞান, রসায়ন, আধিভৌতিক, অধিদৈবিক ইত্যাদি নানা প্রবন্ধ পূর্ণ সর্ব্বজন পরিচিত "রোদন" নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। মনের আশে লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু পয়সা পান কৈ? বাঙ্গালী পাঠক খবরের কাগজ পড়িয়া দাম দিতে চায় না। তখন বিজ্ঞাপনে মন দিলেন। যে বিজ্ঞাপন তাঁহার রোদনের পৃষ্ঠা সমূহ নানাবর্ণের অক্ষরে রঞ্জিত হইয়া শোভিত হইল, সেই পুস্তকের সুদীর্ঘ সমালোচন বাহির হইল। বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাহার মধ্যে অনেকগুলি সমালোচন স্বয়ংই লিখিয়া দিয়া গেলেন। নিজেও অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব পুস্তকের সমালোচন করিলেন। যে পুস্তক তিনি কখন দেখেন নাই, প্রকাশকের বা প্রণেতার অনুরোধে সেই পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচন বাহির হইতে লাগিল। পসার জমিয়া আসিল। বড় বড় রাজনৈতিক প্রবন্ধ বাহির হইল, ভীম বিক্রমে মৃত ইংরাজ মহাপুরুষগণের কবরোদ্দেশে অসংখ্য গালি বর্ষণ করিয়া ভাষায় ওজস্বিতা প্রমাণীত হইল। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইয়া শেষে লাভের মধ্যে খোঁড়া পা ভাঙিয়া গেল। নারিকেল গাছ নাড়িয়া নারি-কেলের ঘায়ে মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। জাম্বুবানের লীলা শেষ হইল।

সম্পূর্ণ।

নাড়ী-জ্ঞান চন্দ্রিকা।

উদ্দেশ্য।

চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ নাড়ী-জ্ঞান। চিকিৎসার যে কয়েকটী অঙ্গ আছে, নাড়ী-জ্ঞান তন্মধ্যে কেন প্রধান, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রোগের লক্ষণ দেখিয়া যে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা অপেক্ষা নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা সমধিক সত্য এবং সুফলপ্রদ। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা সহজ। কোন্ পীড়ার কি কি ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, তাহা পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রোগ নির্ণয় বড় কঠিন সমস্যা। রোগ নির্ণয়ই চিকিৎসকের পারদর্শিতার সর্ব্ব-প্রধান প্রমাণ। যিনি যে পরিমাণে রোগ নির্ণয়ে সক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে সুচিকিৎসক। শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক কবিরাজ নাড়ীর গতি বুঝিয়া এক পক্ষ, কখন বা এক মাস থাকিতে মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কতদিন রোগী কষ্ট পাইবে, কতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে, এসকল বিষয় নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারাতেই স্থিরিকৃত হইত। বর্ত্ত-মান সময়ে সেরূপ নাড়ী-জ্ঞানী চিকিৎসক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু নাড়ী-জ্ঞান থাকা গৃহস্থ-মাত্রেরই আবশ্যক। কেন না, তাহা হইলে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিবেচনা মতে কবিরাজ ডাকিলেই চলিতে পারে। সামান্য মাথা ধরায় ভাবিয়াও আকুল হইতে হয় না, কবিরাজকে অনর্থক অর্থ দিয়াও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। তাই বলি, নাড়ী-জ্ঞান থাকা সকলেরই আবশ্যক।

সামান্য কয়েকটী নিয়ম লিখিয়া নাড়ী-পরীক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে কৃত-কার্য্যতার আশা সুদূরপরাহত, কেবল চেষ্টামাত্র। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এতদ্বারা আবশ্যই কিছু না কিছু ফল অবশ্যই পাইবেন।

নাড়ী-জ্ঞান চন্দ্রিকা।

নাড়ী।

নাড়ী-পরীক্ষার পূর্ব্বে নাড়ী কি, তাহাই বলা আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষে মনুষ্য শরীরে তিনকোটী নাড়ী আছে। এই নাড়ীদ্বারা জীবশরীর পরিপুষ্ট হয় এবং অপব্যবহারে এই নাড়ীর গতি ভিন্নমুখী হইয়া শরীরকে পীড়িত করিয়া থাকে। শরীরে যতগুলি নাড়ী আছে, তিনটী তন্মধ্যে প্রধান। যথা, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই নাড়ীত্রয়ের পরিচালনেই শরীর পরিচালিত হইয়া থাকে। এই নাড়ীর মধ্যে রস সঞ্চার হেতু শরীরের তাপ ও শৈত্যগুণজাত বেগ সমুপস্থিত হইয়া নাড়ী পথে প্রতিঘাত করে, সুতরাং সময় সময় নাড়ীর উচ্চনীচতা প্রত্যক্ষীভূত হয়। নাড়ীর পরীক্ষার স্থান হস্তের মনিবন্ধ মাত্র নহে। উভয় পার্শ্বস্থ চিবুক নিম্ন, উভয় পদের শেষ গ্রন্থী মূল, কুক্ষিদেশেও নাড়ী পরীক্ষার প্রসস্থ ক্ষেত্র।

নাড়ী-পরীক্ষার কাল।

রোগীর নাড়ী-পরীক্ষার পূর্ব্বে সুস্থ লোকের [illegible] াত পরীক্ষা করিয়া মনেমনে এমন একটী জ্ঞান জন্মাইয়া [illegible] আবশ্যক যে, সুস্থ শরীরের অবস্থা ও নাড়ীর গতি সহজেই অনু[illegible]র। এইরূপ জ্ঞান সীমাকে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া রোগীর নাড়ী প[illegible] করিলে যে প্রকার উচ্চ নীচতা জানিতে পারা যাইবে, তদনুসারে তাহার নাড়ীর ক্রীয়া ও অবস্থা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। সহজ অবস্থায় বালকের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১৩০ হইতে ১৪০ বার,যুবার ৭০ হইতে ৯৮ বার এবং বৃদ্ধের ৫০ হইতে ৬৫ বার। ইহার তারতম্যে শরীরের অবস্থার ব্যতিক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নাড়ী-পরীক্ষার পূর্ব্বে রোগীর চিত্তবিনোদন করা আবশ্যক, চিন্তাকুল কি শোকার্ত্ত না থাকে। তৈলমর্দ্দনান্তে, আহার বা নিদ্রার পর, পরিশ্রমের পর, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাতুর অবস্থায়, রৌদ্র সেবনান্তে নাড়ী-পরীক্ষা করিবে না। কেন না, তৈলমর্দ্দনহেতু শীরা সমূহ বারম্বার ঘর্ষণ পাওয়ায় শোনিত স্বভাবতই উষ্ণ হয়। আহারান্তে ভক্ষ্যবস্তু পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলে পরিপাক হেতু শ্লেষ্মাবৃদ্ধি পাওয়ায় নাড়ীর গতি তখন মৃদু হয়। নিদ্রা-

কালেও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপায়। পরিশ্রমজনিত অঙ্গ সঞ্চালনে দেহস্থ শোণিতও উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু অতি আনন্দ কি ভয় বা তথাবিধ যে সকল কারণে শোণিতের গতি মৃদু বা উষ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তৎকালে নাড়ী পরীক্ষা করা নিষেধ। যে সময় নাড়ীর গতি সমভাবে থাকার সম্ভাবনা, সেই সময়ই নাড়ী-পরীক্ষার প্রশস্ত সময়। রোগী যদি উপবেশন করিতে পারে; তাহা হইলে আর শায়িত অবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তির উপবিষ্ট অবস্থায় নাড়ীর গতি ৮০ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে শয়ন করাইলে তাহার নাড়ীর গতি ৭৫ হইয়াছে। এরূপ স্থলে কিপ্রকারে নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে?

নাড়ী পরীক্ষা।

বায়ুবৃদ্ধি হইলে নাড়ী বক্রভাব ধারণ করে, অর্থাৎ ঘড়ির দোলনার ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া স্পন্দিত হয়; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উন্মাদরোগীর নাড়ীর গতি কখন অতি তীব্র কখন বা অতি মৃদু হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে নাড়ীর গতি তীব্র অর্থাৎ উহা অতি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া থাকে। কফাধিক্যে নাড়ীর গতি অতি মৃদু এবং ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ নাড়ীর গতি। আবার দুইটীর মিশ্রণে মধ্যভাব ধারণ করে। ইহা অনুমান দ্বারা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

লক্ষণ।

যে রোগীর নাড়ী পরীক্ষায় যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফাধিক্য অনুমিত হয়, সে রোগী অতি সহজে আরোগ্য হইতে পারে। যে রোগীর নাড়ীর গতি প্রাতে কফ, মধ্যাহ্নে পিত্ত ও অপরাহ্নে বায়ুর আধিক্য বুঝিতে পারা যায়, তাহার আরোগ্য লাভ অতি সহজ কিন্তু এই দুইটীর বিপরীত গতিতে রোগীর মৃত্যু আসন্ন জানিবে। সান্নিপাতিক বিকারে রোগীর নাড়ী অতি মৃদু ভাবে স্পন্দিত হয়। কখন অতি দ্রুত, কখন বা অতি

ধীরে ধীরে, কখন বা থামিয়া থামিয়া স্পন্দিত হয়। এসময়ে রোগীর মনি-বন্ধে একবারেই নাড়ীর গতি বুঝা যায় না। একবার কুমুয়ের নিম্নে আবার যথাস্থানে নামিয়া আইসে। এরূপ অবস্থায় রোগীর জীবন লাভ অতি কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রায়ই মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। যে রোগীর শরীর শীতল, ধাতু উষ্ণ অথবা ধাতু শীতল নাড়ী উষ্ণ, সে কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

জানা আবশ্যক যে, সাংঘাতিক অবস্থাতে, মূর্চ্ছায়, বা তথাবিধ কারণে কখন কখন রোগীর নাড়ীর গতি পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে, কখন বা নাড়ীর গতি একবারেই থাকে না। এরূপ ঘটনা হইলেও তাহার আরোগ্য লাভে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে।

অতি তীব্র স্পন্দিত নাড়ী সহসা ক্ষীণ হইয়া আসিলে তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। আবার অতি ক্ষীণ নাড়ী সহসা তীব্র হইলেও তাহার পূর্ণ বিকার বুঝিবে, এবং তৎক্ষণাৎ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা না করিলে রোগীর জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে।

কোন কোন চিকিৎসকের মত, নাড়ী স্থানচ্যুত না হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটে না। অন্যান্য মৃত্যু লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও তাহা ভ্রমমূলক বলিয়া জানিবে।

মৃত্যুলক্ষণ।

যে রোগীর নাড়ী যথাক্রমে তীব্র ও মৃদু বেগে প্রবাহিত হয়, অথচ শোথ না থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহ কাল পরে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে।

যাহার নাড়ী মৃদু অথচ কুটীল ভাবে স্পন্দিত হয়, তাহার জীবন ৩৫ দিনের অধিক নহে।

নাড়ী পরীক্ষা কালে পরীক্ষকের প্রথম অঙ্গুলীতে স্পন্দন অনুভূত না হইয়া যদি মধ্যমাঙ্গুলীতে বেগ অনুভব হয়, তবে এক কি দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। আর যদি তৃতীয় অঙ্গুলী মাত্রে নাড়ীর গতি জানা যায়, তবে তাহার ও ঘণ্টার পর মৃত্যু ঘটিবে।

রোগ বিশেষে নাড়ীর গতি।

জ্বর রোগে নাড়ী উষ্ণ ও তীব্র ভাবে স্পন্দিত হয়। বাতজ্বরে নাড়ী স্থূল ও সমধিক তীব্র গতি বিশিষ্ট হয়, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ থাকিলে নাড়ীর গতি মৃদু ও সূক্ষ্ম হয়। পিত্তজ্বরে নাড়ী ঘন ঘন স্পন্দিত হয়। শ্লেষ্মাধিক্য জ্বরে নাড়ীর গতি সূত্রবৎ, সূক্ষ্ম, শীতল ও মৃদুগতি বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বাতপিত্ত জ্বরে নাড়ীর গতি চঞ্চল ও দুলিয়া দুলিয়া স্পন্দিত হয়। জ্বরসত্বে স্ত্রীসংসর্গ করিলে নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও মৃদু হয়, জ্বরকালে কামাতুর হইলে নাড়ী চঞ্চল, ও জ্বরসত্বে দধি ভোজন করিলে উষ্ণ ও অসমবেগ বিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

অতীসারে নাড়ীর গতি কখন মৃদু ও কখন লুপ্ত হয়। গ্রহণীতে নাড়ী মোটা ও অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়। বিসূচিকায় নাড়ীর গতি নির্ণয় করিতে কষ্ট হয়। স্বস্থানের মাংসও উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। ক্রিমী রোগে নাড়ী ভার, স্থূলও মন্থর বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডু রোগে নাড়ীর গতি অতি মৃদু ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তে চঞ্চল ও কঠিন, ক্ষয় রোগে মৃদু ও সূত্রবৎ, কাশ রোগে কম্পিত ও দ্রুত বেগ বিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এরূপ কতকগুলি পীড়া ও লক্ষণ আছে, যাহাতে উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও তাহার বিপরীত ফলও ফলিয়া থাকে। অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনেক রোগী চিতা হইতেও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। এরূপ স্থলে চিকিৎসকের বা গৃহস্থের অনবধান বশতঃ অনেক রোগী জীবন থাকিতেই যে চিতাসায়ী হয়েন, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? পূর্ব্ব কালে বিধি ছিল, রোগীর মৃত্যুর পর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড কালও শবটী রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, আজকাল কেহই সে নিয়ম রক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। জানি না, এই তাচ্ছিল্যের জন্য কত জীবন অনর্থক নষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বকালের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানাদিতে যে সকল অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অন্যথাচরণ করিয়া কত কত বিপদ সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে গণনা করিবে? আমরা আমাদিগের শাস্ত্র নিবদ্ধ অপূর্ব্ব বিধির অবমাননা করি কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশেও এই সকল নীতি অনুসরণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এরূপ আশা

আছে, কালে পাশ্চাত্য প্রদেশেও সমাধীর পরিবর্তে দাহন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সময় শব রক্ষিত হয়, অনুকরণ কালে বঙ্গবাসী এইটী অনুকরণ করিয়া রাখিত ও সুখী করিবেন।

সাধারণ লক্ষণ।

বাত প্রকৃতিতে মনুষ্য কৃশ, রুক্ষ, অল্পকেশ ও চঞ্চলচিত্ত হয়। তাহাদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা থাকেনা, চিত্তের স্থিরতা থাকে না, অনর্থক নানা কথা কহিয়া থাকে। তাহারা প্রায়ই আকাশ সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শন করে। ইহারা অধৈর্য্য, স্বল্পক্লেশে কাতর ও কৃতঘ্ন, মিথ্যাবাদী এবং একস্থানে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না। ভ্রমণে তাহাদিগের অত্যন্ত স্পৃহা। ইহারা অধিক লোকের সহিত মিত্রতা করে এবং সেই মিত্রতা দিনৈক মাত্রও স্থায়ী হয় না। স্বার্থসাধন বা স্বীয় সম্মান বৃদ্ধির জন্য অতি গর্হিত ও নীচ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা মনে মনে রাজা হয়, মনে মনে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। হতাশ ইহাদিগের চিরসখা। সর্ব্বদা বায়ু পীড়াতেই ইহারা অধিক পীড়িত হয়।

পিত্ত প্রকৃতিতে লোকের কেশ অকালে পক্ক হয়। দেহ স্বল্পপরিশ্রমে বা উষ্ণতায় ঘর্ম্মাক্ত হয়। ইহার বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং কোপন স্বভাব। ইহারা স্বপ্নে অগ্নি, জল, ও গ্রহগণ সন্দর্শন করে। ইহাদিগের বুদ্ধি, স্মৃতি ও বক্তৃতা শক্তি অধিক হয়, সহজে নত হইতে চাহে না। দোষ করিলেও প্রকারান্তরে নিজের পক্ষ সমর্থনে ব্যাকুল হয়। সাধ্য পক্ষে পরাধীনতা স্বীকার করেনা। অত্যাচার বা অনাচার প্রভৃতির উপর ইহাদের জাতক্রোধ, নত ও আশ্রিতের প্রতি ইহারা সর্ব্বদাই দয়াবান। এমন কি, আশ্রিতের উপকারার্থ ইহারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা প্রায়ই সৌভাগ্যবান, ক্লেশসহিষ্ণু, ধৈর্য্যবান, অলোভী, প্রভুত্বপ্রিয়, দৃঢ়ব্রত এবং যুবতিগণের অতিপ্রিয় হইয়া থাকে। ইহাদিগের দানের ইচ্ছা, পরোপকার ও সাধারণ হিতানুষ্ঠানে বড়ই অনুরাগ। ইহারা প্রায়ই মিথ্যা কহে না। দোষ করিলেও স্পষ্ট স্বীকার করে। ইহারা পিত্তাধিক্য পীড়াতেই অধিকতর পীড়িত হয়।

শ্লেষ্মা প্রকৃতিতে লোক সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ইহারা

সাত্ত্বিক গুণাবলীতেই ভূষিত থাকে। ক্লেশ সহিষ্ণু, গুরুজনের সম্মান-কারী, [illegible], স্থিরচিত্ত, কর্ত্তব্যাবধারণে নিপুণ হইয়া থাকে। ইহা-দিগের কেশজাল স্বভাবতই উজ্জ্বল। ইহারা জলাদি শুভ্র বস্তু সকল স্বপ্নে দর্শন করে। শাস্ত্রসেবী, অকৃত্রিম বন্ধু, যথাযোগ্য ব্যক্তির যথা-যোগ্য সম্মানকারী এবং ধনার্জ্জন ও ধন সংরক্ষণে পটু। দান প্রবৃত্তি অল্প, কিন্তু দানের ইচ্ছা জন্মিলে প্রভূত দান না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহারা অতি সাবধান। সমস্ত কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া—কার্য্যানু-ষ্ঠান করে। বিনা সাবধানে কোন কথা কহে না। যে সমস্ত বাক্য ইহারা প্রকাশ করে, সহজে তাহাতে দোষারোপ করিবার উপায় থাকে না। প্রলাপ বাক্যের প্রতি ইহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ ভাব পরি-লক্ষিত হয়। ইহারা প্রায়ই ধনশালী হয়। সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু একবার ক্রুদ্ধ হইলে সহজে ক্রোধ শান্তি হয় না। ইহারা প্রায়ই শ্লেষ্মাঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়।

কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে সেই বিষয় বিশেষে ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগীর পীড়া বা মৃত্যুর বিষয় নির্দ্ধারণ কতদূর কঠিন ব্যাপার এবং কিরূপ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্কে এই সমস্ত তত্ত্ব ধারণা হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। নাড়ী জ্ঞানের ভূরি অংশ অনুমানের প্রতি নির্ভর করে। শাস্ত্রে বলে, অনুমান বিদ্যা প্রকৃত হইলে যেমন তাহা অকাট্য ও অভ্রান্ত সত্য, তদ্রূপ অনুমানে ত্রুটী হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। মনুষ্যের অনুমান শক্তি সাধারণতঃ সীমা বিশিষ্ট, সুতরাং এরূপ স্থলে নাড়ী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। বিশেষ অনুমান ও স্থিরিকরণ শক্তি সম্পন্ন না হইলে নাড়ী জ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সর্ব্বাগ্রে সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর গতি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া সহজ অবস্থার নাড়ী জ্ঞান লাভ করত পরিশেষে রুগ্ন ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা প্রথমতঃই লিখিত বিষয় আলোচনে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। পাঠকগণ এই বিষয়টী বিশেষ স্মরণ রাখিবেন।

সম্পূর্ণ।

ঔষধ শিক্ষা।

আজ কাল ডাক্তারী ও কবিরাজী পুস্তকের অভাব নাই। চারিদিকেই রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। লোকে কিনিয়া কিনিয়াও নাজেহাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু তেমন ফললাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই। অনেকে পুস্তকের গুণের যেরূপ পরিচয় দেন, ঔষধাদির পরীক্ষায় তাদৃশ কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং কোন চিকিৎসা গ্রন্থের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা হইবারই কথা।

আমরা সেই জন্য কষ্টসাধ্য কোন ঔষধ ব্যবস্থার বিষয় না লিখিয়া কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধ লিখিলাম। পাঠকগণ অবশ্যই জানেন, আকর্ম্মণ্য বা কষ্টসাধ্য কোন প্রকরণ অপেক্ষা ফলপ্রদ অনায়াস সাধ্য ঔষধ ব্যবস্থাদি সমধিক মুল্যবান। অন্ততঃ আমাদিগের এই বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা এই সংকল্পকে দৃঢ় করত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ঔষধ ও ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ঔষধ প্রস্তুত করিবার যে পরিমাণ লিখিত হইল, তাহা পূর্ণ বয়স্কদিগেরই উপযোগী। দেশ কাল ও বয়সাদি বিবেচনায় পরিমাণের তারতম্য করা আবশ্যক। ঔষধ পরিমাণের ব্যত্যয়ে গুণেরও বিস্তর হ্রাস বৃদ্ধি হয়, বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে, অতএব এ বিষয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ঔষধের অনুপান ঔষধ অপেক্ষাও অধিক উপকারী! কেন না অনুপান ব্যতিত কোন উপকারের আশা করা যাইতে পারে না। আরও জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক রোগের প্রতিসেদার্থ ঔষধ যেমন আবশ্যক, পথ্য, অনুপান এবং সুশ্রুষাও তদ্রুপ আবশ্যক। ইহার একটীর অভাবে উপশম লাভের বিলম্ব ঘটে।

জ্বরচিকিৎসা।

বিবিধ ধাতুর সামঞ্জস্যে মানব সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া

থাকেন। বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই ধাতুত্রয়ের একটীর ব্যতিক্রমে শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। সেই ভগ্ন শরীর পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিবার যে উপায়, তাহারই নাম চিকিৎসা। সংসারে যত প্রকার পীড়া আছে, জ্বর তন্মধ্যে প্রধান এবং সাধারণ। অতএব জ্বর চিকিৎসাই সর্ব্বপ্রথমে লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১। পটোল পত্র, হরিতকী, চিরতা, বাকস পত্র ও গুলঞ্চ, ইহাদিগের ক্বাথ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন জ্বরবিচ্ছেদ কালে এক ছটাক পরিমাণে তিনবার সেবন করিলে সামান্য জ্বর নিরাময় হয়।

২। ধনে ও পটোল পত্রের ক্বাত সমভাগে সেবন করিলে পিত্তজনিত জ্বরে উপকার দর্শে।

৩। সেফালিকা পত্র রস ২ তোলা পরিমাণ, মধু অনুপানে সেবন করিলে বিষম জ্বর নিরাময় হয়।

৪। মরিচ, লাটার শাঁষ, গুলঞ্চ চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা এবং চিরাতা চূর্ণ ৩ তোলা একত্রে মিশাইয়া এক তোলা পরিমাণ সেবনে বিষম জ্বর নিবারণ হয়।

৫। নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কাল তুলসীর পাতা ও গোলমরিচ সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে বণ্টন করত বুট প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতে গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রসমিত হয়।

৬। কণ্টকারী, তেউড়ী, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাঁপড়া, ও মুথার ক্বাত এক ছটাক পরিমাণ সেবন করিলে বিষমজ্বরে উপকার হয়।

৭। ক্ষেৎপাঁপড়া, পাথর কুচি, রক্তচন্দন ও শুঁঠ। ইহাদিগের ক্বাত ১ তোলা পরিমাণে সেবনে বিসম জ্বর প্রসমিত হইয়া থাকে।

৮। ক্ষেৎপাঁপড়া, গুলঞ্চ ও আমলকীর ক্বাথ সেবনে পিত্তজ্বর আরোগ্য হয়।

৯। পিত্তজ্বরে উত্তানভাবে রোগীকে শয়ন করাইয়া নাভি দেশে তামা বা কাঁসার পাত্র রাখিয়া তাহাতে শীতল জল ঢালিলে রোগীর দাহ তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। পিত্তজ্বরে কাঞ্জী দ্বারা বস্ত্র আদ্র করিয়া তদ্বারা রোগীর দেহ আবৃত করিলে দাহ ও আক্ষেপ প্রসমিত হয়।

১১। মুথা, ইন্দ্রযব, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও কটকী, এই কয়েক দ্রব্য একত্রে সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ সেবনে কফজ জ্বর প্রশমিত হয় এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়।

১২। অপাঙ্গের মূলের রসের নস্য অথবা অপরাজিতা পাতার রসের নস্য গ্রহণে পালাজ্বর নিবারণ হয়।

১৩। কণ্টকারী, বেড়েলা, রাচনা, বালা, গুলঞ্চ ও শ্যামালতা, এই কয়েক দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তাহার তোলা প্রমাণ ক্বাত প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবনে বাতপিত্তজ্বর নিরাময় হয়।

১৪। মরিচ হিঙ্গুল, শুঁঠ, মুথা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোল পত্র, নিমছাল, বাকস পত্র, চিরতা, গুলঞ্চ। ইহাদিগের ক্বাত ত্রিদোষ নাশক।

১৫। জ্বরে অধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে মাসকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে উপকার দর্শে।

১৬। চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁটের ক্বাত তৃতীয়ক জ্বর নাশক।

১৭। পটোল পত্র, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, কিসমিস্ সোঁদাল ও বাকসমূলের ছাল, ইহাদিগের ক্বাত ১ তোলা, মধু একসিকি, ও চিনি এক সিকি অনুপানে সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর নিরাময় হয়।

অতীশার চিকিৎসা।

১। আম, জাম ও আমলকী পাতার রস দুই তোলা, কিঞ্চিৎ মধু সহযোগে সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতীসার নিরাময় হয়।

২। বাবলার পাতার রস ও কুটজ ছালের রস দুই তোলা পরিমাণে সেবনে সর্ব্ব প্রকার অতিশার নিবারণ হয়।

৩। আকন্দ, ইন্দ্রযব, হরিতকী ও শুঁট, ইহাদিগের ক্বাথে সবেদন আমাতিশার নিরাময় হয়।

৪। কেবল মাত্র ইন্দ্রযবের ক্বাত সেবনে পিত্তাতীশার নিবারিত হয়।

৫। বেল, শুঁট ও পক্বাম্র বীজের ক্বাথ কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু অনুপানে সেবন করিলে অতিসার ও বমন নিবারণ হয়।

৬। অর্দ্ধ তোলা কাঁটালটিয়া পেষণ করত চাউল জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবারণ হয়।

গ্রহণী চিকিৎসা।

১। এক তোলা বেলশুট উত্তমরূপে পেষণ করিয়া চারি আনা শুঁট চূর্ণ ও এক তোলা ইক্ষু গুড় মিশাইয়া অর্দ্ধ পোয়া ঘোলের সহিত দুই বেলা সেবন ও ঘোলের সহিত অন্ন ভোজন করিলে উগ্র গ্রহণী নিরাময় হয়।

২। প্রতিদিন প্রাতে ইক্ষু গুড়ের সহিত কাঁচা বেলপোড়া খাইলে সংগ্রহ গ্রহণী প্রসমিত হইয়া থাকে।

৩। শ্বেতচন্দন ও কর্পূর পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে সংগ্রহ গ্রহণী নিরাময় হয়।

৪। ঘৃত দ্বারা জাঙ্গি হরিতকী ভাজিয়া তাহার চূর্ণ চারি আনা, চারি আনা মিশ্রির সহিত সেবন করিয়া ঘোল পান করিলে পুরাতন গ্রহণী রোগ প্রসমিত হয়।

৫। পাকা কতবেলপানা মিশ্রির সহিত প্রতিদিন ২।৩ বার সেবন করিলে গ্রহণী নিরাময় হয়। অতীসারেও এই মুষ্টিযোগ সমধিক উপকারী।

অর্শ চিকিৎসা।

১। কৃষ্ণতিল বাটা দুই তোলা সেবন করিয়া জল পান করিবে। সপ্তাহ কাল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

২। তিক্ত লাউবিজ ও বিট লবণ এক এক তোলা গ্রহণ করত অর্দ্ধ পোয়া ঘোল পান করিবে। ইহাদ্বারা স্বল্পদিনজাত অর্শ নিরাময় হইতে দেখা গিয়া থাকে।

৩। তিল এক তোলা, শোধিত ভেলা বীজ দুই আনা একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অর্শ রোগ নিরাময় হয়।

৪। ঘৃত দ্বারা হরিতকী ভাজিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করত মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শ নিরাময় হয়।

৫। প্রথমত তক্র সেবন করিলেও রক্তার্শ নিরাময় হয়।

৬। বহির্বলীর বেদনা নিবারণ করিতে হইলে গন্ধবিরাজের ধূম লাগাইবে। ইহাতে অতি সামান্য সময়েই বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

১। ধনিয়া ও শুঁটের ক্বাত পান করিলে আমাজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্য প্রসমিত হয়।

২। বিদগ্ধাজীর্ণ শীতল জল পানকরিলে নিবারিত হয়।

৩। সামান্য অগ্নিমান্দে লবণ জল বা সর্ষপ জল কিম্বা সিদ্ধ চাউল জল পান করিলে নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। সৈন্ধব লবণের সহিত আদা ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য নিরাময় হয়।

কৃমিরোগ চিকিৎসা।

১। পলাশ বিজের রস অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া মধু অনুপানে সেবন করিলে কৃমি বিনষ্ট হয়।

২। পালিতা মাদারের পাতার রস মধু অনুপানে সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল দর্শে।

৩। সোমরাজের বীজ লবণ সংযোগে ব্যবহার করিলেও কৃমি বিনষ্ট ও অধঃ হয়।

৪। আনারসপত্রের রস মধু ও লবণ সংযোগে পানকরিলে কৃমি বিনষ্ট হয়। নিয়মিত সেবন করিলে কৃমিশূল পর্য্যন্তও নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। আসসেওড়ার বীজ বাটিয়া মধু অনুপানে সেবন করিলে কৃমি রোগে বিশেষ ফল দর্শে।

রক্তপিত্তরোগ চিকিৎসা।

১। কাঠ ডুমুরের রস মধু অনুপানে সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিরাময় হয়।

২। কাল কেশুরিয়ার রস দুই তোলা বা কৃষ্ণ তুলসী রস ১ তোলা সেবনে রক্ত বমন বিদূরিত হয়।

৩। দাড়িম্ব ফুলের রস ও শ্বেত দুর্ব্বার রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া পানকরিলে রক্ত বমন এবং নস্য গ্রহণে নাসিকা হইতে সর্ব্বপ্রকার রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

কাস চিকিৎসা।

১। কণ্টকারীর ক্বাথ সিকি পরিমাণে পিপুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিয়মিত সেবন করিলে কাস রোগ নিরাময় হয়।

২। চারি আনা পদ্মবীজচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ সেবন করিলে পিত্ত জনিত কাস নিবারিত হয়।

৩। আদার রস দুই তোলা মধু অনুপানে সেবন করিলে কাসরোগ নিরাময় হয়।

৪। উষ্ণঘৃত পানে কণ্ঠকাসি বিদূরিত হয়।

৫। উষ্ণঘৃতে পিঁপুল চূর্ণ মিশাইয়া পানকরিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নিরাময় হয়।

হিক্কা, শ্বাস ও বমন চিকিৎসা।

১। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া এক আনা বা তদপেক্ষা কম মাত্রায় মধুর সহিত মিশাইয়া লেহনে বমি ও হিক্কা নিবারিত হয়।

বৌ-বাবু

(অপূর্ব্ব সামাজিক প্রহসন)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিক্রমপুর—রামহরি মুখোপাধ্যায়ের খড়ের ঘর। রামহরির পাট কাটন, পার্শ্বে চক্রবর্ত্তীর অষ্টমবর্ষিয় পুত্র গদার তামাকু সেবন।)

গদা—(উপর্য্যুপরি কয়েকবার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা কলিকার অগ্নি পেষণ করিয়া ও দুই চারি টান টানিয়া) ঠান্দা! এ চেঁদে পাল্লাম না। তুমিতি ধরাও, হ্যান্যাও, ওঃ—সুমুন্দী! ঝিমোচ্চো ক্যান? হ্যাদে পড়্লে পড়্লে, হ্যাদে—অঃ আম ঠান্দা—ঠান্দা?

রামহরি।—(অহিফেণ ঘোরে তটস্থ হইয়া) হ—হ নাতি কি কর্‌চ, কি না কর্‌চরে, পড়বো ক্যান? সুমুন্দী বোনাই পড়্বো ক্যান্? হ্যান্নেস। (হুঁকা গ্রহণ ও দুই চারিবার টানিয়া) হাঃ—সুমুন্দি! তবাক না সাজ্‌তি শিখ্‌চ, পড়ন না শিখ্‌চ, ল্যাহন না শিখ্‌চ, কি করি খাই মা? শেষানি মাগুর গুতা বইক্যান কর্‌পা? বাল করি টানি ধর। বুরা লোহে মুনি বেজর হচে, এয়া বুরদি নাই? ।

গদা।—অঃ—কি কও? তুমি নি পড়নে বল? এ হ্যানে মশাই ঝো গুতায়ে উরা বাও্‌তি চায়? না ল্যাহনে ত গুতাবার পারে না। মাগুনি গুতাপে?—ভাবয়ে না বরজাতি বাঙা দিমু!

রাম-হরি।—না ল্যাহনে কি খাইমা? বাল ল্যাহনে বাবু হবি। দেহিস্ না, রামবস্ত্র আতি গোরায় চাপে, চিহন ধুতি, বান্দিসী জোতা কাটা মেরজাই পিরেনে। বেলা রাখনে গরি জোলে। গোরা মুচী জোতা বানায়ে পা দরি ঢুকাই দেওন চায়। মোর রামকিষ্ট নি গোরার নিকা

অাংরেজী বিদ্যা শিকা করণে কলহত্তায় পাকা দালানে রয়। দেহিস্—হালমনে দালান ট্যায়ার আট লাগাইয়্যা দিমু।

গদা।—গোরা নি ক্যামন? এ নাকালী মনিষ্যি? এ দ্যাশে নি গোরা আচে?

রামহরি।—গোরা নি দিকুচ! বোর্ণ ধইব্য, পরণে এজার পাতলুন, মাতার পর হোলার টুপি, কাচা তবাকের দূম বইকনে দাড়িগোপ সাদা মারি গেছে!

গদা।—ঠান্দা! তোয়ার সাতে জেলায় যাইয়ে গোরা নি দেখ্‌প!

বৈন্দাধরামীর প্রবেশ।

বেন্দা।—টাহুর মশয়! পন্নাম! বোর তবাতি ডাহি ডাহি বেহদ্দ হ'চ ক্যান্?

রামহরি।—কেডারে! বেন্দা বটিস্? বেন্দা! গরের গাটা উড়ানি যারা গেচে! সে কারণ গর বেগর না চল্ হওনে ডাহি ডাহি হারা গেচি। তুই খাটনে গেচিলি?

বেন্দা।—মশয়! না খাটনে খাওয়া বেগর মারা যাচি। তোয়ার টিন্ সারে তিন ট্যায়া দেন্। না সোদনে বোরো লেট কাইচে। হাটি হাটি পরাণ যারা গেচে। এবার নি সাইরা দিমু? ট্যায়া না দেওনে কোন্ শুমুন্দী গাটায় ওট্‌পে!—

রাম।—বেন্দা! রুক্কু করিস্ ক্যান? ট্যায়া না দেওনে ত খোস নি! রামকিষ্ট কলাত্তায় পড়ন ছাড়্যা কামের বইগ্য হচে। সেহানে ট্যায়া ত সোদাইয়ে দিমু, চিন্তা ক্যান?

বেন্দা।—কি কও? মোরে নি বাঙাল দেখচ্? রামিষ্ট ত গোরা হবি, এংরাজী পড়নে কি হেঁদু রয়? কোন হলার পোলা ট্যায়া না করচে শুধ্যা গাটায় ওট্‌পে।

রামহরি।—দে বাই—সারা দে। নারক্কে পড়চি—ট্যায়া না সোদে কি দ্যাশ ছারা যামু?

বেন্দা।—বান্দরে বান্দরে বাংচি, বাশে কুট্যা বরাইচি, তেমু ট্যায়া দেওনে বুঝে যেন চোরা ট্যাহে? মুইতি কবি পারবোনা। তোয়ার গরে

বলা গোরা আচে নাহি? খুরুটার প্যোতায় পরের মধ্যা হ্যাট্‌রা হওনে ধর দরি বারা গেচে। পরে সোম্‌টা আচে নোহি?

রামহরি।—ইবারেশ্র্যাহে যা বাই। আশীশে বুরা বোরস লাগে।

(সেলাম করণ ও প্রস্থান।)

গঙ্গামণীর প্রবেশ।

গঙ্গা।—অদেষ্টও মান্‌ষের সঙ্গে সঙ্গে যায়! কেমন যে অদেষ্ট নিয়ে এইচি, তারই ফল পাচ্চি! বাপ মায়ের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিইচি, কোথায় ন'দে—আর কোথায় বিক্রমপুর। এবার মরে এই ভবিস্যে কর্ব্বো, যেন কুলীনের মেয়ে হয়ে আর জম্মার্তে না হয়। (কিঞ্চিৎ পরে) ছেলের খবরও আজ ক দিন পাইনি, কবেই যে আমার দুক্ষু ঘুচ্‌বে যে মান্‌সের মত হব।

রামহরি।—অগ—অ গিন্নি! কি কও?

গঙ্গা।—কই আমার মাতা আর তোমার মুণ্ড। এমন অদেষ্ট নিয়েও সংসারে এইছিলে?

রামহরি।—তারে হবে কি? কাদ ক্যান্?

গঙ্গা।—কাঁদি কি আর সাধে? একখানি দ্বিতীয় ঘর নেই যে, পুরুষ মানুষে বসা ওটা করে! বাইরের ঘর নইলে কি আর চলে?—কবে যে আমার রামকেষ্ট মানুষ হবে যে আমার এদুক্ষু নিবারণ হবে! এক প'র হ'তে ভিজে কাপড়ে দুয়রে দাঁড়িয়ে! লোকগুলো গেল, তবে আসি।—

রামহরি।—ঘর ত করণে ইচ্ছা—ট্যায়া না হলি ত আর গার হবি না? রামহিষ্টর জইন্য ট্যায়া না জাওনে ক্রুদ্ধ হচে, সে জইন্য কুরিড্যা ট্যায়া পাঠানে চাই। ট্যায়ার কারণ পড়নে লেট কাইলে কি রইক্যা রাকূপে?

গঙ্গা।—তাইত। কোথায়ই বা টাকা পাওয়া যায়, দামী গয়না নেই যে বাঁধা দিয়ে কি বেচে দেব, আর আছে কি? পাট কেটে আর টেপতে ভুলে কত হবে? আর ত কোন উপায় নেই, নেতা গয়লার দরুণ জমিটে বেচেই না হয় টাকা পাঠাও, না হলে ত আর হবে না। রামকেষ্ট কি আমার টাকার জন্যে পড়া বন্দ কর্ব্বে? এইবার পাস পেলেই সে বলেছে, হাকীম নয় দারোগা হবে। সায়েব বলে যে, রামকেষ্টকে আর বেশী

পড়তে দেবে না। যেমন স্কুলে, যা পড়ে তাতেই পাস দিয়ে ম্যালে, মেলা পাস দিলে চাকরী দেবে কোত্থেকে ?

রামহরি।—তা ত বুঝ্‌চি, তুইত বেচনে কও, লেওনের ত দেহি না। বিয টাাকায় কি অহন তুই ছাড়া দিমু ?

গদা।—তা দায় পলে দিতে হয় বৈ কি! না হ'লে ত আর হবে না। যেমন কোরে হোক, দিতেই ত হবে। মা-কালী করুণ—রামকেষ্ট মানুষ হোক, তখন পাড়ার লোক দেখ্‌বে—”

রামহরি।—হা হয় হবি। এহন খরচার কারণ দরি বিকৃতি হবি। তুমি নি রাধনে যাচ ? আমি তি বারুজ্যা-মশয় বারী ওরা যাই। চাল লওনে কইচিলেন।

গদা।—যাও, সিগ্‌গির এস, দেরি ক'র না।

(রামহরির কিয়দ্দুর গমন)

(নেপাথ্য)—আর শোন, শোন, ফকুকাকাদের বাড়ীর দক্ষীণের পয়সা চারটে অবিশ্যি করে নিয়ে এস। আজ দেবার কথা আছে।

রামহরি।—(নেপথ্য হইতে)—আচ্চা। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বহুবাজার—কনসার্টপার্টি।

রমেন্দ্র কৃষ্ণ ওরফে রামকৃষ্ণ, চারু, সত্যেন্দ্র, নিত্যেন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণ।

রামকৃষ্ণ।—না বাবা, কেলেঙ্কারীতে Tired হইচি, No more!

চারু।—কেন হে, এত রাগ কেন My Dear ?

রামকৃষ্ণ।—রাগ নয় ? সে দিন Party তে গিয়ে Vass টেন তানার Narvus inflammation হ'য়ে গেল, আবার শালারা বলে কি, তাস্ মাসে

বাজনা ভাল হয়না, দেশী ঢোলক বেহালাতেই এ সকল ভাল লাগে। আমাদের ইচ্ছে, যে আমরা Just as মুচিদের মত Play করি। English organs যেমন সুর ঠিক, যেমন sweet বলে, তেমন কি আর কিছুতে হতে পারে ? Never ! Never !! বিশেষ যা English, তা যে on Every respect Naturely ভাল হতেই হবে ! আমি তখনি বলেছিলুম, I tell surely my friends, এ Engagement ছেড়ে দাও, তা তখন কেউ আমার কথা Care এ আন্‌লে না। by the next engagement, I will be—

চারু।—You can not be off বাবা। তোমাকে ছাড়লে Party আর থাকবে কি ? as you are the Head of—

রামকৃষ্ণ।—হেড ফেড বুঝিনি, আমি কাকেও care আনতে চাইনে। I will do—whatever I please.

চারু।—মাপ কর ভাই, এটাতে এবার excuse কর, Second engagement এ তোমাকে না জানিয়ে কোন্ শালা Answer দেবে।

রামকৃ।—Matter pardonable no doubt, কিন্তু without my opinion, কোন কাজ যিনি কর্ব্বেন, I surely teach him. জানাইত বাবা, সে বারে College এ কি কাণ্ডটা করেছিলুম। Head master বল্লে "রমেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ! Mathametic's এ you are misserably backward, carefully revise করে নিও।" ভাই বল্‌বো কি, class এ sum Hundred students এর সামনে শালা এই কথা বল্লে। আমার আর সহ্য হ'ল না, মাল্লুম এক Blow শালার ঘাড়ে, সেই হতে আর আমাকে কোন কথা বল্‌তে সাহস ক'ত্ত না।

চারু।—সত্যি না কি ?

রামকৃ।—Exct so !

চারু।—থাক্ ভাই, এখন ও সব কথা leave off কর। এ দিকে এখন কতদূর—তাই দেখ।

রামকৃ।—Mr নিতেন গ্যাছে নাকি ?

চারু।—গ্যাছে বৈকি। গোবরা—99এর এক Bill পাঠিয়েছে, আর ব'লে দিয়েছে, টাকা Deposit না কল্লে, সে আর মাল Delivery দেবে না। দশ জনের কাজ, কাকে ধরবে ?

রামকৃ।—শালার Presence of mind. ত খুব, only the cause, এই Partyর নাম "সুরা সংহারিণী" রাখা গ্যাছে। কাকেও মর্ত্তে ছুঁতে নাই। ভাল এত দেনা হ'ল কিসে? Subscription কার কাছেবাকী?

চারু।—বাকী প্রায় সকলেরই। কেউ দিতে চান্ না। সকলেই বলেন, অবস্থা তত ভাল নয়। আচ্ছা ভাই তোমার "Native Progressing Club" এর উন্নতি কেমন? Subscription আদায় হয় ত?

রামকৃ।—Subscription? Early in the month, সব Subscription collect হয়ে যায়। যিনি দিতে বিলম্ব করেন, তাঁর Diposit এর টাকা কেটে নিয়ে দূর ক'রে তড়িয়ে দি।

চারু।—member's দের Deposit কর্ত্তে হয় নাকি?

রামকৃ।—my Dear! এটা বুঝ্তে পাল্লে না, Deposit টেই হচ্চে Secretory র লাভ। Rule এ লেখে যে, Assoceation leave off ক'ল্লে deposit এর টাকা return করা যায়, কিন্তু কোন দোষ কল্লে সে টাকা Forfit হ'য়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষকালে একটা দোষ দেখিয়া Deposit টে Forfit করে নি।

চারু।—Policy মন্দ নয়, কিন্তু দেশের উন্নতি হচ্চে কৈ?

রামকৃ।—Vast Progress, long circulet, most number of members are graduete. Collect lots of money suporting the—

চারু।—Wants of secretory.

রামকৃ।—(হাস্য)

চারু।—এ দিকের উন্নতি ত এই পর্য্যন্ত! ওদিকের কতদূর?

রামকৃ।—Progress কি আর এখন দেখ্তে পাবে? আমরা কেবল bigen কচ্চি মাত্র। বাঙ্গালীদের দেখিয়ে দিচ্চি, How to be a nation! কালে Evolution বলে যে সমস্ত নরনারী Indiaর পৃষ্টে বিচরণ ক'র্ব্বে, তারা আমাদের copy ক'রে,—আমাদের Foot Prints ধা'র মর্ত্তে স্বর্গ আনবে। তখন দেখ্বে—মহাত্মা রমেন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর নাম তাদের Flag এ উড়চে। (হাস্য)

চারু।—Excuse me একটা কথা বলি, যদি সমাজকে উন্নত কত্তে চাও, তবে বিনোদের ওখানে।—

রাম কৃ।—Not for that,—only কেবল Lady দের enlightend কর্‌বার জন্য আমরা প্রাণকে বলী দিয়েছি। বেশ্যা চিরকাল যদি বেশ্যার মত থাক্‌বে, তবে আমরা জন্মিছি কি জন্য? বেশ্যাদের উন্নতি চূড়ার তুঙ্গশৃঙ্গে উত্তোলন ক'ত্তে না পারে তাদের high education না দিলে তারা চিরযৌবন Frog on the lake এর মত থাক্‌বে, এ সব প্রাণান্তকারি ভীষণ দৃশ্য কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি সহ্য ক'ত্তে পারে? তবে যাদের শোণিত নাই, ধমনী নাই, তাদের কথা স্বতন্ত্র! We are ready to go with an association, entitled "Prostitute Reformation Society. এমন কি তাতে কুলীন বেশ্যাদের কুলীন বরে বে দেওয়ার নিয়মও বিধিবদ্ধ হবে।

চারু।—আরও এক কথা! I have heard from my old friend. যে তোমাদের Members কোন রকম নেশা করেন না, তবে তুমি;—

রাম কৃ।—Oh my dear :—Yon make a mistake here, member হলেই যে মদ খেত্তেই হবে, বা মদ ছুঁত্তেও পাবে না, এমন কোন restriction নাই, তবে যাঁদের lecture দিতে হয়, তাদের মদ না হলে Stemulent হয় না, Brain এ thonghts জমে না, Points সব arrange ক'ত্তে পারা যায় না। ধ'ত্তে গেলে মদ আর জল, Lecturer দের প্রাণ! আমাদের সংকল্প এক lecture দিয়ে বাঙ্গালার যত want meet করাব, এতে I am ready to change my beloved life.

(মদ্যপান ও প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্কুলের দ্বারবানের ঘর।

রমেন্দ্র, বিনোদী ও চারুর প্রবেশ।

রামকৃ।—কেমন? দেখ্‌লে, আমি ত তখনি বলিছিলুম, There ai

not such a work, which I am unable to Perform, Master গুলো ত Brute এর অগ্রগণ্য, পুরুষ গাধা। তাদের চোকে ধুলো দেওয়া কি বড় কঠিন কাজ মনে কর?

চারু।—দেখ, এ দিকে চেয়ে দেখ, একবার কেমন মানিয়েছে দেখ, যেন a boy of Fifteen।

বিনী।—মানান অমানান সবই তোমাদের গুণে!

রামকৃ।—Dont mention gentle Lady, তোমাকে এর জন্য কষ্ট পেয়ে Thanks দিতে হবে না। এখন আমরা যে মহান কর্য্যে অবতরণ কত্তে যাচ্চি, তারই সূত্রপাত করি। বিনোদীর Remarriage দিয়ে সেই মহাব্রতের উদ্যাপন করি।

চারু।—এখানে যদি কেউ দেখে?

রামকৃ।—what a fool? কার Objection হইতে পারে? দারওয়ানের ঘর Students দের কেলীকুঞ্জ, বিশেষ এ কার্য্যে আমাদর Honorable Proprietor মহাশয়েরও মত আছে।

চারু।—কি Opinion?

রামকৃ।—Oh! beloved Friend! তুমি জান, আমি কেবল Englishয়েই well Scholler নই, I have great knowledge in Sanskrit. আমি "বিধবাবিবাহ" বেশ কোরে দেখিছি!

চারু।—আমি ও ত দেখিছি, কিন্তু কৈ! তেমনতর কোন Rule ত আমার নজরে পড়েনি!

রামকৃ। কেন? "নষ্টে মৃতের"—'stanza টা মনে করে দেখদেখি। তাতে বিধবা ত দূরের কথা, সধবার পর্য্যন্ত বে হতে পারে।

ঝিয়ের প্রবেশ।

রামকৃ।—Come on my dear Jhee. এ সব এইখানে রাখ। দৌড়ে সাম্‌নের দোকান হতে ছুছড়া মালা নিয়ে এস। যাও, যাও, make haste.

ঝি।—কেন গা বাবু! ছুকুরবেলা মালা? মালা কি হবে গা?

রামকৃ।—তার উত্তর দিতে আমি Bound নই, তোমাকে যা বল্লুম, তাই কর।

(ঝিয়ের প্রস্থান।)

রামক্ব।—(চিবুক ধরিয়া) Dear! ভয় কি? এখানে সব শালা রমেন্দ্র-কৃষ্ণের জুতোর নীচে।

বিনী।—না—ভয় কচ্চিনে। তোমাদের রঙ্গ দেখে হাস্‌চি।

রামকৃ।—হাস্‌চ, হাস্‌চ, (রুমাল প্রসারণ ও বিনীর মুখের নিকট ধারণ করিয়া) হাসির তরঙ্গ যে তীর অতিক্রম ক'রে মাটিতে পড়ে যাবে? পড়ুক এই রুমালে! ও হাসির যে Value বুঝেছে, সেই বুঝেছে। রমণীর হাসি স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত। হাসিতে মুক্তা ঝরে—ফুল ফোটে।

(ঝিয়ের পুনঃপ্রবেশ)

ঝি।—এই নাও বাবু! আমি যেন—

রামকৃ।—Never mind for that, তোকে বেশ ক'রে খুসী ক'র্ব্বো!

দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার।—কা রাম কিষ্টো বাবু! কা হোতা হৈ? এ বাবু লয়া পড়্‌নে আয়া?

রামকৃ।—হাঁ! তোম্‌ একটা কাম ক'র্ত্তে পার? জল্‌দী দুখানা চেয়ার নে লিয়ে আইও, বক্‌শীশ দিয়ে যায়েগা।

দ্বার।—আপ্‌ তো রাজা হৈ, আপ্‌কা মরজী হোনেসে হাম্‌ লোগ্‌ খোস্‌ রহে গা।

(প্রস্থান ও চেয়ার আনয়ন)

লিয়ে বাবু!

রামকৃ।—হুঁয়া রাখা কর্‌কে তোম্‌ চলে যাও। হিঁয়া পর একটা গোপনীয় কাম হোগা। বাড়ী যানেকা বখৎ বকশীশ দিয়ে যায়ে গা।

দ্বার।—যো হুকুম।—

(প্রস্থান)

রামকৃ।—বিনোদ! আমি তোমাকে Force কচ্চিনে, তোমার ইচ্ছামত লোককে তুমি মালা বদল কত্তে পার। বঙ্গদেশে বঙ্গকামিনী, কুলের বিবাহ old Fellow দের ঘাড়ে নির্ভর করায় বাঙ্গলা দেশ উচ্ছি-

ন্নের দরকরারে উপস্থিত হচ্ছিল। যাদের নিজের Head ঠিক থাকে না, পাকাচুলই তার অকাট্য প্রমাণ, তারা match equal হ'ল কি না কি ক'রে বুঝ্‌বে? সাহেবরা এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক অগ্রে যাচ্চে সয়ম্বরাই তাদের Courtship. বেশ, উত্তম, চরম ভাল!!

বিনী।—মনের মত মানুষকে মালা দিতে চাইলে, নেবে কেন? আমি যদি তার মনের মত না হই?

রামকৃ।—সে কি? তোমার দৃষ্টি যার প্রতি পড়্‌বে, তার কি মনের মত—মনের মত না হয়েই পারে না। এটা Nature. Logically Nature এর againest এ কেউ কোন কাজ কত্তে পারে না। কল্লে শরীরও চলে না।

বিনী।—দেখ, তোমার ও সব লজিক্ টজিক্ কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। প্রথমটা বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম, কিন্তু শেষে যে কি কতকগুলো ব'ল্লে,—

রাম কৃ।—কি জান! ওটা হচ্চে Habit! স্কুলে সাহেব মাষ্টারের সঙ্গে দিবারাত্তির ইংরিজি ব'লে একটা Habit জন্মে গ্যাছে।

চারু।—ও সব বাজে কথা ছাড়। ছুটীর সময় হল।

রাম কৃ।—ঠিক্ বলেছ, বল বিনোদ; যে কোন মনুষ্য যে কোন পুরুষ জাতিকে তোমার বিবাহ করার অধিকার আছে। কোন্ মনুষ্যকে তুমি বিবাহ কত্তে চাও!

বিনী।—মালা আমার হাতে দাও, আমি যাকে ইচ্ছা তার গলা দি। তোমার ত তাতে অমত নাই!

রাম কৃ।—কখন হ'তে পারে না।

বিনী।—যদি দ্বারয়ানের গলায় দি?

রাম কৃ।—দ্বারয়ান? তা দারয়ানের মালা, তা দা, দাও

বিনী।—(মালা লইয়া রামেন্দ্রের গলায় দিয়া) এই আমার মনের মানুষের গলায় মালা দিলুম্।

রাম কৃ।—(চমকিত হইয়া) অ্যাঁ! অ্যাঁ! ধন্য! ধন্য আমি। এত দিনে আমার আত্মা পবিত্র হইল। Life এর Value দশগুণ বাড়্‌লো! লেখা পড়া শেখা স্বার্থক হ'ল যে, আমি এমন সাধ্বী, গুণশীলা, যুবতী, সুমতী, মানিনী কামিনীর শ্রীকম কণ্ঠে—না, পাণিগ্রহণ করে বঙ্গে, ভারতে, জগতে জলন্ত প্রজ্জলন্ত উদাহরণ পাষাণ ভাষায় পাষাণ!

অন্তরে স্থাপন ক'ত্তে সমর্থ হলুম। আজ আমার পরম ভাগ্য! সুপ্রভাত! এত দিনে আমার father—grand father অধিক কি, চোদ্দ পুরুষ বিনা পিণ্ডদানে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হ'ল। এত দিনে আমার Real life এর Begin হ'ল; ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধিতাবয়ব হ'ল! আজ বোধ হয় ব'লতে কোন Objection হতে পারে না যে, আমি বিনোদকে Dear—বাঙ্গালায় কি বলে—প্রেয়সী সম্বোধনে সমর্থ হলুম। বন্ধুগণ! ভারতবাসীগণ! জগতবাসী মনুষ্যগণ! সকলে এক বাক্যে করতালী দাও, আমার জীবনের—মহৎ জীবনের অনুকরণ শিক্ষা কর। চারু! Dear! কৈ জল কৈ? তোমাকে বলিছি ত, জল Lecturer দের প্রাণ।—

(চারু কর্ত্তৃক জলদান।)

বিনী।—আমারও আজ জীবন ধন্য হ'ল! এত দিনে এ কাজের চূড়ান্ত হইল!

চারু।—চল ভাই! ছুটীর সময় হল, বাসী বে বাসায় গে হবে।

রাম কৃ।—সেই ভাল! চল।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সিমলী—রমেন্দ্র কৃষ্ণের বাসা।

রমেন্দ্র ও চারু।

রমেন্দ্র চেয়ারে উপবিষ্ট, মুখে চুরট, নাকে চসমা, বারম্বার চস্‌মা খুলন, ও পরিধান।

চারু।—আজ ঘটক ঠাকুরের আসার কথা আছে না?

রামকৃষ্ণ।—হাঁ! কি হবে ভাই? সে যত টাকা expect কচ্চে,

আমি বিবেচনা করি, তার one fourth দিলেই Sufficient for him. বিশেষ টাকাটা পাচ্চিও কম।

চারু।—কন্যাকর্ত্তা কত দিতে স্বীকার হয়েছেন ?

রামকৃ।—Encluding all expence—totally sixteen hundred দিতে চায়, ঘটক তার মধ্যে Three hundred এর দাওয়া করে।

চারু।—ঘটক যতই দাওয়া করুক; তুমি ত ঐ ১৬শ টাকায় স্বীকার ?

রামকৃ।—কি করি, money র বড় demand.

চারু।—excuse me. একটা কথা বলি, তোমরা ত বহুবিবাহের বিপক্ষ পক্ষ, তবে তুই যে কি করে কর্ব্বে, ধত্তে গেলে বিনোদকেও ত ;

রামকৃ।—তোমাকে আমি এর উত্তর দেবার আগে বলি, ইংরেজদের Divorce প্রথা, বড় চমৎকার! আমি যেমন প্রতি রবিবার সমাজে যাই, সেই সঙ্গে বিনোদকেও নিয়ে যেতুম। ইচ্ছা ছিল, তার গভীর ভীষণ অন্ধকার হৃদয়ে আলোক প্রদান কর্ব্বো, তা হলো না। সেই অবলা আমার আর একজন ভ্রাতাকে প্রণয় কল্লে। যদিও তাতে আমি দুঃখিত নই, কেন না ভ্রাতাদের সে দুঃখ করা নিষেধ। তবুও আমি নিজে একটা Policy করে রাখলেম। এ Policyর result পরে দেখ্‌বে। এখন ঘটকের আসার সময় হয়ে এল! আমার বলা ভাল হয় না, তুমি তারে Receive কর্ব্বে, আর এ সুযোগে একটা Arrangement কর্ব্বে।

চারু।—তার জন্য চিন্তা নাই! ঐ যে ঘটকও আসচে, তুমি ও সব ইংরিজি গুলো একটু চেপে বলো।

ঘটকের প্রবেশ।

চারু।— আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌!

ঘটক।— বসুন, বসুন, বস্‌তে আজ্ঞা হোক, বস্‌তে আজ্ঞাহোক! বাবাজীর সার্ব্বাঙ্গিন কুশল ?

রামকৃ।—(ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন)

চারু।—ঘটক মশায়! এদিকে কতদূর ? মাঘ মাসের মধ্যে নির্ব্বাহ হবে ত ?

ঘটক।—সেত অতীব নিশ্চয়! তজ্জন্য চিন্তা কি? সমস্তই ঠীকঠাক্, সর্ব্ব যোগাড়। কেবল এদিকের পাওনাটা মিট্‌লেই হল। কেন না, শাস্ত্রে বলে;—

অর্থাৎ বলবান লোকে অর্থাৎ দুর্ব্বল পণ্ডিতঃ।
অর্থের মীমাংশার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েন সুতরাং সেটা অগ্রস্‌চী মীমাংশার প্রয়োজন।

চারু।—তাত ঠিক! কিন্তু তাঁরা যা দেবেন, তাতে অতটা কেন—আপনিই বিবেচনা করে—

রামকৃ।—speak clearly.

চারু।—(ঈঙ্গিতে নিষেধ) আপনিই কেন বিবেচনা করে দেখুন না।

ঘটক।—বাপুহে! বলচো বটে, কিন্তু কাজ কতগুলি কর্ত্তে হবে? বাপ জাল করা কি সামান্য কথা (কর্ণে কথোপকথন ও চারিদিক চাহিয়া) এই সব নির্ব্বাহ কর্ত্তে সাকুল্যে কেবল তিনশটী টাকা! তা এও যদি না দিতে পার, তবে আমাদেরই বা চলে কি করে? দেশে টোল করে খেলেও ত হয়।

চারু।—তা এরই মধ্যে একটু বিবেচনা;—

রামকৃষ্ণ।—তা As you are—

চারু।—(ঈঙ্গিতে নিষেধ করিয়া) একটু বিবেচনা করে নিতে হবে।

ঘটক।—ভাল, এত করে যখন বোলছ, তখন আমিই ক্ষতি স্বীকার কচ্চি, পাঁচ বাদ। আর কোন কথা নাই। এখন পাত্রী দেখ্‌তে কবে যাওয়া হবে?

চারু। ও দিকে ত সমস্ত ঠিক? সকলকে (ইঙ্গিত) বেশ করে সব কথা বলা হয়েছে ত? তা হইলে শুক্রবারেই স্থির রৈল।

ঘটক।—অতি উত্তম! অতি উত্তম!! এদিকে তাঁদের সমস্তই আ-য়োজন, গয়না—তা সে যে মেয়ে, তাতে আভরণ দেওয়ার দরকার হয় না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। যেমন গড়ন, তেমনি চেহারা, ডানা ছেঁড়া পরী বল্লেও হয়। এবার ভাদ্র মাসে একজাবিনী দিয়ে মাথার ফুল কাটা পাস্ পেয়েছে। তবে আভরণটা নাকি প্রয়োজন, না দিলে চলে না, কাজেই দিতে হবে। কেন না শাস্ত্রে বলে,—

কন্যা পিত্রা পালনং শিক্ষনাং অতি যত্নেন।
দেয়া বরায় ধন রত্নং সপাং সুতোঃ ॥

এ সকল শাস্ত্র কথা। এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নাই। তোমরা বাবু এখন আংরেজী ফেসিয়ান ধরেছ। এখন পিরিহান, ইষ্টাসিন, কালাবুট বিনামা, এসব হালের চাল হয়েছে।

চারু।—তা হলে সেই কথাই স্থির রৈল। বৃহস্পতিবারে যেন সংবাদ পাই।

ঘটক।—নিশ্চয়! নিশ্চয়! তবে এখনে বিদায় হই। নারায়ণ নারায়ণ।—

(প্রস্থান)

রামকৃষ্ণ।—জগতের যেদিকে যাও, সেইদিকেই দেখবে, wants কি ভয়ানক! ব্যাটার কি ugly appearance! মাথা ন্যাড়া, আবার তার মধ্যে কতকগুলো চুল, তার উপর আবার একটা টিকি! সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ! চস্‌মা চুরোটের ত ব্যবহারই জানে না। নস্তি টিপেই সক্ মেটে। এদের civilize করা Necessary হয়ে দাঁড়িয়েছে। আম এতদিন নিদ্রিত ছিলেম, কালই এদের উন্নতির জন্য Pospectus ছাপাব।

চারু।—মন্দটাই বা কি দেখ্‌লে? কতকগুলো গাধার মোট বইলেই বুঝি সভ্যতা হল?

রামকৃষ্ট।—তুমি এ সকল বুঝতে পার্ব্বে না। কেন না এ সম্বন্ধে তোমার ont Study বড় কম। যেটা Fashioo of the day. তা না কল্লে কি Etiqnette বজায় থাকে। বিবেচনা কর, তিনটে পিরাণ ব্যবহার করা হচ্চে sign of civilisation, সুতরাং গরম হলেও ettiquette বজায় রাখার জন্য আমাকে তা কত্তেই হবে। এই সব বোঝে না বলেই European রা native দের এত hate করে।

চারু।—যতই বল, আমি ও সকল পসন্দ করিনে।

রামকৃষ্ট।—এই জন্যই তুমি সব meeting এ chair পাওনা। আমার সঙ্গে যদি তুমি only for a day বেরুতে পার, তা হলে তোমাকে বানিয়ে ছেড়ে দিতে পারি।

ঝিয়ের প্রবেশ।

ঝি।—বাবু! এই পত্র খানা দেখুন।

রামকৃষ্ট। দেখি। (পত্র, গ্রহণ ও কিঞ্চিৎ পাঠান্তর বিকৃতমুখভঙ্গি সহকারে পকেটে রাখন)

চারু।— What is the matter please?

রামকৃ।—Nothing serions. som্ woman of family si ill ঝি! তুমি যাও, বলো—সন্ধ্যার সময় দেখা হবে।

(ঝিয়ের প্রস্থান)

রামহরির প্রবেশ।

রামহরি।—(সেলাম করত) অ সাহেব! মোর রামহিষ্ট নি এ হ্যানে? (বিচক্ষণার সহিত দর্শনান্তে) এ না দেহি! অ বাপ! তুমি এমন হইচ! তুতি উরাণী ছাড়্যা কাটা মেরাজাই পর্‌চ? দেহি অচেন্ত হলাম, বাল আচ?

চারু:—who is this insolent fellow?

রামকৃ।—One of our family servants.

রামহরি।—অ রামহিষ্ট! বাইক্য কওনা ক্যান? গরের খপ্পর হুদাও না ক্যান? ক্রুদ্ধ কর্‌চ নাহি?

রামকৃ।—(ভূতলে পদাঘাত করিয়া) কি, হয়েছে কি?

রামহরি।—আরে তোমার গর্‌বধরুণী মর্‌নে ব'স্‌চে! লেহনে লেহনে পইক্য হইল, না খাওনে লত্তে আস্‌চি! যাই বা না? মরা দাহিল মা, দেহা না করণ চাও?

রামকৃ।—আমার সময় নাই। শরীর ও বড় weak. যেতে পার্ব্ব না।

রামহরি।—বুলিস্ কির‍্যা? মরা মা-নি দেখ্‌পা? মু অগ্নি নি দেবা? পুত্তুরি না হওনে অগ্নি চলে? এই কারণ গর্বধরা? গোরা মেস্তার এ হিদ্যা শিকাইচে? হা মোর হপাল!

রামকৃ।—তাতে কি হ'ল! তুমিই মুখ অগ্নি হওগে। যাও বিরক্ত ক'র না। চেঁচিয়ে মাথা ধরালে যে?

রামহরি।—মাতা ধরা দিছি? মার বাইক্য না সহে? কি দুইক্য! কি দুইক্য! এহানে মজা মারণে লাগ্‌চ, ওহানে মা যে'টিরস্ত হচে? পুত্তুর জন্নী মুয়ে অগ্নি না দেওন যায়? কি দুইক্য! মরণে বাচি! তুই দেহন চাস্ না, না দেহমে বাল রবি?

রামকৃ।—যাও, বেশী গোল ক'রে শান্তি ভঙ্গ ক'রো না। পাহারালা দে বার ক'রে দেব। এতে Police case হয়, জান?

রামহরি।—কি বুলিস্? পাহরালা নি নারা করে দেওন চাস্! কুটানি হচে? ওহানে কোষ্টা কাটনে পাটা ফুল্‌চে, (হস্ত প্রদর্শন) এহানে সেই ট্যারার লবাব হচিস্? আবার মারণ চাস্? একি ধরম?

রামকৃ।—যাও, যাও, চ'লে যাও, মিছে disturb কর কেন?

রামহরি।—দৌস্তরব করি? দেশেনি যাইয়া জোতায়ে জোতায়ে কুটানি বাঙাদিমু।

(রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

চারু।—ব্যাপারটা কি হে?

রামকৃ।—ব্যাপার আর কি? old servant; সে রকম etiquette. দুরস্থ নয়। তা বলে ত ওর সঙ্গে সে রকম deal কর্ত্তে পারি না!

চারু।—মায়ের পীড়া শুনলে, কোন কথাই কইলে না। সৎমা নাকি?

রামকৃ।—সৎ মা নয়, তবে বৃদ্ধা বটে। আর তার বাঁচার কোন reasonable cause দেখ্‌তে পাইনে। আমি এখানে এক দিনও absence থাকুলে চলে না। বিশেষ ceremony টে হয়ে গেলে টাকা গুলো হাত হয়। she must die no doubt তবে কেন এদিকে lose করি?

চারু।—আমি কিন্তু তোমার mind কে তাতে thank দি!

রামকৃ।—কি? mind আমার, না তোমার? আমি আমার নিজের counsil, নিয়ে চল্‌তে চাই, অন্যের objection এতে কে care করে?

চারু। যাই কর ভাই, আমি এখন আসি, কথায় কথায় অনেকটা বেলা হ'য়ে গ্যাছে। আজ আপিসে একটা বিভ্রাট ঘট্‌বে, দেখছি, ঘটকের খবরটা যেন পাই, আর পারি যদি এর মধ্যেও দেখা হবে।

রামকৃ।—all right.

(প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদীর খোলার ঘর।

বিনোদী ও রমেন্দ্রকৃষ্ণ আসীন।

বিনী।—তা ভাই; তোমাদের কথায় ত বিশ্বাস কর্ব্বার যো নাই! তোমরা কখন যে কার হও, তা কে বল্‌তে পারে? আমরা মনে মনে যত "আমার আমার" করি, তোমরা ততই স'রে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। যদি বে'ই ক'র্ব্বে, যদি এতটাই তোমার মনেছিল, তবে এমন ক'রে আমাকে মজালে কেন? আমি যেমন ছিলাম, তেমনই থাক্‌তেম। (অধোবদন)

রামক্ব।—Oh! do you take me for a Brute? তুমি আমাকে তেমন মুর্খ বিবেচনা ক'রো না, যে তোমাকে ত্যাগ করে অন্যাস্ত্রীকে আমার ধনজন জীবনযৌবন সমর্পণ কর্ব্বো। কখন না, কখন না, Never! তবে এ যে বে, ধত্তে গেলে তোমারই। কেন না, এর Porfit তোমারই। আমি যদি তখন কোন objection করি, আমার মাথায় তুমি দশ ঘা প্যানেলা মেরো।

বিনী। জানি গো বাবু, সব জানি। প্রথমটা ঐ রকমই হয় বটে। মনভুলুনে কথায় ত তোমাদের পারবার যো নাই? কেন? তোমার টাকার অভাবটা কি যে, বে ক'রে টাকা রোজগার কত্তে হবে? আমি কি জানিনে, যে কাগজে কালীর আঁচড় দিলেই দেশের লোকে টাকা দিতে পথ পায় না! আমি বেশ জানতে পাচ্চি, কেবল আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্যেই এই সর্ব্বনেশে বে উপস্থিত হ'য়েছে। মা! মরণটা হলে বাঁচি (রোদন)

রামকৃষ্ণ।—(গর্ব্বিত ভাবে) জান, জান; ঠিক্‌ত, তাত ঠিক, কলম ধল্লেই যে টাকা, তাত ঠিক, তবে আর কেন? তবে ছেড়েই দিলুম! তুমি এই সামান্য বিষয় ভেবে কাঁদ্‌লে? বিনোদ! বিনোদ! তুমি—

তুমি কাঁদলে ? তোমার পায় হাত দে বল্‌চি (তথাকরণ) আর কোন্‌ শালা সে বের নাম কর্ব্বে। কোন্‌ পাজীর ব্যাটা আর সে মেয়ের নাম করে। তবে টাকা,—অনেক গুলো-টা-কা, বুঝ্‌লে অনেক টাকা ; তা না হয়—তুমি কেঁদনা।

বিনী। পোড়া মনও যেমন হয়েছে, যদি একদণ্ড না দেখি, মাইরি ভাই, সত্যি বল্‌ছি, যদি চ'কের পলকে না দেখি, তা হলে মনের মধ্যে যে কি কষ্ট হয়, তা আর বল্‌তে পারিনি।

রামকৃষ্ণ।—হা-হা-হা-ঠিক, ঠিক, প্রেম,—বিশুদ্ধ অকলঙ্ক অক্ষয় অনন্ত অবিনশ্বর একমেবা দ্বিতীয়ম্‌ প্রেম এমনই পদার্থ বটে। love love sweet love. The love is heaven and Heaven is love. অতি ভাল কথা। বিনোদ! এই হতে From this moment আমি পৈতে ছুঁয়ে—অধিক কি তোমার পা-ছুঁয়ে দিব্যি কচ্চি, আর আমি কারও দিকে আড়নয়নে চাইবনা—না—না।

বিনী।—তাইত বলি, এমন না হলে আর তোমাকে ভালবাস্‌বো কেন ?

রামকৃষ্ণ।—এখন মনটা একটু For nothing খারাপ হ'ল।

(বিনোদের মদ, মদ্যাধার আদি আনয়ন ও যথা নিয়মে ক্রমান্বয়ে যথারীতি উভয়ের পান।)

রামকৃষ্ণ।—মাইরি Dear আমি কিন্তু—

(নেপথ্যে) বিনোদ বাড়ীতে আছ গা ?

রামকৃষ্ণ।—কে ডাকে ?

বিনী।—কি জানি ? দেখি—(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও দর্শনান্তর) আসুন, আসুন, বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন বলেছিলেন, এই যে, তিনিও আজ আছেন, বেশ হয়েছে।

নেপথ্যে।—হা, হা, সৌভাগ্য ! ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। ৺ সরস্বতী পূজার দক্ষীণাটা প্রাপ্তি আছে, তা হোক, বাবুকে দিয়ে কিছু দিইয়ে দেওয়া—

(ঘটকের প্রবেশ ও সচকিতে)—য়্যা—য়্যা, আপনি বাবু এখানে ? আমি—এই একটু জল পিপাসা, তাই এথা—

রামকৃষ্ণ।—ঘটক মশায় যে ! এখানে জল খেতে ?

ঘটক।—উহুঁ! ওটা বিস্মৃতি, বিস্মৃতি তা নয়, ভুল; এই বাপু পথটা ভুলে ভাবলেম; বাসাটা নিকটে,—

রামকৃষ্ণ।—তা বোঝা গ্যাছে! আর ক্যান? আসুন; বসুন। ঝি তামাক দেরে! তবে ঘটক মশায়! ভাল আছেন?

ঘটক।—ভুল হ'য়েছে, বাবু! ভুল, নিদারুণ ভুল, আমিত ঘটক নই, ঘটক আমার ভগ্নিপতি, আমি ভট্টাচার্য্য!

রামকৃষ্ণ।— —না আমারও ভুল, তবে ঘট—ভশ্চাজ্ মশায়! ভাল আছেন।

(ঝি-য়ের তামাক লইয়া প্রবেশ ও বিনোদকে দান, বিনোদের তামাক সেবনান্তে রমেন্দ্রকে দান।)

রামকৃষ্ণ।—ভশ্চাজ মশায়! তামাক খান্?

ঘটক।—হুঁ—অ্যাঁ, আমি তামাক? তা খাইনে বল্লেও—

রাম কৃ।—কেন? বাসায় ত দেখিচি, তামাক না হলে একদণ্ডও চলে না।

ঘট।—না, না, তা নয়! এ অতি সামান্য কথা, তা হাঁগা তোমার ঘরে ব্রাহ্মণের হুঁকো আছে?

রাম কৃ।—বা। ঘটক!—না Mistake, ভশ্চাজমশায়ের লয় বোধ ত বেশ দেখ্‌চি? এখানে বামুনে হুঁকো—এইটেই নিন্ না, এতে গঙ্গাজল আছে।

ঘটক।—গঙ্গাজল আছে? তবে আর কি? শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখ্‌ছে, "গঙ্গৈমাং পরমাগতিঃ" (হুকা গ্রহণ ও ধূমপান।)

রাম কৃ।—কে বিনোদ! ডিকেণ্টরটা রাখ্‌লে কোথা? ভশ্চাজ্ মশায় এলেন, একটু আদর কর!

(বিনোদের ডিকেণ্টর আনায়ণ।)

রাম কৃ।—(সুরা লইয়া) আসুন!

ঘটক।—না বাবু! মাপ কর। গরীব ব্রাহ্মণকে আর কেন মজাবে?

বিনো।—নিন্ না। আপনার ত ওসব চ'লে থাকে? সরস্বতীপূজার সময় (রমেন্দ্রের হস্ত হইতে সুরা গ্রহণান্তর) কি মজা! বাবু সে রকম লোক নন। ভশ্চাজ্ মশায়! না খাবেন ত আমার মাথা খাবেন!

ঘটক।—না মা রক্ষা কর! মাথা খাওয়া কি আমাদের পোষায়?

না খেলেও তোমার মাথা খাওয়া যায়, খেলেও আমার মাথা খাওয়া যায়, এ উভয় সঙ্কটে পড়ে প্রাণটাই যে যায় দেখ্ ছি! রক্ষা কর মা! মহিষ-মর্দ্দিনী।

রাম কৃ।—মশায়! আর কুড়ি।

ঘটক।—অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি বল্লে? কুড়ি? তিনশোর সেই কথাটুকু পুরেও উপরে কুড়ি।

রাম কৃ।—তাই।

ঘটক।—তা দেবে, দাও। (সুরা গ্রহণ ও সেবন) বাবু! আমরা না পারি এমন কাজই নাই। সব দলেই আছি। জানেনই ত, নেক্ সে ত আর চল্ বে না? এক ধরুন;—

ঘটক ঘোটকশ্চৈব ধাবন্তি স নানাদেশে।
অন্ধ খঞ্জ সুপাত্রাণাং বদন্তে কুমারী সহঃ॥

কত মুচীর ছেলে শর্ম্মারামের হাতে পড়ে সুচী হয়ে গেল, কত বামুনের মেয়ে কায়েতের ঘরে, কায়েতের মেয়ে সুঁড়ীর ঘরে চালিয়েছি, তার আর ইয়ত্ত্ব নাই। আবার;—

বিনামন্ত্র বিনাতন্ত্র নব্য পুরহিতং স চ।
বরাঙ্গনাদেবী পূজনে গৃহিতঞ্চ টাকা সিকি॥

আমরা সর্ব্বঘটেই বর্ত্তমান!

রাম কৃ।—তাই ত চাই! Eight পিটে না হলে চলে কি?

ঘটক।—(আর এক পাত্র সেবনান্তে) বাবু! তবে আসি, যেন এ সব প্রকাশ না হয়।

রাম কৃ।—Dont fear for that. পরোয়া কেয়া।

(ঘটকের প্রস্থান।)

রাম কৃ।—আমি তবে আসি। আজ আবার "বঙ্গসাহিত্যজীবন সঞ্জিবনী" সভায় attend না কল্লেই নয়। কাল সকালেই আবার আস্ ব।

(গাত্রোত্থান)

বিনী।—দেখ, যেন ভুলে যেওনা। হতভাগিনী তোমার আশাপথ চেয়ে রইল। দেখো যেন কাঁদিও না।

রাম কৃ।—ও কথা কি বলে? তোমাকে কাঁদাবো, সে দিন আমার Brain thoughtless হবে। তবে;— (প্রস্থান।)

বিনী।—ফাঁদ ত পেতিছি, এখন পাখি পড়লেই বুঝি। অনেক কাণ্ড করে, অনেক পড়িয়ে তবে মন ফিরিয়েছি, যাবে কোথায়? যে তে অনেকগুলো টাকা পাবে, সেগুলো হাত কত্তে না পাল্লে; বৃথাই আমার নাম। এই বয়সে কত কত আমীর ওমরা ফেল কল্লেম।—কত বাবু ভেয়েকে সাত ঘাটের জল খাইয়েছি, তা ও ত কোন বাঙাল! এখন দেখা যাক্, কতদূর কি হয়! কি পাগল! মনে করেছে, আমি যেন ওর প্রেমেই মজিছি, হা—হা, এমন নিরেট পাগলও থাকে। আমার ত আর খেয়ে শুয়ে কাজ নেই, তাই ও হনুমানকে মন প্রাণ সমর্পণ করে হাঁ করে বসে রেব। হা হা—(হাস্য) যাই, দেখিগে, ঝি খাবার এনেছে কি না। বিপীনের আস্‌বার কথা ছিল, এখনও ত দেখা নাই।—

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহুবাজার—যদু বাবুর বাটী।

যদু বাবু ও মধু বাবু আসীন, বলার প্রবেশ।

বলা।—সো বাবু! ঘোটক আসিছন্তি!

মধু।—আস্‌ছেন? দেদে, পা ধোবার জল দে, তামাক টামাক সব যোগাড় কর।

(রামহরি ঘটক ও দুইজন সঙ্গীর প্রবেশ।)

যদু।—আসুন মশায়। বস্‌তে আজ্ঞা হোক্!

রামহরি।—বসুন, বসুন।

ঘটক।—বাঁড়ুয্যে মশায়! এই আপনার বৈবাহিক। বড় ভাল লোক, সৎকুলোদ্ভব, জাতকাট, অতি নম্র স্বভাব! ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর!

যদু।—(রামের প্রতি) মশায়ের নাম ঘটক মশায়ের মুখে শোনা ছিল, আজ সাক্ষাতে বড় আপ্যায়িত হলুম।

রাম হরি।—মশায় আমও বাবাজীর পত্রে জ্ঞাত আছি! আপনারা মশায় ব্যক্তি! এখন শুভকার্য্য নির্ব্বাহ হলেই সুখের হয়।

যদু।—অবশ্য! আমার কন্যাদায়। আপনারা না হলে ত আমরা এ দায় হ'তে মুক্তি পাব না! খরচ পত্র সম্বন্ধে ঘটক মশায়ের মুখেই শুনে থাক্‌বেন। আমি অতি গরিব। কোন রকমে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করা।

ডাক্তার।—মশায়! কার সন্তান?

ঘটক।—হা! হা! হা, তাও জানেন না? বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, ফুলের মুকুঠি, স্বভাব! অতি সজ্জন, এই শুনুন না কেন। নিধিরাম ঠাকুরের তিন সন্তান। বিষ্ণু, বলরাম, কানাই। বিষ্ণু জেষ্ঠ, বলরাম মধ্যম, কানাই কনিষ্ঠ! এঁদের সন্তান যথা;—

মধু। মশায়কে ত জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাচ্চে;—

ঘটক।—মশায় বুঝ্‌ছেন না। ঘটক ভিন্ন কি কুলীনের মান জানে, না জহুরি না হলে কেউ জহর চেনে? আপনি যে নির্ব্বোধের মত কথা বল্‌ছেন!

রামহরি।—আজ্ঞে আমার নাম গোবর্দ্ধ—না রামহরি।

ঘটক।—আ মশায় আমার নিকট শুনন না, ওঁর নাম শ্রীযুত রামহরি মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মনাম্ পিতার নাম ৺গোবর্দ্ধনচন্দ্র, পিতামহের নাম গিরিশচন্দ্র, প্রপিতামহের নাম প্রহ্লাদচন্দ্র, বৃদ্ধপ্রপ্রিতামহের নাম।—

মধু।—মাপ করুন! ও সকলের আর দরকার নাই। যখন আপনি এর মধ্যে আছেন, তখন কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা—

ঘটক।—আর না করা একই কথা। অবশ্য, অবশ্য, আপনি মহাশয় ব্যক্তি।

রামহরি।—পাত্রি দেখ্‌তে চাই।

যদু।—বলা! যা—ত বিনোদাকে নে আয়।

বলার প্রস্থান।

ঘটক।—আর পাত্রি কি দেখ্‌বেন? মূর্ত্তিমান রাজ রাজেশ্বরী, একবারে জগদ্ধাত্রি প্রতিমা! এমন পাত্রী কি অন্যে জন্মায়?

বিনোদিনী ও ঝিয়ের প্রবেশ।

রামহরি।—অগ! লেখা পড়া জান? তোমার নাম কি?

বিনোদ।—(সলজ্জ ভাব)

যদু। বল, লজ্জা কি?

বিনোদ।—আমার নাম বিনোদিনী।

রামহরি।—কি পড়।

বিনোদ।—সীতার বনবাস, আর বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

রামহরি।—(দূরস্থ গ্ল্যাস প্রদর্শন করিয়া) ঐ গিলেসটী আন দেখি।

বিনোদ।—(তথাকরণ)

রামহরি।—(মাথার কাপড় ফেলিয়া কেশ পরিক্ষা) বেশ মেয়ে! (আশীর্ব্বাদ করণ ও গাত্রোত্থান)

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বহুবাজার—যদুবাবুর বাটী।

গৃহিণীর প্রবেশ।

গৃহি।—ওমা কোথা যাব গা? মিন্সে সর্ব্বনাশ কল্লে গা? লোক হাঁসালে গা? এমন সোণার প্রতিমে মেয়েকে, কি না কোথেকে একটা বয়াটে ছেলের হাতে দিতে বসেছে? পাড়ায় ঢিঢি পোড়ে গ্যাছে? চাকর গুলোর সঙ্গে ইংরিজি কথা? কাটা পোসাক পরে বে কত্তে এসেছে! কি লজ্জা! এতদিন খুঁজে কি এই পাত্র পেলে গা? এমন সাধের মেয়ের অদেষ্টে এই বর?

বন্ধুবাবুর প্রবেশ।

বন্ধু।—কি? হয়েছে কি? ব্যাপার টা কি? কাণ্ডখানা কি?

গৃহি।—হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমি কি অপরাধ করেছিলেম, যে এই শাস্তি! দেশে কি আর পাত্র ছিল না? এত মেয়ের বে হচ্চে এ পাত্র ভিন্ন কি বিনোদের আমার বে হত না? পিতা হয়ে সত্রুরের কাজ সাধলে? এমন পোড়া কপাল আমার?—(রোদন)

বন্ধু।—কাঁদ কেন? শুভ কার্য্যে অলক্ষণ ডেকে আনচ যে? পাত্র মন্দটা কি? অমন পাত্র আজ কাল মেলা ভার। যাও, আর দেরী করনা। তুমি নিজে যদি জামায়ের নিন্দে কর্ব্বে, তা হলে লোকে ত কর্ব্বেই পারে?

গিন্নি।—যাই বল! বে দিলে বটে, কিন্তু এ বেতে সুখ হবে না, হবে হবে না, হবে না!

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

বাসর ঘর।

বর ও রমণীগণ।

প্রথমা।—কি ভাই জামাই! চুপ করে রৈলে যে? কথা কও, গাণ গাও, অমন তর চুপ করে থাকার কি কাজ?

বর।—অবশ্য আপনার Etiquete দুরস্ত দেখে সন্তুষ্ট হলুম। একটী অপ্রাসঙ্গিক বা অশ্লিল কথা বলেন নি। কি সম্বন্ধে কথা কইব বলুন। আমার arguments সব ঠিক, Points সব দুরস্ত!

প্র।—সম্বন্ধ আবার কি? একটা সম্বন্ধে বুঝি মন উঠি নি?

বর।—You made a mistake my dear Lady. সম্বন্ধ মানে বরে সম্বন্ধ নয়, Subjects ঠিক না হলে কোন বিষয় কথা কওয়া যেতে পারে না। এক মিনিটে দশ রকম Subjects এর দশটা কথা

বেরুবে এখন। এই Subjects ঠিক রেখে কথা কইতে পারে না বলেই বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা।

দ্বিতীয়া।—কি জানি ভাই! ইংরাজী চিংরাজী অত বুঝিনে। সোজা বাঙালী মানুষ, দুটা বাঙালায় বল, শুনি। যদি মালদা এখানে থাকতো, তা হলেও না হয় ইংরিজীর মানে করে নিতেম।

বর।—আপনারা বাঙালী মানুষ? আশ্চর্য্য! বঙ্গরমণীর এ চেয়ে আর অধঃপাতন কি হতে পারে? যদি সামান্য ব্যাকরণের লিঙ্গজ্ঞান থাকত, তা হলে কখনই আপনি বল্তে পার্ত্তেন না, যে আপনি বাঙালী। আপনার বলা উচিত যে, আমরা বাঙ্গালিনী। তবে যে মহাত্মা রমণীর নাম কল্লেন, তিনি আপনাদের প্রধান আসনে বস্বার উপযুক্তা! তাঁকে যদি callfor করেন, তবে দুটো কথা কইয়ে সুখী হই। তিনি কে?

দ্বিতীয়া।—বড় শালী তোমার! তার সোয়ামী তাকে ইংরিজী পড়া শিখিয়েছে।

বর।—Dear me. বড় সন্তুষ্ট হলুম। ডাকুন না?

তৃতীয়া।—না ভাই সে এখন আসতে পার্ব্বেনা।

বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার প্রবেশ।

বৃদ্ধা।—কি হে শালা! বসে কেন? আমি বুড়ো মানুষ, তোমার চাঁদ মুখের দুটো গান শুন্তে এলেম। বদন তোল, কথা কওনা চাঁদ।

বর।—বৃদ্ধা! আপনি পরম পূজনীয়া; গালী মিশ্রিত সম্বোধন আপনার কর্ত্তব্য নয়।

বৃদ্ধা।—বড় রসিক যে, রসিকরাজ! একটা গান গাওনা যাদু; প্রাণটা জুড়িয়ে যাগ্।

বর।—আমার গান কি বুঝতে পার্ব্বেন?

বৃদ্ধা।—বটে; তুমি ইংরাজি গান গাইবে নাকি?

বর।—তানয় ত কি?

বৃদ্ধা।—কি সুর?—সাহেবেরা গায় নাকি?

বর।—ইংরিজী সুর বড় মিষ্টি। শুন্লে অবাক হতে হয়। তোমাদের ভৈরবী খাম্বাজ নয় যে, একজন চাসাতেই গাইবে। এ সকল বুঝ্তে শিখতে কি গাইতে হলে Education চাই।

প্রথমা।—ভাল শোনাই যাক্, গাওনা।

বর।—শোনার আগে আপনারা একটা মুখ পাত ধরে সাহস বাড়িয়ে দিন।

দ্বিতীয়া।—তোমার আবার ভয়? ভাল না হয় আমরাই আগে গাই, বাজনা আসে? না হয় তব্‌লা এনেদি।

বর।—তব্‌লা? Nonesence; চাসাড়ে বাজনা, Vass আনুন, Violin আনুন, বাজিয়ে দিচ্চি! এমন বাজনা যে, আপনাদের আপ্‌নি পা উঠ্‌বে।

তৃতীয়া।—না ভাই; বদ্‌ফরমাজ কল্লে ত আর হবে না, যা এখানে মেলে তাই বাজাও।

বর।—তবে আনুন। কতকগুলো কুসংস্কার আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধ-মুল হয়ে গ্যাছে, যতদিন সেই মুলে কুঠারাঘাত না হবে, ততদিন, অন্ততঃ যে পর্যান্ত প্রত্যেক বঙ্গগৃহে Vass কি Peano না থাক্‌বে, ততদিন দেশের উন্নতি নাই।

১মা।—নাও তোমার দেশের উন্নতি, তোমার জিনিসকেও শিখিও, মূলে কুঠারাঘাত কত্তে হয় করো, আমরা পরের ধন, এতে ত তোমার পোদ্দারী খাট্‌বে না।

বর। ঐ টেই আপনাদের প্রধান দোষ।

(ঝিয়ের তবলা আনয়ন ও বরকে দান।)

(জামাইয়ের বাদন, ও বৃদ্ধার নৃত্য ও রমণীগণের গীত।)

গীত।

সুধা মুখে সুধার হাসি বড় ভালবাসি।
বড় ভালবাসি, মোরা সুধার প্রয়াসী॥
শোক পরিহর, ধৈরজধর,
সুহাসিনী সুধামুখে হাসল হাসি॥
রাহু কি গ্রাসিল চাঁদে, হেরিয়ে পরাণ কাঁদে,
শোক ত্যাজ হাস সখি, ছুটাও ফুলরাশি॥

বৃদ্ধা।—পচ্ছন্দ হল ভাই! আমরা ঘরের বৌ, আর কত শিখ্‌বো?

বর।—আপনার বাসা কোথায়?

১মা।—বাস্না কি ? এই পাসের বাড়ী ওঁদের যে।

বর। মাপ করুন। আমার ভুল হয়ে ছিল, আমি ভেবেছিলুম, বয়সে উনি খ্যামটা—

বৃদ্ধা। দুর শালা (কান মলন)

১মা। নে ঠানদি তামাসা রাখ, এখন জামায়ের গান শোন।

বর। আমার ত বাঙলা গান শেখা নাই! তবে যদি বুঝতে পারেন, তবে গাইতে আমার কোন Objection নাই।

১মা। গাওনা, বুঝি না বুঝি, পরে বোঝা যাবে এখন।

বর। সুর Turit Rush—বাজনা champion march.

বরের গীত।

The Pretty Land of England, How beutiful it stand.
সুরও বলি যদি বুঝতে পারেন;

A TT E R I EE, A U TH O R,
H C O N N A S A R, P I L A k.

(কান মলন)

সকলের উচ্চ করতালী ও হাস্য।

১মা। বেশ বেশ!

বর। তোমরা হাস্‌চ? কিন্তু Harold & Co. আমাকে বাজনার master কত্তে চেইছিল।

২য়া। নূতন বৌ! ঘোমটা খোলনা ভাই!

নূতন। না ভাই, যে জামাই।

৩য়া। (সহাস্যে) জামাই, তাই কি? তোর ছড়াটা বল্‌না?

নূতন। তবে বলি।

শুনহে রসিক নাগর, প্রেমের সাগর, রসের পাকা আম।
তোমর রূপটী কাল, দেখতে ভাল, নিরেট পাকা জাম॥
তোমার চোকের কোনে. চাউনী বড়, চার দিকেতে চাও।
সেজন হারায় জীবন, ভুলিয়ে আপন, মন হয় উধাও।
তোমায় রাখবে ধরে, হৃদ পারদে, ওহে গুণ মণি।
যদি পলাও শালা, কান মলা, খাবে যাদুমণি॥

বর। উহু-উহু! কে আপনি? সাঁড়াশী হস্ত আপনার, শাশুড়ী ঠাকরুণ আপনি এখানে?

২য়া। চিনেছে লো চিনেছে!

(নূতন বৌর বেগে প্রস্থান)

বর। কি সর্ব্বনাশ! শাশুড়ী শালী সেজে জামাইয়ের শাস্তি করে? এমন dengarns attack—hurrable!

বৃদ্ধা। রক্ষা কর দাদা! আর কাজ নাই! আমরা এখন যাই, তোমার জিনিষ দেখে শুনে নাও। সব বজায় আছে কি না?

বর। বজায় না থাকে আপনারা ত আছেন!

বৃদ্ধা। আমাদের থাকায় না থাকায় সমান, আমরা যে পরের! অনধিকার প্রবেশ কত্তে দেবে কেন?

বর। অনধিকার কত্তেই বা কতক্ষণ? ইংরাজ রাজত্ব Divorce আছে।

বৃদ্ধা। আমরা দাল বুরুসের এলেক্যা রাখি না, আমরা সব দালরুটী।

১মা। ঠান্‌দি! গিন্নি আসচে; চল, আমরা যাই।

বৃদ্ধা। তবে আসি ভাই! মনে রেখো।

বর। অবশ্য! অবশ্য good bye—good bye.

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বহুবাজার—যদুবাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

রামকৃষ্ণ ও বিনোদিনী আসীনা!

অন্তরালে মানদা দণ্ডায়মানা।

রামকৃষ্ণ।—যাও! আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। এত অপমান? এত আস্পর্দ্ধা?

বিনী।—ক্ষমা কর। এত অপরাধের ক্ষমা আছে, এ অপরাধের কি ক্ষমা নাই? আমার দিকেও ত একবার চাইতে হয়! আমার অন্যগতি নাই, তুমিই যে আমার সব। রাগ ক'র না, ক্ষমা কর, আর দুদিন থাক। আমার কথা একটা বার রাখ। লোকে দাসীরও ত কথা শুনে থাকে, আমি তোমার দাসী—দাসীর কথা রাখ। তোমার ভালর জন্যইত বলেন, মন্দ ভাবে ত আর বলেন নি।—

রামকৃষ্ণ।—মন্দভেবে বলেন নি? hie took me for a fig! শশুর বলে অনেক সহ্য করিছি। কিন্তু কত সহ্য কর্ব্বো? আমার মা মরেছে, তার ত মরেনি। আমি কাচা পরি না পারি, শ্রাদ্ধ করি না করি, তাতে তার ক্ষতিটে কি? আমি এই চাই যে, I will do any thing whatever I like, এতে কেউ Objection করে, Dont care the Proposal,

বিনী।—ধর্ম্মের দিকেও ত চাইতে হয়। মা—যিনি দশমাস দশদিন পেটে ধরেছেন, কত কষ্ট করে—কত দুখ্যু পেয়ে মানুষ করেছেন, তাঁর জন্যে কি একটু কষ্ট স্বীকার করা উচিত নয়? তোমার পায়ে ধরে বলি, আমার কথা রাখ, একটু কষ্ট স্বীকার কর। তিনটে দিন বৈত নয়।

রামকৃষ্ণ।—Dont care; আমি তোমার ওসব শুনতে চাইনে। তুমি আমাকে বারম্বার unnasasary Vex কোচ্চ।—আর না।

বেগে মানদার প্রবেশ।

মানদা।—মুকুজ্জ্যে বড় সহুরেপনা দেখাওযে! এ কার চিটি? হা হা হা (হাস্য)—

রামকৃষ্ণ।—(পকেটে হাত দিয়া) কোথা পেলে? পকেট থেকে চুরী? চিটী চুরী? সর্ব্বনাশ, মেয়ে চোর! আশ্চর্য্য! দাও এখনও; Chitting! সর্ব্বনাশ! আমি অনেক রেয়াত করিছি, কিন্তু আর না, এখনও দায়, নৈলে Pol ice এ তোমার নামে Thefts charge আনুব।

মানদা।—দেব না কেন? আগে পড়ি, তার পর দেব, সোনলো বিণী। তোর শশুরের দেশের পত্র খানা শোন!—

পোরোম কইল্যানীয়—

শ্রীমান্ রাম ক্যাইষ্ট মুখোটী বাপা

পোরোম কইল্যান বৈরেষু।—

বাবজীবন কলকত্তায় যাইয়া চানা চেনি তুদ্‌ঘু কাইয়া দেশের তুথ সর্ব পাস্‌রিচ, এইক্যান্‌ তক্‌ খপর না লেহনে মনের পর বোরো চিন্তা যুইক্ক হচে। সে কারণ গোরের খপর মোন যোগনে শোন্‌পা। এহানে গোরের গাটানি উচা বাওনে বোরো কইষ্ট হচে। কই ভিশ্ব সাত আরি দর বারনে নবন নিত্রশঙ্কা দিয়া অন্ন আহার করচি। দ্যাশের জলে গা ভরচে। গাছানে সে কারণ কইষ্ট হচে। তোয়ার ;—

রামকৃষ্ণ।—দাও—; দাও, এখনও দাও।—

মানদা।—তোয়ার গর্বধকনীর গাছনো পীর‍্যা হইচে বাচনের সম্ভ-বাপোনা দেহিনা, সে কারণ বাপাজীবন, তুইট্যা দারিশ্ব, তুই করচা চেনি সহনে সত্বর বারী মোকামে পৌঁছনে আপিত্য করিবা না। ইয়া জ্ঞ্যাত জইন্য লিপি করিলাম।

(মানদার পত্র নিক্ষেপ ও পলায়ন)

রামকৃষ্ণ।—দেখ—দেখ একবার অপমান টা দেখ, আবার তুমি আমাকে থাকৃতে বল? Never Never! আমি খেতে পাইনে বলে আসিনে, আমি ইছা কল্লে I can get a service for Rs 100. আমার মত লোক যে Line এ enter কত্তে চাইবে তারাই আদর করে নেবে। Old scavinzan তে Hackney Co. aply কল্লে এখনি চাকরী!

মানদা।—তার আর সন্দেহ। ১৫ টাকার বেশীনয়। ঘণ্টা নাড়া। একবার এদিক একবার ওদিক।

রামকৃষ্ণ।—দেখ দেখ again again থাক্‌ তুই তোর মা বোন নে, আমি চল্লুম!—(গমনো দ্যোগে।)

বিনী।—(পদধারণ করিয়া) ক্ষমা কর নাথ। দাসীর কথা রাখ নাথ! আমার এক মাত্র গতি, দাসীর এক মাত্র অবলম্বন যে কেবল তুমিই নাথ, রমণীর স্বামীই এক মাত্র গতি। অন্য ভরশা—অন্য অবলম্বন ত তাদের নাই। তবে হতভাগিনীকে ফেলে কোথা যাবে নাথ! যেতে হয়, দাসীকে কেন সঙ্গে লওনা। বাল্যে পিতা মাতা, যৌবনে ভর্ত্তাই যে নারীর অবলম্বন, আমি বালিকা নই, স্বামী শেবায় অক্লেশে জীবন কাটাতে পার্ব্ব। সর্ব্বদা চকে চকে রাখ্‌বো।—কাজ কি আমার!—

রামকৃষ্ণ।—থাম্‌—থাম্‌। আর নাকে কাঁদিস নে। ঢের দেখেচি।

তোকে দাসীও রাখেনা, এমন কত বিনী আমার প্রেমে পাগল। ওঁকে সঙ্গে নাও। স্পর্দ্ধা দেখ। Never, go hence? Dam Niggard!

বিনী।—(পুনর্ব্বার পদ ধারণ ও রোদন করিতে করিতে) পদঘাতেও ত দাসী পদ পরিত্যাগ কর্ব্বে না। পদাঘাত কর, ভৎর্সনা কর, যাই কর, দাসী তোমাকে কখনই যেতে দেবেনা। হয় সঙ্গে লও, নতুবা যেওনা। তোমার পদাঘাত আমার পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যের ফল, ভৎর্সন বহুতপস্যার ফল, তাতে আমি কষ্ট বোধ করি না। দাসীর কথা শোন, যেওনা।

রামকৃষ্ণ। Oh no, Never mind, কখন না। আমি নিশ্চয়ই যাব। সরে যাও, এখনও বল্‌চি, পা ছেড়ে দাও। দিলেনা, দিলেনা? তবে অধঃপাতে যাও (পদাঘাত ও প্রস্থান)

বিনী। উঃ! বিধাতা! আর যে সহ্য হয় না প্রভু! চলে গেলেন! কৈ? কোথা গেলেন? কতদূর গেলেন। (উত্থান ও পতন)

(যদুবাবুর প্রবেশ)

যদু। কি? ব্যাপারটা কি? কাণ্ডটা কি? হয়েছে কি? বিনী এখানে পড়ে কেন? জামাই গেল কোথা? মেরে পালালে নাকি?

বিনী। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) না বাবা! হতভাগিনী এখনও মরেনি, সে সুখ ভোগের অনেক বাকী!

যদু। মেরেছে? আমার মেয়ের গায়ে হাত? কোথায় সে হারামজাদা! (বেগে প্রস্থান ও সম্মুখে দর্শনান্তে) হাঁরে হারামজাদা, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর? এত ক্ষমতা? বলা! বলা! হারামজাদার গলায় হাত দে বার করেদে। বের আমার বাড়ী হতে!

রামকৃষ্ণ। You stupid broot! মুখ সামলে কথা কও। I dont care your চোক্ রাঙানী!

গিন্নীর প্রবেশ।

গিন্নী। ওগো, কি কোচ্চ গো! সর্ব্বনাশ কল্লে? একেবারে সর্ব্বনাশ কত্তে বসেছ? অত ক'রে কি ব'কৃতে আছে? (রামকৃষ্ণের প্রতি) না বাবা, রাগ কর না। রাগ কত্তে আছে কি? তোমার ভালর জন্যই ত বলেন। চল, ঘরে যাবে চল।

রামকৃষ্ণ। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। আমি এখনি যাব। থাক তোমার মেয়ে নে। আগে জানলে কোন্ শালা এমন পাজীর মেয়ে বে কত্ত। বে করে যেন চোর হইচি? দারয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা?

গিন্নী। না বাবা! তাও কি হয়। তুমি ত অবুঝ নও, চল।

যদু। গিন্নি! কেন সাধকরে অপমান হও। ব্যাটার পেটে ভাত নাই জাঁক দেখ। যা, এখনি চলে যা।

গিন্নী। ওগো একটু থাম। তোমার পায়ে পড়ি একটু থাম্। দুজনেই কি রাগ কত্তে আছে? একজন একটু নরম হও। ছেলে মানুষ, নাবুঝে এককাজ যদি করেই থাকে, তাতে কি অত রাগ কত্তে আছে? মেয়ের দিকেও ত চাইতে হয়?

যদু।—মেয়ে কি আর আছে? মেয়েকে কি আর আস্ত রেখেছে।

গিন্নী।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বল কি! মেয়ে নেই—কৈ কৈ!

(বেগে প্রস্থান)

রামকৃষ্ণ।—যা শালা! মরগে যা! আমি তলে তলে যা সাত করেছি, তাতেই তিন চার মাস রাজার মত চল্‌বে। হা হা হা।—

(হাস্য ও প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

বিনী। আর না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে! জীবনের গতি এইখানেই প্রতিরোধ হোক। আর কেন? বৃথায় কেন আর প্রাণ রাখা? স্বামী রমণীর দেবতা, স্বামী রমণীর গুরু, স্বামী রমণীর সর্ব্বস্বধন—জীবনের অবলম্বন, সেই স্বামী কর্ত্তৃক তৃণতচ্ছিল্যে পরিত্যক্ত হয়ে আর কেন বৃথায় প্রাণ রাখা? জীবনের সাধ—প্রাণের সাধ—আশায় সাধ আজ বিষাদে পরিণত, তবে কি সাধে আর প্রাণ রাখা? হায়! কেনই বা পিতা রাগ কল্লেন! কেনই বা ভৎ'সনা ক'ল্লেন! পদাঘাতে ত আমি যন্ত্রণা বিবেচনা করিনি, সে পদাঘাতে ত আমি অপমান জ্ঞান করিনি, তবে কেন পিতা তাঁকে ভৎ'সনা কল্লেন? হায়! কি মায়া! কি মোহময় ভীষণ মায়া চক্র! যাঁরা শৈশবে প্রাণপণে লালন পালন কল্লেন, আজীবন মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত রৈলেন, হৃদয়শোণিতে বর্দ্ধিত কল্লেন, তাঁদের স্নেহ তাঁদের মমতা—তাঁদের ভালবাসা উপেক্ষা করে তাঁর প্রতি মন এত পক্ষ-

পাতি হল কেন? তাঁদের স্নেহ মমতা উপেক্ষা করে পতিস্নেহ পতি-প্রেম লাভের জন্য মন এত ব্যাকুল হল কেন? হায়! হতভাগিনী আমি, শৈশবে—অজ্ঞানে যদি পাপিনীর জীবন নষ্ট হত—তা হলে ত এ যন্ত্রণা—এ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হত না। উঃ—হতভাগিনী আমি,—এমনই পোড়া অদৃষ্ট আমার যে, দুঃখে জন্ম হয়ে জীবনও দুঃখে গত হল? পিতা মাতার সেবা, পতি সেবা—যা যা রমণীর ব্রত, ইহপরকালের সার—তার কিছুই হল না। কিছুই কর্ত্তে পাল্লেম না। জীবন ধারণ—বৃথায় হল। তবে আর কেন? আর ত আশা নাই? আর ত ভরসা নাই? তবে কেন আর? এই খানেই—এই মুহূর্ত্তেই শেষ হোক। পুরবাসী নিদ্রিত! এই প্রসস্থ সময়! মা! জন্মের মত তোমার সাধের তনয়া—বিদায় নিলে।—(ক্ষণকাল পরে) না! আত্মহত্যা মহাপাপ! সে পাপে লিপ্ত হয়ে কেন নরকগামী হব? আশা এখনও যেন আমার কাণে কাণে প্রবোধ দিচ্চে, এখনো আশা আছে। যে উপায় স্থির কোরেছি, তা ত আছেই। তবে আর একবার কেন দেখি না!—সেই ভাল!—দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

(নপথ্যে) বিনোদ! বিনোদ!

বিনোদ।—মা বুঝি ডাক্‌চেন!—

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

কাল্‌না—গঙ্গাতীরস্থ মুদীর দোকান।

রুগ্নশয্যায় রামেন্দ্র শায়িত, পার্শ্বে বিনোদিনী।

রাম। (চৈতন্য পাইয়া) আমি এখন কোথায়? কে তুমি?

বিনো। আমি তোমার দাসী। আমি বিনোদিনী। একবার চাও, একবার ভাল কোরে চেয়ে দেখ, আমি এসেছি। দেড় বৎসর পথে পথে অনুসন্ধান কোরে—আজ তোমার দেখা পেয়েছি। হা কপাল! তাও তোমাকে এই দেখ্‌তে হলো? দিনে রেতে পথে পথে বেড়িয়েছি, ভিক্ষা কোরে দিন কাটিয়েছি, কতদিন উপবাস কোরে কাটিয়েছি, কত জনের কত কথা শুনেছি। প্রাণেশ্বর! কেবল তোমার জন্য। ঘরে চলো,—একবার কথা কও।

রাম। আমি তোমাকে চাইনে। বাবু-বৌ আমি চাইনে। তুমি আমার এই কোরেছ, আমাকে পাগল কোরে ছেড়েছ। আমি পাগল। উঃ! সর্ব্বনাশ, পাগল হয়ে গেলেম? প্রাণটাকে কে টেনে নিয়ে গিয়ে পাগলার দলে মিশিয়ে দিলে? পাগলের দলে পোড়ে শেষে পাগল হলেম! পদাঘাত—তোমাকে পদাঘাত কোরেছিলেম, চেয়ে দেখ, আমার বুক আর নাই, পদাঘাতে পদাঘাতে চুরমার হয়ে গেছে, কিছুই নাই। প্রাণটা কেবল পাগল হয়ে ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ আমি পাগল। সর সর, উঠি (উত্থান চেষ্টা)।

বিনো। (বাধাদিয়া) চুপ কর। অভাগিনীকে আর ফাঁকি দিওনা, আমি তোমার এই কষ্টের মূল। আমি তোমাকে পাগল কোরেছি। বল প্রাণেশ্বর! কি কোল্লে তুমি সুখী হয়। কি কোল্লে তুমি ভাল হও। তোমাকে সুখী দেখে মোরতেও ত আমার কষ্ট বোধ নাই।

রাম। তুমি মোরবে? উঃ! মস্ত বাবু তুমি! বাবু-বৌ তুমি, তুমি আমার মোরবে?

বিনো। "আমি বাবু, আমি অহঙ্কারী, আমি তোমায় কবে অযত্ন কোরেছি?—কবে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?

রাম। কষ্ট দিয়েছি? পদাঘাত—এই বুকে পদাঘাত?

বিনো। আর বোলোনা, চুপ কর। তুমি আমাকে অহঙ্কারী বোল্লে? তুমি আমাকে বাবু বোল্লে? এ যন্ত্রণার কথা আমি কাকে বোলবো? আমার এ সহস্রমুখী দুঃখের কথা কার কাছে বোলে মনের ভার কমাব?

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর না। ক্ষমাকর বিনোদিনী, আমি তবে যাই। (নীরব)

বিনো। না না! ক্ষমা কর, আর কাঁদিওনা। হা বিধাতঃ! আমার শেষ আশা নির্ম্মূল কোল্লে? প্রাণনাথ! তোমার বিশ্বাস, আমি অহঙ্কারী বাবু? তোমার হতভাগিনী—পথের ভিকারিণী স্ত্রী আমি। তোমার বৌ বাবু! আমি তোমার—বৌ-বাবু!"

সম্পূর্ণ।

তালজ্ঞান।

—•◇•—

অনুক্রমণিকা।

তাল, সঙ্গীতশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাললয়সম্বন্ধ গীতই প্রকৃত গীত নামে অভিহিত হয়। স্বর যতই সুমিষ্ট হউক না কেন, তাললয় সম্বন্ধ না হইলে কখনই তাহা শ্রুতিসুখকর হয় না; এবং সে গীত কখনই প্রকৃত গীত নামে অভিহিত হইতে পারে না। উহা সাধারণতঃ রাখালের গীত, এই অভিধাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমতস্থলে সঙ্গীতশিক্ষার্থীগণের সর্ব্বাগ্রে তাললয়বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করাই আবশ্যক।

সংজ্ঞা।

সঙ্গীত সমূহ ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে। এই জন্য তালকে যতি বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। শিক্ষিতগণ অবশ্যই পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া যতি কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। সেই যতিজ্ঞান যাঁহার আছে; তিনিই সহজে তালজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যেমন,—

ধন	ধান্য	ভরা	রমণীয়	ধরা

এই ছন্দে চারিটী তাল বা যতি। পাঠকালে ধা, রা, ণী, ও রা, এই অক্ষর চতুষ্টয়েই যতি অর্থাৎ জোর পড়িতেছে। তালও ঐ ঐ অক্ষরে পড়িবে। উহাকেই তাল বলে। যেমন,—

। । । । । । । । ।
কোথায় সে জন, জানে কোন জন যে জন স্বজন লয় করে।

যথাক্রমে চিহ্নিত অক্ষরে যতি অর্থাৎ তাল পড়িতেছে। যতির মধ্যে আবার ফাঁক, সম, ও তাল আছে। তালের চিহ্ন ১, ২, সমের চিহ্ন + এবং ফাকের চিহ্ন •। পুর্ব্বোক্ত গদ্যটী তালের চিহ্নে লিখিতে গেলে এইরূপ লিখিতে হইবে।

০ ১ + ৩ • ১ + ৩
কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন স্বজন লয় করে।

সাধারণতঃ ঐ প্রথম তালের পরের তালকেই সম বলে এবং গীত সমূহ প্রায় ফাকেই ছাড়িয়া দিতে হয়।

প্রত্যেক তালের আবার মাত্রা আছে। কোন তাল ১২ মাত্রার, কোন তাল ১৪ মাত্রার, কোন তাল বা ১৬ মাত্রায় সমাধা হয়। একতালার তাল বার মাত্রা। মাত্রার চিহ্ন। দাঁড়ি। পুর্ব্বোক্ত গীতে ২টী ভাগ অর্থাৎ দুইটী পর্য্যায় আছে। প্রথম পর্য্যার তাল, সম ও ফাক শেষ হইয়াছে, ঃঃ চিহ্ন পর্য্যন্ত। এক পর্য্যার মাত্রা দিয়া দেখাইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

। । । । । । । । । । । ।
কোথায় সে জন, জানে কোন জন। ঃঃ

অঙ্গুলিতে মাত্রা গণিয়া রাখিলে তাহার তালের ব্যতিক্রম কখনই হইবে না। এক একটী তালের এক একটী গীত তাল দিয়া দেখাইলেই বুঝিতে পারিবেন।

কাওয়ালী।

কাওয়ালী তালের তিনখানি তাল ও একখানি ফাক। যথা।-

পিলু-কাওয়ালী।

০ ১ ০ + ৩

আকুল হইয়ে ডাকে প্রাণ তোমারে হে,—

০ ১ + ৩

এস বস নাথ শূন্য হৃদয়ে হে।

০ ১ + ৩

দয়ার নিঝর তুমি, শান্তির আধার হে

০ ১ + ৩

কর করুণা করি, কৃপা বিতরণ হে------ ।ঃঃ

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা। (শ্লথ ত্রিতালি)

০ ১ + ৩

জানি জানি তোমার যে মন। (জানি হে------)

০ ১ + ৩

কোন ছলে, ভুলাইলে (হে) অবলারী ------- মন।

০ ১ + ৩

মিছে কেন সাধ হরি, চাতুরী বুঝিতে নারি,

০ ১ + ৩

মিছে কেন প্রাণ হরি, বাড়াও হে বেদন।ঃঃ।

বারোঙা—ঠুংরী।*

০ ১ + ৩
শ্যামা পদে এই ভিক্ষা চাই।

০ ১ + ৩
মনের বাস——না সদাই ~~~~~~~~~~।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
যখন মম দেহ ছেঁ——ড়ে, প্রাণ পক্ষী যাবে উড়ে

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
পদ কল্পতরু মূলে, বাসা যেন——পাই~~~~~~~~॥ ঃঃ।

হিন্দোল—ছেপ্‌কা।

০ ১ + ৩
জয় জয় হরি পতিত পাবন।

০ ১ + ৩
দীন নাথ দিন হীন পালন।।

০ ১ + ৩
পতিত পাবন, পতিতে পাবন,

০ ১ + ৩
কুরু সর জাসন, দীন হীন তারণ॥ ঃঃ।

---

* কেহ কেহ ঠুংরী ১২ মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

জংলা—কাহার্ব্বা।

\+ ১ + ৩
জয় জয় শঙ্কর বোম বোম ভোলা।

\+ ১ + ৩
শীরে গঙ্গা শোভে গলে হাড় মালা॥

\+ ১ + ৩
বৃষভ বাহন বিভূতি ভূষণ,

\+ ১ + ৩
পিণাক ধারণ, শীরে শশি কলা।।ঃঃ॥

খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
না হতে পতন তনু ~~~ দহন ~~~ হইল আগে।~~~

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
আমার এ অনু ~~~ তাপ, তাহারে ত নাহি লাগে॥~~~

১ ০ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
চিতে চিতা সাজাইয়ে ~~~ তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে ~~~

১ ০ + ৩ ০ ১ + ১
আপনি হইব ~~~ দগ্ধ ~~~ আপনারি অনু ~~~ তাপে ~~~ ঃঃ।

---

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

প্রণয় গাছে মিল——ন ফুলে দুলে দুলে অলি ধায়~~~~।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

চাঁদের হাসি ফুলে ফুলে,~~~ হাসিছে ফুল দুলে~~~দুলে ~~~~~।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ফুলের হাসি চাঁদের হাসি, মিশিয়ে দেছে মলয় বায়~~~~~। ঃঃ

কেদারা—একতালা।

০ ১ ০ ১ ০ ১
০ ১ + ৩

পিয়া~~~~দারু বো~~~~লে~~~~~~~~~~~~।

০ ১ ০ ১ ০ ১
০ ১ × ৩ ০ ১

কাহে নট ঘন~~~~~ ঘন ঘন বো, কেদারা~~~~~দা~~~~~রু

+ ৩

বো~~~~~ লে~~~~~ ॥

০ ১ ০ ১
০ ১ × ৩

সা~~~~~~~~~~ মেলি আউলে লীলা——————

০ ১ ০ ১
০ ১ + ৩

বৃন্দা~~~~~~~~~~~~~বনমে~~~~ ব্রজ গো~~~~~পালা,

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
বংশী রব শুনি— যমুনা, যমুনা উজান~~~চলে~

এক তালা ১২ মাত্রার তাল, সাধারণ লোকে ইহার তালও ০ ১ × ৩ এইরূপ দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ভাবে তাল দেওয়া ভ্রমাত্মক। একটী তাল ও একটী ফাক থাকাতেই উহার নাম এক তাল বা একতালা হইয়াছে, সাধারণের সুবিধার জন্য দুই প্রকার তালই সন্নিবেশিত হইল।

খাম্বাজ—চৌতাল।

চৌতাল বার মাত্রার তাল। দুই মাত্রা বিশিষ্ট ছয়টী পদে চৌতাল বিভক্ত। এই ছয়টী পদের দ্বিতীয় ও ৪র্থ পদে ফাক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ, এই চারিটী পদে চারিটী তাল।

+ ০ ১ ২ ৩ ০ + ০ ১ ২ ৩ ০
গাও—হে তাঁহারি—— না~~~ম, রচিত— যা—র বিশ্ব—ধাম,

+ ০ ১ ২ ৩ ০ + ০ ১ ২ ৩ ০
দয়া— র নাহি বি~~~~রা~~~ম, ঝ রে~~~ অবিরত—ধা—রে~~~।

+ ৩ ০
জ্যো— তি~ যাঁর গগ— নে গগ~~~নে

+ ৩ ০
কী—র্ত্তি~ ভাতি অতু— ভুবনে,

+ ৩ ০
। । । । । । । । । । । । ।
প্রী— তি~~ যাঁর পু~~ ষ্পি~ ত বনে,

+ ০ ১ ২ ৩ ০
। ।৹ । । । । । । । । ।৹ ।
কুসু~~~~~~মি—ত নব~~~~~~~~~~রা~~~~~~গে।ঃ

নটবেহাগ—ঝাঁপ তাল।

এই তালের মাত্রা সমষ্টি দশ। ইহা চারি পদে বিভক্ত। ইহার সমস্ত তৃতীয় পদে দুই দুই মাত্রা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পদে তিন তিন্ মাত্রা। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য মাত্রা-লিপি প্রদত্ত হইল।

+ ৩ ০
। ১—২। ১—২--৩। ১—২। ১—২—৩॥ ঃঃ।

ঝাঁপ তাল প্রায় সম হইতেই গীত হয়। প্রথম ফাকে ধরিয়া ঝাপতালের গীত অতি অল্পই, তাহা এত সামান্য যে, উল্লেখের আবশ্যক বোধ করি না।

৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । । । । । । ।
মলিন মুখ চন্ দ্রমা ভা———রত তো--মারি,

+৩ + ৩
। । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
। ।
চনদ্র জিনি কান্তি দেখে, ভাসি তাম আনন্দে—

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
| | | ||||| || | | | | ||||||
আ——জি এ মলিন মুখ, কে—মনে নেহা—রি ॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
|||| | | | | | | ||| || | | | |
এ দুঃখ তোমার হায়রে, স——হিতে না——রি ॥ ::

মুলতান—সুর ফাক্তা ॥

সুর ফাক্তা বা সুর ফাক্ তালের মাত্রা দশটী।

+ ০ ১ ২ ০
|| || || || ||
নাউ এসা শঙ্ কর য়ে— ।

+ ০ ১ ২ ০
|| || || || | |
দোও য়া য়া মন রে এ ॥

+ ০ ১ ২ ০
| | | | || || | |
গ ঙ্ গা য়া জটা জুউ টা, আ,—

+ ০ ১ ২ ০
| ||| || | | | |
ল লাট সখী সঁ উ এ এ,—

+ ০ ১ ২ ০
|| || |||| |
কাঁউ টেরে ভবে ও ভূ মন,—

+ ০ ১ ২ ০
| | ||| ||||
অঁঙ ভংয় যাওয়ে ॥

———

তোড়ী—যৎ।

যৎ বা যতি তালের মাত্রাসংখ্যা ১৪টী।

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
ঠা—কুর তোঁ~ই শব~নাই~আয়া~

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
উ—তারা~গে~য়া মেরা—মন্ কি সংশ~য়া

+ ৩ ০ ১ + ৩
যা তে—রে দর~শন—পা~য়া ॥

০ ১
য়া——য়া ॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
আ—না বোলতো মোরে বের সা~জা~নি

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
আ~পন না~ম জপ~য়া,—জপ~য়া ॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
কহেত নানক বন্ধ~কাটে~

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
বিসরত আ~ন মিলা য়া~॥ঃঃ

তোড়ী—ধামার।

ধামারেরও ১৪ মাত্রা। যতের সহিত ইহাঁর সামান্য মাত্র প্রভেদ। এমন কি ইহার তাল দেওয়াও একই নিয়মে, কেবল মাত্রার পর্য্যায়ে কথঞ্চিত ব্যতিক্রম আছে মাত্র। যথা,

।১—২—৩—১—২।৩—৪—১—২—৩। ১—২—৩—৪।

ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, যৎ ও ধামারে কতদূর অন্তর। প্রভেদের মধ্যে ধামারের ফাক নাই।

+ ১ ২ + ১ ২
।।। ।। ।।। ।। ।। ।। ।।।। ।।।। ।।।।
চাঁদের হাসি গড়িয়ে পড়ে হাসির ধারায় জগতভাসে।

+ ১ ২ + ১ ২
।।।।। ।।।। ।।।। ।।।।। ।।।।। ।।।।
মধুরে মাধুরী হেরি প্রকৃ——তির বদন হাসে——।

+ ১ ২ + ১ ২
।।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।। ।।। ।।।।
ফুল মেখে চাঁদের হাসি, হাসে কত সুখের হাসি,

+ ১ ২ ১
।।।।। ।।।। ।।। ।।।।
প্রেমের সরে ভাসি ভাসি, মোহিতেছে ধরা ফুলের বাসে॥ ::

ভৈরবী—পোস্তা।

ইহার সমস্তই যতের অনুরূপ। যতের সহিত কোনই প্রভেদ নাই। ইহা পারস্য দেশের সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে নীত বলিয়া পৃথক নামে স্থান পাইয়াছে। পোস্তাতালে কেবল টপ্পা ও গজলই গীত হইয়া থাকে।

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
। ।
কাঁহাসে ভোলাই গোয়া শ্যাম~~~~হামারা।

+ ৩ ১ + ৩
। ।
হৃদয় ~~~~ পরে বৈঠে শূ~~~~না~~~ ভেঁইয়া॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
। ।
বৈঠল হৃদয় মেরে, ছিঁড় লেয়া গিয়া কাহে,

+ ৩ ০ ১ + ৩
। ।
কাহোতো নিদেশ নাহি মেল -ই সই ॥

খাম্বাজ—তেওট

তেওটের মাত্রাও ১৪টী। ইহারও মাত্র সংখ্যা যথা ক্রমে
১ + ৩ ০
। । । । । । । । । । । । । । এইরূপ। ইহার যতিও অতি সহজ। সামান্য চেষ্টাতেই তাল জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়

১ + ৩
। । । । । । । । । । । । ।
খেলত হরি সাং ব্রজ নারী~~~~

১ + ৩ ০
। । । । । । । । । । । । । ।
কাঁহা লাগায়~~~~হ~~~~~ রি,—

১ + ৩ ০
। । । । । । । । । । । ।
যাহা~~~~~~~~ বিসা~~~~~~ খা~~~~ সাথে,-

লাগিয়া ~ ন ~ রি ॥ ঃ

ইমন—রূপক।

রূপক মাত্রা ও তালে তিওটের অর্দ্ধেক। হিসাব মত ইহার তাল-সংখ্যা ২½ এবং ফাক ½ খানি। তবে হাতে তাল দিতে ½ খানি তাল দেওয়া কঠিন বলিয়া ২ খানি তাল ও এক খানি ফাকই ধরা হইয়া থাকে।

কাঁদায়ে যাবে যদি, শুনহে হৃদি বিধি,
২ ১ ০ ০ ১
জীবন অবধি বধিবে ॥

১ ২
কাঁদিব নির ~ বধি বিধি ত বিসম বাদি।

১ ২ ০ ১ ২
সাধে সাধে বাদ সাধিবে।

১ ২
বধিলে জীবন, সাধিলে ~ বাদ, ~~~

১ ২
বিবাদে সম্বাদি দিলেহে বা——দ,

১ ২ ০ ১ ২
সাধে হইয়ে বাদি, কাঁদালে নির—— বধি,

১ ২ ০ ১ ২
। ।।। ।।। ।। । ।। ।।।
আর , কত দিন কাঁদা~~~~বে ~~~~:: ।

বসন্তবাহার—তওরা।

তওরার মাত্রা ৭টী

\+ ২ ৩ + ২ ৩ + ২ ৩
কেন হরি । তব চতুরী বুঝিতে নারি~~~

\+ ২ ৩ ২ ৩ ০
কিসে এ যা ত না সম্ বরি,—

\+ ২ ৩ +
নীল নীরদ তনু, চরণে শত ভানু,

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সে রূপ অপরূপ, নে হেরি॥

২ ৩ + ২ ৩
কেন হ~~~~রি ~~~~~

নট—পঞ্চম সওয়ারী।

০ :

পঞ্চম সওয়ারীর মাত্রা সংখ্যা ৩০টী। প্রথম দুটী তিন মাত্রা, বাকী ছয়টী পদ চারি মাত্রা। তাহারই প্রথম পদে সম। ইহার ৩ ফাঁক, ৫ তাল।

+ ২ ৩ ০ ১ ০
। । । । । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
ত্রি~~~~~~লোচ~~~~~~ন~~~~~~বৃষ~~বা~~~~~~হন

১ ০
॥ ॥ ॥ ॥
দি গম্বর।

+ ২ ৩ ০ ১ ০
। । । । । । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
স——ঙ—কর——মুর হর বা বাম্বর

১
॥ ॥ ॥ ॥
পাপ হর।

+ ২ ৩ ০ ১ ০ ১ ০
। । । । । । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
ত্রি তাপ হা রক দেব ভব——তম বিনাশক,

+ ২ ৩ ০ ১ ০ ১ ০
। । । । । । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
জগ জন পা——লক, হর হর তাপ——হর ॥

সম্পূর্ণ।

তবলা-শিক্ষা।

প্রথম কথা।

গীত বাদ্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা নাই, এমন ব্যক্তি অতি বিরল। বাদ্য, সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ সুতরাং বাদ্য সম্বন্ধে দুই একটী বিষয় লিখিত হওয়া আবশ্যক বোধ করি। তাল না শিখিলে গীত যেমন শ্রুতিমধুর এবং ভদ্র সমাজে গাহিবার অযোগ্য হয়, তাল হীন বাদ্যও তদ্রূপ। শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক বাদক নানা-বিধ বাদ্যের বোল সাধন করিয়াও এক তালজ্ঞানের অভাবে তিনি যশঃ লাভ করিতে পারেন না। এমন কি, তিনি কোন ভদ্র সভায় সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং বাদ্যের বোলাদি, তাল ও মাত্রা সহযোগে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

লয় তিন প্রকার যথা—দ্রুত, মধ্য, ও বিলম্বিত। সাধারণ নূণ্যতা পরিজ্ঞাপনার্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, দ্রুতের অর্দ্ধাংশ মধ্য এবং মধ্যের অর্দ্ধাংশের নাম বিলম্বিত। চলিত কথায় দ্রুতের নাম দূণ, মধ্যের নাম মাঝ এবং বিলম্বিতের নাম থা—বা—ঠা।

দ্রুতলয়।

\+ ৩

ধা-ধিন্ ধিন্ ধা ধা ধিন ধিন ধা | ধা তিন্ তিন তা না ধিন্ ধিন ধা ॥

৩ ১

ধা ধিন্ ধিন ধা ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা।

মধ্যলয়।

\+ ৩
ধা ধিন্ ধিন ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা তিন তিন তা | না ধিন ধিনধা॥

বিলম্বিত লয়। (ঢিমা-ঠা-থা)

ধাঃ—ঃ ধিনঃ— ধিনঃ—ঃধা— ধাঃ—ঃধিনঃ— ধিন—ধা—

ধাঃ—ঃ তিনঃ— তিনঃ—ঃ তাঃ— নাঃ—ঃধিনঃ— ধিনঃ—ধাঃ ॥ ধ

সংজ্ঞা।

বাদ্যশিক্ষার পূর্ব্বে কোন হাতে কি কি শব্দ বাহির করিতে হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বাদ্যের ফাঁক, সম ও অবশিষ্ট তাল জানা আবশ্যক। গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম বাদ্য কহে। বাদ্যের দুই অঙ্গ, লয় ও মান। বাদ্যের প্রকৃত বোল নিয়ত একরূপ বাজাইলে লয়, এবং উহা রূপান্তর ও অলঙ্কারযুক্ত করিয়া বাজাইলে মান্ অথবা পরণ কহে। চৌতাল, ধর্ম্ম বা ধামার, তীব্র বা তেওরা, ঝম্প বা ঝাঁপ-তাল, রূপক বা মাত্রাই, স্বরফাক বা সুরফাক্তা ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্ম-যোগ, লক্ষ্মীতাল বা লছমীতাল, গনেশ তাল, নবগ্রহতাল, বিষ্ণু, নারায়ণ, সূর্য্য, দোবাহার, সাত্তি, খ্যাম্‌টা, বীরপঞ্চ, মোহন, ঢিমে তেতালা বা শ্লথ ত্রিতালী, পঠ প্রভৃতি ধ্রুপদের তাল বলিয়া বব্যহৃত আছে। মধ্যমান, কাওয়ালী, একতালা, আড়া, তেওট, সওয়ারি, ফারদস্ত, আড়া চৌতাল,

প্রভৃতি টপ্পার অনুযায়িক তাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। রূপক ও তেওরা ব্যতিত ধ্রুপদের তাল প্রথম তালে। রূপকের ও তেওরার সম তৃতীয় তালে। কাওয়ালীর সম দ্বিতীয় তালে। মধ্যমানের অর্দ্ধেক মাত্রা কাওয়ালী, কাওয়ালীর অর্দ্ধেক ঠুংরি, রূপকের দ্বিগুণ তেওরা, একতালার দ্বিগুণ চৌতাল। রূপক ও তেওরা প্রায় এক। কারণ উভয়েরই ১৪ মাত্রা। গীত কিম্বা বাদ্য, একটি তাল হইতে ধরিয়া সমে ছাড়িতে হয়। সমের চিহ্ন (+) অতীত (৩), অনাঘাত (০) ও বিষম (১) এইরূপ। এই চিহ্নগুলি মাত্রার উপরে থাকে।

গতে যেমন কতকগুলি বোল আছে, সেইরূপ তালেও কতকগুলি কাল্পনিক বোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—ধে, ক, তে, রে, কেড়ান, খে, ঘা, নে, থুন, না; ত্বা, ধী, ম, ধু, কি, টে, ত্রে, ড়ি, কে, ঘি, গি, দ্বিৎ, ধা, ধি, দিৎ, কা, থু।

প্রথমত তবলার ডাইনাটীর আটটী গাট চড়াইয়া, উপরস্থ চর্ম্মটী সমসুর করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য। পরে ডাইনাটী দক্ষিণ দিকে ও বায়াটী বাঁম দিকের সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী একত্র করত ডাহিনার কিরণের মধ্যস্থলে চাপা আঘাৎ দিলে "দিৎ" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া ডাহিনার পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত করিলে "ত্বাওতা" হয়। মধ্যমা ও অনামিকা এই দুইটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা শব্দ করিলে, "টে, টি, তে, ম, কি" উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাব দ্বারা কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে, "নে, না, ঘা ও ন হয়। মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা কিরণের পার্শ্বে ঈষৎ আঘাত করিলে "নে" হয়। বাম হস্ত দ্বারা বাঁয়াতে ফুলা আঘাত ও দক্ষিণ হস্তে চক্র পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত এক সময়ে করিলে "ধা" হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শাঘাতে "আন" এবং টুকা আঘাত দ্বারা "না" হয়। এই দুই বোল একত্রে বাজাইলে "নান" হয়। যন্ত্র পার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "কে" এবং তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "ড়া" হয়। বাম হস্ত দ্বারা চাপা আঘাতেও "কে" উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে "রে, ড়ি, টে" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগে যন্ত্রের মধ্যে

চাপা আঘাত করিলে "তে" হয়। দুই-তিন বোলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে, আন্ =মান্, কে+ড়া+ আন্ =কেড়ান্; তে+রে=তেরে, "তেরে"র দ্রুত=ত্রে, দিন্+তা=দিন্তা, তিন+তা= তিন্তা; গ+ দ্দী=গদ্দী, ঘি+না=ঘিন্না, থু+না=থুন্না, ক+তে= কত্তে+টে=তেটে, তৈ, ধে+নে=ধেনে, না+গ=নাগ্; ধা+গে= ধাগে; বাম হস্তে "ধি" দক্ষিণ হস্তে ন=ধিন্, ইত্যাদি বোল হইতে পারে।

বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা, একত্র করিয়া বামদিকে চাপা আঘাত করিলে, খি, খে, ক, কা, কে, থু হয়। আর বাম-হস্ত খুলিয়া এ সকল অঙ্গুলি দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে গ, গি, গে, ধি, ধু, ধে, হয়।

এই বোল গুলি পৃথক পৃথক ডাইনা ও বাঁয়াতে আঘাত করিয়া নিম্ন-লিখিত বোল গুলি অভ্যাস কর। যখন উভয় হস্তের জড়তা দূর হইবে, তখন ঠেকা, মাত্রা ও বোল সংযোজন সাধন করিবে।

হাত বশীভূত করণ।

```
    +                         ৩                         ০
    |   |    |     |      |  |   |    |    |     |     |    |
১।  ধা  ধা  তেরে কেটে, ধা ধা  দিন তা,  তাকে  তাকে  তেরে কেটে

        |   |   |    |
        ধা  ধা  দিন্  তা।

    +                        ৩                              ০
    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
২।  ঘেটে  তেটে  ঘেঘে  তেটে  কেটে  তাগ  তেটে  কেটে  তাগ  তেটে

        |      |      |     |     |     |
        ঘেঘে  তেটে,  কেটে  তাগ  তেটে  কেটে।

    +                     ৩
    |     |     |     |    |     |     |     |
৩।  কেটে  তাগ্  কেটে  তাগ, তাগ  তেটে  কেটে  তাগ,
```

০ ১
। । । । । । । ।
দিন্ তাক নাগে তাক, নাগে দাগে ধিনি তাক।

+ ৩
। । । । । । । ।
৪। তা তা তেরে কেটে, নাগ তেরে কেটে তাক।

০ ১
। । । । । । । ।
খাং তুন্না তা তুন্না, ধা ধা খেটে তাক।

সাহানা—কাওয়ালী।

০ ১ + ২
। । । । । । । । । । । । । । । ।
তাপসেরি বা—মে বস~~~লো রূপসী———।
ধা-তিন্ তিন্ তা, নাধিন্ তিন তা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা, ধিন্ ধিন্ ধা।

। । । । । । । । । । । । । । । ।
মুখে লাজ কেন যদি হৃদয় ~~~~~~~পিপাসী———।
ধা তিন্ তিনতা, না ধিন ধিন্ তা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা-ধিন্ ধিন্ ধা,

০ ১ + ২
। । । । । । । । । । । । । । । ।
কানন পা দপ~~~~~ মাঝে~~~~ কনকেরি ল~~~~তা,

০ ১ + ২
। । । । । । । । । । । । । । । ।
কেমনে না জানি সখী হ~~~য় সে জাড়ি~~~তা,

০ ১ + ২
। । । । । । । । । । । । । । । । ।
(ও ভাই) দে—খিলো দে—খিলো দে—খিলো স——ই,—

রাজ ভূষণ ত্যজি আজি সাজো—লো তাপসী—॥

* পূর্ব্বোক্ত মাত্রানুসারে কাওয়ালীর বোল বাজাইলেই গানের মাত্রার সহিত মিলিবে। গানের ও তালের মাত্রা সমরেখ স্থানে প্রদত্ত রইল।

ঠুংরী লয়

ধা, ধা, কে, টে, তা, ক নে, ধা, কে, টে, তা, ক

লুমঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কে—য়া ক— রু——স্ব—জ—নি, পি—য়া বিন,
কে টে তাক নেধাকেটে, ধাধাকেটেতাক নে ধাকেটেতাক

কে—য়া ক রু———— (জানি।)
ধা ধা কে টে তাক নেধা কেটেতাক ধা ধা কেটে তাক

স্ব জনি পি য়া বি নু — বা তা হৈ যৌবন
ধা ধা কেটেতাক নে ধা কেটেতাক, ধা ধা কেটেতাক, নেধাকেটেতাক

———— মে রি———— কো—ন দে—শ বিলম
ধা ধাকেটেতাক নেধাকেটেতাক ধাধাকেটেতাক নেধাকেটেতাক

\+ ২ + ২
র হে হৈ ——— নাহি . আ য়ে— দিন বরসে ——— ।
ধাধা কেটেতাক নে ধা কেটেতাক, ধাধাকেটেতাক নেধা কেটেতাক।

ছেপ্কার—লয়।

\+ ১
ধে নে না তে। নে তে না ক।

এই তাল প্রায়ই নৃত্য ও গজল প্রভৃতি গীতেই ব্যবহৃত হয়

চিত্রা—ছেপ্কা।

\+ ২ + ২
সজনি মুখড়া——— দেখে না জা রে।
ধেনেনা তে নেতেনাক, ধেনেনাতে নেতে না ক

\+ ২ + ২
তেরা দরশন কো, মেরে সে নয় না,~~~~
ধেনে না তে নেতেনাক, ধেনেনাতে নেতেনাক

\+ ২ + ২ + ২
নি কুর ভষম রুমায় বদন, উত্তরে দারেঙ্গে ময় সব আভরণ,

\+ ২ + ২
পিয়া :তোহারি কারণে ভেঁ ডারি জোগান,

\+ ২ +
টুকু বংশিয়া বাজায় যায় রে ॥ঃঃ।

মাত্রানুসারে বোলের মাত্রা মিল করিয়া বাজাইলেই তাল কাটিবার সম্ভাবনা নাই।

কাহার্‌বা বা কারফা তালের লয়।

ইহার মাত্রা ও ছন্দাদি অবিকল ছেপ্‌কার অনুরূপ। কেহ কেহ কাহারবাকে সাত মাত্রার তাল বলিয়া উল্লেখ করেন কিন্তু আমাদের মতে উহা নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল। তবে অনেক ইহার তিন স্থানে তাল সন্নিবেশিত করেন, তাহা বরং অসম্ভব নহে।

+ ২
। । ।। । ।
ধি ধি কেটে। না ক্ ধি ন্॥

যাহারা তিন স্থানে তাল সন্নিবেশিত করেন, তাহারা দুইটী অর্দ্ধ তাল দিয়া থাকেন। অর্দ্ধ তালের চিহ্ন ৺ এইরূপ। যথা;—

+ ৺ ৺ ২ + ৺ ৺ ১
। । ।। ।। ।। । ।। । ।। ।।
ধি ধি কেটে নাক ধিন। অন্য লয় যথা;—ধাগেন্ তিন তাকে ধিন।

বিরহিণী—কাহার্‌বা

+ ২ + ২
। ।। ।। ।। ।।।। ।।।।
কু রমে মেরে এই দুখ লিখল গোঁসাই।
ধি ধিকে টে নাক্ ধিন্ ধিধিকেটে নাকধিন্

+ ২ +
।।।। ।।।। ।। ।।
পীরিতে বিপরীতে এই দুখ পাই
ধিধিকেটে নাকধিন ধিধিকে টে নাকধিন্

+ ২ + ২
।। ।। ।।।। ।।। । । ।।
শ্যাম নাম জপয়ি, আশ না পু——রল,

\+ ২ + ২
বাঢ়ল দরশন আশ,——

\+ ২ + ২
ন্যাম জপি সদা, জীবন গোঁয়া——ইনু

\+ ২ + ২
তবু দরশন নাহি পাই ॥ ::

আড়াঠেকা।

আড়াঠেকা দশ মাত্রার তাল। অনেকে ইহা ১২ মাত্রার তাল বলিয়া কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক মাত্রা যোজনা করেন। ফলতঃ উহা নিতান্ত ভ্রম শঙ্কুল।

১ + ৩ ০
তা ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ তা তিন্।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
যা ব'ত—জীবন——রবে—কারে ভাল বাসি——ব না——।
তা ধিন তা ধিন্ ধিন্ তা ধিন ধিন তা তিন। তা ধিনতা ধিন ধিনতা ধিন
তিন তা তিন্

১ : + ৩ ০ ১ + ৩ ০
ভাল বেসে এ——ই——হলো—— ভাল বাসার কি লাঞ্ছ——না ॥
তা ধিন তা ধিন ধিন তা তিন্ ধিন তা তিন। তা ধিন্ তা ধিন ধিনতা
ধিন ধিন্ তা তিন

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০

ভাল বাসা ভুলে— যাব,—— মনেরে বুঝা—ই—ব,—

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০

আর যেন এ——জ—গ—তে—কেউ কারে ভা—ল বা——সে না ॥ ::

মধ্যমান।

মধ্যমান আড়ার দ্বিগুণ। কেহ কেহ বলেন ইহার মাত্রা ১৬টী, কেহ বলেন ৩২ টী। পরন্তু ইহার মাত্রা সংখ্যা ২০ টী।

লয়।

১ +

তা ধিন ত্রেকেটে ধিন ধা, তা ধিন ত্রেকেটে ধিন ধা,

৩ ০

তা ধিন ত্রেকেটে ধিন ধা, না তিন ত্রেকেটে তিন তা।

খাম্বাজ বাহার—মধ্যমান।

১ + ৩ ০

কপটে আমারে ——এত দুখ—— দেওয়া ভাল নয়——।

তা ধিন ত্রেকেটে ধিন ধা, তা ধিন ত্রেকেটে ধিন ধা তাধিন ত্রেকেটে ধিন ধা না তিন ত্রেকেটে তিন তা।

প্রাণে দুখ দিলে~~ ~~~পুরে~~~ মনে~ ~ব্যথা পেতে হয়——॥

কথায় কথায় প্রব~~ ঞ্চনা~~~ ভাল বাসা——গেছে জানা ~~~

যে যাহারে ভাল ~~ বা—— সে, ব্যাভারে—— তা জানা যায়—ঃঃ

খ্যাম্‌টা।

ইহার মাত্রা সংখ্যা ১২টী। লয় যথা,—

ধা টে ধে না তে নে, তা টে ধে না ধে৹ নে ॥

কালাংড়া—খ্যাম্‌টা

(ছি ছি) ছাড় ছাড় বাঁকা মদন মোহন।
তাটেধে নাধে নে ধাটেধে না তেনে ॥

অসময়৹ রঙ্গ ময় রঙ্গ কর কি কারণ॥

গৃহে গুরু জনা,~ কত দেয় গঞ্জনা,

১ + ৩
। । । । । । । । । । । ।
শুন কেলে সোণা, ছাড় নারীর বসন ॥ ঃঃ

এই গীতের ~~~ এই চিহ্ন ৩য় তালের পর ভাগ। তৃতীয় তালের তিন মাত্রায় দুই মাত্রা তালে ও ১ মাত্রা ছি ছি, ও গৃহে শব্দের উপর বসিবে। সুবিধার জন্য সে মাত্রাটী ৩য় তালের উপরেই রাখা হইয়াছে।

আড়খ্যামটা।

ইহা খ্যামটারই রূপান্তর মাত্র। খ্যামটার অপেক্ষা ইহা আড় করিয়া অর্থাৎ ধীর ভাবে গাইতে হয়। ইহাও ১২ মাত্রার তাল।

লয়।

+ ৩ ০
। । । । । । । । । । । । । । । ।
তেটা ধিনি তা, তেটা ধিনি তা, তেটা ধিনি তা, তেতা তিনি তা।

বাঁরোয়া বাহার—আড়খ্যামটা।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ।
কায় কব মনেরি কথা ~~ মনের ব্যথা মনই জা ~~~ নে।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ।
~~~ অবলা সরলা বালা ~~ কতই জ্বা—লা সয় গো প্রাণে ~~

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
। ।
দারুণ প্রতিজ্ঞা—করি ~~ অন্তরে গুমুরে মরি,------

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
। । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
লাজে প্র কাশিতে— নারি, দিবা ~~~ নিশি যায় রোদনে ~~ ॥ঃঃ
~~~

একতালা বা একতাল।

ইহার মাত্রা সংখ্যা ১২টী। লোকে দুই রকমে একতালার তাল দিয়া থাকেন। এক রকম ত্রিত্রালি তালের ন্যায় ১ + ৩ ০ এই প্রকার, অপর একতালা নামের স্বার্থকতা স্বরূপ + ০ এই প্রকার।

লয়।

০ ১ + ৩
কত্তে ধাগে ত্রেকেটে ধিনি তাক, ধিন্ ধিন্ তাক, তিন তিন্ তাক।

অথবা

+ ৩ ০ ১
ধিন্ ধিন্ ধা। ধা তু ন্না। কত্তে ধা গে। তেটে কেটে ধিন্ ধা।

খেয়ালের লয়।

৩
ধাগি ত্রেকেটে ধিন্, ধা ধিন তা, তা তিন তা, তা তিন।

প্রকৃত তাল।

+ ০ + ০ + ০
ধাগি ত্রেকেটে ধিন্, ধা ধিন তা, না তিন তা, তা তিন

ঝিঁঝিট—একতালা।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
গহ—ন কুসুম কু—ঞ্জ মা——ঝে, —মৃদুল মধুর বং—শী বাজে

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
বিসরি ত্রাস লোক লাজ, সজনি,— -আও আও—লো—

শিক্ষার্থে এই গীতের অপরাংশ মাত্রা ও তাল দেওয়া হইল না। শিক্ষার্থীগণ অবশিষ্ঠ অংশ স্বয়ং মাত্রা ও তাল দিয়া লইবেন।

পিনহ চারু নীলবাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণনেত্রে বিমলহাস, কুঞ্জবন মে আওলো॥
ঢালে বিহগ সুরব সার, ঢালে ইন্দু অমৃত ধার, বিমলরজত ভাতিরে,—
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনী পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যুথি জাতিরে ;—
দেখলো সখী শ্যাম রায়, নয়নে প্রেম উথর যায়,
মধুর বদন, অমৃত সদন, চন্দ্রমায় নিন্দিছে,
আও আও সজনী বৃন্দ, হেরে সখী শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদার বিন্দ, ভানু সিংহ বন্দিছে॥

চৌতাল।

ইহার মাত্রাসংখ্যা বার। চারিখানি তাল থাকায় ইহার নাম চৌতাল না চতুস্তাল হইয়াছে। চৌতালের ধরণ সম ও প্রথম তাল হইতেই হইয়া থাকে।

লয়।

+		০		১		০		১		২	
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ধা	দিন্	তা,	কৎ	তেটে	তেটে	তা,	তেটে	কত্তা	গদি	ঘিনি

বোলের মাত্রা ও তালের মাত্রা ও তাল একত্রিত করিয়া গাহিলেই আর তাল কাটিবার কোন ভয় থাকে না। বিস্তৃতি বোধে সকল বোলের সহিত গানের উদাহরণ প্রদত্ত হইল না। শিক্ষার্থী বোলের মাত্রার সহিত মিল করিয়া লইবেন। এই সমস্ত অনুসন্ধান করিতে যে পরিশ্রম হইবে সে শ্রম পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করিবেন না।

\+ ০ ২
ধে ধে তেঃ টে তেটে। কৃতে টে, থু তে টে। কেতে ধে, ধে তে টে।

৩
গ্রে—ধেন, তা—না। ধাক্—ত্রে কেটে তাক। গ্রে ধেন—তানা।

\+ ০ ২
তেহাই।—ধাঃ——ঃ ধে, ধেতেটে। কেতেধে ধেতেটে। গ্রেদেন তানা,

০ ৩ ৪ +
ধাঃ——। গ্রে ধেনে—তা——না ধাঃ—। গ্রেধেন তানাঃ—(ধা)

\+ ০ ২
পরণ।—ধা ধেনে নাক ধেৎ, ধেনে নাক ধেনে নাক, ধেৎ ত্মা গদি ধেনে,

০ ৩ ৪ +
ধা গদি ধেনে ধা, কত্তা থুং গা ধা, তেটেক থা গদি ধেনে ধা ।ঃঃ

\+ ০ ২ ০ ৩
অন্যপ্রকার। ধুমাকেটে তাকা, তাকা ধুমাকেটে তাকা তাকা, ধুমাকেটে

৪ + ০ ২ ০ ৩
ধুমাকেটে, তাকা ধুমাকেটে তাকা ধুম, কেটে ধুম, কেটেতাক

৪ +
গদিঃ ধেনেঃ ধা।

\+ ০ ২
চৌমাতি।—গ্রে দিন, দাগিন, দাগিন্ দাগিন্, তেতে কেটে ধেটে গ্রেদিন

৩ ৪ +

দাগিনি, ধুম কেটে কেটে তাকেটে দাগ্নিন, ধাঃ।

৩ ৪

শক পরণ। তা তা তেরে কিটি ধিন্, তাতা তেরে কিটি ধিন,

+

তা তা তেরে কিটি ধিন।

ঝাঁপতাল।

ঝাঁপতাল ১০ মাত্রার তাল।

+ ৩ ০ ১

লয়।— ধাগে ধা গেতিন, নাকে ধা গে ধিন।

যৎ তাল।

মাত্রা-সংখ্যা ১৪টী।

+ ৩ ০ ১

ধা ধিন্ ধাগে তিন, না তিন, ধাগে ধিন।

ধামার।

মাত্রা সংখ্যা—১৪টী।

+ ৩ ০ ১

ক ধেটে, ধেটে—ধা, গদি ন, দিন তা——।

পোস্তা।

পোস্তার মাত্রা ৭। অর্দ্ধ মাত্রানুসারে ১৪ মাত্রা ধরিয়া ইহা যতের সমান করিয়া লওয়া যায়।

\+ ২
তাক্ঃ—ঃ তাক্ ধী ধা ধা।
\+ ২ ॰ ১

তেওট।

মাত্রা সংখ্যা ১৪টী।

১ + ৩ ॰
ধিন্ ধিন্ ধা তেটে, দিন ধা তেটে, ধিন্ ধিন্ ধা তেটে, তিনতা তেটে।

রূপক।

তিওটের অর্দ্ধেক রূপক। ইহার ৭ মাত্রা।

১ ২
ধিন্ ধিন ধাগ, ধিন ধিন্ ধাগ তিন তিন তাঁক।

আড়া—চৌতাল

ইহার মাত্রা ৭টী।

\+ ॰২ ॰
ধাক্ঃ—। ধাঃ ধাঃ দিনঃ তা।

সুবিধার জন্য অনেকে আড়া চৌতালকে দ্বিগুণ করিয়া ১৪ মাত্রাও করিয়া থাকেন।

\+ ২ ॰ ১
১—২। ১—২—৩—৪। ১—২—৩—৪। ১—২—৩—৪

তেওরা।

তেওরার মাত্রা ৭টী।

১ + ৩ ০
ধা ঘেনে নাগ, ঘেনে নাগ, ঘেনে নাগ, তাক্।

অন্য প্রকার,—

১ + ৩ ০
ধাখি তেটে, ধাখিতেটে, ধাখিতেটে, তেটে।

মান।— ধা ধা ত্রেকেট্ ধা, ধাধা ত্রেকেট্ ধা, ধা ধা ত্রেকেট্—(ধা)

পরণ :—ত্রেকেট্ গ্রদিন্ ধা ধিন্ তা ত্রেকেট্ গ্রদিন্ ধা।

পঞ্চম সওয়ারী।

মাত্রা সংখ্যা ৩০টী। তাল সংখ্যা যথাক্রমে, ১—২—৩, ১—২—৩, ১—২—৩—৪, ১—২—৩—৪, ১—২—৩—৪, ১—২—৩—৪, ১—২—৩—৪, ১—২—৩—৪।

১ ২ + ০ ৪
ধিন্ ধাগ, ধিন ধাগ, তা ;—ধিন দা, ধিনদা, ধিন্ দা ধিনদা, তা কেটে।

০ ৫ ০
তিন তা, তেরেকেটে তিন তা, তি তিন্ না ধিন, নে ধা তেরে কেটে।

অন্য প্রকার,—

১ ১ + ০ ১
ধিনা ধিনা তা দি ধা ত্রেকেট তা ত্রেকেট

৩ ১ ০
। । । । । । ।
তা তা তা তা তেতা ধি ধি নাথি ধিনা।

পূর্ব্বোক্ত ৩০ মাত্রার অর্দ্ধেক করিয়া ইহা ১৫ মাত্রা ধরিয়া বাদিত হইয়া থাকে।

দাদরা।

১ +
। । । । । ।
ধা ঘেড়ে নাক, ধা কেড়ে নাক।

\+ ২
। ।
পটতাল—ধাঃ ধিন্না।

সম্পূর্ণ।

রাগিণী-শিক্ষা।

সংক্ষেপ কথা।

কণ্ঠ সঙ্গীতে চিত্তের যাদৃশ তৃপ্তি হয়, অন্য কোন বাদ্যাদিতে সেরূপ হয় না। সুতরাং সকলেরই কণ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষা করিতে বলবতী ইচ্ছা দেখা যায়। যাহারা কথা কহিতে পারে, তাহারা শিক্ষা করিলে অবশ্যই গাহিতে পারিবে, ইহা সতঃসিদ্ধ। অনেকে বলেন, কণ্ঠে ঈশ্বর দত্ত সুস্বর না থাকিলে সে সঙ্গীত শিক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। একথা নিতান্তই ভ্রম সঙ্কুল, তবে প্রাকৃতিক সুস্বর থাকিলে অবশ্য সহজে লোক রঞ্জনে যে সমর্থ হওয়া যায়, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

গায়কদিগের মুদ্রা দোষ অর্থাৎ গাহিবার সময় বিকৃত মুখভঙ্গি করা বড়ই নিন্দার কথা। প্রথম হইতে অভ্যাস করিলে আর মুদ্রা দোষের জন্য নিন্দাভাজন হইতে হয় না। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা কালে দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া গীত অভ্যাস করিবেন। মুদ্রাদোষ পরিহারের ইহাই প্রধান এবং সহজ উপায়।

কণ্ঠস্বর সাধিতে তান্‌পুরাই প্রসস্ত। তানপুরার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া যথাক্রমে স্বরগ্রাম শিক্ষা করিতে হয়।

	।	।	।	।	।	।	।	।
অনুলোম	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা।
	।	।	।	।	।	।	।	।
বিলোম	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।
	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥
অনুলোম	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা।
	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥
	সা	নি	ধ	প	মা	গ	ঋ	সা।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে মাত্রা অধিক করিতে হইবে।

	৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺
অনুলোম অর্দ্ধ মাত্রা	সা	ঋ	গ	মা	প	ধ	নি	সা।
	৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺
বিলোম ঐ	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।

অৰ্দ্ধ পূৰ্ণ অনুলোম	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা
ওতপ্রোত বিলোম	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে নানাবিধ মাত্রা ও স্বরের পর্য্যায় শিক্ষা করিতে হইবে।

স্বর সাতটী—এবং গ্রাম তিনটী—উদারা, মুদারা ও তারা।

উদারা	সা	ঋ	গা	মা	পা	ধা	নি
মুদারা	সা	ঋ	গা	মা	পা	ধা	নি
তারা	সা	ঋ	গা	মা	পা	ধা	নি

রাগ ও রাগিণী।

ভৈরব।—ভৈরবী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী, বৈরাটী, মধুমাধবী।

শ্রী।—মালশ্রী, ধানশ্রী, মালবী, বাসন্তী, আসবারী।

মেঘ।—সৌরটী (সুরট), টঙ্কা; ভূপালী, গুর্জ্জরী, দেশকারী।

হিন্দোল।—রামকিরি, বেলাবলী, ললিতা, পটমঞ্জরী, দেশাক্ষী।

মালকোশ।—কুকুভা, খাম্বাবতী (খাম্বাজ), গুণকলী, গৌরী, তোড়ী।

দীপক।—দেশী, কামোদী, কেদারী, কর্ণাটী, নাটিকা।

মতভেদে।

বসন্ত।—দেশী, দেবগিরী, বৈরাটী, তোড়ী, লালিতা, হিন্দোলী॥

পঞ্চম।—বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী।

নট।—কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, হাম্বিরা।

রাগিণী।

গান সহযোগে শিক্ষা ও তাঁহার অবয়ব জানিবার জন্য নিম্নে রাগিণীর অবয়ব ও গীত প্রদত্ত হইল। এতদ্দ্বারা রাগিণী জ্ঞান অতি সহজে লাভ করা যাইবে।

বেলাবেলী—রূপক।

২ ২ ০ ১
সঃ স। নিঃ ধ সঃ—।—ঃ— । স গ ঋ। নি ঋ
এ ম ন ... ... অঁা ... ...

২ ০ ১ ২ ০ ১
। সঃ— । স গ গ । ম গ । ঋ ঃ—। নি স। নি ধ
থ ভে ... ... থ

। সঃ নি। গ—ঋ। স নি। নি ধ ঋ ঋ ঋ। গ ঋ গ ঋ।
যো লি—য়া ম ন ভ ব ন,

২ ০ ২
গ গ গ । ঋ ম নি। নি ধ। প প। স স। ঋ নি সা
এ ... ম ন ... ... অঁা চ তো পে দী ...

২ ০
—নি নি। নি নি স । নি ধ । প— । গ গ গ । গ গ।
তু জ ভে থ— ন কো ... ত ন ম ন ধ

২ ০ ১ ২ ০
। ম ঋ । গ ঋ ম গ । ঋ নি । স স । স ধ— ।
ন যৌ ... ... ব — — ন ক র—

২
। ঋ ঋ ঋ ঋ । গ ঋ ম গ। ঋ স নি। নি ঋ
বলি হা রি ... ম ন ... ...

৩ ০ ১ ০ + ২ ০ ১
সা সা। প প। স স। ঋ স। সা নি ধা। নি পা। মা গা মা ঋ।ঃঃ
ন ন্দ ভ রা ঘর অ ঙ্গ ন বা সো ঘা ব

শিক্ষা।

নিম্নে কয়েকটী গীত তাল দিয়া দেওয়া গেল, রাগিণী দেখিয়া শিক্ষার্থী-গণ স্বরগ্রাম প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কোন যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্যই সকল কাম হইবেন। কোন বিষয় মন না দিয়া শিখিলে সে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

বসন্ত—সুরফাক্তা।

১ ০ ১ ২ ০
শ্যাম সে ঘন শ্যাম।

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
উম ড়ঘু মড় আয়ো মন্দ মন্দ মুরলী,———

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
তাল গগন ঘোর বিহরত ব্রজ রাই =১॥

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
হথ জল ধর কুন্দ উৎস ধবর খাত,

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
চপলা বত হরণ পিতাম্বর পহরাই॥

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
য়হ শোভা নির খত তান সেন প্রভু

১ ০ ১ ২ ০ ১ ০ ১ ২ ০
অরুণ বরণ বাদর পাহর গোপরাই॥

ভৈরবী—আদ্ধা।

০ ১ ০ + ৩
তু কাঁহে ~~~~ রো দিয়া ~~~~ নী ~~~~ রবে।

০ ১ + ৩
রাজনুঁ ~~~~ কর বা ~~~~ কর তো ~~~~ রে॥

০ ১ + ৩
তন ফু কদা সুখদা গ ~~~~ হয়,—

০ ১ + ৩
গুলা মনু বি চু ~~~~ প রহ ~~~~ মরতে॥

এই গানটীর তাল দিতে ও মাত্রা দিয়া গাহিতে শিক্ষার্থীগণ চেষ্টা করিবেন।

হাম্বির—একতালা।

ফুললা ফুল হারা।
কা সকাশৎ লে গয়া,
লিয়া শ্যাম কো ধারা॥
ফুটল ফুল কয়েলা কুহ গুঞ্জরত,
মাধব না আওল, নয়নে মে ধারা॥
লোক ব্রজ পালক, নাথ হারা ভেল,
পুর শূণ ভেল, দিল আঁধারা॥
সুভানু হাসল, সিক্ক নিকটাল,
নিমেমে ছোটল্ বংশী ধরা॥

রাগিণীর সময় ও ঠাট।

ঠাটে স্বরের উপর ৭ এই চিহ্ন থাকিলে তাহা (কড়ি) এবং ব এই চিহ্ন কোমল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রাত্রি প্রথম প্রহর।

ইমন (ম^৭) ইমন কল্যাণ (ম + ম^৭) কল্যাণ (ম^৭^{ব}) কানাড়া (গ^ব ও নি^{ব}) কামোদ (নি^{ব}) কানাড়া (ঋ^ব ও ধ^ব) কেদারা (ম + ম^৭) খট (ঋ^ব ও ধ^ব) খাম্বাজ (নি + নি^{ব}) ছায়ানট (০) পিলু (ধ^ব ও গ^ব) বসন্ত (ঋ^ব ম + ম^৭) বাঁরোয়া (গ + গ^ব ও নি + নি^{ব}) বিভাষ (০) ভূপালী (০) ভৈরব (ধ^ব ও নি^{ব} নি + নি^{ব}) ভৈরবী (ঋ^ব + গ^ব + নি^{ব}) মোল্লার (নি + নি^{ব}) মালকোশ (গ^ব + ধ^ব + নি^{ব}) মেঘ (০) যোগিয়া (ঋ^ব + ধ^ব) রামকেলি (ঋ^ব + ধ^ব + নি + নি^{ব}) সুরট (নি + নি^{ব}) সিন্ধুড়া (গ^ব + নি^{ব}) হাম্বির (ম + ম)।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আড়ানা (গ^ব ও নি^{ব}) আসাবরী (ঋ^ব + গ^ব + ধ^ব + নি আলাহিয়া (০) কোকব (০) গারা (নি^{ব} + নি) গৌর সারঙ্গ (ম + ম^ব) জয়জয়ন্তি (নি^{ব} ও গ + গ^ব) ঝিঁঝিট (নি^{ব}) তোড়ী (ঋ^ব গ^ব ধ^ব ও নি^{ব}) দেবগিরি (০) দেশ (নি + নি^{ব}) পঞ্চম (ঋ^ব) পরজ